মহাভারত।

বিরাটপর্ব্ব।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত গোপালধন চূড়ামণি-দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ জ্ঞাননিধি-দ্বারা

পরিশোধিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৮৫।

মহাভারতীয় বিরাটপর্ব্বের সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

মহাভারত।

বিরাটপর্ব্ব।

পাণ্ডবপ্রবেশ প্রকরণ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতীদেবীকে প্রণাম করিয়া জয় কীর্ত্তন করিবেক।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার প্রপিতামহগণ দুর্য্যোধন-ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া কিপ্রকারে বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন? এবং সতত ব্রহ্মবাদিনী পতিপরায়ণা মহাভাগা দ্রৌপদীই বা কিরূপে অজ্ঞাত থাকিয়া দুঃসহ দুঃখসকল সহ্য করত কাল যাপন করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! আপনকার প্রপিতামহগণ যেরূপে বিরাট-নগরে অজ্ঞাত বাস করেন, তাহা শ্রবণ করুন, ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নিকট সেইরূপ বরলাভ-পূর্ব্বক আশ্রমে আগমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তৎসমুদায় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত সেই ব্রাহ্মণকে অরণীসহিত সেই মন্থন দণ্ডটি প্রদান করিলেন। হে ভরতকুলপ্রদীপ! অনন্তর ধর্ম্মপুত্র মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির অনুজবর্গকে একত্র আহ্বান করিয়া কহিলেন, আমরা রাজ্যচ্যুত হইয়া এই দ্বাদশবর্ষ কাল অরণ্যে অতিবাহিত করিলাম, সংপ্রতি ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত, এই এক বৎসর অতিক্রম করা অতি কঠিন; অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি এতাদৃশ কোন উত্তম বাসস্থান মনোনীত কর যে, যে স্থানে অবস্থিত হইলে আমরা অন্যের অবিদিত হইয়া এই বর্ষটি অতিবাহিত করিতে পারি। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মনুজাধিপ! সেই ধর্ম্মের বরপ্রভাবেই আমরা মনুষ্যগণের অজ্ঞাত হইয়া বিচরণ করিতে পারিব, ইহাতে সন্দেহ নাই। সংপ্রতি আমি রমণীয় অথচ গুপ্ত, এরূপ কতিপয় রাষ্ট্রের নামোল্লেখ করিতেছি, তন্মধ্যে আপনি কোন এক স্থান মনোনীত করুন। হে রাজন্! কুরুমণ্ডলীর চতুঃপার্শ্বে পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তি, এই সমস্ত সুবিস্তীর্ণ বিপুল শস্যসম্পন্ন রমণীয় জনপদ বিদ্যমান আছে, ইহার মধ্যে কোন্ প্রদেশটি আপনার অভিমত হয়, বলুন, তথায় আমরা এই সম্বৎসর কাল অবস্থান করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যাহা কহিলে সমুদায় শ্রবণ করিলাম; সেই ভগবান্ সর্ব্বভূতনিয়ন্তা প্রভু ধর্ম্ম যেরূপ কহিয়াছেন, সেইরূপই হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না; পরন্তু আমাদিগের বাসের নিমিত্তে অবশ্যই মন্ত্রণা-পূর্ব্বক এমন কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য, যাহা রমণীয়, কল্যাণকর ও সুখজনক হইবে এবং যে স্থলে সকলে মিলিত হইয়া নির্ভয়ে বাস করিতে পারিব। হে বৎস! মৎস্যদেশীয় নরপতি বিরাট পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহ করিয়া থাকেন, বিশেষত তিনি ধর্ম্মশীল, বদান্য, প্রাচীন, বলবান্ এবং আমাদিগের সতত প্রীতিপাত্র, অতএব আমরা তাঁহারই কর্ম্মচারী

হইয়া বিরাট নগরে এই সম্বৎসর কাল অতিবাহিত করিব। হে কুরু-নন্দনগণ! বিরাটরাজ-সন্নিধানে গমন করিয়া আমরা তাঁহার যে যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিব, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বল। অর্জ্জুন কহিলেন, হে সচ্চরিত্র নরদেব! আপনি তাঁহার রাষ্ট্রে কিরূপ কর্ম্ম করিবেন? কোন্ কর্ম্মদ্বারা স্বচ্ছন্দে বিরাট-নগরে বিহরণ করিতে পারিবেন? হে রাজন্! আপনি মৃদুস্বভাব, বদান্য, লজ্জাশীল, ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; এক্ষণে আপদাপন্ন হইয়া কি কর্ম্ম করিবেন? হে পাণ্ডব! আপনি মহীন্দ্র, সামান্য জনের ন্যায় দুঃখানুভব করা আপনকার অভ্যাস নাই; সংপ্রতি এই ঘোর বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইবেন? যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পুরুষপুঙ্গব কুরুনন্দনগণ! আমি বিরাট-সন্নিধানে গমন করিয়া যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইব, তাহা শ্রবণ কর। আমি "অক্ষতত্ত্ববিশারদ ও দ্যূতপ্রিয় কঙ্কনামা দ্বিজাতি" এইরূপে পরিচিত হইয়া সেই মহাত্মা ভূপতির সভাসদ্ হইব, এবং শারি ফলক লইয়া কৃষ্ণ ও লোহিতবর্ণ মনোরম অক্ষসমস্ত নিক্ষেপ-পূর্ব্বক গজদন্ত-বিনির্ম্মিত নীল, পীত, লোহিত ও শ্বেতবর্ণ শারিসকল চালনা করিব। এইরূপে অমাত্য ও বান্ধবগণের সহিত বিরাটরাজের মনোরঞ্জন করত তাঁহার সন্তোষ-বিধান করিব; কেহই আমাকে জানিতে পারিবে না। যদি মৎস্যাধিপতি আমাকে বিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে এই কথা বলিব যে আমি পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাণ-তুল্য সখা ছিলাম। হে ভ্রাতৃগণ! আমি যেরূপে বিরাট দেশে কালাতিপাত করিব, তাহা এই তোমা-দিগের নিকট কহিলাম;—বৃকোদর! তুমি কি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তথায় বাস করিবে?

প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

ভীমসেন কহিলেন, হে ভারত! আমার মানস এই যে, আমি "বল্লবনামধারী সূপকার" এই-রূপ পরিচিত হইয়া বিরাটরাজ-সমীপে অবস্থান করিব। পাক কর্ম্মে আমার নৈপুণ্য আছে, অতএব রাজার সুশিক্ষিত পাচকেরা যেরূপ অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে, আমি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট-রূপে পাক করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিব। অপিচ, আমি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠখণ্ড-সকল আহরণ করিব, সেই গুরুতর কর্ম্ম দেখিয়াও নরপতি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। আমি ঐ সকল অলৌকিক কর্ম্ম করিব, এবং অন্নপানাদি বিষয়ে প্রভু হইব, সুতরাং রাজভৃত্যেরা আমাকে রাজার ন্যায় মান্য করিবে। হে রাজন্! মৎস্যরাজ যদি বলিষ্ঠ মাতঙ্গ-সকলকে অথবা মহাবল বৃষভদলকে দলন করিতে আদেশ করেন, তাহাও করিব, এবং রঙ্গভূমিতে আমার সহিত বাহুযুদ্ধ করিবার নিমিত্তে যদি যোধকবর্গ নিযোজিত করেন, তাহাদিগের সঙ্গেও যুদ্ধ করিয়া তাঁহার উল্লাস বর্দ্ধন করিব। পরন্তু যুদ্ধে-প্রবৃত্ত সেই মল্লগণকে কোন ক্রমে নিহত করিব না, যাহাতে প্রাণে বিনষ্ট না হয়, এরূপ করিয়া তাহা-দিগকে ভূতলে পাতিত করিব। যদি রাজা আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তবে কহিব যে পূর্ব্বে আমি যুধিষ্ঠিরের আরালিক, গোবিকর্ত্তা, সূপকর্ত্তা ও নি-যোধক ছিলাম অর্থাৎ মত্তমাতঙ্গ-কুলের সহিত ক্রীড়া করা, দুর্দ্দান্ত বৃষভদিগকে দমন করা, অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করা এবং মল্লগণের সহিত বাহুযুদ্ধ করা, এই সমস্ত কর্ম্মে আমার অধিকার ছিল। হে রাজন্! আমি এইরূপ যত্নসহকারে আত্মরক্ষা করত বিচরণ করিব। আমি যে প্রকারে কালহরণ করি-বার অভিসন্ধি করিয়াছি, তাহা এই ব্যক্ত করিলাম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বৃকোদর! অগ্নি খাণ্ডব গহন দহনের অভিলাষে ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া যে মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু কৃষ্ণসহচর নরবর কুরু-নন্দনের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সর্ব্ববিজয়ী সেই ধনঞ্জয় কি কর্ম্ম করিবেন? সেই খাণ্ডব বনের সন্নিহিত হইয়া যিনি একমাত্র রথারোহণে পন্নগ ও

রাক্ষসগণকে নিপাতিত করিয়া দাব পাবকের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন; যিনি নাগরাজ বাসুকির ভগিনীকে হরণ করিয়াছিলেন; যিনি প্রতিযোধগণের মধ্যে প্রধান; সেই অর্জ্জুন কি কর্ম্ম করিবেন? যেমন প্রতাপশালিমধ্যে সূর্য্য, মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ, সর্পমধ্যে আশীবিষ, তেজস্বিমধ্যে অগ্নি, আয়ুধ-মধ্যে বজ্র, গোমধ্যে বৃষভ, হ্রদমধ্যে সমুদ্র, মেঘমধ্যে পর্জ্জন্য, নাগমধ্যে ধৃতরাষ্ট্র, হস্তিমধ্যে ঐরাবত, প্রিয়মধ্যে পুত্র, ও সুহৃদ্‌মধ্যে ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতরা হয়, সেইরূপ যাবতীয় ধনুর্দ্ধারিমধ্যে যুবা গুড়াকেশই প্রধান। হে ভারত! বাসব ও বাসুদেবসদৃশ সেই এই গাণ্ডীবধন্বা শ্বেতাশ্ব বীভৎসু কি কর্ম্ম করিবেন? যিনি পুরন্দরপুরে পঞ্চ বর্ষ বাস করিয়া উদ্ভাসমান দেবরূপ ধারণ-পূর্ব্বক নিজ বীর্য্যবলে মনুষ্যের অসাধ্য অস্ত্রযোগ শিক্ষা করত দিব্য অস্ত্র-সকল লাভ করিয়াছেন; আমি যে অর্জ্জুনকে রুদ্রমধ্যে দ্বাদশ, আদিত্যমধ্যে ত্রয়োদশ, বসুমধ্যে নবম, এবং গ্রহমধ্যে দশম বলিয়া জ্ঞান করি; যাঁহার দীর্ঘ বাহুযুগল তুল্যরূপে কার্য্যকারী হওয়ায় নিরন্তর জ্যা-ঘাতদ্বারা ভারবাহক বৃষভের স্কন্ধসদৃশ কঠিন-চর্ম্ম হইয়াছে; শৈলমধ্যে হিমালয়ের ন্যায়, জলাশয়মধ্যে সাগরের ন্যায়, দেবমধ্যে ইন্দ্রের ন্যায়, বসুগণমধ্যে হব্যবাহের ন্যায়, মৃগযূথ-মধ্যে শার্দ্দূলের ন্যায়, বিহগবর্গমধ্যে গরুড়ের ন্যায় যিনি যাবতীয় যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই মহাবীর অর্জ্জুন কি কর্ম্ম করিবেন?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহীপতে! আমি বিরাটসন্নিধানে ষণ্ডক বলিয়া আত্মপরিচয় দিব। আমার বাহুযুগলে জ্যাঘাতের যে স্পষ্ট চিহ্ন রহিয়াছে, ইহা সম্বরণ করাই দুষ্কর; পরন্তু তাহার এক উপায় আমি এই স্থির করিয়াছি যে, বলয়দ্বারা হস্তদ্বয়ের ঐ কলঙ্কচিহ্ন আবৃত করিব এবং কর্ণযুগলে সমুজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় ও পাণিদ্বয়ে শঙ্খ পরিধান-পূর্ব্বক মস্তকে বেণী বন্ধন করিয়া ক্লীববেশ ধারণ করত বৃহন্নলা নামে বিখ্যাত হইয়া মৎস্যরাজ-সদনে অবস্থান করিব। এইরূপে স্ত্রীভাবে থাকিয়া সময়ে সময়ে নানাবিধ আখ্যায়িকা কথনদ্বারা রাজাকে ও রাজপুরবাসী অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে আপ্যায়িত করিব; বিরাটরাজের পুরনারীগণকে বিচিত্র নৃত্য, গীত ও বিবিধ বাদিত্র-বিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করিব, এবং প্রজাদিগের অনুষ্ঠেয় বহুতর সৎকর্ম্মের প্রসঙ্গ করিব। হে রাজন্! আমি এইরূপ মায়াদ্বারা যত্নসহকারে আত্মগোপন করিব। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে কহিব যে আমি পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম। হে রাজেন্দ্র! আমি এইরূপ ব্যপদেশদ্বারা ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় আত্মসংগোপন-পূর্ব্বক বিরাট-ভবনে সুখে বিচরণ করিব।

পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া নিরস্ত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির অন্য এক ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস নকুল! তুমি বিরাটরাজ্যে কি কর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক কালযাপন করিবে, তাহা ব্যক্ত কর। তুমি অত্যন্ত সুকুমার বীর এবং পরম সুন্দর, অতএব কোন্ কর্ম্ম তোমার যোগ্য হইতে পারে, তাহা স্থির করিয়া বল।

নকুল কহিলেন, হে কুরুরাজ! আমি মনে করিয়াছি, বিরাটরাজ-নিকটে গ্রন্থিক-নামে পরিচিত হইয়া তাঁহার অশ্বপালন কর্ম্মের ভার লইব। এই কর্ম্মটি আমার অতিশয় প্রিয়, এবং ইহাতে আমার নিপুণতাও আছে; অশ্বদিগের শিক্ষায় ও চিকিৎসায় আমি বিলক্ষণ পারদর্শী। হে কুরুপতে! অশ্বগণের প্রতি আপনকার যেমন স্বাভাবিকী প্রীতি আছে, আমারও সেইরূপ। বিরাট নগরে যাহারা আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাদিগকে এই কথা বলিব, পূর্ব্বে আমি পাণ্ডবদিগের অশ্ব-

শালার অধিকারী ছিলাম। হে নরেন্দ্র! আমি এই রূপ ছদ্মবেশে মৎস্যদেশে বিচরণ করিব। অনন্তর যুধিষ্ঠির সহদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সহদেব! তুমি রাজার নিকট কিরূপে পরিচয় দিবে? এবং কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই বা বিরাট নগরে প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিবে?

সহদেব কহিলেন, মহারাজ! আমার নিমিত্তে চিন্তিত হইবেন না, আমি তন্ত্রীপাল-নামে বিখ্যাত হইয়া বিরাট রাজার গো-পরীক্ষণাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইব। গবীগণের পালন, দোহন ও দুষ্টতা নিবারণাদিবিষয়ে আমার নৈপুণ্য আছে; উহাদিগের শুভাশুভ লক্ষণ, স্বভাব ও ব্যাপার-সমূহের পরিজ্ঞানে আমি যে অসাধারণ দক্ষ, ইহা জানিতে পারিয়াই আপনি আমাকে সর্ব্বদা গো-তত্ত্বাবধান কার্য্যে প্রেরণ করিতেন। হে রাজন্! যাহাদিগের মূত্র আঘ্রাণ করিলে বন্ধ্যা বনিতা প্রসূতা হয়, এরূপ সুলক্ষণ বৃষভ সকলও পরিজ্ঞানদ্বারা নির্ব্বাচন করিতে পারি; অতএব দক্ষতা ও অনুরাগহেতু গো-সংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াই আমার কর্ত্তব্য; ইহাদ্বারা আমি রাজাকে অবশ্যই পরিতুষ্ট করিতে পারিব, এবং যাহাতে কোন ব্যক্তি আমাকে জানিতে না পারে, সর্ব্বদা এরূপ সাবধান হইয়া বিচরণ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমাদিগের প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী, মাতার ন্যায় প্রতিপাল্যা, জ্যেষ্ঠাভগিনীর ন্যায় পূজনীয়া প্রিয়তমা ভার্য্যা দ্রুপদরাজ-নন্দিনী কি কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া কাল হরণ করিবেন? যিনি অন্য অন্য কুলকামিনীর ন্যায় কোন আয়াস-সাধ্য কর্ম্মে কখনই হস্তক্ষেপ করেন নাই; যিনি জন্মাবধি কেবল মাল্যচন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য ও বহুবিধ বিচিত্র অলঙ্কার বস্ত্র পরিধান করিতেই শিক্ষা করিয়াছেন; যিনি মহামানবতী যশস্বিনী পতিপরায়ণা মহাভাগা; সেই ভাবিনী নবযৌবনসম্পন্না সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণা কোন্ কর্ম্মে নিযুক্তা হইবেন?

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! আপনি কিছু মাত্র দুঃখিত হইবেন না, দেখুন, লোকমধ্যে সচরাচর এরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে সহায়হীনা সাধ্বী স্ত্রীরা কোন বিশিষ্ট লোকের আশ্রয়ে থাকিয়া সৈরিন্ধ্রীরূপে এক প্রকার পরিচারিকার বৃত্তি নিষ্পাদন করত প্রতিপালিতা হয়; অতএব আমিও সেইরূপ মৎস্যরাজের অন্তঃপুরে সৈরিন্ধ্রী হইয়া থাকিব। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে কহিব, পূর্ব্বে আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মহিষী দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম; কেশসংস্কার ও বেণীবন্ধনাদি কর্ম্মে আমার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। এইরূপ ছল করিয়া বিরাট ভূপতির সহধর্ম্মিণী যশস্বিনী সুদেষ্ণাকে সেবা করিব; তিনি আমাকে অবশ্য আদর-পূর্ব্বক রাখিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, কল্যাণি! তুমি যেরূপ মন্ত্রণা স্থির করিয়াছ, ইহা সর্ব্বাংশেই উত্তম; কিন্তু হে ভাবিনি! তুমি কুলকামিনী ও পতিপ্রাণা, চিরকাল সাধুব্রতের অনুষ্ঠানেই নিরতা রহিয়াছ, পাপ যে কি পদার্থ, তাহা কদাপি জান না; অতএব যাহাতে দুর্ব্বৃত্ত পাপপুরুষদিগের কুদৃষ্টি পথে কখন পতিতা না হও, সর্ব্বদা এরূপ সাবধান হইয়া তোমাকে বিরাট-পুরে অবস্থিতি করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা দৈবদুর্ব্বিপাকবশত সকলে যে যে কর্ম্ম করিবে, তাহা কহিলে, এবং আমারও যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহা ব্যক্ত করিলাম; সংপ্রতি আমাদিগের পুরোহিত সূত ও পাচকগণের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া দ্রুপদরাজনিকেতনে অগ্নিহোত্র রক্ষা করুন, ইন্দ্রসেন-প্রভৃতি সারথিগণ শূন্যরথ লইয়া শীঘ্র দ্বারবতী নগরে গমন করুক। এবং দ্রৌপদীর পরিচারিকা-সকল সূত ও পাচকবর্গের সহিত যাইয়া পাঞ্চাল-রাজ্যে অবস্থিতি করুক। এইরূপে সকলে স্থানান্তরিত হইয়া লোকসমীপে প্রকাশ করুক যে, পাণ্ডবগণ

আমাদিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দ্বৈতবন হইতে প্রস্থান করিয়া কোথায় গিয়াছেন বলিতে পারি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা-পূর্ব্বক আপন আপন কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া পুরোহিত ধৌম্যকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপ মন্ত্রণা কহিতে লাগিলেন। ধৌম্য কহিলেন, হে পাণ্ডুপুত্রগণ! ব্রাহ্মণ, সুহৃৎ, রথ, অস্ত্র, শস্ত্র ও অগ্নিপ্রভৃতির রক্ষাবিষয়ে সকলই বিধিপূর্ব্বক সৎপরামর্শ হইয়াছে। হে ভারত যুধিষ্ঠির! সংপ্রতি পাঞ্চালীর রক্ষার প্রতি যত্ন করা আপনার ও অর্জ্জুনের বিধেয়। হে নৃপনন্দনগণ! লোকবৃত্তান্ত পরিজ্ঞান-বিষয়ে আপনাদিগের কিছুই অসম্ভাব নাই, তথাপি সুহৃদ্ব্যক্তিদিগের স্নেহবশত উপদেশ করা বিধেয়; তাহাতে সনাতন ধর্ম্মার্থকাম রক্ষা করা হয়; অতএব আমি কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরও রাজসংসারে বাস করা কঠিন ব্যাপার; এবিষয়ে আমি যেরূপ বলিতেছি, এই অনুসারে কার্য্য করিলে আপনারা রাজকুল-বসতি-নিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার দোষ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। সম্মান-পূর্ব্বকই হউক, অথবা অসম্মান-পূর্ব্বকই হউক, এই সম্বৎসর কাল আপনাদিগকে অবশ্যই অন্যের অজ্ঞাত হইয়া বাস করিতে হইবে, পরে চতুর্দ্দশ বর্ষ সমাগত হইলে আপনারা যথাসুখে বিচরণ করিতে পারিবেন। হে পাণ্ডব! ভূতবর্গের ভর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা, ঈশ্বরের অবতারস্বরূপ রাজা লোকমধ্যে সর্ব্বশস্ত্রময় একটি মহান্ অগ্নি; অতএব প্রতিহারীদ্বারা নিবেদন করিয়া অনুমতি প্রাপ্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেক; প্রতিপন্ন হইয়াছি মনে করিয়া মন্ত্রণাদি রহস্যবিষয়ে কদাপি সংস্রব রাখিবেক না এবং যে আসনে শ্রেষ্ঠব্যক্তি উপবেশন করিতে উন্মুক্ত, তাহাতে উপবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিবেক না। আমি রাজার প্রিয়পাত্র, ইহা মনে করিয়া যিনি রাজসম্মতি ব্যতিরেকে যান, পর্য্যঙ্ক, পীঠ, গজ ও রথাদিতে আরোহণ না করেন তিনিই রাজস্থানে বসতি করিবার উপযুক্ত। যে স্থানে উপবিষ্ট হইলে দোষানুসন্ধায়ী লোকেরা শঙ্কিত হয়, এরূপ স্থানে যে উপবেশন না করে, সেই ব্যক্তিই রাজস্থানে বসতি করণের উপযুক্ত। রাজা জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহাকে কোন উপদেশ কথা কহিবেক না; সমুচিত সময়ানুসারে নমস্কারাদি যথাযোগ্য সৎকার করত মৌনভাবে রাজসেবা করাই বিধেয়; কারণ রাজারা অনর্থক প্রলাপকারী লোকদিগের প্রতি অসূয়া করিয়া থাকেন, এমন কি, মিথ্যাবাদী মন্ত্রীকেও অবমানিত করেন। বুদ্ধিমান্ব্যক্তি রাজপ্রণয়িনীর সহিত কদাচ মিত্রতা করিবেন না, এবং যাহারা রাজার অন্তঃপুরচারী, যাহারা রাজার বিদ্বেষপাত্র ও যাহারা রাজার অহিতাচারী, তাহাদিগের সঙ্গেও কদাচ মিত্রতা করিবেন না; অতি লঘুকার্য্যও রাজার জ্ঞাতসারে করিবেন। যিনি রাজার নিকট এইরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহার কখন কোন হানি হয় না। অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেও জিজ্ঞাসিত অথবা নিয়োজিত না হইলে রাজমর্য্যাদা স্মরণ করত আপনাকে জন্মান্ধের ন্যায় জ্ঞান করিবেক, অর্থাৎ আপনার উচ্চপদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রাজার জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকে কোন উপদেশবাক্যের কথনদ্বারা অথবা তাঁহার নিয়োগ ভিন্ন কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা মর্য্যাদাভঙ্গ করিবেক না; কারণ, পুত্র নপ্তা বা ভ্রাতা যদি মর্য্যাদা অতিক্রম করে, তাহা হইলে অরিন্দম নরাধিপেরা তাহাদিগকেও ক্ষমা করেন না। রাজাকে অগ্নি ও দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া যত্নপূর্ব্বক সেবা করিবেক; যে ব্যক্তি মিথ্যা উপচারদ্বারা রাজার আরাধনা করে, রাজা অবশ্যই তাহাকে নষ্ট করেন সন্দেহ নাই। প্রভু যে যে বিষয়ে নিয়োগ করিবেন, প্রমাদ, গর্ব্ব ও কোপ পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল বিষয়েরই অনুবর্ত্তী থাকিবেক। সমস্ত কার্য্যাকার্য্যনির্ণয়-বিষয়ে যাহা প্রিয় ও হিতকর হয়, তাহাই প্রভুর নিকটে বর্ণন করিবেক; প্রিয় ও হিতকর,

উভয়ের সংঘটন না হইলে যাহা হিতকর বোধ হইবে, তাহাই কহিবেক। স্বামীর প্রয়োজনীয় সমুদায় কার্য্যসাধনে আনুকূল্যাচরণ করিবেক; স্বামিকর্ত্তৃক কোন কথা-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তদ্বিষয়ে যাহা অপ্রিয় ও অহিতকর হয়, তাদৃশ বাক্য কহিবে না। পণ্ডিতব্যক্তি 'আমি রাজার প্রিয় নহি,' এইরূপ মনে করিয়া রাজসেবা করিবেন, এবং সর্ব্বদা প্রমাদশূন্য ও যত্নবান্ হইয়া তাঁহার প্রিয় ও হিতকার্য্যসাধনেই রত থাকিবেন। যেব্যক্তি রাজার অনিষ্ট চেষ্টা না করে, রাজার অহিতকারীর সহিত সংসর্গ না রাখে, এবং রাজদত্ত স্থান হইতে বিচলিত না হয়, সেই ব্যক্তিই রাজবাসে বসতি করণের উপযুক্ত। ধীমান্‌ব্যক্তি রাজার দক্ষিণ অথবা বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন; যেহেতু নীতিজ্ঞদিগের মতে পশ্চাৎ ভাগে শস্ত্রধারী রক্ষকদিগের অবস্থান বিহিত, এবং সম্মুখে উপবেশন করা সর্ব্বদাই নিষিদ্ধ। আপনার সাক্ষাতে প্রবৃত্ত হইলেও কোন গোপনীয় বিষয় ইতস্তত জল্পনা করিবেক না, কেননা ইহা দরিদ্রদিগেরও বিলক্ষণ অপ্রিয়াস্পদ। রাজার কথিত মিথ্যা বাক্য লোকমধ্যে প্রকাশ করিবেক না; যেহেতু নরাধিপেরা মিথ্যাপ্রচারী লোকদিগের প্রতি অসূয়া করিয়া থাকেন, এবং পণ্ডিতাভিমানী মানবদিগকেও অবজ্ঞা করেন। 'আমি বীর্য্যবান্, আমি বুদ্ধিমান্,' এরূপ অভিমান বশত গর্ব্বিত হইবেক না; ভাগ্যবান্ পুরুষ ভূপতির প্রিয়কার্য্য সাধনদ্বারাই তাঁহার প্রিয় হয়েন, এবং ঐশ্বর্য্য সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। হে ভারত! ভূপাল হইতে দুর্লভ ঐশ্বর্য্য ও প্রিয় লাভ করিয়া তাঁহার প্রিয় ও হিতকর কার্য্যেই অবহিত থাকিবেক। যাঁহার কোপে মহান্ অনর্থ এবং প্রসন্নতায় মহা সৌভাগ্য ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাঁহার অনিষ্টসাধনে কোন্ প্রাজ্ঞ-সম্মত ব্যক্তির মনেতেও চেষ্টা করা উচিত হয়? রাজসমীপে ওষ্ঠপুটের, ভুজযুগলের বা জানুদ্বয়ের সঞ্চালন ও বাক্যপ্রয়োগদ্বারা চাপল্য প্রকাশ করিবেক না; এবং বায়ু পরিত্যাগ, নিষ্ঠীবন ও বাক্যপ্রয়োগ-সময়ে লঘুক্রিয়া অবলম্বন করিবেক। কোন হাস্যকর বিষয় উপস্থিত হইলে তাহাতে অতিশয় হর্ষপ্রদর্শন-পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় অতিহাস্য করিবে না, এবং নিতান্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াও থাকিবে না; যেহেতু তাদৃশ ভাবদ্বারা গৌরবপ্রকাশ করা হয়; অতএব তৎকালে সমুচিত শালীনতা সহকারে অপ্রমাদজনিত ঈষৎ হাস্যমাত্র প্রদর্শন করিবেক। যে মতিমান্ ব্যক্তি লাভে হৃষ্ট এবং অবমানে ব্যথিত হইয়া স্বামি-সেবায় অবহেলা না করেন, তিনিই রাজসদনে বাস করিবার যোগ্যপাত্র। যে বিচক্ষণ অমাত্য সতত স্তুতিবাদদ্বারা রাজাকে ও রাজপুত্রকে সন্তুষ্ট করেন, তিনি চিরকাল ভূপতির প্রিয় হইয়া থাকেন। যে অমাত্য পূর্ব্বে অনুগৃহীত হইয়া পশ্চাৎ কোন কারণ বশত নিগৃহীত হইলে রাজার নিন্দাবাদ না করেন, তিনি পুনর্ব্বার সম্পদ্ লাভ করেন। যে ব্যক্তি রাজার অধিকারে বাস করে, এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা প্রত্যক্ষেই হউক বা পরোক্ষেই হউক, ভূপালের গুণানুবাদী হইবেক; তাহা হইলেই তাহাদিগকে বিচক্ষণ বলা যায়। অমাত্য হইয়াও যে ব্যক্তি রাজাকে বলাৎকারে ভোগ করিবার নিমিত্তে প্রার্থনা করে, সে স্বীয় পদে চিরস্থায়ী হইতে পারে না এবং হয় ত প্রাণসংশয়ও প্রাপ্ত হয়। আপনার লাভ আছে দেখিয়া সর্ব্বদা রাজার সহিত শত্রুবর্গের বিবাদ সঙ্ঘটন করিবেক না; সন্ধি বিগ্রহাদির উপযুক্ত স্থলেই শত্রুপক্ষ অপেক্ষা স্বপ্রভু ভূপতির উৎকর্ষ প্রতিপাদনে যত্ন করিবেক। যে ব্যক্তি উৎসাহসম্পন্ন, বুদ্ধিবলশালী, পরাক্রান্ত, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব জিতেন্দ্রিয় এবং ছায়ার ন্যায় সতত অনুগত হয়েন, তিনিই রাজস্থলে বাস করণের যোগ্য পাত্র। রাজা অপরকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ করিলে যে ব্যক্তি "আমি কি ইহা নিষ্পন্ন করিব" এই বলিয়া

অগ্রে উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিই রাজস্থানে বাস করণের যোগ্য-পাত্র। রাজা আপন অধিকারেই হউক বা পর-মণ্ডলেই হউক, কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে আদেশ দিলে, যে ব্যক্তি তাহাতে কখনই সংশয়ান্বিত বা ভীত না হয়, সেই ব্যক্তিই রাজস্থানে বাস করণের যোগ্য-পাত্র। যে ব্যক্তি গৃহ হইতে প্রবাসী হইয়া স্ত্রীপুত্রাদি প্রিয়জনগণকে স্মরণ করত উৎকালকাকুল না হয়, এবং আপাততঃ দুঃখ-সহনদ্বারা ভাবি সুখের অভিলাষ করে, সেই ব্যক্তিই রাজস্থানে বাস করিতে সমর্থ হয়। রাজার তুল্য বেশভূষা করিবেক না; এবং রাজার সন্নিহিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য অথবা অন্যের সহিত নানা প্রকার মন্ত্রণা করিবেক না, এইরূপ বিবেচনা-পূর্ব্বক চলিলেই রাজার প্রিয় হইতে পারে। কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া উৎকোচস্বরূপ কিছুমাত্র ধন গ্রহণ করিবেক না, কারণ ঐরূপে কোন দ্রব্য হরণ করিলে বন্ধন বা বধরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হয়। রাজা প্রসন্ন হইয়া যান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও অন্য যাহা কিছু প্রদান করেন, তৎসমুদায় নিত্যই ব্যবহার করিবেক; এরূপ করিলে তাঁহার অধিকতর প্রিয়পাত্র হয়। হে বৎস পাণ্ডুনন্দনগণ! তোমরা মনঃসংযম-পূর্ব্বক এইরূপ আচরণশীল হইতে অভিলাষী হইয়া এই সম্বৎসর কাল অতিবাহিত কর, অনন্তর স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারিবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সত্তম! আপনি আমাদিগকে যেরূপ শুভ উপদেশ করিলেন, আমাদিগের জননী কুন্তী দেবী এবং মহামতিমান্ বিদুর ব্যতিরেকে এরূপ উপদেষ্টা আমাদিগের পক্ষে আর কেহই নাই। অতঃপর আমাদিগের এই দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্তে এবং উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধার্থ গমন ও তাহাতে জয়লাভের উদ্দেশে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, আপনি তাহা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দ্বিজসত্তম ধৌম্যকে ঐরূপ কহিলে তিনি প্রস্থান-বিষয়ে যে কার্য্য বিধিবোধিত, তৎসমুদায় করিলেন, এবং পাণ্ডবদিগের সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাঁহাদিগের সমৃদ্ধিলাভ ও পৃথিবী বিজয়ের নিমিত্তে মন্ত্রবৎ হোম করিলেন। তদনন্তর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে অগ্রে করিয়া তপোধন ব্রাহ্মণগণ ও অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করত ছয়জনমাত্র যাত্রা করিলেন। সেই সকল বীরপুরুষেরা গমন করিলে জাপক-প্রধান ধৌম্য তাঁহাদিগের অগ্নিহোত্র গুলি গ্রহণ করিয়া পাঞ্চাল রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রসেন-প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সারথিসকল যাদবরাজ্যে গমন-পূর্ব্বক রথ ও অশ্ব সমস্ত রক্ষা করত সুসম্বৃত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাধনুর্দ্ধারী মহাবলবীর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবগণ স্বরাজ্য প্রাপ্তির অভিলাষে তৎকালে বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইয়া অঙ্গুলিত্রাণ, চর্ম্ম-পট্টিকা, করবাল ও শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক সজ্জীকৃত অস্ত্রশস্ত্র ও বাণপূর্ণ তূণ সমভিব্যাহারে কালিন্দী নদীর অভিমুখে পদব্রজে গমন করিলেন, তৎপরে উহার দক্ষিণ তীর পশ্চাৎ করিয়া তখন উত্তরে দশার্ণ ও দক্ষিণে পাঞ্চাল দেশ রাখিয়া যকৃল্লোম ও শূরসেন দেশের মধ্য দিয়া কখন দুর্গম গিরিগুহা-মধ্যে কখন বা কাননাভ্যন্তরে বাসপূর্ব্বক মৃগয়া করিতে করিতে চলিলেন। তাঁহারা একে পর্য্যটন বশত বিবর্ণ তাহাতে আবার শ্মশ্রুধারী, ধন্বী ও বদ্ধকর-বাল, সুতরাং অন্যের অপরিজ্ঞাত হইয়া "আমরা লুব্ধক" এই কথা বলিতে বলিতে বনভূমি উত্তীর্ণ হইয়া মৎস্য দেশে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পাঞ্চালী জনপদে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে; দেখুন, এই বিবিধ শস্য-ক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র পথ-সকল দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে বিরাট-রাজের রাজধানী দূরে আছে, অতএব অদ্য এই

স্থানে আমরা রাত্রিযাপন করি। তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ভারত ধনঞ্জয়! আমরা এই বনস্থলী হইতে অদ্যই মুক্ত হইয়া রাজধানীতে বাস করিব; অতএব তুমি যত্নসহকারে পাঞ্চালীকে বহন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন গজরাজের ন্যায়, দ্রৌপদীকে বহন করিয়া অবিলম্বে নগর-নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অবতারণ করিলেন। অনন্তর কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির রাজধানীর সন্নিহিত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৎস! আমরা অস্ত্রশস্ত্র-সকল কোন্ স্থানে রাখিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিব? যদি আয়ুধ লইয়া পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হই, তাহা হইলে অত্রত্য জনগণের বিষমতর উদ্বেগ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই; বিশেষত তোমার এই প্রকাণ্ড গাণ্ডীব ধনু লোকমধ্যে সকল মনুষ্যেরই বিদিত আছে, অতএব ইহা লইয়া নগরে গমন করিলে মনুষ্যেরা ঝটিতি আমাদিগকে জানিতে পারিবে, ইহাতে সংশয় নাই। আমাদিগের মধ্যে একজনকেও যদি কেহ জানিতে পারে, তাহা হইলে আমাদিগের প্রতিজ্ঞানুসারে সকলকেই পুনর্ব্বার দ্বাদশ বর্ষের নিমিত্তে বনে প্রবেশ করিতে হইবে। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মনুজেশ্বর! ঐ শৈলশৃঙ্গের সন্নিহিত শ্মশান-ভূমির সমীপে ভয়ানক শাখান্বিত একটা দুরারোহ শমীবৃক্ষ বিলোকিত হইতেছে; আমার বোধ হয় এস্থলে কোন মনুষ্যও নাই যে ঐ বৃক্ষে আমরা শস্ত্র-সকল রাখিলে তাহার দৃষ্টিগোচর হইব। হে ভারত! একে উৎপথ তাহাতে পশু-সর্পাদি সমাকীর্ণ অরণ্য, বিশেষত গহনতর প্রেত-ভূমির নিকট, অতএব এতাদৃশ প্রদেশে সংজাত ঐ শমীবৃক্ষে আয়ুধ-সকল রক্ষা করিয়া নগরে গমন করিলে আমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে বিচরণ করিতে পারিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ! অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া শস্ত্র-রক্ষার্থে উপক্রম করিলেন। কুরুপুঙ্গব পার্থ একরথ হইয়া যাহার দ্বারা দেব, নাগ ও মনুষ্যগণকে জয় করিয়াছিলেন এবং বৃহৎ বৃহৎ জনপদ-সমুদায় হস্তগত করিয়াছিলেন, সেই মহাঘোর ভয়ঙ্কর শত্রুদল-দমনকারী প্রকাণ্ড গাণ্ডীবের জ্যাবন্ধন মোচন করিলেন। শত্রুতাপন বীর যুধিষ্ঠির যে ধনুর্দ্বারা কুরুক্ষেত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ধনুর অক্ষয় জ্যা-বন্ধন মোচন করিলেন। বিশুদ্ধপ্রকৃতি ভীমসেন দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া যে ধনুর্দ্বারা একাকী বহু-শত্রুকে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিলেন; যাহার দ্বারা পাঞ্চালদিগকে এবং সিন্ধু দেশাধিপতি জয়দ্রথকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন; যাহার বজ্র-বিস্ফোট বা পর্ব্বত বিদারণের ন্যায় নিদারুণ টঙ্কার শব্দ শ্রবণে বিপক্ষগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে; সেই ধনুর জ্যাপাশ অবতারণ করিলেন। মাদ্রীপুত্র চতুর্থ পাণ্ডব, যাঁহার সমান রূপবান্ কুলের মধ্যে আর কেহই ছিলেন না বলিয়া যাঁহার 'নকুল' নাম হইয়াছিল, সেই অপরিমিত পরাক্রম-সম্পন্ন মহাবাহু বীরপুরুষ রণস্থলে লোহিত বদনে শত্রুবর্গকে আহ্বান করিয়া যে শরাসন-সহকারে পশ্চিম দিক্ জয় করিয়াছেন, তাহার মৌর্ব্বী বন্ধন মোচন করিলেন। প্রভাব ও বীর্য্যসম্পন্ন শান্তস্বভাব সহদেবও যে ধনুর্দ্বারা দক্ষিণ দিক্ জয় করিয়াছিলেন, তাহার জ্যা-পাশ উন্মোচন করিলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলে আপন আপন শরাসন মৌর্ব্বীহীন করিয়া তৎসমুদায়ের সহিত মহামূল্য উজ্জ্বল-দীপ্তিবিশিষ্ট সুদীর্ঘ খড়্গ, তূণ ও ক্ষুরধার সায়ক-সকল একত্র সঙ্কলিত করিলেন। নকুল স্বয়ং সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সেই আয়ুধ-সমস্ত তাহাতে রক্ষা করিলেন; তিনি সেই বৃক্ষের যে সকল স্থান সুদৃঢ় বিবেচনা করিলেন এবং যাহার বহির্ভাগে বারিবর্ষণ হয় দেখিলেন, তথায় দৃঢ় পাশদ্বারা তৎসমুদায় সুগাঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। সেই শমীতরুতে পাণ্ডবেরা এক মৃতশরীরও আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; মনে করিলেন, মনুষ্যেরা তাহার দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া

"এস্থলে শব আবদ্ধ আছে" এই বলিয়া দূর হইতেই ঐবৃক্ষ পরিবর্জ্জন করিবে। অনন্তর শত্রুমর্দ্দন পৃথানন্দনগণ গোপাল ও মেষপাল-প্রভৃতি সকল লোককেই কহিলেন, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরা-প্রচলিত কুলধর্ম্মানুসারে আমাদিগের অশীতি শতবর্ষীয়া মাতার মৃত দেহ এই বৃক্ষে রক্ষিত হইল; এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা নগর সমীপে আগমন করিলেন। যুধিষ্ঠির আপনাদিগের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল, এই পাঁচটি গোপনীয় নাম রাখিলেন; তদনন্তর প্রতিজ্ঞানুসারে ত্রয়োদশ বর্ষে বিরাটরাজ্যে অজ্ঞাতবাস করিবার উদ্দেশে তদীয় মহানগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রথমত রাজা যুধিষ্ঠির নীল পীতপ্রভৃতি বর্ণের শারি ও পাশক লইয়া বসনাঞ্চলে বন্ধন-পূর্ব্বক কক্ষদেশে ধারণ করত সভাস্থিত বিরাটরাজ-সন্নিধানে গমন করিলেন। অনুচরবর্গে পরিবৃত মহাযশস্বী মৎস্যাধিপতি কুরুবংশবর্দ্ধন কীর্ত্তিশালী মহানুভব নরেন্দ্র-পূজিত নরবর যুধিষ্ঠিরকে হঠাৎ সভাভিমুখে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে তীক্ষ্ণবিষ ভুজঙ্গের ন্যায় দুরাসদ, নিবিড়ঘনঘটাচ্ছন্ন-ভানুপম, অভ্রাবৃত ইন্দুতুল্য, ভস্মাবৃত-বহ্নিসদৃশ, তেজস্বী, পূর্ণেন্দু-সদৃশানন মহারূপবলসম্পন্ন ও অমরের ন্যায় অপূর্ব্ব রূপবান্ নিরীক্ষণ করত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সূত মন্ত্রিপ্রভৃতি সমস্ত সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজলক্ষণাক্রান্ত ঐ লোকটি কে? উনি এখানে এই প্রথম আগমন করিয়া সভা অবলোকন করিতেছেন; আমার বোধ হয়, ঐ নরবর কদাপি ব্রাহ্মণ নহেন, কোন মহীপতি হইবেন; দেখ, উহাঁর সঙ্গে দাস বা রথ হস্তিপ্রভৃতি কিছুই নাই, তথাপি তেজোবিশেষদ্বারা উনি যেন ইন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন; উহাঁর আকার প্রকারে বোধ হইতেছে উনি একজন মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় হইবেন; মদমত্ত মাতঙ্গ যেমন নলিনীর নিকট গমন করে, উনি সেইরূপ অক্ষুব্ধচিত্তে আমার নিকটে আসিতেছেন।

বিরাট রাজা এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে নরবর যুধিষ্ঠির তাঁহার সমীপে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি দ্বিজাতি; দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইয়াছে, একারণ জীবিকা প্রত্যাশায় আপনকার নিকট আসিয়াছি। হে বিভো অনঘ! আমি এখানে কামচারীর ন্যায় আপনকার নিকটে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর বিরাটেশ্বর তাঁহার প্রতি সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক কহিলেন, তুমিই আমাকে গ্রহণ কর। মৎস্যরাজ আহ্লাদিত-চিত্তে এইরূপে রাজসিংহ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, হে তাত! আমি তোমার প্রতি অনুরাগ বশত জিজ্ঞাসা করিতেছি, সম্প্রতি তুমি কোন্ রাজ্য হইতে এস্থানে আইলে, তোমার কি গোত্র, কি নাম, এবং কোন্ শিল্প কর্ম্মই বা শিক্ষিত আছে, তৎসমুদায় যথার্থরূপে প্রকাশ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বিরাটেশ্বর! আমি বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্র দ্বিজাতি, আমার নাম কঙ্ক বলিয়া বিশ্রুত; পূর্ব্বে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের সখা ছিলাম; পাশক্রীড়াতে আমার পারদর্শিতা আছে। বিরাট প্রসন্নচিত্তে কহিলেন, তোমার যে কিছু বর প্রার্থনা থাকে, তাহা আমি প্রদান করিব; অধিক কি বলিব, আমি তোমার বশম্বদ হইলাম, তুমি এই সমুদায় মৎস্যরাজ্য শাসন কর; যেহেতু দ্যূতকারী ধূর্ত্তেরা আমার নিয়ত প্রীতিভাজন হয়, তুমি ত দেবতুল্য রাজ্যলাভের উপযুক্ত পাত্র।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে নৃপতে! প্রথমত, আমার এই প্রার্থনীয় যে নীচব্যক্তির সহিত আমার কোন বিবাদ না হয়; দ্বিতীয়, কোনব্যক্তি দ্যূতক্রীড়ায় আমার নিকট পরাজিত হইলে আপন পণিত ধন

অপহ্নব করিতে না পারে; আপনি প্রসন্ন হইয়া এই বর আমাকে প্রদান করুন।

মৎস্যরাজ কহিলেন, কোনব্যক্তি তোমার অপ্রিয়াচরণ করিলে আমি অবশ্য তাহাকে বধ করিব; সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে, তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিব; সমাগত এই সমস্ত পুরবাসিগণ শ্রবণ করুক, এই মৎস্যরাজ্যে আমার যেমন প্রভুতা আছে, কঙ্কেরও সেইরূপ প্রভুত্ব হইল। কঙ্ক! তুমি আমার সখা হইলে; যেরূপ যান বাহনাদি আমি ব্যবহার করিয়া থাকি, তুমিও সেইরূপ করিবে, ইচ্ছানুরূপ বহুবিধ বস্ত্র ও অন্নপানাদি উপভোগ করিবে, এবং আমার অধিকৃত কি আন্তরিক কি বাহ্য সকল কার্য্য সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করিবে; তোমার নিমিত্তে আমার সমস্ত দ্বারই অপাবৃত রহিল। যে সকল বৃত্তিহীন দরিদ্রেরা সমাগত হইয়া অর্থ-প্রার্থনায় তোমাকে অনুরোধ করিবে, তুমি তাহাদিগের বাক্যানুসারে যে কোন সময়ে হউক আমাকে জানাইবে, আমি সে সমস্তই প্রদান করিব, সংশয় নাই; আমার নিকটে তোমার কোন শঙ্কাই নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৈর্য্যসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তৎকালে বিরাটরাজের সহিত এইরূপে সুন্দর সমাগম লাভ করিয়া তাঁহার পরম সমাদর-ভাজন হইয়া সুখে বাস করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই অজ্ঞাতচর্য্যা কেহই জানিতে পারে নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীষণ-বলসম্পন্ন, সিংহতুল্য খেলগতি, শ্রীপ্রদীপ্ত, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃষ্ণলৌহ-নির্ম্মিত নিষ্কোষিত সুপরিষ্কৃত একখানি খড়্গ এবং পাকসাধন সামগ্রী খজা ও দর্ব্বী হস্তে লইয়া আগমন করিলেন। সুমেরু-সারসদৃশ পরুষদেহ সেই বৃকোদর পাচকবেশে মৎস্যরাজ-সমীপে আগমন পূর্ব্বক জগৎপ্রকাশকর প্রভাকরের ন্যায় স্বকীয় পরম তেজে সভাস্থল প্রকাশ করত দণ্ডায়মান হইলেন। মৎস্যরাজ তাঁহাকে রাজার ন্যায় সন্নিহিত দেখিয়া সমাগত জানপদগণকে কহিলেন, সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ সূর্য্যসদৃশকান্তি অতীব রূপবান্ পুরোবর্ত্তী ঐ যে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব যুবা পুরুষটি দৃষ্ট হইতেছেন, উনি কে আমি বিতর্ক করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না এবং ঐ নরবরের মানসই বা কি, তাহাও স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া আমার প্রকৃতরূপে বোধগম্য হইতেছে না; উহাঁকে দেখিয়াই আমি বিচার করিতে অসমর্থ হইতেছি; অতএব উনি কি গন্ধর্ব্বরাজ না দেবরাজ, কে আসিয়া আমার দর্শনপথে উপস্থিত হইলেন তোমরা জিজ্ঞাসা করিয়া জান; এবং উহাঁর যে কিছু অভীষ্ট থাকে, উনি অবিলম্বেই তাহা লাভ করুন। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সভাসদ্গণ যুধিষ্ঠিরানুজ কুন্তীনন্দন ভীমসেন-সন্নিধানে সত্বর গমন-পূর্ব্বক রাজার আদেশানুরূপ জিজ্ঞাসা করিল। অনন্তর মহামনা পাণ্ডুনন্দন অতিদীনভাবে একেবারে বিরাটরাজের সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি উত্তম ব্যঞ্জনকার সূদ, আমার নাম বল্লব, আমাকে মহানসের কর্ম্ম নির্ব্বাহ-নিমিত্তে আপনি গ্রহণ করুন। বিরাট কহিলেন, হে মানপ্রদ! তোমাকে পাচক বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না, যেহেতু তুমি ইন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছ; এই সভাস্থলে নরগণের মধ্যে শ্রী, রূপ ও বিক্রমে তুমি নরেন্দ্ররূপে প্রকাশ পাইতেছ। ভীম কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আমি আপনকার পরিচারক সূপকার; আমি নানাবিধ উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে জানি; হে নৃপতে! পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরও সর্ব্বদা আমার কৃত ব্যঞ্জন-সকলের স্বাদগ্রহ করিতেন। হে পার্থিব! কেবল সূপকর্ম্মে নহে বাহুযুদ্ধেও আমি সুশিক্ষিত; আমার তুল্য বলবান্ ও নিযুদ্ধশীল লোক অতি বিরল; অতএব হে অনঘ! আমি করী ও কেশরিগণের সহিত যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদা আপনকার প্রীতি-সম্পাদন করিব।

বিরাট কহিলেন, আমি দুঃখের সহিত তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম; তুমি মহানসের কার্য্যে আপনাকে কুশল বলিয়া পরিচয় দিলে একারণ সেই কার্য্যই সম্পাদন করিবে, কিন্তু সে কর্ম্মটি যে তোমার উপযুক্ত আমার এমন বোধ হয় না; তুমি সাগর-পরিখাবৃত ধরামণ্ডলের অধিপতি হইবারই যোগ্যপাত্র; তবে তোমার যেমন অভিলাষ, আমি সেইরূপই করিলাম; তুমি আমার মহানসের অধিকারে পুরস্কৃত হইলে; তথায় যে সকল মনুষ্য পূর্ব্ব হইতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে, তোমাকে তাহাদিগের উপর আধিপত্যে নিযুক্ত করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ভীমসেন এইরূপে বিরাটরাজার রন্ধনশালার আধিপত্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র হইয়া বাস করিয়াছিলেন; অনুচরবর্গ বা অন্য কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে নাই।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শুচিস্মিতা অসিতনয়না দ্রৌপদী প্রশংসনীয়, কুঞ্চিতাগ্র, দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ, সূক্ষ্ম, সুকোমল ও সুদৃশ্য কেশপাশ বেণীরূপে গ্রন্থন করিয়া মস্তকের দক্ষিণপার্শ্বে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক সম্বরণ করিলেন; পরে কৃষ্ণবর্ণ অতি মলিন অথচ মহামূল্য একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া সৈরিন্ধ্রীবেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পুরবাসী পুরুষ ও নারীগণ তাঁহাকে দেখিয়া দ্রুতগমনে তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তুমি কে, কি কর্ম্ম করিতেই বা ইচ্ছা কর? হে রাজেন্দ্র! তিনি তাহাদিগকে উত্তর করিতে লাগিলেন, আমি সৈরিন্ধ্রী; যিনি আমাকে প্রতিপালন করিবেন, আমি তাঁহার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি, এই নিমিত্তে এখানে আসিয়াছি। পুরবাসী লোকেরা তাঁহার রূপলাবণ্য ও বেশদর্শনে এবং তাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে অন্নার্থিনী দাসী বলিয়া বিশ্বাস করিল না। তৎকালে বিরাটরাজের পরম প্রেয়সী মহিষী কেকয়রাজ-নন্দিনী সুদেষ্ণা প্রাসাদ হইতে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে দ্রুপদ-নন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন। রাজ্ঞী তাঁহাকে তাদৃশ রূপসম্পন্না অনাথা ও একবস্ত্রা দেখিয়া আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কে, কি কর্ম্ম করিতেই বা অভিলাষ কর?

হে রাজেন্দ্র! দ্রৌপদী তাঁহাকে কহিলেন, আমি সৈরিন্ধ্রী; যিনি আমাকে প্রতিপালন করিবেন, আমি তাঁহার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি, এই নিমিত্তে এখানে আসিয়াছি। সুদেষ্ণা কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি যেরূপ কহিতেছ, ঈদৃশ রূপবতী রমণী কখন সেরূপ হইতে পারেন না, বরং বহুসংখ্য বিবিধ দাস দাসীগণের নিয়ন্ত্রীই হইতে পারেন। তোমার গুল্ফ অনুন্নত; ঊরুদ্বয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট, বুদ্ধি, বাক্য ও নাভিদেশ গম্ভীর; অঙ্গুষ্ঠ, নিতম্ব, স্তন, পাদপৃষ্ঠ, পদনখ ও পাণিতল এই ছয় অঙ্গই উন্নত; করতলদ্বয়, পদতলযুগল ও বদন এই পঞ্চাঙ্গ রক্তবর্ণ; বাক্য হংসের ন্যায় গদ্গদ; কেশ ও স্তন প্রশংসনীয়; নিতম্ব ও পয়োধর পীবর; নেত্রলোম কুটিলভাবাপন্ন; ওষ্ঠ বিম্বের ন্যায় শোভমান; কটিদেশ ক্ষীণ; গ্রীবা ত্রিরেখাবিশিষ্ট; অঙ্গ শ্যামলবর্ণ; শিরাসকল অদৃশ্য; এবং মুখ পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ। তুমি কাশ্মীর-দেশীয় তুরঙ্গমীর ন্যায় বহুতর সুলক্ষণসম্পন্না ও শোভমানা হইয়াছ; এবং রূপ সৌন্দর্য্যদ্বারা শারদীয়-পদ্মপলাশ-নয়না শারদীয় পদ্ম-সদৃশ গন্ধবতী শারদীয়-পদ্মপ্রিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছ। অতএব হে ভদ্রে! তুমি কে, বল; তুমি কোন প্রকারে দাসী হইবার উপযুক্ত নও। তুমি কি যক্ষী, দেবী, গন্ধর্ব্বী, অপ্সরাঃ, দেবকন্যা, নাগকন্যা, কোন নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বিদ্যাধরী বা কিন্নরী; না স্বয়ং রোহিণী, অলম্বুষা, মিশ্র-

কেশী, পুণ্ডরীকা, মালিনী, ইন্দ্রাণী, বারুণী, বিশ্বকর্ম্মপত্নী অথবা ব্রহ্মাণী? হে শুভে! দেবলোকে যে সকল দেবী প্রসিদ্ধা আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তুমি কে, তাহা বল।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে শুভে! আমি দেবী কি গন্ধর্ব্বী, যক্ষী বা পন্নগী কেহই নহি; আমি সৈরিন্ধ্রী, একজন পরিচারিকামাত্র, ইহা আপনাকে সত্য করিয়া বলিতেছি। কেশপাশ-বিন্যাসে, গন্ধবিলেপনাদি পেষণে এবং মল্লিকা উৎপল কমল ও চম্পকাদি পুষ্পপুঞ্জের বিচিত্র পরম শোভান্বিত মাল্যগ্রন্থনে আমার নৈপুণ্য আছে। পূর্ব্বে আমি কৃষ্ণের প্রেয়সী মহিষী সত্যভামার আরাধনা করিতাম এবং কুরুবংশমধ্যে অদ্বিতীয় সুন্দরী পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীরও পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম। আমি উত্তম অশন বসন লাভ করত সর্ব্বত্র একাকিনী বিচরণ করি, এবং যে স্থানে যে কালপর্য্যন্ত তাহা লাভ করিতে পারি সেই কালপর্য্যন্তই তথায় আমার মন রত থাকে, এই নিমিত্তে সেই দেবী স্বয়ং আমার নাম মানিনী রাখিয়াছেন। হে রাজমহিষি সুদেষ্ণে! সম্প্রতি আমি আপনকার নিকেতনে অবস্থানার্থে সমাগতা হইলাম।

সুদেষ্ণা কহিলেন, যদি বিরাটরাজ সম্পূর্ণ অন্তঃকরণের সহিত তোমার প্রতি আসক্ত না হন, তাহা হইলে আমি নিঃসংশয়ে তোমাকে মস্তকেও স্থান দিয়া রাখিতে পারি। হে সুশ্রোণি! রাজকুলকামিনীগণ এবং আমার গৃহচারিণী এই পরিচারিকারাও যখন অনুরক্তা হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে তখন কোন্ পুরুষকে তুমি আর মোহিত না করিবে? এই দেখ, আমার ভবনে যে সকল বৃক্ষ অবস্থিত রহিয়াছে, উহারাও যেন তোমাকে নমস্কার করিতেছে; তবে আর কোন্ পুরুষকে তুমি মোহিত না করিবে? হে বরারোহে! বিরাটরাজ তোমার এই অমানুষ রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া আমাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সম্পূর্ণ-মানসে তোমার প্রতি আসক্ত হইতে পারিবেন। হে তরলায়তলোচনে! হে অনিন্দিতাঙ্গি! তুমি আসক্তচিত্তে যে কোন পুরুষকে অবলোকন করিবে তাহাকেই কুসুমশরের বশীভূত হইতে হইবে। হে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরি চারুহাসিনি! যেব্যক্তি তোমাকে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিবে, সে যে অনঙ্গপরবশ হইবে তাহার কথা আর কি আছে? অতএব হে শুচিস্মিতে সুভ্রু! লোকে যেমন আত্ম-বিনাশের নিমিত্তে বৃক্ষে আরোহণ করে, অথবা কর্কটী যেমন আপন মরণকারণ গর্ব্ভধারণ করে, তোমাকে রাজগৃহে আশ্রয় দিলে আমার পক্ষেও সেইরূপ ঘটিতে পারে।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভাবিনি! আমাকে লাভ করিতে বিরাটরাজ কি অন্য কোনব্যক্তি কাহারও কখন সাধ্য নাই, যেহেতু, কোন মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বরাজের পুত্র পাঁচজন গন্ধর্ব্বযুবা আমার স্বামী; তাঁহারা আমাকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন, সুতরাং কেহই আমার প্রতি অসদাচরণ করিতে পারে না। যিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট প্রদান না করেন এবং আমার দ্বারা পাদপ্রক্ষালন না করান, আমি তাঁহার নিকটে থাকিলেই আমার গন্ধর্ব্ব পতিরা প্রীত হয়েন। যে পুরুষ আমাকে অন্য অন্য সামান্য নায়িকার ন্যায় লাভ করিতে অভিলাষ করে, সে সেই রাত্রিমধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। হে শুচিস্মিতে! অঙ্গনে! আমার প্রিয়তম গন্ধর্ব্বেরা অতিশয় বলবন্ত ও দুঃখসহনশীল; তাঁহারা প্রচ্ছন্নভাবে আমাকে সততই রক্ষা করিয়া থাকেন; অতএব কোন ব্যক্তিই আমার প্রতি লুব্ধ বা আসক্ত হইতে পারিবে না।

সুদেষ্ণা কহিলেন, হে আনন্দদায়িনি! তুমি যে কথা বলিতেছ, এরূপ হইলে আমি তোমাকে ইচ্ছানুরূপ বাস করাইব; আমার নিকটে থাকিয়া তোমাকে কোনক্রমেই উচ্ছিষ্টস্পর্শ বা কাহারও পাদপ্রক্ষালন করিতে হইবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! পতিধর্ম্ম-

পরায়ণা কৃষ্ণা বিরাটমহিষী-কর্তৃক এইরূপ আশ্বাসিতা হইয়া সেই নগরে বাস করিয়াছিলেন, তথায় কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারে নাই।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সহদেব অনুত্তম গোপবেশ ধারণ-পূর্ব্বক গোপভাষা উচ্চারণ করিতে করিতে বিরাটের বাটীর সন্নিহিত গোষ্ঠসমীপে উপস্থিত হইলেন। মৎস্যরাজ সেই দীপ্তিশালী নরশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দনকে তথায় দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত চিত্তে রাজপুরুষগণদ্বারা নিকটে আনয়ন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, হে নরর্ষভ! আমি পূর্ব্বে তোমাকে আর কখন দেখি নাই, অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কাহার লোক, কোথা হইতে আইলে, কি কর্ম্ম করিতেই বা ইচ্ছা কর? তখন সহদেব শত্রুতাপন বিরাটরাজের সন্নিহিত হইয়া জলধরতুল্য গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, মহারাজ! আমি বৈশ্যজাতি, আমার নাম অরিষ্টনেমি; পূর্ব্বে আমি কুরুবর পাণ্ডবগণের গোরক্ষক ছিলাম, সম্প্রতি সেই রাজসিংহ পৃথানন্দনেরা কোথায় আছেন জানি না; অতএব বিনা কর্ম্মে আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর বিবেচনায় এবং মহারাজ ভিন্ন অন্য কোন লোকের প্রতি রুচি না হওয়ায় আমি আপনকার সন্নিধানে বাস করিতে ইচ্ছা করি।

বিরাট কহিলেন, হে অরিন্দম! তোমাকে বৈশ্যকর্ম্মের উপযুক্ত বলিয়া কখনই বোধ হয় না, তুমি হয় ব্রাহ্মণ, না হয় ক্ষত্রিয় হইবে; তোমার আকৃতি প্রকৃতি দ্বারা বোধ হইতেছে তুমি সসাগরা বসুধারাজ্যের অধিপতি হইবারই যোগ্যপাত্র; অতএব যথার্থরূপ পরিচয় প্রদান কর; তুমি কোন্ রাজার রাজ্য হইতে এস্থানে আগত হইলে, কোন্ শিল্প কর্ম্মে তোমার নিপুণতা আছে, আমার নিকটে থাকিয়া কি কর্ম্মের অভিলাষ কর এবং তোমার বেতনই বা কি, সমুদয় বল।

সহদেব কহিলেন, হে মনুজেন্দ্র! পাণ্ডুরাজের পঞ্চ-পুত্র-মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে যুধিষ্ঠির তাঁহার দশ সহস্র গোযূথ ছিল; তন্মধ্যে কোন যূথে অষ্ট লক্ষ, কোন যূথে দশ সহস্র, কোন কোন যূথে বা বিংশতি সহস্র গোধন থাকিত; আমি সেই সমুদায়ের রক্ষক ছিলাম; লোকে আমাকে তন্ত্রিপাল বলিয়া সম্বোধন করিত। হে ভূপতে! দশ যোজন মধ্যে অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান গোসমস্ত ও তাহাদিগের সংখ্যা আমার অবিদিত নাই। সেই মহাত্মা কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির আমার গুণসমুদয় উত্তমরূপে জানিতেন এবং আমার দ্বারা সন্তুষ্ট হইতেন। যে যে উপায়ে গোসকল অল্পকালমধ্যেই বহুসংখ্যক হইয়া উঠে এবং রোগাক্রান্ত না হয়, তৎসমুদায় আমার বিদিত আছে। অপিচ আমি প্রশংসিত-লক্ষণযুক্ত এতাদৃশ বৃষভসকল নির্ব্বাচন করিতে পারি, যাহাদিগের মূত্র আঘ্রাণে বন্ধ্যা স্ত্রীও প্রসূতা হয়। হে রাজন্! এই সমস্ত শিল্প আমাতে বিদ্যমান আছে।

বিরাট কহিলেন, আমার গোশালায় ভিন্ন ভিন্ন বর্গে নির্দ্ধারিত লক্ষসংখ্যক গোধন আছে; তাহাদিগের রক্ষক-সহিত সেই সমস্ত পশু আমি অদ্যাবধি তোমার পালনাধীনেই রাখিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপ আদর-পূর্ব্বক বিরাটাধিকারে নিয়োজিত হইয়া সহদেব ইচ্ছানুরূপ বসন ভূষণ ও অন্নপানাদি লাভ করত প্রচ্ছন্নভাবে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়াছিলেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর স্ত্রীদিগের অলঙ্কারধারী পরমরূপ-সম্পন্ন অপর এক মহাকায় পুরুষ কুণ্ডল, দীর্ঘ শঙ্খবলয় ও উৎকৃষ্ট অঙ্গদযুগল পরিধান এবং বহুল ও দীর্ঘ কেশকলাপ বিকীরণ করিয়া রাজবাটীর প্রাচীরতটে দৃশ্যমান হইলেন। সেই

মত্তমাতঙ্গ-বিক্রম মহাবাহু, গতিদ্বারা ধরণীকে কম্প-মানা করত তৎকালে বিরাটের সন্নিহিত হইয়া সভাসমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। মৎস্যাধিপতি সেই ছদ্মবেশী, পরম-তেজস্বী, শত্রুতাপন, গজেন্দ্র-সম-পরাক্রম, মহেন্দ্র-তনয়কে সভাতলে উপাগত দেখিয়া পারিষদ্বর্গকে জিজ্ঞাসিলেন, এই অশ্রুত-পূর্ব্ব পুরুষটি কোথা হইতে আইলেন? “ইনি আমাদিগের পরিচিত নহেন” সভাসদেরা এই উত্তর করিলে রাজা বিস্মিত হইয়া এই কথা বলিলেন যে তুমি সত্ত্বসম্পন্ন, গজযূথপতি-সদৃশ, শ্যামলবর্ণ, মনোরম, যুবা পুরুষ; শোভন শঙ্খবলয়, অঙ্গদ ও কুণ্ডল-যুগল পরিধান এবং বেণীধারণ করিয়াও তুমি যেন যানারোহণ-পূর্ব্বক বিচরণকারীদিগের মধ্যে এক জন মাল্যবান্, সুন্দরকেশ-বিশিষ্ট, বসনদ্বয়-পরিধায়ী এবং কবচ ও ধনুর্ব্বাণধারীর ন্যায় শোভা পাইতেছ। আমি বার্দ্ধক্য বশত রাজ্য-পরিত্যাগের ইচ্ছা করিতেছি, অতএব তুমি আমার পুত্রতুল্য বা আমার সদৃশ হইয়া এই সমস্ত মৎস্যরাজ্য পরিপালন কর; এবম্বিধ পুরুষেরা কখন ক্লীবরূপ হয়েন না এবং আমার মনেও ইহা প্রতীত হইতেছে না।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! আমি নৃত্য গীত ও বাদ্য করিয়া থাকি; এ সকল বিষয়ে আমার বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে, অতএব আপনি আমাকে রাজকন্যা উত্তরার নিকটে সমর্পণ করুন, আমি তাঁহার নর্ত্তক হইব। যে কর্ম্মদ্বারা আমার ক্লীব রূপ হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিবার আর প্রয়োজন নাই, তাহাতে কেবল অতিশয় শোকবৃদ্ধি হয়। হে নরদেব! আমার নাম বৃহন্নলা, আমি পিতৃ-মাতৃ-বিবর্জ্জিত, অতএব আমাকে পুত্র অথবা কন্যা বলিয়া জানুন, তখন বিরাট কহিলেন, বৃহন্নলে! তোমার অভীষ্টসিদ্ধি করিতে আমি সম্মত হইলাম, তুমি আমার কন্যা উত্তরা ও অন্যান্য কুমারীগণকে তৌর্য্যত্রিক বিদ্যার শিক্ষা দান কর; কিন্তু এ কর্ম্ম তোমার উপযুক্ত নহে; তুমি সসাগরা বসুন্ধরার আধিপত্য করিবারই যোগ্যপাত্র।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মৎস্যরাজ সেই বৃহন্নলাকে কলাকলাপে, নৃত্যে ও বাদিত্রে সুনিপুণ অবধারণ করিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ-পূর্ব্বক প্রথমত স্ত্রীগণ দ্বারা তাঁহার পরীক্ষা করাইলেন, পরে নপুংসকত্ব নিশ্চয় হইলে তাঁহাকে কুমারীপুরে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভাবশালী পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় এই রূপে অবস্থিত হইয়া, বিরাটতনয়া উত্তরাকে এবং তাঁহার সহচরী ও পরিচারিকাগণকে গীত ও বাদিত্র বিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করত অচিরেই তাহাদিগের প্রিয়পাত্র হইলেন। সেইরূপ ছদ্ম বেশে অর্জ্জুন সেই কুমারীগণের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করত জিতেন্দ্রিয় হইয়া তাহাদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন; সেইরূপে অবস্থান করায় তাঁহাকে, কি অন্তঃপুরস্থ কি বহিঃস্থ কোন ব্যক্তিই জানিতে পারে নাই।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর প্রভাবসম্পন্ন অপর পাণ্ডুপুত্র বিরাটরাজসমীপে বেগে আগমন করিতে দৃষ্ট হইলেন। আগমনকালে ইতর লোকেরা তাঁহাকে মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। তিনি ইতস্তত অশ্বসমস্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নরেশ্বর মৎস্যরাজ সভাসদ্বর্গকে কহিলেন, এই আর একটি দেবতুল্য পুরুষ কোথা হইতে আসিয়া স্থির চিত্তে আমার ঘোটক-সকল অবলোকন করিতেছেন; বোধ হয় উনি অবশ্যই একজন বিচক্ষণ হয়পরীক্ষক হইবেন; যাহা হউক উহাঁকে শীঘ্র আমার নিকটে আনয়ন কর, যেহেতু ঐ বীর পুরুষ সাক্ষাৎ অমরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। শত্রুহন্তা নকুল, রাজনিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনকার জয় ও মঙ্গল হউক! আমি একজন রাজসম্মত সুনিপুণ হয়তত্ত্বজ্ঞ, আপনকার অশ্বসূত হইবার প্রার্থনা করি। বিরাট কহিলেন, আমি তোমাকে যান, ধন, ও বাসোপযোগী স্থান দিতেছি, তুমি আমার অশ্বসূত

হইবার যোগ্য বট, কিন্তু সম্প্রতি তুমি কোথা হইতে আইলে, কাহার অধিকারে নিযুক্ত ছিলে, কেনই বা এখানে আইলে এবং কোন্ শিল্প কর্ম্মে তোমার পরিচয় আছে, সমুদয় যথার্থ করিয়া বল। নকুল কহিলেন, হে শত্রুকর্ষণ! আমি পূর্ব্বে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অশ্বাধ্যক্ষ-কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম; অশ্বগণের স্বভাব পরিজ্ঞান, শিক্ষা ও চিকিৎসাতে এবং দুষ্ট ঘোটকের দোষ নিরাকরণে আমার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে; আমি বাহন-সকলকে এরূপ সুন্দর কৌশলে পরিচালিত করিতে পারি যে, তাহারা কদাচ কাতর হয় না, অশ্বের কথা কি কহিব, আমার নিকটে একটি ঘোটকীরও দুষ্টতা থাকিতে পায় না। রাজা যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সকলে আমাকে গ্রন্থিক বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

মৎস্যরাজ কহিলেন, আমার যেসমস্ত অশ্ব, অশ্বযোজক ও সারথিগণ আছে, অদ্যাবধি সে সমুদায় তোমার অধীনে নিযুক্ত করিলাম; কিন্তু হে অমরোপম! তুমি সর্ব্বথা মহীন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছ, অতএব আমার বিবেচনায় ঈদৃক্ হীন কর্ম্ম কদাচ তোমার উপযুক্ত হইতে পারে না; যদি একান্তই ইহাতে তোমার অভিরুচি হইয়া থাকে, তবে কি বেতন লইবে বল। হে প্রিয়দর্শন! আমি যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিয়া যাদৃশ হর্ষলাভ করিতাম এক্ষণে তোমাকে দেখিয়াও সেইরূপ প্রীত হইতেছি। হা! কি পরিতাপ! সেই প্রশংসিত যুধিষ্ঠির অধুনা ভৃত্যাদিবিহীন হইয়া কিরূপে বনে বাস করিতেছেন, এবং কিরূপেই বা তাঁহার মন তথায় রত হইতেছে!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ-সদৃশ যুবাপুরুষ নকুল তথাবিধ সমাদর-সহকারে বিরাট-কর্ত্তৃক আহ্লাদ-পূর্ব্বক গৃহীত হইয়া ছদ্মবেশে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিলেন; সেই অজ্ঞাত-বাসমধ্যে তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে নাই। হে জনমেজয়! সসাগরা পৃথিবীর পতি হইয়াও অমোঘ-দর্শন পাণ্ডুপুত্রেরা স্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে বিষমতর দুঃখে পতিত হইয়া এইরূপ প্রচ্ছন্ন বেশে বিরাট দেশে অবস্থানপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ কালাতিপাত করিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

জনমেজয় জিজ্ঞাসিলেন, হে দ্বিজ! মহাবীর্য্য পাণ্ডুনন্দনেরা মৎস্যরাজের নগরে এইরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া পশ্চাৎ কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুনন্দনেরা তাদৃশ প্রচ্ছন্নবেশে মৎস্যরাজের সেবা করত মহর্ষি তৃণবিন্দু ও ধর্ম্মরাজ-প্রসাদে তদীয় নগরে যেরূপে অজ্ঞাত বাস এবং যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। পুরুষ-প্রধান ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সভাসদ্ হইয়া সপুত্রবিরাটরাজ ও মৎস্যদেশীয় যাবতীয় লোকের প্রিয়পাত্র হইলেন। পাশক্রীড়ায় তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য থাকায় তিনি দ্যূতশালায় সূত্রবদ্ধ বিহঙ্গগণের ন্যায় বিরাটাদি সকলকে ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া করাইতেন। তিনি ক্রীড়ালব্ধ যে কিছু অর্থ পাইতেন তাহা রাজার অগোচরে ভ্রাতৃগণকে যথাযোগ্য প্রদান করিতেন। ভীমসেন রাজার প্রদত্ত মাংস ও অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য মূল্যদ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বিক্রয় করিতেন। অর্জ্জুন অন্তঃপুরলব্ধ পুরাতন বস্ত্রসকল বিক্রয় করত পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিতেন। গোপবেশধারী সহদেব ভ্রাতৃগণকে দধি দুগ্ধ ঘৃত-প্রভৃতি অর্পণ করিতেন। নকুলও অশ্ব চিকিৎসাদিদ্বারা রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া যে কিছু ধন লাভ করিতেন তাহা পাণ্ডবসকলকে দিতেন। তপস্বিনী ভাবিনী পাঞ্চালী, যাহাতে কেহ জানিতে না পারে, এরূপ সাবধানা হইয়া স্বামিগণকে নিরীক্ষণ করত বিচরণ করিতেন। হে জনমেজয়! মহারথ পাণ্ডবেরা তৎকালে দুর্য্যোধন-ভয়ে শঙ্কিত হইয়া বিরাট নগরে এইরূপে আপন আপন সম্পত্তিদ্বারা পরস্পর সহায়তা ও দ্রুপদ-নন্দিনীর তত্ত্বাবধারণ করত পুনরায় গর্ভস্থের ন্যায় প্রচ্ছন্ন-বেশে অতি-ক্লেশে বাস করিয়াছিলেন।

অনন্তর চতুর্থমাসে মৎস্যদেশে ব্রহ্মার এক মহোৎসব উপস্থিত হইল। পুরুষদিগের অতিপ্রীতিকর ঐ সমৃদ্ধ মহোৎসব উপলক্ষে নানাদিগ্‌দেশ হইতে সহস্র সহস্র মল্ল আসিয়া ব্রহ্মা ও পশুপতির সমাজের ন্যায় বিরাট রাজার রঙ্গ সমাজে সমাগত হইতে লাগিল। মৎস্যরাজ সিংহের সদৃশ স্কন্ধ কটি ও গ্রীবা-বিশিষ্ট, মহাকায়, প্রভূত বলবীর্য্য, অবদান ও মনীষা-সম্পন্ন, সাক্ষাৎ কালকঞ্জ অসুরগণ-স্বরূপ সেই সমস্ত মল্লদিগকে যথাযোগ্য সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করিলেন। রঙ্গস্থলে তাহারা রাজ-সমীপে বারম্বার আপন আপন ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিলে, তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান মল্ল মহা আস্ফালন-পূর্ব্বক সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল। সেই যোধকের সম্মুখে অগ্রসর হইতে কেহই আর সাহস করিতে পারিল না। তখন মৎস্যরাজ সকলকেই হতচিত্ত ও ভগ্নোদ্যম দেখিয়া সূপকার-বেশী ভীমসেনকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। সমরপ্রিয় বৃকোদর আত্মপ্রকাশ-শঙ্কায় সঙ্কুচিত হইয়াও রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সকলের হর্ষবিবর্দ্ধক মল্লবেশ ধারণ-পূর্ব্বক রাজাকে অভিবাদনানন্তর রঙ্গভূমিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় অকুতোভয়ে বিচরণ করত বৃত্রাসুর-সদৃশ সেই জীমূত-নামক মল্লকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর ষষ্টিবর্ষ-বয়স্ক মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মহাকায়, ভীমপরাক্রম, মহোৎসাহসম্পন্ন নরশার্দ্দূল-দ্বয় পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষায় পরম হর্ষে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সমর রসে সমান প্রীতি বশত উভয়েই উভয়ের প্রতি পরম সংক্রুদ্ধ, উভয়েই তুল্যবল-বিক্রম, সুতরাং রঙ্গদর্শী মনুষ্যগণ তাঁহাদিগকে সমরাসক্ত মত্তমাতঙ্গ-যুগলের ন্যায়, বজ্র-পর্ব্বতের ন্যায় অথবা ইন্দ্র-বৃত্রাসুরের ন্যায় দৃষ্টি করিতে লাগিল। পরস্পর ছিদ্রান্বেষী মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। কোন অঙ্গের নিষ্পীড়ন করিলে তাহার উন্মোচন, মুষ্টিগ্রহণদ্বারা হস্তের কৃশতা-সম্পাদন, পরস্পর অঙ্গসঙ্ঘট্টন, তদ্দ্বারা দূরে নিক্ষেপণ, ভূতলে পাতন-পূর্ব্বক পেষণ, ঊর্দ্ধে বিক্ষেপণ-পূর্ব্বক হস্তদ্বয়দ্বারা মর্দ্দন, স্বস্থান হইতে সহসা সঞ্চালন, বক্ষঃস্থল মধ্যে উভয় হস্তদ্বারা মুষ্ট্যাঘাত, স্কন্ধে স্থাপন-পূর্ব্বক অধোমুখে ভ্রামিত প্রতিপক্ষের নিক্ষেপ-জনিত গর্জ্জন, বজ্রপাততুল্য চপেটাঘাত, প্রসারিত-অঙ্গুলিঘাত, কফোণিঘাত, নখাঘাত, নিদারুণ পদাঘাত, জানু ও মস্তকের পাষাণ-সদৃশ শব্দ-বিশিষ্ট অবঘট্টন, প্রকর্ষণ, আকর্ষণ, অভ্যকর্ষণ, বিকর্ষণ-প্রভৃতি মল্লযুদ্ধ-সমুচিত যত প্রকার ভঙ্গী আছে, তৎসমুদায় প্রয়োগ করিতে কেহই ক্রটি করিলেন না। ফলত উৎসব সমাজ-সমীপে শূরদ্বয়ের বাহুতেজ ও বলপ্রাণ-দ্বারা সেই শস্ত্রহীন সমর অতিভয়ঙ্কর হইয়াছিল। হে রাজন্! বৃত্র ও বাসবের ন্যায় সেই বলিষ্ঠদ্বয়ের সংগ্রামে সমুদয় দর্শকেরা বিজিত ব্যক্তির উৎসাহ বর্দ্ধনজন্য শব্দ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণ জানুঘাতাদি তুমুল সংগ্রামের পর সেই দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষঃস্থল, নিযুদ্ধকুশল, মহাবল বীরদ্বয় মহাশব্দে ভর্ৎসনা করত লৌহপরিঘ-সদৃশ বাহুদ্বারা পরস্পর বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। পরিশেষে শার্দ্দূল যেমন মত্তবারণকে আক্রমণ করে সেইরূপ অসম বীর্য্যশালী মহাবাহু অমিত্রনাশন ভীমসেন, ভুজযুগলদ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লকে ধরিয়া একবারে অন্তরীক্ষে উৎক্ষিপ্ত করত প্রবল বেগসহকারে ঘূর্ণায়মান করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সমাগত মল্ল-সমুদায় ও মৎস্যদেশবাসী যাবতীয় দর্শকগণ একবারে বিস্ময়ান্বিত হইল। মহাবাহু বৃকোদর সেই মল্লকে শতবার ভ্রমণ করাইয়া যখন দেখিলেন সে নিতান্ত নিস্তেজ ও অচেতন হইয়া পড়িল, তখন ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া দৃঢ়তর নিষ্পেষণ-পূর্ব্বক তাহাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। লোক-বিখ্যাত মহাবীর জীমূত মল্ল এইরূপে বিনষ্ট হইলে

মহামনা মৎস্যরাজ বন্ধুবান্ধবের সহিত সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কুবেরের ন্যায় মুক্তহস্তে অর্থ প্রদান করত রঙ্গস্থিত বল্লবের যথোচিত পুরস্কার করিলেন।

বৃকোদর মধ্যে মধ্যে ঐরূপে মহাবল মল্লসকল দমন করিয়া বিরাটের অত্যন্ত প্রীতিবহ হইয়াছিলেন। যখন তুল্যবল কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইত, তখন তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র ও মাতঙ্গগণের সহিত যুদ্ধ করিতেন; কেবল রাজার সমক্ষে নহে, কখন কখন তাঁহার আদেশক্রমে অন্তঃপুরে গিয়া কামিনীগণের সম্মুখেও ঐরূপ সিংহাদির সহিত সংগ্রাম করিয়া সকলের কৌতুক উৎপাদন করিতেন। এদিকে ধনঞ্জয় সুকৌশল-সম্পন্ন নৃত্যগীতাদিদ্বারা ভূপতি ও অন্তঃপুরচারিণী নারীগণের তুষ্টিসম্পাদন করিতেন। নকুল সুশিক্ষিত অশ্বগণের দ্রুতবেগাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজসত্তম বিরাটকে পরিতুষ্ট করিয়া মধ্যে মধ্যে বহুতর পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন; সহদেবও ঐরূপ বিনীত বৃষভগণের পরীক্ষা দিয়া পুরস্কার স্বরূপ বহু ধন লাভ করিতেন। দ্রৌপদী মহারথ পাণ্ডু-পুত্রগণকে তথাবিধ-ক্লেশপ্রাপ্ত দেখিয়া সর্ব্বদা ম্রিয়মাণা থাকিতেন। হে রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা তৎকালে এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাটরাজের কর্ম্মসকল নির্ব্বাহ করত তথায় বাস করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবপ্রবেশ ও সময়পালন প্রকরণ এবং
দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

কীচক-বধ প্রকরণ ॥ ২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ জনমেজয়! মহারথ পাণ্ডবেরা তখন মৎস্যরাজের নগরে সেইরূপ প্রচ্ছন্নবেশে থাকিয়া দশ মাস অতিবাহিত করিলেন। দ্রুপদরাজ-নন্দিনী পাঞ্চালী স্বয়ং পরিচর্য্যার যোগ্যা হইয়াও বিরাট-মহিষী সুদেষ্ণার শুশ্রূষা করত অতি দুঃখেই কালক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুদেষ্ণার সদনে সেইরূপে বিচরণ করত তিনি সেই রাজ্ঞী ও অন্তঃপুরচারিণী অপরাপর কামিনীগণকে সন্তুষ্টা করিয়াছিলেন।

অনন্তর সেই অজ্ঞাতবাসের বৎসরটি অতীতপ্রায় হইলে বিরাটের সেনাপতি মহাবল কীচক তাঁহাকে দেখিতে পাইল। সে দেবতার ন্যায় বিচরণকারিণী অমরকন্যা-সদৃশী তাদৃশী কামিনী নিরীক্ষণ করত একবারে কুসুমশরে প্রপীড়িত হইয়া মনে মনে তাঁহাকে কামনা করিল। কামানলে সন্তপ্ত হইয়া সেই সেনানী তাহার ভগিনী সুদেষ্ণার নিকটে আগমন-পূর্ব্বক সহাস্য আস্যে এই কথা বলিল, শুভে! সুজাত-মদিরাতুল্য-মোহকারিণী অলৌকিক-রূপলাবণ্যবতী এই শোভনা কামিনীটি কে? কোথা হইতে এখানে আসিয়াছে? আমি বিরাট রাজভবনে পূর্ব্বে আর কখন ইহাকে দেখি নাই। বলিতে কি, এই চিত্তহারিণী ললনাকে অবলোকন করিয়া আমি সুতীক্ষ্ণ মন্মথবাণের নিতান্ত আয়ত্ত হইয়াছি, এক্ষণে উহার সঙ্গম লাভ ব্যতিরেকে আমার সুস্থ হইবার আর অন্য ঔষধ নাই। হে শোভনে! দেবাঙ্গনা-সদৃশী ঈদৃশী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রমণী তোমার পরিচর্য্যা কার্য্যের উপযুক্তা নহে; ইহা না করিয়া এ আমার উপরে ও আমার অধিকারস্থ সমস্ত বস্তুর উপরে আধিপত্য করুক; আমার প্রভুত যানবাহন, সমৃদ্ধ ভোজনপাত্র, সুস্বাদু ভোজ্যপেয়, কাঞ্চন বিভূষিত সুবিচিত্র মনোহর প্রাসাদ-প্রভৃতি যে কিছু সম্পত্তি আছে, সকলই শোভিত করুক।

অনন্তর কীচক সুদেষ্ণার সহিত মন্ত্রণা-পূর্ব্বক মৃগেন্দ্র-কন্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী অরণ্যচারী জম্বুকের ন্যায় নরেন্দ্র-নন্দিনী দ্রৌপদীর সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগ করত কহিল, কল্যাণি! তুমি কে, কাহার রমণী, কোথা হইতেই বা বিরাট নগরে আসিয়াছ, যথার্থ করিয়া বল। হে শোভনে! তোমার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রূপ, লাবণ্য ও সৌকু-

মার্য্য ধারণ করে এমন কামিনীই অপ্রসিদ্ধ। হে বরাননে! অনুপম কান্তিদ্বারা তোমার মুখমণ্ডল সুবিমল চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। হে সুভ্রূ! তোমার সুবিপুল শোভন-নয়নযুগল কমল-দলের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তোমার বাণীও কোকিলকল-কূজিতের উপমা ধারণ করিয়াছে। হে সুশ্রোণি! হে অনিন্দিতে! এই মেদিনীমধ্যে তোমার মত অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী যুবতী আমার আর কদাপি দৃষ্টিবিষয়িণী হয় নাই। হে সুমধ্যমে! তুমি কি পদ্মালয়া লক্ষ্মী, বা ভূতি, অথবা হ্রী, শ্রী, কান্তি কি কীর্ত্তি, আমাকে সত্য করিয়া বল। হে বরাননে! বোধ হয় তুমি অনঙ্গাঙ্গ-বিহারিণী মুর্ত্তিমতী রতি হইবে। হে সুভ্রূ! শশাঙ্কের অনুত্তমা কৌমুদীর ন্যায় তুমি অতিমাত্র দীপ্তি পাইতেছ। তোমার এই নেত্রলোমাঙ্ক-বিরাজিত, স্মিতজ্যোৎস্না-সমুদ্ভাসিত, দিব্য-লাবণ্য-রশ্মিসংযুত, দিব্য কান্তি-সম্বলিত, অনুপম-শোভাযুক্ত, অনুত্তম চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া পঞ্চশরের বশীভূত না হয়, সমস্ত ভূমণ্ডলমধ্যে এমন লোকই নাই। হে চারুহাসিনি! তোমার এই পরম-শোভা-সমন্বিত, হারালঙ্কার-সমুচিত, সুজাত, কমল-কলিকা-তুল্য, বর্ত্তুল, নিবিড়তর, পীবর পয়োধর-যুগল যেন বিষমশরের অঙ্কুশস্বরূপ হইয়া আমাকে অবশাঙ্গ করিয়া ফেলিতেছে। হে ভাবিনি! তোমার এই ত্রিবলীভঙ্গি-তরঙ্গিত, পয়োধর-ভারে ঈষদবনত, মুষ্টিপরিমিত মধ্যভাগ এবং স্রোতস্বিনী-পুলিনসদৃশ সুচারু নিতম্বদেশ সন্দর্শন করিবামাত্র আমি বিষমতর দুস্তর মদন-বিকারে একবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। দারুণ দাবানল সদৃশ দুঃসহ কামানল তোমার সঙ্গম-কামনারূপ আহুতি-সহকারে সমধিক প্রবল হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে; অতএব হে বরারোহে! তুমি সঙ্গম-জলধরদ্বারা আত্ম প্রদানরূপ বারি বর্ষণ-পূর্ব্বক এই উদ্দীপ্ত মন্মথানল প্রশমিত কর! হে সুধাংশুবদনি! বিষম-সায়কের প্রচণ্ডতর নিদারুণ শরনিকর তোমার সঙ্গমাশায় নিশিত ও প্রখরিত হইয়া আমার এই হৃদয় বিদারণ-পূর্ব্বক তীব্রবেগে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং রতি সমারম্ভ-সঙ্কল্পে চিত্তের উন্মাদ সাধন করত প্রাণসংহারের উপক্রম করিতেছে; অতএব হে অসিতাপাঙ্গি! তুমি আত্মপ্রদান ও সম্ভোগদ্বারা আমাকে উদ্ধার কর! হে বিলাসিনি! তুমি সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া নানাবিধ বিচিত্র বস্ত্র মাল্যাদি ধারণপূর্ব্বক আমার সহিত ইচ্ছানুসারে কামসেবা কর। হে মত্তগজগামিনি! অশেষ সুখসম্ভোগের যোগ্যপাত্রী হইয়া সামান্য পরিচারিকা-বেশে ঈদৃশ অসুখে কাল হরণ করা তোমার কখনই উচিত নহে; অতএব হে মহাভাগে! এক্ষণে আমার নিকটে তুমি সর্ব্বসুখের অধিকারিণী হও; অমৃতকল্পে বহুতর সুরুচির সুস্বাদু পানীয়-সমস্ত, বিবিধ ভোগ-সাধন সামগ্রী ও অনুত্তম সৌভাগ্য সম্ভোগ করত যথা-সুখে রমণ কর। হে ভাবিনি! তোমার ঈদৃশ রূপলাবণ্য এবং এই যৌবনকাল সংপ্রতি কেবল নিরর্থক হইতেছে। হে সুন্দরি! কেহ পরিধান না করিলে অতি-শোভনা উত্তমা মালা যেমন শোভা পায় না, সেইরূপ তুমি স্বভাবত শোভমানা হইলেও সম্ভোগ-রসাস্বাদ-বিরহে তোমার যথার্থ শোভা হইতেছে না। হে চারুহাসিনি বরাননে! আমার যে সমস্ত পুরাতন পত্নী আছে, তোমার নিমিত্তে আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছি; তাহারা সকলেই তোমার দাসী হইয়া চরণ-সেবা করিবে এবং আমিও চিরকাল তোমার আজ্ঞাবহ দাস হইয়া থাকিব।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি আমাকে কামনা করিতেছ বটে, কিন্তু আমি হীনজাতীয়া কেশবিন্যাস-কারিণী সৈরিন্ধ্রী, সুতরাং এতাদৃশ ঘৃণাস্পদ হইয়া কদাচ তোমার প্রার্থনার যোগ্যা নহি; বিশেষত আমি পরকীয়া স্ত্রী, অতএব তোমার মঙ্গল হউক, পরদারে অভিলাষ করা তোমার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে; " পরিণীতা পত্নীই মানব-দিগের যথার্থ প্রীতি ও অনুরাগের স্থল " এই সনাতন

ধর্ম্মটি তুমি স্মরণ কর; দেখ যে কর্ম্ম অকর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত হয়, তাহা পরিত্যাগ করাই সাধু পুরুষের নিত্য কর্ম্ম; পাপাশয় মনুষ্যেরাই মহামোহে অন্ধ হইয়া অযুক্ত অভিলাষে অভিনিবিষ্ট হয় এবং তন্নিবন্ধন ঘোরতর অযশ, অথবা সংহার দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সৈরিন্ধ্রী এই প্রকার উক্তি করিলে কামমোহিত সুদুর্ব্বুদ্ধি কীচক পরকীয়া-সংসর্গে সর্ব্বলোক-বিগর্হিত সাত্যাতিক দোষসমস্ত অবগত থাকিয়াও দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়ের পরতন্ত্রতা-প্রযুক্ত পুনরায় তাঁহাকে এইরূপ কহিতে লাগিল। হে বরারোহে! হে বরাননে! হে চারুহাসিনি! তোমার নিমিত্তে আমি কন্দর্পের একান্ত বশীভূত হইয়াছি, অতএব এ অবস্থায় আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার কদাচ উচিত নহে; হে ভীরু! এতাদৃশ প্রিয়বাদী ও অধীন ব্যক্তির প্রার্থনা অস্বীকার করিলে তোমাকে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হইবে। হে অসিতাপাঙ্গি সুমধ্যমে! এই সমুদয় মৎস্য-রাজ্যের প্রভুত্ব আমাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে; আমার প্রতাপেই প্রজারা রাজ্যে বাস করিতেছে; অধিক কি, সমগ্র পৃথিবী-মণ্ডলে বীর্য্য, রূপ, যৌবন, সৌভাগ্য ও অনুত্তম শুভ-ভোগসমস্ত একত্র সংযোগ করিতে আমার সদৃশ আর কোন পুরুষই নাই; অতএব হে কল্যাণি! আমার হস্তগত সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ অনুপম ভোগ্য বস্তুসমুদায় সম্ভোগ করিবার উপায় থাকিতে তুমি দাস্যকর্ম্মে কি নিমিত্ত প্রবৃত্তি করিতেছ? হে বরাননে! আমাকে ভজনা কর, আমি এই রাজ্য তোমাকে সমর্পণ করিতেছি; তুমি ইহার স্বামিনী হইয়া অনুপম ভোগৈশ্বর্য্যের আস্বাদন কর।

পতিব্রতা দ্রৌপদী কীচকের এইরূপ অশুভ বাক্য শুনিয়া তাহার ভূরি ভূরি নিন্দা করত প্রত্যুত্তর করিলেন, রে সূতপুত্র! তুই মোহাবিষ্ট হইয়া অদ্য জীবন পরিত্যাগ করিস্ না; তোর ইহা বিদিত হওয়া কর্ত্তব্য যে, ভীষণ-মূর্ত্তি পঞ্চজন গন্ধর্ব্ব আমার স্বামী আছেন; সেই বীর পুরুষেরা সর্ব্বদাই আমার রক্ষণাবেক্ষণ করেন; তাঁহাদিগের হস্ত হইতে আমাকে লাভ করিতে তোর কখনই সাধ্য হইবে না। তাঁহারা কুপিত হইলে নিশ্চয়ই তোর প্রাণ সংহার করিবেন; অতএব তুই অনর্থক মরণ কামনা করিস্ না। যে পথে গমন করা মনুষ্যদিগের অসাধ্য, তুই সেই পথে যাইতে ইচ্ছা করিতেছিস্। কোন অজ্ঞান বালক যেমন সমুদ্রের কূলস্থ হইয়া অপর কূলে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ করে, তোরও সেইরূপ অসম্ভব বাসনা হইয়াছে। আমাকে কামনা করিয়া তুই যদি ভূগর্ভ-মধ্যেই প্রবেশ করিস্, অন্তরীক্ষ-পথে উৎপতিত হইতেই সমর্থ হস্, অথবা সমুদ্র-পারেই পলায়ন করিস্, তথাপি সেই বৈর-নির্যাতন-দক্ষ আকাশ-সঞ্চরণ-ক্ষম দেবপুত্রগণের হস্ত হইতে কদাচ নিষ্কৃতি পাইবি না। রে কীচক! কোন আতুর ব্যক্তি, যেমন আগ্রহ-পূর্ব্বক মৃত্যু ইচ্ছা করে, সেইরূপ তুই কেন আমাকে ঈদৃশ নির্ব্বন্ধ-সহকারে প্রার্থনা করিতেছিস্? মাতৃক্রোড়-শয়িত শিশু যেমন চন্দ্র ধরিতে অভিলাষ করে, সেইরূপ তুই আমাকে লাভ করিতে কেন অনর্থক কামনা করিতেছিস্?

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ঘোরতর উদ্দাম কামে প্রপীড়িত দুরাশয় কীচক, দ্রৌপদী-কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া কেকয়-রাজকন্যা সুদেষ্ণাকে বলিল, সুদেষ্ণে! গজগামিনী সৈরিন্ধ্রী যাহাতে বশবর্ত্তিনী হইয়া আমাকে ভজনা করে, তুমি যুক্তিদ্বারা তাহার উপায় বিধান কর, নতুবা আমার প্রাণ বিয়োগ হয়। তখন মনস্বিনী বিরাট-মহিষী সুদেষ্ণা তাহার বহুতর বিলাপবাক্য শ্রবণে কৃপান্বিতা হইলেন এবং আপনার অর্থ, তাহার অর্থ ও কৃষ্ণার উদ্বেগ বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া সূতপুত্রকে কহিলেন, কোন পর্ব্ব উপ-

লক্ষে তুমি মদিরা ও ভোজ্যবস্তুসমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিবে, আমি সুরা আহরণচ্ছলে সৈরিন্ধ্রীকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিব; সেই প্রতিবন্ধশূন্য বিজনস্থানে প্রেরণ করিলে, যদি সান্ত্ববাদদ্বারা উহার মন তোমার প্রতি রত হয়, তুমি ইচ্ছানুসারে উহাকে নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে বশীভূতা করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই কথা শুনিয়া কীচক ভগিনী-ভবন হইতে বহির্গত হইয়া আপন আলয়ে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার বাক্যানুসারে রাজযোগ্যা সুপরিষ্কৃতা মদিরা আহরণ করাইল এবং পাকদক্ষ পাচকগণদ্বারা বহুতর বহুল মৃগমাংস-প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নানাপ্রকার প্রভূত ভক্ষ্য ও সুস্বাদু অন্নপানাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিল। অনন্তর রাজমহিষী সুদেষ্ণা কীচকের প্রার্থনানুসারে সৈরিন্ধ্রীকে তদীয় নিকেতনে প্রেরণাভিলাষে কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! আমি পিপাসায় সাতিশয় ব্যথিতা হইয়াছি; অতএব হে কল্যাণি! তুমি শীঘ্র উঠিয়া কীচকের গৃহে গমন-পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পানীয় আনয়ন কর।

সৈরিন্ধ্রী কহিলেন, রাজপুত্রি! আমি তাহার গৃহে যাইতে পারিব না; হে রাজমহিষি! কীচক যেরূপ নির্লজ্জ তাহা আপনকারও অবিদিত নাই। হে অনিন্দিতাঙ্গি, ভাবিনি! আপনকার ভবনে কামচারিণী হইয়া আমি স্বামিগণের প্রতি ব্যভিচারিণী হইতে পারিব না। হে দেবি! আপনকার আলয়ে আশ্রিত হইবার পূর্ব্বে আমি যেরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম, তাহাও আপনি জানেন। হে সুকেশি! সেই মদন-দর্পিত বিমূঢ় কীচক আমাকে দেখিবা-মাত্র অপমানিতা করিবে, অতএব আমি তথায় যাইব না। হে শোভনে রাজনন্দিনি! আপনকার বশবর্ত্তিনী বহু পরিচারিকা রহিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেই একজনকে প্রেরণ করুন; আমি তথায় যাইলে সে নিশ্চয়ই আমার অপমান করিবে।

সুদেষ্ণা কহিলেন, আমি যখন প্রেরণ করিতেছি, তখন সে কদাচ তোমার হিংসা করিতে পারিবে না; এই বলিয়া তিনি আবরণ সহিত স্বর্ণপাত্র প্রদান করিলেন। দ্রৌপদী দৈবের শরণাপন্ন হইয়া শঙ্কাপূর্ণ-চিত্তে ক্রন্দন করিতে করিতে সুরা-আহরণার্থে কীচক-নিবেশনে প্রস্থান করিলেন এবং কহিলেন, আমি যে পতিগণ ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিকেও জানি না, সেই সত্যের প্রভাবে কীচক আমাকে নিকটে পাইলেও যেন বশীভূতা করিতে না পারে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তনুমধ্যা অবলা পাঞ্চালী মুহূর্ত্ত কাল সূর্য্যদেবের আরাধনা করিলেন। দিবাকর, তাঁহার সমুদায় অভিপ্রায় বোধ-গম্য করিয়া একজন রাক্ষসকে রক্ষা-নিমিত্ত আদেশ দিলেন। রাক্ষস তাঁহার অলক্ষিতে ছায়ার ন্যায় পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া সতত সতর্কভাবে রক্ষা করিতে লাগিল। সূতপুত্র কীচক ভয়-চকিতা হরিণীর ন্যায় কৃষ্ণাকে নিকটে উপস্থিতা দেখিয়া, পার গমনেচ্ছু ব্যক্তি নৌকা লাভ করিলে যেমন আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ হৃষ্ট-চিত্তে গাত্রোত্থান করিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥
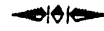
কীচক কহিল, হে সুকেশি! তোমার শোভন আগমন হইয়াছে; অদ্য আমার রজনী সুপ্রভাতা, যেহেতু তোমাকে গৃহস্বামিনী-রূপে প্রাপ্ত হইলাম; এক্ষণে তুমি সুবর্ণ-রচিত মালা, শঙ্খ, নানাদেশোদ্ভব বিশদতর কণকময় কুণ্ডল, সুশোভন মণিরত্ন, মনোহর কৌশিক পট্টবস্ত্র ও বিচিত্র অজিনাদি গ্রহণপূর্ব্বক আমার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। তোমার নিমিত্ত দিব্যশয্যা উপকল্পিতা রহিয়াছে; আইস, তথায় উপবেশন-পূর্ব্বক আমার সহিত মধু-কুসুমসম্ভবা মদিরার আস্বাদন কর।

দ্রৌপদী কহিলেন, রাজপুত্রী সুদেষ্ণা "আমার অতিশয় পিপাসা হইয়াছে, অতএব শীঘ্র আমার জন্যে পানীয় আনয়ন কর" এই আদেশ করিয়া আমাকে সুরা আহরণার্থে তোমার নিকটে প্রেরণ

করিয়াছেন। কীচক কহিল, ভদ্রে! আর আর পরিচারিকারা রাজপুত্রীর নিকটে পানীয় লইয়া যাইবে; এই বলিয়া সূতপুত্র তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল।

দ্রৌপদী কহিলেন, রে পাপাত্মন্! আমি যে স্বামিগণের প্রতি মনেও কখন ব্যভিচার করি না, সেই সতীত্ব ধর্ম্মই তোমাকে বশীকরণ-পূর্ব্বক পরিকর্ষণ করিবে, দেখিতে পাইব। কীচক সেই বিশাল-নয়না কৃষ্ণাকে সর্ব্বতোভাবে ভর্ৎসনা করিতে দেখিয়া বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার মানসে সহসা তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিল। বলাৎকারে গৃহীত হওয়ায় শুভাঙ্গী দ্রৌপদী তখন অতিমাত্র অসহিষ্ণু ও কোপে কম্পান্বিত-কলেবরা হইয়া অতিবেগে মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাহাকে বহুতর তিরস্কার করত সহসা ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তাঁহার নিক্ষেপণে কীচক ছিন্নমূল মহীরুহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। কীচকের গ্রহণে কম্পিতাঙ্গী পাঞ্চালী তাহাকে এইরূপে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া, যেস্থলে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, সেই সভার শরণার্থিনী হইয়া ধাবমানা হইলেন। তিনি দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছেন, এমন সময়ে কীচক পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার কেশকলাপে ধারণ করিল, এবং রাজার দৃষ্টিগোচরেই তাঁহারে ধরাশায়িনী করিয়া পদাঘাত করিল। হে ভারত! তখন সূর্য্য-নিয়োজিত সেই রাক্ষস বায়ুবেগে তাহাকে অপসারিত করিয়া দিল। রাক্ষসের বলে সমাহত হওয়ায়, সে অমনি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় বিঘূর্ণমান ও বিচেতন হইয়া পড়িল।

তৎকালে যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন উভয়েই সভামধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন; কীচককে কৃষ্ণার প্রতি সেইরূপ পদাঘাত করিতে দেখিয়া তাঁহারা ক্রোধে একবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। বিশেষত মহামনা বৃকোদর সেই দুরাত্মা কীচকের বধেচ্ছা করিয়া রোষভরে দন্তদ্বারা দন্ত-সমস্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল আরক্তবর্ণ হইল, পক্ষ্ম-লোমগুলি উন্নত হইয়া উঠিল এবং ললাটদেশে ঘর্ম্মাক্ত ভীষণ ভ্রুকুটী-ভঙ্গীর উদয় হইল। বীর-শত্রুহন্তা ভীমসেন অতিমাত্র কোপাবিষ্ট হইয়া হস্ত-দ্বারা ললাট মর্দ্দন করিতে লাগিলেন এবং শত্রু-নিপাতার্থে ত্বরান্বিত হইয়া সহসা উত্থিত হইবার উপক্রম করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর ধর্ম্মরাজ, বনস্পতি দর্শনে মত্ত-মাতঙ্গ যেমন তৎক্ষণাৎ তাহা ভগ্ন করিবার উদ্যম করে, ভীমসেনকেও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া আত্ম-প্রকাশ-শঙ্কায় অঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা অঙ্গুষ্ঠমর্দ্দন করত তাঁহাকে নিবারণ-পূর্ব্বক কহিলেন, "অহে বল্লভ! তুমি কি ইন্ধনার্থে বৃক্ষ সন্দর্শন করিতেছ? যদি একান্তই তোমার কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়, তবে বাহিরে বৃক্ষ-সকল ছেদন কর।"

সুশ্রোণী দ্রুপদনন্দিনী সভাদ্বারে উপস্থিত হইয়া রোষরৌদ্র-নয়নে দহ্যমানা হইলেও প্রতিজ্ঞা-ধর্ম্ম-প্রতিপালনার্থে বাহ্য আকার গোপন করত বিষণ্ণ-চিত্ত স্বামিগণকে নিরীক্ষণ ও রোদন করিতে করিতে মৎস্যরাজকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী কহিলেন, যাঁহাদিগের শত্রুরা ইন্দ্রিয়-বিষয়াতিরিক্ত কোন অনির্দ্দেশ্য দেশে বাস করিয়াও সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না, তাঁহাদিগের মানিনী ভার্য্যা আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করিল! যে সত্যবাদী ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষেরা চিরকাল দান ধ্যান করিয়া থাকেন, কখন যাচ্ঞা করেন না, তাঁহাদিগের মানিনী ভার্য্যা আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করিল! সমর-দুন্দুভি নির্ঘোষিত হইলে যাঁহাদিগের জ্যা-শব্দ অনবরত শ্রুত হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের মানিনী ভার্য্যা আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করিল! যাঁহারা তেজস্বী, দান্ত, পরাক্রান্ত ও অভিমানবন্ত বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের মানিনী ভার্য্যা আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করিল! ধর্ম্মপাশে বদ্ধ না হইলে যাঁহারা এই সমস্ত লোকমণ্ডলীর ধ্বংস করিতে পারেন, তাঁহাদিগের মানিনী ভার্য্যা আমাকে সূত-

পুত্র পদাঘাত করিল! যাঁহারা শরণার্থী প্রপন্ন মানবগণের রক্ষক হইয়া থাকেন; যাঁহারা লোক-মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছেন, সেই মহা-রথেরা অদ্য কোথায় রহিলেন! অপরিমিত-তেজস্বী ও প্রভূত-বলশালী হইয়া তাঁহারা পতিব্রতা প্রেয়-সীকে সূতপুত্র-কর্ত্তৃক বধ্যমানা দেখিয়াও কিরূপে ক্লীবের ন্যায় সহ্য করিতেছেন! দুরাত্মা কীচক তাঁ-হাদিগের ভার্য্যাকে পদাঘাত করিলেও তাঁহারা যখন রক্ষণেচ্ছু হইলেন না, তখন আর তাঁহাদের ক্রোধ, বীর্য্য ও তেজ কোথায় রহিল? আমাকে নিরপরাধে প্রহার পাইতে দেখিয়া বিরাট রাজা যে ক্ষমাবলম্বী হইলেন, ইহাতে উহাঁরও ধর্ম্মদূষকত্ব প্রকাশ পাইতেছে; তবে আর আমি কি করিতে পারি?—হে রাজন্! আপনি যে কীচকের প্রতি রাজনিয়মানুরূপ কোন দণ্ডবিধান করিতেছেন না, ইহাতে আপনকার রাজধর্ম্ম দস্যুধর্ম্মের তুল্য হই-তেছে, ইহা সভায় শোভা পায় না। হে মৎস্যপতে! আপনকার সমক্ষেই কীচক যে আমাকে পদাঘাত করিল, ইহা নিতান্ত অন্যায় কর্ম্ম হইল; এবিষয়ে কীচকের যে ব্যতিক্রম, তাহা সভাসদেরাই বিবে-চনা করুন। ফলত, কীচকেরত কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই; মৎস্যপতিও নিতান্ত ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য এবং যাঁ-হারা সভায় থাকিয়া ইহাঁর উপাসনা করেন, তাঁহা-রাও অধর্ম্মজ্ঞ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বরবর্ণিনী কৃষ্ণা বাষ্পাকুল-নয়নে এইরূপ বিবিধ বাক্যদ্বারা তৎকালে মৎস্য-রাজকে ভর্ৎসনা করিলেন।

বিরাট কহিলেন, তোমরা উভয়ে পরোক্ষে কি-রূপে বিবাদ করিয়াছ তাহা আমি জানি না, তদ্বিষ-য়ের যাথার্থ্য অবগত না হইলে আমি কি প্রকারে বিচার-কৌশল প্রয়োগ করিতে পারি?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সভাসদ্গণ সমুদয় বিদিত হইয়া কৃষ্ণাকে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান-পূ-র্ব্বক তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন এবং কীচক-কেও বিস্তর নিন্দা করিলেন। তৎপরে তাঁহারা এই কথা বলিলেন যে, এই আয়তনয়না সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কামিনী যাঁহার ভার্য্যা হয়েন তিনি পরম লাভবান্, তাঁহাকে আর কদাচ শোক করিতে হয় না; কারণ ঈদৃশী সর্ব্বাঙ্গ-সুলক্ষণা বরবর্ণিনী নারী মনুষ্য-মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন; ইহাঁকে আমরা দেবকন্যা বলিয়াই নিশ্চয় করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভ্যেরা দ্রৌপদীকে দেখিয়া এইরূপে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ক্রোধোদয় হওয়ায় ললাটদেশে ঘর্ম্ম-বিন্দু-সকল আবির্ভূত হইল। অনন্তর কুরুরাজ প্রেয়সী মহিষীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! তোমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন কি? শীঘ্র সুদেষ্ণার অন্তঃপুরে যাও; যাঁহারা বীরপত্নী হয়েন, পতির অনুরোধে তাঁহারা দুঃসহ ক্লেশও সহ্য করেন; স্বামি-শুশ্রূষায় ক্লিশ্যমানা হইয়া তাঁ-হারা অবশ্যই পতিলোক জয় করিয়া থাকেন। বোধ হয়, তোমার সূর্য্যতুল্য-তেজস্বী গন্ধর্ব্ব স্বামি-গণ এখন ক্রোধ প্রকাশের উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিতেছেন না, সেই নিমিত্তেই তাঁহারা তোমার সাহায্যার্থ অভিমুখ হইতে নিরস্ত রহিয়াছেন। হে সৈরিন্ধ্রি! তোমার কালজ্ঞান নাই, একারণ রাজ-সভায় নটীর ন্যায় নির্লজ্জা হইয়া অনর্থক ক্রন্দন করিতেছ; ইহাতে কেবল সভাসদ্গণের ক্রীড়া-ব্যা-ঘাত করা হইতেছে, অতএব হে সৈরিন্ধ্রি! তুমি এখন যাও, সময় পাইলে গন্ধর্ব্বেরা বৈরনির্য্যাতন-পূর্ব্বক অবশ্যই তোমার দুঃখ-মোচন করিবেন। সৈরিন্ধ্রী কহিলেন, আমি যাঁহাদিগের সহধর্ম্মচা-রিণী, বোধ হয়, তাঁহারা অতিরিক্ত দয়াশীল; তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ যখন নিরন্তর পাশক্রীড়ায় আ-সক্ত, তখন তাঁহারা সকলেরই বধ্য হইতে পারেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রোষাবেশ বশত আরক্ত-নয়না ও আলুলায়িত-কেশা কৃষ্ণা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া সুদেষ্ণা-নিকেতনে সত্বর প্রস্থান করি-

লেন। বহুক্ষণ রোদন করায় তাঁহার মুখমণ্ডল তৎকালে নভস্তলে মেঘমালা-বিনির্ম্মুক্ত শশিমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহারে সেই রূপ আকারে আগতা দেখিয়া সুদেষ্ণা কহিলেন, শোভনে! তুমি রোদন করিতেছ কেন? হে বরারোহে! কে তোমাকে আঘাত করিয়াছে? হে ভদ্রে! কোন্ ব্যক্তি হইতে তোমার দুঃখ উপস্থিত হইল? কে তোমার অনিষ্টাচরণ করিল?

দ্রৌপদী কহিলেন, আপনকার সুরা আহরণার্থে আমি কীচকালয়ে গমন করিলে কীচক সভামধ্যে আমাকে রাজার সমক্ষেই যেন নির্জন বনে পাইয়া পদাঘাত করিয়াছে। সুদেষ্ণা কহিলেন, হে সুকেশি! তুমি দুর্লভা হইলেও কীচক যে মদন-মদে উন্মত্ত হইয়া তোমার অবমাননা করিয়াছে, একারণ তোমার ইচ্ছা হইলে আমি তাহাকে বিনষ্ট করাইব। দ্রৌপদী কহিলেন, সে যাঁহাদিগের অপরাধ করিয়াছে, তাঁহারাই তাহাকে বিনষ্ট করিবেন; স্পষ্ট বোধ হইতেছে, সে অদ্যই পরলোকে প্রস্থান করিবে।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যশস্বিনী ভাবিনী দ্রুপদনন্দিনী সেনানী সূতপুত্র-কর্ত্তৃক সেই রূপে আহতা হইয়া তাহার বিনাশ-কামনা করত তখন স্বীয় আবাসেই আগমন করিলেন। অনন্তর তনুমধ্যা কৃষ্ণা যথান্যায়ে শৌচাচরণ এবং সলিল-দ্বারা গাত্র ও পরিধেয় বস্ত্র-যুগল প্রক্ষালন-পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে কি উপায়ে সেই দুঃখের অপনোদন হয়, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। "এক্ষণে কি করি, কোথায় যাই, কি প্রকারে আমার কার্য্য সিদ্ধি হয়" কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে তিনি স্থির করিলেন, "অদ্য ভীমসেন-ব্যতীত আমার মনঃপ্রীতি সম্পাদন করিতে আর কেহই সমর্থ হইবে না; অতএব তাঁহার নিকটে গমন করাই কর্ত্তব্য।" অনন্তর আয়ত-নয়না মনস্বিনী কৃষ্ণা নাথবতী হইয়াও অতিমাত্র মনোদুঃখে নাথ ইচ্ছা করত নিশীথ সময়ে স্বীয় শয্যা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া ভীমসেনের ভবনে দ্রুতবেগে শীঘ্র গমন করিলেন। বৃকোদর মৃগরাজের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে যে ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, মনস্বিনী দ্রৌপদী "আমার বিষম শত্রু সেই পাপাত্মা সেনানী অদ্য তাদৃশ কর্ম্ম করিয়া জীবিত থাকিতে আপনি কি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন?" এই কথা বলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হে কুরূদ্বহ! তাঁহার ও মহাত্মা ভীমের রূপচ্ছটায় সেই গৃহটি যেন সম্বর্দ্ধিত ও প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। শুচিস্মিতা অনিন্দিতা পাঞ্চালী মহানসে ভীমসেনকে প্রাপ্ত হইয়া, যেমন বনজাতা ত্রিবর্ষ-বয়স্কা অথচ অজাত-রজস্কা ধেনু মহাবৃষভের নিকট-বর্ত্তিনী হইলে কামমত্তার মত প্রতীয়মানা হয়, সেই রূপ কামাতুরার ন্যায় তৎসন্নিধানে উপস্থিতা হইলেন এবং লতা যেমন গোমতি-তীরোৎপন্ন প্রফুল্ল মহাশাল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে সেইরূপ আলিঙ্গন করিয়া মৃগরাজবধূ যেমন দুর্গম বনে প্রসুপ্ত মহাসিংহকে জাগরিত করে, তদ্রূপ তাঁহারে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হস্তিনী যেমন মহাগজকে আশ্লেষ করে, প্রশংসিতা দ্রুপদ-তনয়া ভীমসেনকে সেইরূপ আশ্লেষ করিয়া উত্তম গান্ধার-স্বর-সংযোগবতী বীণার ন্যায় সুমধুর স্বরে এই কথা বলিলেন, ভীমসেন! উত্থিত হউন, উত্থিত হউন, মৃতের ন্যায় কি প্রকারে শয়ন করিয়া আছেন? মৃত না হইলে কোন পুরুষের ভার্য্যাকে অপমানিতা করিয়া পাপিষ্ঠ ব্যক্তি আর জীবিত থাকিতে পারে না।

কুরুশ্রেষ্ঠ মহাবাহু বৃকোদর রাজপুত্রী-কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া শয়ন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুসজ্জিত পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন; পরে প্রেয়সী মহিষী দ্রুপদরাজ-নন্দিনীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, কৃষ্ণে! কেন ত্বরান্বিতা হইয়া কি প্রয়োজন উদ্দেশে তুমি

আমার নিকটে আসিয়াছ? তোমার স্বাভাবিক বর্ণের বিকৃতি হইয়াছে, তোমাকে পাণ্ডুবর্ণা দেখিতেছি; অতএব যাহাতে আমি জানিতে পারি, সমুদয় সম্পূর্ণরূপে বল। তোমার সুখদুঃখ ও ইষ্টানিষ্টের সমস্ত বিবরণ যথাবৎ ব্যক্ত কর, আমি শুনিয়া তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব। দেখ, তোমার সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে আমিই বিশ্বাসের স্থল; তুমি আপদে পতিতা হইলে আমিই বারম্বার রক্ষা করিয়া থাকি; অতএব সম্প্রতি তোমার অভিলষিত কোন্ কার্য্যের কথা বলিতে হইবে, তাহা শীঘ্র কহিয়া কেহ জাগরিত হইতে না হইতে আপন শয়ন-মন্দিরে প্রস্থান কর।

যোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

দ্রৌপদী কহিলেন, যুধিষ্ঠির যাহার স্বামী তাহার প্রতি শোক না করিবার বিষয় কি আছে? আপনি আমার সমস্ত দুঃখের কথা জানিয়াও কি নিমিত্ত আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন? হে ভারত! দ্যূতক্রীড়া-সময়ে যখন প্রাতিকামী আমাকে দাসী প্রবাদে সভাস্থ-জনগণমধ্যে আনয়ন করিয়াছিল, তৎকালের সেই দুঃখ আমার অন্তর্দাহ করিতেছে। তাদৃশ দুঃসহ দুঃখ অনুভব করিয়া দ্রৌপদী ভিন্ন আর কোন্ রাজপুত্রী জীবিতা থাকিতে পারে? দ্বিতীয়ত বনবাস কালে সিন্ধুপুত্র দুরাত্মা জয়দ্রথ আমার যে অপমান করিয়াছিল, তাহাই বা কে সহ্য করিতে সমর্থ হয়? সম্প্রতি আবার মৎস্যরাজের সমক্ষে—সেই কিতবের দৃষ্টিগোচরে কীচক যে পদাঘাত করিল, তাহা সহিয়া আমার মত আর কোন্ নারী জীবন ধারণ করিতে পারে? হে ভরতনন্দন কৌন্তেয়! আমাকে বারম্বার এইরূপ বহুতর ক্লেশে ক্লিশ্যমানা দেখিয়াও আপনি যখন জানিতে পারিতেছেন না, তখন আর আমার জীবিতা থাকিবার ফল কি? হে নরশার্দ্দূল! বিরাটরাজের শ্যালক ও সেনানী পরম-দুর্ম্মতি কীচক আমাকে রাজগৃহে সৈরিন্ধ্রী-বেশে বাস করিতে দেখিয়া প্রতিদিনই "আমার ভার্য্যা হও ভার্য্যা হও" এই কথা বলে। হে শত্রুমর্দ্দন! সেই বধার্হ দুষ্টাত্মার বশীকরণ মন্ত্রণাবাক্য শ্রবণে, যথাকালে পক্ক হইলে ফল যেমন স্বয়ং বিদীর্ণ হয়, আমার হৃদয় সেইরূপ বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাঁহার কর্ম্মদ্বারা আমি ঈদৃশ অনন্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি, আপনার সেই দূষিত-দ্যূতদেবী জ্যেষ্ঠভ্রাতাকেই নিন্দা করুন, কেন না সেই দুর্দ্দ্যূতদেবী ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি রাজ্য ও আপনার সহিত যথা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মের নিমিত্ত ক্রীড়া করে? যদি তিনি সহস্র সহস্র নিষ্ক ও অন্যান্য সারবৎ ধন পণ রাখিয়া বহুবৎসর পর্য্যন্ত দিবারাত্রি ক্রীড়া করিতেন, তথাপি সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, যান, বাহন ও ছাগ মেষ গো অশ্ব অশ্বতর-প্রভৃতি পশু সমুদায় কদাচ ক্ষয় প্রাপ্ত হইত না। এক্ষণে তিনি দ্যূতপ্রবাদে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া আপন কর্ম্মসমস্ত চিন্তা করত মূঢ়ের ন্যায় মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। হায়! যাঁহার গমন-সময়ে বিন্দুজাল ও সুবর্ণ-মালালঙ্কৃত দশ সহস্র মাতঙ্গ অনুগামী হইত; অপরিমিত তেজস্বী শতসহস্র ভূপতি যাঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে উপাসনা করিতেন; যাঁহার রন্ধনশালায় সহস্র সহস্র দাসীগণ সুবর্ণপাত্র হস্তে করিয়া প্রতিদিবারাত্র অবিশ্রান্ত অতিথি ভোজন করাইত; সেই মহারাজ যুধিষ্ঠির এক্ষণে দ্যূতক্রীড়া অবলম্বনে জীবন ধারণ করিতেছেন! যিনি ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিদিন সহস্র নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দান করিতেন, বদান্যশ্রেষ্ঠ সেই যুধিষ্ঠির সংপ্রতি দ্যূতজন্য মহা অনর্থে সমাচ্ছন্ন হইয়াছেন! সুস্বর-সম্পন্ন, পরিষ্কৃত-মণি-কুণ্ডল-ভূষিত, সূত ও মাগধ নামক বহুসংখ্যক স্তুতিপাঠকেরা প্রাতঃ সন্ধ্যা উভয় কালেই যাঁহার উপাসনা করিত; তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, সহস্র সংখ্যক ঋষি যাঁহার নিত্য সভাসদ্ থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু-দ্বারা পূজিত হইতেন; যিনি ব্রতানুষ্ঠায়ী স্নানশীল অষ্টাশীতি সহস্র

গৃহমেধী ব্রাহ্মণগণকে এবং দশসহস্র-সংখ্যক অপ্রতিগ্রাহী ঊর্দ্ধরেতা যতিদিগকে, প্রত্যেকের প্রতি ত্রিংশৎ দাসী নিয়োজিত করিয়া, প্রতিনিয়ত প্রতিপালন করিতেন, সেই নরাধিপ যুধিষ্ঠির সম্প্রতি পরপালিত হইয়া রহিয়াছেন! যাঁহাতে অনিষ্ঠুরতা, দয়া ও সংবিভাগ এই সমুদায় সত্ত্ব-গুণ নিত্য প্রতিষ্ঠিত, সেই গুণধাম নরেশ্বর অধুনা ঈদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন! ক্ষমাবলম্বী ও সত্যপরাক্রম যে মহীপাল, বিনয় ও দয়া-বশত নিজ রাষ্ট্রস্থিত অন্ধ বৃদ্ধ অনাথ প্রভৃতি সমুদায় দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তিদিগের ভরণ-পোষণ করিতেন এবং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি-সহকারে সকলকে অর্থ-বিভাগ করিয়া দিতেন, সেই যুধিষ্ঠির এক্ষণে মৎস্যরাজের পরিচারকরূপে থাকিয়া পরাধীনতা-নিবন্ধন অশেষ দুর্গতি ভোগ করত রাজসভায় পাশক্রীড়ক কঙ্ক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন! ইন্দ্রপ্রস্থে বাস-সময়ে করপ্রদ ভূপতি সকল যাঁহার নিমিত্ত যথাকালে উপহার আহরণ করিতেন, সেই মহামহীশ্বর অধুনা অন্য-দ্বারা আত্ম-পোষণের অভিলাষী হইয়াছেন! এক সময়ে পৃথিবীপালক রাজন্যগণ যাঁহার বশবর্ত্তী ছিলেন, সেই রাজা অদ্য অস্বাধীন হইয়া অন্যের বশীভূত রহিয়াছেন! যিনি সূর্য্যের ন্যায় আপন প্রতাপ-দ্বারা সমস্ত ভূমণ্ডলকে তাপিত করিয়াছিলেন, সেই যুধিষ্ঠির এক্ষণে বিরাটরাজের সভাসদ্ হইয়া আছেন! হে পাণ্ডব! ঋষিগণ সহিত ভূপতিবর্গ যাঁহারে সভামণ্ডপে উপাসনা করিতেন, সেই যুধিষ্ঠির অদ্য অন্যের উপাসনা করিতেছেন দেখুন! তাঁহাকে প্রিয়ম্বদ সদস্যরূপে অন্যের উপাসনা করিতে দেখিয়া কাহার হৃদয়ে অসংশয়িত শোকের আবির্ভাব না হয়? অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করা যাঁহার কোনক্রমে উচিত হইতে পারে না, সেই মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে জীবিকা-নিমিত্ত অন্যের আশ্রিত দেখিয়া কাহার হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার না হয়? হে বীর ভারত! সমগ্র বসুন্ধরা যাঁহাকে সভামধ্যে উপাসনা করিত, সেই যুধিষ্ঠির অদ্য অন্যের উপাসনা করিতেছেন দেখুন! অতএব হে ভীম! আমি এইরূপ বহুবিধ দুঃখপুঞ্জে পীড্যমানা হইয়া অনাথার ন্যায় শোকসাগরের মধ্যবর্ত্তিনী রহিয়াছি, তথাপি আপনি আমাকে দেখিতেছেন না কেন?

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭॥

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভারত! আমি আর যে একটি দুঃখের কথা বলিব, ইহা আমার মহৎ-দুঃখ; আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না, আমি দুঃখ প্রযুক্তই ইহা বলিতেছি। হে ভরতর্ষভ! আপনি বল্লব নাম ধারণ-পূর্ব্বক অসদৃশ নিকৃষ্ট সূদকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কাহার না শোকবর্দ্ধন করিতেছেন? লোকে যে আপনাকে বিরাট রাজের পরিচারক বল্লব-নামক সূপকার বলিয়া জানিতেছে, ইহার অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? মহানসের কর্ম্ম সমাধান করিয়া যৎকালে আপনি সভায় উপবেশন-পূর্ব্বক বল্লব-নামে সম্বোধিত হইয়া বিরাটের উপাসনা করেন, তখন আমার মন একবারে বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। মৎস্যেশ্বর হর্ষপরবশ হইয়া আপনাকে যখন হস্তিগণের সহিত যুদ্ধ-নিমিত্ত নিয়োজিত করেন, তখন অন্তঃপুর-বাসিনী কামিনীগণ হাস্য করিয়া থাকে, কিন্তু আমার মন উদ্বিগ্ন হয়। সুদেষ্ণার অন্তঃপুরে তাঁহার সমক্ষে আপনি যখন সিংহ, ব্যাঘ্র ও মহিষ সকলের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন আমি একবারে মোহাভিভূতা হই। তৎকালে দর্শক স্ত্রীজনেরা আমার সাহায্যার্থে সমুত্থিত হইলেও রাজমহিষী কৈকেয়ী, আমার অঙ্গের কোন হানি হয় নাই, কেবল মোহ-প্রযুক্ত বিহ্বলার ন্যায় হইয়াছিলাম দেখিয়া সেই স্ত্রীগণকে এই কথা বলেন যে "শুচিস্মিতা সৈরিন্ধ্রী যখন সূপকার বল্লবকে মহাবীর্য্যশালী ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিলে এরূপ ম্রিয়মাণা হয়, তখন বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, উহার প্রতি ইহার

সংসর্গ-সাধর্ম্মিক স্নেহ-বশতই এ এইরূপ অমুশোচনা করে। সৈরিন্ধ্রী যেরূপ মনোহর রূপবতী, বল্লবও সেইরূপ অতিসুন্দর পুরুষ; স্ত্রীলোকদিগের চিত্ত কখন কিরূপ থাকে, তাহা বলা যায় না; ইহাদিগকে পরস্পর সঙ্ঘটিত হইবার উপযুক্ত বলিয়াও জ্ঞান হয়; বিশেষত উহারা উভয়েই এক সময়ে এই রাজকুলে অবস্থিত হইয়াছে; অতএব সৈরিন্ধ্রী যে প্রিয়-সংসর্গ-সম্বন্ধ-বশতই নিত্য এইরূপ করুণ-বাদিনী হইয়া থাকে, ইহা বিলক্ষণ যুক্তি সিদ্ধ।” এইরূপ কহিয়া বিরাটমহিষী আমাকে তর্জ্জন করিতে থাকেন; এবং তাহাতে আমাকে ক্রোধ করিতে দেখিয়া আপনকার প্রতি নিশ্চয়ই আসক্তা বলিয়া শঙ্কা করেন। তাঁহার সেইরূপ উক্তিতে আমার মনে মহৎ দুঃখ জন্মিয়াছে।

নাথ! আমি একে যুধিষ্ঠিরের শোকে নিমগ্না, তাহাতে আবার আপনি ঘোরতর বলশালী হইয়াও ঈদৃশী দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাতে আমার কি আর জীবন ধারণের ইচ্ছা হইতে পারে? আবার দেখুন, যিনি একরথ হইয়া দেব-মনুষ্যাদি সর্ব্বলোক জয় করিয়াছিলেন, সেই যুবা পুরুষ অর্জ্জুন সম্প্রতি বিরাট-কন্যাদিগের নর্ত্তক হইয়াছেন। অসীম-সত্ত্ব-সম্পন্ন যে বীরবর খাণ্ডব বনে অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, সেই পার্থ অধুনা কূপস্থিত অগ্নির ন্যায় অন্তঃপুরে সম্বৃত হইয়া রহিয়াছেন! যে পুরুষশ্রেষ্ঠ হইতে শত্রু-সমুদায়ের সততই ভয় হইত, সেই ধনঞ্জয় এক্ষণে লোকনিন্দিত ক্লীব-বেশে কালাতিপাত করিতেছেন! যাঁহার বাহুযুগল নিরন্তর জ্যাঘাত প্রযুক্ত কঠিন হইয়া পরিঘ-তুল্য হইয়াছে, সেই ধনঞ্জয় এক্ষণে শঙ্খ-দ্বারা হস্তাবরণ-পূর্ব্বক অনুতাপ পরায়ণ হইয়া আছেন! যাঁহার জ্যাঘাত-নির্ঘোষ শ্রবণে শত্রুগণ সর্ব্বতোভাবে কম্পিত হইত, ইদানীং স্ত্রীলোকেরা হৃষ্টচিত্তে সেই অর্জ্জুনের গীতধ্বনি শ্রবণ করিতেছে! সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল মণিময়-মুকুট যাঁহার শিরোভূষণ ছিল, সেই কিরীটী অদ্য বেণী-দ্বারা বিকৃত-কেশ হইয়া রহিয়াছেন! হে ভীম! সেই ভীমধন্বা ধনঞ্জয়কে বেণীকৃত-কেশপাশে স্ত্রীমণ্ডল-মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া আমার মন একবারে বিষাদে পরিপূরিত হইতেছে। যে মহাত্মা সমুদায় দৈব অস্ত্রের এবং সমস্ত বিদ্যার আধার স্থান, তিনি এক্ষণে কুণ্ডল ধারণ করিতেছেন! মহার্ণব যেমন উপকূলের অতিবর্ত্তন করিতে পারে না, তদ্রূপ অতুল্য-তেজস্বী সহস্র সহস্র ভূপতিগণ যাঁহাকে সমরে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন এবং যাঁহার রথের ঘরঘরা শব্দে পশু-পর্ব্বত-কাননাদি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র মহীমণ্ডল কম্পিত হইয়াছিল, সেই যুবা অধুনা বিরাটকন্যাগণের পরিচারক নর্ত্তকরূপে প্রচ্ছন্নবেশে রহিয়াছেন! হে ভীমসেন! যে মহাভাগের জন্ম হওয়ায় কুন্তীর সমস্ত শোক বিনষ্ট হইয়াছিল, আপনকার সেই অনুজন্মা অদ্য আমাকে শোকাকুলা করিতেছেন! আমি যখন তাঁহাকে শঙ্খ-কুণ্ডল-প্রভৃতি স্ত্রীভূষণে ভূষিত হইয়া আগমন করিতে দেখি, তখন আমার মন অমনি বিষণ্ন হইয়া পড়ে। এই ধরামণ্ডলে যাঁহার তুল্য বীর্য্যশালী আর কোন ধনুর্দ্ধরই নাই, সেই ধনঞ্জয় অদ্য কন্যা-বেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীত করিতেছেন! যিনি শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও সত্যে সমস্ত জীবলোকের মাননীয়, সেই পার্থকে অদ্য স্ত্রীবেশে বিকৃত দেখিয়া আমার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হইতেছে। সেই দেবরূপী অর্জ্জুনকে যখন করিণীগণ-পরিবেষ্টিত মত্তমাতঙ্গের ন্যায় কন্যাগণে পরিবৃত হইয়া নর্ত্তকাগারে অর্থপতি বিরাটের উপাসনা করিতে দেখি, তখন আর আমার দিগ্বিদিক্ বোধ থাকে না। আহা! ধনঞ্জয় যে এত কষ্ট ভোগ করিতেছেন এবং অজাতশত্রু দ্যূত-দেবী যুধিষ্ঠির যে ঈদৃশ দুঃখে নিমগ্ন হইয়াছেন, আর্য্যা কুন্তী ইহার কিছুই জানিতেছেন না!

হে ভারত! আপনাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপতি সহদেবকে গোপালবেশে আগমন করিতে দেখিয়া

আমি পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছি। হে ভীমসেন! আমি স্বস্তিলাভ করিব কি, সহদেবের চরিত্র-সকল পুনঃ পুনঃ চিন্তা করত নিদ্রা যাইতেই পারি না। হে মহাবাহো! আমি সত্য-বিক্রম সহদেবের এমন কোন দুষ্কৃত কর্ম্মই দেখিতে পাই না, যাহাতে তিনি এবম্বিধ দুঃখ প্রাপ্ত হয়েন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনকার মহোক্ষ-সদৃশ প্রিয় ভ্রাতাকে মৎস্যরাজ-কর্ত্তৃক গোগণ-মধ্যে নিবেশিত দেখিয়া আমার অতিশয় পরিতাপ হইতেছে। যখন আমি তাঁহাকে লোহিত-বর্ণ বস্ত্রালঙ্কারাদি ধারণ-পূর্ব্বক গোপালগণের পুরোবর্ত্তী হইয়া হৃষ্টচিত্তে বিরাটের সন্তোষ-সম্পাদন করিতে দেখি, তখন আমার শরীরে যেন জ্বর আসিয়া উপস্থিত হয়। হে বীর! আর্য্যা কুন্তী যে আমার নিকটে সহদেবকে মহাভিজন-সম্পন্ন, সুশীল ও সচ্চরিত্র বলিয়া সর্ব্বদাই প্রশংসা করেন! তাঁহাকে মহারণ্যে গমন করিতে দেখিয়া সেই পুত্রবৎসলা আর্য্যা ক্রোড়ে ধারণ-পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা হইয়া রোদন করিতে করিতে আমারে সম্বোধিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন, "পাঞ্চালি! সহদেব অতি লজ্জাশীল, মিষ্টভাষী, ধর্ম্মনিষ্ঠ. জ্যেষ্ঠসেবী, রাজানুগত, শূর, সুকুমার এবং আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র; অতএব হে যাজ্ঞসেনি! তুমি দিনযামিনি ইহার সমস্ত ভার বহন করিও এবং স্বয়ং ইহারে ভোজন করাইও।" হে পাণ্ডব! সেই যোধশ্রেষ্ঠ সহদেব সম্প্রতি গো-রক্ষণ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া বৎসচর্ম্ম-শয়নে যামিনী যাপন করেন, ইহা দেখিয়া আমি কি আর প্রাণ ধারণের ইচ্ছা করিতে পারি?

কালের কি বিপরীত গতি দেখুন, যিনি রূপ, অস্ত্রবিদ্যা ও মেধা এই তিনটি গুণে সমানরূপে অলঙ্কৃত সেই নকুল অদ্য বিরাটরাজের অশ্ববন্ধ হইয়াছেন! সেই দামগ্রন্থিকে নিরীক্ষণ করিয়া এক সময়ে শত্রুবর্গেরা বিশীর্ণ হইয়া পড়িত, এক্ষণে তাঁহাকে মহারাজের সমক্ষে বেগ-সহকারে অশ্ব সকল বিনীত করিতে, অলঙ্কার-বিরাজিত শ্রীমান্ বিরাটরাজের উপাসনা করিতে এবং তৎসমীপে মনোনীত অশ্ব সমস্ত প্রদর্শন করিতে দেখিতেছি। হে পরন্তপ কৌন্তেয়! আমি যুধিষ্ঠির-নিমিত্ত যখন এইরূপ শত শত দুঃখে আবিষ্টা রহিয়াছি, তখন কোন্ বিবেচনায় আপনি আমাকে সুখিনী বলিয়া বোধ করিতেছেন? হে ভারত! এতদপেক্ষা গুরুতর আরও যে সকল দুঃখ আমাতে বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ও ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনারা জীবিত থাকিতেও বহুবিধ দুঃখশত-দ্বারা আমার শরীর যে পরিশুষ্ক হইতেছে, ইহার অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয়ই বা আর কি হইতে পারে!

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮॥

দ্রৌপদী কহিলেন, হে শত্রুতাপন! রাজপুত্রী হইয়াও আমার কি দৈবী বিড়ম্বনা দেখুন! অক্ষধূর্ত্ত যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তে আমি সৈরিন্ধ্রী-বেশে রাজগৃহে বিচরণ করত সুদেষ্ণার দাস্যকর্ম্ম করিতেছি! সকল দুঃখেরই অন্ত আছে, এই ভাবিয়া কেবল আত্মকাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি! মনুষ্যের অর্থসিদ্ধি, কি বিজয়-পরাজয়, কিছুরই স্থিরতা নাই, এই মনে করিয়াই কেবল স্বামিগণের পুনরায় উদয়-প্রতীক্ষা করিতেছি! বিপদ্ বা সম্পদ্ সর্ব্বদা চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; যে অদৃষ্ট, পুরুষের পরাজয়ের প্রতি কারণ হয়, তাহাই আবার জয়েরও হেতু হইতে পারে, এই মনে করিয়াই আমি স্বামিগণের পুনরায় মঙ্গল প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করিতেছি! অতএব হে ভীমসেন! আমাকে জীবন্মৃতা বলিয়া অবধারণ না করেন কেন! আমি শুনিয়াছি, যে সকল পুরুষেরা চিরকাল দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সময়ক্রমে তাঁহাদিগকেও যাজ্ঞা করিতে হয়; যাঁহারা শত্রুবর্গকে নিহত করিয়া থাকেন, কালবশত তাঁহারাই আবার অপরের বধ্য হয়েন; যাঁহারা সকলকে পাতিত করেন, তাঁহারাই আবার অন্য-কর্ত্তৃক পাতিত হয়েন; অতএব দৈবের অসাধ্য

কিছুই নাই; দৈবকে অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ নহে; ইহা ভাবিয়া আমি পুনরায় দৈবের আনুকূল্য প্রতীক্ষা করিতেছি। পূর্ব্বে যেস্থলে জল ছিল, পুনরায় সেই স্থানেই থাকে; ইহা ভাবিয়া আমি কালের পরিবর্ত্ত ইচ্ছা করত পুনর্ব্বার অভ্যুদয় প্রতীক্ষা করিতেছি। যাহার অর্থজাত, সুনীতি রক্ষিত হইয়াও দৈবপ্রযুক্ত বিনষ্ট হয়, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তির দৈবানুকূল্য সাধনেই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। হে ভারত! আমি এতাদৃশী দুঃখিনী হইয়া কি প্রয়োজন উদ্দেশে এই সমস্ত কথার প্রসঙ্গ করিলাম, তাহা জানিবার নিমিত্ত আপনকার যদি ইচ্ছা হয়, আমারে জিজ্ঞাসা করুন; অথবা আপনি জিজ্ঞাসা না করিলেও আমি আপনকার নিকটে তাহা বর্ণন করিতেছি। দেখুন দেখি, দ্রুপদ-রাজের দুহিতা এবং পাণ্ডুপুত্রদিগের মহিষী হইয়াও আমা-ভিন্ন আর কোন্ নারী ঈদৃশী দুরবস্থায় জীবন-ধারণে বাসনা করে? হে অরিন্দম! আমার এই দুঃসহ ক্লেশ কুরু, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবের, সকলকেই বিষাদে অভিভূত করিতেছে। হায়! বহুসংখ্য ভ্রাতা, শ্বশুর ও পুত্রগণে পরিবারিতা এবং অতুল্য-অভ্যুদয়-শালিনী হইয়া আর কোন্ রমণী এরূপ দুঃখিনী হয়! হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি বাল্যাবস্থায় অবশ্যই বিধাতার কোন অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকিব; তাহারই দুষ্পরিপাক-বশত এক্ষণে এতাদৃশ দুঃসহ ক্লেশে পতিতা হইয়াছি। হে পাণ্ডব! আমার বর্ণকান্তির কিপ্রকার মালিন্য হইয়াছে দেখুন; পূর্ব্বে বনবাস কালে নিরতিশয় দুঃখানুভব করিয়াও এরূপ হয় নাই। হে কৌন্তেয়! পূর্ব্বে আমার যে প্রকার সুখ ছিল, তাহা আপনার অগোচর নাই, কিন্তু সম্প্রতি দাসীত্ব-প্রাপ্ত পরাধীনা হওয়ায় আমি কিছুতেই আর শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। তীষণ-কোদণ্ডধারী মহাবাহু ধনঞ্জয় যখন ভস্মাবৃত অনলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন, তখন ইহা অবশ্যই দৈবাধীন বলিয়া স্বীকার করিতেছি। ফলত জীবের গতি কোন প্রকারেই মনুষ্যের বোধগম্য নহে; আপনাদিগের ঈদৃশ আকস্মিক বিপৎপাত-বিষয়ে কোন তর্কপ্রয়োগ করিবারই উপায় নাই। হে ভীম! কালের কি বিপর্য্যয় দেখুন! ইন্দ্রতুল্য আপনাদিগের সুখ সন্দর্শন করা যাহার নিয়ত অভ্যাস ছিল, সেই আমি প্রধানা হইয়াও এক্ষণে অন্যান্য নিকৃষ্ট জনগণের সুখ দর্শন করিতেছি, এবং আপনারা জীবিত থাকিতে আমার যে অবস্থা সহ্য করা কোন ক্রমেই উচিত হইতে পারে না, তাহাও সহ্য করিতেছি! সসাগরা পৃথিবী যাহার বশবর্ত্তিনী ছিল, সেই আমি অদ্য সুদেষ্ণার বশীভূতা হইয়া সর্ব্বদা সশঙ্কিতা রহিয়াছি! বহুল অনুচরগণ যাহার অগ্র পশ্চাৎ বিচরণ করিত, সেই আমি অদ্য সুদেষ্ণার পুরঃপ্রধাবিনী ও পশ্চাদ্গামিনী হইতেছি! হে কৌন্তেয়! আমার আর এই একটি দুঃখ নিতান্ত অসহ্য; আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। দেখুন, কুন্তীর প্রয়োজন ভিন্ন যে আপনার নিমিত্তেও কখন স্বয়ং অঙ্গবিলেপন পেষণ করে নাই, সেই আমি অদ্য চন্দন ঘর্ষণ করিতেছি! আমার এই করতল-যুগল একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখুন দেখি; পূর্ব্বে কি ইহা এরূপ কিণাঙ্কিত ছিল? হায়! পূর্ব্বে আমি কুন্তীর কি আপনাদিগের নিকটেও কখন ভয় করি নাই; কিন্তু সম্প্রতি মৎস্যরাজ কখন কি কহিবেন, এই ভাবনায় আমার মন সর্ব্বদা ব্যাকুলিত হয়। অন্যের পিষ্ট চন্দন, রাজার মনোনীত হয় না বলিয়া আমাকেই তাঁহার নিমিত্ত বিলেপন ঘর্ষণ করিতে হয়; সুতরাং তাহা সুযুক্ত হইয়াছে কি না, এই শঙ্কায় আমি সম্রাট্-সন্নিধানে সভয়ান্তঃকরণে কিঙ্করীরূপে দণ্ডায়মানা থাকি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! পাঞ্চালী ভীমসেন-সমীপে এইরূপ দুঃখ-বিষয়ের কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার মুখাবলোকন-পূর্ব্বক নিঃশব্দে মন্দ মন্দ ভাবে রোদন করিলেন; অনন্তর পুনঃপুন নিশ্বাস

পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ বচনে তাঁহার মর্ম্ম-বেদনা প্রদান করত এই কথা বলিলেন, হে ভীম! পূর্ব্বে আমি দেবগণ-সমীপে অবশ্যই কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া থাকিব; নতুবা এরূপ ভাগ্যহীনা হইয়া মরণের উপযুক্ত অবস্থাতেও কি নিমিত্ত এপর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিতেছি!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বীর-শত্রুহন্তা বীর্য্যবান্ বৃকোদর প্রিয়তমা দ্রৌপদীর সেই কিণাঙ্কিত প্রক্ষীণ করযুগল মুখসমীপে সমানয়ন-পূর্ব্বক বাষ্পপূর্ণ-নয়নে রোদন করিতে করিতে পরম দুঃখার্ত্ত হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

ভীমসেন কহিলেন, কৃষ্ণে! তোমার এই স্বভাব-লোহিত পাণিপল্লব-যুগল যখন ঈদৃশ কিণচিহ্ন ধারণ করিয়াছে, তখন আমার বাহুবলেও ধিক্ এবং ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবকেও ধিক্। আমি যদি বিরাটের সভামধ্যে মহামারীর সৃষ্টি করি, তাহা হইলে আত্মপ্রকাশ হইবে, এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় যুধিষ্ঠির আমার মুখাবেক্ষণ করিয়াছিলেন; তাহা না হইলে আমি ক্রীড়াকর কুঞ্জরের ন্যায় সেই ঐশ্বর্য্য-মদোন্মত্ত কীচকের মস্তকটা একবারে পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিতাম। হে ভাবিনি! আমি যৎকালে তোমাকে কীচক-কর্ত্তৃক পদাহতা হইতে দেখিয়াছিলাম, তখনই মৎস্যদেশীয় জনগণের সংহার-বাসনা করিয়াছিলাম; কিন্তু ধর্ম্মরাজ কটাক্ষদ্বারা আমাকে তদ্বিষয়ে নিবারণ করিলেন, সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া ক্ষান্ত থাকিলাম। হে সুশ্রোণি! আমরা রাজ্য হইতে যে পরিচ্যুত হইয়াছি, কুরুদিগকে যে এপর্য্যন্ত নিহত করিতে পারি নাই, এবং সুযোধন, কর্ণ, সুবলপুত্র শকুনি ও পাপাত্মা দুঃশাসনের যে মস্তক ছেদন করিতে পারি নাই, এই সকল দুঃখ যেন শল্যসদৃশ হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, এবং সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। হে কল্যাণি! রাজা যুধিষ্ঠির যদি তোমার মুখে "হে মহামতে! ধর্ম্ম বিনষ্ট করিবেন না, ক্রোধ সংহার করুন" এইরূপ শ্লেষসম্বলিত তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করেন, তবে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন; তাহা হইলে ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবও জীবিত থাকিবেন না; তাঁহারা পরলোকে গমন করিলে আমিও জীবনধারণে সক্ষম হইব না। হে সুশ্রোণি! দেখ, পূর্ব্বকালে ভৃগুনন্দন চ্যবন ঋষির সহধর্ম্মিণী সুকন্যা-নাম্নী শর্য্যাতিরাজনন্দিনী, স্বামী শান্তিরস-নিমগ্ন হইয়া বনমধ্যে বল্মীকভূত হইলেও তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছিলেন। বোধ হয় ইহাও শুনিয়া থাকিবে, মুদ্গলমুনিপত্নী ইন্দ্রসেনা রূপসম্পন্না হইয়াও সহস্রবর্ষীয় অতীব স্থবির স্বামীর সমনুগতা ছিলেন। রামচন্দ্রের প্রিয়মহিষী জনকদুহিতা সীতা মহারণ্যনিবাসী পতির অনুচারিণী হইয়াছিলেন। সেই সুশ্রোণী বৈদেহী বনবাস-নিবন্ধন নানা প্রকার ক্লেশ এবং রাক্ষস হইতে অশেষবিধ যন্ত্রণা পাইয়াও অবিচলিত-চিত্তে রামের অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আরও দেখ, বয়োরূপ-সমন্বিতা রাজতনয়া লোপামুদ্রা, অমানুষ-বিষয়সুখ ও সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া অগস্ত্যের অনুগামিনী ছিলেন। হে ভীরু! ইহাও তোমার অবশ্য বিদিত থাকিতে পারে যে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনস্বিনী সাবিত্রী, স্বীয় পতি দ্যুমৎসেন-তনয় বীর্য্যবান্ সত্যবান্ গতায়ু হইলে একাকিনী যমলোকে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। হে কল্যাণি! এই সমস্ত রূপবতী পতিব্রতা রমণীগণের যেরূপ গুণ কীর্ত্তন করিলাম, তুমিও সেইরূপ সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃতা; অতএব সম্প্রতি ক্ষমাগুণ প্রকাশ করিয়া আর অর্দ্ধ মাস কাল মাত্র অপেক্ষা কর, পরে ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে পুনরায় রাজগণের রাজ্ঞী হইবে।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভীম! আমি দুঃসহ দুঃখরাশি সহ্য করিতে না পারিয়াই আপনকার নিকটে এইরূপ আর্ত্তভাবে অশ্রুমোচন করিলাম; যুধি-

ষ্ঠিরকে অনুযোগ করিবার আমার আবশ্যক কি? হে মহাবল! সম্প্রতি নিরর্থক অতীত বৃত্তান্তের প্রসঙ্গে আর প্রয়োজন নাই; যাহাতে উপস্থিত বিপৎপাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহার কোন উপায় বিধানে মনোযোগী হউন। হে ভীমসেন! বিরাট-মহিষী কৈকেয়ী আমার রূপ-দ্বারা নিজরূপের অভিভব শঙ্কা করিয়া "কিসে রাজা ইহার প্রতি আসক্ত না হন," এই ভাবনায় নিয়তই আমার জন্য উদ্বিগ্না থাকেন। তাঁহার সেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্বভাবত অসত্যদর্শী সুদুর্ব্বুদ্ধি কীচক সর্ব্বদাই আমাকে প্রার্থনা করে; তাহাতে আমি প্রথমত তাহার প্রতি কুপিতা হইয়া পরে কোপ সম্বরণ-পূর্ব্বক তাহাকে এই কথা বলিয়াছিলাম, রে কামমূর্চ্ছিত কীচক! আত্মরক্ষা কর! আমি শৌর্য্য-সম্পন্ন পঞ্চজন গন্ধর্ব্বের প্রিয় মহিষী; তাঁহারা কুপিত হইলে, তোমার এই সাহসিক কর্ম্মজন্য অচিরেই তোমাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া সেই দুরাশয় কীচক আমারে প্রত্যুত্তর করিল, "হে সুহাসিনি সৈরিন্ধ্রি! আমি গন্ধর্ব্বদিগকে ভয় করি না; শত লক্ষ গন্ধর্ব্বও যদি সমর-ক্ষেত্রে সমাগত হয়, আমি অনায়াসে তাহাদিগকে নষ্ট করিতে পারিব; অতএব হে ভীরু! তুমি নির্ভয়ে আমার ভার্য্যা হইতে স্বীকার কর।"

কাম-মোহিত কীচক আমাকে এই কথা বলিলে আমি পুনরায় তাহাকে কহিলাম, কীচক! তুমি কোন প্রকারেই সেই যশস্বী গন্ধর্ব্বদিগের প্রতিযোগী নহ; আমি কুলশীল-সমন্বিতা ও সতত ধর্ম্মভীতা, সুতরাং কখন কাহারও বধ ইচ্ছা করি না; এই প্রযুক্তই তুমি এপর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছ। আমার এই কথা শুনিবামাত্র সেই দুষ্টাত্মা অমনি খল্ খল্ শব্দে হাস্য করিয়া উঠিল। অনন্তর একদা রাজমহিষী সুদেষ্ণা ভ্রাতার নিদেশানুসারে তাহার প্রিয় কার্য্য সাধনেচ্ছায় আমাকে, "তুমি কীচকের গৃহ হইতে সুরা আনয়ন কর" প্রণয়-সহকারে এই রূপ আদেশ করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন। সূতপুত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমত বহুবিধ চাটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল; পরে সান্ত্ববাদ প্রতিহত হইলে মহাক্রুদ্ধ হইয়া বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। সেই দুরাত্মার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আমি রাজার আশ্রয় লইবার মানসে সমধিক বেগ-সহকারে সভাভিমুখে প্রধাবিতা হইলাম; পরন্তু সেই দুষ্টাত্মা কীচক রাজার সমক্ষেই আমাকে ভূতলে পাতন-পূর্ব্বক পদাঘাত করিল। বিরাটরাজ, কঙ্ক, অমাত্যবর্গ, রথিগণ, গজারোহ-সকল, পুরবাসি-সমস্ত ও রাজ-প্রিয় অন্যান্য সভাসদ্গণ সকলেই আমার তাদৃশ অবমাননা অবলীলাক্রমে দেখিতে লাগিলেন। তখন আমি রাজা ও কঙ্ককে পুনঃপুন ভর্ৎসনা করিলাম। তাহাতেও মৎস্যরাজ, কীচককে নিবারণ বা দণ্ড করিলেন না। যুদ্ধকালে কীচকই তাঁহার প্রধান সহায়; সুতরাং সে রাজা ও রাণী উভয়েরই প্রিয়পাত্র ও প্রশ্রয়-ভাজন। হে মহাভাগ! সেই ধর্ম্মত্যাগী, ক্রূরস্বভাব, শূরাভিমানী সর্ব্ব-বিষয়-বিমুগ্ধ, পারদারিক, পাপাত্মা, রাজার নিকটে বহু ধন প্রাপ্ত হইলেও অপর লোকসকলের ধন হরণ করে; তাহারা আর্ত্তনাদে রোদন করিলেও তাহাতে কর্ণপাত করে না; সাধুমার্গে কদাচ অবস্থিত হয় না, এবং ধর্ম্ম লাভেরও বাসনা রাখে না। অতএব আমি পুনঃ পুন প্রত্যাখ্যান করিলে সেই পাপাত্মা, পাপবুদ্ধি, কামবাণ-বশম্বদ অবিনীত দুষ্টমতি যখন যখন আমাকে দেখিতে পাইবে, তখনই যদি তাড়না করে, তবে নিঃসন্দেহ আমারে জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে। আপনারা ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নশীল রহিয়াছেন বটে; কিন্তু আমি প্রাণত্যাগ করিলে আপনাদিগের মহান্ ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে। দেখুন, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তৎপর হওয়াতেই আপনাদিগের ভার্য্যা অরক্ষিতা হইল; কিন্তু ভার্য্যা রক্ষিতা হইলেই সন্তান রক্ষিত হয় এবং সন্তানকে রক্ষা করিলেই আত্মা রক্ষিত হয়,

কারণ, আত্মাই ভার্য্যাতে পুত্র-রূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেই নিমিত্তই পণ্ডিতেরা ভার্য্যাকে জায়া বলিয়া থাকেন। পতি কি প্রকারে পুত্ররূপে আমার উদরে জন্ম গ্রহণ করেন, এই মনে করিয়া ভার্য্যাও স্বামীকে রক্ষা করিবেন। আমি বর্ণধর্ম্ম-বাদি-ব্রাহ্মণদিগের মুখে ইহাও শুনিয়াছি যে, শত্রু-দমন ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়দিগের আর অন্য নিত্য-ধর্ম্ম নাই। সুতরাং সময়-প্রতীক্ষার অনুরোধে নিদারুণ শত্রু কীচকের সমুচিত শাস্তি প্রদান না করিলে আপনাদিগের প্রধান ধর্ম্মের যে হানি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? হে মহাবল ভীমসেন! কীচক, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এবং আপনকার সমক্ষেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে; অতএব আপনি পূর্ব্বে সেই ভয়ঙ্কর জটাসুর হইতে আমাকে যে রূপে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন এবং ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া জয়দ্রথকে যে রূপে পরাজয় করিয়াছিলেন, আমার অপমান-কারী কীচককেও সম্প্রতি সেই রূপে বিনষ্ট করুন! হে ভারত! সেই কাম-সম্মত্ত দুরাত্মা রাজপ্রিয়তা-হেতু আমার বহুতর অনর্থের মূলীভূত এবং সততই চিত্তবৈকল্যের কারণ হইতেছে; অতএব উহাকে, প্রস্তরোপরি বিনিক্ষিপ্ত কুম্ভের ন্যায় একবারে চূর্ণ করিয়া ফেলুন; নতুবা যদি সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত সে জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই বিষ আলোড়ন করিয়া পান করিব; কীচকের বশবর্ত্তিনী হওয়া অপেক্ষা আপনকার সমক্ষে আমার মরণই শ্রেয়স্কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণা এইরূপ সকরুণ বচনাবলি বিন্যাস-পূর্ব্বক ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বৃকোদরও সেই সাতিশয় দুঃখার্ত্তা সুমধ্যমা দ্রুপদাত্মজাকে আলিঙ্গন করত নানাবিধ যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ বাক্য-দ্বারা আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক বিস্তর সান্ত্বনা করিয়া হস্ত-দ্বারা তাঁহার বাষ্পসমাকুল মুখকমল মার্জ্জনা করিলেন, এবং ক্রোধ-পরবশ হইয়া সৃক্কদ্বয় পরিলেহন-পূর্ব্বক মনে মনে কীচককে প্রত্যক্ষের ন্যায় দৃষ্টি করিয়া পরিতাপ-সমন্বিতা দ্রৌপদীকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

ভীমসেন কহিলেন, হে ভদ্রে ভীরু যাজ্ঞসেনি! তুমি যেরূপ কহিতেছ আমি তাহাই করিব, সেই দুরাচার কীচককে অদ্যই সবান্ধবে নিপাতিত করিব। হে চারুহাসিনি! তুমি আগামী সন্ধ্যা-সময়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুঃখ শোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সঙ্কেত করিও। বিরাটরাজের স্থাপিত যে নাট্যশালা আছে, তথায় কন্যাগণ দিবাভাগে নৃত্য করিয়া নিশাগমে স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া থাকে; সেই স্থানে সুদৃঢ় পর্য্যঙ্কোপরি মনোহর শয্যাও প্রস্তুত আছে; অতএব হে কল্যাণি! সেই নাট্যশালায় কীচক যাহাতে আমার সন্নিহিত হয়, তুমি তাহা করিও, সেই খানে আমি তাহাকে পূর্ব্ব-মৃত পিতামহগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইব। কিন্তু সাবধান! তাহার সহিত সঙ্কেত করিবার সময়ে যেন কোন ব্যক্তি তোমারে দেখিতে না পায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন ও দ্রৌপদী উভয়ে উক্ত-রূপ কথোপকথনান্তে দুঃখিতান্তঃকরণে অশ্রুমোচন-পূর্ব্বক কতক্ষণে সেই উগ্রতরা ভীষণা রাত্রির শেষ হইবে মনে মনে তাহাই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কীচক গাত্রোত্থান করিয়া রাজ-নিকেতনে গমনানন্তর দ্রৌপদীকে কহিল, হে ভীরু! আমি সভামধ্যে তোমাকে পাতিতা করিয়া রাজার দৃষ্টি-গোচরেই পদাঘাত করিলাম, তথাপি তুমি পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলে না; বলিষ্ঠ-ব্যক্তি আক্রমণ করায় কেহই তোমাকে রক্ষা করিতে সাহসী হইল না, কেন না আমি যাবতীয় সৈন্যগণের অধ্যক্ষ এবং সমস্ত মৎস্য-রাজ্যের অধিপতি; তবে বিরাট যে মৎস্যরাজ বলিয়া বিখ্যাত আছেন, সে কেবল প্রবাদ মাত্র। অতএব

হে সুশ্রোণি! তুমি পরমসুখে আমার প্রতি অনুরতা হও! হে ভীরু! আমাদিগের পরস্পর সংমিলন হইলে আমি চিরকাল তোমার দাস হইয়া থাকিব, এবং এখনি নিষ্কশত-পরিমিত সুবর্ণ প্রদান-পূর্ব্বক তোমার সেবার্থে অসংখ্য দাস দাসী ও অশ্বতরী-যুক্ত রথ-সমস্ত নিযুক্ত করিয়া দিব।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে কীচক! আমাদিগের সঙ্গম-বিষয়ে আমি এই এক মাত্র ভয় করিতেছি যে, জনরব হইলে পাছে সেই যশস্বী গন্ধর্ব্বেরা জানিতে পারেন; অতএব তুমি যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার সহিত তোমার মিলন হইলে, তোমার ভ্রাতা বা মিত্রও তাহা জানিতে পাইবেন না, তাহা হইলে আমি তোমার বশীভূতা হইতে পারি। কীচক কহিল, সুশ্রোণি! তুমি যেরূপ বলিতেছ, আমি সেই রূপই করিব। হে রম্ভোরু! আমি মদন-মোহিত হইয়া তোমার সহিত মিলনার্থে একাকী তোমার শূন্য গৃহে গমন করিব; তাহা হইলে সেই সূর্য্যতুল্য-তেজস্বী গন্ধর্ব্বেরা আর তোমার বিষয় জানিতে পারিবে না।

দ্রৌপদী কহিলেন, মৎস্যরাজের স্থাপিত যে নর্ত্তনাগার আছে, তাহাতে কন্যারা দিবাভাগে নৃত্য করিয়া রাত্রিকালে আপন আপন মন্দিরে গমন করে; তাদৃশ নিভৃত স্থান, বোধ হয় গন্ধর্ব্বদিগের বিদিত নাই; অতএব তুমি অন্ধকার সময়ে তথায় গমন করিলে আমরা নির্দ্দোষী থাকিব সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দ্রৌপদী কীচকের সহিত উক্ত বিষয়ের কথোপকথন করিয়া সেই অর্দ্ধ দিবসটিকে যেন একমাস বোধ করিতে লাগিলেন এবং কীচকের সহিত যে রূপ নিয়ম বদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অবসর-ক্রমে ভীমসেনের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এদিকে, সাতিশয় হর্ষ-সংসিক্ত কাম-মোহিত বিমূঢ় কীচক, সৈরিন্ধ্রী যে তাহার সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপা, তাহা জানিতে না পারিয়া গৃহে গমন-পূর্ব্বক গন্ধ মাল্য আভরণাদি-বিষয়ে সবিশেষ আসক্ত হইয়া সত্বর শরীর-শোভা সম্পাদনে যত্নবান্ হইল। বেশ-বিন্যাস-সময়ে সেই আয়ত-লোচনা দ্রৌপদীকে মনে মনে অনুক্ষণ চিন্তা করাতে সেই অল্পকালও তাহার পক্ষে যেন অতিশয় দীর্ঘ হইয়া উঠিল। নির্ব্বাণ-কালে দীপ-বর্ত্তিকা যেমন সমধিক প্রজ্বলিতা হয়, তদ্রূপ একবারে শ্রীভ্রষ্ট হইবে বলিয়া কীচকেরও তৎকালে অধিকতর শোভা হইয়া ছিল। কাম-মোহিত কীচক, দ্রৌপদী-বাক্যে প্রত্যয় করিয়া এরূপ নিবিষ্ট-চিত্তে তাঁহার সমাগম চিন্তা করিতে লাগিল যে, কোন্ সময়ে দিবাভাগের শেষ হইল তাহা জানিতেই পারিল না।

অনন্তর সন্ধ্যা-সময়ে সুকেশী কল্যাণী যাজ্ঞসেনী রন্ধনাগারে কুরুনন্দন ভীমসেনের নিকটে উপস্থিতা হইয়া কহিলেন, হে শত্রু-তাপন! আপনকার আদেশানুসারে আমি কীচককে 'নাট্যশালায় সমাগম হইবে' এই রূপ সঙ্কেত করিয়াছি; অতএব হে মহাবাহো! রাত্রিকালে সে যখন নর্ত্তনাগারে উপস্থিত হইবে, তখন আপনি একাকী তাহাকে বিনষ্ট করিবেন। হে কৌন্তেয়! সেই মদ-দর্পিত সূতপুত্র কীচক ঘোরতর অহঙ্কার-বশত গন্ধর্ব্বদিগকে সর্ব্বদা অনাদর করে, অতএব আপনি নাট্যশালায় গমন করিয়া অদ্য তাহাকে জীবনশূন্য করুন! হে যোধশ্রেষ্ঠ কুরু-পুঙ্গব! হস্তী যেমন অবলীলাক্রমে কন্দ উদ্ধার করে, তদ্রূপ আপনি কীচকের সংহার করিয়া আমার দুঃখ-মোচন ও অশ্রু-মার্জ্জন এবং বংশ-মর্য্যাদার সংরক্ষণ ও আপন কল্যাণ-সাধন করুন।

ভীমসেন কহিলেন, হে বরারোহে! তোমার আগমন শোভন হইয়াছে, যে হেতু তুমি আমাকে এই প্রিয় বার্ত্তাটি নিবেদন করিলে। হে বরবর্ণিনি! উক্ত প্রিয় সংবাদ ব্যতীত আমি আর কোন সহায়ের ইচ্ছা করি না। তুমি কীচকের সহিত আমার সমাগম হইবার কথা উল্লেখ করিয়া যাদৃশী প্রীতি উৎপাদন করিলে, পূর্ব্বে হিড়িম্ব বধ করিয়া আমার

সেইরূপ প্রীতি হইয়াছিল। সংপ্রতি আমি তোমাকে সত্য, ধর্ম্ম ও ভ্রাতৃগণের শপথ করিয়া বলিতেছি, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ কীচককে নিপাতিত করিব; বিজন প্রদেশে কি প্রকাশ্য স্থানে, যেখানে হউক, তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিব; তাহাতে যদি মৎস্য-দেশীয় লোকেরা যুদ্ধোৎসাহী হয়, তবে তাহাদিগকেও নিঃসন্দেহ বিনষ্ট করিব; তদনন্তর দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়া পৃথিবী লাভ করিব; কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ইচ্ছানুরূপ রাজসেবা করুন।

দ্রৌপদী কহিলেন, প্রভো! আমার নিমিত্তে আপনি যাহাতে সত্যভ্রষ্ট না হন, তাহা করিবেন; হে বীর! আপনি গোপন ভাবেই কীচকের সংহার করুন।

ভীমসেন কহিলেন, অয়ি ভীরু! তুমি যেরূপ বলিতেছ, তাহাই করিব; অদ্য রাত্রিযোগে আমি অন্ধকারে অদৃশ্যমান থাকিয়া, হস্তী যেমন বিল্বফল আক্রমণ করিয়া চূর্ণ করে, তদ্রূপ সেই অপ্রাপ্য-বিষয়াভিলাষী দুষ্টস্বভাব কীচকের মস্তকটা চূর্ণ করিয়া সবান্ধবে তাহাকে কৃতান্ত-কবলে বিনিক্ষিপ্ত করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নিশীথ সময়ে প্রথমত ভীমসেন নাট্যশালায় গিয়া, সিংহ যেমন মৃগের আকাঙ্ক্ষায় অদৃশ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ কীচকের প্রতীক্ষায় প্রচ্ছন্নভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। কীচকও স্বেচ্ছানুরূপ বেশভূষা করিয়া সৈরিন্ধ্রী-সমাগম-প্রত্যাশায় তৎকালে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই কামবিমোহিত দুরাশয় সূতপুত্র সঙ্কেত স্থান বিবেচনায়, যে ঘরে পূর্ব্বাগত অপ্রতিম-তেজস্বী ভীমসেন একান্তে অবস্থিত হইয়া তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই মহান্ধকারাবৃত গৃহমধ্যে প্রবেশিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল এবং দ্রৌপদীর অপমান-জনিত ক্রোধ-হুতাশনে জাজ্বল্যমান ভীমসেন যে তাহার সাক্ষাৎ কৃতান্তরূপ ধারণ করিয়া শয্যোপরি শয়ান ছিলেন, তাহা জানিতে না পারিয়া, পতঙ্গ যেমন প্রদীপ্ত পাবক-মধ্যে অঙ্গ সমর্পণ করে, অথবা কোন ক্ষুদ্র-পশু যেমন মৃগরাজের গাত্র-সংলগ্ন হয়, সেইরূপ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ-পূর্ব্বক হর্ষ-বিহ্বল-মানসে হাস্য করিতে করিতে কহিল, সুন্দরি! তুমি আমার নিকটে অদ্য সংখ্যাতীত বহুতর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছ; তোমার নিমিত্তে আমি মণি-রত্নাদি-ভূষিত শত শত দাসী, সুদৃশ্য পরিচ্ছদ, রূপলাবণ্যবতী-যুবতীগণ-শোভিত মনোহর বাসগৃহ, এবং ক্রীড়া-ও-রতি-সাধন সামগ্রী-নিবহে বিরাজিত অন্তঃপুর, এই সমস্ত বস্তু রক্ষিত করিয়া সম্প্রতি তোমার সমাগমোদ্দেশে এই সহসা উপাগত হইলাম। হে সুভ্রু! আমার অবরোধ-বাসিনী কামিনীগণ "তোমার তুল্য সুবেশ ও দর্শনীয় পুরুষ আর কুত্রাপি নাই" এই বলিয়া সকলেই আমাকে বিনাকারণে প্রশংসা করিয়া থাকে।

ভীমসেন কহিলেন, ভাগ্যক্রমে তুমি যথার্থই দর্শনযোগ্য, এবং যেরূপ আত্ম-প্রশংসা করিতেছ, তাহাও সত্য; কিন্তু আমার শরীরের যে প্রকার স্পর্শ, ঈদৃশ স্পর্শ-সুখ তুমি পূর্ব্বে আর কদাচ অনুভব কর নাই। পরন্তু তুমি কামকলা কুশল ও সুরসিক, সুতরাং স্পর্শ রসেরও অভিজ্ঞ; সংসার-মধ্যে তোমার ন্যায় কামিনী-চিত্তরঞ্জন পুরুষ আর দৃষ্ট হইবার নহে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীম-পরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন কীচককে এই কথা বলিয়া সহসা গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে পুনরায় কহিলেন, রে পাপিষ্ঠ! সিংহ যেমন মহাগজকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ আমি অদ্য পর্ব্বত-সদৃশ তোমাকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক ভূতলে নিষ্পেষণ করিতে থাকিব, তোমার ভগিনী তাহা স্বচক্ষে দেখিবে। তুমি পঞ্চত্ব পাইলে সৈরিন্ধ্রীও নিরুপদ্রবে বিচরণ করিবে এবং সৈরিন্ধ্রীর স্বামিগণও সর্ব্বদা সুখে পরিভ্রমণ করিতে পারিবেন। মহাবল ভীমসেন কীচককে

এই কথা বলিয়া বল-পূর্ব্বক সহসা তাঁহার মাল্যযুক্ত কেশ-পাশ আকর্ষণ করিলেন; বলিশ্রেষ্ঠ কীচকও বেগ-সহকারে তৎক্ষণাৎ কেশ মোচন করিয়া তাঁহার বাহুদ্বয় ধারণ করিল; এইরূপে পরস্পর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই নরসিংহ-যুগল ঘোরতর বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বসন্তকালে কামমত্তা করিণী-নিমিত্ত বলিষ্ঠ মাতঙ্গদ্বয়ের যাদৃশ যুদ্ধ হইয়া থাকে, অথবা পূর্ব্বে যেমন বানর-প্রধান বালি-সুগ্রীব সোদরদ্বয়ের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল, সূতকুলশ্রেষ্ঠ কীচক ও নরোত্তম ভীমসেনেরও সেইরূপ সমরাড়ম্বর হইল। উভয়েই তুল্যরূপ জয়াভিলাষী ও সমান ক্রোধ-পরবশ হইয়া কোপ-বিষোদ্ধত, পঞ্চশীর্ষ আশীবিষের ন্যায় ভীষণ ভুজদ্বয় উত্তোলন-পূর্ব্বক পরস্পর নখদংষ্ট্রাঘাত করিতে লাগিলেন। সমরে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভীমসেন, প্রভূত বলশালী কীচক-কর্ত্তৃক অতিবেগে আহত হইয়াও স্বস্থান হইতে একপদমাত্রও বিচলিত হইলেন না। পরস্পর সমাশ্লেষ-পূর্ব্বক আকর্ষণ করাতে উভয়েই যেন যুদ্ধাবিষ্ট প্রবৃদ্ধ বৃষ-দ্বয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। এইরূপে নখদন্তায়ুধ, কোপোদ্ধত ব্যাঘ্রযুগলের ন্যায় উভয়ের ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। অনন্তর অমর্ষাবিষ্ট কীচক, মদগলিতগণ্ড মাতঙ্গের উপরে অন্য মাতঙ্গ যেমন বল-পূর্ব্বক অভিপতিত হয়, তদ্রূপ ভীমের উপরে সহসা পতিত হইয়া বাহুদ্বারা তাঁহাকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিল; ভীমও তৎক্ষণমাত্র তাহাকে সেইরূপ করিয়া ধরিলেন; কিন্তু বলিশ্রেষ্ঠ কীচক সমধিক বলপ্রয়োগ-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিল। সেই তুল্যবলশালী বীর-দ্বয়ের সমরে পরস্পর বাহুনিষ্পেষ-প্রযুক্ত বংশদণ্ড-স্ফোটনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। অনন্তর বৃকোদর বল-দ্বারা কীচককে গৃহমধ্যে আক্ষিপ্ত করিয়া প্রচণ্ড বায়ু যেমন বৃক্ষকে সঞ্চালিত করে, সেইরূপ কম্পিত করিতে লাগিলেন। বলিষ্ঠ ভীম-কর্ত্তৃক সমরে আক্রান্ত হওয়ায় কীচক দুর্ব্বল হইয়া পড়িল বটে, তথাপি যথাশক্তি শরীর চেষ্টা করত তাঁহারে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বলবান্ কীচক ক্রোধভরে ঈষদ্বিচলিতপদ ভীমসেনকে আক্রমণ-পূর্ব্বক জানুদ্বয়ের আঘাত-দ্বারা পুনরায় পৃথিবীতে পাতিত করিল। বৃকোদর কীচক-কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক ভূতলে বিনিক্ষিপ্ত হইয়া সাক্ষাৎ দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তৎক্ষণমাত্র বেগে গাত্রোত্থান করিলেন। স্বভাবত বলশালী সেই বীরদ্বয় স্পর্দ্ধাসহকারে সমধিক বলোন্মত্ত হইয়া নিশীথ সময়ে নির্জ্জন স্থলে পরস্পর আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং সাতিশয় ক্রোধভরে এরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকিলেন যে, সেই মহোন্নত প্রাসাদও বারম্বার কম্পিত হইতে লাগিল। সুযোগক্রমে বৃকোদর, পরাক্রান্ত কীচকের বক্ষঃস্থলে দুই হস্তে চপেটাঘাত করিলেন; তাহাতে সে রোষানলে সন্তপ্ত হইয়া স্বস্থান হইতে একপদও বিচলিত হইল না। পরন্তু ভীম-বলপীড়িত সূতপুত্র, ভুমণ্ডলে দুঃসহ সেই বেগ মুহূর্ত্তকাল সহ্য করিয়া তখন বলহীন হইয়া পড়িল। মহাবল ভীমসেন, তাহাকে নিতান্ত পরিহীন বিবেচনা করিয়া আপন বক্ষঃস্থলে আভুগ্নভাবে ধারণপূর্ব্বক সমধিক বেগসহকারে দৃঢ়তর নিষ্পেষণ করত একবারে অচৈতন্য করিয়া ফেলিলেন, এবং রোষাবেশ-বশত ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া, যেমন মাংসাকাঙ্ক্ষী শার্দ্দূল কোন মাতঙ্গকে গ্রহণ করিতে পারিলে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ আস্ফালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৃকোদর তাহাকে একান্ত পরিশ্রান্ত বোধ করিয়া রজ্জুবদ্ধ পশুর ন্যায় বাহুযুগল-দ্বারা বন্ধন করিয়া ধরিলেন এবং বহুক্ষণ ঘূর্ণায়মান করিলেন। তৎকালে সেই বিচেষ্টমান হতচৈতন্য কীচক ভগ্নভেরী-রবের ন্যায় এক প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল; বৃকোদরও তখন দ্রৌপদীর ক্রোধ নিবারণার্থে বাহু-দ্বারা বেগে তাহার কণ্ঠ ধারণ-পূর্ব্বক বিলক্ষণ নিষ্পীড়ন করিতে থাকিলেন

এবং পরিশেষে ভগ্ন-সর্ব্বাঙ্গ ও কুঞ্চিত-নয়নচ্ছদ সেই নরাধমকে জানু-দ্বারা কটিদেশে এবং করযুগল-দ্বারা বক্ষঃস্থলে দৃঢ়তর নিষ্পেষণ-পূর্ব্বক, পশুকে যেমন বধ করে, তদ্রূপ নিহত-প্রায় করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পাণ্ডুনন্দন তাহাকে নিতান্ত অবসন্ন হইতে দেখিয়া ভূতলে ভ্রমণ করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন, অদ্য আমি ভার্য্যাপহারী, সৈরিন্ধ্রীর কণ্টক-স্বরূপ সূতপুত্রের প্রাণ সংহার-পূর্ব্বক ভ্রাতার নিকটে অঋণী হইয়া পরম শান্তি লাভ করিব। এইরূপ কহিয়া বলশালিশ্রেষ্ঠ পুরুষ-প্রধান ভীমসেন ক্রোধলোহিত-নয়নে, সেই বিগলিত-বসন-ভূষণ, বিচেষ্টিত-দেহ ও ঘূর্ণিত-লোচন কীচককে গত-প্রাণ করিয়া নিক্ষিপ্ত করিলেন। অনন্তর তিনি মহারোষভরে হস্তে হস্তে নিষ্পীড়ন ও ওষ্ঠদংশন-পূর্ব্বক নিরতিশয় বল-সহকারে পুনরায় কীচকের সেই মৃতদেহ আক্রমণ করিয়া, যেমন মহাদেব-কর্ত্তৃক গজাসুরের অবয়ব-সমস্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ উহার পাণিপাদ গ্রীবা মস্তকাদি শরীর-মধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিলেন। অসীম-পরাক্রমশালী মহাতেজা পাণ্ডুনন্দন বৃকোদর এইরূপে কীচকের সর্ব্বাঙ্গ মন্থন-পূর্ব্বক মাংসপিণ্ডের ন্যায় পরিক্ষীণ করিয়া যোষিদ্বরা দ্রৌপদীকে তাহা প্রদর্শন করাইলেন। মহারাজ! ভীমপরাক্রম ভীমসেন কৃষ্ণাকে "এস পাঞ্চালি! এই কামুকের কিরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছি দেখ," এই কথা বলিয়া সেই দুরাত্মা কীচকের মাংসপিণ্ডাকৃতি শরীরে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, এবং অগ্নি প্রজ্বালন-পূর্ব্বক তাহা প্রেয়সীর নেত্র-গোচর করাইয়া পুনরায় কহিলেন, হে ভীরু! হে গুণশীলবতি সুকেশি! অতঃপর যেব্যক্তি তোমারে প্রার্থনা করিবে সে, কীচকের মত এইরূপ শোভিত হইয়া অবশ্যই কৃতান্ত-নিকেতনে গমন করিবে। বীরবর বৃকোদর এইরূপে কীচকের ধ্বংস-বিধানরূপ দুষ্কর কর্ম্ম-দ্বারা দ্রৌপদীর নিরতিশয় প্রীতি উৎপাদন করিয়া বিগতরোষ ও যথেষ্ট হৃষ্টচিত্ত হইলেন; অনন্তর প্রিয়তমাকে প্রিয়-সম্ভাষণ করিয়া দ্রুতগমনে পাকশালায় প্রস্থান করিলেন।

রমণী-প্রবীরা দ্রুপদাত্মজা কীচক-নিপাতনে সন্তাপ-রহিতা ও পরমানন্দিতা হইয়া নৃত্যশালার রক্ষকগণ-সমীপে গিয়া কহিলেন, পরস্ত্রী-কামসম্মত্ত কীচক, আমার গন্ধর্ব্বপতি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নর্ত্তনাগারে পড়িয়া রহিয়াছে; হয় না হয় তোমরা গিয়া প্রত্যক্ষ কর। রক্ষিগণ তাঁহার সেই কথা শ্রবণমাত্র অমনি সহস্র সহস্র উল্কা লইয়া দেখিতে চলিল। তথায় উপস্থিত হইয়া তাহারা রক্তাক্ত-কলেবর, ভূতল-পতিত, গতপ্রাণ ও পাণিপাদ-বিহীন কীচককে অবলোকন করিয়া অতিশয় ব্যথিত ও বিস্মিত হইল, এবং তাদৃশ অদ্ভুত-নিপাতনরূপ অমানুষ-কর্ম্মবিষয়ে পরস্পর এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিল যে এরূপে বিনাশ করা কখনই মনুষ্যের সাধ্য নহে; দেখ, ইহার গ্রীবা, চরণ, হস্ত ও মস্তক যে কোথায় রহিয়াছে, কিছুই স্থির করা যায় না; অতএব এ অবশ্যই গন্ধর্ব্ব-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সময়ে কীচকের বান্ধবেরা নাট্যশালায় সমাগত হইল এবং কীচককে তদবস্থ দেখিয়া তাহাকে পরিবেষ্টন করত সকলেই আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিল। স্বজন-বিয়োগে তাহারা অতিশয় কাতর হইল বটে, কিন্তু জল হইতে স্থলে উদ্ধৃত কূর্ম্মের ন্যায় কীচককে সেইরূপ পিণ্ডীকৃত দেখিয়া ভয়ে তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে সেই সমাগত সূতপুত্রেরা ইন্দ্র-বিনষ্ট বৃত্রাসুরের ন্যায় ভীম-কর্ত্তৃক নিহত কীচকের মৃতশরীরে বিধিপূর্ব্বক সংস্কার করিবার মানসে তাহাকে বাহির করিবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যবসরে দেখিতে পাইল, অনিন্দ্যাঙ্গী

দ্রৌপদী নিকটবর্ত্তী একটা স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। সমবেত সূতগণ-মধ্যে উপকীচকেরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র কহিল, এই অসতী পাপীয়সীর নিমিত্তেই কীচক নিহত হইয়াছেন, অতএব ইহাকে শীঘ্র বিনষ্ট কর; অথবা এস্থানে বধ না করিয়া উহাকে কামাসক্ত কীচকের সহিত দগ্ধ করিয়া ফেল; কেন না সূতপুত্র মৃত হইলেও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য করা আমাদিগের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! এই সৈরিন্ধ্রীর নিমিত্তই কীচক বিনষ্ট হইয়াছেন; অতএব অনুমতি করুন, অদ্য ইহাকেও তাঁহার সহিত ভস্মসাৎ করি। রাজা, সূতপুত্রদিগের পরাক্রম জানিতেন, সুতরাং ভয়ে ভয়ে কীচক-সহ সৈরিন্ধ্রীর দাহ-বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। কীচক-সোদরেরা রাজানুমতি লাভ করিবামাত্র অমনি সেই ভয়বিহ্বলা কমল-লোচনা দ্রুপদনন্দিনীকে আক্রমণ ও দৃঢ়তর বন্ধন-পূর্ব্বক কীচকের মৃতদেহোপরি আরোপিত করিয়া শ্মশানাভিমুখে লইয়া চলিল। হে রাজন্! সূত-পুত্রগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে বল-পূর্ব্বক নীয়মানা হওয়ায় অনিন্দিতা কৃষ্ণা অসামান্য-নাথবতী হইয়াও যেন অনাথিনীর ন্যায় নাথ ইচ্ছা করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে এই কথা বলিতে লাগিলেন, সেই জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল আমার বাক্য বোধগম্য করুন; সূতপুত্রেরা আমাকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে! যে লঘুহস্ত মহাবীর গন্ধর্ব্বগণের সংগ্রাম-সময়ে অশনি-নিষ্পেষ-সদৃশ ভীষণ জ্যাতল-নির্ঘোষ ও রথনেমি-সমুত্থিত প্রবল ঘরঘরা শব্দ অনবরত শ্রুত হইয়া থাকে, তাঁহারা আমার বাক্য বোধগম্য করুন; সূতপুত্রেরা আমারে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন দ্রৌপদীর সেই পরিতাপান্বিত আর্ত্তনাদ শ্রবণ মাত্র আর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়াই সহসা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং কহিলেন, হে ভীরু সৈরিন্ধ্রি! আমি তোমার কথা শুনিতে পাইতেছি; অতএব সূতপুত্রগণ হইতে তোমার আর শঙ্কার বিষয় নাই। ইহা কহিয়া সেই মহাবাহু বৃকোদর উপ-কীচকদিগের বধেচ্ছায় মহা উদ্যম-ভরে একবারে স্ফীতকায় হইয়া উঠিলেন; অনন্তর যত্ন-সহকারে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দ্বার দিয়া না গিয়া দ্রুতবেগে একটা প্রাচীরোপরি আরোহণ কবিলেন, এবং অবলীলাক্রমে তাহা উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক রাজ-ভবনের বহির্ভাগে নিপতিত হইয়া, যে স্থলে কীচকেরা যাইতেছিল, সেই শ্মশানাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎপরে প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া নগর হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক সত্বর-গমনে সূতপুত্রগণের সম্মুখীন হইয়া তিনি চিতা-সমীপে একটা প্রকাণ্ড স্কন্ধযুক্ত ঊর্দ্ধভাগে পরিশুষ্ক, দশব্যাম-বিস্তৃত, তাল-প্রমাণ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া হস্তীর ন্যায় তৎক্ষণ-মাত্র তাহা বাহু-দ্বারা আক্রমণ-পূর্ব্বক উৎপাটন করিয়া স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন এবং সাক্ষাৎ দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় সূতগণের সংহারার্থে মহাবেগে প্রধাবিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার সেইরূপ গুরুতর বেগভরে তত্রত্য অশ্বত্থ বট পলাশাদি বৃক্ষ-সমূহ পতিত হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অগ্নিসংস্কারাভিলাষী সূতপুত্রেরা সেই কালরূপী গন্ধর্ব্বকে ক্রোধান্বিত সিংহের ন্যায় সহসা সমাগত দেখিয়া, "এক্ষণে কি উপায় হইবে" এই ভাবিয়া একবারে ভয়ব্যাকুল ও বিষণ্ণচিত্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, ঐ দেখ, সাক্ষাৎ শমনের ন্যায় বলবান্ গন্ধর্ব্ব প্রকাণ্ড একটা বৃক্ষ উৎক্ষিপ্ত করিয়া আমাদিগের অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবমান হইতেছে; অতএব বিপৎপাতের হেতুভূতা এই সৈরিন্ধ্রীকে শীঘ্র পরিত্যাগ কর। এই কথা বলিতে না বলিতে ভীম-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বৃক্ষ দেখিবামাত্র তাহারা অমনি দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সত্বর-গমনে

নগরাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! বলশালী মহাবাহু দুর্দ্ধর্ষ পবননন্দন ভীমসেন সেই পঞ্চাধিক শত-সঙ্খ্যক উপকীচকদিগকে পলায়মান দেখিয়া, দেবরাজ যেমন দানবকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই কালস্বরূপ বৃক্ষ-দ্বারা সকলকেই যম-সদনে প্রেষণ করিলেন; এবং অশ্রু-পূর্ণমুখী সুদীনা দ্রৌপদীর বন্ধন মোচন করিয়া আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি ভীরু! যাহারা তোমারে নিরপরাধে ক্লেশ দিতে উদ্যত হয়, তাহারা এইরূপেই বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব তোমার কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে নগরে গমন কর; আমাকে অন্যপথ দিয়া বিরাটের পাকশালায় যাইতে হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! বৃকোদর-বিনিহত সেই পঞ্চাধিক শত সোদর ধরাতলশায়ী হইলে, ঐ শ্মশানভূমি যেন বিগলিত বৃক্ষ-নিচয়ে সমাকীর্ণ মহাবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। হে রাজন্! এইরূপে সেনাপতি-সহিত একশত ছয়জন কীচক বিনষ্ট হইলে, মৎস্য-পুরবাসী নর-নারীগণ সমাগত হইয়া সেই সাতিশয় আশ্চর্য্য-ব্যাপার সন্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর সেই পুরবাসী লোকসকল নৃপতি-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! মহাবল সূতপুত্রেরা গন্ধর্ব্ব-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া, বজ্রপাতবিদীর্ণ পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় ধরাতলশায়ী রহিয়াছেন, এবং সৈরিন্ধ্রীও বন্ধন-বিমুক্তা হইয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে; ইহাতে আপনকার সমগ্র নগরের বিনাশ সম্ভাবনা; কারণ সৈরিন্ধ্রী পরম রূপবতী, গন্ধর্ব্বেরাও মহাবল পরাক্রান্ত, এবং পুরুষদিগেরও স্ত্রীসংসর্গ-বিষয় নিঃসন্দেহ অভীষ্ট। অতএব হে রাজন্! যাহাতে সৈরিন্ধ্রী-নিমিত্ত আপনকার এই সমস্ত নগর বিনষ্ট না হয়, সমুচিত-নীতি-প্রয়োগ-পূর্ব্বক শীঘ্রই তাহার প্রতিবিধান করুন।"

বাহিনীপতি বিরাটরাজ তাহাদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তোমরা সম্প্রতি সূতদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ তৎপর হও; প্রজ্বালিত হুতাশনে রত্ন ও সর্ব্বপ্রকার গন্ধ-দ্রব্য সহকারে একত্রই সেই কীচক-সকলের দাহ কর। অনন্তর তিনি সভয়ান্তঃকরণে মহিষী-সুদেষ্ণাকে কহিলেন, সুদেষ্ণে! যখন সৈরিন্ধ্রী আসিবে, তখন তুমি আমারই বাক্যে তাহাকে এই কথা বলিও যে, হে বরাননে সৈরিন্ধ্রি! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর; হে সুশ্রোণি! রাজা গন্ধর্ব্ব-গণের পরাভব হইতে অত্যন্ত ভীত হইতেছেন; গন্ধর্ব্বেরা তোমারে রক্ষা করিয়া থাকেন, সুতরাং "তুমি ত্যাগের যোগ্যা," একথা তিনি স্বয়ং তোমাকে বলিতে কোনক্রমেই সাহসী হয়েন না; পরন্তু তোমার প্রতি স্ত্রীলোকের কোন কথা বলিতে দোষ নাই, এই নিমিত্তে আমিই তোমাকে বলিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে মনস্বিনী দ্রৌপদী ভীমসেন-প্রভাবে সূতপুত্রগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ায় ভয়-রহিতা হইয়া সলিল-দ্বারা গাত্র ও বস্ত্র প্রক্ষালন-পূর্ব্বক শার্দ্দূলভয়-চকিতা বালা হরিণীর ন্যায় নগরাভিমুখে চলিলেন। হে রাজন্! তাঁহাকে দেখিয়া নগরবাসী পুরুষ-সমস্ত গন্ধর্ব্বভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা নয়ন মুদ্রিত করিয়া রহিল। নগরে প্রবেশানন্তর দ্রুপদাত্মজা পাকশালা-দ্বারে ভীমসেনকে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া সাঙ্কেতিক বাক্য-দ্বারা তাঁহারে বিস্মিত করত এই কথা বলিলেন যে, যে গন্ধর্ব্বরাজ আমাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। ভীমসেন উত্তর করিলেন, যে পুরুষেরা ইতঃপূর্ব্বে যাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া এখানে বিচরণ করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা তাঁ-

হার এই বাক্য শ্রবণে অঋণী হইয়া সুখে বিহার করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্রৌপদী নর্ত্তনাগার-সমীপে উপনীতা হইয়া দেখিলেন, মহাবাহু ধনঞ্জয় রাজকন্যাদিগকে নৃত্য করাইতেছেন। নৃপতনয়ারা নিরপরাধা ক্লেশপ্রাপ্তা কৃষ্ণাকে আগমন করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনের সহিত নৃত্যশালা হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! তুমি ভাগ্যবশত শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্তা হইয়া পুনরাগমন করিয়াছ; যাহারা নিরপরাধে তোমাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছিল, তোমার সৌভাগ্যক্রমে সেই সূতেরাও বিনষ্ট হইয়াছে। বৃহন্নলা কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! তুমি কিরূপে নিষ্কৃতি পাইলে, কিরূপেই বা সেই পাপাত্মা সূতপুত্রেরা নিহত হইল, তৎসমুদায় আমি তোমার নিকটে বিশেষ করিয়া শুনিবার বাসনা করি। তখন সৈরিন্ধ্রী উত্তর করিলেন, বৃহন্নলে! তোমার আর সৈরিন্ধ্রীর দুঃখের কথা শুনিবার প্রয়োজন কি! তুমি কন্যান্তঃপুরে থাকিয়া সর্ব্বদা পরমসুখে কাল হরণ কর, সুতরাং সৈরিন্ধ্রী যে কিরূপ দুঃখ সহ্য করিয়া থাকে, তাহা কিপ্রকারে অনুভব করিবে? হে কল্যাণি! বোধ হয়, আমাকে দুঃখিতা দেখিয়া তুমি পরিহাস করতই এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ। বৃহন্নলা কহিলেন, কল্যাণি! বৃহন্নলাও ক্লীব যোনি-প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই দুঃখ পাইতেছে; হে বালে! তুমি তাহা বোধগম্য করিতেছ না। হে সুশ্রোণি! আমি তোমার সহিত একত্র বাস করিতেছি এবং তুমিও আমাদের সহিত একত্র রহিয়াছ. অতএব তোমাকে ক্লেশযুক্তা দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি তোমার দুঃখচিন্তায় দুঃখিত না হয়? কিন্তু হে ভদ্রে! কেহ কাহারও মনের ভাব কখন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে না; সেই জন্যই তুমি আমার হৃদগতভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্রৌপদী কুমারীগণ সমভিব্যাহারে রাজগৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক সুদেষ্ণা-সন্নিধানে উপনীতা হইলেন। রাজমহিষী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিরাটের বাক্যানুসারে এই কথা বলিলেন, সৈরিন্ধ্রি! রাজা গন্ধর্ব্বগণের পরাভব হইতে ভীত হইতেছেন; অতএব তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যথা ইচ্ছা শীঘ্রই গমন কর। হে সুভ্রু! তুমি নিরুপম-রূপবতী ও নবযৌবনা, পুরুষদিগেরও অন্তঃকরণ সর্ব্বদা বিষয়ভোগ-লোলুপ এবং গন্ধর্ব্বেরাও অতীব কোপনস্বভাব; সুতরাং তোমার এখানে অবস্থিতি করা কোন ক্রমেই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। সৈরিন্ধ্রী উত্তর করিলেন, হে ভাবিনি! রাজা আর ত্রয়োদশ দিবস মাত্র আমারে ক্ষমা করুন, তাহা হইলেই গন্ধর্ব্বেরা কৃতকার্য্য হইয়া আমাকে লইয়া যাইবেন এবং আপনকারও প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবেন। রাজার ও তাঁহার বান্ধবগণের যাহাতে বিশিষ্ট মঙ্গল হয়, তাঁহারা অবশ্যই তাহার চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই।

কীচকবধ প্রকরণ ও ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩॥

গো-হরণ প্রকরণ ॥ ৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ জনমেজয়! দুরাত্মা কীচক এইরূপে ভ্রাতৃগণের সহিত নিধন প্রাপ্ত হইলে নগরস্থ সামান্য লোকেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনুক্ষণ বিপদ্‌চিন্তা করিতে লাগিল; এবং নগরে, জনপদে ও অপরাপর সর্ব্বস্থানে এইরূপ জল্পনা হইতে থাকিল যে, দুষ্টমতি পাপাত্মা মহাসত্ত্ব কীচক শৌর্য্য হেতুক রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া যেমন পরদার-হরণ লোকপীড়ন-প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে নিরত ছিল, তেমনি গন্ধর্ব্বেরা তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে দেশে দেশে মনুষ্যেরা পর-সৈন্য-সংহারকারী দুষ্প্রধর্ষণ কীচকের কথা জল্পনা করিতে লাগিল।

এই সময়ে দুর্য্যোধনের প্রেরিত গুপ্ত-চরেরা তাঁহার আদেশানুসারে পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ অনেকানেক রাজ্য, নগর ও গ্রাম-নিচয়ে পরিভ্রমণ ও পর্য্যবেক্ষণ করত কুত্রাপি কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে নিবৃত্ত হইয়া হস্তিনা নগরে প্রত্যাগমন করিল; এবং মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, মহারথ ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ও ভ্রাতৃগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত দুর্য্যোধনকে সভাসীন দেখিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে নরনাথ! আমরা পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থে নিয়ত অশেষবিধি যত্ন করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদিগের সন্ধান পাই নাই। মৃগসমূহ-সমাকীর্ণ নানাবিধ-তরুগুল্মাদি সমাবৃত, মধ্যে মধ্যে চন্দ্রাতপের ন্যায় লতা-মণ্ডপে সমাচ্ছাদিত সেই জনশূন্য মহারণ্য মধ্যে আমরা পদচিহ্ন অনুসারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু সুদৃঢ়-বিক্রম পৃথা-তনয়েরা যে কোন্ পথে কোন দিক্ দিয়া গিয়াছেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কেবল অরণ্যমধ্যে নহে, আমরা অন্যান্য দুর্গম স্থান, সমুন্নত শৈল-শিখর এবং বহুজন সমাকীর্ণ নগর, জনপদ ও দেশ সমস্তও অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু মহারথ পাণ্ডবেরা যে কোথায় গিয়াছেন, কোন্ খানেই বা বাস করিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না; ইহাতে বোধ হইতেছে, আপনকার সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা একবারেই বিনষ্ট হইয়া থাকিবেন। হে পরন্তপ! কোন স্থানে পাণ্ডবদিগের সূতেরা কতকগুলি শূন্য-রথ লইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা কিছু কাল তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম, পরে যথান্যায়ে অনুসন্ধান করিয়া যথার্থরূপে অবগত হইলাম যে, ঐ সূতেরা পাণ্ডবগণ ব্যতিরেকে দ্বারকায় উপস্থিত হইল, তথায় পতিব্রতা দ্রৌপদী বা পাণ্ডবগণ কেহই নাই। অতএব হে ভরতর্ষভ! আপনকার প্রতি আমাদিগের নমস্কার; আমরা সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের গতি প্রবৃত্তি বাসস্থান বা কর্ম্ম, কিছুই যখন জানিতে পারিলাম না, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তাঁহারা সর্ব্বথা বিনষ্ট হইয়াছেন। হে বিশাম্পতে! পাণ্ডবদিগের অন্বেষণ-বিষয়ে অতঃপর আমাদিগকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। হে বীর! আমরা আপনকার শুভকরী এই একটিমাত্র প্রিয়বার্ত্তা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মৎস্যরাজের সেনাপতি যে মহাবল পরাক্রান্ত কীচক ত্রিগর্ত্তদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত করিয়াছিল, সেই দুষ্টাত্মা সংপ্রতি নিশীথ-সময়ে অদৃশ্যমান গন্ধর্ব্বগণের হস্তে ভ্রাতৃবর্গ-সহিত নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে। হে ভারত! শত্রু পরাভবরূপ এই প্রিয়সংবাদ শ্রবণে কৃতকৃত্য হইয়া অতঃপর যাহা বিহিত হয় করুন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন চারদিগের বাক্য শ্রবণান্তে কিয়ৎ ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরিশেষে সভাসদ্বর্গকে সম্বোধিয়া বলিলেন, কার্য্যের চরমগতি বোধগম্য করা দুঃসাধ্য; অতএব পাণ্ডবেরা কোথায় গমন করিল, সকলে সবিশেষ অভিনিবেশ-পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখ। এই ত্রয়োদশবর্ষ, তাহাদিগের অজ্ঞাত বাসের সময়; ইহাতো গতপ্রায় হইয়া অল্পই অবশিষ্ট আছে। এই বর্ষটি অতীত হইলেই সেই সত্যব্রত-পরায়ণ পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞা পালনান্তে, গলিতমদ মাতঙ্গ ও ভয়ঙ্কর আশীবিষের ন্যায় সাতিশয় কুপিত হইয়া অবশ্যই আমাদিগের দুঃখপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব এই সময়েই সেই কষ্টরূপধারী কালজ্ঞ ও জিতক্রোধ পাণ্ডবেরা যাহাতে পুনর্ব্বার বনপ্রবেশ করে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; তাহাদিগকে বারম্বার বনে পাঠাইতে পারিলেই আমার রাজ্য বিবাদ-শূন্য ও নিষ্কণ্টক হইয়া চিরস্থায়ী হইবে।

দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া কর্ণ উত্তর করিলেন, হে ভারত! আমাদিগের হিতৈষী, সাধুকারী, দক্ষ ও ধূর্ত্ততম অপর চারগণ অশেষ জনপদাকীর্ণ

প্রধান প্রধান দেশ-নিচয়ে অবিলম্বে গমন করিয়া, তত্রত্য যাবতীয় রমণীয় সমাজ, যতিদিগের আশ্রম, রাজপুর, তীর্থ ও বিবিধ আকর সমুদায়ে বিচরণ করুক। অনুসন্ধানে তৎপর ও সম্যক্ অভিজ্ঞ নানা-প্রকার মনুষ্যেরা নিপুণতা-সহকারে আত্মসম্বরণ-পূর্ব্বক সুন্দর অনুষ্ঠিত অনুসন্ধান-দ্বারা প্রচ্ছন্নবাসী পাণ্ডবদিগকে জানিতে পারিবে; অতএব তাদৃশ কতকগুলি সুনিপুণ প্রণিধি নদী-কুঞ্জ, তীর্থ, গ্রাম, নগর, রমণীয় আশ্রম, পর্ব্বত ও গুহা সমুদায়ে তাহা-দিগের সবিশেষ অন্বেষণ করুক।

অনন্তর দুর্য্যোধনের অব্যবহিত-পরজাত সহোদর পাপানুরাগী দুঃশাসন জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সম্বোধিয়া কহিল, হে মনুজাধিপ! কর্ণ যাহা বলিলেন সেইরূপ করাই আমাদিগের বিবেচনা সিদ্ধ। যে সমস্ত দূত-গণের প্রতি আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তা-হারা আপন আপন বেতন ও পাথেয় লইয়া পুন-র্ব্বার পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধানার্থ গমন করুক; এবং কর্ণ যে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াদিলেন, সেই সেই স্থলে সবিশেষ অন্বেষণ করিতে থাকুক। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি দূত যাইয়া দেশে প্রদেশে পুঙ্খা-নুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করুক। সেই শূরাভিমানী পাণ্ডবদিগের গতি, বাসস্থান ও প্রবৃত্তি কিছুই যখন উপলব্ধ হইতেছে না, তখন তাহারা কি অত্যন্তই অন্তর্হিত হইল, কি সমুদ্র-পারেই প্রস্থান করিল, কিম্বা মহারণ্য-মধ্যে ব্যাঘ্র-সকলের করাল গ্রাসেই পতিত হইল, অথবা রাজ্যনাশরূপ বিষম বিপদ্-প্রাপ্ত হইয়া চিরকালের নিমিত্তে পলায়িত হইয়া রহিল, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব হে নরা-ধিপ কুরুনন্দন! আপনি নিরুৎকণ্ঠ-চিত্তে উৎসাহ-ও-অভিলাষানুযায়ী কার্য্য-সকলের অনুষ্ঠান করিতে থাকুন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তত্ত্বার্থদর্শী মহা-বীর্য্য দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! পাণ্ডবেরা সকলেই শৌর্য্য-সম্পন্ন, বুদ্ধিমান্, কৃতবিদ্য ও জিতেন্দ্রিয়; তাদৃশ পুরুষেরা কখন পলায়িত বা পরাভব প্রাপ্ত হইবার নহেন। ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, নীতি ধর্ম্ম ও অর্থের তত্ত্বা-ভিজ্ঞ, জ্যেষ্ঠানুযায়ী, ভীমসেনাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহাত্মা যুধিষ্ঠি-রের প্রতি পিতৃবৎ ভক্তিযুক্ত ও একান্ত অনুগত; এবং তিনিও তাঁহাদিগের প্রতি অতিমাত্র স্নেহানু-রক্ত; সুতরাং অসামান্য নীতিনিপুণ হইয়া যুধি-ষ্ঠির তাদৃশ বশম্বদ ও বিনয়াবনত মহাত্মা ভ্রাতৃ-গণের হিতানুষ্ঠানে যত্ন না করিবেন কেন? অত-এব আমি বোধনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছি যে, তাঁ-হারা কখনই বিনাশের ইচ্ছা করেন নাই, প্রত্যুত যত্নসহকারে আগতপ্রায় শুভদিনেরই প্রতীক্ষা করি-তেছেন। সম্প্রতি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সুন্দররূপ বিবেচনা-পূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। পাণ্ডবগণের বাসস্থান পরিজ্ঞান-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রকাশিত করাই এক্ষণকার কর্ত্তব্য; কিন্তু সেই তপঃপ্রভাব-সম্বৃত পাপলেশ-পরিশূন্য সর্ব্ব বিষয়ে দৃঢ়ব্রত, শৌর্য্য-সম্পন্ন পুরুষদিগের অনুসন্ধান পা-ওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির স্বভাবতই বিশুদ্ধাত্মা, গুণগ্রামশালী, সত্যশীল, নীতিমান্ ও শৌচনিষ্ঠ; তাহাতে আবার তপো-বলে বর্দ্ধিতপ্রভাব হইয়া অপরিমেয় তেজোরাশি-স্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছেন; সুতরাং তিনি কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গোচর হইলেও তাহাকে বিমো-হিত করিতে পারেন। অতএব বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করুন; ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ, চারণ ও অনু-সন্ধানজ্ঞ অন্যান্য জনগণ-দ্বারা পাণ্ডবদিগের পুন-র্ব্বার অন্বেষণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, আচার্য্য-বাক্যাবসানে

অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, দেশকালজ্ঞ, যথার্থদর্শী, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, ভারতগণ-পিতামহ, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কুরুদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক দ্রোণ-বচনের তাৎপর্য্যানুযায়িনী এই কথা বলিতে লাগিলেন। কুরুকুলের হিতার্থে তিনি ধর্ম্মানুরক্ত যুধিষ্ঠির-বিষয়ক যে বাক্যের প্রসঙ্গ করিলেন, তাহা সর্ব্বথাই ধর্ম্মসম্বন্ধ এবং সাধুদিগের সততসম্মত ও আদরণীয়; অসৎ লোকেরা সে কথার মর্ম্মগ্রহ করিতেই পারে না। তিনি কহিলেন, এই সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ দ্রোণ যথার্থ বলিতেছেন; আমি ইহাঁর বাক্যে অনুমোদন করিতেছি, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন, সদ্ব্রতানুষ্ঠায়ী, শাস্ত্র ও বিবিধ অধ্যায়িকার মর্ম্মাভিজ্ঞ, সদাচার-সমন্বিত, সত্যব্রতপরায়ণ, বৃদ্ধমতাবলম্বী পাণ্ডবেরা সকলেই মহাপুরুষ, মহাসত্ত্ববন্ত, মহাবল-পরাক্রান্ত, কালজ্ঞ, শুচিব্রত, ক্ষত্রধর্ম্মনিষ্ঠ ও সতত কেশবানুগত; সুতরাং কোন ক্রমে অবসন্ন হইবার যোগ্য নহে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ধর্ম্মপ্রভাবে ও স্বভুজবলে পরিরক্ষিত হইয়া তাহারা সাধুগণের চিরভার বহন করত প্রতিজ্ঞাত সময় পালন করিতেছে; কদাচ বিনাশ-প্রাপ্ত হয় নাই। হে ভারত! তাহাদিগের পরিজ্ঞান-বিষয়ে আমি যথামতি কিঞ্চিৎ স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। নীতিজ্ঞ ব্যক্তি স্বকার্য্যসাধনোদ্দেশে যেরূপ সুনীতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা বোধগম্য করিতে পারে না; তথাপি পাণ্ডবদিগের বিষয়ে সম্যক্ বুদ্ধিপরিচালন-পূর্ব্বক যাহা আমাদিগের যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে, তাহাই বলিতেছি; পরন্তু ইহাতে তোমার যেন এমন আশঙ্কা না হয় যে, তোমার অনিষ্ট চিন্তাতেই আমি এরূপ কহিতেছি। যুধিষ্ঠিরের নীতিযুক্তি মাদৃশ ব্যক্তিদিগের কোনক্রমেই নিন্দনীয় হইতে পারে না; তাহাকে নিঃসন্দেহ সুনীতি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, কদাচ অনীতি নহে। হে তাত! বৃদ্ধদিগের অনুশাসনে স্থিত সত্যশীল বিজ্ঞ ব্যক্তি সভামধ্যে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়া ধর্ম্মলাভ-বাসনায় অবশ্যই যথার্থ বলিবেন; অতএব যথার্থ কথা বলিতে হইলে, অপর লোকেরা এই ত্রয়োদশ বর্ষে ধর্ম্মরাজের যেরূপ নিবাস স্থির করিতেছেন, আমি তাহা স্বীকার করিতে পারি না। হে তাত! যে নগরে বা জনপদে যুধিষ্ঠির বাস করিবেন, তত্রত্য রাজাদিগের কোন অকল্যাণ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। যুধিষ্ঠিরাধিষ্ঠিত জনপদে মনুষ্যেরা বহুপ্রদ, প্রিয়বাদী, বিনীত, লজ্জাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরায়ণ, সুস্থকায়, সন্তুষ্টচিত্ত, বিশুদ্ধস্বভাব, কর্ম্মদক্ষ ও স্বধর্ম্মনিরত হইবে; কদাচ পরগুণে দোষারোপকারী, পরশ্রীকাতর, অভিমানী বা মাৎসর্য্যযুক্ত হইবে না। সেস্থানে অনবরত বেদধ্বনি উচ্চরিত হইবে; পূর্ণহোম ও বহুল-দক্ষিণাযুক্ত নানাপ্রকার যজ্ঞসকল অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে; মেঘ-সমস্ত উপযুক্তমত বারি বর্ষণ করিবে; পৃথিবী আতঙ্কশূন্যা ও প্রচুর শস্যশালিনী হইবেন; ধান্যমঞ্জরীসকল প্রভূত ফলভারে অবনত, ফল-সমস্ত অতীব সুরস, কুসুমমালিকা-নিচয় অনুপম সৌরভযুক্ত, বাক্য-সকল শুভশব্দ-বিশিষ্ট এবং সমীরণ নিরতিশয় সুখস্পর্শ হইবে। যে স্থলে যুধিষ্ঠির অবস্থিতি করিবেন, তথায় কাহারও প্রতি কাহারও প্রতিকূল-দৃষ্টি থাকিবে না; ভয়ের লেশমাত্রও প্রবেশ করিতে পাইবে না; গোসমস্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইবে না এবং তাহাদিগের সংখ্যা প্রচুর হইবে; দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত-সমস্ত অতিশয় সুরস ও স্বাস্থ্যকর হইবে; যাবতীয় পানীয় ও ভোজ্য সামগ্রী-সকল যৎপরো নাস্তি সুরস ও হিতকর হইবে; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সর্ব্বগুণে ভূষিত থাকিবে এবং সমুদায় দৃশ্যবস্তু প্রসন্ন হইবে। হে তাত! এই ত্রয়োদশ বর্ষে পাণ্ডবেরা যে দেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তত্রত্য দ্বিজাতি-সকল নিরন্তর স্বস্ব ধর্ম্মসেবায় তৎপর থাকিবেন, এবং যথাবৎ সেবিত হওয়ায় তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-সমস্তও নিজ নিজ গুণ-নিকরে উপ-

শোভিত হইবে। যেস্থানে যুধিষ্ঠির রহিয়াছেন, তথাকার মানবেরা পরস্পর প্রণয়ান্বিত, সদা সন্তুষ্ট-চিত্ত, শৌচাচার-নিরত, অকালমৃত্যু-রহিত, দেবতা ও অতিথি-পূজায় সর্ব্বতোভাবে অনুরাগী, দানশীল, শুভপ্রিয়, মহোৎসাহ-সমন্বিত, বিশুদ্ধ-ধর্ম্মপরায়ণ, শুভার্থী, অশুভদ্বেষী, নিত্যযজ্ঞশীল, শুভব্রতানুষ্ঠায়ী, মিথ্যাবাক্য-পরিত্যাগী, শোভন ও অক্ষত মঙ্গল-সম্পন্ন, শুভার্থলাভে অভিলাষী, শুভমতি এবং পরোপকার-ব্রত-পালনে সতত সমুৎসুক হইবে। হে তাত! যাঁহাতে সত্য, ধৃতি, দান, পরম শান্তি, অবিচলিত ক্ষমা, হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, মহানুভাবতা, দয়া ও সরলতা নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই ধীসম্পন্ন মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে দ্বিজাতিরাও জানিতে সমর্থ হয়েন না, প্রাকৃত ব্যক্তিরা কোথায় তাঁহার সন্ধান পাইবে? অতএব তিনি যে পূর্ব্বোক্ত গুণ-সমূহ-সমন্বিত কোন প্রদেশে যত্ন-পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে নিবসতি করিতেছেন এবং সেই স্থানেই তাঁহার যে গতিবিধি হইতেছে, এতদ্ভিন্ন আমি অন্য কথা বলিতে উৎসাহী হইতে পারি না। হে কৌরব! যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞাত-বাসস্থান-বিষয়ে আমি যে কথার উল্লেখ করিলাম, ইহাতে যদি তোমার শ্রদ্ধা হয়, তবে সম্যগ্‌বিবেচনা-পূর্ব্বক যাহা হিতকর বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, তাহা অবিলম্বেই সম্পাদন কর।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর শরদ্বৎপুত্র কৃপাচার্য্য কহিতে লাগিলেন, হে তাত! কুরুবৃদ্ধ বিচক্ষণ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের বিষয়ে যাহা কহিলেন, তাহা সর্ব্বথাই যুক্তিযুক্ত, ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত, মনোরম ও যথার্থ-হেতু-সমন্বিত সন্দেহ নাই; সম্প্রতি আমারও এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর। এক্ষণে সুনিপুণ চারগণদ্বারা পাণ্ডবগণের প্রচ্ছন্ন-গতি ও বাসস্থানের নির্ণয় করা যেমন আবশ্যক, তেমনি হিতবিধায়িনী রাজনীতির বিধান করাও কর্ত্তব্য। হে তাত! কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তির সামান্য শত্রুকেও অবজ্ঞা করা বিহিত নহে; অসামান্য-সমর-দক্ষ, সর্ব্বাস্ত্রকোবিদ পাণ্ডব-শত্রুদিগের কথা আর কি কহিব? সেই মহাত্মা বীরপুরুষেরা কপট জালে জড়িত হওয়ায় এপর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নবেশে গুপ্তভাবে রহিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের উদয়-কালেরও আর অধিক বিলম্ব নাই; অতএব এই সময়েই স্বকীয় ও পরকীয় রাষ্ট্রে আপন বলাবল জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রতিজ্ঞাত সময় উত্তীর্ণ হইলেই সেই অপরিমিত-তেজস্বী মহাবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা পাণ্ডবেরা যে অসীম উৎসাহ-সহকারে সমাগত হইবেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; সুতরাং তৎকালে যাহাতে তাঁহাদিগের সহিত সম্যক্‌রূপে সন্ধি করা যাইতে পারে, কোষবৃদ্ধি, সৈন্যসঞ্চয় ও সুনীতি-বিধানদ্বারা অগ্রেই তাহার উদ্যোগ করা বিধেয়। হে বৎস! তদ্বিষয়ে আমার এই বোধ হইতেছে যে, তুমি সমুদায় মিত্রবর্গেতে এবং স্বকীয় বলিষ্ঠ সৈন্যগণেতে নিয়ত আপনার বল বিবেচনা কর। হে ভারত! উত্তমাধম মধ্যম সর্ব্বপ্রকার সৈন্যেরাই সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট আছে কি না, তাহা বিলক্ষণরূপে জানিয়া পশ্চাৎ শত্রুগণের সহিত সন্ধিবন্ধন অথবা শরসন্ধান যেরূপ বিধেয় হয় করা যাইবে। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও করগ্রহণ-সহকারে ন্যায়ত আক্রমণদ্বারা শত্রুদিগকে, বলদ্বারা দুর্ব্বলদিগকে, সান্ত্ববাদদ্বারা মিত্রবর্গকে এবং সাদর-সম্ভাষণ ও আশ্বাস প্রদানদ্বারা সৈন্যগণকে বশীভূত কর। এইরূপে কোষ-বলের সমৃদ্ধি-সম্পাদন করিতে পারিলে তুমি অচিরেই পরম-সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। হে নরেন্দ্র! তুমি কোষ ও বলদ্বারা সমৃদ্ধ হইলে হীনবস-বাহন পাণ্ডবেরাই হউক, অথবা অন্য কোন বলিষ্ঠ শত্রুই হউক, যে কেহ তোমার সহিত সংগ্রামার্থে উপস্থিত হইবে, তুমি অনায়াসেই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে। অতএব স্বধর্ম্মানুসারে এই সমস্ত

ব্যাপারপুঞ্জের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেই তুমি যথাকালে নিঃসন্দেহ চিরসুখলাভের অধিকারী হইবে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে প্রভো! তদনন্তর রথযূথপতি বলবান্ ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া অবসরোচিত এই কথার প্রসঙ্গ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি মৎস্যরাজের শ্যালকগণ-কর্তৃক বারম্বার পরাজিত হইয়াছিলেন, বিশেষত বিরাটের সারথি বলবান্ কীচক তাঁহাকে ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে অশেষ প্রকারে ক্লেশ দিয়াছিল; সুতরাং এক্ষণে সেই কীচকের নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে উৎসাহী হইয়া তিনি কর্ণের মুখাবেক্ষণ-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে সম্বোধিয়া কহিলেন, মহারাজ! যে সেনাপতির বাহুবলে মৎস্যরাজ আমার রাজ্যে বারম্বার নানাপ্রকার উৎপাত করিয়াছিল, সেই সকল-লোক-বিখ্যাতবীর্য্য, ক্রূরস্বভাব, ক্রোধান্ধ, সুদুর্ম্মতি, অতীব নিষ্ঠুর ও পাপাত্মা কীচক সম্প্রতি গন্ধর্ব্বগণ-হস্তে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, বিরাটরাজা তাদৃশ অসামান্য সহায়-বিরহে নিরাশ্রয় হইয়া অবশ্যই দর্পহীন ও উৎসাহশূন্য হইয়া থাকিবে; অতএব হে অনঘ! যদি আপনকার, সমুদায় কৌরবগণের ও মহাত্মা কর্ণের অভিরুচি হয়, তবে এই সময়ে মৎস্যদেশে যাত্রা করা আমার অভিপ্রেত; যেহেতু আমার বোধ হইতেছে, উপস্থিত ঘটনা আমাদিগের পক্ষে অতিশয় লাভকরী হইয়াছে। আমরা বিরাটের প্রচুর-শস্য-সম্পত্তিসম্পন্ন রাজ্যে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া তাহার বহুবিধ ধনরত্ন লুণ্ঠন করিব, অথবা তাহার গ্রাম ও রাষ্ট্র সমুদয় বিভাগক্রমে হরণ করিয়া লইব, কিম্বা বলপূর্ব্বক নগর পীড়ন করিয়া নানাবিধ উত্তম উত্তম বহুসহস্র গোধন অপহরণ করিব। অতএব হে বিশাম্পতে! আপনকার মত হইলে অদ্য আমরা কৌরব ও ত্রিগর্ত্ত-সৈন্যে মিলিত ও সকলে সুসংহত হইয়া বিরাটের গোসমস্ত অপহরণ করি; হয় তাহার সহিত সন্ধি করিয়া তাহার পৌরুষ-সঙ্কুচিত করি, না হয় তাহার সমুদায় সৈন্য-সামন্ত বিনাশপূর্ব্বক তাহাকে বশীভূত করি। এইরূপ ন্যায়ানুসারে তাহারে বশীভূত করিতে পারিলে আমরাও সুখে বাস করিব এবং আপনকারও বলবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

ত্রিগর্ত্তরাজের এই কথা শুনিয়া কর্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে অনঘ! সুশর্ম্মা উত্তম কহিয়াছেন; ইহা সময়োচিত পরামর্শ বটে, এবং আমাদিগেরও যথেষ্ট হিতকর হইতে পারে; অতএব যদি আপনকার অভিমত হয়, তাহা হইলে আমরা সৈন্যযোজনা-পূর্ব্বক সৈনিকদিগকে যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া অবিলম্বে বিনির্গত হই; অথবা আমাদিগের সকলের পিতামহ এই কুরুবৃদ্ধ মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ ও শরদ্বৎপুত্র কৃপ, ইহাঁরা যেরূপ বিবেচনা করেন তদনুসারে যাত্রাবিধান করুন। হে মহীপতে! সম্প্রতি সম্যক্‌রূপে মন্ত্রণা করিয়া সাধনার্থে শীঘ্র বিনির্গত হওয়াই আমাদিগের কর্ত্তব্য। অর্থ-বল-ও-পৌরুষ-বিহীন পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধানে আর প্রয়োজন কি? হয় ত তাহারা চিরকালের নিমিত্ত নিরুদ্দিষ্ট, কিম্বা শমন-ভবনের আশ্রিত হইয়া থাকিবে। অতএব হে রাজন্! চলুন আমরা নিরুদ্বেগে মৎস্যরাজ্যে গমন-পূর্ব্বক বহুতর ধনরত্ন ও গোগণ অপহরণ করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সূর্য্যনন্দন কর্ণবাক্যে সম্মত হইয়া নিয়ত-আজ্ঞাবর্ত্তী অনুজন্মা দুঃশাসনকে স্বয়ং আজ্ঞা করিলেন, তুমি বৃদ্ধবর্গের সহিত মন্ত্রণা-পূর্ব্বক অবিলম্বে সৈন্য-যোজনা কর, আমরা সমস্ত কৌরবদলে সমবেত হইয়া বহুতর সমৃদ্ধিশালী বিরাটরাজ্যে উদ্দিষ্টকার্য্যসাধনার্থ গমন করিব; সম্প্রতি মহারথ সুশর্ম্মা ত্রিগর্ত্তদেশীয় সমগ্র-বলবাহনে পরিবৃত হইয়া অগ্রেই তথায় যথানির্দ্দিষ্ট-প্রদেশে প্রস্থান করুন এবং অবি-

লয়ে গো-রক্ষকদিগের সন্নিহিত হইয়া বহুতর ধন সংগ্রহ করিতে থাকুন। পরদিবসে আমরাও সুসংহত হইয়া সৈন্যসমস্ত দুইভাগে বিভাগ করত তাঁহার পশ্চাতে তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রী-ও-গুণসমূহ-সম্পন্ন অসঙ্খ্য গোধন-সমস্ত গ্রহণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সুশর্ম্মা কৃষ্ণাসপ্তমীতে যথোদ্দিষ্ট পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে গমন করিয়া গোসমস্ত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরদিন অষ্টমী তিথিতে কৌরবেরাও সমগ্র দলবলে মিলিত হইয়া সহস্র সহস্র গোধন আক্রমণ করিলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে অপরিমিত-তেজস্বী, ছদ্মবেশধারী, মহাত্মা পাণ্ডবেরা মহীপাল বিরাটের কর্ম্মকর হইয়া তাঁহার সেই রমণীয় রাজধানীতে বাস করত অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞাত সময় সম্যক্‌রূপে অতিবাহিত করিলেন। কীচক নিহত হইলে বীর-শত্রুহন্তা বীর্য্যবান্ মৎস্যরাজ কুন্তীপুত্রদিগের প্রতি বিস্তর প্রত্যাশা স্থাপন করিয়াছিলেন। হে ভারত! এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বর্ষের অবসানে সুশর্ম্মা আসিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার বহুল গোধন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর গোরক্ষক মহাবেগে রাজপুরে উপনীত হইল; দেখিল, প্রভাব-সম্পন্ন মৎস্যরাজ কেয়ূর-কুণ্ডলধারী শৌর্য্য-শালী যোধ-নিচয়ে, উৎকৃষ্ট মন্ত্রিবর্গে ও নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন গোপ সেই সভাসীন রাষ্ট্রবর্দ্ধন মহারাজ বিরাটের সন্নিহিত হইয়া প্রণাম করত কহিল, হে রাজন্! ত্রিগর্ত্তেরা আমাদিগকে সবান্ধবে যুদ্ধে পরাজিত ও পরিভূত করিয়া আপনকার অসঙ্খ্য গোসকল লুণ্ঠন করিতেছে; অতএব যাহাতে আপনকার পশুকুল দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হয়, শীঘ্র তাহার উপায় বিধান করত তৎসমুদায় রক্ষা করুন।

রাজা গোপবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকুলা, পদাতি-ও-ধ্বজ-নিকরে সঙ্কীর্ণা মৎস্যসেনা যোজনা করিতে আজ্ঞা দিলেন। অমনি অনেকানেক রাজা ও রাজপুত্রগণ বিভাগক্রমে শূর-সমুচিত সমুজ্জ্বল বিচিত্র কবচসমস্ত-পরিধান করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজের প্রিয় ভ্রাতা শতানীক বজ্রসম-লৌহগর্ত্ত কাঞ্চনময় কবচ ধারণ করিলেন। তাঁহার অনুজন্মা মদিরাক্ষ, সর্ব্বাস্ত্র-প্রতিঘাতসহ, সুবর্ণ-পত্রাচ্ছাদিত সুদৃঢ় বর্ম্ম পরিধান করিলেন। স্বয়ং মৎস্যরাজ শত শত সূর্য্যসম-আবর্ত্তশত-শোভিত, শত শত লোচনের ন্যায় হীরকবিন্দু-সমূহে পরিবৃত, সুদুর্ভেদ্য অঙ্গাবরণ বন্ধন করিলেন। সূর্য্যদত্ত সূর্য্যসম-প্রভান্বিত, উপরিভাগে শত শত পদ্ম ও কুমুদাকারে চিহ্নিত, সুবর্ণপৃষ্ঠ কবচ পরিধান করিলেন। শঙ্খনামে বিরাটের জ্যেষ্ঠপুত্র লৌহগর্ত্ত, সুদৃঢ়, শত শত লোচনযুক্ত, শ্বেতবর্ণ বর্ম্ম ধারণ করিলেন। এইরূপে সেই দেবরূপী শত শত মহারথগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আপন আপন গাত্রাবরণ ধারণ-পূর্ব্বক শোভন-শিল্পসমন্বিত শুভ্রবর্ণ বৃহদাকার রথ-নিচয়ে কাঞ্চন-কবচ-সমাচ্ছাদিত ঘোটক-সমস্ত যোজিত করিলেন। অনন্তর বিরাটরাজের চন্দ্রসূর্য্য-সদৃশ-সমুজ্জ্বল হিরণ্ময় দিব্যরথে মহা-প্রভাব-সূচিকা ধ্বজপতাকা উড্ডীয়মানা হইল; এবং শৌর্য্যসম্পন্ন অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরাও নিজ নিজ রথে সুবর্ণ-মণ্ডিত নানাপ্রকার ধ্বজসমস্ত যোজিত করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর মৎস্যপতি অনুজন্মা শতানীককে সম্বোধিয়া কহিলেন, দেখ শতানীক! আমার বোধ হইতেছে, কঙ্ক, বল্লব, তন্ত্রিপাল ও দামগ্রন্থি, ইহাঁরাও যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই; যেহেতু ইহাঁরা সকলেই পরাক্রান্ত পুরুষ; অতএব ইহাঁদিগকেও ধ্বজপতাকান্বিত রথ ও নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র প্রদান কর; আমাদিগের ন্যায় ইহাঁরাও বিচিত্র, সুদৃঢ় অথচ সুখসেব্য বর্ম্মসমস্ত পরিধান করুন। যখন সকলেই নাগরাজ-সদৃশ করশালী

ও বীরাকার দৃষ্ট হইতেছেন, তখন ইহাঁরা যে যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, ইহা কদাচ আমার প্রতীত হয় না।

শতানীক নৃপতিবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবকে রথ প্রদানার্থ সূতদিগকে আদেশ করিলেন। প্রভুভক্ত সারথিরাও অমনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া নরদেব-নির্দ্দিষ্ট রথসমস্ত সুসজ্জিত করিল। তখন শত্রুদল-বিমর্দ্দনকারী সর্ব্বযুদ্ধ-বিশারদ অসীম-তেজস্বী প্রচ্ছন্নরূপী কুরুকুল-প্রধান পাণ্ডবেরা ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে মিলিত হইয়া নরপতির আদেশানুরূপ কবচ-ধারণ-পূর্ব্বক অশ্ব-সংযোজিত সুবর্ণ-সমাচ্ছাদিত রথে আরোহণ করিয়া মহাহ্লাদে বিনির্গত হইলেন এবং বিরাটেরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অপিচ, বর্ষণশীল জলদবৃন্দের ন্যায় মদক্ষরিত-গণ্ডস্থল ভীষণমূর্ত্তি শোভনদন্তবিশিষ্ট ষষ্টিবর্ষ-বয়স্ক মত্তমাতঙ্গ-সমস্ত, সংগ্রামদক্ষ সুশিক্ষিত হস্তিপকগণ-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া গতিশীল শৈল-নিচয়ের ন্যায় ক্রমে ক্রমে রাজার পশ্চাদ্ভাগে চলিল। এইরূপে মহোৎসাহ-সম্পন্ন সমরতত্ত্ব-বিশারদ রাজানুযায়ী প্রধান প্রধান মৎস্যদিগের অষ্টসহস্র রথ, সহস্র হস্তী ও ষষ্টিসহস্র অশ্ব বিনির্গত হইল। হে ভরতর্ষভ! গোধন-সংরক্ষণে প্রস্থিত, গজাশ্বরথ-সঙ্কুল, দৃঢ়ায়ুধধারী পদাতিনিচয়ে সমাকীর্ণ, বিরাট-সম্বন্ধীয় সেই প্রধান সৈন্য তৎকালে গো-সকলের গমন-পথ নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে এক প্রকার চমৎকার শোভায় শোভিত হইতে লাগিল।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শৌর্য্যসম্পন্ন মৎস্য-সৈন্যেরা নগর হইতে নির্গত হইয়া ব্যূহ রচনা-পূর্ব্বক অপরাহ্ণ-সময়ে ত্রিগর্ত্তদিগের নিকটবর্ত্তী হইল। গোধন-হরণাভিলাষী যুদ্ধ-দুর্ম্মদ মহাবল ত্রিগর্ত্ত ও বিরাট-সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ঘোরতর আস্ফালন-পূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ভয়ঙ্কর মত্তমাতঙ্গগণ সুতীক্ষ্ণ তোমরাঙ্কুশদ্বারা পরিচালিত হইয়া সমরদক্ষ প্রধান প্রধান আরোহীদিগকে বহন করত বিপক্ষদলের অভিমুখে সত্বর প্রধাবিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! প্রভাকর পরিণত হইলে পরস্পর হননকারিণী সেই চতুরঙ্গিণী সেনাদ্বয়ের যমরাজ্য-বিবর্দ্ধন, লোমাঞ্চজনক, দেবাসুর-সদৃশ ঘোরতর তুমল সংগ্রাম হইল। পরস্পর আক্রমণে ও প্রহারে প্রবৃত্ত যোধগণের পদাহত পার্থিব রেণুসমস্ত এতাদৃশ ভয়ঙ্কররূপে সমুত্থিত হইল যে এক বারে সকলের দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। বিহঙ্গমগণ ধূলিজাল-পরিকীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। বাণসমূহের গমনাগমনে সূর্য্যমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইল, এবং নভোমণ্ডল যেন খদ্যোতযুক্তের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। দক্ষিণে ও বামভাগে শরবর্ষণকারী বীরাগ্রগণ্য ধনুর্দ্ধারিগণের সুবর্ণ-মণ্ডিত কোদণ্ড-সমস্ত পরস্পর সঙ্ঘট্টিত হইতে থাকিল। রথীরা রথীদিগকে, পদাতিকেরা পদাতিদিগকে, অশ্বারোহেরা অশ্বারোহদিগকে, এবং গজারোহীরা গজারোহীদিগকেই আক্রমণ করিতে লাগিল। হে রাজন্! পরিঘতুল্যবাহুশালী শৌর্য্যসম্পন্ন যোধগণ অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অসি, কুঠার, লৌহময় লগুড়, শক্তি, তোমর ও গদা-প্রভৃতি অশেষ প্রহরণদ্বারা সাধ্যানুসারে পরস্পর হতাহত করিতে থাকিল; কিন্তু কাহাকেও কেহ আর সহজে পরাঙ্মুখ করিতে পারিল না। বসুন্ধরা ক্ষত্রিয়গণের ইতস্তত পতিত ছিন্ন অঙ্গসমূহদ্বারা একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিলেন। কোথাও সুন্দর নাসিকা-বিশিষ্ট ওষ্ঠশূন্য উত্তমাঙ্গ, কোথাও অলঙ্কারে ভূষিত অথচ ছিন্নকেশ মুণ্ড, কোথাও কুণ্ডল-শোভিত ধূলিধূসর মস্তক, কোথাও খণ্ডীকৃত শালস্কন্ধ-সদৃশ শরীর, কোথাও বা করিকর-সদৃশ চন্দন-চর্চ্চিত বাহুসকল দৃষ্ট হইতে থাকিল। রথী রথীর সহিত, অশ্বী অশ্বীর সহিত,

গজী গজীর সহিত, এবং পদাতিক পদাতিকের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করাতে এতাদৃশ মহামারীর সৃষ্টি হইল যে শোণিত-প্রবাহদ্বারা সেনাপদোত্থিত ধূলি-সমস্ত একবারে কর্দ্দমরূপে পরিণত হইয়া পড়িল; শূরগণ ঘোরতর মোহাবেশে অভিভূত হইল; এই-রূপে মহাতুমুল কাণ্ড হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে যে সমস্ত গৃধ্রগণ অন্তরীক্ষে উড্ডীয়মান হইতেছিল, এক্ষণে অনবরত শর-সঞ্চারদ্বারা তাহাদিগের গতি ও দৃষ্টি-পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় তাহারা ক্রমে ক্রমে শররাজির উপরে উপবেশন করিতে লাগিল; পরিঘপাণি শূরগণ সাতিশয় সংরম্ভ-সহকারে সমরে পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কেহই কাহাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিল না।

শতানীক এক শত এবং বিশালাক্ষ চতুঃশত যোদ্ধাকে হনন করিয়া ত্রিগর্ত্তদিগের মহাসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা উভয়েই মহারথ, বলিষ্ঠ ও মনস্বী; সুতরাং সেই মহতী সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাহুসংরম্ভ-ভরে কেশাকেশি ও নখানখি যুদ্ধদ্বারা তাহাকে মোহাবিষ্ট করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা ত্রিগর্ত্তদিগের রথব্রজ লক্ষ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, পশ্চাদ্ভাগে সূর্য্যদত্ত ও মদিরাক্ষ সৈন্যসংহার করিতে করিতে চলিলেন। এ দিকে মৎস্যরাজ ত্রিগর্ত্তদিগের পঞ্চশত রথী, পঞ্চ মহারথী ও অষ্টশত অশ্বারোহীকে যমালয়ে প্রেরণ-পূর্ব্বক রথযূথমধ্যে বিবিধমার্গে বিচরণ করিতে করিতে পরিশেষে সুবর্ণ-রথারূঢ় সুশর্ম্মার সন্নিহিত হইলেন। তথায় সেই মহাত্মা মহাবল বীরযুগল গোষ্ঠস্থিত মহাবৃষভ-দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর ঘোরতর আস্ফালন করত বাগ্‌যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যুদ্ধ-দুর্ম্মদ ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা দ্বৈরথযুদ্ধে আহ্বান করত মৎস্যরাজ-সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তৎপরে সেই অমর্ষান্বিত কৃতাস্ত্র রথিদ্বয় রথদ্বারা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে জলধরের ধারা-সম্পাতের ন্যায় দ্রুতবেগে শরবর্ষণ এবং শক্তি, অসি ও গদাদি প্রহরণ-সমস্ত নিক্ষেপ করিতে করিতে রণস্থলে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। সুযোগক্রমে বিরাট রাজা সুশর্ম্মাকে দশ বাণদ্বারা এবং তদীয় ঘোটক চতুষ্টয়কে পঞ্চ পঞ্চ বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। পরমাস্ত্রবিৎ সুশর্ম্মাও মৎস্য-পতিকে পঞ্চাশৎ সুশাণিত শরদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ঐ ভূপতিদ্বয়ের এতাদৃশ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল যে তৎকালে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ রণধূলিদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া কেহই আর কাহাকে চিনিতে পারিল না।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! ব্যূহনিবদ্ধ যোধগণ রণধূলি ও নিশাসম্ভূত অন্ধকারে অন্ধীভূত হওয়ায় কিয়ৎক্ষণ সমর-ব্যাপার রহিত করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। অনন্তর রজনী-নায়ক শশধর অন্ধকারাপনোদন-পূর্ব্বক রাত্রিকে বিমলীভূত এবং ক্ষত্রিয়দিগকে আনন্দিত করত সমুদিত হইলেন। তখন সৈনিকেরা আলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু ধূলি-পটলে পুনরায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হওয়ায় পরস্পর সন্দর্শন করিতে পারিল না। অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা স্বীয় কনিষ্ঠ সোদর সুধর্ম্মা-সমভিব্যাহারে রথ-সমূহে পরিবেষ্টিত মৎস্যরাজকে আক্রমণ করিবার মানসে রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া মহাক্রোধভরে প্রতিপক্ষীয় রথবৃন্দের প্রতি সত্বর ধাবিত হইলেন। এ দিকে উভয় দলস্থ সেনারা গদা, সুশাণিত তীক্ষ্ণধার অসি, খড়্গ, পরশু, পাশ-প্রভৃতি বহুতর প্রহরণ-জাত হস্তে লইয়া পরস্পর সেইরূপেই আক্রমণ করিতে থাকিল। ত্রিগর্ত্তপতি সুশর্ম্মা অসীম-পরাক্রম-সহকারে মৎস্যরাজের সৈন্য-গণকে প্রমথিত, পরাজিত ও পরিভূত করিয়া পরিশেষে প্রভূততেজঃশালী স্বয়ং বিরাটের প্রতি সহসা ধাবিত হইলেন; এবং উভয় সোদরে বিভাগ-

ক্রমে তাঁহার অশ্বদ্বয়, পৃষ্ঠরক্ষকসৈন্য ও সারথিকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। বিরাটরাজা এইরূপে বিরথ হইলে ত্রিগর্ত্তরাজ সময় পাইয়া তাঁহাকে মর্ম্মপীড়া-প্রদান-পূর্ব্বক অতিশয় দৃঢ়রূপে ধরিলেন, এবং আঘাত করিতে করিতে স্বীয় রথে তুলিয়া, কামুক পুরুষ যেমন যুবতীকে লইয়া যায়, সেইরূপ দ্রুতগতি প্রধাবিত হইতে থাকিলেন। মৎস্য-সেনারা রাজাকে বিরথ ও গৃহীত হইতে দেখিয়া, বিশেষত, অধিক বলশালী ত্রিগর্ত্তগণ-কর্ত্তৃক অতিশয় প্রপীড়িত হইয়া ভয়াকুল-চিত্তে ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। তখন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে সেইরূপ ত্রাসযুক্ত ও রণপরাঙ্মুখ দেখিয়া অরিমর্দ্দন ভীমসেনকে কহিলেন, হে মহাবাহো! ঐ দেখ, সুশর্ম্মা মৎস্যরাজকে ধৃত করিয়া লইয়া যায়; অতএব বিপক্ষের হস্ত হইতে উহাঁকে শীঘ্র পরিত্রাণ কর; আমরা এখানে উপস্থিত থাকিতে উনি যেন কোন ক্রমেই শত্রুর বশীভূত না হন। দেখ, আমরা যে এতদিন অভিলাষানুরূপ অন্নপানাদিদ্বারা সমাদৃত হইয়া উহাঁর গৃহে বাস করিয়াছি, এক্ষণে সেই ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ভীমসেন কহিলেন, আপনকার আজ্ঞানুসারে আমি আর কাহারও সাহায্য না লইয়া কেবল স্বকীয় বাহুবলেই মৎস্যনাথকে অচিরে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিতেছি; আপনি নকুল ও সহদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া একান্তে অবস্থিতি করুন; এবং দেখিতে থাকুন, অদ্য আমি সমরস্থলে কতদূর পরাক্রম প্রকাশ ও কিরূপ মহৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি। ঐ যে প্রকাণ্ড-স্কন্ধযুক্ত বৃহদাকার বৃক্ষটি দৃষ্ট হইতেছে, উহাই আমার গদাস্বরূপ হইবে; উহা ভগ্ন করিয়া আমি ভয়ঙ্কর আঘাতদ্বারা অবলীলা-ক্রমে শত্রুদিগের প্রাণবিনাশ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বীরবর বৃকোদরকে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বনস্পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি ঈদৃশ সাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না; বনস্পতিকে যথাস্থানে থাকিতে দাও; যদি বৃক্ষ হস্তে করিয়া যুদ্ধ কর, তাহা হইলে এই অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়া সকলেই তোমাকে ভীমসেন বলিয়া জানিতে পারিবে; অতএব লোকে যাহাতে লক্ষ করিতে না পারে, মানুষোচিত এরূপ ধনুর্ব্বাণ, শক্তি, খড়্গ বা পরশু কোন প্রকার অস্ত্র গ্রহণ করিয়া ভূপতিকে সত্বর বিমুক্ত কর। মহাবল নকুল-সহদেবও তোমার পার্শ্বচর হইয়া চক্ররক্ষা করিতে থাকুক্। এইরূপে তোমরা সকলেই মিলিত হইয়া মৎস্যরাজের নিষ্কৃতি-বিধানে যত্নপর হও।

অনন্তর যুধিষ্ঠির ও ভীমাদি সকলেই ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি মহাক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব পরিচালন-পূর্ব্বক আপন আপন দিব্য অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন সমগ্র মৎস্যসেনা পাণ্ডবদিগকে রথ ফিরাইতে দেখিয়া পুনরায় সাহস ও সাতিশয় রোষভরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরমাদ্ভুত সমর-কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। কুন্তীনন্দন ধর্ম্মরাজ এক সহস্র এবং ভীমসেন সপ্তসহস্র যোধদিগকে যমলোক দর্শন করাইলেন। নকুল শরনিকর-সহকারে সপ্তশত সৈনিকদিগকে তথায় প্রেরণ করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরের আদেশে পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রতাপবান্ সহদেবও ত্রিশত বীরের প্রাণ বিনাশ করিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা অতিশয় উগ্র ও উদ্যমুখ হইয়া দ্রুতবেগে সমাগত হইলেন। মহাবলসম্পন্ন মহারথী রাজা যুধিষ্ঠির ত্রিগর্ত্তদিগের সেই মহতী সেনা বিদারিত করিয়া পরিশেষে সত্বরগমনে সুশর্ম্মার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে খরতর শরজালে গাঢ়রূপে আহত করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মাও ক্রোধাবিষ্ট ও ত্বরান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে নব বাণে এবং তাঁহার তুরঙ্গ-চতুষ্টয়কে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর আশুকারী বৃকোদর সত্বর-পদসঞ্চারে আগমন-পূর্ব্বক সুশর্ম্মাকে আক্র-

মণ করিয়া তদীয় অশ্বগণকে এককালে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; এবং সুতীক্ষ্ণ সায়কদ্বারা পৃষ্ঠরক্ষকদিগকে নিহত করিয়া ক্রোধভরে সারথিকেও রথোপস্থ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন ত্রিগর্ত্তরাজের চক্ররক্ষক বিখ্যাত বীর মদিরাক্ষ প্রভুকে বিরথ দেখিয়া তৎক্ষণমাত্র আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল। তাহা দেখিয়া বিরাটরাজ অমনি সুশর্ম্মার রথ হইতে লম্ফ-প্রদান করিয়া তদীয় গদাগ্রহণ-পূর্ব্বক, বৃদ্ধ হইয়াও যেন তরুণের ন্যায় প্রবলবেগে, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

এ দিকে ভীমসেন সুশর্ম্মাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, অহে রাজপুত্র! নিবৃত্ত হও! তোমার রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে; এই বীর্য্য লইয়া তুমি কিপ্রকারে বল-পূর্ব্বক গোধন লইবার মানস করিয়াছিলে, এবং কিপ্রকারেই বা অনুচরদিগকে এইরূপে শত্রুমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া বিষাদ প্রাপ্ত হইতেছ?

রথযূথপতি বলশালী সুশর্ম্মা ভীমের ঈদৃশ নিন্দাবাক্য শ্রবণে তৎক্ষণমাত্র প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং "থাক্ থাক্" বলিয়া সহসা তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীষণমূর্ত্তি মহাবাহু ভীমসেনও সুশর্ম্মার প্রাণ বিনাশের মানসে রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে ধরিতে যায়, সেইরূপ অব্যগ্রচিত্তে ও দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, এবং কেশপাশে আকর্ষণ-পূর্ব্বক বিষমতর রোষভরে তাঁহাকে উৎক্ষেপণ ও ভূতলে নিষ্পেষণ করিয়া পরিশেষে মস্তকে পদাঘাত, জানুপীড়ন ও অরত্নিপ্রহার করিতে লাগিলেন। সেই প্রবলতর প্রহারে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া সুশর্ম্মা একবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন ত্রিগর্ত্ত-সৈন্যেরা প্রভুকে বিরথ ও ধৃত হইতে দেখিয়া ভয়ব্যাকুল-মানসে ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল।

বিরাটরাজার ক্লেশ-নিবারণে কৃতসঙ্কল্প হ্রীনিষেবী সংযমশীল মহাত্মা মহারথ পাণ্ডুপুত্রেরা এইরূপে স্ববাহুবলে শত্রু-জয়ানন্তর সমস্ত ধন ও গোসকল প্রত্যানয়ন করিয়া রাজ-সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ভীমসেন তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন সংজ্ঞাশূন্য সুশর্ম্মাকে স্ববশে আনয়ন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই পাপিষ্ঠ আমার হস্ত হইতে কোন মতেই নিষ্কৃতি পাইবার উপযুক্ত নহে, কিন্তু রাজা যেরূপ দয়াশীল তাহাতে আমার মনোরথ পূর্ণ হওয়া সুকঠিন; এই বলিয়া তিনি ভূতলে বিচেষ্টমান ধূলি-পরিকীর্ণ ত্রিগর্ত্ত-পতিকে গলদেশে ধারণ ও বন্ধন-পূর্ব্বক রথারোহণ করাইয়া রণমধ্যবর্ত্তী রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে গিয়া দেখাইলেন। সদয়-হৃদয় ধর্ম্মরাজ সমর-শোভাকারী বৃকোদরকে দেখিয়া হাস্য-পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! এই নরাধমকে পরিত্যাগ কর! ভীমসেন, যুধিষ্ঠিরের এইরূপ আদেশবাক্য শুনিয়া সুশর্ম্মাকে কহিলেন, রে মূঢ়! যুদ্ধ জয়-বিষয়ে এই বিধি-প্রচলিত আছে যে, পরাজিত ব্যক্তি সমাজ ও সভাসমুদায়-মধ্যে বিজেতার দাসত্ব স্বীকার করিলে প্রাণদান পাইতে পারে, অতএব তুই যদি জীবন ধারণের ইচ্ছা করিস্, তবে আমার কথানুসারে সভামধ্যে বিরাটরাজার দাসত্ব স্বীকার কর্, তাহা হইলে আমি কোনরূপে তোর জীবন রক্ষা করিতে পারি। ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির ভীমকে সপ্রণয়-বাক্যে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! যদি তুমি আমার বাক্য প্রমাণ করিয়া মান, তবে এই দুরাচারকে পরিত্যাগ কর! বিরাট-মহীপতির দাসত্ব স্বীকার করিতে উহার আর অপেক্ষা কি আছে?—অহে সুশর্ম্মন্! তুমি দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইলে, এক্ষণে যথা ইচ্ছা পলায়ন কর, এবং এই পর্য্যন্ত সাবধান হও, যেন ঈদৃশ সাহসিক কর্ম্মে তোমার আর কদাচ প্রবৃত্তি না হয়।

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে সুশর্ম্মা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন; পরে নিষ্কৃতি পাইয়া মৎস্য-

রাজ-সন্নিধানে গমন করত অভিবাদন-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। এদিকে অতুল্য-বাহুবল-সম্পন্ন হ্রীনি-সেবী সংযমশীল শত্রু-নাশন পাণ্ডু-নন্দনগণ সুশ-র্ম্মাকে পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামাঙ্গনমধ্যেই পরম-সুখে রজনী যাপন করিলেন। পরে নিশাবসান হইলে মৎস্যপতি অমানুষ-বিক্রমশালী মহারথ কুন্তীপুত্রদিগকে বহুতর ধন ও সমুচিত সম্মান-সহ-কারে সমাদৃত ও পুরস্কৃত করিয়া কহিলেন, আমার যাবতীয় ধন রত্নের আমি যেমন অধিকারী, এক্ষণে তোমরাও তৎসমুদায়ের সেইরূপ অধিকারী হইলে; আমি তোমাদিগকে অলঙ্কার-ভূষিতা কন্যা সমুদায় বহুবিধ ধন ও অন্যান্য মনোনীত দ্রব্যসমস্ত প্রদান করিতেছি, তোমরা ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া যথা-সুখে অবস্থিতি কর; দেখ, কেবল তোমাদিগের বাহুবলেই আমি উপস্থিত বিপদ্ হইতে বিমুক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ করিলাম; অতএব অদ্যাবধি তোমরা এই সমস্ত মৎস্য-রাজ্যের অধীশ্বর হইলে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মৎস্যনাথের ঈদৃশ সকরুণ বিনয়-বাক্য শ্রবণে যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি পাণ্ডবেরা কৃতা-ঞ্জলিপুটে পৃথক্ পৃথক্ নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আপনকার মধুর বাক্যে আমরা সকলেই সম্যক্ অভিনন্দিত হইলাম; আপনি যে, শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইহাতেই আমরা যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি। অনন্তর রাজশ্রেষ্ঠ মহাভুজ মৎস্যপতি প্রফুল্ল চিত্তে পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে বৈ-য়াঘ্রপদ্য-গোত্র শত্রুনাশন দ্বিজবর! আপনকার নিকটে আমি সর্ব্বতোভাবেই প্রণত হইলাম; সম্প্রতি আগমন করুন, আপনাকে রাজ্যপদে অভি-ষিক্ত করিব; আপনিই আমাদিগের মৎস্যপতি হইবেন; আমার যে সকল গো রত্ন সুবর্ণ মণি মুক্তা-প্রভৃতি ধন এবং পৃথিবীমধ্যে দুষ্প্রাপ্য যে কিছু মনোভিলষিত বস্তু আছে, সকলই আপনাকে সমর্পণ করিব; আমাদিগের নিকটে আপনি সমুদায় দ্রব্য লাভ করিবার যোগ্য পাত্র; যেহেতু শুদ্ধ আ-পনকার প্রসাদেই অদ্য আমি রাজ্য ও আপনাকে সন্দর্শন করিতেছি, এবং যাহা হইতে মহাভয় উপ-স্থিত হইয়াছিল, সে শত্রুও বশবর্ত্তী হইয়াছে।

তখন যুধিষ্ঠির মৎস্যরাজকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহীপতে! আপনকার মনোহর বাক্য শ্রবণে পরম সন্তোষলাভ করিলাম; প্রার্থনা করি, আপনি সকলের প্রতি সতত এইরূপ সরল ও সদয় ব্যবহার করিয়া পরম সুখে কাল হরণ করুন। হে নরেন্দ্র! সম্প্রতি দূতগণ আপনকার নগরমধ্যে সত্বর গমন করিয়া সুহৃদ্বর্গকে প্রিয়-সংবাদ প্রদান এবং সর্ব্বত্র আপনকার জয়-ঘোষণা করুক।

যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে মৎস্যনাথ দূতগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা নগরে গিয়া সকলের নিকটে আমার বিজয়বার্ত্তা প্রচার কর, এবং সর্ব্বা-লঙ্কার-ভূষিতা কন্যা-সকল, গণিকাগণ ও বাদ্যকর-দিগকে অগ্রসর হইয়া আসিতে কহ।

দূতেরা মৎস্যরাজের এই আজ্ঞা শ্রবণে তাহা শি-রোধার্য্য করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল এবং রাত্রি থাকিতে থাকিতেই বিরাটপুরে উপস্থিত হইয়া সূর্য্যোদয় হইবামাত্র সর্ব্বত্র জয়-ঘোষণা করিয়া দিল।

দক্ষিণ গোগ্রহ ও দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মৎস্যপতি যৎ-কালে স্বীয় গোধন-রক্ষার্থে ত্রিগর্ত্তদিগের অনুসরণ করেন, সেই সুযোগে দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, পরমাস্ত্রবিৎ কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, বীর্য্যবান্ চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ, দুঃ-সহ ও অন্যান্য মহারথ অমাত্যবর্গে মিলিত হইয়া বিরাটনগরে আগমন করিলেন এবং প্রহারাদিদ্বারা গোপদিগকে দূরীকৃত করিয়া বলপূর্ব্বক গোধন-সমস্ত হরণ করিতে লাগিলেন। কুরুসৈন্যেরা অসংখ্য রথসমূহে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করত অকুতোভয়ে ষষ্ঠি-সহস্র ধেনু সংগ্রহ করিয়া চলিল। তৎকালীন ভয়-ঙ্কর সংপ্রহারে মহারথগণ-কর্ত্তৃক আহত গোপ-

দিগের আর্ত্তনাদে তুমুল কলকল ধ্বনি উত্থিত হইল।* তখন গবাধ্যক্ষ ভয়-বিহ্বল হইয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সত্বর নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। পরে নগরে প্রবেশ-পুরঃসর রথ হইতে অবতরণ করিয়া রাজভবনে সংবাদ দিবার নিমিত্ত পুর-প্রবেশ করিল। তথায় অভিমানশালী ভূমিঞ্জয়নামে বিরাট-পুত্রকে দেখিতে পাইয়া সে তাঁহার নিকটে রাষ্ট্রের পশুকর্ষণাদি সমস্ত বিবরণ বর্ণন-পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, রাজ-কুমার! কৌরবেরা আপনকার ষষ্টিসহস্র গোধন লইয়া যাইতেছে; অতএব হে রাষ্ট্র-বর্দ্ধন! সেই গোধন-সকল প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে গাত্রোত্থান করুন; যদি মঙ্গল-লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে শীঘ্রই স্বয়ং যুদ্ধযাত্রায় বিনির্গত হউন; দেখুন, মৎস্য-মহীপাল স্বীয় অনুপস্থিতি জন্য আপনকার প্রতি রাজ্য-রক্ষণের ভারার্পণ করিয়া গিয়াছেন; এবং আপনকার প্রশংসা-প্রসঙ্গে সভামধ্যে সর্ব্বদা এই কথা বলিয়া শ্লাঘাও করিয়া থাকেন যে "আমার পুত্র অতিশয় শৌর্য্য-বীর্য্যশালী, সর্ব্বাস্ত্র-পারদর্শী, কুল-পালক, এবং সর্ব্বাংশে আমারই অনুরূপ;" অতএব এক্ষণে যাহাতে তাঁহার সেই বাক্য সত্য হয়, তাহা করুন। হে পশুশালিশ্রেষ্ঠ! কুরুকুল পরাস্ত করিয়া আপন পশুকুল প্রত্যানয়ন করুন;—ভীষণ শরানলে তাহাদিগের সৈন্য-সমুদায় দগ্ধ করিয়া ফেলুন। একাকী যূথপতি যেমন অসংখ্য হস্তিদলের দলন করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনি সুবর্ণ-মণ্ডিত-পুঙ্খ, সুপরিষ্কৃত-গ্রন্থিযুক্ত, চাপনির্ম্মুক্ত শরনিকর বর্ষণ-দ্বারা সমস্ত শত্রু-সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করুন। আপনকার শরাসন একটি বীণাস্বরূপ হউক; তাহার মৌর্ব্বী-প্রান্তবর্ত্তী পাশদ্বয় তন্ত্রীসাধনার্থ কীলক-স্বরূপ, মৌর্ব্বী তন্ত্রী-স্বরূপ, ধনুর্যষ্টি অলাবু-সহিত দণ্ডস্বরূপ, এবং তন্নির্গত শরসমস্ত স্বরস্বরূপ হউক; আপনি সেই মহানিস্বন ধনুর্ব্বীণা শত্রুগণ-মধ্যে প্রবাদিত করিতে থাকুন। হে প্রভো! ভবদীয় রজত-সদৃশ-শ্বেতকায়-অশ্বযোজিত রথে কাঞ্চন-সিংহধ্বজ সমুচ্ছ্রিত হউক; এবং আপনকার শীঘ্র-হস্তমুক্ত, সুবর্ণ-পুঙ্খ, সুতীক্ষ্ণাগ্র সায়ক-সমূহে সূর্য্য-মণ্ডল সমাচ্ছাদিত ও রাজবর্গের পরমায়ু-পথ অবরুদ্ধ হউক। বজ্রপাণি দেবরাজের অসুর-পরাজয়ের ন্যায় আপনি রণমধ্যে কুরুকুলের পরাভব সাধন-পূর্ব্বক অতুল যশোলাভ করিয়া পুরমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করুন। আপনি মৎস্যাধিপের পুত্র; সুতরাং মহারাজ গৃহে না থাকায় সমস্ত রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ আপনকার উপরেই নির্ভর করিতেছে। অধিক আর কি বলিব, বিজয়িশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় যেমন পাণ্ডবদিগের একমাত্র গতি, সেইরূপ আপনিও এক্ষণে মৎস্যদেশীয় প্রজাগণের অদ্বিতীয় আশ্রয়-স্থল হইয়াছেন; অতএব যাহাতে তাহারা উপস্থিত বিপদ্ হইতে রক্ষা পায়, তাহার উপায়-বিধান করুন।

ভূমিঞ্জয় অন্তঃপুরমধ্যে অঙ্গনাগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া গোপাধ্যক্ষের ঐরূপ বাক্য শ্রবণে আত্ম-শ্লাঘা-পূর্ব্বক পশ্চাদুক্ত এই অভয়-সূচক বচনাবলি বিন্যাস করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

উত্তর কহিলেন, যদ্যপি আমি অশ্ব-পরিচালন-দক্ষ কোন উপযুক্ত সারথি পাই, তাহা হইলে এখনি ধনুকে টঙ্কার দিয়া গোষ্ঠাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করি। অষ্টাবিংশতি রাত্রি বা একমাস ব্যাপিয়া আমাকে সেই যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহাতেই আমার সারথি নিহত হইয়াছে; সুতরাং উপস্থিত সংগ্রামে কে সারথি হইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। অতএব আমার যুদ্ধযাত্রা-নিমিত্ত তুমিই অন্য কোন উপযুক্ত সারথির অন্বেষণ কর। অশ্বগণের গতিবিধি জানে, এমন এক জন সারথি পাইলে আমি এখনি যুদ্ধার্থে বিনির্গত হইয়া সেই বহুড্ডীয়মান-মহাধ্বজ হয়হস্তি-রথাকীর্ণ কৌরব-

সৈন্যসাগরে অবগাহন-পূর্ব্বক অসীম শস্ত্র-প্রতাপে, বজ্রধারী দেবরাজ যেমন দানবকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ অশ্বত্থামা-প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধারী সমস্ত সমাগত কুরুসৈন্যকে হতবীর্য্য, ত্রাসিত ও পরাজিত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে পশু-সকল প্রত্যানয়ন করিতে পারি। কৌরবেরা শূন্য গৃহ পাইয়াই আমার গোধন লইয়া যাইতেছে; নতুবা আমি সেখানে থাকিলে তাহারা তাদৃশ সাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। যাহা হউক, সেই সমাগত কৌরবেরা অদ্য আমার বীর্য্য বল সন্দর্শন করুক, এবং "এব্যক্তি কি সাক্ষাৎ পৃথানন্দন অর্জ্জুন আসিয়া আমাদিগকে প্রবাধিত করিতেছে?" এইরূপ বিতর্কও করিতে থাকুক।

যশস্বিনী দ্রুপদ-নন্দিনী স্ত্রীগণ-সমীপে বিরাটপুত্রের সেইরূপ পুনঃপুন আত্মশ্লাঘা, বিশেষত অর্জ্জুনের নামোল্লেখ সহিতে না পারিয়া স্ত্রীবৃন্দমধ্য হইতে তৎসমীপে গমন-পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ লজ্জিতার ন্যায় ধীরে ধীরে কহিলেন, প্রকাণ্ড বারণসদৃশ বৃহন্নলা-নামে বিখ্যাত এই যে প্রিয়দর্শন যুবা পুরুষ, ইনি মহাত্মা অর্জ্জুনের সারথি ও অস্ত্রশিষ্য ছিলেন; ধনুর্ব্বিদ্যা-বিষয়ে ইনি তাঁহা অপেক্ষা অল্প পারদর্শী নহেন। পূর্ব্বে পাণ্ডবগৃহে অবস্থানকালে আমি এই বীরকে দেখিয়াছিলাম। অগ্নি যখন বিস্তীর্ণ খাণ্ডব বন দহন করেন, তখন ইনিই অর্জ্জুনের অশ্বসমস্ত সংযত করিয়াছিলেন। ইহাঁকেই সারথি করিয়া অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে সর্ব্বপ্রাণীকে জয় করিয়াছিলেন। ফলত, বৃহন্নলা-সদৃশ সারথি আর কেহই নাই। হে বীর! তিনি আপনকার এই কনীয়সী ভগিনী সুশ্রোণী রাজকুমারী উত্তরার কথা অবশ্যই রক্ষা করিবেন। যদি বৃহন্নলা আপনকার সারথ্যকর্ম্ম স্বীকার করেন, তাহা হইলে আপনি যে, সমস্ত কুরুকুলকে পরাজিত করিয়া গো-সকল প্রত্যানয়ন করিতে পারিবেন, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই।

রাজকুমার সৈরিন্ধ্রীর এই কথা শুনিবামাত্র ভগিনীকে কহিলেন, হে অনিন্দিতাঙ্গি! তুমি সত্বর গমন করিয়া বৃহন্নলাকে আনয়ন কর। তিনিও ভ্রাতৃবচনানুসারে, যেস্থলে প্রচ্ছন্ন-বেশী মহাবাহু ধনঞ্জয় অবস্থিত ছিলেন, সেই নৃত্যশালায় অবিলম্বেই গমন করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই কাঞ্চন-মাল্যধারিণী, যশস্বিনী, সুচতুরা, ক্ষীণমধ্যা, কুটিল-নেত্রলোমা, লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমানা, ময়ূরপিচ্ছ ভূষণা, কৃশাঙ্গী, শুভাঙ্গী, মণিচিত্রিত-কাঞ্চীদাম-শোভিতা, শ্রীপরিবৃতা, মৎস্যরাজ-দুহিতা জ্যেষ্ঠ সোদর-কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া মেঘমণ্ডল-সন্নিহিতা বিদ্যুল্লতার ন্যায় দ্রুত পদসঞ্চারে সেই নর্ত্তনাগারে উপনীতা হইলেন। করিকর-সদৃশ সংহতোরু, অনিন্দিতা, চারুদশনা, সুমধ্যমা, উত্তম মাল্যধারিণী, স্ত্রীরত্নভূতা, মানসিক শোভাসম্পন্না, সাক্ষাৎ ইন্দ্রলক্ষ্মীর ন্যায় শোভমানা, সুদর্শনীয়া, আয়তনয়না, যশস্বিনী, বিরাটতনয়া উত্তরা, নাগবধূ যেমন মহাগজের সন্নিহিতা হয়, তদ্রূপ সেই পৃথানন্দন অর্জ্জুনের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। তখন পার্থ সেই শোভনোরু কনক-সমুজ্জ্বল-কান্তিমতী রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসিলেন, হে কাঞ্চনমাল্য-ধারিণি মৃগাক্ষি! তোমার আগমনের প্রয়োজন কি? হে ভাবিনি! তোমাকে ত্বরিতার ন্যায় দেখিতেছি কেন? হে সুন্দরি! তোমার মুখকমল কি নিমিত্তে মলিন হইয়াছে? হে অঙ্গনে! তুমি শীঘ্র আমার নিকটে যথার্থ বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই বিশালাক্ষী সখী রাজপুত্রীকে নিরীক্ষণ করিয়া সখা অর্জ্জুন "কি নিমিত্তে তোমার আগমন হইল?" হাস্য করত এই কথা বলিলেন। নৃপনন্দিনী উত্তরা সেই নরবরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বিনয় প্রদর্শন-

পুরঃসর সখীগণ-মধ্যে এই বলিয়া উত্তর করিলেন, "হে বৃহন্নলে! কৌরবেরা আসিয়া আমাদিগের রাজ্যস্থ সমস্ত গোধনগণ হরণ করিয়া লইতেছে, একারণ আমার ভ্রাতা তাহাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা করিবেন; কিন্তু অল্পকাল হইল সংগ্রামে তাঁহার সারথি নিহত হইয়াছে; এক্ষণে তাহার মত সারথ্যকর্ম্ম-নির্ব্বাহ করে, এমন উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতেছে না। হে বৃহন্নলে! তিনি সারথির নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া সৈরিন্ধ্রী তোমার অশ্বজ্ঞান নৈপুণ্যের কথা বলিল। অতএব সম্প্রতি তোমাকেই আমার ভ্রাতার সারথ্যকর্ম্ম করিতে হইবে; আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর; কেন না কৌরবেরা আমাদিগের গোধন হরণ করিয়া এতক্ষণ পুর হইতে বহুদূর গিয়াছে। আমি প্রণয়োক্তি-সহকারে তোমাকে নিয়োগ করিতেছি, ইহাতে তুমি যদি আমার এই কথা রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি এখনি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।"

শত্রুতাপন ধনঞ্জয় সখী উত্তরার পুনঃ পুন সেই কথা শ্রবণে অমিততেজস্বী রাজপুত্রের সন্নিধানে গমন করিলেন। তিনি মদক্ষরিত-গণ্ড মাতঙ্গের ন্যায় ত্বরান্বিত হইয়া যাইতে লাগিলেন, বিশালনয়না উত্তরাও মহাগজের অনুগামিনী গজবধূর ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাজপুত্র দূর হইতেই তাঁহাকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, বৃহন্নলে! শুনিলাম, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় তোমাকেই সারথি করিয়া খাণ্ডব-প্রস্থে হুতাশনের তৃপ্তি-সম্পাদন এবং সমুদয় পৃথিবীর পরাভব সাধন করিয়াছিলেন। সৈরিন্ধ্রী পাণ্ডবদিগকে জানেন, অতএব প্রসঙ্গক্রমে তিনিই তোমার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। সে যাহা হউক, সম্প্রতি কৌরবেরা আমার গোধন লইয়া যাইতেছে; অতএব পূর্ব্বে তুমি যেমন ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের প্রিয় সারথি হইয়া পৃথিবী বিজয়-বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে যদি আমার সারথ্যকর্ম্ম স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি কুরুকুল পরাজিত করিয়া অবিলম্বেই গো-সকল প্রত্যানয়ন করি।

রাজপুত্র এইরূপ কহিয়া নিরস্ত হইলে বৃহন্নলা প্রত্যুত্তর করিলেন, হে নৃপকুমার! সংগ্রামস্থলে সারথ্যকর্ম্ম করিবার আমার ক্ষমতা কি? নানাপ্রকার নৃত্য গীত ও বাদিত্রে আমার নৈপুণ্য আছে; অতএব আপনকার কল্যাণ হউক, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব, সারথ্য কর্ম্ম আমা হইতে কিপ্রকারে নির্ব্বাহ হইতে পারে? উত্তর কহিলেন, বৃহন্নলে! তুমি নর্ত্তকই হও, আর গায়কই হও, সংপ্রতি শীঘ্র আমার রথারূঢ় হইয়া অশ্বপরিচালন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অরিন্দম অর্জ্জুন সকল জানিয়া শুনিয়াও কেবল কৌতুক করিবার নিমিত্ত উত্তরার সম্মুখে যেন অনভিজ্ঞের ন্যায় নানাপ্রকার পরিহাস-জনক কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। প্রশস্তনয়না অঙ্গনাগণ তাঁহাকে, ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক কবচ পরিধান করিতে দেখিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। অর্জ্জুনের ঈদৃশ হাস্যকর ব্যাপার দর্শনে উত্তর, তাঁহাকে বিমূঢ়ের ন্যায় বিবেচনা করিয়া স্বয়ং মহামূল্য কবচ পরিধান করাইয়া দিলেন এবং আপনিও সূর্য্যসদৃশ-সমুজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ কবচ পরিধান-পূর্ব্বক রথের উপরিভাগে সিংহধ্বজ উচ্ছ্রিত করিয়া তাঁহাকে অশ্ব সংযমন করিতে আদেশ করিলেন। এই রূপে বৃহন্নলাকে সারথ্য কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া, নৃপ-কুমার মহার্হ শরাসন ও বহুতর মনোহর সায়ক-সমস্ত সংগ্রহ-পূর্ব্বক যুদ্ধ-যাত্রায় বিনির্গত হইলেন। তখন বৃহন্নলার সখী উত্তরা ও অন্যান্য কন্যারা তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, বৃহন্নলে! তুমি ভীষ্ম দ্রোণপ্রভৃতি কৌরব-সেনাপতিদিগকে পরাজিত করিয়া আমাদিগের পুত্তলিকার নিমিত্ত বিচিত্র মনোহর সূক্ষ্ম কোমল বস্ত্র-সকল আনয়ন করিও। কন্যাগণের বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন হাস্য-পূর্ব্বক দুন্দুভি ও সজল জলধরের ন্যায় গম্ভীর

স্বরে সকলকেই কহিলেন, উত্তর যদি যুদ্ধে মহারথদিগকে জয় করিতে পারেন, তাহা হইলে, আমি তোমাদের অভিলাষানুরূপ দিব্য ও রুচির বস্ত্রসকল অবশ্যই আহরণ করিব।

বীরবর বীভৎসু, কন্যাগণকে এইরূপ কহিয়া বহুতর-ধ্বজপতাকা-সমাকীর্ণ কুরু-সৈন্যাভিমুখে অশ্ব পরিচালন করিবেন, এমন সময়ে, ব্রতশীল ব্রাহ্মণগণ, পুরন্ধ্রীবর্গ ও কুমারী-সমস্ত, মহাভুজ উত্তরকে বৃহন্নলা-সহিত রথস্থিত দেখিয়া, মঙ্গলাচরণনিমিত্ত প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর অঙ্গনাগণ অর্জ্জুনকে সম্বোধিয়া কহিলেন, বৃহন্নলে! পূর্ব্বে খাণ্ডবদাহে ঋষভতুল্য-গামী অর্জ্জুনের যাদৃশ মঙ্গল হইয়াছিল, এক্ষণে তোমার সাহায্যে উত্তরও কুরুদিগকে পরাস্ত করিয়া সেইরূপ মঙ্গল লাভ করুন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিরাট-তনয় অকুতোভয়ে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া সারথিকে বলিলেন, বিজয়েচ্ছু, সমবেত কৌরবদিগকে পরাভূত করত গোসমস্ত লইয়া আমাকে অবিলম্বেই পুর-প্রবেশ করিতে হইবে; অতএব তাহাদিগের গতি লক্ষ্য করিয়া সত্বর রথ পরিচালন কর। নরকেশরী ধনঞ্জয় উত্তরের আদেশ-বাক্য শ্রবণমাত্র সেই কাঞ্চন-মাল্যধারী বাতবেগী উত্তম অশ্বগণকে এরূপ দ্রুতবেগে চালাইয়া দিলেন যে, বোধ হইল, যেন তাহারা আকাশে উড্ডীয়মান হইতেছে। শত্রুনাশন মৎস্যরাজ-তনয় ও ধনঞ্জয় কিয়দ্দূর গমন করিয়াই বলিষ্ঠ কুরুগণের সৈন্য সন্দর্শন করিলেন; পরে শ্মশানাভিমুখে প্রস্থিত হইয়া তাহাদিগের সন্নিহিত হইলেন। তখন ব্যূহরচিত সমস্ত কুরুদল তাঁহাদিগের বিশেষরূপে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল; বোধ হইল, যেন সেই অসংখ্য-ধ্বজপতাকা-সমাকীর্ণ মহাসৈন্য সাক্ষাৎ সমুদ্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, অথবা বহুবৃক্ষসমাকুল একটা প্রকাণ্ড বন যেন গগণপথে সঞ্চরণ করিতেছে। হে নরসত্তম! তৎকালে দৃষ্ট হইল, সৈন্যগণের গতি দ্বারা পার্থিব রেণু-সমস্ত উত্থিত হইয়া একবারে সর্ব্বভূতের দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করত গগণ-মণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। তখন বিরাট-নন্দন সেই গজাশ্বরথ-সঙ্কুল, দুর্য্যোধন কর্ণ কৃপ ভীষ্ম দ্রোণ ও অশ্বত্থামা-প্রভৃতি প্রধান প্রধান মহারথগণের পরিরক্ষিত, অসীম সৈন্য-সাগর অবলোকন করিয়া অমনি রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া উঠিলেন, এবং অতিমাত্র ভয়ব্যাকুলচিত্তে পার্থকে কহিলেন, দেখ বৃহন্নলে! আমি যুদ্ধ করিতে উৎসাহান্বিত হইব কি, কেবল সৈন্য নিরীক্ষণ করিয়াই আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়াছে! দেবতারাও যাহার সমীপস্থ হইতে পারেন না, বহুতর প্রধান-বীরে পরিপূর্ণ নিরতিশয়-ভয়াবহ সেই অসংখ্য কৌরব-সৈন্যের বিরুদ্ধে, আমি কিরূপে অস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হইব! চতুরঙ্গিনী ভারতী-সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, যখন শত্রুগণকে দর্শন করিয়াই আমার চিত্ত ব্যাকুলিত হইতেছে, তখন আর আমি কি বলিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইতে পারি! যেস্থলে অসামান্য-যুদ্ধ-বিশারদ বীরাগ্রগণ্য রাজা দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত ও বাহ্লিক-প্রভৃতি মহারথেরা ব্যূহরচনা করিয়া রহিয়াছেন, সেস্থলে আমি কি সাহসে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধ করিতে উন্মুখ হইব! তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াই আমার গাত্র লোমাঞ্চিত এবং অন্তঃকরণ মোহ প্রাপ্ত হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মন্দবুদ্ধি অনভিজ্ঞ উত্তর, ছদ্মবেশধারী বিশেষজ্ঞ ধনঞ্জয়-সমীপে আপন মূঢ়তা প্রকাশ করত এই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন যে, হে বৃহন্নলে! আমার পিতা, সমস্ত সৈন্যসামন্ত লইয়া আমাকে শূন্যগৃহে স্থাপন করত ত্রিগর্ত্তদিগের বিরুদ্ধে গমন করিয়াছেন; এস্থলে আমার সহায়তা করে এমন সৈনিকপুরুষ নাই; বিশেষত আমি বালক, অস্ত্রশস্ত্রের পরিজ্ঞান-বিষয়ে

কখনই বিশিষ্টরূপে পরিশ্রম করি নাই; সুতরাং ঐ সুশিক্ষিত অসংখ্য বীরগণের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে পারিব না, অতএব তুমি শীঘ্রই প্রতিনিবৃত্ত হও। বৃহন্নলা কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি রণক্ষেত্রে শত্রুদিগের সহিত এখনো কোন কর্ম্মই করেন নাই, শুদ্ধ ভয়বশত এইরূপ দীনভাব ধারণ করিয়া কেবল অরাতিবর্গের আনন্দ-বর্দ্ধক হইতেছেন। দেখুন পূর্ব্বে আপনি "কৌরবদিগের নিকটে অবিলম্বে রথ লইয়া চল" বলিয়া আমাকে স্বয়ং আদেশ করিয়াছেন; সুতরাং আমি সেই আজ্ঞানুসারেই আপনাকে এক্ষণে বহুধ্বজ-সমাকীর্ণ কৌরবসৈন্যমধ্যে লইয়া যাইব; ঐ গোধন-লুব্ধ আততায়ী কৌরবেরা পৃথিবীর নিমিত্ত যুদ্ধ করিলেও, আমি তাহাদিগের মধ্যে আপনাকে উপনীত করিব। আপনি স্ত্রীপুরুষগণ-সন্নিধানে তাদৃশ আত্মশ্লাঘাপূর্ব্বক পৌরুষ-প্রকাশের প্রতিজ্ঞা ও যুদ্ধযাত্রা করিয়া, এক্ষণে কি নিমিত্ত একবারেই যুদ্ধ করণে অস্বীকৃত হইতেছেন? হে বীর! যদি আপনি অপহৃত গোধন-সমস্ত জয় না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তাহা হইলে, যাবতীয় পুরুষ ও নারীগণ একত্রিত হইয়া অবশ্যই আপনাকে উপহাস করিবে। বিশেষত সৈরিন্ধ্রী যখন বিশেষ করিয়া আমার সারথ্য-নৈপুণ্যের কথা ব্যক্ত করিয়াছে, তখন আমিই বা কিরূপে গোসকল মুক্ত না করিয়া পুরপ্রবেশ করিব? সৈরিন্ধ্রীর প্রশংসাবাদে এবং আপনকার সেই অনুরোধ-বাক্যে আমাকে অবশ্যই সমস্ত কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, অতএব আপনি কিঞ্চিৎকাল স্থির হইয়া থাকুন।

উত্তর কহিলেন, হে বৃহন্নলে! কৌরবেরা স্বেচ্ছানুসারে আমাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করুক, নরনারীগণেরাও আমাকে উপহাস করুক, আমার গোধনসমস্তও অপগত হউক, নগর শূন্য থাকুক, এবং পিতার নিকটেও আমার ভয় হউক, তথাপি আমার যুদ্ধে আবশ্যক নাই, অতএব তুমি শীঘ্র রথ নিবৃত্ত কর; আমার হৃদয় একবারে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীরুস্বভাব বিরাট-তনয়, এই কথা বলিয়াই মান, দর্প ও ধনুর্ব্বাণ, সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া, তৎক্ষণাৎ রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন বৃহন্নলা কহিলেন, অহে রাজপুত্র! পণ্ডিতদিগের মতে, যুদ্ধ করিবার ভয়ে পলায়ন করা কদাচ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে; এরূপ ভীত হইয়া পলায়ন করা অপেক্ষা বরং যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করাই তোমার শ্রেয়।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয়, এই কথা বলিতে বলিতেই অমনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, দীর্ঘবেণী ও সুরঞ্জিত বস্ত্রযুগল কম্পিত করত উত্তরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তৎকালে কুরুদলের কোন কোন সামান্য সৈনিকেরা তাঁহাকে বেণী কম্পিত করত সেইরূপ প্রধাবিত দেখিয়া, বিশেষত তাঁহার তথাবিধ অসাধারণ রূপ দর্শনে কৌতুকী হইয়া হাস্য করিতে লাগিল; তিনি যে ধনঞ্জয় তাহা আর জানিতে পারিল না। পরন্তু প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ভস্মাচ্ছাদিত হুতাশনের ন্যায় এই ছদ্ম-বেশধারী ব্যক্তিটি কে, কি অভিপ্রায়েই বা পলায়মান ব্যক্তির পশ্চাতে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে? ইহার অবয়বে কিয়দংশে স্ত্রীলোকের এবং কিয়দংশে পুরুষের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; আকার ও বেশ দৃষ্টে ইহাকে ক্লীব বলিয়াই প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাতে অর্জ্জুনের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়; দেখ, সেই মস্তক, সেই গ্রীবা, সেই পরিঘতুল্য বাহুদ্বয়, এবং গমনের ভঙ্গীও অবিকল সেইরূপ; অতএব বোধ হয়, অর্জ্জুনই ক্লীবরূপ ধারণ করিয়া থাকিবেন। যেমন অমরগণ-মধ্যে দেবরাজ, তদ্রূপ মনুষ্য-মধ্যে ধনঞ্জয়ই প্রধান; সেই পার্থ ব্যতীত অন্য কাহার

সাহস হয়, যে একাকী আমাদিগের সম্মুখীন হইতে পারে? বিরাট-নন্দন শূন্য পুরমধ্যে একাকী ছিল, বোধ হয়, ঐ পলায়িত ব্যক্তি সেই উত্তরই হইবে; উহার এমন কি ক্ষমতা আছে যে পৌরুষবুদ্ধিতে আমাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার ইচ্ছা করিবে? তবে, শুদ্ধ বালকত্ব প্রযুক্তই, ও, ছদ্মবেশে বিচরণ-কারী অর্জ্জুনকে সারথি করিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, এক্ষণে আমাদিগকে দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিতেছে; ধনঞ্জয়ও উহাকে ধরিবার নিমিত্ত ধাবিত হইতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! কৌরবেরা ক্লীব-বেশধারী পাণ্ডবকে দেখিয়া সকলে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কেহই আর নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। এদিকে ধনঞ্জয়, ধাবমান উত্তরের পশ্চাদ্ভাগে দ্রুতবেগে শতপদমাত্র গমন করিয়াই তাঁহাকে কেশ-কলাপে ধারণ করিলেন। তখন বিরাট-তনয়, অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অতিকাতরভাবে আর্ত্তের ন্যায় বহুতর বিলাপ করত কহিলেন, হে কল্যাণি! হে বৃহন্নলে! একবার বিবেচনা করিয়া দেখ, জীবিত থাকিলেই লোকে মঙ্গল লাভ করিতে পারে; অতএব আমার কথায় আস্থা করিয়া শীঘ্র রথ নিবৃত্ত কর! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে শত-নিষ্কপরিমিত বিশুদ্ধ সুবর্ণ, হেমমণ্ডিত মহাপ্রভান্বিত আটটি বৈদুর্য্যমণি, স্বর্ণদণ্ড-শোভিত সুশিক্ষিত-অশ্বসংযুক্ত একখানি রথ এবং দশটি মত্তমাতঙ্গ দিব, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরুষব্যাঘ্র ধনঞ্জয় ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক, উক্তরূপ বিলাপকারী, হতচৈতন্য, ভয়ার্ত্ত উত্তরকে রথের নিকটে আনয়ন করিলেন, এবং বলিলেন, "হে শত্রুকর্ষণ! যদি শত্রুদলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে তোমার সাহস না হয়, তবে আমার বাহুবলে রক্ষিত হইয়া, যেস্থলে ঐ মহারথগণের পরিরক্ষিত ভয়ঙ্কর দুস্তর সৈন্যসাগর বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐস্থানে আমার অশ্ব চালন কর; তোমার পরিবর্ত্তে আমিই শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি। হে পরন্তপ বীরপুত্র! ক্ষত্রিয় হইয়া রণস্থলে ভয় করা তোমার কোন মতেই উচিত হয় না; হে নরশার্দ্দূল! তুমি বিষাদপ্রাপ্ত না হইয়া, দুষ্প্রধর্ষ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক সমুচিত সাহসভরে কেবল আমার সারথ্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ কর; আমি অচিরেই অরাতিদল দলন করিয়া তোমার পশুসকল উদ্ধার করিয়া দিব।" যোধশ্রেষ্ঠ অপরাজিত পৃথানন্দন বীভৎসু কিয়ৎক্ষণ এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া সেই ভয়-পীড়িত, বিচেষ্টমান বিরাট-পুত্রকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার অনিচ্ছাতেও কথঞ্চিৎ রথোপরি আরোহণ করাইলেন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ক্লীববেশধারী নরপুঙ্গব ধনঞ্জয়, যৎকালে উত্তরকে রথে লইয়া শমীবৃক্ষাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তখন কৌরবদিগের ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ, তাঁহাকে নিরীক্ষণ করত অর্জ্জুন মনে করিয়া, সকলেই শঙ্কাযুক্ত হইলেন। শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য, কুরুবংশগুরু, ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণাচার্য্য, সমগ্র সৈনিকদিগকে নিরুৎসাহ দেখিয়া, বিশেষত অদ্ভুতরূপ উৎপাতচিহ্ন-সমস্ত সন্দর্শন করিয়া সকলকে কহিতে লাগিলেন, "ঐ দেখ! প্রচণ্ডতর কর্কশ সমীরণ ইতস্তত কঙ্কর বর্ষণ করিতেছে; ভস্মবর্ণ তমঃস্তোমে সমস্ত নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে; কৃষ্ণবর্ণ জলদ-সকল অদ্ভুতাকারে দৃষ্ট হইতেছে; বিবিধ শস্ত্রজাত সহসা কোষ হইতে নিঃসৃত হইতেছে; অকস্মাৎ দিগ্‌দাহ হওয়ায় শিবাগণ অশিব রব করিতেছে; অশ্বসমুদায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে; এবং ধ্বজপতাকা-পুঞ্জ বায়ু-বিরহেও কম্পিত হইতেছে; এইরূপ বহুতর অমঙ্গল-লক্ষণ নিরীক্ষণে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, অদ্য অবশ্যই

একটা অতিশয় ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইবে। অতএব সকলে সাবধান হইয়া স্ব স্ব আত্মরক্ষায় ও গোধন পরিরক্ষণে যত্নশীল হও! এবং অচিরভাবী হত্যাকাণ্ড প্রতীক্ষায় সৈন্য-সমূহমধ্যে ব্যূহরচনা কর! এই যে মহাধন্বা বীরপুরুষ ক্লীববেশে আগমন করিয়াছেন, ইনি অবশ্যই সর্ব্বাস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ পার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। এই শত্রুতাপন সব্যসাচী একেত স্বভাবতই অমানুষ-বিক্রমশালী, তাহাতে আবার স্বয়ং বাসব-কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হওয়ায় দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত হইয়াছেন; সুতরাং ইনি সমুদয় সুরাসুরগণের সঙ্গেও যুদ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয়েন না; বিশেষত বনবাস-জনিত ক্লেশে বিষমতর রোষ-পরবশ হইয়া আসিয়াছেন; অতএব হে কৌরবগণ! ইহাঁর প্রতিযোগী হইয়া যুদ্ধ করে, আমাদিগের সমস্ত সৈন্যমধ্যে এমন কোন ব্যক্তিই দৃষ্ট হইতেছে না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবদেব পশুপতি, হিমালয়-শিখরে কিরাতবেশ ধারণ-পূর্ব্বক যে পার্থের সহিত যুদ্ধ করিয়া সন্তোষিত হইয়াছেন, মনুষ্যমধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সাহস করিতে পারিবে?

কর্ণ, আচার্য্যকে অর্জ্জুনের এইরূপ প্রশংসা করিতে শুনিয়া কহিলেন, আপনি আমাদিগের সমক্ষে সর্ব্বদাই ফাল্গুনের গুণকীর্ত্তন করত বৃথা শ্লাঘা করিয়া থাকেন; কিন্তু অর্জ্জুন আমার ও দুর্য্যোধনের যোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য হইবেনা।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাধেয়! এই ব্যক্তি যদি যথার্থই অর্জ্জুন হয়, তবেত আমি কৃতকার্য্য হই; কেন না, উহারা প্রকাশিত হওয়ায় সকলেই পুনরায় দ্বাদশ বর্ষ বনে বিচরণ করিবে। অথবা ও যদি ক্লীববেশধারী অন্য কোন প্রাকৃত মনুষ্য হয়, তাহা হইলে, আমি নিশিত শরনিকর দ্বারা উহাকে অনায়াসেই ভূতলশায়ী করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পরন্তপ! ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনের এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা তাঁহার সেই পুরুষকারের বিস্তর প্রশংসা করিলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে অর্জ্জুন, সেই শমীবৃক্ষের সমীপবর্ত্তী হইয়া, মৎস্য-রাজকুমারকে অতীব সুকুমার ও সমরকার্য্যে অনতিদক্ষ নিশ্চয় করিয়া বলিলেন, উত্তর! আমার আদেশক্রমে তুমি এই পত্রপল্লবাদি-সমাকীর্ণ শমীবৃক্ষে আরোহণ করিয়া, উহাতে যে সকল ধনুর্ব্বাণাদি নিবদ্ধ আছে, তৎসমুদায় শীঘ্র আনয়ন কর; কারণ, তোমার এই সামান্য শরাসন-সমস্ত আমার বল সহনে কদাচ সমর্থ হইবে না এবং অশ্বকুঞ্জরাদি বিমর্দ্দন ও শত্রুবিজয়কালে মদীয় বাহুবিক্ষেপ-জনিত গুরুতর ভার বহন করিতেও পারিবে না। হে ভূমিঞ্জয়! যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা এই বৃক্ষে আপন আপন ধনুর্ব্বাণ ধ্বজা ও কবচ-সমস্ত নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিশেষত, অর্জ্জুনের যে মহাবীর্য্য গাণ্ডীবধনুর কথা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে, তাহাও ইহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সুবর্ণ-নির্ম্মিত অসামান্য শরাসন এক হইয়াও শত সহস্র আয়ুধের তুল্য বল ধারণ করে। উহা তালবৃক্ষ-সদৃশ প্রকাণ্ড, অতিশয়-বিমর্দ্দসহ, মসৃণ, বিস্তীর্ণ, অব্রণ, গুরুভার-সহনশীল, অতীব কাঠিন্যযুক্ত অথচ চারুদর্শন, শত্রুসন্তাপন ও রাষ্ট্রবর্দ্ধন; অধিক কি বলিব! সর্ব্বপ্রকার কোদণ্ডমধ্যে গাণ্ডীবই প্রধান। হে উত্তর! যুধিষ্ঠির, ভীম ও নকুল সহদেবের শরাসন সমস্তও গাণ্ডীব-সদৃশ সুদৃঢ় ও বলযুক্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

উত্তর কহিলেন, হে বৃহন্নলে! আমি শুনিয়াছি যে, এই বৃক্ষে একটা মৃতশরীর আবদ্ধ আছে; অতএব আমি রাজপুত্র হইয়া হস্তদ্বারা কিরূপে শব স্পর্শ করিব? ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন, বিশেষত মন্ত্র-ব্রতবিৎ,

মহান্ রাজ-তনয় হইয়া এবম্বিধ অশুচি বস্তু স্পর্শ করা আমার কোন ক্রমে উচিত নহে। হে বৃহন্নলে! তুমি আমাকে মৃতশরীর স্পর্শ করাইয়া শববাহী ব্যাধের ন্যায় অশুচি ও অব্যবহার্য্য করিতে ইচ্ছা কর কেন? বৃহন্নলা উত্তর করিলেন, হে রাজেন্দ্র! তোমার অপবিত্র বা অব্যবহার্য্য হইবার আশঙ্কা নাই; উহা মৃতশরীর নহে, শরাসন-সকল শবাকারে ঐরূপ আবদ্ধ রহিয়াছে। তুমি মৎস্যরাজের পুত্র, মনস্বী এবং অভিজাতকুলে উৎপন্ন; অতএব আমি কি বলিয়া তোমাকে ঘৃণিতকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিব!

অস্বাধীন বিরাট-তনয়, পার্থের এই কথা শুনিয়া রথ হইতে সত্বর অবতরণ-পূর্ব্বক শমীবৃক্ষে আরোহণ করিলে, শত্রুনাশন ধনঞ্জয় রথে থাকিয়া তাঁহাকে আদেশ করিলেন, তুমি বৃক্ষাগ্র হইতে ঐ শরাসন-সমস্ত শীঘ্র উন্মোচন-পূর্ব্বক উহাদের পরিবেষ্টন অপনোদন কর। তাঁহার আজ্ঞানুসারে রাজপুত্র, বিশালবক্ষ পাণ্ডবদিগের মহার্হ চাপ-সমুদায় অবতারণ-পুরঃসর প্রথমত উপরের পরিবেষ্টন পত্র-সকল অপসারণ করিলেন, পরে শস্ত্রাচ্ছাদক বর্ম্ম-গুলি উন্মোচন করিয়া গাণ্ডীব ও আর চারি খানি ধনুক দেখিতে পাইলেন। উদয়কালে গ্রহগণের ন্যায় সেই বিমুচ্যমান ধনুক-সকলের দিব্য প্রভাপুঞ্জ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। হে রাজন্! উত্তর, জৃম্ভনকারী সর্পসমূহ-সদৃশ সেই সমস্ত বৃহদাকার সমুজ্জ্বল শরাসনের ভীষণ রূপ সন্দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ভীত ও লোমাঞ্চিত-কলেবর হইলেন; পরে সকল গুলিই একে একে স্পর্শ করিয়া অর্জ্জুনকে তৎসমুদায়ের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

হে বৃহন্নলে! যাহাতে দশ দশটি কোণে সুশোভিত একশত সুবর্ণ-বিন্দু-বিন্যস্ত হইয়াছে, এই উত্তম ধনুক খানি কাহার? যাহার পৃষ্ঠভাগ সুবর্ণ-চিত্রিত গজসমূহে সমাকীর্ণ এবং পার্শ্ব ও মুষ্টিবন্ধও অতিসুন্দর, এখানিই বা কাহার ধনুক? যে উৎকৃষ্ট শরাসনের পৃষ্ঠদেশে পরিশুদ্ধ-সুবর্ণ-নির্ম্মিত ষষ্টি-সংখ্য ইন্দ্রগোপ কীট যথাস্থানে বিভক্ত হইয়া নিরতিশয় শোভা পাইতেছে, ইহাই বা কাহার? যে-খানির পৃষ্ঠদেশ তেজঃপ্রজ্বলিত তিনটি সৌবর্ণ সূর্য্যে সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে, এই উত্তম শরাসনের অধিকারী কে? এবং যাহা শোভন-বর্ণযুক্ত, বহুতর মণিদ্বারা চিত্রিত ও সৌবর্ণ-শলভ-সমূহে বিভূষিত, এখানিই বা কাহার ধনু? অগ্রভাগে রজত-বিচিত্রিত ও সর্ব্বত্র লোমযুক্ত এই যে সহস্রটি নারাচ হিরণ্ময় তূণে নিহিত রহিয়াছে, এ গুলি কাহার? এই গৃধ্র-পত্রান্বিত, প্রস্তরে তীক্ষ্ণীকৃত, শত শত বার শাণজল-পায়িত, হারিদ্রবর্ণ, লৌহময়, বিশাল বাণ-গুলি কাহার হস্ত-পরিচিত? পঞ্চ শার্দ্দুল-লাঞ্ছিত কাহার এই কৃষ্ণবর্ণ তূণীর, বরাহ-কর্ণের ন্যায় কোটি-বিশিষ্ট দশটি বাণ ধারণ করিতেছে? এই যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পৃথুল শোণিতাশন সপ্তশত সুদীর্ঘ নারাচ দৃষ্ট হইতেছে, এ গুলিই বা কোন্ মহাবীরের কর-পরিচিত? উপরের অর্দ্ধভাগে শুক-পক্ষের ন্যায় হরিদ্বর্ণে বিচিত্রিত এবং নিম্নার্দ্ধে সুবর্ণ-পুঙ্খযুক্ত পীতবর্ণে রঞ্জিত এই শিলাশাণিত লৌহময় শরগুলিই বা কাহার? আবার ব্যাঘ্রচর্ম্মকোষে নিহিত, সুবর্ণ-চিত্রিত-মুষ্টি, পৃষ্ঠভাগে চিত্রিত ভেকী-যুক্ত এবং ভেকী-সদৃশ মুখবিশিষ্ট এই গুরুভারসহ অরাতিগণ-ভয়াবহ বিশাল দিব্য খড়্গখানি কাহার? চিত্রকোষে আবৃত, সুন্দর ফলবিশিষ্ট, পৃথুল, কিঙ্কিণীযুক্ত, পরমনির্ম্মল খড়্গখানি কাহার? নিষধ-দেশোৎপন্ন, হেমমুষ্টি-বিশিষ্ট, দুষ্প্রধর্ষণ ও ভারসাধন যে খড়্গখানি গোচর্ম্মকোষে সমর্পিত রহিয়াছে, এখানিই বা কাহার? সুবর্ণালঙ্কৃত, শাণ-জল-পায়িত, সুদীর্ঘ ও সুন্দরাকৃতি যে খড়্গখানির ছাগচর্ম্ম-নির্ম্মিত কোষ এবং আকাশের ন্যায় উজ্জ্বল-কৃষ্ণবর্ণ ও সুনির্ম্মল প্রভা, ইহার অধিকারী কে? যে খানি পাবকতুল্য-প্রভান্বিত সুতপ্তকাঞ্চনময় কোষে

নিহিত রহিয়াছে, এই শাণ-জল-পায়িত, অতিশয় মসৃণ, শৈকলৌহ-নির্ম্মিত, গুরুভার খড়্গখানিই বা কাহার? হে বৃহন্নলে! আমি এই সমস্ত মহৎ বস্তু সন্দর্শন করিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি; অতএব আমার জিজ্ঞাসানুসারে তুমি বিশেষ করিয়া সকলের বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

বৃহন্নলা কহিলেন, তুমি প্রথমেই যে সুবর্ণ-বিভূষিত, শক্রসেনা-সংহারক, শরাসনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, উহাই সেই সর্ব্বায়ুধ-প্রধান, এক হইয়াও শত সহস্র ধনুকের তুল্য, নানা-বর্ণে বিচিত্রিত, মসৃণ, অব্রণ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, ভুবন-বিখ্যাত গাণ্ডীব; এক্ষণে ঐ পরমায়ুধের অধিকারী অর্জ্জুন। উহার সাহায্যে পার্থ, দেবলোক ও মনুষ্যলোককে সমরে পরাভূত করেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ বহু বৎসর পর্য্যন্ত ঐ গাণ্ডীবের সেবা করিয়াছিলেন। প্রথমে ব্রহ্মা উহাকে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আপন হস্তগত রাখেন; পরে প্রজাপতি পাঁচশত তিন বৎসর, ইন্দ্র পঞ্চাশীতি বৎসর, চন্দ্র পঞ্চশত বৎসর এবং বরুণ শত বৎসর পর্য্যন্ত ধারণ করেন। তদনন্তর পৃথানন্দন শ্বেতবাহন ঐ সুরনর-পূজিত, বৃহদাকার, মহাবীর্য্য, অনুত্তম, চারুদর্শন, দিব্য শরাসন জলাধিপের নিকটে প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চষষ্টি বৎসর ব্যবহার করেন। হে বিরাট-তনয়! শোভন পার্শ্বযুক্ত, সুবর্ণ-মণ্ডিত যে ধনুকখানি দেখিতেছ, উহা ভীমসেনের। উহাদ্বারা ভীম সমস্ত প্রাচীদিক্ জয় করেন। যেখানি ইন্দ্রগোপ কীটে লাঞ্ছিত হওয়ায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, ঐ উৎকৃষ্ট শরাসন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের। যাহাতে তেজঃ-প্রজ্বলিত সৌবর্ণ সূর্য্যসকল উদ্ভাসমান রহিয়াছে, ঐ সুশোভিত ধনুকখানি নকুলের। আর যে কার্ম্মুকখানি সৌবর্ণ-শলভে বিভূষিত এবং সুবর্ণে বিচিত্রিত, উহা সহদেবের। হে বিরাট-নন্দন! ঐ ক্ষুর-সন্নিভ, লোমবাহী সহস্রটি নারাচ অর্জ্জুনের। সেই বীরের সমর-সময়ে ঐ আশীবিষ-বিষোপম শীঘ্রগামী বাণগুলি তেজদ্বারা সমধিক প্রজ্বলিত হয়, এবং কোন মতে ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া শত্রুকুল নিপাতিত করিতে থাকে। ঐ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, স্থূল অথচ দীর্ঘ, সুশাণিত, শত্রুক্ষয়কারী শরগুলি ভীমসেনের। পঞ্চ শার্দ্দূলে চিহ্নিত, এবং হেমপুঙ্খযুক্ত হারিদ্রবর্ণ নিশিত শরসমূহে পরিপূর্ণ যে তূণ দৃষ্ট হইতেছে, উহা নকুলের। ঐ তূণের সাহায্যে ধীমান্ মাদ্রী-নন্দন সমরে সমগ্র পশ্চিমদিক্ পরাজয় করেন। বহুতর চিত্র-ক্রিয়াযুক্ত, ভাস্কর-সদৃশ তেজস্বী, সকল-রিপুকুল-ধ্বংসকারী শরগুলি সহদেবের। এবং যে গুলি বিলক্ষণ তীক্ষ্ণ, শাণজল-পায়িত, দীর্ঘপত্রযুক্ত, হেমশৃঙ্গ-বিশিষ্ট ও ত্রিপর্ব্বান্বিত, উহারা রাজা যুধিষ্ঠিরের কর-পরিচিত। অপিচ, সংগ্রামে গুরুভারসহ, সুদৃঢ়, পৃষ্ঠভাগে চিত্রিত-ভেকীযুক্ত এবং ভেকী-সদৃশ-মুখবিশিষ্ট যে বিশাল খড়্গখানি ব্যাঘ্রচর্ম্মকোষে নিহিত রহিয়াছে, উহা অর্জ্জুনের। অতিমাত্র বিমর্দ্দসহ, শত্রুগণ-ভয়াবহ, বৃহদাকার, দিব্য খড়্গখানি ভীমের। চিত্রকোষে রক্ষিত হেমমুষ্টি-বিশিষ্ট পরমোৎকৃষ্ট মসৃণ খড়্গখানি ধীসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের। যাহা বিচিত্র সীবনযুক্ত ছাগচর্ম্ম-কোষে নিহিত রহিয়াছে, ঐ গুরুভারসহ সুদৃঢ় নিস্ত্রিংশ খানি নকুলের। এবং যেখানি গোচর্ম্মকোষে সমর্পিত আছে, ঐ সর্ব্বভারসহ, দৃঢ় ও বিশাল খড়্গ সহদেবের।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

উত্তর কহিলেন, আশুকারী মহাত্মা পাণ্ডবদিগের এই সুবর্ণবিকৃত আয়ুধগুলি অতিমনোহর-রূপে প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু সেই সর্ব্বশত্রু-বিনাশন কুরুকুল-প্রধান মহানুভব যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব কোথায় আছেন? তাঁহারা অক্ষক্রীড়ায় রাজ্যচ্যুত হইয়া যে কোন্ স্থানে গমন করিয়াছেন, তাহা আর কোনক্রমে শ্রুত হওয়া যায় না।

আমরা ইহাও শুনিয়াছি যে, স্ত্রীরত্নভূতা দ্রুপদাত্মজা কৃষ্ণাও সেই দ্যূত-পরাজিত পাণ্ডবদিগের সমভিব্যাহারে তৎকালে বনে গিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনিই বা কোথায় রহিলেন?

অর্জ্জুন কহিলেন, আমিই পৃথানন্দন অর্জ্জুন; আর কঙ্কনামে যিনি তোমাদিগের সভাসদ্ হইয়া আছেন, তিনি যুধিষ্ঠির; যিনি তোমার পিতার সূপকার বল্লব, তিনিই ভীমসেন; অশ্ববন্ধ নকুল; গোপাধ্যক্ষ সহদেব; এবং যাঁহার নিমিত্তে কীচকেরা বিনষ্ট হয়, সেই সৈরিন্ধ্রীই দ্রৌপদী। তখন উত্তর কহিলেন, আমি পূর্ব্বে অর্জ্জুনের যে দশটি নাম শ্রবণ করিয়াছি, যদি সেই নামগুলি তুমি বলিতে পার, তাহা হইলে তোমার সকল কথাই প্রত্যয় করি।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভাল ভাল! আমার যে দশটি নাম আছে, তোমার নিকটে তাহা বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে তৎসমুদায় শ্রবণ কর। সে দশটি নাম এই; অর্জ্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয়।

উত্তর কহিলেন, আপনি কি কারণে বিজয়নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, কিহেতু শ্বেতবাহন নাম ধারণ করিয়াছেন, কি জন্য কিরীটী-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কি প্রকারে সব্যসাচী হইয়াছেন, এবং কি নিমিত্তেই বা অর্জ্জুন, ফাল্গুন, কৃষ্ণ, জিষ্ণু, বীভৎসু ও ধনঞ্জয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় আমার নিকটে যথার্থরূপে বর্ণন করুন। সেই বীরের নাম সমস্ত যে যে কারণে হইয়াছিল, সে সকলই আমার শ্রুতিগোচর আছে; অতএব আপনি যদি সেই সকল কারণ আমার নিকটে নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তাহা হইলেই আপনকার সমুদায় বাক্যে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিতে পারে।

অর্জ্জুন কহিলেন, সমস্ত জনপদ জয় করিয়া, কেবল ধন-মাত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করাতে আমার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে। আমি যুদ্ধে গমন করিলে, সমর-দুর্ম্মদ অরাতিদিগকে পরাভূত না করিয়া আর প্রতিনিবৃত্ত হই না; এই নিমিত্তই লোকে আমাকে বিজয় বলিয়া থাকে। সংগ্রামস্থলে আমার রথে কাঞ্চন-কবচ-সমাচ্ছাদিত শ্বেতবর্ণ অশ্বসকল সংযোজিত হওয়াতে আমি শ্বেতবাহন বলিয়া খ্যাত হইয়াছি। হিমালয়পৃষ্ঠে দিবাভাগে উত্তরফল্গুনী ও পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের সন্ধিকালে আমার জন্ম হওয়ায় আমি ফাল্গুন নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্বে যৎকালে দানবেন্দ্রদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন দেবরাজ ইন্দ্র আমার মস্তকে সূর্য্যসম-সমুজ্জ্বল কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন; সেই নিমিত্তই সকলে আমাকে কিরীটী বলিয়া থাকে। যুদ্ধ করিতে করিতে আমি কখন বীভৎস অর্থাৎ ঘৃণিত কর্ম্ম করি না বলিয়া দেব ও মনুষ্য-মণ্ডলীমধ্যে বীভৎসুনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছি। আমার উভয় হস্তই গাণ্ডীব-বিকর্ষণে সমর্থ; সুতরাং সব্য অর্থাৎ বামহস্তদ্বারাও জ্যাকর্ষণাদি করাতে আমার নাম সব্যসাচী হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীমধ্যে আমার সদৃশ কাহারও বর্ণ না থাকায় এবং সর্ব্বদা বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় লোকে আমাকে অর্জ্জুন বলিয়া থাকে। আমি দেবরাজ ইন্দ্রের আত্মজ; সুতরাং মনুষ্যমধ্যে কেহই আমাকে ধর্ষিত বা পরাভূত করিতে পারে না, বরং আমিই সকলের দমন করিয়া থাকি; এই নিমিত্তই দেব ও মনুষ্য-সমাজে জিষ্ণুনামে বিশ্রুত হইয়াছি। আর উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় আমি পিতার প্রিয়পাত্র ছিলাম; এই নিমিত্ত বালককালেই তিনি আমার নাম কৃষ্ণ রাখিয়াছিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বিরাটতনয়, অর্জ্জুনের সমীপবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন-পুরঃসর আত্মপরিচয় প্রদান করত বলিলেন, হে মহাবাহো! আমারও দুইটি নাম আছে; ভূমিঞ্জয় ও উত্তর। হে নাগরাজকর-সদৃশ, লোহিতাক্ষ, ধনঞ্জয়! আ-

পনকার শোভন আগমন হইয়াছে; আমি ভাগ্য-ক্রমে অদ্য আপনকার সন্দর্শন-লাভ করিলাম; এক্ষণে প্রার্থনা করি, আমি অজ্ঞান-বশত আপনাকে যাহা কিছু বলিয়াছি, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সে সমস্ত মার্জ্জনা করুন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আপনি যে সমস্ত আশ্চর্য্য-জনক সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন, তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া সম্প্রতি আমার সকল ভয় অপগত হইয়াছে, এবং আপনকার প্রতি পরম প্রীতি জন্মিয়াছে।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

উত্তর কহিলেন, হে বীর! আপনি এই মনোরম রথে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক আমাকে সারথি করিয়া কোন্ সৈন্যশ্রেণীমধ্যে প্রবেশ করিবেন, আমি কোন্‌দিকে রথ-চালনা করিব, আজ্ঞা করুন। অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষসিংহ! তোমার এই কথায় আমি প্রীত হইলাম; হে সমর-বিশারদ মহাবাহো! তোমার কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই; আমি সংগ্রামে তোমার সমুদয় শত্রুদিগকে এখনি নিপীড়িত করিতেছি; তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সুস্থির হইয়া সন্দর্শন কর, আমি অরাতিবর্গের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কিরূপ ভয়ানক ব্যাপার সমাধান করি। সম্প্রতি শীঘ্র করিয়া আমার ঐ তূণীর-সমস্ত এবং সুবর্ণ-মার্জ্জিত ঐ নিস্ত্রিংশখানি সংগ্রহ-পূর্ব্বক রথোপরি স্থাপন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া উত্তর তৎক্ষণমাত্র তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রাদি গ্রহণ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরাদির আয়ুধ-সমুদায় পুনরায় যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, আমি কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিব এবং অবলীলাক্রমে তোমার পশুকুল জয় করিয়া লইব। মদীয় বাহুবল-পরিরক্ষিত এই রথোপস্থ তোমার পক্ষে নগরতুল্য হইবে। ইহার যুগ চক্রাদি অঙ্গ-সমুদায় নগর-বিন্যস্ত গৃহরাজিস্বরূপ, মদীয় বাহুযুগল প্রাকারস্থ তোরণস্বরূপ, ধনুর্মৌর্ব্বী পয়ঃপ্রণালীস্বরূপ এবং নেমিনির্ঘোষ দুন্দুভি-নিনাদ-স্বরূপ হইবে। ত্রিদণ্ড অর্থাৎ অশ্বারোহ, গজারোহ ও রথী এই ত্রিবিধ সৈন্যদিগের তূণ-সমূহদ্বারা নগর যেমন সমাকীর্ণ হয়, তদ্রূপ এই রথোপস্থও ত্রিদণ্ডাস্ত্র ও তূণদ্বারা সমাকীর্ণ হইবে। নগর যেমন বহুতর ধ্বজ-নিকরে পরিব্যাপ্ত থাকে, ইহাও সেইরূপ হইবে। অপিচ নগরের দৃঢ়তা-সম্পাদনে পর-জিঘাংসা-নিমিত্ত চিত্তবৃত্তি যেমন প্রয়োজিকা হয়, ইহাতেও তদ্রূপ হইবে। ফলত সংগ্রামে গাণ্ডীব কোদণ্ড হস্তে লইয়া আমি যে রথে অধিষ্ঠান করিয়াছি, তাহা আর কোন প্রকারে শত্রু-সেনানীগণের বিজিত হইবার বিষয় নহে; অতএব হে বিরাট-তনয়! তোমার ভয় দূর হউক।

উত্তর কহিলেন, সাক্ষাৎ ইন্দ্র বা উপেন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও আপনি যে সুস্থির থাকিতে পারেন, তাহা আমি উত্তমরূপে জানি; সুতরাং কুরুদিগের হইতে আমার আর শঙ্কার প্রসক্তি কি? তবে, আপনি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত হইয়াও কোন্ কর্ম্মবিপাকে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই চিন্তাতেই আমি বিমুগ্ধ হইতেছি; বিশুদ্ধ ধীষণা-সম্পত্তি না থাকায় কোন প্রকারেই আমার এ সংশয়ের অপনোদন হইতেছে না; গন্ধর্ব্বরাজ-সদৃশ আপনাকে আমি কেবল ইহাই বোধ করিতেছি, যেন আপনি সাক্ষাৎ শূলপাণি বা শতক্রতু ক্লীববেশে বিচরণ করিতেছেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো রাজকুমার! তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি ক্লীব নহি, কেবল জ্যেষ্ঠের নিয়োগানুসারেই পরাধীন ও ধর্ম্মানুগত থাকিয়া এইরূপ ব্রতচর্য্যা অবলম্বন করিয়াছিলাম, সম্প্রতি সমাপ্ত হওয়ায় সেই ব্রতভার হইতে উত্তীর্ণ হইলাম।

উত্তর কহিলেন, হে নরোত্তম! পূর্ব্বে আমি "ঈদৃশ সৎপুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি কখনই ক্লীব-

রূপ হইতে পারেন না” এই যে বিতর্ক করিয়াছিলাম, অদ্য আপনি নিজ-পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক আমার সেই বিতর্ক সত্য করিয়া পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমার সমস্ত ভয় বিনষ্ট হইল; এক্ষণে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন। আপনকার সহায়তা লাভ করিয়া আমি আর অমরসহ সমর করণেও পরাঙ্মুখ নহি। হে পুরুষ-প্রবর! আমি উপযুক্ত লোকের নিকটে সারথ্যকর্ম্মে সুশিক্ষিত হইয়াছি; অতএব সম্প্রতি আপনকার শক্র-রথ-বিভঞ্জক অশ্বসমস্ত সংগ্রহ করিব। হে নরপুঙ্গব! বাসুদেবের দারুক এবং ইন্দ্রের মাতলি যেমন সারথ্যকর্ম্মে অসামান্য নৈপুণ্যশালী, আমাকেও সেইরূপ সুশিক্ষিত জানিবেন। কৃষ্ণের রথ-যোজিত সুগ্রীব, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও বলাহক নামে যে ঘোটক-চতুষ্টয় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, আমার এই বাহনগুলিও তাহাদিগের তুল্য-বল। ঐ যে অশ্বটি অগ্রিম দক্ষিণ ধুর্ বহন করিতেছে, উহা সুগ্রীবের সদৃশ; ধাবন-সময়ে ও যেরূপে ভূমিতে পাদনিক্ষেপ করে, তাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। আর অগ্রিম বাম ধুর্‌বাহী যে পরম রমণীয় অশ্বটি সন্দর্শন করিতেছেন, মেঘপুষ্পের সহিত উহার গতিশক্তির তুলনা করা যায়। কাঞ্চন-কবচাচ্ছন্ন যে তুরঙ্গমটি বামপার্ষ্ণি বহন করিতেছে, আমার বিবেচনায় উহা, বেগে শৈব্যের তুল্য এবং বলে তদপেক্ষাও অধিক। অপিচ যে ঘোটকটি দক্ষিণপার্ষ্ণিতে সংযোজিত আছে, বেগ-বিষয়ে উহাকে বলাহক অপেক্ষাও অধিক বীর্য্যশালী বোধ হয়। অধিক আর কি বলিব, আমার এই রথখানি আপনাকেই বহন করিবার উপযুক্ত এবং আপনিও এই রথে আরোহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করণের যোগ্য পাত্র।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু, বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন ভুজযুগল হইতে বলয়-সকল উন্মোচন-পূর্ব্বক তথায় দুন্দুভি-সদৃশ নিনাদযুক্ত বিচিত্র তল অর্থাৎ জ্যাঘাত নিবারণার্থে প্রকোষ্ঠোপরি আবদ্ধ চর্ম্মপট্টিকা-দ্বয় ধারণ করিলেন, পরে কৃষ্ণবর্ণ কুটিল কুন্তলজাল শ্বেতবর্ণ বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া এবং শুচি ও সংযত-চিত্ত হইয়া রথের উপরেই পূর্ব্বমুখে অবস্থিত অস্ত্র-সকলকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহারাও তৎক্ষণমাত্র আবির্ভূত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিল, হে মহানুভাব পাণ্ডুনন্দন! আপনকার এই কিঙ্করেরা উপস্থিত। তখন ধনঞ্জয় তাহাদিগকে প্রণতি-পূর্ব্বক “আপনারা সকলে আমার মনোমধ্যে বিরাজ করুন” এই বলিয়া প্রহৃষ্ট-বদনে অস্ত্র-সকল গ্রহণ করিয়া বলসহকারে গাণ্ডীবে জ্যারোপণ ও টঙ্কারধ্বনি করিলেন। শৈলোপরি শৈল-নিক্ষেপের ন্যায় গাণ্ডীবের সেই নির্ঘাত নির্ঘোষে একবারে দশদিক্ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। প্রবল-বেগে বায়ুসঞ্চার, ঘন ঘন উল্কাপাত এবং দিঙ্মণ্ডলে অন্ধকার হইল। বিহঙ্গ-সকল ত্রাসযুক্ত হইয়া আকাশপথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল এবং বনস্পতি-সকল বিকম্পিত হইয়া উঠিল। বজ্র-বিস্ফোটের ন্যায় সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়াই কৌরবেরা জানিতে পারিলেন যে, অর্জ্জুন রথস্থ হইয়া বাহু-যুগলদ্বারা ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবে টঙ্কার দিলেন।

এদিকে উত্তর অর্জ্জুনকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ কৌন্তেয়! আপনি সহায়-হীন হইয়া একাকী কিরূপে এই সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ বিপুল-সহায়-সম্পন্ন মহারথ কৌরবদিগকে যুদ্ধে জয় করিবেন, এই চিন্তাতেই শঙ্কিত হইয়া আমি আপনকার অগ্রে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন পার্থ গম্ভীর স্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন, হে বীর! তুমি ভীত হইও না; দেখ, আমি ঘোষযাত্রায় যৎকালে মহাবল গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? সেই দেবদানব-সমাকুল ভয়ঙ্কর খাণ্ডব-যুদ্ধেই বা কোন্ ব্যক্তি আমার সহকারী ছিল? দেবরাজের কার্য্যার্থে আমি যখন মহা-বল-সম্পন্ন নিবাতকবচ ও পৌলোম-দৈত্যদিগের

সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায়তা করিয়াছিল? এবং পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর-সময়ে যখন অশেষ রাজন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখনই বা কাহার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম? হে বৎস! শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, পাবক, বাসুদেব ও পিনাকপাণির নিকটে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াও আমি কি ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইব? অতএব সে নিমিত্ত তোমার কোন চিন্তা নাই; তুমি নিরুদ্বেগে শীঘ্র আমার রথ চালনা কর।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন মহারথ ধনঞ্জয় উত্তরকে সারথ্যকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া প্রথমত শমীবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন, পরে অস্ত্র-শস্ত্রসকল সংগ্রহ-পূর্ব্বক রথ হইতে সেই সিংহধ্বজ অপনীত করত শমীমূলে রাখিয়া এবং বিশ্বকর্ম্ম-বিহিত দৈবী-মায়া, অর্থাৎ আশ্চর্য্যময় কপিধ্বজ, রথোপরি যোজনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি পাবকের প্রসাদ-লব্ধ সেই সিংহলাঙ্গুল-সমন্বিত, কাঞ্চনময় বানরধ্বজটি মনে মনে যেমন চিন্তা করিলেন, অমনি অগ্নিদেব তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ভূতগণকে ধ্বজোপরি যোজিত করিয়া দিলেন এবং তাহা অন্তরীক্ষ হইতে সেই পতাকান্বিত, বিচিত্রাঙ্গ, তূণ-যুক্ত, মহাবেগশালী, দিব্যরূপ, মনোহর মহারথে শীঘ্র পতিত হইল। তখন অরিমর্দ্দন বলবান্ কুন্তীনন্দন শ্বেতবাহন বীভৎসু কপিধ্বজকে রথোপরি আগত দেখিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন; অনন্তর সেই মহাকপি-লাঞ্ছিত রথে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক গোধা ও অঙ্গুলিত্রাণ পরিধান এবং শরাসন গ্রহণ করিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিতে করিতে শত্রুদিগের লোমাঞ্চকর বিপুল-শব্দযুক্ত মহাশঙ্খ বল-পূর্ব্বক নিনাদিত করিতে লাগিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার বেগবন্ত তুরগ-চতুষ্টয় অমনি জানু অবলম্বন করিয়া মহীতলে পতিত হইল এবং উত্তরও মহাভীত হইয়া রথপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। তখন অর্জ্জুন স্বয়ং বল্গা গ্রহণ-পূর্ব্বক অশ্বদিগকে উঠাইয়া এবং যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া উত্তরকে আলিঙ্গন ও নানা প্রকার আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, হে পুরুষ-প্রবীর! হে শত্রুসন্তাপকারিন্! তুমি সহজেই ক্ষত্রিয়, তাহাতে আবার প্রধান রাজপুত্র; অতএব বীরকুলে উৎপন্ন হইয়া কি নিমিত্ত শত্রুমধ্যে বারম্বার এইরূপ শঙ্কাকুলিত এবং বিষাদ-প্রাপ্ত হইতেছ? তুমি নিঃসন্দেহ বহুতর শঙ্খনাদ, ভেরীশব্দ এবং সৈন্যব্যূহস্থিত করিগণের প্রচণ্ড বৃংহিতরব শ্রবণ করিয়া থাকিবে; এক্ষণে শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় এরূপ হতচিত্ত ও বিত্রস্ত হইলে কেন?

উত্তর উত্তর করিলেন, মহাশয়! আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য বটে; আমি পূর্ব্বে বহুবিধ শঙ্খধ্বনি, ভেরীশব্দ এবং সৈন্যব্যূহস্থিত হস্তিগণের ভয়ঙ্কর নিনাদ শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু ঈদৃশ অলৌকিক শঙ্খশব্দ ও ধনুকের জ্যানির্ঘোষ কখনই আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই এবং ঈদৃক্ অদ্ভুত ধ্বজপতাকাও কদাচ দৃষ্টিপথের পথিক হয় নাই। এই শঙ্খশব্দ, সায়ক-নিস্বন, ধ্বজবাসী ভূতগণের অমানুষ নিনাদ এবং রথনেমি-ধ্বনিতে আমার মন সাতিশয় বিমুগ্ধ হইয়াছে; কোন্‌টা দিক্ কোন্‌টা বা বিদিক্ কিছুই স্থির নাই; সকল বিষয়েই যেন ভ্রান্তি জন্মিতেছে; হৃদয় অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে; ধ্বজপতাকা-নিচয়ে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হওয়ায় দৃষ্টিপথ সংকীর্ণ হইয়াছে; এবং ভৈরব গাণ্ডীবরবে শ্রবণ-বিবরও বধির হইয়া গিয়াছে।

অর্জ্জুন কহিলেন, উত্তর! তুমি শঙ্কাশূন্য হইয়া রথের উপর দৃঢ়তররূপে পদদ্বয় করিয়া থাক, এবং বিলক্ষণ বল-পূর্ব্বক অশ্বরশ্মি সংযমন কর, আমি পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা

অধিকতর বলসহকারে যখন শত্রুদিগের হৃদয়-বিদারক এবং সুহৃদ্বর্গের হর্ষবর্দ্ধক ভীষণ শঙ্খনাদ করিলেন, তখন গিরি, গুহা ও দিক্ সমুদায় যেন বিদীর্ণ প্রায় হইয়া উঠিল, এবং উত্তরও সেইরূপ স্তব্ধ হইয়া রথ-প্রান্তে উপবেশন করিলেন। শঙ্খশব্দে, রথনেমিনিস্বনে এবং গাণ্ডীব-নির্ঘোষে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল। মহানুভব ধনঞ্জয় উত্তরকে শঙ্খশব্দদ্বারা রথোপরি পূর্ব্ববৎ বিহ্বল হইতে দেখিয়া পুনরায় সান্ত্বনা করিতে থাকিলেন।

এদিকে দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধনকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে বিশাম্পতে! যখন এতাদৃশ ভীষণ রথ-নির্ঘোষ শ্রুত হইতেছে, অকাণ্ডে মেঘমণ্ডলের আবির্ভাব হইতেছে, এবং পৃথিবী প্রকম্পিতা হইতেছে, তখন এই সমাগত ব্যক্তিকে সব্যসাচী ব্যতীত অন্য কোন সামান্যলোক বলিয়া বোধ করা যায় না। দেখ, অস্মদাদির অস্ত্রশস্ত্র-সমস্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে; অশ্বগণ বিষণ্ণ হইতেছে; অগ্নিসকল বিলক্ষণ সমিদ্ধ হইয়াও প্রকৃষ্টরূপে প্রদীপ্ত হইতেছে না; হস্তী উষ্ট্রপ্রভৃতি মৃগযূথ আদিত্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর রব করিতেছে; এবং কাক-সমস্ত রথধ্বজে উপবেশন করিতেছে। এ সকল ব্যাপার কদাচ শুভজনক নহে। ঐ সকল শকুনগণ আমাদিগের দক্ষিণদিক্ দিয়া সঞ্চরণ করত কেবল ভাবিশঙ্কারই সূচনা করিতেছে। ঐ যে শৃগালটা অশিব রব করিয়া এক একবার সৈন্যমধ্যে প্রধাবিত হইতেছে, আবার বিনা আঘাতেই পুনরায় নিষ্ক্রমণ করিতেছে ও কেবল "মহত্তর উপস্থিত" ইহাই জানাইতেছে। বিশেষত দেখিতেছি, তোমরাও সকলে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়াছ। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এ যুদ্ধে বহুল ক্ষত্রিয়গণের প্রাণ-বিনাশের সম্ভাবনা। হে মহীপতে! যখন জ্যোতিঃ পদার্থ-সকল নিষ্প্রভ হইতেছে, পশু পক্ষিসমস্ত দারুণ ভাব ধারণ করিয়াছে, যোধগণ প্রদীপ্ত উল্কাপাতে বিক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইতেছে, বাহনগণ বিষণ্ণভাবে রোদন করিতেছে, সৈন্যের চতুষ্পার্শ্বে গৃধ্রসকল মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং ক্ষত্রিয়-বিনাশকর পূর্ব্বোক্ত বিবিধ বিষমতর উৎপাত-লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, তখন আর কোন প্রকারে আমাদিগের ভদ্র নাই। বোধ হয় সৈন্যগণকে পার্থবাণে প্রপীড়িত দেখিয়া অবশ্যই তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। ঐ দেখ, সৈনিকেরা এখনি যেন পরাভূতপ্রায় হইয়া যুদ্ধ করণে অনিচ্ছুর ন্যায় প্রতীত হইতেছে এবং সকলেরই মুখগ্লানি ও চিত্তগ্লানি সংলক্ষিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে গোধন-সকল প্রেরণ-পূর্ব্বক আমাদিগের ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকা উচিত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সমরোদ্দেশে ভীষ্ম, রথিপ্রবর দ্রোণ ও মহাবলসম্পন্ন কৃপকে কহিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে আমি ও কর্ণ উভয়েই আচার্য্যকে যে বিষয় বলিয়াছিলাম, তাহাতে পর্য্যাপ্তি না হওয়ায় পুনরায় বিশেষ করিয়া তাহাই বলিতেছি। দেখুন, যখন আমার সহিত যুধিষ্ঠিরের পাশক্রীড়া হয়, তৎকালে এই পণ নিরূপিত হইয়াছিল যে, তাহারা পরাজিত হইলে দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস করিবে। সম্প্রতি তাহাদিগের অজ্ঞাতবাসের সেই ত্রয়োদশ বর্ষ চলিতেছে; অদ্যাপি পণিত সময় অতীত হয় নাই; তথাপি অর্জ্জুন আসিয়া যুদ্ধার্থে আমাদিগের সহিত মিলিত হইল। সুতরাং নির্ব্বাসনকাল সমাপ্ত না হইতে যদি অর্জ্জুনই উপস্থিত থাকে, তবে অবশ্যই পাণ্ডবদিগকে পুনরায় দ্বাদশ বর্ষ বনে যাইতে হইবে। পরন্তু অজ্ঞাতবাসের সময় অতীত হইয়াছে কি না, ইহা তাহারাই লোভ বশত জানিতে না পারিয়া থাকুক, কিম্বা আমাদিগেরই ভ্রম হউক, উভয়ই সম্ভব হইতে পারে। অতএব ভীষ্ম তদ্বিষয়ের ন্যূনাতিরেক নির্ণয় করুন; কারণ, কোন বিষয়ে

দ্বৈধ উপস্থিত হইলে নিয়তই সংশয় জন্মে; এবং যে বিষয় একপ্রকার নিশ্চিত হয়, তাহাতে প্রকারান্তর ঘটনা হওয়াও অসম্ভাবিত নহে; বিশেষত স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরও মোহ জন্মিয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা উত্তর গোগ্রহে অভিলাষী হইয়া মৎস্য-সৈন্যদিগের সহিত সমরোৎসুক রহিয়াছি, ইতিমধ্যে যদি অর্জ্জুন আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া যুদ্ধার্থে আগত হইয়া থাকে, তবে আমরা আর কাহার নিকট অপরাধী হইব? দেখুন, আমরা কেবল ত্রিগর্ত্তদিগের কার্য্যানুরোধেই মৎস্যদিগের সহিত যুদ্ধ করণার্থে এস্থলে সমাগত হইয়াছি। তাহারা মৎস্যগণ হইতে বহুপ্রকার অপকার প্রাপ্ত হওয়ায় ভীত হইয়া আমাদিগের নিকটে তৎসমুদায় কীর্ত্তন-পূর্ব্বক তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল এবং আমরাও তৎপ্রদানে স্বীকৃত হইয়া তাহাদিগের সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম যে, তাহারা প্রথমে সপ্তমী তিথিতে অপরাহ্লে বিরাটের দক্ষিণ গোষ্ঠে গিয়া বহুল গোধন আক্রমণ করিবে, পরে মৎস্যরাজ তাহাদের প্রতিপক্ষে তথায় যুদ্ধযাত্রা করিলে আমরাও অষ্টমীতে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র উত্তরগোষ্ঠে আসিয়া গো-সকল অপহরণ করিব। সম্প্রতি হয় ত সেই ত্রিগর্ত্ত-সৈনিকেরা গোকুল জয় করিয়া আমাদিগের সহিত মিলিতে আসিতেছে, না হয়, পরাজিত হইয়া মৎস্যপতির সহিত সন্ধি করিবার মানসে আমাদিগকে মধ্যস্থ করিতে আগত হইতেছে; অথবা মৎস্যরাজ ভীষণ সৈন্য-সমুদায়ে সমবেত হইয়া জানপদগণ সমভিব্যাহারে ত্রিগর্ত্তদিগকে দূরীকরণ-পূর্ব্বক রাত্রি থাকিতে থাকিতেই গৃহে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদের সহিত যুদ্ধার্থে এস্থলে প্রস্থিত হইয়াছেন; তাঁহার সেনানীগণমধ্যে কোন এক মহাবীর কি স্বয়ং তিনিই অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, তখন বিরাট বা অর্জ্জুন যে কেহই সমাগত হউন, অবশ্যই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। অতএব এসময়ে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ বিকর্ণ অশ্বত্থামা-প্রভৃতি মহারথ নরবরেরা কি নিমিত্ত বিচলিত-চিত্ত হইয়া রহিয়াছেন? সকলেই একযোগ হইয়া মনোনিবেশ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করুন; কেননা যুদ্ধ ব্যতিরেকে এক্ষণে আর কিছুতেই শ্রেয় নাই। যদ্যপি এখন অমররাজ স্বয়ং আসিয়া আমাদিগের কর্ত্তৃক অপহৃত গোধন-রক্ষার্থে সমরে প্রবৃত্ত হয়েন অথবা সাক্ষাৎ দণ্ডধর দণ্ড ধরিয়া যুদ্ধ করেন, তথাপি আমাদিগের কোন্ ব্যক্তি হস্তিনায় ফিরিয়া যাইতে পারে? পদাতিবর্গ-মধ্যে যদি কেহ গহন বনে পলাইবার চেষ্টা করে, তবে তৎক্ষণমাত্র এই সুতীক্ষ্ণ শরনিকরদ্বারা তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। তবে, অশ্বারোহগণমধ্যে কেহ পলায়নপর হইলে কথঞ্চিৎ জীবিত থাকিলেও থাকিতে পারে। ফলত অশ্বের হেষারব শ্রবণ করিয়া দ্রোণ, সকলের চিত্তই বিচলিত করিয়া দিয়াছেন; অতএব সংপ্রতি তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া যাহাতে সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া না যায়, আপনারা সেইরূপ নীতি-বিধান করুন। আমাদিগকে ভগ্নোৎসাহ করাই যে পাণ্ডবদিগের অভিপ্রেত, বোধ হয় আচার্য্য তাহা অবগত আছেন, এই নিমিত্তই উনি আমাদিগের মনে ভয় সঞ্চার করিয়া দিতেছেন; বিশেষত অর্জ্জুনের প্রতি উহাঁর যে অধিকতর সংপ্রীতি আছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে; নতুবা তাহাকে আসিতে দেখিয়াই এরূপ প্রশংসা করিবেন কেন? সৈনিকেরা যে এত বিচলিত হইয়াছে, ঐ সম্ভবাতিরিক্ত অর্জ্জুন-প্রশংসাই তাহার কারণ। অতএব এসময়ে আপনারা এরূপ কোন নীতিবিধান করুন, যাহাতে আমার যোধগণ বিভ্রান্ত বা উৎসাহ-শূন্য হইয়া না পড়ে। উহারা একে বিদেশে আসিয়াছে, তাহাতে এই মহারণ্য, আবার গ্রীষ্মকাল; সুতরাং ভয় প্রদর্শনে ভগ্নোদ্যম হইলে অবশ্যই শত্রুদিগের বশীকৃত হইতে পারে। পাণ্ডবেরা যে আচার্য্যের প্রিয়পাত্র

তাহার কথা আর কি বলিব? তাহা না হইলে কে কোথায় বাহনের শব্দ শুনিয়াই যোদ্ধাকে প্রশংসা করিয়া থাকে? অশ্বেরা ত স্বভাবত বিশ্রাম বা ধাবন সময়ে প্রায়ই হেষারব করে; পবনও সর্ব্বদাই বহন করিয়া থাকে; দেবরাজও সময়ে সময়ে বারি বর্ষণ করেন এবং মেঘের শব্দও মধ্যে মধ্যে শ্রুতিগোচর হয়; ইহাতে পার্থের কি পুরুষার্থ প্রকাশিত হইল, কি নিমিত্তেই বা তাহার এত প্রশংসা হইতেছে? এ বিষয়ে কেবল আচার্য্য মহাশয়ের অর্জ্জুনের পক্ষে কল্যাণ কামনা এবং আমাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দ্বেষ বা রোষ ব্যতীত আর কোন কারণই উপলব্ধ হয় না। আচার্য্যেরা যে কারুণিক, প্রাজ্ঞ ও উপায়দর্শী এ কথা সত্য বটে; কিন্তু মহাভয়ঙ্কর বিষয় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের নিকট কদাচ পরামর্শ লওয়া উচিত নহে। পণ্ডিতেরা, উপবন মধ্যে অথবা সুরম্য হর্ম্ম্যোপরি সভা হইলে, তথায় আশ্চর্য্যরূপ বক্তৃতা করিতে পারেন, এবং জন-সমাজে বিবিধ বিচিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, যজ্ঞাস্ত্র-প্রয়োগে অর্থাৎ অভিচারাদি ক্রিয়াতে, শত্রুচ্ছিদ্রানুসন্ধানে, মনুষ্যের চরিত্র কথনে ও অন্নপানাদির দোষ গুণ নিরূপণে সুনিপুণ হইয়া থাকেন; কিন্তু উপস্থিত বিষয়ে পরগুণানুবাদী পণ্ডিতদিগকে পশ্চাৎ করিয়া, যাহাতে শত্রু বিনাশ করা যাইতে পারে, এরূপ সুনীতি সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। অতএব আপনারা চতুর্দ্দিকে সৈন্য-ব্যূহ রচনা-পূর্ব্বক গোসকল মধ্যস্থলে রাখিয়া এবং রক্ষস্থলের রক্ষা বিধানার্থে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া শত্রুসহ সংগ্রামের উদ্যোগ করুন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৫॥

কর্ণ কহিলেন, এ কি! আমি যে, সমস্ত আয়ুষ্মান্ পুরুষকেই ভীত ও সন্ত্রস্তের ন্যায় দেখিতেছি! কি নিমিত্ত সকলে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া এরূপ নিরুৎসাহ রহিয়াছেন? এই সমাগত ব্যক্তি মৎস্যরাজই হউক, বা ধনঞ্জয়ই হউক, আমি একাকীই, উপকূল যেমন সমুদ্রকে অবরোধ করিয়া রাখে, তদ্রূপ উহাকে যে নিবারণ করিতে পারিব, তাহাতে আর সংশয় কি? শীঘ্র-সঞ্চারী সর্পসমূহের ন্যায় এই সন্নতপর্ব্ব ভীষণ শরসমস্ত মদীয় চাপ হইতে একবার বিনির্ম্মুক্ত হইলে আর কি অনর্থক প্রত্যাবৃত্ত হইবে? কখনই নহে। বৃক্ষ যেমন শলভ-সমূহে সমাবৃত হয়, তদ্রূপ মদীয় লঘুহস্ত-প্রক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ সুতীক্ষ্ণাগ্র শরজালে অর্জ্জুনের কলেবর অবশ্যই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। শক্তপুঙ্খ শর-নিকরের দৃঢ়তর জ্যাঘাত-জনিত ভয়ঙ্কর তলশব্দ অবশ্যই সকলের শ্রুতি বিষয় হইবে। ত্রয়োদশ বর্ষ কাল যোগসাধন করায় বীভৎসুর শরীরে এক্ষণে কারুণ্যরসের অধিক প্রাদুর্ভাব; হয় ত প্রহার সময়ে সে আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিবে এবং আমিও তাহাকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায় সৎপাত্র বোধ করিয়া যখন সহস্র সহস্র সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ তাহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিব, তখন আগ্রহ-পূর্ব্বক তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ করিতে থাকিবে। হে বীরগণ! কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন মহাধম্বা বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত আছে সত্য বটে, কিন্তু আমিও তদপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহি। অদ্য খদ্যোত-সমূহের ন্যায় ইতস্তত বিনিক্ষিপ্ত অসীম-বেগশালী কাঞ্চনবাণনিকরদ্বারা সমস্ত আকাশ মণ্ডল কিরূপ আচ্ছন্ন করি, তাহা প্রত্যক্ষই সন্দর্শন কর। দুর্য্যোধনের নিকটে আমি পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত যে অক্ষয় ঋণজালে আবদ্ধ ছিলাম, অদ্যকার সমরে অর্জ্জুনকে শমনসদনের অতিথি করিয়া তাহা অবশ্যই পরিশোধ করিব। সমুদয় সুরাসুরগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইলেও কোন্ ব্যক্তি, মদীয়-কার্ম্মুক-বিমুক্ত নতপর্ব্ব শর-সকলের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে পারে? মধ্যে অবচ্ছিন্ন পুঙ্খযুক্ত শরসমূহের আকাশ মণ্ডলে সঞ্চরণ, অদ্য শলভপুঞ্জের সঞ্চরণ-সদৃশ দৃশ্যমান হইতে থাকিবে। ধনঞ্জয় যদিচ মহেন্দ্রতুল্য তেজস্বী এবং

অশনি-সদৃশ সুদৃঢ়কায়, তথাপি আমি অজস্র অস্ত্র বিসর্জ্জন-সহকারে তাহাকে উল্কাপাত-প্রপীড়িত কুঞ্জরের ন্যায় নিঃসন্দেহ ব্যথিত করিব। বিহঙ্গরাজ গরুড় যেমন অবলীলা ক্রমে কোন ভুজঙ্গকে গ্রহণ করেন, তদ্রূপ আমি সেই সর্ব্বশস্ত্র-ধারি-প্রধান, অতিরথী অর্জ্জুনকে রথ হইতে আক্রমণ-পূর্ব্বক স্ববশে আনয়ন করিব। অর্জ্জুন, অসি শক্তি শরাদি রূপ ইন্ধনযুক্ত দুর্নিবার্য্য প্রদীপ্ত হুতাশন-স্বরূপ হইয়া যখন অরাতিদিগকে দহন করিতে থাকিবে, তখন আমিই অশ্ববেগ-স্বরূপ পুরোগামী বায়ুযুক্ত এবং রথৌঘ স্বরূপ বিদ্যুৎবিশিষ্ট মহামেঘরূপ ধারণ করিয়া অনবরত শরধারা বর্ষণে তাহার নির্ব্বাণ-সাধন করিব। পন্নগগণ যেমন বল্মীক-বিবরে বিলীন হয়, তদ্রূপ মদীয়-কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত, আশীবিষ-সদৃশ সায়ক সকল পার্থ-শরীরে নিয়তই প্রবিষ্ট হইতে থাকিবে। হে যোধগণ! তোমরা কর্ণিকার পুষ্পে সমাকীর্ণ মহীধরের ন্যায় অর্জ্জুনকে অদ্য স্বুবর্ণপুঙ্খ, সন্নতপর্ব্ব, শাণজলপায়িত, সুতীক্ষ্ন শর-নিকরদ্বারা সমাকীর্ণ হইতে দেখ। অন্যের কথা কি আছে, আমি ঋষিপ্রধান পরশুরামের নিকটে যে অস্ত্রবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার প্রভাবে এবং স্বকীয় বাহুবলে বাসবের সহিত যুদ্ধ করিতেও পরাঙ্মুখ নহি। অদ্য অর্জ্জুনের ধ্বজাগ্রবর্ত্তী বানর-রাজ মদীয়-ভল্লপাতে নিহত হইয়া ভৈরব রব করত অবশ্যই ভূতলে পতিত হইবে এবং তত্রত্য ভূত-গণও মহাবিপন্ন হইয়া গগণস্পর্শী ঘোরতর আর্ত্ত-নাদ-পুরঃসর অন্তরীক্ষ পথে ইতস্তত পলায়ন করিতে থাকিবে। অধিক আর কি বলিব, অদ্য আমি পার্থকে বিরথ ও ধরাতলশায়ী করিয়া দুর্য্যোধনের চিরসঞ্চাত হৃদয়শূল নিশ্চয়ই নির্ম্মূল করিয়া ফেলিব। অদ্য কৌরবেরা পৌরুষাবলম্বী অর্জ্জুনকে হতাশ্ব ও রথচ্যুত হইয়া কুপিত ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিবেন। এক্ষণে ইচ্ছা হয়, তাঁহারা কেবল গোধন মাত্র গ্রহণ করিয়া গমন করুন, না হয় রথোপরি একান্তে অবস্থিত হইয়া আমার সমর-ব্যাপার সন্দর্শন করুন।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৬॥

কৃপাচার্য্য কহিলেন, অহে রাধেয়! ক্রূরবুদ্ধি-প্রযুক্ত সর্ব্বদাই তোমার যুদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। তুমি বস্তু-সকলের স্থূল স্বভাবমাত্র জানিতে পার, কিন্তু পরিণামে যে তন্নিবন্ধন কি ফল ফলিবে, তাহার কিছুমাত্র তোমার বোধগম্য হয় না। দেখ, আত্মরক্ষার নিমিত্ত শাস্ত্র-সম্মত যে সমস্ত উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, পুরাবিদ্ব্যক্তিরা তন্মধ্যে যুদ্ধকে নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। বিশেষত দেশকালের অনুকূলতা হইলেই যুদ্ধ বিজয়প্রদ হইয়া থাকে; সুতরাং এই হীন কালে এবং অপকৃষ্ট দেশে প্রবৃত্ত হইলে তাহা কদাচ ফল জনক হইতে পারিবে না। উপযুক্ত দেশে এবং উপযুক্ত কালে বিক্রম প্রকাশ করিলেই তাহা কল্যাণের নিমিত্ত বিহিত হয়; অতএব দেশ কালের অনুকূলতানুসারে কার্য্য-সকলের সম্বিধান কর্ত্তব্য; নতুবা রথ কারের মনের ভাব লইয়াই বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কখন সংগ্রাম করিতে অধ্যবসিত হয়েন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে পার্থের সহিত যুদ্ধ করা আমাদিগের কোন প্রকারে উচিত নহে। দেখ, অর্জ্জুন একাকী কুরুদিগকে রক্ষা করিয়াছেন; একাকী অগ্নির তৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছেন; পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত একাকী ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছেন; সুভদ্রা হরণ সময়ে কৃষ্ণসহ একাকী দ্বৈরথ যুদ্ধ করিয়াছেন; কিরাত-রূপী রুদ্রকে একাকী সংগ্রামে সন্তুষ্ট করিয়াছেন; এই বনমধ্যে জয়দ্রথকে একাকী পরাস্ত করিয়া অপহৃতা পাঞ্চালীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন; পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত একাকী ইন্দ্রের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন; একাকী শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া কুরুকুলের যশোবর্দ্ধন করিয়াছেন; অরিন্দম গন্ধর্ব্ব-রাজ চিত্রসেন ও তাঁহার সুদুর্জ্জয় সৈন্যগণকে সমরে

একাকী বল-পূর্ব্বক বিজিত করিয়াছেন; এবং দেবতাদিগেরও অবধ্য নিবাত-কবচ কালকঞ্জ-প্রভৃতি সেই দুর্দান্ত দানবদিগকে সংগ্রামে একাকী নিপাতিত করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি একাকী কোন্ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছ? অহে কর্ণ! অর্জ্জুন একাকী দিগ্বিজয় করিয়া যেমন দিঙ্মণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপালদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তুমি একাকী কোন্ মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছ? অধিক আর কি বলিব, দেবরাজ ইন্দ্রও পার্থের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত নহেন। সেই উত্তম-তেজা অর্জ্জুনের সহিত তুমি যে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তোমার তাদৃশী ইচ্ছা কেবল দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া তর্জ্জনীদ্বারা কুপিত বিষধরের মুখ হইতে বিষদন্ত উৎপাটন করিবার, অথবা অঙ্কুশ হস্তে না লইয়াই একাকী বনচারী মত্ত মাতঙ্গ আরোহণে নগরে গমন করিবার, কিম্বা ঘৃতাক্ত-চীরবাসা হইয়া ঘৃত মেদ বসাদি-দ্বারা সমিদ্ধ প্রদীপ্ত পাবক মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করা মাত্র হইতেছে। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গ বন্ধন করিয়া গলদেশে একখান সুবৃহৎ শিলাখণ্ড ধারণ-পূর্ব্বক দুস্তর-সাগর-সন্তরণে প্রবৃত্ত হয়? প্রবৃত্ত হইলেই বা তাহাতে কি পুরুষার্থ প্রকাশিত হইতে পারে? অহে কর্ণ! যে ব্যক্তি হীনবল ও অকৃতাস্ত্র হইয়া তাদৃশ মহাবল-সম্পন্ন অস্ত্র-প্রয়োগ-পারদর্শী ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা করে, সে নিতান্তই দুর্ব্বুদ্ধি। এই অর্জ্জুন অস্মদাদি-কর্ত্তৃক ত্রয়োদশ বৎসরের নিমিত্ত প্রতারণাদ্বারা প্রবাসিত হইয়াছেন; এক্ষণে পাশ-বিনির্ম্মুক্ত সিংহের ন্যায় আমাদিগের কি আর শেষ রাখিবেন? ফলত পার্থ কূপ-প্রচ্ছন্ন অনলের ন্যায় এস্থলে গোপনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন জানিতে না পারিয়া আমরা তৎসমীপে যুদ্ধযাত্রা করত অতিশয় ভয়জনক বিষয়ে পতিত হইলাম। যাহা হউক, এক্ষণে সৈনিকেরা কবচ ধারণ-পূর্ব্বক ব্যূহবদ্ধ হইয়া সংগ্রামার্থে প্রস্তুত থাকুক এবং আমরা সকলে মিলিত হইয়া সেই যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সমাগত পার্থের সহিত যুদ্ধ করি। অহে কর্ণ! তুমি একাকী তাহার প্রতিযোধ হইবে এরূপ দুঃসাহস কদাচ করিও না; যদি ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, তুমি ও আমি এই ছয় জন রথী সমবেত হইয়া থাকি, তাহা হইলেই সমরোদ্যত বজ্রপাণির ন্যায় যুদ্ধার্থে ব্যবস্থিত ধনঞ্জয়ের কথঞ্চিৎ প্রতিযোধী হইতে পারিব। অতএব এক্ষণে সৈনিকদিগকে ব্যূহবদ্ধ করিয়া আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে সাবধান থাকা উচিত। সুরক্ষিত হইয়া থাকিতে পারিলে, দানবেরা যেমন দেবরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল সেইরূপ আমরাও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অশ্বত্থামা কহিলেন, অহে কর্ণ! গোধন সমস্ত এখনও বিজিত হয় নাই, নিজ সীমার বহির্ভূত হইয়াও যায় নাই এবং হস্তিনাতেও নীত হয় নাই; তবে কিসে তুমি এত আত্মশ্লাঘা করিতেছ? মহানুভব বীর পুরুষেরা বহুতর সংগ্রামে বিজয় লাভ-পূর্ব্বক বিপুল ধনরাশি সংগ্রহ করিলেও কখন আত্মপৌরুষের ব্যাখ্যা করেন না। অগ্নি মৌনী হইয়াই দহন করেন; দিবাকর নীরব থাকিয়াই জগতীতলের তিমির হরণ করেন; এবং বসুন্ধরা নিঃশব্দ হইয়াই এই চরাচর ভূতসমস্ত ধারণ করিয়া থাকেন। দেখ, যে সকল কর্ম্মদ্বারা ধনোপার্জ্জন করা উপযুক্ত এবং যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কোন দোষ হয় না, বিধাতা চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতি সেই কর্ম্মই বিধান করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক যজন ও যাজন কর্ম্ম করিবেন; ক্ষত্রিয়, শস্ত্রাশ্রয়-পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিয়া কেবল যজন মাত্র করিবেন, যাজন করিবেন না; বৈশ্য, কৃষি বাণিজ্যাদিদ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া বেদোক্ত কর্ম্মসমস্ত সম্পাদন করিবে এবং শূদ্র, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের

সর্ব্বদা শুশ্রূষা করিবে। মহাভাগ পাণ্ডবেরাও শাস্ত্র-বিহিত স্বধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়া বঞ্চনা-লেশ-পরিশূন্য উপায়দ্বারা এই মহীমণ্ডলের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তথাপি কখন আত্মশ্লাঘা করেন নাই; গুরুজনেরা তাঁহাদিগের প্রতি যে এত বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, তথাপি তাঁহারা কোন নিন্দা না করিয়া বরং অতিবিনীত ভাবে তাঁহাদের সমুচিত সৎকার করিয়াই থাকেন। কিন্তু এই ক্রূরমতি ঘৃণাশূন্য দুর্য্যোধনের ন্যায় কোন্ ক্ষত্রিয় পুরুষ কপট-দ্যূতে রাজ্য পাইয়া সন্তুষ্ট হয়? এবং কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তিই বা মাংসজীবীর ন্যায় প্রবঞ্চনাদ্বারা এইরূপে ধনলাভ করিয়া আত্ম-প্রশংসা করে?

অহে কর্ণ! তুমি পাণ্ডবদিগের ধন হরণ করিয়াছ বটে, কিন্তু বল দেখি, কোন্ দ্বৈরথযুদ্ধে ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিয়াছ? কোন্ সমরেই বা নকুল সহদেবকে পরাভূত করিয়াছ? যুধিষ্ঠিরই বা কোন্ সংগ্রামে তোমা-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন? মহাবল ভীমসেনকেই বা তুমি কোন্ সমরে পরাঙ্মুখ করিয়াছিলে? কোন্ সংগ্রামেই বা ইন্দ্রপ্রস্থ তোমার হস্তগত হইয়াছিল? এবং কবেই বা এমন যুদ্ধ করিয়াছিলে, যাহাতে কৃষ্ণা তোমার করস্থা হইয়াছিলেন? রে পাপকর্ম্মন্! করিবার মধ্যে তুমি কেবল, স্ত্রীধর্ম্মিণী দ্রুপদ-নন্দিনীকে একবস্ত্রা করিয়া সভাস্থলে আনয়ন করিয়াছিলে। সারার্থী ব্যক্তি যেমন চন্দন ছেদন করে, তদ্রূপ তুমি ধনার্থী হইয়া দ্রৌপদীর অবমাননাদ্বারা পাণ্ডবরূপ তরুসকলের মহৎ মূল কর্ত্তন করিয়াছ! যৎকালে তুমি সেই বীভৎস কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়াছিলে, তখন বিদুর কি বলিয়াছিলেন, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? ক্ষমাগুণ যে মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, তাহা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে; এমন কি পিপীলিকা মক্ষিকা-প্রভৃতি কীট-পতঙ্গেরাও আপন আপন শক্ত্যনুসারে ক্ষমা প্রদর্শন করে; কিন্তু পাণ্ডু-তনয় ধনঞ্জয় দ্রৌপদীর পরিভব-জনিত সেই অপরিসীম ক্লেশরাশি কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারেন না, এই জন্যই ধৃতরাষ্ট্র-সন্তানগণের সংহার সাধনার্থে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তুমি আপনাকে বিজ্ঞ মনে করিয়া বক্তৃতাশক্তির মহা আড়ম্বর প্রকাশ করিতেছ বটে, কিন্তু অদ্য রিপুক্ষয়কারী অর্জ্জুন আর আমাদিগের কিছুমাত্র শেষ রাখিবেন না। যদি আমরা দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর বা রাক্ষসগণেরও সাহায্য প্রাপ্ত হই, তথাপি কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় ভয় পাইয়া কদাচ যুদ্ধ করিতে নিরস্ত হইবেন না। তিনি সর্ব্বতোভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া যে যে ব্যক্তির প্রতি আপতিত হইবেন, তাহারা বৈনতেয়-বেগ-পতিত পাদপ-পুঞ্জের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়া অবশ্যই গতাসু হইবে, সন্দেহ নাই। আচার্য্য মহাশয়, অর্জ্জুনের কিঞ্চিৎ গুণানুবাদ করিলেন বলিয়া তোমাদের সকলেরই তাহা অসহ্য হইল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপেক্ষা অধিকতর বীর্য্যশালী, ধনুর্ব্বিদ্যায় দেবরাজ-সদৃশ, এবং সংগ্রামে বাসুদেব তুল্য ধনঞ্জয়কে কে না প্রশংসা করিয়া থাকে? যিনি দৈব অস্ত্রদ্বারা দৈব অস্ত্রের এবং লৌকিক অস্ত্রদ্বারা লৌকিক অস্ত্রের ছেদন করত যুদ্ধ করেন, সেই অর্জ্জুনের তুল্যবল হইতে পারে, এমন কোন্ পুরুষ বিদ্যমান আছে? বিশেষত, উপযুক্ত শিষ্য যে পুত্র-সদৃশ স্নেহভাজন হইয়া থাকে, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন; সুতরাং ধনঞ্জয় যে দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়পাত্র হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কথা কি?—রাজন্ দুর্য্যোধন! আপনি যেরূপে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, যেরূপে ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তগত করিয়াছিলেন, যেরূপে দ্রৌপদীকে সভাস্থলে আনিয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়াই সম্প্রতি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করুন! অদ্বিতীয় ক্ষাত্রধর্ম্ম-বিশারদ, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, দুষ্টদ্যূত-নিষেবী আপনকার এই মাতুল গান্ধাররাজ শকুনিই অদ্য সংগ্রামের অধিনায়ক হউন। কিন্তু এটা যেন মনে থাকে যে

গাণ্ডীব কখন অক্ষ নিক্ষেপ করে না; প্রদেশ-ভেদে একাদি অঙ্ক-চতুষ্টয়-সমন্বিত পাশকের যে যে অঙ্ক পতিত হইলে জয় হয়, সেই দ্বাপর ত্রেতা ও সত্য নামক অঙ্ক সমস্তও উহা হইতে পতিত হয় না, কেবল সুশাণিত জাজ্বল্যমান তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ সায়ক-সমুদায়ই বিনির্গত হইতে থাকে। সেই গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত গৃধ্রপক্ষান্বিত সুতেজন শরসমূহ শৈল-সকলও বিদীর্ণ করিতে পারে, সুতরাং তৎসমুদায় কখন লক্ষ্য মধ্যে অবস্থিত হইবার নহে। লোকান্তকারী কৃতান্ত, পবন ও বাড়বানলের আক্রমণ হইতেও বরং কদাচিৎ কিছু শেষ থাকে, কিন্তু গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ইচ্ছা হয়, আচার্য্য যুদ্ধ করুন, কিন্তু আমি অর্জ্জুনের সহিত কদাচ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব না। যদি মৎস্যরাজ স্বয়ং গোধন রক্ষা করিতে গোষ্ঠে আসিতেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতাম।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য উভয়েই যেরূপ বলিলেন, তাহা উত্তম যুক্তিযুক্ত বটে; কিন্তু কর্ণও ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারেই যুদ্ধের অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। আচার্য্যের প্রতি দোষারোপ করা কোন বিজ্ঞ লোকেরই উচিত নহে; তবে, আমার বিবেচনায় দেশ কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। সূর্য্য-সদৃশ প্রতাপশালী পঞ্চজন মহারথ যাঁহার শত্রু, তিনি বিচক্ষণ হইলেও সেই শত্রুগণের অভ্যুদয় দর্শনে অবশ্যই বিমুগ্ধ হইতে পারেন। ফলত আত্মসংক্রান্ত বিষয়ে সকলেরই ভ্রম জন্মে; এমন কি, যাঁহারা ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ তাঁহারাও তদ্বিষয়ে বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন; অতএব হে রাজন্! যদি আমার বাক্যে তোমার অভিরুচি হয়, তবে দেশ কাল বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য।—হে আচার্য্য-পুত্র! কর্ণ যে কথা বলিলেন, সে কেবল আমাদিগের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ মাত্র; অতএব আপনি ক্ষমা করুন! দেখুন, সংপ্রতি মহৎ কার্য্য উপস্থিত। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় যুদ্ধার্থে উপনীত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে গৃহবিবাদের সময় নহে। আপনি, দ্রোণ ও কৃপ, সকলেরই এখন সকল বিষয়ে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু আপনাদিগের অস্ত্রবিদ্যা আদিত্যের প্রভাতুল্য সমধিক গৌরব-বিধায়িনী। লক্ষ্মী যেমন চন্দ্রমা হইতে কোন প্রকারে বিপ্রকৃষ্টা না হইয়া চিরস্থিরা থাকেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ্য ও ব্রহ্মাস্ত্রও আপনাদিগেতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বেদবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা সচরাচর পৃথক্ পৃথক্ আধারেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতাচার্য্য দ্রোণ ও তাঁহার পুত্র, এই দুই ব্যক্তিতে উক্ত উভয় বিদ্যারই সম্পূর্ণ সমাবেশ হইয়াছে। আমার বোধ হয়, ইহাঁরা ব্যতীত অন্য কোন পুরুষেতে এরূপ ঘটনা কখন শ্রবণ করি নাই। ফলত ব্রহ্মাস্ত্র ও বেদ-সমুদায়ের একত্র সমাবেশ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইবার নহে; অতএব হে আচার্য্যপুত্র! আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন! এখন আত্মভেদের সময় নহে। প্রজ্ঞাসম্পন্ন পণ্ডিতেরা সৈন্যগণের যে সমস্ত ব্যসন বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভেদই প্রধান পাপিষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে সকলেই মিলিত হইয়া, সমাগত ইন্দ্র-তনয়ের সহিত যুদ্ধ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

অশ্বত্থামা কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগত হইলেও সম্প্রতি আমাদিগের এরূপ উক্তি করা যুক্তিযুক্ত নহে; কিন্তু রোষপরীত হইয়াই আচার্য্য, অর্জ্জুনের গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেখুন, শাস্ত্রে শত্রুরও গুণ বর্ণন এবং গুরুজনেরও দোষ কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে; আর পুত্র ও শিষ্যের প্রতি সর্ব্ব-প্রযত্নে সর্ব্বথা হিতকর বাক্য কহিবার বিধিও উল্লিখিত হইয়াছে।

তখন দুর্য্যোধন বিনম্রভাবে কহিলেন, আচার্য্য মহাশয় আমার অপরাধ ক্ষমা করুন! যাহাতে

ইহাঁর ক্রোধের শান্তি হয়, সকলে মিলিত হইয়া তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য; কেননা গুরুর মনে ভিন্নভাব না থাকিলে, ভাবি কর্ত্তব্য কর্ম্মও যেন নির্ব্বাহ হইয়াছে, এইরূপ প্রতীয়মান হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর দুর্য্যোধন মহাত্মা ভীষ্ম, কৃপ ও কর্ণ সমভিব্যাহারে দ্রোণকে ক্ষান্ত করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি এই কথা বলিলেন, যে, শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম অগ্রে যে শ্রেষ্ঠ-বাক্যের উক্তি করিয়াছেন, আমি তাহাতেই প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে যাহা অনন্তর কর্ত্তব্য তাহার বিধান কর; যাহাতে অর্জ্জুন আসিয়া রাজার পুরোবর্ত্তী হইতে না পারে এবং দুর্য্যোধনও যাহাতে অসঙ্গত সাহস বা মোহ বশত শক্রর হস্তগত না হন, সকলে এরূপ সুনীতি সংস্থাপন কর। বোধ হয়, পাণ্ডবদিগের বনবাসের নিয়মিত সময় অতীত হইয়াছে; তাহা না হইলে অর্জ্জুন কখনই আত্মপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইত না; এবং অদ্য যে গোধন প্রত্যাহরণ করিয়াই আমাদিগকে ক্ষমা করিবে, এমনও প্রতীত হয় না; অতএব যাহাতে সে কোন মতে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিতে না পারে, এবং সৈনিকেরাও যাহাতে পরাজয় প্রাপ্ত না হয়, সম্প্রতি এরূপ নীতি বিধান করা কর্ত্তব্য হইতেছে। পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় পূর্ণ হইবার পক্ষে আমি যেরূপ সংশয়িত বাক্য বলিতেছি, দুর্য্যোধনও পূর্ব্বে এইরূপই বলিয়াছিলেন। এক্ষণে গঙ্গা-তনয় তাহা স্মরণ করিয়া যেরূপ বক্তব্য হয়, ব্যক্ত করুন।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, কালচক্রে কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিবা রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, বর্ষ, গ্রহ ও নক্ষত্র-সকল যোজিত আছে; এইরূপ কালবিভাগদ্বারা কালচক্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে। গ্রহগণ-সম্বন্ধীয় গতির কালাতিরেক এবং নক্ষত্রপুঞ্জের ব্যতিক্রম, অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য-কর্ত্তৃক লঙ্ঘন প্রযুক্ত প্রতি-পঞ্চম বর্ষে দুই মাস করিয়া অধিক হইয়া উঠে। এই প্রকার গণনার ত্রয়োদশ বর্ষে পঞ্চ মাস দ্বাদশ রাত্রি অধিক হওয়ায় আমার বিবেচনায় পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় সম্পূর্ণরূপেই প্রতিপালিত হইয়াছে। অর্জ্জুনও এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সমাগত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাহারা সকলেই মহাত্মা ও ধর্ম্মার্থ-পারদর্শী; বিশেষত, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন তাহাদের নিয়ন্তা রহিয়াছেন, তখন কিরূপেই বা তাহারা ধর্ম্মবিষয়ে অপরাদ্ধ হইতে পারে! সেই কৌরবনন্দনেরা যে লোভের পরতন্ত্র নহে, বনবাসরূপ দুষ্কর কর্ম্ম স্বীকার করাতেই তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; নতুবা যদি অসদুপায় দ্বারা রাজ্যভোগের অভিলাষ থাকিত, তাহা হইলে সেই পাশক্রীড়া-সময়েই তাহারা বিক্রম প্রকাশে উদ্যত হইত; পরন্তু ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ থাকায় ক্ষত্রিয়ব্রত হইতে বিচলিত হয় নাই। সংপ্রতি সেই ব্রত মিথ্যা হইল, যে ব্যক্তি এইরূপ চিন্তা করিবে, সে অবশ্যই পরাভব প্রাপ্ত হইবে; যে হেতু ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, পাণ্ডবেরা মরণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারে, তথাপি মিথ্যাপথে পদার্পণ করিতে কোন মতেই সম্মত হয় না; কিন্তু আবার প্রাপ্তকালে বজ্রপাণি-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইলেও আপন প্রাপ্তব্য বিষয় পরিত্যাগ করে না। হে রাজন্! সেই পাণ্ডবগণের মধ্যে সকলশস্ত্রধারি-প্রধান অর্জ্জুনের সহিত আমাদিগকে নিশ্চয়ই প্রতিযুদ্ধ করিতে হইবে সন্দেহ নাই; অতএব এসময়ের সমুচিত এমন কোন সাধুসম্মত হিতকর নিয়মের বিধান কর, যাহাতে আমাদিগের অভীষ্ট বিষয় কোন ক্রমে শত্রুর হস্তগত না হয়। হে কৌরব! "অদ্য আমাদেরই জয় লাভ হইবে" কোন সংগ্রামেই এরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না; বিশেষত, অদ্যকার যুদ্ধে সর্ব্ব-সমর-বিজয়ী ধনঞ্জয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছে। সচরাচর এরূপ দৃষ্ট হয় যে, যুদ্ধ করিতে গেলে অবশ্যই এক পক্ষের জয় ও অভ্যুদয় এবং অপর পক্ষের পরাজয় বা বিনাশ

হইয়া থাকে। অতএব হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে যুদ্ধোচিতই হউক অথবা ধর্ম্মসম্মতই হউক, যেরূপ কর্ম্ম করা বিহিত বোধ হয়, শীঘ্রই তাহার অনুষ্ঠান কর; যেহেতু অর্জ্জুন আগতপ্রায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, পিতামহ! আমি বিনা যুদ্ধে কোন মতেই পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিব না; অতএব আপনি যুদ্ধবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন তদ্বিধানেই যত্নবান্ হউন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুরুনন্দন! আমি সর্ব্বথা তোমার হিত কথাই বলিয়া থাকি; অতএব উপস্থিত বিষয়ে আমার বিবেচনায় যেরূপ করা উচিত হইতেছে, যদি তোমার অভিমত হয় শ্রবণ কর। তুমি সমস্ত সৈনিকদিগকে অংশচতুষ্টয়ে বিভক্ত করত স্বয়ং একাংশ লইয়া নগরাভিমুখে গমন কর; অপর একাংশ সৈন্য গোধন লইয়া যাউক; আর আমরা অবশিষ্ট অংশ দ্বয় লইয়া অর্জ্জুনের প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করি। আমি, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও কৃপ, সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিলে, অর্জ্জুন কি মৎস্যরাজ অথবা স্বয়ং দেবরাজই সমরার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত হউন, আমরা অবশ্যই তাঁহাকে প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা ভীষ্মের উক্ত পরামর্শে সকলেই সম্মত হইলেন এবং কৌরবরাজ দুর্য্যোধনও অবিলম্বে সেইরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। ভীষ্মদেব অগ্রে রাজাকে, পশ্চাৎ গোধন সকলকে বিদায় করণানন্তর সেনানীদিগকে যথাস্থানে ব্যবস্থাপিত করত ব্যূহরচনে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, আচার্য্য মধ্য স্থানে অবস্থিতি করুন; অশ্বত্থামা বাম পার্শ্ব এবং কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করুন; কর্ণ সম্যক্ সন্নাহযুক্ত হইয়া অগ্রভাগে থাকুন; আর আমি সমুদয় সৈনিকদিগের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া সংরক্ষণ করি।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৌরবদিগের মহারথেরা উক্ত রূপে সৈন্য বিন্যাস করিলে অর্জ্জুন রথনির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করত তাঁহাদিগের অভিমুখে দ্রুতগতি ধাবিত হইলেন। সেনানীগণ তাঁহার ধ্বজাগ্র দর্শন এবং রথনেমি ও গাণ্ডীব-নিস্বন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য গাণ্ডীবধন্বা মহারথ অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, ঐ দেখ, দূর হইতে ধনঞ্জয়ের পতাকা প্রকাশ পাইতেছে; তাহারই এই রথশব্দ শ্রুত হইতেছে এবং ধ্বজাগ্রবর্ত্তী বানর ভৈরব রব বিস্তার করিতেছে। রথিশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রসূনু মনোহর রথোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক ঐ অশনিসদৃশ নিনাদযুক্ত ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব উৎকর্ষণ করিতেছে। এই দেখ এককালে দুইটি বাণ আসিয়া আমার পদদ্বয়ে পতিত হইল এবং অপর সায়কদ্বয় শ্রবণ যুগল স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল; ইহাতে বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন অমানুষ কর্ম্ম-সকল সম্পাদন-পূর্ব্বক বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইয়া আমাকে অভিবাদন ও মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছে। লক্ষ্মীদ্বারা অতিমাত্র প্রজ্বলিত বান্ধবপ্রিয় প্রজ্ঞাবান্ পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় অদ্য বহুকালপরে আমাদিগের নেত্রপথের পান্থ হইল। আহা! পতাকান্বিত রথোপরি আরূঢ় হইয়া কবচ, কিরীট, শঙ্খ, উৎকৃষ্ট তল, তূণীর, খড়্গ ও শর শরাসনাদি অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত ধারণ করায়, হবনপাত্র-পুঞ্জে পরিবৃত ঘৃতধারা-সিক্ত পাবকের ন্যায় উঁহার কিবা অপরূপ রূপই প্রকাশ পাইতেছে!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে অর্জ্জুন সংগ্রামে সমুপস্থিত কুরু-সৈন্য-সমস্ত অবলোকন করিয়া মৎস্যরাজ-পুত্রকে সম্বোধন-পুরঃসর তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন যে, হে সারথে! শত্রুসৈন্যোপরি শর নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, এরূপ পরিমিত স্থানে অশ্ব সংযমন কর; আমি একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখি, কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন কোথায় অবস্থিতি করিতেছে। সেই অভিমানী কাপুরুষকে দে-

খিতে পাইলে আমি অপর সকল সেনানীদিগকে উপেক্ষা করিয়া তাহার মস্তকেই পতিত হইব; কেননা তাহাকে পরাভূত করিলে অপর সকলে আপনা হইতেই পরাজিত হইবে। এস্থলে যখন মহাধনুর্দ্ধারী ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ ও কর্ণ, সকলেই অবস্থিতি করিতেছেন, কেবল রাজাকেই দেখা যাইতেছে না, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সে প্রাণভয়ে গোধন লইয়া ঐ দক্ষিণ পথে পলায়ন করিতেছে। অতএব হে বিরাটতনয়! এই দৃশ্যমান মহারথগণকে পরিত্যাগ করিয়া যেখানে সুযোধন আছে, সেই খানেই রথ লইয়া চল; আমাকে তাহার সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে হইবে; যেহেতু তাহাকে পরাভূত করিয়া গোধন প্রত্যানয়ন করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

পার্থের এই রূপ আদেশে উত্তর যত্ন-সহকারে অশ্ব সংযমন করিয়া, যে স্থলে সেই কুরুপুঙ্গবগণ সন্নিবেশিত ছিলেন, সে দিক্ হইতে রশ্মি নিবর্ত্তন-পূর্ব্বক সুযোধনের গমন পথ লক্ষ্য করিয়াই অশ্ব নোদন করিলেন। শ্বেতবাহন রথকদম্ব-পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক অন্যত্র প্রস্থান-পরায়ণ হইলে, দ্রোণাচার্য্য তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেনানীগণকে এই কথা বলিলেন যে, বোধ হয়, রাজার অনুপস্থিতি প্রযুক্ত ধনঞ্জয় এস্থলে অবস্থিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে না, এই নিমিত্ত ঐরূপ বেগে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছে; অতএব চল আমরা শীঘ্র শীঘ্র উহার পার্ষ্ণিগ্রহণ করি। অর্জ্জুন অতিমাত্র সংক্রুদ্ধ হইলে দেবরাজ সহস্রাক্ষ বা দেবকী-নন্দন কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহার সহিত একাকী প্রতিযুদ্ধ করে। এক্ষণে দুস্তর পার্থ-সলিলে দুর্য্যোধন-তরী নিমগ্ন হইলে আমাদিগের গোধন বা বিপুল সম্পত্তির আর প্রয়োজন কি?

এদিকে অর্জ্জুন অবিলম্বেই সেই দুর্য্যোধন-সহগামী সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আত্ম নাম কীর্ত্তন-পূর্ব্বক সেনা-সকলকে এক কালে শলভসমূহ-সদৃশ শরজালে সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই সমস্ত শরস্তোমে কুরুবল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, সকলেরই দৃষ্টি পথ একবারে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল; সুতরাং সমরার্থে আপতিত সৈন্যগণের আর পলায়ন করিতেও মতি হইল না। তৎকালে তাহারা সকলেই কেবল পার্থের লঘুহস্ততা বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর অর্জ্জুন শত্রুদিগের লোমাঞ্চকর শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবে টঙ্কার প্রদান-পূর্ব্বক ধ্বজস্থিত ভূতগণকেও শব্দ করণার্থে নিয়োগ করিলেন। তাঁহার সেই ভয়ানক শঙ্খনিনাদে, রথনেমি-ধ্বনিতে, গাণ্ডীব-নির্ঘোষে এবং ধ্বজাবির্ভূত ভূতগণের অমানুষ শব্দে বসুমতী কম্পিতা হইতে থাকিলেন, এবং গবীগণও অমনি ঊর্দ্ধে পুচ্ছ বিকম্পিত করত হম্বা রব করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে ধাবমান হইতে লাগিল।

এক পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥
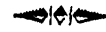
বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধানুষ্ক-প্রধান ধনঞ্জয় যদিও বল-পূর্ব্বক বিপক্ষ-দল দলন করিয়া গোধন উদ্ধার করিলেন, তথাপি ক্ষান্ত না হইয়া মৎস্যরাজের প্রিয় করণাভিলাষে দুর্য্যোধনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কুরু-প্রবীরগণ গোসকলকে অতিবেগে মৎস্য-নগরাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কৃতকার্য্য বোধ করিলেন, এবং যখন দেখিলেন, তিনি দুর্য্যোধনের অভিমুখে গমন করিতেছেন, তখন আর বিলম্ব না করিয়া সকলেই অমনি সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শত্রু-নিহন্তা সব্যসাচী বহুল ধ্বজপতাকা-সঙ্কুল কুরু-বলকে প্রগাঢ়রূপে ব্যূহবদ্ধ দেখিয়া বিরাট-নন্দন উত্তরকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, অহে রাজকুমার! আমাকে মহারথগণ-সন্নিধানে উপনীত হইতে হইবে; অতএব তুমি যত শীঘ্র পার, এই পথে সুবর্ণ-রশ্মি-সম্বদ্ধ শ্বেতাশ্বগণকে পরিচালিত করিতে যত্নবান্

হও। প্রথমত আমাকে কর্ণের সম্মুখে লইয়া চল; কেননা ঐ দুরাত্মা, দুর্য্যোধনের প্রশ্রয়ে দর্পিত হইয়া, হস্তী যেমন হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিতে চায়, তদ্রূপ সর্ব্বদাই আমার সহিত যুদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা করে।

বিরাট-তনয় সেই কাঞ্চন-কক্ষান্বিত বাতবেগী বৃহদাকার ঘোটকগণদ্বারা প্রথমত সেই রথিসৈন্য-সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, পরে অর্জ্জুনকে রণস্থলমধ্যে উপনীত করিলেন। তখন চিত্রসেন, সংগ্রামজিৎ, শত্রুসহ ও জয়, এই কয়েক জন মহারথেরা কর্ণের সাহায্যার্থে বিপাঠাদি বহুতর অস্ত্র শস্ত্র লইয়া, আক্রমণোদ্যত অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাহা দেখিয়া পুরুষ-প্রধান পার্থবীর মহাক্রোধ-ভরে, দাবানলে বনসকল যেমন দগ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ শাণিত শরানল-সহকারে কৌরবদিগের রথসমূহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তুমুল সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইলে, কুরুপ্রবীর বিকর্ণ রথারূঢ় হইয়া ভীষণ বিপাঠ-বর্ষণ-সহকারে সহসা সেই অতিরথী ভীমানুজের সম্মুখীন হইলেন। অনন্তর অর্জ্জুন বিকর্ণের কাঞ্চন-নদ্ধকোটি সুদৃঢ়-জ্যাযুক্ত শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার সেই প্রসিদ্ধ রথধ্বজ পাতিত করিলেন; বিকর্ণও ছিন্নধ্বজ হইয়া বেগে পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। তখন শত্রুন্তপ কোপ সম্বরণ করিতে না পারিয়া শত্রুগণ-বাধিত অমানুষকর্ম্ম-কারী পার্থকে কূর্ম্মনখাস্ত্র-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পীড়িত করিলেন। কুরুসৈন্য-মধ্য-পতিত ধনঞ্জয় সেই অতিরথী নরপতি শত্রুন্তপ-কর্তৃক যেমন বিদ্ধ হইলেন, অমনি তৎক্ষণমাত্র তাঁহাকে পঞ্চ শর-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিকে দশ শর-দ্বারা নিহত করিলেন; তৎপরে বর্ম্মাতিগামী মর্ম্মভেদী বাণ-দ্বারা পুনরায় শত্রুন্তপকে বিদ্ধ করিলে, তিনি তখনি গতাসু হইয়া, গিরিশিখর হইতে বাতরুগ্ন বৃক্ষ যেমন অতিবেগে ভূমিতলে আসিয়া পতিত হয়, সেইরূপ করিয়া পড়িলেন। সেই মহারথ বীর পুরুষেরা পুরুষ-প্রধান বীরবর পার্থ-কর্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়া, কাল-সহকৃত প্রবল সমীরণ-সঞ্চারে মহাবনের ন্যায় কম্পিত হইতে থাকিলেন। বাসব-সদৃশ বীর্য্যশালী, সুবেশভূষিত, বসুপ্রদ, নরপ্রবীর যুবকেরা সমরে বাসব-সূনু-কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়া, কৃষ্ণলৌহ-নির্ম্মিত কাঞ্চন-পরিষ্কৃত বর্ম্ম-দ্বারা সমদ্ধ, হিমালয়-সম্ভূত প্রবৃদ্ধ মাতঙ্গ যূথের ন্যায় ধরা-শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন।

গাণ্ডীবধন্বা পুরুষ-প্রবীর অতিরথী সব্যসাচী এই রূপে, নিদাঘশেষে দব-দহনকারী অনলের ন্যায় অবলীলা ক্রমে বৈরিদল দলন করত রণাঙ্গনে রথারোহণে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। বসন্তকালে পাদপগণের শুষ্ক পত্র-সমুদয় যেমন প্রবল পবন-হিল্লোলে বিশীর্ণ হইয়া গগণমণ্ডলে বিকীর্ণ হইতে থাকে, তদ্রূপ পার্থশরে কৌরব-সৈন্যেরা বিপ্রকীর্ণ ও বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। অসাধারণ সত্ত্ব-সম্পন্ন কিরীটমালী কুন্তীনন্দন, কর্ণভ্রাতা সংগ্রামজিতের রথযোজিত লোহিত বর্ণ তুরঙ্গমগণ নিহত করিয়া তাহার প্রতি এমনি একটি শর নিক্ষেপ করিলেন যে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তকটা গ্রীবা হইতে বিগলিত হইয়া পড়িল। তখন সিংহসদৃশ বিক্রমশালী প্রভাকর-কুমার কর্ণবীর, নিজভ্রাতার নিধন সন্দর্শনে অসামান্য বীর্য্য প্রকাশে উদ্যত হইয়া, নাগরাজ যেমন দন্তদ্বয় সমুদ্ধৃত করিয়া প্রধাবিত হয়, তদ্রূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং শীঘ্রহস্তে দ্বাদশ শরদ্বারা আহত করিয়া উত্তরের হস্ত ও অশ্ব-চতুষ্টয়ের গাত্র-সমস্ত বিদ্ধ করিলেন। সেই রূপে সহসা আপতিত সূর্য্য-তনয়ের প্রতি কিরীটীও সহসা অভিপতিত হইয়া, ভুজঙ্গের প্রতি আক্রমণকারী বিচিত্র পক্ষান্বিত বিহঙ্গরাজের ন্যায় সমধিক বেগ গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে সত্বর আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই ধনুর্দ্ধর-প্রধান ও মহাবলসম্পন্ন, এবং উভয়েই শত্রু-সংহননে সক্ষম; সুতরাং তাঁহাদিগের পরস্পর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে

সমস্ত কৌরব-সৈন্যেরা তদ্দর্শনে সমুৎসুক হইয়া স্থানে স্থানে অবস্থিত রহিল। অর্জ্জুন ক্রোধে অধীর হইয়া অপরাধী কর্ণের প্রতি নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক উল্লাস-ভরে শীঘ্র-হস্তে এরূপ ঘোরতর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, বাহন রথ ও পতাকা সমেত তাঁহাকে এক কালে তিরোভূত করিয়া ফেলিলেন। শরজালে কর্ণের রথ আচ্ছাদিত হইলে পর কুরুবর-গণের হয়-হস্তী-রথ-সম্বলিত ভীষ্ম-প্রভৃতি অপরা-পর যোধগণ পার্থের বিশিখপাতে প্রপীড়িত হইয়া আর্ত্ত নাদ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কর্ণও অজস্র সায়ক-নিক্ষেপ-দ্বারা অর্জ্জুন-বাহুমুক্ত শরসকল প্র-তিহত করিয়া ক্ষণকাল-মধ্যেই স্ফুলিঙ্গযুক্ত অগ্নির ন্যায় ধনুর্ব্বাণ-সহিত প্রকাশিত হইলেন। কৌরব-সৈন্যেরা তৎকালে তাঁহাকে জ্যাতল-শব্দ-পুরঃসর শরবর্ষণ-দ্বারা পার্থকে অন্তর্হিত করিতে দেখিয়া তাঁহার সমর-নৈপুণ্যের বিস্তর প্রশংসা-সহকারে সাতিশয় হর্ষভরে জয়ধ্বনি করতালী ও শঙ্খ ভেরী পটহাদির শব্দ করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন-সম্বন্ধীয় কপিধ্বজের লাঙ্গূলরূপ মহাপতাকা ঊর্দ্ধে কম্পিত হইতেছে, ধ্বজের উত্তমাংশ-স্থিত ভীষণ ভূত-সমস্ত চীৎকার করিতেছে, এবং অর্জ্জুন গাণ্ডীব নির্ঘোষে দশ দিক্ নিনাদিত করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণ মহা আস্ফালন করিতে থাকিলেন।

এ দিকে অর্জ্জুনও ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপকে অব-লোকন করিয়া সূর্য্যকুমারের প্রতি বল-পূর্ব্বক এরূপ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত জর্জ্জরিত হইতে হইল। কর্ণ পার্থবাণে ক্ষত বিক্ষত হইলেন বটে, তথাপি নিরস্ত না হইয়া আকর্ণ-পূর্ণ সন্ধানে মেঘের বারি বর্ষণের ন্যায় অর্জ্জুনের উপর অজস্র অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আবার ধনঞ্জয়ও সেইরূপ নি-শিত শরজালে কর্ণকে আচ্ছাদিত করিতে থাকি-লেন। এই প্রকারে মহাঘোর-অস্ত্রবিশিষ্ট সুতীক্ষ্ণ-বিশিখ-সমূহ-বিসর্জ্জনকারী সেই বীরদ্বয়ের সংগ্রামে দর্শকগণ উভয়কেই রথমধ্যে বিলীন হইতে দেখিয়া, মেঘান্তরিত সূর্য্য ও শশধরের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। পরিশেষে কর্ণ অমর্ষ-পরবশ হইয়া শীঘ্র-হস্তে কিরীটীর অশ্ব-চতুষ্টয়কে শাণিত সায়ক-সমূহে বিদ্ধ করিলেন এবং শরত্রয়ে তাঁহার সারথিকে সত্বর বিদ্ধ করিয়া অপর তিন বাণে ধ্বজা বেধ করিলেন। তখন সমরাবমর্দ্দী গাণ্ডীবধন্বা কুরুকুল-ধুরন্ধর মহা-ত্মা ধনঞ্জয়, কর্ণের শস্ত্র বৃষ্টি-দ্বারা অভিহত ও অতি-বিদ্ধ হওয়ায় সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় প্রবোধিত হইয়া, তাঁহার প্রতি অসংখ্য শর-নিকর বর্ষণ-সহ-কারে অমানুষ কর্ম্ম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অংশুমালী দিবাকর যেমন স্বকীয় কিরণে জগতী-তল অভিব্যাপ্ত করেন, তদ্রূপ তিনি বাণজালে কর্ণের রথখানি একবারে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন; এবং কোন প্রবল-পরাক্রান্ত মত্ত মাতঙ্গ অপর মাতঙ্গ-কর্ত্তৃক অভিহত হইলে যেরূপ অভিসংক্রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ বিষমতর রোষাবিষ্ট হইয়া তূণ হইতে নিশিত ভল্ল-সকল গ্রহণ-পূর্ব্বক আকর্ণ-পূর্ণ সন্ধানে সূত-পুত্রকে এরূপ বিদ্ধ করিলেন যে, তাঁহার বাহু, ঊরু, মস্তক, ললাট ও গ্রীবাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত ক্ষত বি-ক্ষত হইয়া পড়িল। এইরূপে, শত্রুবিমর্দ্দনকারী অ-র্জ্জুনের কর-নিক্ষিপ্ত গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত সাক্ষাৎ অশনি-সদৃশ সায়ক-সমূহ-দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া, কর্ণ, গজ-রাজাভিহত গজের ন্যায় তৎক্ষণ মাত্র সমর-ক্ষেত্র পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক অতিবেগে পলায়ন করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলা-য়ন করিলে, দুর্য্যোধন-প্রভৃতি মহারথেরা স্বীয় স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া শরনিকর বর্ষণ-দ্বারা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। রথসত্তম শ্বেতবাহন কুন্তীনন্দন বীভৎসুও সমুদ্র-বেগ-রোধী উপকূলের ন্যায় অব-লীলাক্রমে সেই আক্রমণ-কারী ব্যূহ-রচিত কুরুবল-সকলের বেগ সম্বরণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি

ধাবিত হইয়া হাস্য করিতে করিতে দিব্য অস্ত্র-সমস্ত প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। প্রভাকরের প্রভা-পটলে মহীমণ্ডল যেমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ গাণ্ডীব-বিনির্ম্মুক্ত সায়ক-সমূহে দশ দিক্ আচ্ছন্ন হইল। কি অশ্বারোহী, কি গজারোহী, কি রথী, কি পদাতিক, সমস্ত কৌরব-সৈন্যমধ্যে এমন কোন ব্যক্তিই রহিল না, যাহার শরীরে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানও বিদ্ধ হইতে অবশিষ্ট থাকিল। অশ্বগণের সুশিক্ষা, উত্তরের রথ-চালন-নৈপুণ্য এবং অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগ-দক্ষতা ও অসামান্য বীর্য্যবত্ত্ব সন্দর্শনে ভূরি ভূরি প্রশংসা-পূর্ব্বক সকলেই তাঁহাকে প্রজাপুঞ্জ-দহনকারী প্রলয়ানলের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। যেমন প্রদীপ্ত পাবকের প্রতি কেহই সহসা দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারে না, তদ্রূপ শত্রুপক্ষীয়েরা অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিতেই অসমর্থ হইল। শৈলসানু-সন্নিহিত অভিনব জলধরশ্রেণী সূর্য্যরশ্মি-সহযোগে যেমন বিচিত্রবর্ণ ধারণ করে, অর্জ্জুনের শরাঘাতে গলিত শোণিত ধারা-দ্বারা যোদ্ধৃবর্গের শরীর-সকলও সেই রূপ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন অশোক-বন সমস্তই বিকসিত কুসুম-নিচয়ে সুশোভিত হইয়াছে; অথবা যেন হিরণ্ময় পুষ্প-মাল্য সকল অর্জ্জুন-বাণানলে পরিশুষ্ক ও বিশীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। হে ভারত! তৎকালে সমীরণ, অস্ত্রচ্ছিন্ন ছত্র ও পতাকা-সকল যেন আকাশ-মণ্ডলে ধারণ করিলেন। রথ-যোজিত অশ্বগণ স্বপক্ষ-বিক্ষোভ দর্শনে ভীত হইয়া যুগ, অর্থাৎ যে কাষ্ঠখণ্ডে তাহারা বদ্ধ থাকে, তাহা ভগ্ন করণ-পূর্ব্বক ছিন্ন রথাঙ্গ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। করি-যূথেরা, কর্ণ, কক্ষ, দন্ত ও অধরাদি মর্ম্মস্থানে আহত হইয়া সমর স্থলেই পতিত হইতে থাকিল। মহারাজ! কৌরবদিগের সেই সমস্ত প্রধান প্রধান হস্তি-নিচয়ের সংজ্ঞা-শূন্য কলেবর-সমূহে আবৃত হওয়ায়, রণস্থল, ক্ষণকালের মধ্যে যেন মেঘ পরিবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় বিরাজিত হইল। ফলত যুগপ্রলয় কালে প্রচণ্ডতর শিখাবিশিষ্ট হুতাশন যেমন কালপক্ক স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বকে ভস্মীভূত করে, পৃথানন্দন শ্বেতবাহন সেইরূপ রিপুকুল দহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অরাতিমর্দ্দন মহাবল বীভৎসু অস্ত্র সমুদায়ের অসামান্য প্রতাপ, গাণ্ডীবের ভয়াবহ নির্ঘোষ, ধ্বজাধিষ্ঠিত ভূতগণের অমানুষ শব্দ, বানর-রাজের ভৈরব রব ও প্রচণ্ড শঙ্খধ্বনি দ্বারা দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যগণকে ভয়-বিহ্বল করিয়া ফেলিলেন। বৈরিবর্গের বল প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই কেবল দর্শনমাত্র দ্বারা যদিও তিনি তাহাদিগের শরীর-সামর্থ্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন, তথাপি সাহস সন্দর্শনে পশ্চাৎ অগত্যা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ব্যাধ-কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট বিহঙ্গগণের ন্যায় শোণিতাশন গগণসঞ্চারী সুতীক্ষ্ণাগ্র শর-সমূহে আকাশ-মণ্ডল আবৃত করিতে থাকিলেন। হে রাজন্! কোন ক্ষুদ্র পাত্রমধ্যে প্রখর-কর প্রভাকরের কর-নিকর প্রবিষ্ট হইলে যেমন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তৎকালে দিঙ্মণ্ডল-ব্যাপী অর্জ্জুনের সেই অসংখ্য সায়ক-সমস্তও সেইরূপ অপর্য্যাপ্ত হইতে লাগিল। শত্রুপক্ষীয়েরা সমীপাগত অর্জ্জুনের রথখানিকে কেবল এক বার মাত্র নিরীক্ষণ করিতে পারে; যেহেতু পরক্ষণেই তিনি তাহাদিগকে রথ হইতে অশ্ব-সহিত কৃতান্ত-নিকেতনে প্রেরণ করিয়া দেন; সুতরাং তাহা আর কি প্রকারে তাহাদিগের নেত্রগোচর হইবে? ফলত, তাঁহার শরসমস্ত যেমন শত্রুগণ-শরীরে সংলগ্ন না থাকিয়া তৎসমুদায় ভেদ করত প্রধাবিত হইতে লাগিল, তাঁহার রথখানিও সেইরূপ সৈন্য-সম্বাধে রুদ্ধ না হইয়া মহাবেগে চলিল। শত্রু-সৈন্যসাগরে পতিত হইয়া তিনি যখন ঐ রূপ শীঘ্রহস্তে তাহাকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল, যেন ভুজগরাজ বাসুকিই অনন্ত-ফণা বিস্তার করিয়া মহার্ণবমধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন। তৎকালে প্রতিশত্রুর প্রতিই অনবরত শর-বর্ষণ-

কারী কিরীটীর কার্ম্মুক হইতে ঈদৃশ ভীষণ শব্দ বিনির্গত হইতে লাগিল, যাহা পূর্ব্বে আর কখন কাহারও কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। রণভূমি-পরিকীর্ণ মাতঙ্গগণের শরীরে অল্প অল্প ব্যবহিত স্থানে বাণ বিদ্ধ হওয়ায় তাহারা যেন রবি-কিরণ-মালা-সংবৃত জলদ-মণ্ডলের ন্যায় অবলোকিত হইতে লাগিল। সর্ব্বতঃ-সঞ্চরণকারী ধনঞ্জয়ের বাম ও দক্ষিণ উভয়পার্শ্বেই অজস্র অস্ত্র-বিসর্জ্জন করাতে শত্রুরা কেবল তাঁহার মণ্ডলাকার শরাসন-মাত্রই দৃষ্টিগোচর করিতে থাকিল। নেত্র-সকল যেমন অরূপ পদার্থে কখনই পতিত হয় না, গাণ্ডীব-ধন্বার সায়ক-সকলও সেইরূপ অলক্ষ্য বিষয়ে কদাচ পতিত হয় নাই। বনমধ্যে যুগপৎ গমনশীল করি-যূথের গমনপথ যেমন আপনা হইতেই হইয়া উঠে, রণস্থলে পার্থের রথের পথও তদ্রূপ হইল। শরা-হত অরাতিকুল তৎকালে ইহাই বিবেচনা করিতে লাগিল যে, স্বপুত্রের বিজয় বাসনায় স্বয়ং দেবরাজ, সমস্ত ত্রিদশবর্গ সমভিব্যাহারে আসিয়া নিঃসন্দেহ আমাদিগকে সংহার করিতেছেন; অথবা প্রজাকুল নির্ম্মূল করিবার মানসে সর্ব্বসংহার-কারী কালই অর্জ্জুনরূপ ধারণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতেছেন। ফলত, পার্থনিক্ষিপ্ত বিশিখ-সমূহে কৌরব-সৈনিকেরা এরূপ হতাহত হইতে লাগিল যে তাহার উপমার স্থল পার্থের সংগ্রাম ব্যতীত আর কুত্রাপি সম্ভাবিত হইতেই পারে না। কৃষকেরা যেমন অনায়াসে ধান্যাদি ওষধি-সমস্ত ছেদন করে, অর্জ্জুনও সেই-রূপ অবলীলাক্রমে শত্রুদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন; যেহেতু তজ্জনিত ভয়প্রযুক্তই কৌরব-যোধগণের যাবতীয় বীর্য্য ও সাহস একবারে বিনষ্ট হইতে থাকিল। শত্রুরূপ বনসমস্ত অর্জ্জুনরূপ প্রবল ঝটিকায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া লোহিত-রূপ নির্যাস প্রবাহে ধরণীকে শোণিতময়ী করিয়া ফেলিল। সমীর-সঞ্চালিত শোণিতাক্ত ধূলিপটলদ্বারা সূর্য্য-রশ্মিও অধিকতর লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। ক্ষণ-কাল-মধ্যে সূর্য্যসহ আকাশমণ্ডল এরূপ লোহিত-বর্ণ হইয়া উঠিল, যে বোধ হইল, যেন সন্ধ্যা সময় উপ-স্থিত হইয়াছে। প্রভাকর অস্তাচল-চূড়াবলম্বন করি-য়াই কর বিতরণে ক্ষান্ত হন, কিন্তু অর্জ্জুনের আর কোন প্রকারেই শর-বিসর্জ্জনে বিরতি নাই।

দুর্য্যোধনের সেনানীগণ যদিচ সকলেই মহাধনু-র্দ্ধর, সমর-বিশারদ ও পৌরুষশালী, তথাপি অচিন্ত্য-সত্ত্বসম্পন্ন শূরবর ধনঞ্জয়ের দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে কেহই আর বিমুগ্ধ হইতে অবশিষ্ট রহিলেন না। পরবীর-হন্তা সব্যসাচী প্রথমত দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ত্রি-সপ্ততি ক্ষুরপ্র-বাণ নিক্ষেপ করিলেন, পরে দুঃসহকে দশবাণে, অশ্বত্থামাকে অষ্টবাণে, দুঃশাসনকে দ্বা-দশবাণে, শরদ্বৎপুত্র কৃপাচার্য্যকে তিনবাণে, শা-ন্তনু-তনয় ভীষ্মকে ষষ্টিবাণে এবং রাজা দুর্য্যো-ধনকে শতবাণে বিদ্ধ করিয়া পরিশেষে কর্ণের কর্ণ-দেশে একটি কর্ণিকাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। কেবল কর্ণকে বিদ্ধ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন এমন নহে, তাঁহার রথসহিত অশ্ব ও সারথিকেও নিহত করিলেন। এইরূপে সেই সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ মহা-ধনুর্দ্ধর কর্ণবীর বিদ্ধ, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইলে তদীয় সৈন্যগণ ভগ্ন হইতে লাগিল। তখন উত্তর, কর্ণের সৈনিকদিগকে প্রভগ্ন হইতে দেখিয়া, অপর যোধগণের অভিজ্ঞানার্থে, সমরাঙ্গনে অবস্থিত অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে জিষ্ণো! এই রুচির রথে আরোহণ-পূর্ব্বক আমারে সারথি করিয়া এক্ষণে আপনি কোন্ সৈন্যশ্রেণীর অভিমুখে যাত্রা করি-বেন বলুন; আপনকার আদেশ পাইলেই আমি তথায় উপস্থিত হইব।

অর্জ্জুন কহিলেন, অহে রাজকুমার! নীলপতাকা আশ্রয় করিয়া রথোপরি অবস্থিত, লোহিতাক্ষ, ব্যাঘ্র-রূপ ঐ যে চিহ্নটি নিরীক্ষণ করিতেছ, উহা কৃপাচার্য্য-সম্বন্ধীয় সৈন্যের অগ্রভাগ; সংপ্রতি উহার নিকটেই আমাকে লইয়া চল; ঐ দৃঢ় ধনুর্দ্ধারী বীর পুরুষকে আমার শীঘ্রাস্ত্র প্রদর্শন করিতে হইবে। যাঁহার রথ-

ধ্বজে কনক-রচিত শোভন কমণ্ডলু চিহ্ন দৃষ্ট হই-তেছে, উহঁারই নাম দ্রোণাচার্য্য; উনি সকল অস্ত্র-ধারীর মধ্যে প্রধান এবং সকল অবস্থাতেই আমার পরম মাননীয়। কেবল আমারই কেন, উনি শস্ত্র-ধারী মাত্রেরই মান-ভাজন; অতএব হে বীর! তুমি সুপ্রসন্ন মনে উহঁারে প্রদক্ষিণ কর! সনাতন ধর্ম্মানু-সারে, উহঁাকে দেখিয়া আমার অবশ্যই অবনত হওয়া কর্ত্তব্য। আচার্য্য মহাশয় যদি অগ্রে আমার শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করেন, তবেই আমি তাঁহার প্রতি অস্ত্র চালন করিব; তাহা হইলে তিনি আর আমার উপরে কুপিত হইতে পারিবেন না। আচার্য্যের অনতিদূরেই যে মহাবীরের ধ্বজাগ্রে ধনুকের চিহ্ন দেখা যাইতেছে, উনিই মহারথ অশ্বত্থামা। আচা-র্য্যের ন্যায় উনিও আমার এবং যাবতীয় অস্ত্রধারি-গণের মাননীয়। উহঁারও রথ-সমীপে উপনীত হইয়া তোমাকে পুনঃ পুন রথ-চালনায় নিবৃত্ত হইতে হইবে। যাঁহার কনক-ময় কেতনোপরি করি-চিহ্ন-বিরাজিত রহিয়াছে; যিনি সুবর্ণ কবচ পরিধান-পূর্ব্বক প্রধান সৈনিক-দলের তৃতীয়াংশে পরিবৃত থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন; ইনিই ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন শ্রীমান্ রাজা দুর্য্যোধন। হে বীর! তুমি ইহঁার অভিমুখে এই শত্রুরথ-প্রমথনকারী মদীয় রথখানি উপনীত কর; যেহেতু এই নরপতি অতীব প্রমাথী এবং সর্ব্বদা যুদ্ধকামী। দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য-গণ-মধ্যে ইনিই শীঘ্রাস্ত্রতা বিষয়ে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। অতএব অদ্য সংগ্রামে অবশ্যই ইহঁাকে আমার বিপুলতর শীঘ্রাস্ত্র প্রদর্শন করিতে হইবে।

যে রথখানির ধ্বজাগ্রে বিচিত্র নাগকক্ষা, অর্থাৎ হস্তি-বন্ধন রজ্জুর চিহ্ন রহিয়াছে; ঐ রথে কর্ণ অব-স্থিতি করিতেছে। উহার পরিচয় তোমাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। যখন তুমি ঐ দুরাত্মার সন্নিহিত হইবে, তখন অতিসাবধানে থাকিবে; যেহেতু ও আমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। প্রশস্ত হস্তাবরণ ও বিপুল কোদণ্ড-ধারী যে বীর পুরুষ, পাঁচটি তারক ও একটি সূর্য্যে চিহ্নিত নীল পতাকা-যুক্ত রথে অবস্থিতি করিতে-ছেন; যাঁহার মস্তকোপরি বিমল পাণ্ডুরবর্ণ বিচিত্র ছত্র রহিয়াছে; যিনি চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ সমুজ্জ্বল সৌবর্ণ কবচ ও শিরস্ত্রাণ পরিধান-পূর্ব্বক মেঘ-মণ্ডলীর অগ্রবর্ত্তী মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সৈন্যগণের পুরোবর্ত্তী থাকিয়া যেন আমার মনে ভয় সঞ্চার করিয়া দি-তেছেন; উনিই আমাদিগের পিতামহ শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম। দুর্য্যোধন উহঁাকে রাজশ্রী-সহকারে অভিবর্দ্ধন করিয়া সাতিশয় অনুরক্ত ও বশম্বদ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং উনি আমার বিঘ্নকর হইলেও হইতে পারেন। অতএব এক্ষণে উহঁার নিকটে না গিয়া পশ্চাৎ যাওয়াই কর্ত্তব্য। হে রাজ-কুমার! যৎকালে আমি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন তোমাকে অতিশয় সাবধানে অশ্ব-পরিচালন করিতে হইবে।

হে রাজন্! অর্জ্জুনের আদেশক্রমে বিরাট-পুত্র আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, যে স্থলে কৃপাচার্য্য পার্থের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থিত ছিলেন, তথায় অব্যগ্র-চিত্তে রথ লইয়া চলিলেন।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বর্ষা-সময়ে ঈষৎ-সমীরণ-সঞ্চালিত জলধর-শ্রেণী যেমন মন্দ মন্দ সঞ্চারে গমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ উগ্রধনুর্দ্ধারী কৌরবগণের পদাতিক সৈনিকেরা ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিল; এবং অশ্বারূঢ় যোদ্ধারাও তাহা-দিগের সন্নিহিত হইয়া চলিল। পশ্চাৎ গজারোহ যোধগণ তোমরাঙ্কুশাদি হস্তে লইয়া বিচিত্র কবচো-ত্তাষিত ভীষণরূপ মত্ত মাতঙ্গ-সমস্ত পরিচালিত করিতে থাকিল।

তখন অমর-রাজ পুরন্দর, সুদৃশ্য বিমানোপরি আরূঢ় হইয়া, বিশ্বগণ, মরুৎগণ, অশ্বিনী-কুমার

এবং অন্যান্য অমরগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধ দর্শনার্থ অন্তরীক্ষ পথে সমাগত হইলেন। তৎকালে মেঘ-নির্ম্মুক্ত গ্রহমণ্ডলের ন্যায় সেই দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মহোরগবৃন্দে সমাকুল নভোমণ্ডল একটি পরম রমণীয় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। দেবতারা সুবর্ণ ও মণিরত্নের কোটি-স্তম্ভ-বিরাজিত পৃথক্ পৃথক্ বিমানে অধিরোহণ করিয়া, ভীষ্ম-সহ অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম এবং মনুষ্য-লোকে তাঁহার সেই দেবদত্ত অস্ত্রাদির প্রভাব সন্দর্শনার্থে স্থানে স্থানে অবস্থিত রহিলেন। সকলের মধ্যে বাসবের বিমানই সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। বিবিধ রত্নরাজি-বিভূষিত সেই কামগামী স্যন্দনে সুরুচির-প্রভান্বিত ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা, গন্ধর্ব্বগণ, রাক্ষসগণ, সর্পগণ, পিতৃগণ, মহর্ষিগণ এবং বসুমনা, বলাক্ষ, সুপ্রতর্দ্দন, অষ্টক, শিবি, যযাতি, নহুষ, গয়, মনু, ক্ষুপ, রঘু, ভানু, কৃশাশ্ব, সগর, শল, ইত্যাদি রাজবৃন্দ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন। অগ্নি, ঈশ, চন্দ্র, বরুণ, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, কুবের, যম, অলম্বুষ, উগ্রসেন ও গন্ধর্ব্বরাজ তুম্বুরু, ইহাঁদেরও বিমান-সকল যথাস্থানে ও যথাভাগে সুশোভিত হইতে থাকিল। এইরূপে কৌরবদিগের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত সমুদায় দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ সমবেত হইলেন। তথায়, যেমন বসন্তকালের প্রথমে পুষ্পিত বৃক্ষ-সকলের সৌরভে দশ দিক্ আমোদিত হয়, তদ্রূপ পবিত্র দিব্য মাল্য-নিচয়ের মনোহর পরিমলে সর্ব্ব স্থানই পরিপূরিত হইয়া উঠিল। দেবতাবৃন্দের রক্ত ও অরক্তবর্ণ ছত্র, বস্ত্র, মাল্য ও ব্যজন-সমস্ত আকাশ-মণ্ডলের সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিল। পূর্ব্বে সমরোত্থিত যে সকল পার্থিব-রেণুনিকরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে দেবগণের কিরণাবলিদ্বারা দশ দিক্ সুপ্রকাশিত হওয়ায় তৎসমুদায় উপশান্ত হইয়া গেল। গন্ধবহ দিব্যগন্ধ বহন-পূর্ব্বক যোধগণকে সুশীতল করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সুরোত্তমগণের সেই সমস্ত বহুতর মণিরত্নোদ্ভাবিত গতিশীল ও স্থিতিশীল বিমান-সমূহদ্বারা গগণমণ্ডল যেন সুচারু চিত্র-লিখিতের ন্যায় বিরাজিত হইল। মহাতেজা বজ্রপাণি যৎকালে কমল ও উৎপলমালা পরিধান-পূর্ব্বক দেববৃন্দে পরিবৃত হইয়া বিমানে উপবেশন করিলেন, তখন যে কি মনোহর বিচিত্র শোভা হইল, তাহা আর বর্ণিত হইবার নহে। দেবরাজ সংগ্রামাঙ্গন-বিহারী স্বীয় পুত্রকে সহস্র-লোচনদ্বারা নিরীক্ষণ করিয়াও আপনাকে পরিতৃপ্ত বোধ করিলেন না।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুনন্দন ধনঞ্জয় কুরু-সৈন্যদিগকে ব্যূহবদ্ধ দেখিয়া উত্তরকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই আদেশ করিলেন, অহে রাজ-কুমার! ঐ যে রথখানির ধ্বজোপরি সুবর্ণময়ী বেদী প্রকাশিত হইতেছে, উহার দক্ষিণ দিক্ দিয়া কৃপাচার্য্যের নিকট গমন কর। অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে উত্তর সত্বর হইয়া রজত-সন্নিভ স্বর্ণাভরণ-মণ্ডিত অশ্বগণকে চালাইয়া দিলেন। বেগের যে সমস্ত উত্তম প্রকার আছে, তিনি আনুপূর্ব্বীক্রমে তৎসমুদায় অবলম্বন করিয়া সেই শশি-সদৃশ শুভ্রবর্ণ ঘোটকদিগকে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহারাও যেন কুপিত হইয়া প্রধাবিত হইল। অশ্ববিদ্যা-বিশারদ যান-তত্ত্বজ্ঞ বলবান্ বিরাট-নন্দন কুরুসেনার সন্নিহিত হইয়াও পুনরায় সেই বাতবেগী বাহনগণকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিলেন; এবং সহসা একবার বামদিকে আবার দক্ষিণপার্শ্বস্থ সৈনিক-মণ্ডলের অভিমুখে প্রধাবিত হইয়া সমস্ত কৌরবদিগের মোহ জন্মাইতে লাগিলেন। পরিশেষে যখন তিনি দক্ষিণাবর্ত্তে গমন করত কৃপাচার্য্যের রথ-সমীপে আসিয়া অকুতোভয়ে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন, তখন ধনঞ্জয় উচ্চৈঃস্বরে আত্ম-নাম কীর্ত্তন করিয়া বল-পূর্ব্বক দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিলেন। অশনিপাতে

পর্ব্বত বিদীর্ণ হইলে যাদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া থাকে, মহাবীর্য্য অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক নিনাদিত হওয়ায় সেই শঙ্খেরও অবিকল সেইরূপ সুমহান্ শব্দ হইল। তাদৃশ প্রভূত বেগ-সহকারে আধ্মাত হইয়াও শঙ্খটা যে শতধা বিদীর্ণ হইল না, ইহাতেই কৌরবেরা তাহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল। ফলত সেই লোকাতীত ভীষণ নিস্বন, শৈল-শিখরে অমর-রাজ-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্রনাদের ন্যায়, স্বর্গলোক-পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত না হইয়া আর নিবৃত্ত হইল না।

ঐ অবসরে অমিত-বীর্য্যশালী বলদর্প-সমন্বিত শরদ্বৎ-পুত্র মহারথ কৃপাচার্য্য সেই অমানুষ শঙ্খ-শব্দ শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক সমর-বাসনায় প্রবলতর বেগে আপন শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন; এবং তৎসম্ভূত অতীব ভৈরব নাদে ত্রিলোকী পরিপূরিত করিয়া অতিবৃহৎ একখানা কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎক্ষণমাত্র জ্যাশব্দ বিস্তার করিলেন। সূর্য্যসম-তেজস্বী মহাবল পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য ও পার্থ উভয়েই সমরোচিত সাহস-ভরে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যেন শরৎকালীন ধারাধর-যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য পরবীরহন্তা পার্থকে মর্ম্মভেদী নিশিত দশ সায়কদ্বারা শীঘ্র বিদ্ধ করিলেন। পার্থও লোক-বিখ্যাত গাণ্ডীব আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি এককালে বহুসংখ্যক মর্ম্মভেদী নারাচ বিসর্জ্জন করিলেন। অর্জ্জুনের শীঘ্রহস্ত-নির্ম্মুক্ত সেই সমস্ত শোণিতাশন সায়ক-পুঞ্জ আচার্য্যের গাত্রে আসিয়া পতিত হইতে না হইতেই তিনি শাণিত শর-সমূহদ্বারা তৎসমুদায় শত সহস্রভাগে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। প্রভাব-সম্পন্ন অমেয়াত্মা মহারথ ধনঞ্জয় বাণ-সকল ব্যর্থ হওয়ায় কোপে অধীর হইয়া অস্ত্র-প্রয়োগের বহুতর বিচিত্র পথ প্রদর্শন করত বিকট নারাচ-নিবহে দিক্ বিদিক্ সমস্ত এককালে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিলেন। বাণে বাণে আকাশ-মণ্ডল একচ্ছায় হইয়া উঠিল এবং আচার্য্যও এরূপ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন যে, কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত কেহই আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কৃপ, অর্জ্জুনের সেই শিখিশিখা-সদৃশ নিশিত শর-সমূহে প্রপীড়িত হইলেন বটে, কিন্তু সাত্তিশয় রোষভরে মুহূর্ত্তকাল-মধ্যেই অমিততেজস্বী মহাত্মা পার্থকে একবারে অযুতসংখ্যক বাণে আহত করিয়া সমর-মধ্যে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভীমকর্ম্মা ধনঞ্জয় ত্বরান্বিত হইয়া গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত কনক-পুঙ্খাগ্র, সন্নতপর্ব্ব, সুতীক্ষ্ণ উৎকৃষ্ট শর-চতুষ্টয়-দ্বারা তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। বাহনগণ সেই প্রজ্বলিত পাবকতুল্য বাণে আহত হইয়া সহসা লম্ফ প্রদান করিলে, কৃপাচার্য্য স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। বীর-শত্রুহন্তা কুরু-নন্দন তাঁহাকে স্থানভ্রষ্ট দেখিয়া সম্ভ্রম রক্ষা-নিমিত্ত আর তাঁহার প্রতি শর সন্ধান করিলেন না; কিন্তু আচার্য্য সত্বর হইয়া পুনরায় যথাস্থানে অবস্থান-পূর্ব্বক কঙ্কপত্র-ভূষিত দশটি বাণদ্বারা সব্যসাচীকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অর্জ্জুনও ত্বরান্বিত হইয়া একটি নিশিত ভল্লপাতে তাঁহার কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড এবং অঙ্গুলিত্রাণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে এরূপ কৌশলে কতকগুলি মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ বাণ বিসর্জ্জন করিলেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহার শরীরের কোন হানি না হইয়া কেবল কবচ-মাত্রই দগ্ধ হইয়া গেল। তখন সেই বর্ম্মবিমুক্ত আচার্য্য-দেহ, কঞ্চুক-নির্ম্মুক্ত সরীসৃপ-শরীরের ন্যায় বিদ্যোতিত হইতে লাগিল। ধনুক ছিন্ন হওয়ায় কৃপ যখন আর একখানি শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন, তখন সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিল। আচার্য্য পুনর্ব্বার ধনুর্গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু অর্জ্জুন তৎক্ষণমাত্র সুচিক্কণ-পর্ব্ববিশিষ্ট বিশিখাঘাত-দ্বারা সেখানিও কাটিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কৃপাচার্য্য যত যত ধনুর্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন, পরবীরহন্তা ধনঞ্জয় সকলই খণ্ড খণ্ড করিতে থাকিলেন। তখন প্রতাপ-সম্পন্ন কৃপাচার্য্য অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া

রথ হইতে প্রদীপ্ত অশনি-সদৃশ একটা শক্তি লইয়া অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ধীমান্ অর্জ্জুন সেই সমুজ্জ্বল-হেমমণ্ডিতা শক্তিটা পবন-বেগে মহোল্কার ন্যায় গগণতলে আপতিত হইতেছে দেখিয়া দশ শর-সন্ধানদ্বারা তৎক্ষণাৎ দশধা করিয়া ফেলিলেন। শক্তি হতশক্তি হইলে কৃপাচার্য্য পুনরায় একখানি ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাতে যুগপৎ জ্যারোপণ ও ভল্ল যোজনা করিয়া দশসংখ্যক সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা পার্থকে বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রসম মহাতেজা মহারথ ধনঞ্জয়ও অসীম ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি অগ্নিতুল্য-তেজস্বী শিলাশাণিত ত্রয়োদশ সায়ক নিক্ষিপ্ত করিলেন; তন্মধ্যে একবাণে রথযুগ, বাণ-চতুষ্টয়ে অশ্ব-চতুষ্টয়, একটি-দ্বারা সারথির মস্তক, তিনটি-দ্বারা তিনটি রথবংশ, দুইটি-দ্বারা চক্র, একটিতে ধ্বজা এবং যেন হাস্য করিতে করিতে বজ্র-সদৃশ অবশিষ্টটি-দ্বারা আচার্য্যের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে কৃপ ছিন্নধন্বা, বিরথ, বিগত-সারথি ও হতবাহন হইয়া উপায়ান্তর-বিরহে একটা গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক লম্ফপ্রদান করিয়া তাহা অর্জ্জুনের প্রতি প্রবল-বেগে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কিন্তু তদ্দ্বারা কিছুমাত্র ফল দর্শিল না; যেহেতু সেই সুপরিষ্কৃতা গরীয়সী গদাটি অর্দ্ধপথে উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই অমনি পার্থবাণে ছিন্ন হইয়া ফিরিয়া গেল। তখন যোধগণ সমবেত হইয়া কৃপাচার্য্যের রক্ষার্থে পার্থের চতুর্দ্দিকে শর-বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিরাট-তনয় বামাবর্ত্তে রথ ফিরাইয়া শত্রুগণ-নিরোধক যমক নামক মণ্ডল করণদ্বারা সেই নরশ্রেষ্ঠ যোধগণকে প্রতিবারিত করিলেন; এবং তাহারাও রথচ্যুত কৃপাচার্য্যকে লইয়া মহাবেগে পলায়ন করিল।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃপাচার্য্য অপনীত হইলে শোণ-বাহন দুরাধর্ষ দ্রোণাচার্য্য সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া শ্বেতবাহন পার্থের প্রতি ধাবিত হইলেন। রথিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় কাঞ্চন-রথারূঢ় আচার্য্যকে সমীপে আসিতে দেখিয়া উত্তরকে কহিলেন, সারথে! যাঁহার রথে ঐ বিমল-প্রবালতুল্য লোহিত বর্ণ, তাম্রাস্য, প্রিয়দর্শন, সর্ব্বশিক্ষা-বিশারদ রুচির-বাহী, বৃহদাকার অশ্বগুলি নিয়োজিত রহিয়াছে, এবং প্রকাণ্ড-ধ্বজদণ্ড-সংলগ্ন পতাকাপুঞ্জে সুশোভিত একটি স্বর্ণবেদী চিহ্ন প্রকাশিত হইতেছে, উহাঁর নিকটে আমারে লইয়া চল। যিনি বিশাল-বাহু, বল, রূপ ও মহানুভাব-সম্পন্ন, অসীম প্রতাপান্বিত এবং সর্ব্বলোকমধ্যে সুবিখ্যাত; যিনি শুক্রাচার্য্য-সদৃশ ধীসম্পন্ন ও বৃহস্পতি-তুল্য নীতিজ্ঞ; যাঁহাতে সম্পূর্ণ চতুর্ব্বেদ, ব্রহ্মচর্য্য, ধনুর্ব্বেদ এবং প্রয়োগ ও সংহার-সম্বলিত সমুদয় দিব্য অস্ত্র নিত্যই প্রতিষ্ঠিত আছে; যাঁহাতে সত্য সারল্য ক্ষমা অক্রূরতা দম প্রভৃতি বহুতর সত্ত্বগুণ-সমূহ নিরন্তর দেদীপ্যমান রহিয়াছে; সেই ভরদ্বাজ-নন্দন মহাভাগ দ্রোণাচার্য্যের সহিত সম্প্রতি যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছি। অতএব হে উত্তর! তুমি শীঘ্র করিয়া তাঁহার নিকটে রথ লইয়া চল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পার্থের এই আদেশক্রমে বিরাট-তনয় সুবর্ণ-বিভূষিত অশ্ব-চতুষ্টয়কে আচার্য্য-রথাভিমুখে পরিচালিত করিলেন। আচার্য্য, রথি-প্রবর অর্জ্জুনকে দ্রুতগতি আসিতে দেখিয়া, কোন মত্ত মাতঙ্গ যেমন অপর মত্ত মাতঙ্গের বিরুদ্ধে গমন করে, সেইরূপ তাঁহার প্রতি প্রধাবিত হইলেন; এবং প্রবলবেগে ভেরীশত-নিস্বনের ন্যায় শঙ্খধ্বনি করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সমস্ত সৈন্যসামন্তগণ বিক্ষোভিত সাগরের ন্যায় চঞ্চল ও চকিত হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই লোহিতবর্ণ সদশ্বগণ, হংস-সদৃশ ধবল-কান্তি মনের ন্যায় দ্রুতগামী ঘোটক-চতুষ্টয়ের সহিত সমরে একত্র মিলিত হইল দেখিয়া, রণস্থলস্থ সকল লোকেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। সেই কৃতবিদ্য, মনস্বী, দুরাধর্ষ, মহাবীর্য্য-

বলসম্পন্ন, মহারথ আচার্য্য ও শিষ্য যখন সংগ্রাম-স্থলে পরস্পর সমাশ্লিষ্ট হইলেন, তখন সমগ্র ভারতী সেনা তদ্দর্শনে মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে থাকিল।

অনন্তর শত্রুতাপন বীর্য্যবান্ মহাবাহু মহারথ পৃথানন্দন সব্যসাচী, রথারোহণে আচার্য্যের রথ-সন্নিহিত হইয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, এবং বিনীতভাবে সাম-পূর্ব্বক এই মনোজ্ঞ বাক্যটি কহিলেন, "হে সমর-দুর্জ্জয়! আমরা বনবাসে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া এক্ষণে তাহার প্রতিকার-বিধানের অভিলাষ করিতেছি; সুতরাং সেজন্য আমাদিগের প্রতি আপনকার ক্রোধ করা উপযুক্ত হইতে পারে না। হে অনঘ! আমার মানস এই যে, আপনি অগ্রে আমাকে প্রহার না করিলে আমি কখনই আপনকার প্রতি বাণ-নিক্ষেপ করিব না; অতএব অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমারে অগ্রে প্রহার করুন!" ইহা শুনিয়া আচার্য্য, পার্থের প্রতি বিংশতির অধিক শর নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুনও শীঘ্রহস্তে পথি-মধ্যেই তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ আচার্য্য শীঘ্রাস্ত্রতা প্রদর্শনার্থে একবারে শর-সহস্র সন্ধান-দ্বারা পার্থের রথখানা আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার কোপ সংবর্দ্ধন-নিমিত্ত রজত-সন্নিভ অশ্বগণকেও শিলা-শাণিত কঙ্কপত্রান্বিত বাণ-সমূহে সমাকীর্ণ করিলেন। এইরূপে দ্রোণার্জ্জুনের ঘোরতর সমরারম্ভ হইল। উভয়েই তুল্য রূপে শিখিশিখা-সদৃশ বিশিখ-পুঞ্জ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উভয়েই দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগে সুনিপুণ, কার্য্যে কৃতী, বেগে পবন-সদৃশ এবং অতিমাত্র তেজস্বী; সুতরাং পরস্পর শর-সঙ্ঘ নিক্ষেপদ্বারা তাঁহারা ভূপতিদিগের মোহ জন্মাইতে লাগিলেন। সমবেত সৈনিকেরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের শর-বিসর্জ্জনের সত্বরতা-বিষয়ে বহুতর সাধু-বাদ করিতে লাগিল; এবং রণ-স্থলস্থিত সকল লোকেই এই কথা বলিতে থাকিল, "পার্থ-ব্যতীত আর কোন্ বীর পুরুষ আচার্য্য-সহ সংগ্রাম করিবার যোগ্য হইতে পারে? অহহ! ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম কি ভয়ানক! যাহাতে গুরুর প্রতি অস্ত্র-ত্যাগ করাও দোষাবহ নহে।"

সেই মহারথ বীরদ্বয় পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইয়া অসীম সংরম্ভ-সহকারে উভয়ে উভয়কে শরজালে আচ্ছাদিত করিলেন বটে, কিন্তু কেহই কাহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। অনন্তর সুমহাবাহু মহারথ আচার্য্য কুপিত হইয়া সুবর্ণপৃষ্ঠ দুরাসদ সুমহৎ শরাসন বিস্ফারণ করত, পর্ব্বতোপরি মেঘ-নির্ম্মুক্ত সলিল-সম্পাতের ন্যায়, মহাবেগে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণদ্বারা পার্থ-শরীর বিদ্ধ করিলেন, এবং শিলাধৌত সমুজ্জ্বল সায়ক-ময় জালে তাঁহার রথখানিও এরূপ সমাকীর্ণ করিলেন যে, সে স্থলে প্রভাকরের প্রভাপর্য্যন্ত তিরোহিত হইল। মহাবীর্য্য-সম্পন্ন ধনঞ্জয়ও বেগবান্ ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া শত্রুগণের শমনরূপী উত্তম ভারসহিষ্ণু দিব্য গাণ্ডীব কোদণ্ড গ্রহণ-পূর্ব্বক সুবর্ণময় বিচিত্র বাণরাজি বিসর্জ্জনে ভারদ্বাজের বিশিখ-সমস্ত অবিলম্বেই খণ্ড খণ্ড করিয়া সকলের বিস্ময়কর হইলেন। সকলেই তাঁহাকে যুগপৎ সর্ব্বদিকেই পরিভ্রমণ করিতে এবং সর্ব্বদিকেই বাণ বর্ষণ করিতে দেখিল। ফলত ধনঞ্জয় বিশিখজালে আকাশ-মণ্ডলকে যেন একচ্ছায় করিয়া তুলিলেন। কোন মহীধর নীহারে আবৃত, অথচ দাবানলে উদ্দীপিত হইলে যেরূপ রূপ ধারণ করে, অর্জ্জুনের অনুত্তম শরনিকরে আচ্ছন্ন হওয়ায় তৎকালে আচার্য্যেরও অবিকল সেইরূপ রূপ হইল। কেহই আর তাঁহাকে স্পষ্টরূপে দৃষ্টি করিতে পারিল না। রণ-শোভন দ্রোণ মহাশয়, পার্থ-শরে স্বীয় স্যন্দনখানি সর্ব্বতঃ সমাবৃত হইল দেখিয়া, মেঘ-নির্ঘোষ-সদৃশ ভীষণ নিস্বনকারী, অগ্নিচক্র-তুল্য, ঘোররূপ, বিচিত্র পরমায়ুধ কোদণ্ড বিস্ফারণ ও বিকর্ষণ করিয়া অজস্র অস্ত্র বর্ষণদ্বারা অর্জ্জুনের সেই সায়ক-সকল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। তাহাতে দহ্যমান বংশবিস্ফোটের ন্যায় সুমহান্ শব্দ হইতে

লাগিল। অমেয়াত্মা আচার্য্য বিচিত্র চাপ-নির্ম্মুক্ত কনক-ময় পুঙ্খযুক্ত শরজালে এককালে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ও সূর্য্যরশ্মি আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। গগণমার্গে কেবল সন্নতপর্ব্ব সুবর্ণপুঙ্খ পুঞ্জ পুঞ্জ বিশিখ-মাত্রই পরিদৃশ্যমান হইতে থাকিল। এমন কি, দ্রোণ এরূপ শীঘ্রহস্ততা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, শরগুলি তাঁহার ধনুক হইতে উপর্য্যুপরি বিনির্গত এবং অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রধাবিত হওয়ায় যেন একটি সুদীর্ঘ শরের ন্যায় প্রতীত হইল। এই রূপে বীরদ্বয় আপন আপন সুবর্ণময় মহাসায়কসমূহ বিসর্জ্জন করিয়া গগণমণ্ডলকে যেন উল্কানিবহে সমাকীর্ণ করিয়া তুলিলেন। সেই কঙ্কপক্ষবিভূষিতা বাণরাজি যেন বিয়দ্বিহারিণী শরৎকালীনহংসশ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

এইরূপে বৃত্র-বাসবের ন্যায় দ্রোণার্জ্জুনের ঘোরতর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরস্পর বিরোধী মাতঙ্গ-যুগল যেমন দন্তাগ্রদ্বারা সম্পূর্ণ ক্রোধভরে পরস্পরকে আহত করে, তদ্রূপ তাঁহারা আকর্ণপূর্ণ-সন্ধানে শররাজি বিসর্জ্জন করত উভয়েই উভয়ের প্রতি আঘাত করিতে লাগিলেন। ফলত, সেই সমর-শোভী শূরদ্বয় সংগ্রামে সম্পূর্ণ সংরম্ভপরবশ হইয়াই বিভাগক্রমে দিব্য অস্ত্র-সমস্ত প্রয়োগ করত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যপ্রধান দ্রোণ মহাশয় যত যত শিলাশাণিত বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলেন, প্রখর-পরাক্রমশালী বিজয়িশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় আপন সুতীক্ষ্ণ সায়কজালে তৎসমুদায় তৎক্ষণমাত্র নিবারণ-পূর্ব্বক আকাশমার্গ আকীর্ণ করিয়া দর্শকদিগকে অসামান্য অস্ত্র-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আবার সকল শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ আচার্য্য-প্রবর ভরদ্বাজ-তনয় দ্রোণও সেই মহাসমরে দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগকারী ইন্দ্রনন্দনকে তিগ্মতেজা ব্রহ্মাস্ত্র অর্জ্জুনের অস্ত্র-সমস্ত স্বকীয় সন্নতপর্ব্ব শররাজিদ্বারা অবলীলাক্রমে নিবারিত করত তাঁহার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে থাকিলেন। পূর্ব্বে দেব দানবগণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, পরস্পর রোষামর্ষাবিষ্ট সেই নরসিংহযুগলেরও এক্ষণে সেইরূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। আচার্য্য ঐন্দ্রাস্ত্র বায়ব্যাস্ত্র আগ্নেয়াস্ত্র-প্রভৃতি যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্র-সকল নিক্ষিপ্ত করেন, সকলই শিষ্যের করাল সায়ক-কবলে অবিলম্বেই সংহার-প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সেই মহাধনুর্দ্ধারী বীরদ্বয় নিরবচ্ছিন্ন বাণধারায় সমস্ত নভোমণ্ডলকে একবারে একচ্ছায় করিয়া তুলিলেন। অর্জ্জুনের শর-সকল যৎকালে দ্রোণের বিশিখরাশি বিনষ্ট করত অপরাপর প্রাণিপুঞ্জের উপর পতিত হইতে লাগিল, তখন পর্ব্বতোপরি বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে থাকিল। হে বিশাম্পতে! তৎকালে হস্তী, অশ্ব ও রথসকল শোণিতাক্ত হইয়া যেন পুষ্পিত পলাশ-পাদপপঙ্ক্তির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই দ্রোণার্জ্জুনের সংগ্রামে কোন খানে কেয়ূর-ভূষিত বাহুদণ্ড, কোন খানে বিচিত্র রথখণ্ড, কোন খানে সুবর্ণচিত্রিত কবচ, কোন খানে নিপাতিত মাতঙ্গ, কোন খানে বা পার্থবাণ-প্রপীড়িত যোধগণের মৃতশরীর, সর্ব্বত্রই কেবল এই সমস্ত পদার্থরাশি পতিত রহিয়াছে দেখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যগণের আর ভয়ের ইয়ত্তা রহিল না।

হে ভরতর্ষভ! সেই অসামান্য বীরদ্বয় ভারসাধন শরাসন-যুগল বিকর্ষণ-পূর্ব্বক আকর্ণপূর্ণ সন্ধানে বিনিক্ষিপ্ত সন্নতপর্ব্ব মহাশরজালে পরস্পর আচ্ছন্ন ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া বলি-বাসবের ন্যায় উভয়েই প্রাণপণে উক্তরূপ তুমুল সংগ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে দ্রোণের প্রশংসাকারী দেবাদিগণের এই একটি শব্দ হইল যে, দেবদানবগন্ধর্ব্বাদিবিজেতা, মহারথাগ্রগণ্য, প্রবল প্রতাপ-সম্পন্ন, শত্রুকুল-প্রমথনকারী, দৃঢ়মুষ্টি, দুরাধর্ষ পার্থের সহিত দ্রোণ যে প্রতিযুদ্ধ করিলেন, ইহাতে উহাঁর অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম্ম করা হইল। ফলত অর্জ্জুনের যুদ্ধ শিক্ষাবিষয়ে তাদৃশী অভ্রান্ততা, লঘুহস্ততা এবং বাণের

দুরপাতিতা সন্দর্শনে আচার্য্যও অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন অতিমাত্র অমর্ষপরবশ হইয়া বাহুযুগলদ্বারা দিব্য শরাসন গাণ্ডীব বিকর্ষণ-পূর্ব্বক যৎকালে শলভ-নিকরের ন্যায় শরসমূহে গগণতল আচ্ছাদিত করিলেন, তখন বিস্ময়াম্বিত দর্শকবৃন্দ-মধ্য হইতে কেবল "সাধু ধনঞ্জয়! সাধু ধনঞ্জয়!" এই বাক্যই অনবরত শ্রুত হইতে লাগিল। ফলত, পার্থ ঈদৃশ অবিচ্ছিন্ন ধারায় বাণ বৃষ্টি করিতে থাকিলেন যে, তন্মধ্য দিয়া সমীরণ-সঞ্চারেরও সম্ভাবনা রহিল না; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঈদৃক্ লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, কখন্ তূণ হইতে বাণ সংগ্রহ করিতেছেন, কখন্ বা শরাসনে সংযোজিত করিতেছেন এবং কোন্ সময়েই বা বিসর্জ্জন করিতেছেন, তাহা আর কাহারও লক্ষ্য করিবার সাধ্য থাকিল না। অনন্তর ঘোরতর সুদারুণ অস্ত্রযুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে, ধনঞ্জয় শীঘ্র হইতেও শীঘ্রতর হইয়া অপর কতকগুলি শর নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে একেবারে এক লক্ষ সন্নতপর্ব্ব শর আসিয়া আচার্য্যের রথ-সমীপে পতিত হইল। মহারাজ! গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচী শরজালে দ্রোণকে সমাকীর্ণ করিলে, কৌরব-সৈন্য-মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। এদিকে স্বয়ং দেবরাজ এবং গন্ধর্ব্ব অপ্সরা-প্রভৃতি যে সমস্ত দর্শকগণ তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, সকলেই পার্থের শীঘ্রাস্ত্র-সম্পাত-বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রথযূথপতি আচার্য্যপুত্র, বহুল রথনিকরে পরিবৃত হইয়া, সহসা আগমন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে প্রতিবারিত করিলেন। অশ্বত্থামা মনে মনে মহাত্মা পার্থের সেই অমানুষ কর্ম্মের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পিতৃ-পরাজয়হেতু তাঁহার প্রতি অতিশয় রোষপরবশ হওয়ায় আর কোন প্রকারে সহ্য করিতে পারিলেন না; অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ঐরূপে আক্রমণ করিয়া বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় এককালে সহস্র সহস্র বাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় দ্রৌণির দিকে রথ ফিরাইয়া আচার্য্যের অপসরণার্থে অবসর প্রদান করিলেন। শৌর্য্য-সম্পন্ন দ্রোণাচার্য্যও পার্থের শরমাত্রদ্বারা ছিন্নবর্ম্মা, ছিন্নধ্বজ ও ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হওয়ায় অবসর পাইবামাত্র বেগগামী বাহনে সত্বর অপসৃত হইলেন।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবীর্য্য অশ্বত্থামা পার্থের প্রতি আক্রমণ করিলে, তিনি ধারাধর-সদৃশ অবিরল বাণ বর্ষণ করিতে করিতে, বিহঙ্গরাজ কোন পন্নগকে যেমন গ্রহণ করেন, তদ্রূপ তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিলেন। তাঁহাদিগের দেবাসুর-সদৃশ সুমহান্ সংগ্রাম হইতে লাগিল। বৃত্র-বাসবের ন্যায় উভয়েই পরস্পর শরজালে সমাকীর্ণ হইলেন। হে পরপুর-বিজয়িন্! সেই যুধ্যমান যোধ-যুগলের নিরবচ্ছিন্ন সায়কপাতে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন ও দিগ্বিদিক্ সমুদয় ছায়াময় হইলে, সমীরণ সঞ্চার-বিরহিত এবং দিবাভাগে সূর্য্যকিরণও তিরোভূত হইল। তৎকালে, কেবল দহ্যমান বংশরাশির ন্যায় মহান্ চটচটা শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ সংগ্রামের পর অশ্বত্থামার অশ্বগণ পার্থশরে একপ নির্জ্জীব হইয়া পড়িল যে, তাহাদের আর দিগ্‌নিরূপণেরও ক্ষমতা রহিল না। হে রাজন্! অর্জ্জুন এইরূপে বিপক্ষের বাহনগণ বিমোহিত করিয়া তাঁহার প্রতি শর সন্ধান করিলেন, ইত্যবসরে অশ্বত্থামা একটা সামান্য ছিদ্র দর্শনে ক্ষুরপ্র-বাণে তাঁহার গাণ্ডীবের জ্যা ছেদ করিলেন। তখন দেবগণ অশ্বত্থামার সেই অমানুষ কর্ম্ম সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ-প্রভৃতি মহারথ সেনানী-সকলেও সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। তৎপরে রথিশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা

অষ্ট ধনু পরিমিত স্থান অপসৃত হইয়া পুনর্ব্বার কতকগুলি কঙ্কপত্রযুক্ত বাণ প্রয়োগ করিয়া পার্থের হৃদয়-দেশে আঘাত করিলেন। তাহাতে মহাবাহু অর্জ্জুন তখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত গাণ্ডীবে নবীন মৌর্ব্বী যোজনা করিলেন এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রথাবর্ত্তন করিয়া, কোন বারণ-যূথপতি যেমন অপর মত্ত মাতঙ্গের সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ বেগে আসিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। অনন্তর যৎকালে সেই মহাবীর্য্য-সম্পন্ন অসাধারণ বীরদ্বয় সর্ব্বজন-লোমাঞ্চকর ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সকল কৌরবেরাই বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে যুধ্যমান যূথপতি-যুগলের ন্যায় সন্দর্শন করিতে লাগিল। পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরবর অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামা উভয়েই উভয়ের উপর আশীবিষ-সদৃশ ভীষণমূর্ত্তি প্রজ্বলিত-পাবকতুল্য সায়কাবলি নিরন্তর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শৌর্য্য-সম্পন্ন মহাত্মা পার্থের দিব্য অক্ষয় তূণদ্বয় কিছুতেই আর বাণ-শূন্য না হওয়ায় তিনি অচলের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত হইয়াই যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। পরন্তু দ্রৌণির তূণীর অবিশ্রান্ত বাণ নিক্ষেপ করায় শীঘ্রই পরিক্ষীণ হইল; সুতরাং অর্জ্জুন সহজেই তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কর্ণ সাতিশয় বল-সহকারে মহৎ শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক টঙ্কার প্রদান করিলেন; তাহাতে সৈন্যগণ-মধ্যে মহান্ যুদ্ধ-কলরব উত্থিত হইল। তখন কুরু-পুঙ্গব অর্জ্জুন সেই কোদণ্ড-ধ্বনি শ্রবণমাত্র, যে দিক্ হইতে তাহা আসিতেছিল, তথায় নয়ন সঞ্চালন-পূর্ব্বক রাধেয়কে দেখিতে পাইয়া এক কালে ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকেই নিহত করিবার অভিলাষে ঘূর্ণিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অন্যান্য সৈনিকেরা পার্থকে আচার্য্য-পুত্র হইতে বিমুখ দেখিয়া তাঁহার প্রতি সত্বর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কিন্তু শত্রুবিজয়ী মহাবাহু ধনঞ্জয় আচার্য্য-তনয়কে পরিহার-পূর্ব্বক সহসা কর্ণের প্রতিই ধাবিত হইলেন এবং দ্বৈরথ যুদ্ধ প্রার্থনায় ক্রোধলোহিত-লোচনে তাঁহাকে বহুতর ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৭।

অর্জ্জুন কহিলেন, অহে কর্ণ! তুমি সভামধ্যে আসীন হইয়া "সমর-বিষয়ে আমার সদৃশ আর মনুষ্য নাই," এই বলিয়া যে বহুতর সগর্ব্ব বাক্যাড়ম্বর বিস্তার করিয়া থাক, অদ্য তাহার সম্যক্ পরীক্ষার স্থল উপস্থিত। অদ্য আমার সহিত মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি বিলক্ষণরূপে আপনার বল জানিতে পারিবে; এবং তদ্দ্বারা অন্যকেও আর কখন অবজ্ঞা করিবে না। পূর্ব্বে তুমি অনায়াসেই ধর্ম্মমর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আমাদিগের প্রতি কতকগুলা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে; পরন্তু সংপ্রতি যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইতেছ, ইহাই আমি দুষ্কর জ্ঞান করিতেছি। হে রাধেয়! পূর্ব্বে তুমি আমারে অনাদর করিয়া যে কিছু বক্তৃতার আড়ম্বর করিয়াছিলে, অদ্য কুরুমণ্ডলমধ্যে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত কর। কতকগুলা দুরাত্মা একত্র হইয়া সভাস্থলে পাঞ্চালীকে যে ক্লেশ দিয়াছিলে, অদ্য তাহার সম্পূর্ণ ফল লাভ কর। হে রাধেয়! তৎকালে ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ থাকায় আমি যে রোষানল সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছিলাম, অদ্য আমার সংগ্রামে তাহার অপরিসীম পরাক্রম সন্দর্শন কর। রে দুর্ম্মতে! আমরা দ্বাদশ বর্ষ কাল বনে বাস করিয়া যে সকল দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিয়াছি, অদ্য তোমাকে তন্নিবন্ধন প্রতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে হইবে। অহে কর্ণ! এস; আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ কর; তোমার এই কুরুসৈনিকেরাই সকলে দর্শক হউক।

কর্ণ কহিলেন, অহে পার্থ! কেবল কথায় আস্ফালন করিলে কি হইবে? তুমি বাক্যদ্বারা যাহা ব্যক্ত

করিলে, কার্য্যদ্বারা তাহার অনুষ্ঠান কর! তোমার বচন-বিন্যাসের যাদৃশ আড়ম্বর দেখা যায়, ফলে যে তাহার কিছুই আইসে না, পৃথিবীমধ্যে তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। পূর্ব্বে সভাস্থলে তুমি যে সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছিলে, সে কেবল অশক্ত বলিয়াই করিয়াছিলে; এক্ষণে পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিলেও কথঞ্চিৎ তাহা স্বীকার করা যায়। যদি ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ বলিয়াই পূর্ব্বে সহ্য করিয়া থাক, তবে অদ্যাপি সেই ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ থাকিয়াও আপনাকে যে অবদ্ধ মনে করিতেছ, ইহার অপেক্ষা আর অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে! যদি নিয়মের অনুযায়ী বনবাস করিয়াছ, এরূপ মনে করিয়া থাক, তবে হে ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ! তুমি সম্পূর্ণ সময় লঙ্ঘনের অভিলাষ করিতেছ। অহে পার্থ! আমি তোমার প্রতি বিক্রম প্রকাশে উদ্যত হইলে যদি স্বয়ং দেবরাজ আসিয়া তোমার সাহায্যার্থে যুদ্ধ করেন, তথাপি আমার কিছুমাত্র ব্যথা নাই। আমার সহিত যুদ্ধ করিবে বলিয়া সর্ব্বদাই তোমার যে বাঞ্ছা হইয়া থাকে, অচিরেই তাহা পূর্ণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; অদ্য তোমাকে অবশ্যই আমার বীর্য্য বল অনুভব করিতে হইবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, অহে রাধেয়! তুমি যে এই মাত্র আমার সমর-পরাক্রম সহনে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিয়াছিলে, এবং সেই নিমিত্তেই যে এখনও জীবিত রহিয়াছ! তুমি জীবিত আছ বটে, কিন্তু তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিহত হইয়াছে। তোমা ভিন্ন আর কোন্ নির্লজ্জ পুরুষ ভ্রাতৃহত্যার প্রযোজক হইয়া সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে, কোন্ ব্যক্তিই বা তোমার মত ঈদৃশ নিকার প্রাপ্ত হইয়াও সাধুসমাজ-মধ্যে এইরূপ আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত হয়?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অবসাদ-শূন্য বীভৎসু, কর্ণকে এই কথা বলিয়া কবচ-ভেদী সুতীক্ষ্ণ বাণসমস্ত বিসর্জ্জন করত তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। মহারথ কর্ণও বর্ষণকারী জলধরের ন্যায় অসংখ্য শর-সমূহ বৃষ্টি করিতে করিতে পার্থের সেই অগ্নিশিখা-তুল্য শর-সমস্ত প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। ঘোররূপ শরজালে সর্ব্ব দিক্ আচ্ছাদিত হইল। অর্জ্জুন অমর্ষপরবশ হইয়া অবিলম্বেই আনতপর্ব্ব নিশিতাগ্র সায়ক-সহকারে কর্ণের অশ্ব-সকল বিদ্ধ করিয়া হস্তদ্বয়ের আবরণ ও নিষঙ্গের অবলম্বন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ তূণ হইতে অপর বাণ-সমস্ত গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের হস্তবেধ ও মুষ্টিভেদ করিলেন। অনন্তর মহাবাহু পার্থ, কর্ণের ধনুকখানা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে কর্ণ তাঁহার প্রতি একটা শক্তি নিক্ষেপ করিলে, তাহাও শরানলে দগ্ধ করিয়া দিলেন। গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত সংখ্যাতীত বিশিখ-সম্পাতে কর্ণের পার্ষ্ণিচর ভূরি ভূরি পদাতি-বৃন্দ ধরাশায়ী হইয়া কৃতান্ত-ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। পরিশেষে অসীম-বীর্য্যশালী কুন্তীনন্দন বীভৎসু আকর্ণপূর্ণ সন্ধানে এরূপ কতকগুলি তায়-সাধন সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন, যদ্দ্বারা প্রতিপক্ষের বাহন কয়েকটি তৎক্ষণমাত্র নিহত হইয়া ভূপৃষ্ঠ অবলম্বন করিয়া পড়িল। কর্ণকে এইরূপে হতাশ্ব করিয়া পার্থ তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ করিয়া আর একটি মহাতেজঃপুঞ্জ তীক্ষ্ণধার শর সন্ধান করিলেন। সেই অব্যর্থ সায়করাজ তখনি কবচ ভেদ করিয়া দেহমধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইলে, কর্ণের আর দিগ্বিদিক্ বোধ রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাগত হইলেন; পরে কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে কিঞ্চিৎ চেতনা হইলে যখন দেখিলেন, প্রগাঢ় বেদনায় সর্ব্বাঙ্গই ব্যথিত হইয়াছে, তখন সমর পরিহার-পূর্ব্বক উত্তরমুখে পলায়নপরায়ণ হইলেন। তাহা দেখিয়া, মহারথ অর্জ্জুন ও উত্তর, উভয়েই মিলিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত তর্জ্জনা করিলেন।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পার্থ উক্তরূপে কর্ণকে

পরাজিত করিয়া উত্তরকে বলিলেন, সারথে! এক্ষণে যে রথধ্বজে ঐ হিরণ্ময় তাল-চিহ্ন দৃষ্ট হই-তেছে, ঐ স্থলে রথ লইয়া চল; আমাদিগের পিতা-মহ দেবোপম মহানুভব ভীষ্ম, আমার সহিত যুদ্ধ করণাভিলাষে ঐ খানে অবস্থিতি করিতেছেন। অর্জ্জুন এইরূপ আদেশ করিলেন বটে, কিন্তু বিরাট-তনয় বাণাঘাতে অতিমাত্র ব্যথিত, বিশেষত গজ-বাজিরথবৃন্দ-সমাকুল মহাসৈন্য সন্দর্শনে ভীত হওয়ায় তাঁহাকে এই উত্তর করিলেন যে, হে বীরবর! আমার মনঃপ্রাণ বিষণ্ণ ও অতিশয় ব্যাকুলিত হই-তেছে; অতএব আমি আর আপনকার অশ্ব-সংযমন করিতে পারিব না। আপনি এবং কৌর-বেরা যে সমস্ত দিব্যাস্ত্র-সমূহ প্রয়োগ করিতেছেন, তৎপ্রভাবে আমি সকল দিক্ যেন শূন্যময় দেখি-তেছি, এবং রক্তমাংস-বসাদির দুর্গন্ধেও যেন মূর্চ্ছি-তের ন্যায় হইয়াছি। সমর-স্থলে শূর-সঙ্ঘের ঈদৃশ সুমহান্ সমাগম আমার আর কখনই দৃষ্টিগো-চর হয় নাই; সুতরাং এতদ্দর্শনে আমার অন্তঃ-করণ অত্যন্তই ত্রাসযুক্ত ও বিচলিত হইয়াছে। গোধাঘাত-জনিত মহাশব্দে, শঙ্খধ্বনিতে, বীরবর্গের সিংহনাদে, মাতঙ্গগণের বৃংহিতরবে এবং অশনি-সদৃশ গাণ্ডীব-নির্ঘোষে আমি এরূপ বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমার শ্রবণশক্তি ও স্মরণশক্তি, উভয়ই যেন বিনষ্ট-প্রায় হইয়াছে। হে বীর! সমরে আপনি প্রজ্বলিত অলাতচক্র-সদৃশ মণ্ডলা-কার গাণ্ডীব শরাসন নিরন্তর বিস্ফারণ করিতেছেন দেখিয়া আমার দর্শনশক্তিও বিচলিত হইতেছে এবং হৃদয়ও যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যৎ-কালে আপনি ঘোরতর শর-সমস্ত বিক্ষিপ্ত করেন, তখন রোষাবিষ্ট পিনাকপাণির ন্যায় আপনকার এই ভীষণ শরীর সন্দর্শন করিয়াই আমার বুদ্ধির বিপর্য্যাস হয়। আপনি কখন্ বাণ গ্রহণ করেন, কখন্ সন্ধান করেন, এবং কখন্ই বা মোচন করেন, আমি দেখিয়াও যেন দেখিতে পাই না; তৎকালে যেন বিচেতন হইয়া পড়ি। অধিক আর কি বলিব, আমার আত্মা অবসন্ন হইতেছে এবং পৃথিবীকেও যেন চলিতার ন্যায় বোধ হইতেছে; সুতরাং কশা বা বল্গা গ্রহণে আমি নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে নর-পুঙ্গব! তুমি ভয় করিও না; আত্মাকে স্থিরীভূত কর; দেখ, তুমিও রণক্ষেত্রে অতিশয় অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছ। রাজপুত্র হইয়া, বিশেষত বিখ্যাত মৎস্যকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া শত্রু-দমনে বিষণ্ণ হওয়া তোমার কোন প্রকারেই উপযুক্ত নহে। অতএব হে শত্রুহন্! আমি পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তুমি রথোপরি সুবিপুল ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক সমরে আমার অশ্ব-সংযমন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রথসত্তম মহাবাহু অর্জ্জুন বিরাট-তনয়কে এইরূপ কহিয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন যে, আমাকে ঐ পিতামহের সৈন্যসন্নিধানে শীঘ্রই লইয়া চল। সংগ্রামে আমি অগ্রেই তাঁহার মৌর্ব্বী সমেত ধনুকখানি ছেদন করিয়া ফেলিব; পশ্চাৎ যখন বিচিত্ররূপ দিব্যাস্ত্র-সকল নিক্ষিপ্ত করি-তে থাকিব, তখন দেখিতে পাইবে, যেন জলধর হই-তে সৌদামিনী বিনির্গত হইয়া সমস্ত আকাশ-মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছে। সমবেত শত্রুগণ আমার এই সুবর্ণপৃষ্ঠ গাণ্ডীব নিরীক্ষণ করিয়া, "ইনি দক্ষিণ কি বাম, কোন্ হস্তে বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন?" তৎকালে কেবল এইরূপ তর্ক করিতেই থাকিবে। অদ্য রণস্থলে আমি পরলোক-প্রবাহিনী একটি সুদুস্তরা নদী প্রবাহিতা করিব। তাহাতে শোণিত জল-স্বরূপ, রথ-সকল আবর্ত্ত-স্বরূপ, এবং করিগণ কুম্ভীর-স্বরূপ হইবে। হস্ত, পাদ, মস্তক, পৃষ্ঠ ও বাহু-রূপ শাখা-সমাকীর্ণ এই যে সুবিস্তীর্ণ কৌরব-বন, ইহাকে আমি নতপর্ব্ব বাণদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিব। আমি যখন ধনুর্দ্ধারী হইয়া একাকী সমু-দয় কৌরব-সৈন্য জয় করিতে থাকিব, তখন কাননে হুতাশনের ন্যায় আপনা হইতেই আমার শত শত

পথ হইয়া উঠিবে। অদ্য মদীয় অস্ত্রাঘাতে এই সমস্ত সৈন্যগণকে কেবল চক্রবৎ বিঘূর্ণিত হইতেই দেখিবে। শর-সন্ধান-বিষয়ে আমার যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যরূপ শিক্ষা-নৈপুণ্য আছে, অদ্য তোমাকে তাহা সম্যক্ রূপেই প্রদর্শন করিব। কি সম, কি বিষম, সংগ্রামের সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই তুমি সম্ভ্রম ও ভয়শূন্য হইয়া রথে অবস্থান করিও। হে ভূমিঞ্জয়! আমার ক্ষমতার কথা তোমাকে আর কি কহিব! যে গিরিবর স্বর্গ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই সুমেরুকেও আমি শরদ্বারা ভেদ করিতে পারি। পূর্ব্বে ইন্দ্রের আদেশে আমি সহস্র সহস্র পৌলোম ও শত শত কালকঞ্জগণের ধ্বংসবিধান করিয়াছি। আমি দেবরাজ হইতে দৃঢ়মুষ্টি, ব্রহ্মা হইতে লঘুহস্ততা এবং প্রজাপতি হইতে সঙ্কট-স্থলে নানাবিধ তুমুল সংগ্রাম শিক্ষা করিয়াছি। আমি সমুদ্রপারে হিরণ্যপুর-বাসী ষষ্টি-সহস্র-সংখ্যক উগ্রধন্বা রথীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলাম; এক্ষণে প্রবল বায়ুবেগ-বিশীর্ণ তূলরাশির ন্যায় সমস্ত কুরুকুলকে কি রূপে পাতিত করি দেখ! যাহাতে ধ্বজ-সকল বৃক্ষ-স্বরূপ, পদাতি-সকল তৃণ-স্বরূপ এবং রথী-সকল সিংহ-স্বরূপ হইয়াছে, সেই নিবিড়তর কুরুবন আমি অদ্যই অস্ত্রানলে দহন করিব। অসুরগণ-দলনকারী বজ্রধারী সুরপতির ন্যায় আমি একাকীই, উদ্যম-সহকারে যুদ্ধার্থে অবস্থিত এই অতি-বলশালী বীরবর্গকে সন্নতপর্ব্ব শররাজিদ্বারা রথনীড় হইতে পাতিত করিব। আমি যখন রুদ্র হইতে রৌদ্রাস্ত্র, বরুণ হইতে বারুণাস্ত্র, অগ্নি হইতে আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ু হইতে বায়ব্যাস্ত্র এবং দেবরাজ হইতে বজ্রাদি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন কুরু-সৈন্য ধ্বংস করা আমার পক্ষে আর বিচিত্র কথা কি? যদিচ প্রধান প্রধান পুরুষেরা সিংহরূপী হইয়া এই ঘোরতর কৌরবারণ্য রক্ষা করিতেছেন, তথাপি ক্ষণকাল-মধ্যেই আমি উহা সমূলে উন্মূলিত করিব, সন্দেহ নাই। অতএব হে বিরাট-পুত্র! তুমি এত ভীত হইতেছ কেন? তোমার সমস্ত ভয় অপগত হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উত্তর ধনঞ্জয়-কর্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া সেই ভীষ্ম-রক্ষিত ভয়ানক রথবৃন্দ-মধ্যে সত্বর রথ লইয়া চলিলেন। ভীষণকর্ম্মা গঙ্গা-তনয়, মহাবাহু অর্জ্জুনকে কৌরব-জয়-বাসনায় সমাগত হইতে দেখিয়া তখনই অবলীলাক্রমে নিবারিত করিলেন। পার্থও তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সুবর্ণাগ্র বাণদ্বারা তদীয় রথ-ধ্বজ সমূলে ছেদন করিয়া ফেলিলেন; এবং তাহা বিদ্ধ হইবামাত্র ভূতলে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া দুঃশাসন, দুঃসহ, বিকর্ণ ও বিবিংশতি, এই মহাবলসম্পন্ন, মনস্বী, কৃতবিদ্য, বিচিত্র মাল্যাভরণ-ভূষিত ভ্রাতৃচতুষ্টয় মিলিত হইয়া ভীমধন্বা ধনঞ্জয়কে সহসা চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিল। বীর্য্যবান্ দুঃশাসন এক ভল্লে উত্তরকে ও অপর ভল্লে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। তখন বিশ্ববিজয়ী ধনঞ্জয়, গৃধ্রপক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণ-ধার বাণে দুঃশাসনের সুবর্ণপরিষ্কৃত কোদণ্ডখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া, অপর পঞ্চ বাণে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। পার্থশরে প্রপীড়িত হইবামাত্র সে রণস্থান হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের আর এক পুত্র বিকর্ণ সুতীক্ষ্ণ গার্দ্ধপত্র বাণদ্বারা পরবীরহন্তা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, কুন্তী-নন্দন অমনি মসৃণ-পর্ব্বযুক্ত শরদ্বারা তাহার ললাটদেশ আহত করিলেন। সেও তৎক্ষণমাত্র রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া দুঃসহ ও বিবিংশতি ভ্রাতার রক্ষার্থে উভয়েই এককালে পার্থের প্রতি ধাবিত হইয়া তাঁহাকে তীক্ষ্ণ শরে আকীর্ণ করিল। ধনঞ্জয় বিশেষরূপে অবহিত না হইয়াই নিশিত শরযুগল সন্ধানে উভয়কেই যুগপৎ বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের বাহনগণকে গতাসু করিলেন। এইরূপে তাহারা হতাশ্ব ও বিভিন্নাঙ্গ হইলে, পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈনিকেরা সহসা অভিপতিত হইয়া তাহাদিগকে

রথান্তরে লইয়া পলায়ন করিল। তখন কিরীট-মালী অপরাজিত মহাবল কুন্তীনন্দন দৃষ্টিপ্রসার লাভ করিয়া একবারে সকল দিক্ আক্রমণ করিয়া ফেলিলেন।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর কৌরব মহারথেরা সকলে মিলিত হইয়া যত্ন-পূর্ব্বক এককালে সকল দিক্ হইতে পার্থের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অমিত বলশালী পার্থও তুষার-সমাকীর্ণ ভূধর-নিকরের ন্যায় সেই সমবেত মহারথ-গণকে শরজালে আচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে বারণগণের বৃংহিতরবে, অশ্বদিগের হেষাশব্দে এবং শঙ্খ-ভের্য্যাদির ভৈরব নিনাদে একটা তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন-বিনিক্ষিপ্ত অসংখ্য শররাজি গজবাজিগণের লৌহনির্ম্মিত কবচ ও শরীর সমস্ত ভেদ করিয়া সহস্রধা বিনির্গত হইতে লাগিল। মহাতেজা তৃতীয় পাণ্ডব রণাঙ্গনে অবস্থিত হইয়া যখন অতীব শীঘ্রহস্তে সায়ক-সমস্ত বিসর্জ্জন করিতে থাকিলেন, তৎকালে শরৎকালীন নির্ম্মল গগণ-তলের মধ্য-ভাগবর্ত্তী প্রভাকরের ন্যায় তাঁহার একটি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সন্দর্শনে সন্ত্রস্ত হইয়া সকল সৈনিকে-রাই স্থানভ্রষ্ট হইতে লাগিল। রথীরা রথ হইতে, অশ্বারোহীরা অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে এবং পদাতিকেরা যথাস্থান হইতে ভূতলে পতিত হইতে থাকিল। যোধগণের লৌহ, তাম্র ও রজতাদি-নির্ম্মিত বর্ম্মো-পরি ঘন ঘন শর-পতনদ্বারা সুমহান্ শব্দ উঠিতে লাগিল। কি সাদী, কি নিষাদী, কি রথী, নিশিত শরাঘাত-পাতিত প্রভৃত বীরবর্গের মৃতশরীরে রণ-ভূমি একবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ধনঞ্জয় এরূপ অবলীলাক্রমে সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন যে বোধ হইল, যেন তিনি চাপ হস্তে করিয়া রণাঙ্গনে নৃত্য করিতেছেন। যে সকল সৈনিকেরা তাঁহার হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পাইল, তাহারা অশনি-সদৃশ গাণ্ডীব-নির্ঘোষ শ্রবণমাত্রই অমনি মহাত্রাস-যুক্ত হইয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিতে থা-কিল। সমরক্ষেত্রে দৃষ্ট হইতে লাগিল যে, সুবর্ণ-মাল্য-বিভূষিত, কুণ্ডল-ও-উষ্ণীষধারী মস্তক-সমস্ত ইতস্তত পতিত রহিয়াছে। কেবল মস্তক নহে, কোন খানে শরাসন-সংযুক্ত বাহু, কোন খানে সায়ক-জর্জ্জরিত গাত্র, কোন খানে বা অলঙ্কার-ভূষিত হস্ত, সর্ব্বত্রই এইরূপ ছিন্ন অবয়ব-সমূহে আ-কীর্ণা হওয়ায় মেদিনীর একটি মহতী শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। হে ভরতর্ষভ! পার্থের শীঘ্রাস্ত্রে ছিন্ন হইয়া সৈনিকদিগের উত্তমাঙ্গ-সকল যেন গগণ-তল হইতে অবিরল-বিগলিত উপল-সমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যিনি ইতিপূর্ব্বে ত্রয়ো-দশ বর্ষকাল অবরুদ্ধ হইয়া বিচরণ করিয়াছিলেন, রুদ্রতুল্য পরাক্রান্ত সেই পার্থ অধুনা স্বকীয় রৌদ্র রূপ প্রদর্শন করত ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দিগের প্রতি ঘোর-তর রোষ-হুতাশন বিসর্জ্জন করিতে থাকিলেন। সৈন্যগণ-দহনকারী সব্যসাচীর তাদৃশ ভীষণ পরা-ক্রম সন্দর্শন করিয়া সমুদায় যোধবৃন্দ দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই সমর পরিহার-পূর্ব্বক শান্তি-পরায়ণ হইল। হে ভারত! বিজয়িশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় এইরূপে মহারথগণকে পরাঙ্মুখ এবং সমস্ত সৈন্যগণকে বি-ত্রাসিত করিয়া সংগ্রাম স্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমর-প্রভাবে তথায় একটি ঘোররূপা মহাভয়-বিবর্দ্ধিনী শোণিতময়ী তরঙ্গিণীর সৃষ্টি হইল। তাহাতে মেদ, বসা ও রক্ত সমুদায় জলস্বরূপ, মাংস ও শোণিত কর্দ্দম-স্বরূপ, বর্ম্ম ও উষ্ণীষ-সকল ফেনপুঞ্জ-স্বরূপ, কেশ-সকল শৈবাল-স্বরূপ, শর শরাসন ও রথসমস্ত উড়ুপ-স্বরূপ, মাতঙ্গ-সকল কূর্ম্ম ও কুম্ভীর স্বরূপ, সুতীক্ষ্ণ শস্ত্র-সমস্ত মহা-গ্রাহ-স্বরূপ, বৃহদাকার রথসমুদায় মহাদ্বীপ-স্বরূপ, এবং শঙ্খনাদ ও দুন্দুভিধ্বনি কল কল শব্দ স্বরূপ হইল। মুক্তাহার-সকল লহরী-লীলা প্রকাশ করি-

তে লাগিল; বিচিত্র অলঙ্কার-সমস্ত বুদ্বুদাকারে শোভিত হইল; অসংখ্য শরসজ্ঞ আবর্ত্ত-স্বরূপ প্রতীত হইতে লাগিল; এবং মাংসভোজী শৃগালাদি শ্বাপদগণ তথায় ভয়ঙ্কর চীৎকার শব্দ করিতে থাকিল। হে রাজন্! যুগান্তকালে কালরূপী কৃতান্তের ন্যায় পার্থ ঈদৃশী রৌদ্ররূপিণী সুদুস্তরা মহতী লোহিত-নদীর উৎপত্তি করিলেন। অধিক আর কি বলিব, তিনি যে কোন্ সময়ে গাণ্ডীব বিকর্ষণ করিতেছেন, কোন্ সময়ে শর গ্রহণ করিতেছেন, কখন্ সন্ধান করিতেছেন এবং কখনই বা নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহা আর কাহারও বোধগম্য করিবার সাধ্য রহিল না।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, সপুত্র দ্রোণাচার্য্য ও কৃপ, এই কয়েক জন মহারথী ক্রোধে অধীর হইয়া সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ কোদণ্ড-সমস্ত বিস্ফারণ করিতে করিতে ধনঞ্জয়-নিধনেচ্ছায় পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কপিকেতন পার্থও পতাকাকীর্ণ সূর্য্যসম-সমুজ্জ্বল স্যন্দনারোহণে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন কৃপ, কর্ণ ও মহারথ-প্রধান দ্রোণাচার্য্য, এই তিন জনে মহাস্ত্র-প্রয়োগদ্বারা তাঁহার বেগ নিবারণ-পূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদাবলির ন্যায় অবিশ্রান্ত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সবিশেষ যত্ন-সহকারে তাঁহারা অদূরবর্ত্তী পার্থ-শরীরে লোমবাহী দিব্য অস্ত্র-সমস্ত এত অধিক পরিমাণে নিক্ষেপ করিলেন, যে তাহাতে দুই অঙ্গুলি স্থানও অনাবৃত রহিল না। কিন্তু মহারথ বীভৎসু তাহাতে কিছুমাত্র অবসাদ প্রাপ্ত না হইয়া সস্মিত-মুখেই গাণ্ডীবে আদিত্যসম-তেজঃপুঞ্জ সুদিব্য ঐন্দ্রাস্ত্র যোজনা করিলেন। তাহা হইতে যে প্রদীপ্ত কিরণ-জাল বিনির্গত হইল, তদ্দ্বারা সমস্ত কৌরব-কুলকে ব্যাকুল করত কিরীটমালী যেন সাক্ষাৎ অংশুমালীর ন্যায় সমরতলে সমুদিত হইলেন। পর্ব্বতোপরি পাবকের, অথবা মেঘমধ্যে সৌদামিনীর, যাদৃশ ভীষণ শোভা সংলক্ষিত হইয়া থাকে, ইন্দ্রায়ুধতুল্য-বিরাজিত গাণ্ডীবেরও অবিকল সেইরূপ ভয়ঙ্কর শোভা হইল। বৃষ্টিকালে বিদ্যুল্লতা যেমন স্বীয় প্রভায় সমস্ত দিক্ ও ভূমণ্ডল বিদ্যোতিত করত গগণ-মণ্ডলে বিস্ফুরিতা হয়, তদ্রূপ গাণ্ডীব-বিনির্ম্মুক্ত সেই ঐন্দ্রাস্ত্রও স্বকীয় তেজঃপুঞ্জে দশ দিক্ আবৃত করিল। তাহাতে রথী ও গজারোহী-প্রভৃতি যোধবৃন্দ একবারে বিত্রস্ত হইয়া পড়িল। কাহারও অন্তঃকরণে আর স্বস্তি রহিল না। সকলেই যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া নিস্তব্ধ ও শান্তভাবে থাকিল। এইরূপে যাবতীয় সৈন্যই হতচিত্ত ও জীবিতাশায় নিরাশ হওয়ায় সমরে ভঙ্গ দিয়া দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিতে লাগিল।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সুদুর্দ্ধর্ষ প্রতাপবান্ শান্তনু-তনয় ভীষ্ম সৈন্যগণকে বধ্যমান দেখিয়া মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণাগ্র শর-নিচয় এবং সুবর্ণ-পরিচ্ছৃত উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক পার্থের সম্মুখীন হইলেন। দিনমণি উদিত হইলে উদয়গিরির যেরূপ শোভা হয়, মস্তকোপরি পাণ্ডরবর্ণ আতপত্র ধ্রিয়মাণ হওয়ায় সেই পুরুষসিংহ ভীষ্মেরও তাদৃশ শোভা হইল। গঙ্গানন্দন, দুর্য্যোধনের আনন্দবর্দ্ধনার্থ শঙ্খধ্বনি করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে আগমনপূর্ব্বক পার্থের গতিরোধ করিলেন। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া মহাহৃষ্টচিত্তে সমুচিত সৎকার-পুরঃসর, মহীধর যেমন ধারাধরকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ অক্লেশে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ ভীষ্ম পার্থের রথধ্বজে গর্জ্জিত ভুজঙ্গের ন্যায় প্রবল-বেগ-বিশিষ্ট অষ্ট বাণ নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই প্রদীপ্ত পতত্রি-সকল পাণ্ডু-পুত্রের ধ্বজোপরি পতিত হইয়া তত্রস্থ কপিবর ও ভূতগণকে

আহত করিল। পার্থও তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণধার-যুক্ত একটা বৃহদাকার ভল্লদ্বারা ভীষ্মের ছত্র ছেদন-পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন এবং শীঘ্রহস্তে অপর কতকগুলি বাণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার ধ্বজ, বাহন, পার্ষ্ণি-রক্ষক ও সারথিকে দৃঢ়রূপে আহত করিলেন। ভীষ্ম তাহা আর কোনক্রমে সহ্য করিতে না পারিয়া অর্জ্জুনের বীর্য্যবল-সমস্ত বিলক্ষণরূপে অবগত থাকিয়াও বিপুল দিব্যাস্ত্র-দ্বারা তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। অমেয়াত্মা ধনঞ্জয়ও সেইরূপ দিব্যাস্ত্র-সকল বিসর্জ্জন করত, জলদপ্রতি-গ্রাহী অচলের ন্যায়, ভীষ্মকে প্রতিগ্রহ করিতে থাকিলেন। এইরূপে বলি-বাসবের ন্যায় ভীষ্মা-র্জ্জুনের লোমাঞ্চকর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরবেরা ও নিজ নিজ সৈনিকসহ অন্যান্য যোধ-গণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া অবলোকন করিতে লাগি-লেন। এক বীরের ভল্ল-সকল অন্যের নিক্ষিপ্ত ভল্ল-নিচয়ে সমাবিদ্ধ হইয়া বর্ষাকালীন খদ্যোত-বৃন্দের ন্যায় অন্তরীক্ষে বিদ্যোতিত হইতে থাকিল। হে রাজন্! পার্থের সব্য দক্ষিণ উভয় হস্ত হইতেই তুল্যরূপে বাণ বিসর্জ্জন হওয়ায় গাণ্ডীবখানি যেন অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিল। জলধর যেমন বারিধারাদ্বারা গিরিবরকে আচ্ছাদিত করে, ধনঞ্জয় নিশিত শর-শতদ্বারা ভীষ্মকে সেইরূপ আচ্ছাদিত করিলেন। ভীষ্মও সমুদ্রের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-রাজির ন্যায় সমুত্থিত সেই শরধারা-সমস্ত স্বকীয় সায়ক-দ্বারা তৎক্ষণমাত্র ছিন্ন ভিন্ন করত পার্থকে সমাবৃত করিয়া তুলিলেন। সেই ছিন্ন শরগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া অর্জ্জুনের রথ-সমীপে আসিয়া পতিত হইতে থাকিল। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন শীঘ্র-হস্তে পুনরায় শলভ-সঞ্চারের ন্যায় সুবর্ণপুঙ্খ-শরবৃষ্টির যেমন সৃষ্টি করিলেন, ভীষ্মও অমনি শত শত শাণিত শর-নিকরদ্বারা তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি-লেন। তাঁহার তাদৃশ শীঘ্রাস্ত্রতা দর্শনে কৌরবেরা সকলে ভুরি ভুরি সাধুবাদ করিতে থাকিল; এবং ইহাও বলিতে লাগিল "ভীষ্ম বৃদ্ধ হইয়াও তরুণ-বয়স্ক প্রভূত-বলশালী রণদক্ষ ও শীঘ্রাস্ত্র-প্রয়োগ-তৎপর ধনঞ্জয়ের সহিত যে ঈদৃশ যুদ্ধ করিতেছেন, ইহা নিতান্তই দুষ্কর ব্যাপার। ফলত, শান্তনু-তনয় ভীষ্ম, দেবকী-কুমার কৃষ্ণ এবং ভরদ্বাজ-পুত্র আচা-র্য্যপ্রধান মহাবল দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত সমরে পার্থের বেগ-ধারণ করিবার আর কাহারও সাধ্য নাই।"

মহাবল-সম্পন্ন ভরত-প্রবর মহাত্মা বীরদ্বয় এই-রূপে সর্ব্বভূতের নেত্র-সমস্ত মোহিত করত অস্ত্র-দ্বারা অস্ত্র নিবারণ-পূর্ব্বক যেন রণাঙ্গনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। উভয়েই প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, আগ্নেয়, যাম্য, রৌদ্র, কৌবের, বারুণ, বায়ব্য-প্রভৃতি সুদারুণ দিব্যাস্ত্র-সকল প্রয়োগ করিতে থাকিলেন। তখন নভোমণ্ডলস্থ দর্শকবৃন্দ তাঁহা-দিগের তাদৃশ সংগ্রাম বিলোকনে বিস্মিত হইয়া, "সাধু ধনঞ্জয়! সাধু ভীষ্ম! ভীষ্মার্জ্জুনের যেরূপ মহাস্ত্র-সম্প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহা কদাচ মনুষ্যলোকের উপযুক্ত নহে," এই কথা বলিয়া উভয়েরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সর্ব্বাস্ত্র-পারদর্শী বীরদ্বয় কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অস্ত্র-যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে শর-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ধনঞ্জয় ভীষ্মের সমীপস্থ হইয়া ক্ষুরধার শরদ্বারা তাঁহার সুবর্ণ-পরিষ্কৃত কো-দণ্ডখানি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল-সম্পন্ন মহারথ ভীষ্মও নিমেষ-মাত্রে আর একখানা কার্ম্মুক লইয়া জ্যারোপণ-পূর্ব্বক মহাকোপভরে ধনঞ্জয়ের উপর বহুতর শর নিক্ষেপ করিলেন। সুমহাতেজা অর্জ্জুনও তৎক্ষণাৎ পুনরায় সুতীক্ষ্ণ সায়ক-নিবহ বিসর্জ্জন করিলেন। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে ভীষ্ম, পাণ্ডবের প্রতি এবং পাণ্ডব, ভীষ্মের প্রতি অজস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! দি-ব্যাস্ত্র-কোবিদ উভয়েরই তুল্যরূপে বাণবৃষ্টি হওয়ায় কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও আর বিশেষ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। উভয়েই বাণে বাণে দশ দিক্

আচ্ছাদিত করিতে থাকিলেন। কখন কিরীটমালী কুন্তীনন্দন, ভীষ্মের প্রতি আত্ম-শক্তির আতিশয্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কখন বা শান্তনু-তনয়, পাণ্ডবের প্রতি আপনার অধিকতর শূরত্ব প্রকটিত করিতে থাকিলেন; এইরূপে উভয় বীরবরের লোকাতীত অদ্ভুত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। পরিশেষে ভীষ্মের রথ-রক্ষক তুরগগণ ধনঞ্জয়ের বাণাঘাতে অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া তাঁহার রথের চতুষ্পার্শ্বে রণ-শয্যায় শয়ন করত মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। অনন্তর শ্বেতবাহনের সুপরিষ্কৃত হিরণ্য-পুঙ্খযুক্ত গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত সায়ক-সকল যেন অরাতিকুল নির্ম্মূল করণাভিলাষেই রথ হইতে নির্গত হইয়া চলিল। অন্তরীক্ষে উপনীত হইলে তৎসমুদায় যেন মরাল-রাজির ন্যায় দৃশ্যমান হইতে লাগিল। তৎকালে পার্থ আরও একটি ঈদৃশ অপূর্ব্বরূপ দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, যাহা গগণতলস্থিত সমস্ত দেববৃন্দ কুতূহল-সহকারে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে প্রতাপশালী চিত্রসেন-নামক এক জন প্রধান গন্ধর্ব্ব সেই বিচিত্ররূপ অদ্ভুত দিব্যাস্ত্র দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুরন্দরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, " দেখুন, সব্যসাচীর দিব্যাস্ত্রপ্রয়োগ-বিষয়ে কি চমৎকার কৌশল! তাঁহার হস্ত হইতে এই বিচিত্র অস্ত্রটি নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র এককালে বহুসংখ্যক হইয়া শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রধাবিত হইতেছে; এরূপ অস্ত্র মনুষ্যেরা সন্ধান করিতে পারে না, যেহেতু ইহা তাহাদিগের মধ্যে বিদ্যমান নাই। আহা! দেবগণ-সম্বন্ধীয় পুরাতন মহাস্ত্রগণের কি আশ্চর্য্যরূপ সম্প্রয়োগই দৃষ্ট হইতেছে! পার্থ কখন্ গাণ্ডীব-বিকর্ষণ করিতেছেন, কখন্ তুণ হইতে বাণ লইতেছেন, কখন্ সন্ধান করিতেছেন, কখনই বা মোচন করিতেছেন, কিছুই আর বোধগম্য হইবার বিষয় নাই। সৈনিকেরা মধ্যাহ্নকালীন প্রখরকর দিবসকরের ন্যায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইতেছে না। কেবল অর্জ্জুনকে নহে, তেজঃপুঞ্জ ভীষ্মকেও সন্দর্শন করিতে সহসা কাহারও সাধ্য হইতেছে না। জন-সমাজে ভীষ্মার্জ্জুনের সমর-ব্যাপার সকলেরই সুবিদিত আছে। তাঁহাদিগের প্রবল পরাক্রমের কথা আর কি বলিব! যুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে পারে, বোধ হয়, মনুষ্য-মধ্যে এমন লোকই নাই।"

হে ভরতকুল-প্রদীপ! গন্ধর্ব্বরাজ দেবরাজকে ভীষ্মার্জ্জুনের এইরূপ সংগ্রাম বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলে, শচীপতি তাঁহাদিগের পুরস্কারার্থে উভয়েরই মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। এদিকে সব্যসাচী শরাসনে শর সন্ধান করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছেন, ইত্যবসরে শান্তনু-তনয় তাঁহার বাম পার্শ্বে শরাঘাত করিলেন। তখন বীভৎসু হাস্য করিয়া পৃথুধার গার্দ্ধপত্র বাণে আদিত্যতুল্য-তেজস্বী ভীষ্মদেবের কার্ম্মুকখানি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভীষ্ম যত্ন-সহকারে পরাক্রম প্রকাশ করিলেও কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় অপর দশ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। গঙ্গাতনয় যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ হইয়াও পার্থের সেই শরাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইলেন এবং এরূপ অধীর হইয়া পড়িলেন যে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত রথের যুগবন্ধন অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন সারথি সেই মহারথীকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া উপদিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্মরণ-পূর্ব্বক তাঁহার রক্ষণার্থে তথা হইতে লইয়া পলায়ন করিল।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীষ্ম সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়মান হইলে, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র মহাত্মা দুর্য্যোধন আপন-পতাকা উড্ডীয়মানা করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে যুদ্ধার্থে অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন, এবং তাঁহাকে মহাবীর্য্য প্রকাশ-পূর্ব্বক শত্রুগণ-মধ্যে ভীষণ শরাসন হস্তে বিচরণ করিতে দেখিয়া আকর্ণপূর্ণ-সন্ধানে তাঁহার ললাট-দেশে একটা ভল্লাঘাত করিলেন। হে রাজন্! সেই হির-

ণ্যাগ্র সুশাণিত বাণটি ভালদেশে সমর্পিত হওয়ায় মহনীয়-কর্ম্মা ধনঞ্জয় যেন এক-শৃঙ্গবিশিষ্ট একটি রুচির পর্ব্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। ভল্লদ্বারা বিদারিত হওয়াতে তাঁহার অজস্র উষ্ণ শোণিত নির্গত হইতে থাকিল, এবং সেই রুধিরধারা কনক-পুষ্প-চিত্রিতা আশ্চর্য্যরূপা মালার ন্যায় অতীব বিরাজিত হইতে লাগিল। প্রভূত-সত্ত্বসম্পন্ন মহাবল পার্থবীর, দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক সেই বাণদ্বারা আহত হইয়া অসীম রোষ-সহকারে তাঁহাকে বিষাগ্নিকল্প বাণ-নিচয়ে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উগ্রতেজা দুর্য্যোধনও তাঁহার প্রতি আপন শূরত্ব প্রকাশ করিতে থাকিলেন। এইরূপে অজমীঢ়-বংশোৎপন্ন প্রধান পুরুষদ্বয় পরস্পর তুল্যরূপে আঘাত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দুর্য্যোধন-সোদর বিকর্ণ গজপার্ষ্ণি-রক্ষক রথি-চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত একটা পর্ব্বত-তুল্য প্রকাণ্ড মত্ত মাতঙ্গোপরি আরূঢ় হইয়া পুনরায় পার্থের প্রতি ধাবিত হইল। ধনঞ্জয় করিবরকে দ্রুতগতি আসিতে দেখিয়া আকর্ণপূর্ণ-সন্ধানে তাহার কুম্ভদ্বয়ের মধ্যদেশ লক্ষ্য করিয়া একটি সুদৃঢ়-ফলযুক্ত মহাবেগ-বিশিষ্ট বাণ বিসর্জ্জন করিলেন। পুরন্দর-বিসৃষ্ট বজ্রের ন্যায় সেই গৃধ্রপক্ষ-ভূষিত বাণটি পর্ব্বত-প্রতিম নাগরাজকে এরূপ বিদারিত করিল যে, আপুঙ্খ-পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া গেল। করিবর বাণাঘাতে প্রপীড়িত, অতিমাত্র ব্যথিত ও বিষীদমান হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বজ্রাহত শৈল-শৃঙ্গের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। গজবর ধরাশায়ী হইল দেখিয়া বিকর্ণ মহাত্রাসযুক্ত ও সহসা অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতগতি অষ্ট শত পদ গমন-পূর্ব্বক বিবিংশতির স্যন্দনোপরি আরোহণ করিল। ধনঞ্জয় সেই অশনি-সদৃশ বিশিখ-সহকারে জলদনিভ নগরাজ-প্রতিম নাগরাজকে নিহত করিয়া তদনুরূপ আর একটি সায়কদ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষ ভেদ করিলেন। এইরূপে গজরাজ নিহত ও কুরুরাজ আহত হইলে এবং পাদরক্ষকসহ বিকর্ণ ভঙ্গ দিলে, ইতর সৈন্যাধ্যক্ষেরা গাণ্ডীবমুক্ত বিশিখাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সহসা ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন হস্তীকে নিহত দেখিয়া এবং যোধগণের পলায়ন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রথ সমাবর্ত্তন-পূর্ব্বক, যে দিকে পার্থ নাই, তথায় পলাইতে লাগিলেন। তখন যুদ্ধাভিলাষী শত্রুসহ ধনঞ্জয় সেই ভীতরূপ দুর্য্যোধনকে বাণ-বিদ্ধ হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে পলায়মান দেখিয়া আক্রোশ-ভরে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, অহে দুর্য্যোধন! তুমি বিপুল কীর্ত্তি ও যশোরাশি পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতেছ? যুদ্ধে প্রস্থানকালে তোমার যেরূপ তূর্য্যধ্বনি হইয়াছিল, এখন আর সেরূপ হইতেছে না কেন? এই দেখ, যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাকারী পৃথাদেবীর তৃতীয় পুত্র ধনঞ্জয় যুদ্ধে অবস্থিত রহিয়াছে; অতএব হে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়! তুমি রাজধর্ম্ম স্মরণ-পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমারে সম্মুখ যুদ্ধ প্রদান কর। হায়! গুরুজনেরা তোমার যে ভুবন-বিখ্যাত 'দুর্য্যোধন' নাম রাখিয়াছিলেন, অদ্য তাহা নিতান্তই নিরর্থক হইল। তুমি যখন যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছ, তখন আর তোমার দুর্য্যোধনত্ব কোথায় রহিল? অহে দুর্য্যোধন! তোমার শরীর-রক্ষকেরা কোথায় গেল? তোমার অগ্রে কি পশ্চাতে কাহাকেও যে দেখিতেছি না। তবে আর কি বলিয়াই বা তোমাকে যুদ্ধ করিতে বলিব? অহে পুরুষ-প্রবীর! কালরূপী পাণ্ডবের নিকট হইতে এখন তোমার পলায়ন করাই শ্রেয়; কেননা প্রাণ অতিপ্রিয় বস্তু, সর্ব্বতোভাবে তাহার রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারথ মহাত্মা পার্থবীর উক্তরূপ মর্ম্মভেদী ভর্ৎসনা বাক্যে আহ্বান করিলে, বীর্য্যবল-সম্পন্ন অতিরথী দুর্য্যোধন আর কোন

ক্রমে সহ্য করিতে না পারিয়া অঙ্কুশ-তাড়িত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, অথবা পাদতল-দলিত প্রচণ্ড বিষধরের ন্যায় তৎক্ষণ-মাত্র রথারোহণে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি বিদ্ধদেহ হইয়াও প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া হেমমালী নরবীর কর্ণ তাঁহারে নিবারিত ও স্থিরীকৃত করিয়া তাঁহার উত্তরদিক্ দিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। মহাবাহু ভীষ্মও সুবর্ণ কক্ষান্বিত পিঙ্গলবর্ণ তুরঙ্গমগণকে নিবর্ত্তিত করিয়া ধনুকে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে দুর্য্যোধনকে পার্থ হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং দ্রোণ কৃপ বিবিংশতি দুঃশাসন প্রভৃতি অন্যান্য মহারথেরাও শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব শরাসনে শর-সংযোগ-পূর্ব্বক ভূপতির রক্ষার্থে সত্বর অগ্রসর হইলেন। তখন ধনঞ্জয়, সাগর-তুল্য সেই সমস্ত সৈন্য-সামন্তদিগকে প্রতিনিবর্ত্তমান দেখিয়া, হংস যেমন জলদাগমে উৎপতিত হয়, তদ্রূপ ত্বরান্বিত হইয়া তাহাদিগের প্রতিপক্ষে প্রধাবিত হইলেন। সমবেত সৈনিকেরাও দিব্যাস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া, জলদাবলি যেমন সমধিকবেগ-সহকারে ভূধরোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ একবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। গাণ্ডীবধন্বা শক্রসহ মহাবল সব্যসাচী তৎক্ষণমাত্র কৌরবদিগের অস্ত্র-সকল অস্ত্রদ্বারা নিবারিত করিয়া সম্মোহন-নামক আর একটি অপ্রতিহত-বীর্য্য অনিবার্য্য ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, এবং আরও বহুতর সুধার নিশিত শর-সমূহদ্বারা দিগ্বিদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া পরিশেষে গাণ্ডীব-নির্ঘোষ ও দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি-দ্বারা নভো-মণ্ডল, ভূমণ্ডল, ও দিগ্বিদিক্-পুঞ্জ নিনাদিত করত কৌরবদিগের চিত্ত-সমস্ত অতিমাত্র ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। সেই কুরুপ্রবীরগণ পার্থ-সমীরিত শঙ্খ-শব্দ-প্রভাবে তৎক্ষণমাত্র বিচেতন হইয়া সকলেই শান্ত ভাব ধারণ করিল। তাহাদিগের হস্ত হইতে অপরিহার্য্য কার্ম্মুক-সমস্ত স্রস্ত হইয়া পড়িল।

কুরুসৈন্য এইরূপে সংজ্ঞাশূন্য হইলে পার্থ উত্তরার বাক্য স্মরণ করিয়া মৎস্যপুত্রকে কহিলেন, অহে রাজকুমার! সৈনিকেরা এইরূপ অচৈতন্য থাকিতে থাকিতে তুমি উহাদিগের মধ্যে গিয়া দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের শোভন শুক্ল বস্ত্র, কর্ণের মনোহর পীত বসন এবং অশ্বত্থামা ও রাজার নীলবর্ণ পরিধেয়-যুগল সত্বর আনয়ন কর। বোধ করি, ভীষ্ম অচেতন হন নাই; যেহেতু ইনি আমার এই সম্মোহনাস্ত্রের প্রতীকারোপায় জ্ঞাত আছেন; অতএব ইহাঁর বাহনগণকে বাম দিকে রাখিয়া গমন কর; সচেতন ব্যক্তিদিগের সর্ব্বথা সাবধান হইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।

অনন্তর মহাত্মা উত্তর বল্গা পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক মহারথগণের বসন-সমস্ত আহরণ করিয়া অবিলম্বেই পুনরায় স্বকীয় স্যন্দনে আরোহণ করিলেন এবং অর্জ্জুনের আদেশক্রমে সদ্গুণালঙ্কৃত সুবর্ণ কক্ষ-সুশোভিত শ্বেতবর্ণ অশ্ব-চতুষ্টয়কে পরিচালিত করিলেন। তাহারাও অমনি বায়ুবেগে অর্জ্জুনকে যুদ্ধমধ্য হইতে লইয়া ধ্বজাধারী পদাতি সৈন্যদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিল। তখন ভীষ্ম পুরুষবর ধনঞ্জয়কে প্রস্থিত দেখিয়া তাঁহার প্রতি সত্বর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অরিষ্টধন্বা অর্জ্জুনও সমরে ভীষ্মের হয়-চতুষ্টয় নিহত করিয়া দশসংখ্যক শরদ্বারা তাঁহাকে পার্শ্বদেশে বিদ্ধ করিলেন, তৎপরে তাঁহারে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তদীয় সারথিকে বিদ্ধ করিয়া, অংশুমালী দিবাকর যেমন মেঘ-মণ্ডল বিদারণ-পুরঃসর প্রকাশ পাইতে থাকেন, তদ্রূপ রথ-নিকর-মধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া একান্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এ দিকে কুরুবীর দুর্য্যোধন চেতন লাভ করিয়া এবং সুরেন্দ্র-সদৃশ ইন্দ্র-তনয়কে রণে বিমুক্ত ও একাকী অবস্থিত দেখিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! আপনকার হস্ত হইতে ধনঞ্জয়

কি রূপে পরিত্রাণ পাইল ? এখনও উহাকে এরূপে প্রমথিত করুন, যাহাতে কোন প্রকারে বিমুক্ত হইতে না পারে। ইহা শুনিয়া ভীষ্ম সহাস্য আস্যে উত্তর করিলেন, অহে কুরুরাজ ! তুমি যখন বিচিত্র শরাসন ও শর-সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলে, তখন তোমার এ বুদ্ধি ও বীর্য্য কোথায় গিয়াছিল ? অর্জ্জুনের উদার-চিত্ত কদাচ পাপ-বিষয়ে রত হয় না ; সুতরাং তিনি নিষ্ঠুর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কখনই প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। অধিক আর কি বলিব, ঐ মহাপুরুষ ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভের নিমিত্তেও কখন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না ; সেই জন্যই তোমরা সকলে এই যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হও নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই ; শীঘ্রই হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান কর, এবং পার্থও জয়লব্ধ গোধন লইয়া প্রতিগমন করুন। দেখ, জীব-মাত্রেরই আপনার হিতকর কর্ম্ম করা বিধিবোধিত ; অতএব মোহ-প্রযুক্ত স্বার্থ বিনষ্ট করা তোমার কোন মতেই উচিত হয় না।

নিরতিশয় অমর্ষশালী রাজা দুর্য্যোধন পিতামহের সেই হিতকর বাক্য শ্রবণে সমর-বাসনায় বিরত হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন। অন্যান্য যোদ্ধারাও ভীষ্মোক্ত ঐ বাক্য হিতকর বিবেচনা করিয়া এবং পাণ্ডবানল ক্রমশই প্রবল হইয়া উঠিল দেখিয়া রাজাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বরাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই স্থির করিলেন। পৃথানন্দন ধনঞ্জয়, কুরুপ্রবীরদিগকে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া প্রীতমনে প্রধান প্রধান বীরবর্গকে সানুনয় সম্ভাষণ ও পূজা করিবার মানসে মুহূর্ত্তকাল তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তিনি শান্তনু-তনয় বৃদ্ধ পিতামহ ও আচার্য্য দ্রোণকে শিরোবনমন-পূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া অশ্বত্থামা, কৃপ ও মানভাজন কৌরবদিগকে বিচিত্র সায়কাবলিদ্বারা অভিবাদন করিলেন এবং অপর এক বাণে দুর্য্যোধনের উত্তম-রত্ন-চিত্রিত মুকুটখানি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মাননীয় বীরবর্গকে যথাবিধি সম্বর্দ্ধনা করিয়া বীভৎসু গাণ্ডীব-নির্ঘোষে লোকত্রয় শব্দায়িত করিলেন ; দেবদত্ত শঙ্খনাদে দ্বিষদ্বৃন্দের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন ; হেমজাল-মণ্ডিত বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মানা করত শত্রুকুলকে অভিভূত করিয়া বিরাজমান হইতে লাগিলেন ; এবং পরিশেষে সকলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে উত্তরকে সম্বোধিয়া কহিলেন, রাজকুমার ! এক্ষণে অশ্ব-সকল প্রত্যাবর্ত্তিত কর ; তোমার পশুকুল বিজিত হইল ; ঐ দেখ শত্রুগণ স্বদেশে প্রস্থান করিতেছে ; অতএব তুমিও প্রফুল্লমনে স্বপুরে প্রবেশ কর।

এ দিকে দেবগণ পার্থের সহিত কৌরবদিগের সেই অত্যাশ্চর্য্য সমর-ব্যাপার বিলোকনে পুলকিত হইয়া অর্জ্জুনের অমানুষ সমর-কৌশল পর্য্যালোচন করিতে করিতে নিজ নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বৃষভেক্ষণ ধনঞ্জয় কুরুকুলকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া বিরাটের মহৎ গোধন প্রত্যানয়ন করিতেছেন, এ দিকে ধৃতরাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় সৈন্য-সামন্তেরাও রণে ভঙ্গ দিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে, ইত্যবসরে পূর্ব্ব-পলায়িত আর কতকগুলি কুরু-সৈন্য সহসা গহন কানন হইতে নির্গত হইল এবং সভয়ান্তঃকরণে ও আলুলায়িত-কেশে ক্রমে ক্রমে পার্থ-সমীপে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। তাহারা একে ক্ষুৎপিপাসায় পরিশ্রান্ত, তাহাতে আবার বিদেশস্থ, সুতরাং তাহাদিগের চিত্তের যে বৈকল্য জন্মিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তাহারা প্রণিপাত-পুরঃসর সসম্ভ্রমে পার্থকে কহিল, আমরা আপনকার কিঙ্কর, এক্ষণে কি করি অনুমতি করুন।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি তোমাদিগকে দৃঢ়রূপে আশ্বাস প্রদান করিতেছি, তোমরা কোন প্রকারে ভীত হইও না; যথাসুখে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর; আমি আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের হিংসা করণে কখনই অভিলাষ করি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শরণাপন্ন যোধগণ অর্জ্জুনের এই অভয় বাক্য শ্রবণ করিয়া আয়ুঃ-কীর্ত্তি-ও-যশঃপ্রদ আশীর্ব্বচনে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর সমর-বিজয়ী সব্যসাচী যৎকালে শত্রুপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মদস্রাবী কুঞ্জরের ন্যায় বিরাট-রাষ্ট্রাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তখন আর কৌরবেরা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইল না। প্রচণ্ড সমীরণ যেমন নিবিড় ঘনঘটাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ শত্রু-নিহন্তা ধনঞ্জয় কুরুসৈন্য-মণ্ডলীকে বিদ্রাবিত করিয়া মৎস্যপুত্রকে পুনঃপুন সম্বর্দ্ধনা-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! পাণ্ডবেরা যে তোমার জনক-সন্নিধানে বসতি করিতেছেন, তাহা তুমিই কেবল জানিলে, কিন্তু সাবধান, যেন নগরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের প্রশংসা-সূচক কোন কথার উল্লেখ করিও না; কেননা মৎস্যপতি হঠাৎ জানিতে পারিলে ভীত হইয়া অনুদ্দেশ হইতে পারেন। বরং পুরী-প্রবেশানন্তর তুমি প্রীত-মানসে পিতার সন্নিহিত হইয়া "আমিই কুরুকুল পরাভূত করিয়া পশুকুল উদ্ধার করিয়াছি," এই বলিয়া আত্মকৃত কর্ম্মের পরিচয় দিও!

উত্তর কহিলেন, হে সব্যসাচিন্! আপনি যে দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন, ইহা আমার পক্ষে কদাচ সম্ভবনীয় নহে; সে কর্ম্ম করিতে আমার শক্তি নাই; পরন্তু আপনি যে পর্য্যন্ত আমাকে অনুমতি না করিবেন, আমি পিতার নিকটে আপনকার পরিচয় দিব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন এইরূপে শত্রুসেনা পরাজিত করিয়া এবং কুরুগণ হইতে সমস্ত গোধন আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া শর-বিক্ষত কলেবরে পুনর্ব্বার শ্মশানাভিমুখে আগমন-পূর্ব্বক শমীবৃক্ষ-সমীপে উপনীত হইলেন। অনন্তর অনলকল্প কপিবর ভূতগণ সমভিব্যাহারে আকাশপথে উৎপতিত, বিশ্বকর্ম্ম-বিরচিত দৈবী মায়া তিরোহিত এবং উত্তরের রথোপরি পুনরায় সিংহধ্বজ সংযোজিত হইল। মহাত্মা মৎস্যরাজ-নন্দন সেই সংগ্রাম-বর্দ্ধন গাণ্ডীব শরাসন এবং কুরু-প্রধান পাণ্ডবদিগের তূণ ও শর-সমস্ত পূর্ব্ববৎ শমীবৃক্ষে স্থাপিত করিয়া অর্জ্জুনকে সারথ্য কর্ম্মে নিযোজন-পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শত্রুকুল-নিহন্তা মহাত্মা পার্থও বৈর নির্যাতন-রূপ অতি মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনানন্তর পূর্ব্বমত বেণী বিন্যাসাদি-দ্বারা বৃহন্নলা-রূপ ধারণ করত তাঁহার সারথি হইয়া হর্ষপূর্ণ-মানসে পুনর্ব্বার বল্গা গ্রহণ-পূর্ব্বক নগরে প্রবিষ্ট হইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সমর-বিরত কৌরবেরা অর্জ্জুনের ভুজবীর্য্যের বশীভূত হওয়ায় সকলেই বিবশচিত্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দীন ভাবে হস্তিনা নগরোদ্দেশে গমন করিলে পর, ধনঞ্জয় পথিমধ্যে উপনীত হইয়া উত্তরকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, হে মহাবাহো রাজ-পুত্র! অগ্রে রক্ষকগণ-সহ তোমার সমুদায় পশুকুল সমানীত দেখিয়া পশ্চাৎ আমরা অশ্বদিগকে স্নান-পানাদি-দ্বারা সুস্নিগ্ধ করিয়া অপরাহ্নে গমন করিব; এক্ষণে তুমি ঐ গোপদিগকে আদেশ কর, উহারা প্রিয়-সংবাদ প্রদানার্থে ত্বরা-পূর্ব্বক নগরে গিয়া তোমার বিজয় ঘোষণা করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পার্থের বচনানুসারে উত্তর সত্বর হইয়া দূতগণকে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা অগ্রে গিয়া এই সংবাদ দাও যে, মহারাজের বিজয়, শত্রুদিগের পরাজয় এবং গো-কুলের উদ্ধার হইয়াছে। বৈর-নির্যাতনে পরিতৃপ্ত অর্জ্জুন ও উত্তর এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া পুনরায় সেই শমী-সমীপে আগমন-পূর্ব্বক পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত অলঙ্কারাদি সকল রথে তুলিয়া লইলেন। সেইবীর-প্রধান বিরাট-তনয় এই-

রূপে শত্রুসেনা পরাভব-পূর্ব্বক কুরুগণ-হইতে সমস্ত গোধন আচ্ছিন্ন করিয়া বৃহন্নলা সারথি-সমভিব্যাহারে মহাহৃষ্ট-চিত্তে পুরী প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে সেনা-নায়ক মৎস্যপতিও ত্রিগর্ত্তদিকে সমরে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে সমুদায় গোধন উদ্ধার-পূর্ব্বক পাণ্ডব-চতুষ্টয় সমভিব্যাহারে হৃষ্ট-চিত্তে নগরে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ! কুন্তীনন্দনগণে পরিবৃত হওয়ায় তৎকালে তাঁহার একটি অনির্ব্বচনীয় শ্রী ও শোভা হইয়া উঠিল। সুহৃদ্গণ নরেন্দ্রকে রাজ-সিংহাসনে সমাসীন দেখিয়া এককালে উল্লাসে উৎফুল্ল হইলেন; ব্রাহ্মণবর্গ ও অপরাপর প্রজাগণ সভায় উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ ও গুণ-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা মৎস্যরাজের পরিতোষ জন্মাইতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভিনন্দন-পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। অনন্তর তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া উত্তরকে দেখিতে না পাওয়ায় সকলকে জিজ্ঞাসিলেন, ভূমিঞ্জয় কোথায়? তখন অন্তঃপুর-চর নর নারী ও কন্যাগণ উত্তর করিল, মহারাজ! কৌরবেরা আপনকার গোধন অপহরণ করায় রাজকুমার রাগান্ধ হইয়া সাতিশয় সাহস-সহকারে এক মাত্র বৃহন্নলাকে সহায় করিয়া একাকী ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা, এই ছয় জন অতিরথীকে জয় করিবার নিমিত্ত নির্গত হইয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিরাটরাজা সংগ্রাম-বর্দ্ধন কুমারের বৃহন্নলা সারথি সমভিব্যাহারে একরথে গমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া সমস্ত অমাত্যমুখ্যদিগকে কহিলেন, কৌরবেরা ও অন্যান্য মহীপালগণ ত্রিগর্ত্তদিগের পরাজয় শ্রবণে কখনই স্থির থাকিতে পারিবে না। অতএব আমার সৈনিকবর্গ-মধ্যে যাহারা ত্রিগর্ত্তদিগের যুদ্ধে আহত না হইয়াছে, সেই সকল যোদ্ধারা মহদ্বলে পরিবৃত হইয়া উত্তরের রক্ষার্থে গমন করুক। অমাত্যদিগকে এই কথা বলিবার পর, বাহিনী-পতি বিরাট, পুত্রের রক্ষার্থে হয়, হস্তী, রথ ও বিচিত্র বসন-ভূষণসমন্বিত পুরুষপ্রবীর পদাতিগণ, এই চতুরঙ্গিণী সেনা অবিলম্বে প্রেরণ করিলেন এবং প্রয়াণ-সময়ে তাহাদিগকে এই আদেশ করিয়া দিলেন যে, তোমরা শীঘ্র গিয়া জান, উত্তর জীবিত আছে কি না; যখন এক জন ষণ্ডকে সারথি করিয়া যাত্রা করিয়াছে, তখন যে সে এপর্য্যন্ত জীবিত আছে, এমন বোধ হয় না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিরাটরাজকে অতিশয় পরিতাপিত দেখিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, নরনাথ! যদি বৃহন্নলা সারথি হইয়া থাকে, তবে আর অরাতিকুল কখনই গো-কুল লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে না। সেই সারথি-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আপনকার পুত্র কৌরবদিগকে, পৃথিবীস্থ সমস্ত সমবেত নরপতিগণকে, এমন কি দেবতা যক্ষ নাগ ও অসুরবৃন্দকেও পরাজিত করিতে পারিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর উত্তরপ্রেরিত দূতগণ দ্রুতগতি নগরে আসিয়া রাজ-পুত্রের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিল। তখন মন্ত্রী, স্বপক্ষের অনুত্তম বিজয়, কুরুদিগের পরাজয় এবং উত্তরের আগমন, সমুদায় বৃত্তান্ত রাজ-সমক্ষে নিবেদন করত কহিলেন, হে পরন্তপ! আপনকার সমস্ত পশুকুল বিনির্জ্জিত ও কুরুকুল পরাজিত হইয়াছে এবং রাজকুমারও সারথির সহিত কুশলী আছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! আপনকার গোধন বিনির্জ্জিত হওয়া এবং কৌরবদিগের পলায়ন করা অতীব সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনকার পুত্র যে, কুরুদিগকে পরাভূত করিয়াছেন, ইহা আমি বড় বিচিত্র বোধ করি না, কেননা বৃহন্নলা যাহার সারথি, নিশ্চয়ই তাহার জয় হইয়া থাকে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিরাট-নরপতি অমিত-প্রতাপশালী নিজকুমারের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে হর্ষে লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া দূতগণকে বহুতর বস্ত্রাদি-দ্বারা পুরস্কৃত করিলেন; অনন্তর পতাকাপুঞ্জ-দ্বারা রাজপথ সুশোভিত করিতে এবং পুষ্পোপহারে দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিতে, মন্ত্রিবর্গকে প্রেরণ করিলেন এবং ইহাও আদেশ করিলেন যে, নগরস্থ সমস্ত বালক, প্রধান প্রধান বীর ও বার-বনিতারা সুন্দররূপ বেশ-বিন্যাস করিয়া আমার পুত্রকে আনয়ন করিতে অগ্রসর হউক; বাদ্য-করেরা বাদিত্র বাদন করিতে করিতে গমন করুক; ঘণ্টাবাদক শীঘ্র মত্ত মাতঙ্গে আরূঢ় হইয়া প্রতি চতুষ্পথে মদীয় বিজয় কীর্ত্তন করিতে থাকুক, এবং উত্তরাও নাট্য পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক কুমারগণে পরিবৃতা হইয়া বৃহন্নলাকে গ্রহণ করিতে প্রত্যু-দ্গমন করুক।

রাজার এই আজ্ঞা শ্রবণ-মাত্র নগরস্থ সকল লোকেই মাঙ্গল্য দ্রব্য হস্তে লইয়া অনন্তবীর্য্যসম্পন্ন রাজকুমারের আনয়নার্থে অগ্রসর হইল। ভেরী, তূরী, শঙ্খ, পণব ও পটহাদি বাদ্য-বাদকেরা বহু-বিধ বিজয় বাদ্যোদ্যম করিতে লাগিল; সূত মাগধ বন্দীরা সুমধুর নান্দী পাঠ করিতে থাকিল, এবং সুন্দরী রমণীরা কমনীয় বেশ-বিন্যাস-পূর্ব্বক দর্শক-বর্গের চিত্ত হরণ করিতে করিতে চলিল।

মহামতি মৎস্যপতি, কুমারকে আনিবার নিমিত্ত সেনা, গণিকা ও কন্যাগণকে প্রেরণ করিয়া মহা আহ্লাদভরে এই কথা বলিলেন, সৈরিন্ধ্রি! অক্ষ আনয়ন কর; কঙ্ক! এস, এখন আমরা দ্যূতক্রীড়া করি। পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির হর্ষাবিষ্ট বিরাটরাজের এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, মহারাজ! আমরা পণ্ডিতমুখে শুনিয়াছি, হৃষ্টচিত্ত অক্ষচতুরের সহিত ক্রীড়া করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব অদ্য আপনি অতিমাত্র হর্ষযুক্ত হওয়ায় আমি ক্রীড়া করিতে শঙ্কা করিতেছি; তবে আপনকার প্রিয় কর্ম্ম করিতে আমার সততই ঔৎসুক্য আছে; যদি নিতান্তই অভিলাষ হইয়া থাকে, আরম্ভ করুন।

বিরাট কহিলেন, অদ্য আমি যেরূপ প্রহৃষ্ট হইয়াছি, ইহাতে তুমি দ্যূতক্রীড়া ব্যতিরেকেও আমার গো হিরণ্য নারী বা অন্য কোন বস্তুজাত রক্ষা করিতে পারিবে না।

কঙ্ক কহিলেন, হে মানপ্রদ রাজেন্দ্র! বহু দোষা-কর দ্যূতক্রীড়ায় আপনকার প্রয়োজন কি? দ্যূত-দেবনে অনেক অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা; এ নিমিত্ত ইহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। বোধ হয়, আপনি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়াছেন, অন্তত তাঁহার কথা শুনিয়াও থাকিবেন; তিনি এই দ্যূতক্রীড়ায় অসীম সমৃদ্ধি-সম্পন্ন অতিবিশাল সাম্রাজ্য, এমন কি, ত্রিদশ-তুল্য ভ্রাতৃগণ-পর্য্যন্ত, সমুদায় হারিয়া-ছিলেন; সেই হেতু আমার আর দ্যূতক্রীড়ায় কোন মতেই অনুরক্তি জন্মে না; কিন্তু কি করি, আপনকার অভিমত হইলে আমাকে অবশ্যই তাহাতে সম্মত হইতে হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্যূতক্রীড়ারম্ভ হইলে মৎস্যরাজ পাণ্ডবকে সম্বোধিয়া কহিলেন, দেখ, আমার পুত্র তাদৃশ পরাক্রান্ত কৌরবদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছে। তাহাতে ধর্ম্ম-তনয় যুধি-ষ্ঠির উত্তর করিলেন, মহারাজ! বৃহন্নলা যাহার সারথি, তাহার কেনই না জয় হইবে? ইহা শুনিয়া মৎস্যপতি কুপিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, অহে দ্বিজাধম! তোমার কি কিছুই বাচ্যাবাচ্য বোধ নাই? আমার পুত্রের সহিত একটা নপুংস-কের বারংবার প্রশংসা করিয়া তুমি নিশ্চয়ই আ-মার অবমাননা করিতেছ। ভীষ্ম দ্রোণ-প্রভৃতি যোধমুখ্যদিগকে এক জন ষণ্ড কিপ্রকারে পরা-জিত করিবে? অহে ব্রাহ্মণ! কেবল বয়স্য বলিয়া তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম; কিন্তু যদি জীবনের অভিলাষ থাকে, তবে যেন আর ঈদৃশ বাক্য তোমার মুখ হইতে নির্গত না হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে স্থলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথেরা যুদ্ধার্থী হইয়া সমবেত হয়েন, অথবা অমররৃন্দে পরিবৃত হইয়া স্বয়ং দেবরাজ সমর-কামনায় আগমন করেন, সে স্থলে এক মাত্র বৃহন্নলা ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে? কোন মনুষ্যই অদ্যাপি যাঁহার বাহুবলের সহিত তুলনা করিবার যোগ্য হইতে পারে নাই, পারিবেও না; সমর সন্দর্শন করিলেই যাঁহার অতিমাত্র হর্ষ জন্মিয়া থাকে; এবং দেব, দানব ও মহোরগগণ একত্র সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলেও যিনি সকলকেই পরাস্ত করিতে পারেন; তাদৃশ মহাবীরকে সহায় করিয়া রাজকুমার কি নিমিত্ত জয় লাভ না করিবেন?

বিরাট কহিলেন, আমি বারংবার তোমাকে নিষেধ করিলাম, তথাপি তুমি বাক্য সংযমন করিলে না; যদি নিয়ন্তা না থাকে, তবে আর কেহই ধর্ম্মাচরণ করে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা অতিশয় কুপিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে "আর যেন এরূপ না হয়," এই প্রকার তিরস্কার করিতে করিতে রোষভরে একটা অক্ষদ্বারা তাঁহার মুখদেশে দৃঢ়রূপে আঘাত করিলেন। বলবৎ প্রতিবিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার নাসিকা হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, সেই শোণিতধারা ভূতলে পতিত না হইতেই অমনি পাণিযুগলদ্বারা তাহা গ্রহণ করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তিনী দ্রুপদ-নন্দিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ভর্ত্তার ছন্দানুবর্ত্তিনী অনিন্দিতা কৃষ্ণাও তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ একটা জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র লইয়া যুধিষ্ঠিরের নাসিকা হইতে বিগলিত সেই রক্তধারা ধারণ করিলেন।

এ দিকে উত্তর, মহাহর্ষভরে যদৃচ্ছাক্রমে নগরে প্রবেশ-পূর্ব্বক বহুবিধ বিচিত্র গন্ধমাল্যদ্বারা সমাকীর্ণ ও পুরবাসী যাবতীয় নর-নারীগণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া রাজভবনের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র প্রতিহারীদ্বারা পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। তখন দৌবারিক অমনি সত্বর হইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ-পূর্ব্বক রাজ-সমীপে নিবেদন করিল, মহারাজ! রাজকুমার উত্তর, বৃহন্নলার সহিত দ্বারে উপস্থিত। অনন্তর মৎস্যরাজ আহ্লাদ-পূর্ণ-হৃদয়ে দ্বারপালকে আজ্ঞা দিলেন যে, শীঘ্র করিয়া তাহাদিগকে আমার সন্নিহিত কর; আমি উভয়েরই দর্শনলোলুপ হইয়া রহিয়াছি। পরন্তু ধর্ম্মরাজ দ্বারীর কর্ণদেশে ধীরে ধীরে কহিলেন, হে মহাবাহো! কেবল উত্তরই যেন প্রবেশ করেন, বৃহন্নলাকে এক্ষণে আনয়ন করা হইবে না; কেননা তাহার এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, বিনা যুদ্ধে যে ব্যক্তি আমার অঙ্গে ক্ষত উৎপাদন, অথবা শোণিত প্রদর্শন করিবে, সে কোন ক্রমে জীবিত থাকিবেক না; অতএব এক্ষণে আমাকে এইরূপ রক্তাক্ত দেখিলে, সেই বীরবর অত্যন্ত কুপিত হইয়া অমাত্য ও বলবাহন সহিত মৎস্যরাজকে নিহত করিতে পারে।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজার জ্যেষ্ঠ তনয় ভূমিঞ্জয় সভা-প্রবেশ-পূর্ব্বক পিতার পাদদ্বয়ে অভিবাদন করিলেন; পশ্চাৎ ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করত দেখিলেন, সেই নিরপরাধী মহানুভাব, আঘাতে কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া সভামণ্ডপের প্রান্তভাগে ভূতলে উপবেশন করিয়া আছেন; তাঁহার নাসিকা হইতে রুধির স্রাব হইতেছে, এবং সৈরিন্ধ্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। অনন্তর উত্তর যেন চকিত হইয়া সত্বর পিতাকে জিজ্ঞাসিলেন, কে ইহাঁকে তাড়না করিল? ঈদৃশ পাপকর্ম্মে কাহার অভিরুচি হইল?

বিরাট কহিলেন, আমিই এই কুটিল ব্রাহ্মণকে

প্রহার করিয়াছি; ও কেবল এতাবন্মাত্র প্রহারেরই যোগ্য নহে; কেননা যৎকালে আমি তোমার শূরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিলাম, তৎকালে ও কেবল ষণ্ডেরই প্রশংসা করিতে থাকিল। উত্তর কহিলেন, রাজন্! আপনি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছেন; এক্ষণে শীঘ্রই ইহাঁকে প্রসন্ন করুন, নতুবা ঘোরতর ব্রহ্মবিষে আপনাকে সমূলে নির্দ্দহন করিয়া ফেলিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুত্রের এই কথা শুনিয়া রাষ্ট্রবর্দ্ধন মৎস্যরাজ ভস্মাচ্ছাদিত অনলতুল্য কুরুরাজকে ক্ষমা করাইতে লাগিলেন। তখন যুধিষ্ঠির বিরাটকে ক্ষমা প্রার্থনায় উদ্যুক্ত দেখিয়া এই কথা বলিলেন, রাজন্! আমি এ বিষয়ে অনেকক্ষণ ক্ষমা করিয়াছি; আমার ক্রোধ নাই। হে মহাবাহো! যদি আমার নাসিকা হইতে এই রক্ত ভূতলে পতিত হইত, তাহা হইলে আপনি রাজ্য সহিত বিনষ্ট হইতেন, সন্দেহ নাই। মহারাজ! আপনি আমাকে নিরপরাধে আঘাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে নিমিত্ত আপনাকে আমি দোষী করিতে পারি না; কেননা প্রভু বলবান্ হইলে তাঁহা হইতে সহসা এরূপ ভয়ানক ঘটনা হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠিরের শোণিতপাত উপশান্ত হইলে, বৃহন্নলা সভায় প্রবেশ করিয়া বিরাট ও কঙ্ককে অভিবাদন করিলেন। মৎস্যরাজ কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রসাদিত করিবার পর, রণপ্রত্যাগত উত্তরকে সব্যসাচীর শ্রবণ গোচরেই ভূরি ভূরি প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন, হে সুদেষ্ণানন্দ-বর্দ্ধন! আমি তোমা হইতেই যথার্থ পুত্রবান্ হইলাম; তোমার মত পুত্র, আমার আর হয় নাই, হইবেও না। হে বৎস! যিনি এক কালে লক্ষ্যসহস্র ভেদ করিবার অভিলাষ করিলেও একটি লক্ষ্যও অবিদ্ধ রাখেন না, সেই অতুল-পরাক্রম-সম্পন্ন কর্ণের সহিত তুমি কিরূপে যুদ্ধ করিলে? সমস্ত মনুষ্যলোক-মধ্যে কুত্রাপি যাঁহার উপমাস্থল দৃষ্ট হয় না; যিনি সমুদ্রের ন্যায় অক্ষোভ্য এবং কালাগ্নির ন্যায় দুঃসহ; সেই ভীষ্মদেবের সহিতই বা তোমার কিরূপে সমাগম হইল? হে তাত! যিনি কুরুবংশ, বৃষ্ণিবংশ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়-বংশের শিক্ষাগুরু এবং যাবতীয় শস্ত্রধারীর মধ্যে প্রধান; ব্রহ্মবংশাবতংস সেই দ্রোণাচার্য্যের সহিত তোমার কিপ্রকারে সংগ্রাম হইল? অশ্বত্থামা নামে বিখ্যাত যে আচার্য্য-পুত্র সমস্ত শস্ত্রধারিগণ-মধ্যে অধিকতর শৌর্য্যশালী; তাঁহার সঙ্গেই বা তুমি কিরূপে যুদ্ধ করিলে? হে বৎস! রণস্থলে যাঁহাকে একবারমাত্র নিরীক্ষণ করিলেই প্রতিপক্ষেরা হৃতসর্ব্বস্ব বাণিজিকদিগের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেই কৃপাচার্য্যের সহিত তোমার কিপ্রকারে সমাগম হইল? হে তাত! যে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র মহাস্ত্রঘাতে পর্ব্বত পর্য্যন্তও বিদারণ করিতে পারেন, সেই দুর্য্যোধনের সহিত তুমি কিরূপে যুদ্ধ করিয়া উঠিলে? আহা! দ্বিষদ্বর্গ বিলোড়িত হওয়ায় সুখরূপ সমীরণ আমাকে সুশীতল করিতেছে! তুমি যে কুরুগণ-কবলিত মদীয় ধন সংগ্রামে জয় করিয়াছ, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি সেই সমস্ত নরবরদিগকে সমরে দূরীকৃত করিয়াই, শার্দ্দূলগণের নিকট হইতে আমিষের ন্যায়, সমুদয় গোধন আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছ।

উত্তর কহিলেন, পিতঃ! আমা হইতে শত্রুকুল পরাজিত ও গোকুল উদ্ধৃত হয় নাই; কোন এক দেবপুত্র সেই মহৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন। বজ্রতুল্য-বর্ম্মধারী সেই বীর্য্যবান্ যুবা দেবকুমার আমাকে ভীত ও পলায়নপর দেখিয়া নিবারণ করত রথপ্রস্থে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনিই গোধন বিনির্জ্জিত ও কৌরবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। তিনিই সেই অসামান্য দুষ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা; নতুবা আমার কি সাধ্য যে, আমি ইহা সম্পন্ন করিতে পারি! সেই মহাবল-সম্পন্ন বীর্য্য-

বান্ দেব-তনয় শরাঘাতে কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও ভীষ্মকে বিমুখ করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন সমরে ভীত হইয়া যূথপতি কুঞ্জরের ন্যায় পলায়নপরায়ণ হইলে, তিনি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন যে, “অহে কুরুনন্দন! হস্তিনাপুরেতেও আমি তোমার কিছুমাত্র পরিত্রাণের সম্ভাবনা দেখিতেছি না; অতএব তুমি বাহুবলে জীবন-রক্ষার চেষ্টা কর। অহে রাজন্! তুমি পলায়ন করিলেই নিষ্কৃতি পাইবে না, অতএব যুদ্ধে মন কর; যদি যুদ্ধে জয়ী হইতে পার, তবে বসুন্ধরার আধিপত্য লাভ করিবে, নতুবা যদি নিহত হও, তাহা হইলেও স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে।” নরশার্দ্দূল দুর্য্যোধন তৎক্ষণমাত্র প্রতিনিবৃত্ত এবং সচিবগণে পরিবৃত হইয়া প্রচণ্ড সর্প-সদৃশ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বজ্রোপম শর-সমস্ত বিসর্জ্জিত করিতে লাগিলেন। হে পিতঃ! তাহা দেখিয়া আমার লোমাঞ্চ ও উরু-কম্প হইতে লাগিল। তৎকালে সেই সিংহোপমদেহ বলবান্ যুবা দেবকুমার কেশরি-তুল্য-পরাক্রান্ত কুরুসৈন্যদিগকে শরানলে দগ্ধ করিতে থাকিলেন। পরিশেষে তিনি সমুদায় রথি-সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া সেই কৌরবগণের প্রতি যেন হাস্য করত তাহাদিগের বস্ত্র-সমস্ত হরণ করিয়া লইলেন। মহারাজ! কোন মত্ত শার্দ্দূল যেমন বনচর মৃগগণকে পরাভূত করে, তদ্রূপ সেই বীরপুরুষ একাকী ছয়জন রথীকে অনায়াসে বিনির্জ্জিত করিলেন।

বিরাট কহিলেন, যিনি কুরুদিগের করতলগত মদীয় গোধন-সমস্ত আচ্ছিন্ন করিয়াছেন, সেই অসামান্য বীর্য্যবল-সম্পন্ন মহাবাহু দেব-তনয় কোথায়? যাঁহার প্রসাদে তুমি শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছ, এবং গোধনও সুরক্ষিত হইয়াছে, সেই মহাবল দেবকুমারকে আমি দর্শন ও অর্চ্চনা করিতে বাঞ্ছা করি।

উত্তর কহিলেন, পিতঃ! সেই প্রতাপবান্ দেবকুমার অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন; বোধ করি, তিনি কল্য বা পরশ্ব দিবস প্রাদুর্ভূত হইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উত্তর এইরূপ ভঙ্গিক্রমে অর্জ্জুনের পরিচয় দেওয়ায় তিনি যে ছদ্মবেশে রাজনিকেতনে বাস করিতেছেন, রাজা আর তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। অনন্তর পার্থ, মহাত্মা বিরাট-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, সেই জয়লব্ধ বস্ত্রসমস্ত রাজকুমারী উত্তরাকে স্বয়ং প্রদান করিলেন। ভাবিনী উত্তরাও প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার নিকট হইতে সেই মহামূল্য বহুবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র-সমুদায় প্রতিগ্রহ করিলেন। হে নরেন্দ্র! তদনন্তর ভরতশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, মৎস্যরাজ-তনয় উত্তরের সহিত গোপনে মন্ত্রণা করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রকাশ-বিষয়ে যেরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিলেন, পরিশেষে উভয়ে মিলিত হইয়া সম্যক্ হৃষ্টচিত্তে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন।

গোহরণ প্রকরণ ও সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

বৈবাহিক প্রকরণ ॥ ৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তৃতীয় দিবসে প্রতিজ্ঞোত্তীর্ণ, পাবকতুল্য-প্রতাপ-সম্পন্ন, মহারথ, পঞ্চ পাণ্ডব, স্নানান্তে শুক্ল বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক রাজাভরণে ভূষিত হইয়া, প্রভিপন্ন মাতঙ্গগণের ন্যায় শোভা ধারণ করত সভামণ্ডপে আগমন করিলেন, এবং ধর্ম্মরাজকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, বেদিমধ্যে যজ্ঞীয় অগ্নি-নিচয়ের ন্যায়, রাজসিংহাসনে আসীন হইলেন। তাঁহারা সেইরূপ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে পৃথিবীপতি বিরাট, সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচন-নিমিত্ত সভায় আগমন করিলেন, এবং পাণ্ডবদিগের সেই প্রদীপ্ত হুতাশন-সদৃশ সমুজ্জ্বল শোভা নিরীক্ষণে ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে চিন্তা করিয়া পরিশেষে অমর্ষপরবশ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মৎস্যরাজ অমরগণ-উপাসিত ত্রিদশপতির ন্যায় দেবরূপে অবস্থিত কঙ্ককে সম্বোধিয়া কহিলেন, তুমি ত সেই অক্ষক্রীড়ক, মৎকর্ত্তৃক সভাস্তাররূপে

বৃত হইয়াছিলে; এক্ষণে কি সাহসে রাজ-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া রাজাসনে উপবেশন করিয়াছ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নিন্দা ও তিরস্কারার্থে অভিপ্রেত বিরাটের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, রাজন্! ইনি বাসবের আসনেও উপবেশন করিবার যোগ্য পাত্র। ইনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন, দানশীল, যজ্ঞ-নিরত ও সত্য-সঙ্কল্প। ইনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি-স্বরূপ; শৌর্য্য ও ধীশক্তি-বিষয়ে সকলের অগ্রগণ্য এবং তপস্যার এক মাত্র আশ্রয় স্থল। সংগ্রামে ইনি যেমন অস্ত্রসকলের অভিজ্ঞ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিলোকীমধ্যে তেমন আর কোন পুরুষই জানে না এবং কস্মিন্ কালেও জানিবে না। তদ্বিষয়ে, না দেব, না দানব, না যক্ষ, না রাক্ষস, না নর, না কিন্নর, না গন্ধর্ব্ব, না মহোরগ, কেহই ইহঁার উপমাস্থল হইতে পারে না। পাণ্ডবদিগের মধ্যে অতিরথী এই মহর্ষিকল্প রাজর্ষি দীর্ঘদর্শী, অতিমাত্র তেজস্বী, পৌর ও জানপদগণের প্রীতিভাজন, যজ্বা, ধর্ম্মপরায়ণ, বলবান্, ধৃতিমান, কার্য্যদক্ষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ঐশ্বর্য্যে ইন্দ্রতুল্য এবং সঞ্চয়ে কুবের-সদৃশ বলিয়া সর্ব্বলোকে বিখ্যাত। মহাতেজা মনু যেমন লোকসকলের পরিরক্ষক ছিলেন, সেইরূপ এই মহাতেজা, প্রজাবর্গের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ইনি কুরুবংশাবতংস কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির। দ্যুলোকে দিবাকর-প্রভার ন্যায় ইহঁার কীর্ত্তিরাজি ভূলোকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। সমুদিত সূর্য্যের অংশুজাল যেমন সর্ব্বদিকে তদীয় তেজের অনুগামী হয়, তদ্রূপ ইহঁার যশের কিরণাবলি সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতেছে। হে রাজন্! যৎকালে ইনি কুরুমণ্ডল-মধ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন দ্রুতগামী দশ সহস্র কুঞ্জর এবং উত্তম-তুরগগণ-যোজিত, কাঞ্চনমালা-পরিকীর্ণ ত্রিংশৎ সহস্র রথ ইহঁার নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকিত। ঋষিবৃন্দ যেমন দেবরাজের গুণ কীর্ত্তন করেন, তদ্রূপ মণিকুণ্ডল-বিভূষিত অষ্টশত সূত ও মাগধগণ সর্ব্বদা ইহঁার স্তুতি পাঠ করিত। হে মৎস্যপতে! তৎকালে ইহঁার আধিপত্যের পরিসীমা ছিল না। অমরগণ যেমন ধনেশ্বরের আরাধনা করে, তদ্রূপ কৌরবেরা ও অন্যান্য ভূপতিসকল যেন কিঙ্করের ন্যায় ইহঁাকে নিরন্তর উপাসনা করিতেন। ইনি স্বাধীন রাজবর্গকেও বশম্বদ ও বৈশ্যবৎ করপ্রদ করিয়াছিলেন। অষ্টাশীতি সহস্র সঙ্খ্যক মহাত্মা স্নাতকগণ এই সুচরিতব্রত মহীপতিকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই বীর্য্যবান্ ভূমীশ্বর প্রজাপালনোপযুক্ত ধর্ম্মানুসারে বিকলাঙ্গ, পঙ্গু, বৃদ্ধ ও অনাথ মানবগণকে যেন পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। হে বিভো! ইহঁার নিয়ত ধর্ম্মনিষ্ঠতা, জিতেন্দ্রিয়তা, ক্রোধবিরহিতা, মহাপ্রসন্নতা, ব্রহ্মণ্যত্ব, সত্যবাদিত্ব এবং প্রতাপ-ও-সম্পত্তিমত্ত্ব দর্শনে সেই নিত্যবৈরী সুযোধন কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য বান্ধবগণের সহিত সর্ব্বদাই সন্তাপ-যুক্ত রহিয়াছে। হে মনুজেশ্বর! ইহঁার গুণ গ্রামের আর কত বর্ণনা করিব! ইহঁার শরীরে যে কত গুণ আছে, তাহার সংখ্যা করাই অসাধ্য ব্যাপার। তন্মধ্যে নিয়ত ধর্ম্মপরায়ণতা ও অক্রূরতা, এই দুইটিই সর্ব্বোপরি। অতএব হে নরনাথ! ঈদৃশ অশেষ গুণালঙ্কৃত পার্থিবচূড়ামণি পাণ্ডবরাজ কি কারণে রাজাসনে উপবেশনের যোগ্যপাত্র না হইবেন?

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

বিরাট কহিলেন, যদি ইনি কুরুবংশীয় মহীপতি কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, তবে ইহঁাদিগের মধ্যে ইহঁার সহোদর অর্জ্জুন কোন্‌টি? বলশালী ভীম কোন্ ব্যক্তি? নকুল কোন্ ব্যক্তি? সহদেব কোন্‌টি? এবং যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনীই বা কে? পার্থেরা যে পর্য্যন্ত দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন, তৎকালাবধি তাঁহারা যে কোথায় আছেন, তাহা ত কেহই জানিতে পারে নাই।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! যিনি বল্লব নামে বিখ্যাত হইয়া আপনকার মহানসের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনিই এই ভীমপরাক্রম ভীমসেন। ইনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে ক্রোধবশনামক রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিয়া দ্রৌপদীর নিমিত্ত দিব্য সৌগন্ধিক-সমস্ত আহরণ করিয়াছিলেন। যাঁহা হইতে দুরাত্মা কীচকগণের ধ্বংস হইয়াছিল, সেই গন্ধর্ব্বও ইনি। ইনিই আপনকার অন্তঃপুরমধ্যে ব্যাঘ্র ভল্লূক বরাহাদি শ্বাপদ-সমস্ত বিনষ্ট করিতেন। হে পরন্তপ! যিনি আপনকার অশ্ববন্ধ ছিলেন, তিনিই এই নকুল। যিনি গোপালন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনিই এই সহদেব। এই নটবরবেশ-ভূষাধারী ভরতর্ষভ মাদ্রীপুত্রেরা উভয়েই স্বরূপ-সম্পন্ন যশস্বী এবং সহস্র মহারথীর সমকক্ষ হইতে সমর্থ। হে রাজন্! যাঁহার নিমিত্ত কীচককুল নির্ম্মূল হইয়াছে, সেই সুমধ্যমা পদ্মপলাশাক্ষী চারুহাসিনী সৈরিন্ধ্রীই এই দ্রৌপদী। মহারাজ! আমিই অর্জ্জুন। আমি যে পৃথাদেবীর তৃতীয়পুত্র, ভীমসেনের অবরজ এবং নকুল সহদেবের অগ্রজ, বোধ হয়, তাহা আপনকার শ্রুতিগোচর থাকিতে পারে। হে মহারাজ! গর্ব্ভবাস-নিহিত প্রজাগণের ন্যায় আমরা আপনকার আবাসে লুক্কায়িত থাকিয়া অনায়াসেই অজ্ঞাতবাস অতিবাহিত করিয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যখন অর্জ্জুন বীর্য্যসম্পন্ন পঞ্চ পাণ্ডবের পরিচয় দিলেন, তখন উত্তর বিশেষ করিয়া পুনরায় সেই পৃথাপুত্রদিগকে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন।

উত্তর কহিলেন, যিনি প্রবৃদ্ধ মহাসিংহের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন; যাঁহার বিশুদ্ধ-সুবর্ণসম গৌরবর্ণ শরীর, প্রচণ্ডনাসিকা, স্থূল ও বিশাল নয়ন-যুগল এবং তাম্রবর্ণ আয়ত মুখমণ্ডল; ইনিই কুরুরাজ যুধিষ্ঠির। আবার দেখুন দেখুন, এইযে মত্তগজেন্দ্রগামী, প্রতপ্ত-তপনীয়তুল্য গৌরতনু, স্থূল অথচ আয়তস্কন্ধ ও বাহু-বিশিষ্ট মহাপুরুষ, ইহাঁরই নাম বৃকোদর। ইহাঁর পার্শ্বদেশে সিংহের ন্যায় উন্নত-স্কন্ধ, মাতঙ্গের ন্যায় বিলাসগামী যে শ্যামবর্ণ কমলায়ত-লোচন যুবা পুরুষ বারণ-যূথপতি-তুল্য বিরাজিত রহিয়াছেন; ইনিই সেই মহাধনুষ্মান্ বীরবর অর্জ্জুন। অপিচ ধর্ম্মরাজের সমীপে জিষ্ণু ও বিষ্ণু-সদৃশ যে দুইটি পুরুষোত্তম দৃষ্ট হইতেছেন; যাঁহাদিগের রূপে বলে ও শীলে তুল্য হইতে এই অখিল মনুষ্য-লোক-মধ্যে কাহাকেও দেখা যায় না; ইহাঁরাই যমজ সহোদর নকুল ও সহদেব। ইহাঁদিগের পার্শ্বদেশে নীলোৎপল-কান্তিমতী এই যে সীমন্তিনী উত্তমাঙ্গে সুবর্ণময় সীমন্ত ধারণ করিয়া মূর্ত্তিমতী সৌরী প্রভার ন্যায়, নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় অথবা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমানা রহিয়াছেন, ইনিই কৃষ্ণা।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর উত্তর লোমাঞ্চিত হইয়া, মহেন্দ্র-তুল্য অর্জ্জুনের বিক্রম বর্ণন করিতে লাগিলেন।

উত্তর কহিলেন, মৃগযূথবিধ্বংসী কেশরীর ন্যায় ইনিই সেই শত্রুকুল-নিহন্তা, যিনি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রধান মহারথদিগকে নিহত করিতে করিতে রথবৃন্দ-মধ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর একটি বাণ-প্রহারেই সুবর্ণ-কক্ষভূষিত একটা প্রকাণ্ড মাতঙ্গ দন্তদ্বয়ে ধরা বিদারণ করত সমরশায়ী হইয়াছিল। ফলত, ইহাঁ হইতেই আমাদিগের পশুকুল বিজিত এবং কৌরবেরা পরাজিত হইয়াছে। ইহাঁর প্রচণ্ডতর শঙ্খনাদে এ পর্য্যন্ত আমার কর্ণযুগল বধির করিয়া রাখিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রতাপবান্ মৎস্য-মহীপাল কুমারের সেই বাক্য শ্রবণে আপনাকে ধর্ম্মরাজের নিকট অপরাদ্ধ বোধ করিয়া উত্তরকে এই প্রত্যুত্তর করিলেন যে, সম্প্রতি পাণ্ডুনন্দনের প্রসন্নতা সম্পাদন করা আমার যুক্তি ও রুচিসিদ্ধ হইতেছে; অতএব তোমার মত হইলে আমি অর্জ্জুনের পরিণয়ার্থে উত্তরাকে সম্প্রদান করি।

উত্তর কহিলেন, পাণ্ডবেরা সকলেই মহানুভব-সম্পন্ন, সর্ব্বজন-মান্য ও পূজনীয়; বিশেষত সম্প্রতি আমাদিগের পূজাভাজন হইবার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত; অতএব আমার বিবেচনায় এই মহাভাগদিগের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বিরাট কহিলেন, আমিও যখন সংগ্রামে শত্রুদিগের বশতাপন্ন হইয়াছিলাম, তখন ভীমসেন আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং গোধন-সমস্তও জয় করিয়া লইয়াছিলেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, শুদ্ধ ইহাঁদিগেরই বাহুবলে আমরা যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছি। অতএব এক্ষণে আমরা অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির ও উহাঁর ভ্রাতৃগণকে প্রসাদিত করিব। আমরা অজ্ঞান বশত যাহা কিছু বলিয়াছি, ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবরাজ অবশ্যই তৎসমুদায় ক্ষমা করিতে পারিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাত্মা বিরাট অতিশয় হৃষ্টচিত্তে যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইয়া সমুচিত শিষ্টাচার করিলেন এবং দণ্ড কোষ ও নগর সম্বলিত সমস্ত রাজ্যই তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর বাহিনীপতি প্রতাপবান্ মৎস্যরাজ সমুদয় পাণ্ডবগণকে, বিশেষত অর্জ্জুনকে যথোচিত পুরস্কার করিয়া "অদ্য আমার পরম সৌভাগ্য! অদ্য আমার পরম সৌভাগ্য!" এইরূপ উক্তি করিতে লাগিলেন। তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেবকে পুনঃপুন প্রণয়ালিঙ্গন ও মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাদিগের দর্শনে আর পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরিশেষে তিনি অতীব প্রীতমনে রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, আপনারা যে বন হইতে কুশলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং দুরাত্মাদিগের অজ্ঞাতসারে কৃচ্ছ্রসাধ্য নিয়ম প্রতিপালন করিলেন, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়! হে পার্থগণ! আমার এই রাজ্য ও অন্য যে কিছু ধন আছে, সকলই এক্ষণে আপনাদিগের হইল। সংপ্রতি আমি যে কথা বলিব, অর্জ্জুনকে অবিশঙ্কিত চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। পুরুষসত্তম সব্যসাচী ধনঞ্জয় উত্তরারে প্রতিগ্রহ করুন, যে হেতু ইনিই তাহার ভর্ত্তা হইবার সমুচিত পাত্র।

ধর্ম্মরাজ মৎস্যরাজের এই কথায় পৃথানন্দন ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অর্জ্জুনও জ্যেষ্ঠ সোদর-কর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া বিরাটকে এই কথা বলিলেন যে, আমি আপনকার এই দুহিতাকে স্নুষাভাবে প্রতিগ্রহ করিতেছি, কুরু ও মৎস্যবংশীয় আমাদিগের এইরূপ সম্বন্ধ উপযুক্তই বটে।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥
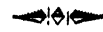
বিরাট কহিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আমি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেও তুমি যে, আমার এই কন্যাকে ভার্য্যাস্বরূপে স্বীকার করিতেছ না, ইহার কারণ কি?

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি আপনকার অন্তঃপুরমধ্যে থাকিয়া রাজকুমারীকে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতাম; তিনিও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয়েতেই আমারে পিতৃবৎ বিশ্বাস করিতেন। আমি নর্ত্তক ও গীত-বিশারদ বলিয়া আপনকার কন্যার প্রীতিভাজন ও বহুমত ছিলাম; বিশেষত তিনি আমাকে নিয়ত আচার্য্যের ন্যায় মান্য করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমি সেই বয়স্থা কন্যার সহিত সংবৎসর কাল একত্র বাস করিয়াছি; তাহাতে আপনকার অথবা লোকের মনেও সর্ব্বতোভাবে আশঙ্কা জন্মিতে পারে এবং তাহা যুক্তিযুক্তও বটে। অতএব হে মনুজাধিপ! আমি যদি পুত্রের নিমিত্তে আপনকার দুহিতাকে বরণ করি, তাহা হইলে শুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয় ও দান্তরূপে প্রতীত হইয়া সেই আশঙ্কার শোধন করিতে পারিব। যেমন আপনাতে আর পুত্রেতে ভেদ নাই, সেইরূপ কন্যা ও পুত্রবধূতেও কোন বিশেষ নাই; সুতরাং আপন-

কার কন্যা আমার পুত্রবধূ হইলে আমি আর কোন আশঙ্কা দেখিতে পাই না, কেননা তাহাতেই তাহার শোধন হইবে। হে পরন্তপ মহীপতে! আমি লোকের গ্লানি-সূচক মিথ্যাপবাদে ভীত হইয়াই আপনকার দুহিতা উত্তরাকে সুষারূপে প্রতিগ্রহ করিতেছি। মহারাজ! আমার পুত্র অভিমন্যু চক্রপাণি বাসুদেবের প্রিয় ভাগিনেয় এবং সাক্ষাৎ দেবকুমার-সদৃশ; বিশেষত বালককালেই অস্ত্র-বিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিয়াছে; অতএব সে আপনকার জামাতা হইবার উপযুক্ত এবং রাজপুত্রীরও অনুরূপ পাত্র।

বিরাট কহিলেন, হে কুন্তীপুত্র কুরুশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়! তুমি যাহা বলিলে কিছুই অসঙ্গত নহে। তুমি জ্ঞানালোক-সম্পন্ন এবং ধর্ম্মপরায়ণ; অতএব তোমার সদ্বিবেচনায় যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহা অবিলম্বে নিষ্পন্ন কর! তুমি বৈবাহিক হইলে আমার সকল সমীহিতই সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজেন্দ্র বিরাট এই কথা বলিলে পর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, প্রস্তাবিত সম্বন্ধ-বিষয়ে অর্জ্জুন ও মৎস্যপতি, উভয়েরই ঐকমত্য দেখিয়া তাহাতে আপনার সম্মতি প্রদান করিলেন। অনন্তর মৎস্যরাজ ও ধর্ম্মরাজ নিজ নিজ মিত্রবর্গ এবং বাসুদেবের নিকটে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। অনন্তর ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হওয়ায় পাণ্ডবেরা সকলে প্রকাশ্যরূপে বিরাটের উপপ্লব্য নামক জনপদে অবস্থিত হইলেন। তথায় অবস্থান করত পাণ্ডুনন্দন বীভৎসু দ্বারবতী হইতে অভিমন্যুকে এবং সমস্ত যাদব সহিত যদুপতিকে আনয়ন করাইলেন। পৃথিবীপতি কাশিরাজ ও শৈব্য উভয়েই যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া এক এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে মৎস্য-নগরে উপস্থিত হইলেন। মহাবল-সম্পন্ন তেজস্বী দ্রুপদ রাজা অপরাজিত শিখণ্ডী, সকল শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ দুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচটি বীর পুত্র ও এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া সমাগত হইলেন। ইহাঁরা সকলেই অক্ষৌহিণীপতি, প্রচুর-দক্ষিণাযুক্ত-যজ্ঞনিষ্ঠ, বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, শূর এবং সমরে দেহ বিসর্জ্জন করিতে অসঙ্কুচিত। ধার্ম্মিক-প্রবর মৎস্যপতি তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া ভৃত্য বল ও বাহন সমেত সকলের বিধিবৎ সৎকার করিলেন এবং অভিমন্যুর উদ্দেশে নিজ কন্যা উত্তরাকে দান করিয়া যথেষ্ট প্রীত হইলেন। অনন্তর নানা স্থান হইতে পার্থিবগণ উপাগত হইলে পর তথায় বসুদেব-নন্দন বনমালী ও বলদেব, হৃদিক-পুত্র কৃতবর্ম্মা, সত্যক-কুমার যুযুধান, অনাধৃষ্টি, অক্রুর, শাম্ব, নিশঠ-প্রভৃতি পরন্তপ বীরগণ সমাতৃক অভিমন্যুকে সঙ্গে লইয়া আগত হইলেন এবং ইন্দ্রসেনাদি সারথিরাও সংবৎসর কাল দ্বারকায় বাস করিয়া উহাঁদিগের সহিত সেই সুসজ্জিত রথ-সমুদায় লইয়া উপস্থিত হইল। বৃষ্ণি-বংশীয় ও অন্ধক-বংশীয় বহুসংখ্যক পরম-তেজস্বী শূরগণ দশ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র রথ, এক অর্ব্বুদ অশ্ব ও নিখর্ব্ব-সংখ্যক পদাতি সমভিব্যাহারে লইয়া বৃষ্ণিশার্দ্দূল বাসুদেব জনার্দ্দনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইলেন। কৃষ্ণ, মহাত্মা পাণ্ডবদিগকে স্ত্রী, রত্ন ও বসন-প্রভৃতি অনেক প্রকার বস্তুজাত উপঢৌকন-স্বরূপে পৃথক্ পৃথক্ প্রদান করিলেন। অনন্তর মৎস্যরাজ ও পাণ্ডবগণ-মধ্যে বিবাহ মহোৎসব উপযুক্তরূপে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। বিরাট-ভবনে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিয়োজিত শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ-প্রভৃতি বহুতর বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল; নানা প্রকার মৃগ ও শত শত পবিত্র পশু-সমস্ত নিহত হইতে থাকিল। সুরা মৈরেয়-প্রভৃতি প্রভুত পানীয়-সমুদায় সংগৃহীত হইল; এবং নট বৈতালিক সুত মাগধপ্রভৃতি স্তুতিপাঠকেরা রাজন্যবর্গের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

বিবাহের নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে নানালঙ্কার-ভূষিতা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী প্রধান প্রধান পুর-

নারীগণ রাজমহিষী সুদেষ্ণাকে অগ্রে করিয়া সাক্ষাৎ মহেন্দ্র-সুতার ন্যায় সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা রাজদুহিতাকে বিবাহস্থলে উপনীতা করিলেন। সমবেত কামিনীগণ-মধ্যে দ্রৌপদীই রূপে, যশে ও অঙ্গ শোভায় সকলের প্রধানা হইলেন। পরিশেষে ধনঞ্জয় অনবদ্যাঙ্গী বিরাট-নন্দিনীকে পুত্রের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করিতে উপস্থিত হইলে, পুরন্দর-তুল্য রূপধারী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জনার্দ্দনকে অগ্রে করিয়া অভিমন্যুর বিবাহকার্য্য সমাধান করিলেন। বিরাট রাজা যৌতুক-স্বরূপ বাতবেগী সপ্ত সহস্র অশ্ব, দুই শত মাতঙ্গ ও বহুতর ধন দান করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে যথাবিধি হোম করিলেন এবং সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত পূজা করিয়া প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে পাণ্ডবদিগকে রাজ্য, বল, কোষ-প্রভৃতি সর্ব্বস্ব, এমন কি, আপনাকে পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেন। এই রূপে উদ্বাহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইলে, ধর্ম্ম-তনয় যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের আনীত ধন-সমস্ত এবং সহস্র গো, বিবিধ বস্ত্র, রত্ন, যান, শয়ন, ভূষণ, সুরুচির ভোজন ও সুগন্ধি পানীয়-সমস্ত প্রভৃতি, ব্রাহ্মণবর্গকে প্রদান করিলেন। হে ভরতর্ষভ! সেই বিবাহ-মহোৎসব উপলক্ষে প্রফুল্লানন-বহুজন-পরিকীর্ণ মৎস্য-নগরের একটি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছিল।

বৈবাহিক প্রকরণ ও সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

বিরাটপর্ব্ব সংপূর্ণ।

শিল্পী : রামকিঙ্কর

যুগলমাধুরী

শ্রীমতী ইলা ঘোষের সৌজন্যে

মুদ্রণ : ঈগল লিথো।

শিল্পী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালস্রোতে ভেসে যায়

রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে

মুদ্রণ : ঈগল লিথো
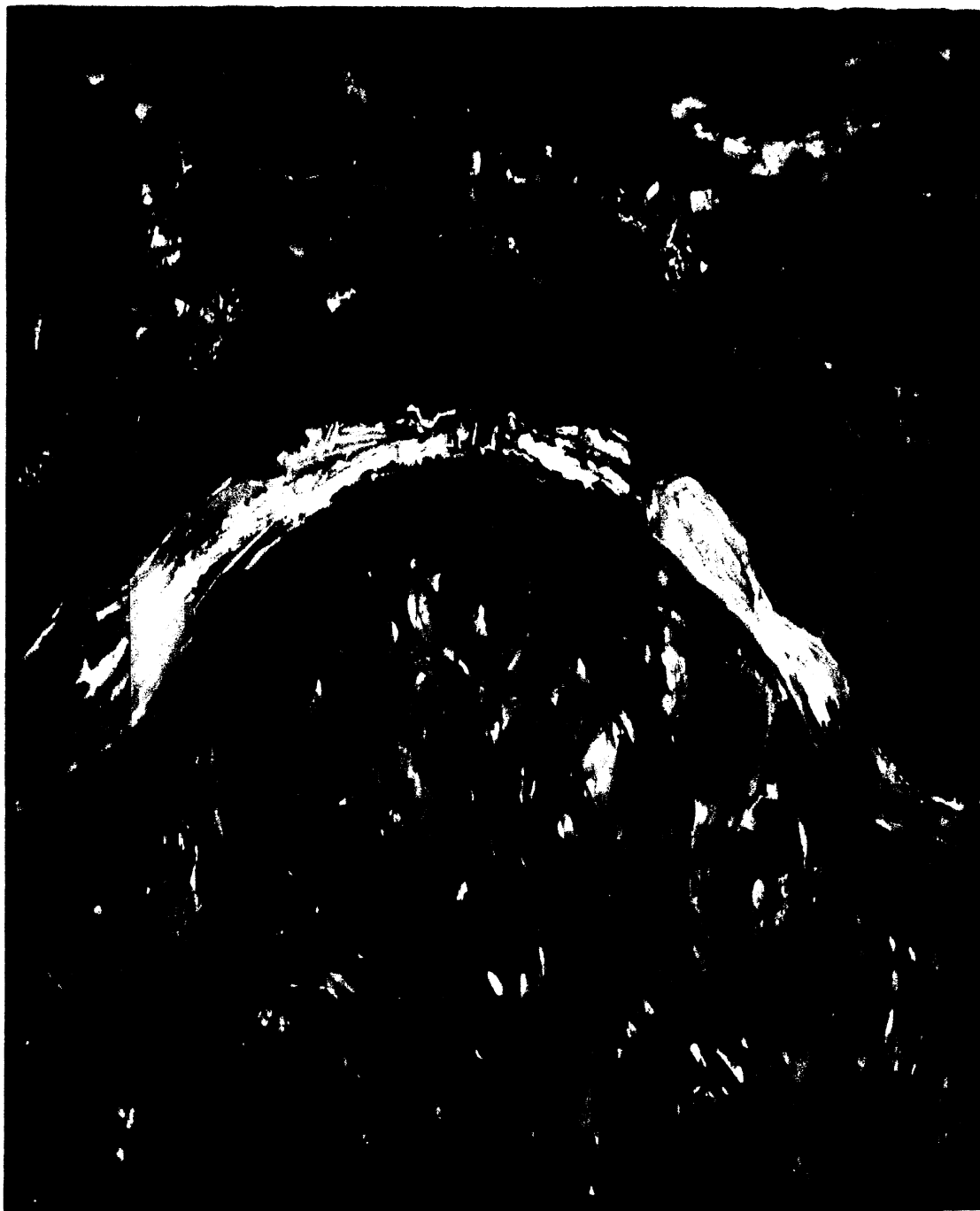
by Rabindranath Tagore Adrift on Eternity Courtesy—Rabindra Sadan.

Printer : EAGLE LITHO

মহাভারত।

বনপর্ব্ব।

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ জ্ঞাননিধি-দ্বারা অনুবাদিত ও পর্য্যালোচিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

শকাব্দা ১৭৮৭।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ব্বে আদিপর্ব্বের ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে, "জগদীশ্বরের প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত মহাভারতের অনুবাদ হইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে; ক্রমে সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিতে পারিলেই হয়," সুতরাং এক্ষণে পাঠক-বর্গের মনে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, "যদি সমস্ত অনুবাদই প্রস্তুত আছে, তবে প্রচারিত হইতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন এবং বনপর্ব্ব দুই খণ্ডে মুদ্রিত করিবারই বা প্রয়োজন কি?" এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, অনুবাদ প্রস্তুত থাকিলেও এক্ষণে মূলের যেরূপ পাঠ স্থির হইয়া মুদ্রিত হইতেছে তদনুসারে উক্ত অনুবাদের অনেক অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে; বিশেষত সেই অনুবাদ সমস্ত প্রায়ই মূলের তাৎপর্য্যানুযায়ী; সুতরাং সাধ্যানুসারে মূলের সহিত ঐক্য রাখিবার প্রয়াসে তৎসমুদায়ের অধিকাংশই পরিবর্ত্তসহ হইতেছে; এমন কি, সভাপর্ব্বানুবাদের কিয়দংশমাত্র অতিকষ্টে সংশোধন করিয়া সংশোধক ব্যক্তিকে অবশিষ্ট ভাগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নূতন করিয়া অনুবাদ করিতে হইয়াছে। বন ও বিরাটপর্ব্বেও প্রায় এইরূপ ঘটিয়াছে। এরূপ প্রয়াসে অনুবাদ অপেক্ষাও বরং সংশোধনে অধিক সময় লাগিতেছে, সুতরাং প্রচারিত হইতেও বিলম্ব হইতেছে। অপর, বনপর্ব্ব ও বিরাটপর্ব্বের সংশোধন কার্য্য এক সময়েই আরব্ধ হয়; পরে বিরাটপর্ব্ব মুদ্রাঙ্কিত হইলে, উক্ত পুস্তকের সংশোধক উদ্‌যোগপর্ব্ব পর্য্যালোচনে প্রবৃত্ত হইবেন, এইরূপ সংকল্প করা যায়; কিন্তু কতকগুলি পাঠক-বর্গের শীঘ্র পুস্তক প্রাপ্তি-বিষয়ে সমধিক ঔৎসুক্য দৃষ্ট হওয়ায় এবং একজন সংশোধকের হস্তে বনপর্ব্ব সমাপ্ত হইতে অতি দীর্ঘকাল লাগিবার সম্ভাবনায় উহার সংশোধন-কার্য্য দুইজনের হস্তে বিভক্ত হয়। দুইজনকে একগ্রন্থের পৃথক্ পৃথক্ অংশ লইয়া মুদ্রিত করিতে হইলে তাহার পত্রাঙ্কও পৃথক্ পৃথক্ না করিলে চলেনা। এই নিমিত্তেই বনপর্ব্ব দুইখণ্ডে মুদ্রিত হইল।

উপরে যেরূপ উল্লিখিত হইল; তদ্দ্বারা পাঠকগণের ইহাও হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে যে, অনুবাদের দোষগুণ সংশোধকদিগের উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, যেহেতু স্থানে স্থানে এপ্রকার ঘটনা হওয়া অসম্ভাবিত নহে যে, অনুবাদকের লিখিত অর্থই মূলকর্ত্তার অভিপ্রায়ানুযায়ী হইয়াছিল, কিন্তু সংশোধকের ভ্রান্তি-বশত তাহার অন্যথা হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকবৃন্দের এরূপ প্রতীতি হওয়া যুক্তিযুক্তই বটে; বাস্তবিকও যাঁহারা সভা, বন ও বিরাটপর্ব্বের সংশোধক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারাই তত্তৎ গ্রন্থের সংপূর্ণ দোষগুণ-ভাগী; কিন্তু আদিপর্ব্বে কিঞ্চিৎ অন্যথা হইয়াছে। তাহার বিবরণ এই, প্রথমে পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন আদিপর্ব্বের আদি হইতে ৪২ অধ্যায় পর্য্যন্ত, তৎপরে শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ও সারদা প্রসাদ জ্ঞাননিধি উভয়ে সমবেত হইয়া ১৪৫ অধ্যায় পর্য্যন্ত এবং পরিশেষে উক্ত তত্ত্ববাগীশ একাকী সমাপ্তি পর্য্যন্ত সংশোধন করেন, সুতরাং এ গ্রন্থের দোষগুণ এই তিন জনকেই ভাগানুসারে অর্শিতে পারে। অনুবাদকের পরিচয় স্থলেও এপ্রকার অনবস্থা ঘটিয়াছে। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সভা পর্ব্বের এবং গোপালধন চূড়ামণি বিরাট পর্ব্বের অনুবাদক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে তাঁহাদিগের কৃত অনুবাদের অধিকাংশই পরিত্যক্ত হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা প্রথমে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগেরই নাম পরিচয় স্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অপিচ শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি বনপর্ব্বের প্রথম অবধি ৮৪ অধ্যায় পর্য্যন্ত, তৎপরে গোপালধন চূড়ামণি ২১৪ অধ্যায় পর্য্যন্ত এবং পরিশেষে সারদা প্রসাদ জ্ঞাননিধি সমাপ্তি পর্য্যন্ত অনুবাদ করেন; সুতরাং কোন্ ব্যক্তি অনুবাদক বলিয়া পরিচিত হইবেন, তাহার স্থিরতা থাকে না; অতএব এই প্রকার অনবস্থা দোষ নিরাকরণার্থে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল যে, কোন গ্রন্থের অনুবাদ বা সংশোধনের অধিকাংশ যে যে ব্যক্তির দ্বারা নির্ব্বাহ হইবে, পরিচয় স্থলে তাঁহাদেরই নাম সেই গ্রন্থে লিখিত হইবে, আর আর যাঁহারা তত্তৎ কার্য্যে লিপ্ত থাকিবেন, তাঁহাদের বিবরণ বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার করা যাইবে ইতি।

শ্রীসারদাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ

মহাভারতীয় দ্বিতীয়খণ্ড বনপর্ব্বের সূচীপত্র।

মহাভারত।

বনপর্ব্ব।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মার্কণ্ডেয়সমাস্যা প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভরত-প্রবর রাজা যুধিষ্ঠির মহাভাগ মার্কণ্ডেয় মুখে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের সেই রূপ স্বর্গ-প্রতিপাদন শ্রবণ করিয়া ঐ তপোবৃদ্ধ পাপলেশ-পরিশূন্য দীর্ঘায়ু ঋষিকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজোত্তম! আপনি বহুবিধ রাজবংশ, চিরন্তন ঋষিবংশ এবং দেব দানব ও রাক্ষসদিগের বৃত্তান্ত, সমস্তই জানেন; ইহলোকে আপনকার অবিদিত কিছুই নাই। হে মুনে! মনুষ্য, পন্নগ, রাক্ষস, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরোগণের দিব্য কথা সমস্ত আপনকার জ্ঞাত আছে; অতএব হে দ্বিজসত্তম! আমি ইহা যথার্থ-রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, যে ইক্ষ্বাকুবংশীয় অপরাজিত কুবলাশ্ব-নামা ভূমিপতি স্বকীয় প্রসিদ্ধ নামের পরিবর্ত্তে কি নিমিত্তে ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে ভার্গবসত্তম! ধীসম্পন্ন কুবলাশ্বের নাম যে কারণে বিপর্য্যস্ত হয়, তাহা যথার্থ-রূপে জানিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, মহামুনি মার্কণ্ডেয় ধুন্ধুমার সম্বন্ধীয় উপাখ্যান বর্ণন করিতে লাগিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্ যুধিষ্ঠির! শ্রবণ কর! আমি ধুন্ধুমারের এই ধর্ম্মপূর্ণ উপাখ্যান তোমার নিকটে আহ্লাদ-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহাতে অবহিত হও। হে মহীপতে! সেই ইক্ষ্বাকু-বংশোদ্ভব ধরণীশ্বর রাজা কুবলাশ্ব যেরূপে ধুন্ধুমারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শুন। হে কুরুনন্দন তাত যুধিষ্ঠির! উতঙ্ক নামে বিখ্যাত এক মহর্ষি ছিলেন, কোন রমণীয় মরুভূমিতে তাঁহার আশ্রম ছিল। মহারাজ! ঐ বৈভব-সম্পন্ন উতঙ্ক বিষ্ণুর আরাধনেচ্ছু হইয়া বহুবর্ষ পর্য্যন্ত সুদুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিলেন। তাহাতে ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ গোচর হইলেন। ঋষি দেখিবামাত্র বিনম্রভাবে তাঁহারে বিবিধ স্তোত্র-দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন।

উতঙ্ক কহিলেন, হে দেব! হে মহাদ্যুতে! সুরাসুর মানবগণ-সম্বলিত যাবতীয় প্রজাপুঞ্জ, স্থিতিশীল ও গতিশীল সমুদায় ভূতবর্গ, অধিক কি, বেদবক্তা ব্রহ্মা, বেদ ও বেদ্য, সকলেরই তুমি সৃষ্টি করিয়াছ। হে দেব অচ্যুত! হে মধুসূদন! অন্তরীক্ষ তোমার মস্তক, দিবাকর ও শশধর তোমার নয়নযুগল, পবন তোমার নিশ্বাস, অগ্নি তোমার তেজ, দিক্ সকল তোমার বাহু, মহার্ণব তোমার কুক্ষি, পর্ব্বত-নিচয় তোমার উরুদ্বয়, আকাশ তোমার জঙ্ঘাযুগ, পৃথিবীদেবী তোমার চরণ-যুগল এবং ওষধি-সমুদায় তোমার লোমাবলি। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ হুতাশন-প্রভৃতি দেবগণ, অসুরসঙ্ঘ ও মহোরগ-সমস্ত বিবিধ স্তুতিবাদ্য দ্বারা স্তব করত বিনম্রভাবে তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন। হে ভুবনপতে!

সমস্ত ভূতনিবহ তোমা-কর্তৃক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতিমাত্র বীর্য্যসম্পন্ন যোগনিষ্ঠ মহর্ষিগণ তোমারে স্তব করিয়া থাকেন। তুমি সন্তুষ্ট থাকিলে জগৎ সুস্থ থাকে এবং তুমি ক্রুদ্ধ হইলেই মহদ্ভয় উপস্থিত হয়। হে পুরুষোত্তম! একমাত্র তুমিই ভয়সকলের অপনেতা। কি দেব, কি মানব, তুমিই সর্ব্বভূতের সুখাবহ। হে দেব! তুমি ত্রিবিধ বিক্রমণদ্বারা লোকত্রয় হরণ করিয়াছ এবং তোমা হইতেই সমৃদ্ধ অসুরদলের বিনাশ হইয়াছে। হে মহাদ্যুতে! তোমার বিক্রমেতেই দেববৃন্দ পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন; তুমি ক্রুদ্ধ হওয়াতেই দৈত্যেন্দ্রেরা পরাভূত হইয়াছে। অধিক আর কি বলিব, তুমিই সমুদয় ভূতগণের স্রষ্টা ও সংহারক; তোমাকেই আরাধনা করিয়া দেবতারা সর্ব্বপ্রকারে সুখে বর্দ্ধিত হয়েন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাত্মা উতঙ্ক এইরূপে হৃষীকেশ বিষ্ণুর স্তব করিলে তিনি উতঙ্ককে কহিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।

উতঙ্ক কহিলেন, আমি যে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু শাশ্বত দিব্যপুরুষ হরিকে দর্শন করিলাম, ইহাই আমার যথেষ্ট বর।

বিষ্ণু কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমি তোমার নিস্পৃহতা ও ভক্তিতে তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, অতএব হে ব্রহ্মন্! তোমাকে অবশ্যই আমার নিকটে বর লইতে হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতসত্তম! হরিকর্ত্তৃক এইরূপে বর গ্রহণে অনুরুদ্ধ হইয়া উতঙ্ক কৃতাঞ্জলিপুটে বর যাচ্ঞা করিলেন, ভগবন্ পুণ্ডরীকাক্ষ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমার বুদ্ধি যেন সর্ব্বদা ধর্ম্মে, সত্যে ও দমে নিরতা থাকে। হে ঈশ্বর! মদীয় চিত্তবৃত্তি-প্রবাহ যেন তোমার প্রতিই নিরন্তর ভক্তি-প্রবণ হয়।

ভগবান্ কহিলেন, হে দ্বিজ! আমার প্রসাদে তোমার এ সমস্তই হইবে; অধিকন্তু তোমার একরূপ একটি যোগ প্রতিভাত হইবে, যাহাতে যুক্ত হইয়া তুমি দেবতাদিগের এবং ত্রিলোকীর মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবে। ধুন্ধু নামে একজন মহাসুর লোক-সমুদায়ের উৎসাদনার্থে ঘোরতর তপস্যা করিতেছে; যে ব্যক্তি তাহাকে বিনষ্ট করিবে, শ্রবণ কর। হে তাত! ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বৃহদশ্ব নামে বিখ্যাত এক জন অপরাজিত বীর্য্যবান্ রাজা বসুন্ধরার অধিপতি হইবে। তাহার পুত্র কুবলাশ্ব নামে বিশ্রুত, শুচি ও দান্ত হইবে। হে বিপ্রর্ষে! সেই পার্থিব-সত্তম মৎসম্বন্ধীয় যোগবল অবলম্বন করিয়া তোমার শাসনক্রমে ধুন্ধুমার হইবে।

বিষ্ণু সেই বিপ্রকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ধুন্ধুমারোপাখ্যানে দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০০॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! ইক্ষ্বাকুর মরণান্তে পরম ধর্ম্মাত্মা শশাদ এই পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া অযোধ্যাতে রাজা হন। শশাদের উত্তরাধিকারী বীর্য্যবান্ ককুৎস্থ। ককুৎস্থের সন্তান অনেনাঃ। অনেনার আত্মজ পৃথু। পৃথুর পুত্র বিশ্বগশ্ব। বিশ্বগশ্বের আত্মজন্মা আর্দ্র। আর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। তাঁহার আত্মজ শ্রাব। তৎপুত্র শ্রাবস্ত। সেই শ্রাবস্ত-কর্ত্তৃক শ্রাবস্তীপুরী নির্ম্মিতা হয়। শ্রাবস্তের উত্তরাধিকারী মহাবল বৃহদশ্ব। বৃহদশ্বের অপত্য কুবলাশ্ব। কুবলাশ্বের এক বিংশতি সহস্র পুত্র। তাঁহারা সকলেই বিদ্যানিপুণ, বলশালী ও সুদারুণ। কুবলাশ্ব পিতার অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। মহারাজ! তদীয় পিতা বৃহদশ্ব সেই উত্তম ধর্ম্মনিষ্ঠ শৌর্য্যশালী কুবলাশ্বকে যথা সময়ে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। শত্রুহন্তা ধীমান্ মহীপতি বৃহদশ্ব স্বকীয় রাজলক্ষ্মী পুত্রে সংক্রামিত করিয়া তপস্যার্থে তপোবনে যাত্রা করিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নরাধিপ! অনন্তর অমেয়াত্মা মহাতেজা দ্বিজোত্তম উতঙ্ক, রাজর্ষি বৃহদশ্বকে বনে প্রস্থান করিতে শুনিয়া, সর্ব্বাস্ত্রবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য সেই নরোত্তম-সমীপে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারিত করিলেন।

উতঙ্ক কহিলেন, রাজন্! লোকের রক্ষা করা আপনকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অতএব আপনি তাহাই করুন; আপনকার প্রসাদে আমরা নিরুদ্বিগ্ন হই! হে রাজন্! আপনি মহাত্মা; আপনা-কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইলে পৃথিবী উদ্বেগ-শূন্যা হইবে; অতএব অরণ্যে গমন করা আপনকার উচিত হয় না। এখানে প্রজাগণের পালনে যেরূপ মহান্ ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, অরণ্যে সেরূপ দেখা যায় না; অতএব আপনকার ঈদৃশী বুদ্ধি যেন কদাচ না হয়। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বকালে রাজর্ষিরা প্রজাপালনে যেরূপ ধর্ম্ম করিয়াছিলেন, ঈদৃশ ধর্ম্ম আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রজারা রাজার সর্ব্বথা রক্ষণীয়; অতএব তাহাদিগকে রক্ষা করা আপনকার উচিত কর্ম্ম। হে পার্থিব! তাহা না করিলে আমি নির্ব্বিঘ্নে তপশ্চর্য্যা করিতে সমর্থ হইব না। আমার আশ্রম-সমীপে সমতল নির্জ্জল প্রদেশে উজ্জালক নামে একটি বহু-যোজন বিস্তীর্ণ ও বহু-যোজন আয়ত সমুদ্র আছে। হে রাজন্! তথায় মধুকৈটভের পুত্র অমিত বিক্রমশালী মহাবীর্য্য পরাক্রান্ত রৌদ্র-স্বভাব ধুন্ধু নামে এক সুদারুণ দানবেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত হইয়া বাস করিতেছে। মহারাজ! আপনি তাহাকে নিহত করিয়া বনে গমন করুন। হে পার্থিব! সে ত্রিদশগণ ও অপর সমুদায় লোকের বিনাশ-নিমিত্তে লোক-বিনাশার্থক দারুণ তপস্যা অবলম্বন করত শয়ান রহিয়াছে। হে রাজন্! সেই দানব, সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে বর প্রাপ্ত হইয়া, দেবতা, দৈত্য, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ-প্রভৃতি সমস্ত জীবলোকের অবধ্য হইয়াছে; অতএব আপনকার কল্যাণ হউক, আপনি তাহারে বিনষ্ট করুন! ইহা না করিয়া যেন অন্য বিষয়ে আপনকার বুদ্ধি প্রবৃত্তা না হয়! তাহাকে নিহত করিতে পারিলে আপনি চিরস্থায়িনী মহতী স্থির-কীর্ত্তি লাভ করিবেন। হে রাজন্! বালুকামধ্যে অন্তর্হিত হইয়া শয়নাবস্থায় থাকিতে সেই নৃশংস দানবের প্রতি সংবৎসর বিগমে যখন নিশ্বাস বহিতে আরম্ভ হয়, তখন শৈল, বন ও কানন-সম্বলিতা অখিল বসুন্ধরা বিচলিতা হইতে থাকে। তাহার নিশ্বাস পবনে মহান্ ধূলিরাশি অন্তরীক্ষ পথ আশ্রয় করিয়া সমুদ্ধূত হয়। সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিস্ফুলিঙ্গ জ্বালা ও ধূমপুঞ্জ বিমিশ্রিত সুদারুণ ভূমিকম্প হইতে থাকে। তাহাতে আমি আপনার সেই আশ্রমে অবস্থান করিতে পারি না। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি লোকের হিত-কামনায় তাহারে বিনষ্ট করুন। সেই অসুর নিহত হইলে সমস্ত লোক সুস্থ হইবে। আমার বিবেচনায় আপনিই তাহার বিনাশ-সাধনে সমর্থ; বিশেষত বিষ্ণু স্বীয় তেজদ্বারা আপনকার তেজ বর্দ্ধিত করিবেন। হে মহীপতে! পূর্ব্বে বিষ্ণু আমাকে এই বর দিয়াছেন যে, যে মহীপতি সেই ঘোরমূর্ত্তি মহাসুরকে নিহত করিবে, তাহাতে বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় তেজ প্রবিষ্ট হইবে। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি সেই মর্ত্ত্যলোক-সুদুঃসহ বিষ্ণুতেজ অবলম্বন-পূর্ব্বক ঐ রৌদ্রপরাক্রম দৈত্যকে নিপীড়িত করুন। হে মহীপাল! বিষ্ণুতেজ ভিন্ন সামান্য তেজদ্বারা সেই মহাতেজা ধুন্ধুকে বহুশত বৎসরেও নির্দ্দহন করিতে পারা যায় না।

ধুন্ধুমারোপাখ্যানে একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০১॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! উতঙ্ক এইরূপ বলিলে পর, সেই অপরাজিত রাজর্ষি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে এই কথা কহিলেন যে, হে ব্রহ্মন্! আপনকার এই আগমন ব্যর্থ হইবে না।

হে তপোধন! কুবলাশ্ব নামে বিখ্যাত আমার যে এই পুত্রটি আছেন, ইনি অসাধারণ ধৃতিমান্ ও ক্ষিপ্রকারী; পৃথিবীমণ্ডলে ইহাঁর তুল্য বীর্য্যবান্ পুরুষ কেহই নাই। পরিঘসদৃশ-বাহুশালী শৌর্য্য-সম্পন্ন স্বকীয় পুত্র সমূহের সহিত মিলিত হইয়া ইনি আপনকার এই প্রিয় কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন করিবেন, সন্দেহ নাই। হে ব্রহ্মন্! সম্প্রতি আমি শস্ত্র-সকল বিসর্জ্জন করিয়াছি; অতএব আমারে বিদায় প্রদান করুন।

রাজর্ষি বৃহদশ্ব সেই অমিত-তেজস্বী মুনি-কর্ত্তৃক "তাহাই হউক," এইরূপ উক্ত হইয়া, মহাত্মা উতঙ্কের কার্য্য সম্পাদনার্থে পুত্রকে আদেশ প্রদান-পূর্ব্বক উত্তম বনে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ তপোধন! এই মহা-বীর্য্য দৈত্য কে, কাহার পুত্র, কাহারই বা পৌত্র, ইহা আমি জানিতে সমুৎসুক হইতেছি। হে ভগ-বন্! এরূপ মহাবল দৈত্যের কথা কখন আমার শ্রুতি-গোচর হয় নাই; অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ তপোধন! এই বৃত্তান্তটি যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি; আপনি বিস্তার ক্রমে সমুদায় বর্ণন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ নরপতে! যে রূপে এই বৃত্তান্তের সঙ্ঘটন হইয়াছিল, আমি বিস্তার ক্রমে সমুদায় অবিকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাভাগ ভরতর্ষভ! বেদবিদ্ মুনিগণ যাঁহাকে লোক-স্থিতিকর্ত্তা শাশ্বত অব্যয় সর্ব্বলোক-মহেশ্বর প্রভু বিষ্ণু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সর্ব্বব্যাপী লোককর্ত্তা ভগবান্ অচ্যুত হরি, একা-র্ণব কালে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় লোক এবং যাবতীয় ভূতবর্গ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, জলমধ্যে যোগাবলম্বন-পূর্ব্বক অমিত-তেজস্বী শেষনাগের বিশাল ফণমণ্ডলোপরি শয়ন করিয়াছিলেন। বি-স্তীর্ণ নাগভোগদ্বারা এই পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করত শয়নাবস্থায় থাকিতে, ঐ দেবের নাভিমণ্ডলে সূর্য্যসম-প্রভান্বিত একটি দিব্য পদ্ম বিনিঃসৃত হই-য়াছিল। সেই দিবাকরকান্তি-প্রতিম সরোরুহে মহাবল পরাক্রম, নিজ প্রভাবে দুরাধর্ষ, চতুর্ব্বেদ-স্বরূপ, চতুর্ম্মূর্ত্তি, চতুর্ম্মুখ, সাক্ষাৎ লোকগুরু পিতা-মহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। হে রাজন্! কিয়ৎ কালা-নন্তর মধু ও কৈটভ নামে নিরতিশয় বীর্য্যশালী দানবদ্বয় দেখিতে পাইল, কিরীট-কৌস্তুভধারী, পীতপট্টবাস, শরীর তেজ ও কান্তিদ্বারা দেদীপ্য-মান, সহস্র সূর্য্যপ্রতিম, অদ্ভুত দর্শন, মহাদ্যুতি, প্রভু হরি বহুযোজন বিস্তীর্ণ ও বহুযোজন আয়ত নাগভোগরূপ দিব্য শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে মধু-কৈটভের সুমহান্ বিস্ময় জন্মিল। অনন্তর তাহারা অমিত-তেজস্বী নলিননিভ-লোচন পিতামহ ব্রহ্মাকে পদ্মোপরি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁ-হাকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল। মহাযশা ব্রহ্মা তাহাদের কর্ত্তৃক বহুবার বিত্রাস্যমান হওয়ায় কমল মৃণাল কম্পিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে কেশব প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। পরে গোবিন্দ সেই বীর্য্য-বন্ত দানবদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি এই কথা বলিলেন, হে মহাবল দা-নব-যুগল! তোমাদের শোভন আগমন হইয়াছে। তোমাদিগের প্রতি আমার প্রীতি জন্মিতেছে; এ কারণ আমি তোমাদিগকে উত্তম বর দিতেছি। মহারাজ! সেই মহাদর্পান্বিত মহাবল অসুরেরা উভয়ে মিলিত হইয়া হৃষীকেশ মধুসূদনের প্রতি হাস্য-পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিল, হে দেব! আমরা প্রস-ন্ন হইতেছি, তুমিই আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর; হে সুরোত্তম! আমরা তোমাকে বর প্রদান করিব, অতএব তুমি কোন বিতর্ক না করিয়া তাহা ব্যক্ত কর।

ভগবান্ কহিলেন, হে বীরদ্বয়! বর গ্রহণ করা আমার অভিপ্রেত বটে, অতএব আমি তাহা প্রতি-গ্রহ করিতেছি। হে সত্যপরাক্রম বীরযুগল! তোমরা উভয়ে অসাধারণ বীর্য্যসম্পন্ন; তোমাদের

তুল্য পুরুষ আর বিদ্যমান নাই; একারণ আমি লোক-হিতার্থে এই বর কামনা করিতেছি যে, তোমরা আমার বধ্যত্ব প্রাপ্ত হও।

মধু-কৈটভ কহিল, হে পুরুষোত্তম! অন্য বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, পূর্ব্বে আমরা পরিহাসস্থলেও কখন অনৃত বাক্য কহি নাই। সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে তুমি আমাদিগকে স্থিরনিষ্ঠ বলিয়া নিশ্চয় কর। বল, রূপ, সৌন্দর্য্য, শম, দম, ধর্ম্ম, তপস্যা, দান, শীল ও সত্ত্ব-বিষয়েও আমাদিগের সমান পুরুষ আর বিদ্যমান নাই। হে কেশব! মহান্ উৎপাত আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; অতএব তুমি যাহা বলিলে, তাহার অনুষ্ঠান কর; যেহেতু কালকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। হে দেব! আমাদিগের ইচ্ছানুযায়ী একটি বিষয় তোমাকে করিতে হইবে। হে সুরবরোত্তম বিভো! এই অনাবৃত আকাশে তুমি আমাদিগের বধ কর। হে সুলোচন! যাহাতে আমরা তোমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হই, ইহাও তোমাকে করিতে হইবে। হে সুরসত্তম! এই বরটি আমাদিগের অভিলষিত, ইহা অবধারণ কর। হে দেব! প্রথমে যাহা তুমি আমাদিগের নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা যেন ব্যর্থ না হয়।

ভগবান্ কহিলেন, ভাল, আমি এইরূপই করিব; এ সমস্তই হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর দেবপ্রবর মহাযশা মধুসূদন গোবিন্দ বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া যখন পৃথিবীতে, কি অন্তরীক্ষে অনাবৃত অবকাশ দেখিতে পাইলেন না, তখন স্বকীয় অনাবৃত ঊরুদ্বয় অবলোকন-পূর্ব্বক তদুপরি তীক্ষ্নধার চক্রদ্বারা মধু-কৈটভের মস্তকদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ধুন্ধুমারোপাখ্যানে দ্ব্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত॥২০২॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! মহাদ্যুতি ধুন্ধু সেই মধু-কৈটভের পুত্র। ঐ মহাবীর্য্য পরাক্রান্ত অসুর এক পদে দণ্ডায়মান, কৃশ ও শিরা-সমাকীর্ণ-কলেবর হইয়া মহতী তপস্যা করিয়াছিল। তাহাতে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাহাকে বর-প্রদানে উন্মুখ হইলে, সে প্রভুর নিকটে এই বর প্রার্থনা করিল যে, "আমি যেন দেব, দানব, যক্ষ, পন্নগ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের অবধ্য হই; ইহাই আমার অভিলষিত বর।" পিতামহ তাহাকে কহিলেন, এইরূপই হউক, তুমি গমন কর। সে এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহার পদযুগল মস্তকদ্বারা স্পর্শ করিয়া গমন করিল।

হে ভরতর্ষভ! সেই মহাবীর্য্যপরাক্রম ধুন্ধু বর লাভ করিয়া পিতৃ-বধ অনুস্মরণ করত দ্রুতগতি বিষ্ণু-সমীপে চলিল, এবং রোষপরবশ হইয়া দেব ও গন্ধর্ব্বগণকে জয় করিয়া বিষ্ণুকে ও অন্যান্য দেবগণকে পুনঃপুন অতিশয় পীড়া দিতে লাগিল। হে বিভো! পরিশেষে সেই দুষ্টাত্মা উজ্জালক বলিয়া প্রথিত বালুকাপূর্ণ সমুদ্র-সমীপবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত প্রদেশে আসিয়া, স্বীয় শক্ত্যনুসারে যত দূর হইতে পারে, সেই উতঙ্কাশ্রমের বাধা জন্মাইতে লাগিল। হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ মহীপতে! সেই মধু-কৈটভের পুত্র ভীমপরাক্রম ধুন্ধু লোক-বিনাশার্থে তপোবল অবলম্বন-পূর্ব্বক পাবকতুল্য-তেজস্বী উতঙ্কের আশ্রম-সমীপে ভূগর্ত্ত-মধ্যে বালুকায় অন্তর্হিত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সেইরূপে শয়ন করিয়া থাকে, এমন সময়ে মহীপতি রাজা কুবলাশ্ব উতঙ্ক বিপ্রের সহিত মিলিত হইয়া বলবাহন ও পুত্রগণসমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ঐ অরিমর্দ্দন নরপতি এক বিংশতি সহস্র বলিষ্ঠ পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া যাত্রা করিলে পর, ভগবান্ প্রভু বিষ্ণু লোকের হিত-কামনায় উতঙ্কের নিয়োগক্রমে তেজদ্বারা তৎশরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই দুর্দ্ধর্ষ ভূমিপতির প্রয়াণান্তে গগণমণ্ডলে এইরূপ একটি মহান্ শব্দ হইল যে, "এই শ্রীমান্ অদ্য স্বয়ং অবধ্য

হইয়া ধুন্ধুমার হইবে।” তৎকালে দেবতারা দিব্য পুষ্প দ্বারা তাঁহারে সর্ব্বতোভাবে সমাকীর্ণ করিলেন; দেব-দুন্দুভি-সকল বাদিত না হইয়াও স্বয়ং নাদিত হইতে লাগিল; শীতল সমীরণ বহন করিতে লাগিল এবং দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীকে ধূলিশূন্যা করত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে যুধিষ্ঠির! যেস্থানে মহাসুর ধুন্ধু বিদ্যমান ছিল, তথায় অন্তরীক্ষে দেবগণের বিমান-সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। দেবতা গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ কৌতূহলান্বিত হইয়া কুবলাশ্ব ও ধুন্ধুর যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। হে কুরুনন্দন! তৎকালে ধরণীশ্বর নরপতি কুবলাশ্ব নারায়ণ-তেজে বর্দ্ধিত হইয়া সেই স্থানে সত্বর গমন-পূর্ব্বক পুত্রগণদ্বারা অর্ণবের চতুর্দ্দিক্ খনন করাইতে লাগিলেন। সেই বালুকার্ণবে কুবলাশ্বের পুত্রেরা সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত খনন করিয়া মহাবল ধুন্ধুকে দেখিতে পাইল। হে ভরতর্ষভ! বালুকান্তর্হিত তদীয় ঘোরতর প্রকাণ্ড শরীর তেজে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান ছিল। মহারাজ! ধুন্ধু সাক্ষাৎ কালাগ্নিতুল্য-দ্যুতিবিশিষ্ট হইয়া সেই শরীরদ্বারা পশ্চিম দিক্ আবরণ-পূর্ব্বক শয়ন করিয়াছিল। হে রাজশার্দ্দূল! কুবলাশ্বের পুত্রেরা তাহাকে সর্ব্বদিকে বেষ্টন করিয়া তীক্ষ্ণ শর, গদা, মুষল, পরিঘ, পট্টিশ, প্রাস, শাণিত বিমল খড়্গ-প্রভৃতি অস্ত্র-সমস্ত প্রহার করিতে লাগিল। সেই মহাবল দানব তাহাদিগের কর্তৃক বধ্যমান হওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সমুত্থিত হইল, এবং রোষভরে তাহাদিগের সেই বিবিধ শস্ত্রজাত ভক্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে সে মুখ হইতে প্রলয়ানল-সদৃশ হুতাশন বমন করত স্বকীয় তেজদ্বারা নরপতি কুবলাশ্বের সেই সমুদায় পুত্রগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। হে রাজশার্দ্দূল! পূর্ব্বে প্রভাব-সম্পন্ন কপিলমুনি যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া সগর-সন্তানদিগকে নষ্ট করিয়াছিলেন, এক্ষণে ধুন্ধুও ক্রুদ্ধ হইয়া লোক-সকলকে যেন বিপ্লাবিত করত মুখ-জাত অগ্নিদ্বারা ক্ষণকাল-মধ্যে সেইরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিল! হে ভরতসত্তম! তৎকালে তাহারা কোপাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে, মহাতেজা মহীপতি কুবলাশ্ব সেই অপর কুম্ভকর্ণের ন্যায় প্রবুদ্ধ মহাত্মা দানবের সন্নিহিত হইলেন। মহারাজ! তাঁহার শরীর হইতে বহুল বারি বিনিঃসৃত হইল। তখন সেই বারিময় তেজ দৈত্যের বহ্নিময় তেজকে পান করিয়া ফেলিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! যোগযুক্ত রাজা কুবলাশ্ব যোগ-সম্ভূত বারিদ্বারা বহ্নিও নির্ব্বাণ করিলেন এবং সর্ব্বলোকের অভয় সম্পাদনার্থে ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা সেই ক্রূর-পরাক্রম দৈত্যকে দগ্ধ করিয়াও ফেলিলেন।

সেই মহামনা রাজর্ষি কুবলাশ্ব সুরশত্রু শত্রুহন্তা মহাসুরকে ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ করিয়া যেন অপর এক ত্রৈলোক্যপতি হইয়া উঠিলেন। ধুন্ধুর বধহেতু তৎকালে তিনি ‘ধুন্ধুমার’ এই নামে বিখ্যাত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। হে রাজন্! সেই সময়ে মহর্ষিগণ-সহিত ত্রিদশগণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে “বর লও,” এই কথা বলিলে, তিনি অতীব হৃষ্ট হইয়া প্রণতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তখন এই বাক্য কহিলেন যে, আমি যেন প্রধান প্রধান বিপ্রগণকে বিত্ত দান করিতে পারি; শত্রুদিগের দুর্জ্জয় হই; বিষ্ণুর সহিত আমার যেন সখিতা হয়; ভূতবর্গের প্রতি বিদ্রোহ না থাকে; এবং নিরন্তর ধর্ম্ম-বিষয়ে রতি ও স্বর্গে অক্ষয় বাস হয়। সেই নরপতি এই প্রার্থনা করিলে পর দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও ধীমান্ উতঙ্ক প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন “তাহাই হউক।” হে নরেন্দ্র! তদনন্তর দেব ও মহর্ষিগণ তাঁহারে বহুবিধ আশীর্ব্বচনে সম্ভাষণ করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে সুমহাভাগ ভরত-নন্দন যুধিষ্ঠির! তৎকালে ঐ মহীপতির দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও চন্দ্রাশ্বনামে তিন পুত্র অবশিষ্ট ছিল। তাহাদের হইতেই ইক্ষ্বাকু-সন্তান অমিত-তেজস্বী মহাত্মা রাজন্যগণের বংশপরম্পরা প্রসূত হইয়া আসিতেছে। হে সত্তম! এইরূপে মধু-কৈট-

ভের পুত্র মহাদৈত্য ধুন্ধু কুবলাশ্ব-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল এবং নৃপতি কুবলাশ্বও সেই অবধি 'ধুন্ধুমার' এই গুণসংযুক্ত নাম-দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যাঁহার কর্ম্মদ্বারা ধুন্ধুমার-সম্বন্ধীয় উপাখ্যান প্রথিত হয়, তাঁহার বৃত্তান্ত এই। মহারাজ! তুমি আমারে যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, তৎসমুদায়ই তোমার নিকটে এই বর্ণন করিলাম। যে মানব বিষ্ণুর কীর্ত্তন-সম্বলিত এই পুণ্যজনক আখ্যান শ্রবণ করে, সে ধর্ম্মাত্মা ও পুত্রবান্ হয়। পর্ব্বকালে শুনিলে আয়ুষ্মান্, ভূতিমান্ ও বিগতজ্বর হইয়া থাকে; সে নর কোন ব্যাধি-ভয় প্রাপ্ত হয় না।

ধুন্ধুমারোপাখ্যানে ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মহাদ্যুতি মার্কণ্ডেয়কে ধর্ম্ম-বিষয়ক সুদুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি স্ত্রীগণের উত্তম মাহাত্ম্য ও সূক্ষ্ম ধর্ম্ম যথার্থরূপে বর্ণন করেন, শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। হে বিপ্রর্ষিসত্তম ভৃগুনন্দন! সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, পৃথিবী, বহ্নি, পিতা, মাতা, গুরু এবং দেব-বিহিত অন্য যে কোন বস্তু, সকলই প্রত্যক্ষ দেবতারূপে দৃশ্যমান হইতেছেন। হে ভগবন্! এই সমুদয় গুরুজনেরাই যেমন মাননীয়, সেই রূপ এক-পত্নী রমণীরাও মানভাজন। হে সত্তম! পতিব্রতাদিগের পতি-শুশ্রূষা আমার নিকটে অতীব দুঃসাধ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে; অতএব হে প্রভো! আপনি পতিব্রতা স্ত্রীদিগের মাহাত্ম্য আমাদের নিকটে বর্ণন করুন। হে অনঘ! পতিব্রতা মহিলারা ইন্দ্রিয়-নিরোধ ও মনঃসংযমপূর্ব্বক পতিকে যে দেবতার ন্যায় চিন্তা করত শুশ্রূষা করেন, ইহা আমার অতিশয় দুষ্কর জ্ঞান হইতেছে। হে ভগবন্! মাতা পিতার প্রতি পুত্রগণের শুশ্রূষা এবং ভর্ত্তার প্রতি স্ত্রীগণের শুশ্রূষা উভয়ই দুষ্কর। হে বিপ্র! স্ত্রীদিগের মহাভয়ঙ্কর ধর্ম্ম অপেক্ষা আমি অন্য কোন দুষ্কর ধর্ম্ম দেখিতে পাই না। হে ব্রহ্মন্! সদাচার-সম্পন্ন মহিলাগণ সতত যত্নপরায়ণ হইয়া যে কর্ম্ম করেন, তাহা নিতান্তই দুঃসাধ্য; এবং পিতা মাতার প্রতি পুত্রেরা যাহা করে, তাহাও দুষ্কর। যে সকল রমণীরা এক মাত্র পতিপরায়ণা হয়, যাহারা কেবল সত্য বাক্যই বলে, যাহারা কাল-সৎকৃত হইয়া দশ-মাস কাল উদরে গর্ভ ধারণ করে, তাহাদিগের সেই আচরণ অপেক্ষা অধিক অদ্ভুত বিষয় আর কি আছে? হে দ্বিজপুঙ্গব বিভো! রমণীরা পরম সংশয় ও অতুল্য বেদনা প্রাপ্ত হইয়া মহাদুঃখে সন্তান প্রসব করে এবং অত্যন্ত স্নেহ-সহকারে তাহাদিগের প্রতিপালন করিয়া থাকে। হে দ্বিজ! যাহারা সর্ব্ব প্রকার ক্রূরকর্ম্মে বর্ত্তমান ও ঘৃণাস্পদ হইয়াও সর্ব্বদা স্বকর্ম্ম সাধন করে, আমার বিবেচনায় তাহাদিগের কর্ম্মও অতি দুষ্কর। হে বিপ্র! নৃশংস কর্ম্মে মহাত্মাদিগের ধর্ম্ম অতি সুদুর্ল্লভ হয়; অতএব আপনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের সম্যক্ আচরণও আমার নিকটে যথার্থরূপে বর্ণন করুন। হে প্রশ্নজ্ঞ-প্রবর সুব্রত-পরায়ণ ভগবন্ ভৃগু-নন্দন! আপনকার শুশ্রূষান্বিত হইয়া আমি এই প্রশ্নটি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সকল সুদুর্ল্লভ প্রশ্নের উত্তর আমি আহ্লাদ-পূর্ব্বক যথার্থরূপে তোমার নিকটে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। কেহ কেহ মাতাকে গুরুতরা বলিয়া মানে, অপরে পিতাকে গুরুতর মনে করে। মাতা সন্তানগণকে বিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন; সুতরাং তিনি দুষ্কর কর্ম্মই করেন। পিতারাও তপস্যা, দেবতার পূজা ও বন্দনা, শীতোষ্ণাদি-সহন এবং অভিচারাদি নানাপ্রকার উপায়দ্বারা সন্তান কামনা করেন। হে বীর! এইরূপে তাঁহারা মহাকষ্টে সুদুর্লভ পুত্র পাইয়া

সর্ব্বদা চিন্তা করেন যে, এ পুত্র কীদৃশ হইবে? হে ভারত! পিতা ও মাতা উভয়েই পুত্রেতে যশ, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সন্ততি ও ধর্ম্মের প্রত্যাশা করেন; অতএব যে ব্যক্তি তাঁহাদের সেই আশা সফলা করেন, তিনিই ধর্ম্মজ্ঞ। হে রাজেন্দ্র! পিতা মাতা যাঁহার প্রতি নিয়ত তুষ্ট থাকেন, তাঁহার ইহলোকে ও পরলোকে চিরন্তন কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম-সঞ্চয় হয়। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কোন যজ্ঞক্রিয়া, শ্রাদ্ধ কি উপবাস, কিছুই কিছু নহে; পতির প্রতি যে শুশ্রূষা, তদ্দ্বারাই তাহারা স্বর্গ জয় করে। হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! তুমি এই প্রকরণ উপলক্ষে পতিব্রতাদের নিয়ত ধর্ম্ম, প্রণিহিত-মানসে শ্রবণ কর।

পতিব্রতোপাখ্যানে চতুরধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৪ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভারত! কৌশিক নামে কোন দ্বিজাতিপ্রবর বেদাধ্যায়ী তপস্বী ধর্ম্মশীল তপোধন ছিলেন। সেই দ্বিজসত্তম অঙ্গ ও উপনিষদ্ সহ বেদসমস্ত অধ্যয়ন করিতেন। কোন সময়ে তিনি এক বৃক্ষমূলে অবস্থিত হইয়া বেদোচ্চারণ করিতেছিলেন। সেই বৃক্ষের উপরিভাগে একটা বকী সংলীন ছিল। তৎকালে সে ঐ ব্রাহ্মণের উপরে পুরীষ-বিসর্জ্জন করিল। তাহাতে ব্রাহ্মণ তাহার প্রতি নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক ক্রোধ-পরবশ হইয়া তাহার অপকার চিন্তা করিলেন। বলাকা সাতিশয় রোষ-পরীত বিপ্র-কর্ত্তৃক অপকার চিন্তায় নিরীক্ষিতা হইয়া ধরাতলে পতিতা হইল। ব্রাহ্মণ পতিতা বলাকাকে গতপ্রাণা ও অচেতনা দেখিয়া কারুণ্যবশত শোকসন্তপ্ত হইয়া তাহার প্রতি বিস্তর শোক করিলেন। "হা! আমি রোষ-মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া অকার্য্য করিলাম," বারংবার এইকথা বলিয়া সেই বিদ্বান্ ভিক্ষার্থে গ্রামে উপস্থিত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! তিনি গ্রামস্থ পবিত্রকুল-সমুদায়ে বিচরণ করিতে করিতে পূর্ব্বপরিচিত কোন গৃহস্থ-ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় "দাও" এই বলিয়া যাচ্ঞা করিলে গৃহস্বামিনী তাঁহাকে কহিলেন, "অবস্থান করুন।" হে রাজন্! অনন্তর কুটুম্বিনী যখন ভিক্ষাভাজন প্রক্ষালন করেন, এমন সময়ে তাঁহার ভর্ত্তা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সহসা গৃহে প্রবেশ করিলেন। হে ভরতসত্তম! সেই অসিতেক্ষণা পতিব্রতা পতিকে দেখিয়া ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভর্ত্তার পাদ্য, আচমনীয় ও আসন প্রদান করিলেন, এবং তৎপরে সুমধুর ভক্ষ্য ভোজ্য আহার প্রদান করত বিনম্রভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে যুধিষ্ঠির! সেই ভর্ত্তৃচিত্তানুসারিণী ভাবিনী প্রতিদিন ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। তিনি পতিকে দেবতা বলিয়া মানিতেন; পতির প্রতি তাঁহার কর্ম্ম মন বা বাক্যদ্বারা অন্য চিন্তার প্রসক্তি হইত না। তাঁহার চিত্তবৃত্তি-প্রবাহ পতির প্রতিই উপগত হইত, সুতরাং তিনি পতি-শুশ্রূষাতেই নিরতা থাকিতেন। সদাচারবতী, শুচি ও কর্ম্মকুশলা হইয়া তিনি যাহাতে ভর্ত্তার হিত হয়, সতত তাহারই অনুবর্ত্তন করিতেন অথচ কুটুম্বেরও হিতৈষিণী হইতেন। অপিচ, সতত ইন্দ্রিয়-সমস্ত সংযত রাখিয়া, তিনি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের নিরন্তর শুশ্রূষা করিতেন।

হে ভরতসত্তম! সেই শুভাননা যশস্বিনী সাধ্বী তৎকালে ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা-কামনায় অবস্থিত দেখিয়া পতি-শুশ্রূষায় প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন, পরে শুশ্রূষা করিতে করিতে তাঁহার কথা স্মরণ হওয়ায় লজ্জিতা হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিপ্রার্থে ভিক্ষা গ্রহণ-পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে বরাঙ্গনে! হে ভাবিনি! তোমার এ কিরূপ আচরণ? তুমি আমাকে 'অবস্থান করুন' বলিয়া উপরোধ করিলে, কিন্তু বিসর্জ্জন করিলে না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মনুষ্যেন্দ্র! সাধ্বী ব্রাহ্মণকে ক্রোধে সন্তপ্ত ও তেজে জাজ্বল্যমান দেখিয়া

মধুর বচনে এই কথা বলিলেন যে, হে বিদ্বন্! আপনি আমার প্রতি ক্ষমা করুন! দেখুন, ভর্ত্তা আমার পরম দেবতা; তিনিও আপনকার মত ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আগত হওয়ায় আমি তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলাম।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, তোমার নিকটে ব্রাহ্মণেরা গরীয়ান্ নহেন, পতিই গুরুতর হইলেন! তুমি গৃহস্থ-ধর্ম্মে থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা কর? মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রও ইহঁাদিগকে প্রণাম করিয়া থাকেন। রে দাম্ভিকে! তুমি কি জাননা, অথবা বৃদ্ধদিগের নিকটেও কখন কি শুন নাই যে, ব্রাহ্মণেরা অগ্নিসদৃশ? ক্রুদ্ধ হইলে, পৃথিবীকেও দগ্ধ করিতে পারেন?

স্ত্রী কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! আমি বকী নহি; অতএব হে তপোধন! আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন! ক্রুদ্ধ হইয়া এ কোপদৃষ্টিতে আমার কি করিবেন? হে বিপ্র! আমি দেবতুল্য মনস্বী বিপ্রবৃন্দকে অবজ্ঞা করি না; অতএব হে অনঘ! আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন! প্রজ্ঞা-সম্পন্ন বিপ্রগণের মহাভাগ্য ও তেজ আমার জ্ঞাত আছে; তাঁহারা কোপে সাগরকে অপেয় লবণোদক করিয়াছেন। বিশুদ্ধাত্মা দীপ্ততপা মুনিগণের মাহাত্ম্যও আমি বিশেষরূপে জানি; তাঁহাদিগের ক্রোধাগ্নি অদ্যাপি দণ্ডকারণ্যে উপশান্ত হয় নাই। দুরাত্মা ক্রূর মহাসুর বাতাপি, ব্রাহ্মণগণের পরিভব-হেতু অগস্ত্য ঋষির উদরস্থ হইয়া জীর্ণ হইয়াছিল। ফলত মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগের বহুতর প্রভাব শ্রুত হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! মহাত্মাদিগের ক্রোধ ও প্রসন্নতা উভয়ই অতিশয় বিপুল। হে অনঘ! এই ব্যতিক্রম-বিষয়ে আপনি আমারে ক্ষমা করুন। হে বিপ্র! পতিশুশ্রূষায় যে ধর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহাতেই আমার রুচি হয়। হে দ্বিজোত্তম! সমস্ত দৈবত-মধ্যে ভর্ত্তাই আমার পরম দৈবত; অতএব আমি পরমদেবতা-নির্ব্বিশেষে তাঁহার সেবাধর্ম্ম করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! পতিশুশ্রূষার যাদৃশ ফল, তাহা সন্দর্শন করুন; আপনকার রোষানলে বলাকা যে দগ্ধ হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। হে দ্বিজোত্তম! ক্রোধ পদার্থটি মনুষ্যদিগের শরীরস্থিত শত্রু; যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মোহ ত্যাগ করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সংসারমধ্যে যিনি সত্য কথা কহেন, গুরুকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং হিংসিত হইয়াও হিংসা না করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়-নিরত ও শুচি, এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সর্ব্ব ধর্ম্মে বিচরণকারী যে মনস্বী পুরুষ লোক মাত্রকেই আত্ম-সদৃশ জ্ঞান করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন ও যথাশক্তি দান করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যে দ্বিজপুঙ্গব ব্রহ্মচারী হইয়া বেদ-সমস্ত অধ্যয়ন করেন এবং স্বাধ্যায়ে অপ্রমত্ত থাকেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। ব্রাহ্মণগণের যাহা কুশল-জনক, তাহাই ইহঁাদের নিকট কীর্ত্তন করিবেক; তাদৃশ সত্যসন্ধায়ী লোকদিগের মন কখন অসত্যে রত হয় না। হে দ্বিজসত্তম! স্বাধ্যায়, দম, সারল্য ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, এই কয়েকটিই ব্রাহ্মণের শাশ্বত ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞ মানবেরা সত্য ও সারল্যকে পরম ধর্ম্ম কহেন। শাশ্বত ধর্ম্মটি দুর্জ্ঞেয়, তাহা সত্যেতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। পণ্ডিতদিগের অনুশাসন এই, যে শ্রুতিই ধর্ম্মের পরিমাপক, সেই শ্রুতিতে ধর্ম্ম বহুপ্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা অতিশয় সূক্ষ্ম। হে ভগবন্! আপনিও ধর্ম্মজ্ঞ স্বাধ্যায়-নিরত ও শুচি বটেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় আপনি যথার্থরূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। হে বিপ্র! যদি আপনি পরম ধর্ম্ম না জানেন, তবে মিথিলা পুরীতে গিয়া ধর্ম্মব্যাধের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। ঐ ব্যাধ

মিথিলাতে বাস করে। সে মাতা পিতার শুশ্রূষা-পরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। সেই ব্যক্তিই আপনাকে ধর্ম্ম-সকল কহিবে। হে দ্বিজোত্তম! আপনকার মঙ্গল হউক, ইচ্ছা হয়, আপনি তথায় গমন করুন। হে অনিন্দিত! আমি যে সমস্ত কথা বলিলাম, ইহা অত্যুক্ত হইলেও আপনার ক্ষমা করা উচিত; যেহেতু, যাঁহারা ধর্ম্ম লাভের প্রত্যাশা রাখেন, তাঁহাদিগের সকলেরই স্ত্রীজাতি অবধ্য।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে শোভনে! তোমার কল্যাণ হউক, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি; এবং আমার ক্রোধও অপগত হইয়াছে। তুমি যে তিরস্কার স্বরূপ অত্যুক্তি করিলে, ইহা আমার পরম শ্রেয়ঃসাধন। হে শোভনে! তোমার শুভ হউক, আমি গমন করিব এবং স্বকার্য্য-সাধনে তৎপর হইব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই সাধ্বী, দ্বিজসত্তম কৌশিককে বিদায় করিলে ঐ ব্রাহ্মণ নির্গত হইয়া আত্মাকে নিন্দা করিতে করিতে স্বীয় ভবনেই গমন করিলেন।

পতিব্রতোপাখ্যানে পঞ্চাধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৫ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, কৌশিক স্ত্রীজনোক্ত সেই আশ্চর্য্য বাক্য অশেষ রূপে চিন্তা করিয়া আপনি আপনাকে নিন্দা করত অপরাধীর ন্যায় প্রকাশমান হইলেন; এবং তৎপরে ধর্ম্মের সূক্ষ্মা গতি চিন্তা করত এই কথা বলিলেন যে, "ইহাতে আমার শ্রদ্ধান্বিত হওয়া কর্ত্তব্য, আমি মিথিলায় গমন করি। তথায় কৃতাত্মা ধর্ম্মজ্ঞানী ব্যাধ নিশ্চয় নিবসতি করেন; সেই তপোধনের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতে আমি অদ্যই গমন করিব।" কৌশিক, বকী-বধের প্রত্যয় এবং ধর্ম্মানুগত শুভ বচনাবলি-দ্বারা স্ত্রীবাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করণানন্তর কুতূহলপূর্ণ-মানসে মিথিলাতে প্রস্থান করিলেন। তিনি অরণ্য, গ্রাম ও নগর-সমস্ত অতিক্রম করিতে করিতে পরিশেষে জনক রাজার সুরক্ষিতা মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ ধর্ম্মধ্বজ-সমাকীর্ণা যজ্ঞোৎসববতী শোভনা রমণীয়া নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া সেই ব্রাহ্মণ অতিক্রম করিতে করিতে দেখিলেন, উহা প্রশস্ত পুরদ্বার, বহুতর অট্টালক, হর্ম্ম্য, প্রাকার ও বিমান-নিকরে সুশোভিতা, হয় হস্তী রথ ও যোধবৃন্দে পরিবৃতা, এবং বহুল পণ্যরাজি-বিরাজিতা রহিয়াছে; তথায় মহাপথ সমস্ত সুন্দররূপে বিভক্ত হইয়াছে; প্রজাগণ হৃষ্ট পুষ্ট আছে; নিয়ত উৎসব-সমুদায়ের অনুষ্ঠান চলিতেছে এবং বহুপ্রকার বৃত্তান্তের সঙ্ঘটন হইতেছে। তথায় ধর্ম্মব্যাধের কথা জিজ্ঞাসা করায় দ্বিজাতিগণ তাঁহাকে তাহার বৃত্তান্ত কহিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, সেই তপস্বী ব্যাধ পশুবধ-স্থানে অবস্থিত হইয়া মৃগ মহিষাদির মাংস বিক্রয় করিতেছে। তথায় ক্রেতাদিগের সম্বাধ-প্রযুক্ত কৌশিক একান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন; পরন্তু সেই ব্যাধ, ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে সহসা সমুত্থিত হইয়া, যে নির্জ্জন-প্রদেশে বিপ্র অবস্থিত ছিলেন, তথায় আগমন করিল।

ব্যাধ কহিল, ভগবন্! আপনারে অভিবাদন করি; আপনকার শোভন আগমন হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তম! আমিই ব্যাধ; অতএব আপনকার মঙ্গল হউক, আমাকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। একপত্নী ব্রাহ্মণী আপনাকে যে বলিয়াছেন, "আপনি মিথিলায় গমন করুন," সে সমস্তই আমি জানি; যদর্থে আপনি এস্থানে আসিয়াছেন, তাহা আমার বিদিত হইয়াছে। দ্বিজন্মা কৌশিক তাহার সেই বাক্য শ্রবণে অতিশয় বিস্মিত হইয়া "এই এক অপর আশ্চর্য্য," এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন ব্যাধ তাঁহারে কহিল, ভগবন্! আপনকার অনুপযুক্ত স্থানে অবস্থান হইতেছে;

অতএব যদি আপনকার অভিরুচি হয়, তবে চলুন, মদীয় ভবনে গমন করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্রাহ্মণ আহ্লাদিত হইয়া "ভাল, তাহাই হউক," ব্যাধকে এই কথা বলিলে সে ঐ বিপ্রকে অগ্রে করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। দ্বিজোত্তম কৌশিক, ব্যাধের সেই রমণীয় ভবনে প্রবেশ-পূর্ব্বক আসন, পাদ্য ও আচমনীয়দ্বারা অভিপূজিত হইয়া তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ করিলেন; পরে সুখে উপবিষ্ট হইয়া ব্যাধকে কহিলেন, তুমি যে কর্ম্ম করিয়া থাক, আমার বিবেচনায় ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে তাত! তোমার এই ভয়ঙ্কর কর্ম্মে আমি অত্যন্ত অনুতাপান্বিত হইতেছি।

ব্যাধ কহিল, হে বিপ্র! ইহা আমার পিতৃপিতামহ-প্রচলিত কুলোচিত কর্ম্ম; আমি স্বীয় ধর্ম্মেই বর্ত্তমান আছি; অতএব আপনি আমার প্রতি শোক করিবেন না। হে দ্বিজোত্তম! বিধাতা পূর্ব্বে আমার যে কর্ম্ম বিধান করিয়াছেন, আমি তাহারই অনুপালন করিয়া থাকি; প্রযত্ন-সহকারে বৃদ্ধ পিতা মাতার শুশ্রূষা করি; সত্য কহি; কাহারও প্রতি অসূয়া করি না; যথাশক্তি দান করি; দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যবর্গকে ভোগ্য প্রদান করিয়া অবশিষ্টদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি; কোন ক্ষুদ্র কর্ম্মেরও দোষ কীর্ত্তন করি না এবং কোন বলবত্তর কর্ম্মের প্রতি দোষারোপও করি না। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই কর্ত্তার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। সংসারে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য, এই তিনটি লোকের উপজীবন; আর দণ্ডনীতি, ত্রয়ী ও বিদ্যা ইহারা পরলোকের সাধন। শূদ্রে শুশ্রূষাদি কর্ম্ম, বৈশ্যে কৃষি, ক্ষত্রিয়েতে সংগ্রাম এবং ব্রাহ্মণেতে নিয়ত ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা স্বধর্ম্মরত প্রজাগণকে ধর্ম্মত শাসন করেন, এবং যাহারা বিকর্ম্মস্থ হয়, তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। রাজগণকে নিয়তই ভয় করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাঁহারা প্রজাদিগের অধিপতি। নৃপতিরা শরদ্বারা যেমন মৃগের গতি রোধ করেন, সেইরূপ বিকর্ম্মস্থ ব্যক্তিকে নিবারিত করিয়া থাকেন। হে বিপ্রর্ষে! জনক রাজার এই রাজ্যে কেহ বিকর্ম্মস্থ নাই; চতুর্ব্বর্ণই স্বকর্ম্ম-নিরত। হে দ্বিজোত্তম! এই লোক-বিখ্যাত জনক রাজা, আপনার পুত্র হইলেও, দুর্ব্বৃত্ত ও দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে সমুচিত দণ্ডে নিক্ষিপ্ত করেন, এবং কোন ধার্ম্মিক পুরুষকেও নিপীড়িত করেন না। ঐ ভূপতি সুযোগ্য চার নিযুক্ত করিয়া ধর্ম্মদৃষ্টিদ্বারা সকলই অবলোকন করেন। হে দ্বিজোত্তম! রাজগণ স্বধর্ম্মদ্বারা ভূয়সী শ্রী কামনা করেন, যেহেতু ক্ষত্রিয়েরাই শ্রী, রাজ্য ও দণ্ডের অধিকারী। সকল বর্ণের মধ্যে রাজাই ত্রাণকর্ত্তা হইয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্! আমি সর্ব্বদা অন্যের হত বরাহ মহিষাদি বিক্রয় করিয়া থাকি, স্বয়ং কখন বধ করি না এবং মাংসও ভক্ষণ করি না। আমি ঋতুকালেই স্ত্রীসংসর্গ করি, নিত্য উপবাস করিয়া থাকি এবং নিয়ত রাত্রিকালে ভোজন করি। হে দ্বিজ! পুরুষ দুঃশীল হইয়াও শীলবান্ হয়;—প্রাণিহিংসায় নিরত হইয়াও ধার্ম্মিক হইতে পারে। নরেন্দ্রগণের স্বেচ্ছাচার প্রযুক্তই মহান্ ধর্ম্ম সংকীর্ণ হইয়া যায় এবং অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়; তাহাতে প্রজাবর্গ সংকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং তাহাতেই বিকটাকার, বামন, কুব্জ, স্থূল-শীর্ষ, ক্লীব, অন্ধ, বধির ও স্তব্ধ-লোচন মনুষ্য সকল জন্মে। ফলত পার্থিবদিগের অধর্ম্ম জন্যই প্রজাগণের নিয়ত অকল্যাণ ঘটে। আমাদিগের এই রাজা জনক প্রজাদিগকে ধর্ম্মানুসারে পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং স্বধর্ম্ম-নিরত সমুদয় প্রজাগণের প্রতিই সতত অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

যে মানবেরা আমার প্রশংসা করে এবং যাহারা আমার নিন্দা-পরায়ণ হয়, তাহাদের সকলকেই আমি সুপরিলোচিত সাধু কর্ম্মদ্বারা সন্তুষ্ট করি। যে সমস্ত পার্থিবগণ স্বধর্ম্মদ্বারা জীবন ধারণ করেন এবং স্বধর্ম্মেই নিযুক্ত থাকেন, সেই দান্ত ও উত্থান-

শীল নরেন্দ্রদিগকে আর কিছুরই উপজীবী হইতে হয় না। যথাশক্তি অন্নদান, সতত শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতা, ধর্ম্মনিষ্ঠতা ও সর্ব্বভূতের প্রতি যথাযোগ্য প্রতিপূজা, ইত্যাদি মানবীয় গুণ সমুদায় একমাত্র ত্যাগ গুণ ব্যতিরেকে পুরুষে প্রতিষ্ঠিত হয় না। মিথ্যাবাক্য পরিত্যাগ করিবেক। প্রার্থিত না হইয়া লোকের প্রিয়কার্য্য করিবেক। কাম ক্রোধ বা দ্বেষ প্রযুক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক না; প্রিয় বিষয়ে অতিশয় হর্ষান্বিত বা অপ্রিয় বিষয়ে অতিশয় সন্তাপিত হইবেক না। অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে বিমুগ্ধ হইয়া ধর্ম্ম পরিহার করিবেক না। যদি কোন বিপরীত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে পুনরায় তাদৃশ কর্ম্মের আচরণ করিবেক না। যাহা কল্যাণজনক বোধ হইবে, তাহাতেই আত্মাকে নিয়োজিত করিবেক। কেহ অনিষ্টাচরণ করিলে তাহার প্রতিহিংসাকারী হইবেক না; প্রত্যুত সাধুবৎ ব্যবহারই করিবেক। যে পাপাত্মা পাপ করিতে ইচ্ছা করে, সে আপনা হইতেই হত হয়। অসাধু পাপিষ্ঠদিগের ঐ কর্ম্ম অসাধুরই উপযুক্ত। যাহারা ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া ‘ধর্ম্ম নাই’ এইরূপ বিবেচনা করত বিশুদ্ধ মানবগণকে উপহাস করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হয়। পাপাত্মা মনুষ্য বিশাল ভস্ত্রার ন্যায় নিয়ত স্ফীত হইয়া থাকে; ঐ গর্ব্বপূর্ণ মূঢ়েরা যাহা চিন্তা করে, তাহা নিতান্তই অসার। মূর্খ লোক কেবল আত্ম প্রশংসাদ্বারাই জন-সমাজে প্রতিভা লাভ করিতে পারে না; প্রভাকর যেমন দিবসে রূপ প্রদর্শন করেন, সেইরূপ অন্তরাত্মাই মূর্খের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেন। অপিচ কৃতবিদ্য পুরুষ লাবণ্য-বিহীন হইলেও, কোন ব্যক্তির নিন্দা কথনে ও আত্ম প্রশংসা বর্ণনে বিরত থাকিয়া লোকমধ্যে প্রকাশমান হয়েন। পরন্তু সম্পূর্ণ গুণসম্পন্ন প্রকাশ পৃথিবীতে দৃষ্ট হইবার নহে। হে দ্বিজবরোত্তম! কোন বিরুদ্ধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য অনুতাপান্বিত হইয়া তজ্জনিত পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়; “পুনরায় তাহা আর করিব না,” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ভাবী পাপ হইতে বিমুক্ত থাকে, এবং বিধিসিদ্ধ যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাও পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়। হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মোৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ শ্রুতিই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ধর্ম্মশীল থাকিয়াও যদি কেহ না জানিয়া পাপ করে, তবে পশ্চাৎ তাহা নষ্ট করিতে পারে; হে ব্রহ্মন্! মানবগণের প্রমাদকৃত পাপকে ধর্ম্মই অপসারিত করিয়া দেন। পুরুষ পাপাচরণ করিয়া ‘আমি পুরুষই নহি,’ এইরূপ মনে করিবেক। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধালু ও অসূয়া-শূন্য হইয়া বসনের ন্যায় সাধুদিগের ছিদ্রসমস্ত সম্বরণ করে, সে অবশ্যই মোক্ষোপায় সংকলনের অভিলাষী হয়। পুরুষ পাপ করিয়া যদি কল্যাণ-লাভার্থে সমুৎসুক হয়, তাহা হইলে মহামেঘ-বিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সমুদায় পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া উঠে। যেমন প্রভাকর সমুদিত হইয়া সমস্ত অন্ধকার অপনীত করেন, সেইরূপ কল্যাণে আস্থান্বিত হইয়া পুরুষ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। হে দ্বিজোত্তম! লোভকেই পাপের অধিষ্ঠান বলিয়া অবধারণ করুন; লোভের বশীভূত হইয়াই অনভিজ্ঞ লোকেরা পাপাচরণে ব্যবসিত হয়। কূপ-সকল যেমন তৃণস্তোমে আচ্ছাদিত হয়, সেইরূপ ঐ অধার্ম্মিকেরা কপট ধর্ম্ম রূপ আবরণে আবৃত হইয়া থাকে। বাহ্যে তাহাদিগের দম, পবিত্রবস্তু সমুদায়, ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রলাপ বাক্য, সকলই প্রকটিত হয়, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে শিষ্টাচার অতি সুদুর্লভ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নরবর! সেই মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি রূপে শিষ্টাচার জানিতে পারি? হে মহামতে ধার্ম্মিকবর ব্যাধ! তোমার মঙ্গল হউক, তোমার নিকটে আমি এই বিষয়টি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি, তুমি ইহা যথার্থরূপে বর্ণন কর।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম! শিষ্টাচার-বিষয়ে

যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদ-চতুষ্টয় ও সত্য, এই পাঁচটি নিয়ত পবিত্র। যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ ও কৌটিল্য বশীভূত করিয়া ধর্ম্মেতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারাই শিষ্ট-সম্মত শিষ্ট পুরুষ। সেই যজ্ঞ-ও-স্বাধ্যায়-শীল ব্যক্তিদিগের স্বতন্ত্র আচরিত কিছুই নাই; প্রাচীনদিগের সদাচারই তাঁহাদিগের গ্রাহ্য। ফলত আচার-পালনও শিষ্টের দ্বিতীয় লক্ষণ। হে ব্রহ্মন্! গুরু-শুশ্রূষা, সত্য, অক্রোধ ও দান, এই চারিটি বিষয় শিষ্টাচারে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। শিষ্টাচারে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া এবং তদ্বিষয়ে মনকে সর্ব্বতোভাবে অভিনিবেশিত করিয়া লোকে যে রূপ প্রতিপত্তি লাভ করে, উক্ত গুরু-শুশ্রূষাদি ভিন্ন অন্য প্রকারে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। বেদের সারাংশ সত্য; সত্যের সারাংশ দম এবং দমের সারাংশ ত্যাগ; শিষ্টাচারে এ সমস্ত নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যে বিমূঢ়-বুদ্ধি পামরেরা ধর্ম্ম-সকলের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই কুপথগামীদিগের অনুগমনকারী ব্যক্তিও নিপীড়িত হয়। পরন্তু যাঁহারা ধর্ম্মপথে আরূঢ়, শিষ্ট, সুসংযত, শ্রুতি-ও-ত্যাগ-পরায়ণ এবং সত্য-ধর্ম্মনিষ্ঠ; যাঁহারা আচার্য্য মতের অনুবর্ত্তী হইয়া মর্য্যাদানুসারে ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচন করেন; সেই শিষ্টাচার-সমন্বিত মানবেরাই পরমা বুদ্ধির নিয়ন্তা হয়েন। যাহারা নাস্তিক, মর্য্যাদার অতিক্রমকারী, ক্রূর-স্বভাব এবং পাপ বুদ্ধিতে অবস্থিত, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি জ্ঞানাবলম্বনপূর্ব্বক ধার্ম্মিকগণের সেবা করুন। কাম লোভাদি রূপ শিশুকগণ-সমাকীর্ণা পঞ্চেন্দ্রিয় রূপ সলিলময়ী কায়রূপ নদীতে ধৃতিময়ী নৌকা করিয়া জন্ম-রূপ দুর্গ-সকল হইতে উত্তীর্ণ হউন। বুদ্ধি-যোগময় মহান্ ধর্ম্ম শিষ্টাচারে ক্রমশ সঞ্চিত হইলে, শুভ্র বসনোপরি লোহিতাদি রাগের ন্যায় অতীব শোভমান হয়। অহিংসা ও সত্য বাক্য, এই দুইটি সর্ব্ব-প্রাণীর পরম হিতজনক। অহিংসা পরম ধর্ম্ম; তাহা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই শিষ্টদিগের সমুদয় প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। শিষ্টাচারের অনুষ্ঠানে সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। আচারই সাধুদিগের ধর্ম্ম; যাঁহারা আচার-সমন্বিত, তাঁহারাই সাধু। যে জন্তুর যেরূপ প্রকৃতি, সে তাদৃশ নিজ প্রকৃতিরই অনুবর্ত্তী হয়। অজিতেন্দ্রিয় পাপাত্মা পুরুষ কাম ক্রোধাদি দোষ সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শিষ্টদিগের অনুশাসন এই যে, যে কর্ম্ম ন্যায় যুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম, আর যাহা অনাচার, তাহাই অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা অক্রোধী, অসূয়া-শূন্য, নিরহঙ্কারী, মাৎসর্য্য-বিহীন, সরল ও শমগুণ-সম্পন্ন, তাঁহারাই শিষ্টাচারী হয়েন। যাঁহারা বেদত্রয়-বিহিত যজ্ঞনিষ্ঠ, শুচি, শীল-সম্পন্ন, মনস্বী, গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ ও দান্ত, তাঁহারাই শিষ্টাচারী হয়েন। সেই বিপুল-সত্ত্বসম্পন্ন মানবগণের আচার ও কর্ম্ম অতিশয় দুষ্কর; স্বকীয় কর্ম্ম-সমস্তই তাঁহাদিগের সমুচিত সৎকার বিধান করে; সুতরাং তাঁহাদিগের হিংসাদি জনিত দোষ সমুদায় স্বতই বিনষ্ট হইয়া যায়। মনীষী পুরুষেরা সাধুদিগের আচার-রূপ সেই অদ্ভুত অনাদি অনবচ্ছিন্ন নিত্য ধর্ম্মকে ধর্ম্মদৃষ্টিদ্বারা অবলোকন করত স্বর্গে গমন করেন। যে সমস্ত মানবগণ আস্তিক, অভিমান-শূন্য, দ্বিজাতিগণের আরাধনাকারী, শাস্ত্রজ্ঞ ও শীল-সম্পন্ন, তাঁহারাই স্বর্গগামী হয়েন। শিষ্টদিগের পক্ষে বেদোক্ত পরম ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও শিষ্টাচার, ধর্ম্মের এই তিন প্রকার লক্ষণ। বিদ্যা সকলের সমাপন, তীর্থ-সমুদায়ে অবগাহন, ক্ষমা, সত্য, সারল্য ও শৌচ, এই সকলেতেই সাধুদিগের আচার দৃষ্ট হয়। সাধুরা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দয়ালু, অহিংসানিরত ও দ্বিজগণ-প্রিয় হয়েন; তাঁহারা কদাচ নিষ্ঠুর বাক্য কহেন না। যাঁহারা শুভাশুভ কর্ম্ম-সকলের ফল সঞ্চয়-রূপ পরিণাম বিশেষ রূপে জানিতে পারেন, তাঁহারাই শিষ্ট-সম্মত শিষ্ট পুরুষ। যাঁহারা ন্যায়-পরায়ণ, সদ্গুণ-যুক্ত, সর্ব্বলোক-হিতৈষী, সাধুস্বভাব, স্বর্গ জয়কারী,

সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, সৎপথে সন্নিবিষ্ট, দাতা, আত্মম্ভরিতা-শূন্য, দীনগণের প্রতি অনুগ্রহকারী, সকলের পূজ্য, বিদ্যা-ধন-সম্পন্ন, তপস্বী ও সর্ব্বভূতে দয়াশালী, তাঁহারাই শিষ্ট-সম্মত শিষ্ট পুরুষ। দাননিষ্ঠ শিষ্ট পুরুষেরা ইহ লোকে সম্পত্তি এবং পরকালে সুখসাধন স্বর্গাদি লোক-সমুদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধুগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থনার্থে সমাগত হইলে, সাধু পুরুষেরা একান্ত যত্ন-পরায়ণ হইয়া কলত্র ও ভৃত্যাদির ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সাধ্যাতিরিক্ত প্রদান করেন। সৎস্বভাব-সম্পন্ন মানবগণ লোকযাত্রা, ধর্ম্ম ও আত্মহিত পর্য্যালোচন করত এই রূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া অনন্ত বর্ষ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। অহিংসা, সত্য-বচন, আনৃশংস্য, সারল্য, অদ্রোহ, নিরভিমান, লজ্জা, তিতিক্ষা, দম ও শম, এই সকল গুণযুক্ত, ধী ও ধৃতি-সম্পন্ন, প্রাণীদিগের প্রতি দয়ালু এবং কাম-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত সেই সমস্ত সাধু জনেরাই লোক-সমুদায়ের সাক্ষী হয়েন। সাধুরা "কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ করিবেক না, দান করিবেক ও সদা সত্য কহিবেক" এই তিনটি বিধিবাক্যকে সজ্জনগণের পরম সিদ্ধান্ত বলিয়া বর্ণন করেন। যাঁহারা সুন্দর রূপে ধর্ম্মনিশ্চয় করিয়াছেন, সেই শিষ্টাচার-সম্পন্ন মহাত্মা সাধু পুরুষেরা করুণ-রস-জ্ঞান-শালী ও সর্ব্বভূতে দয়ালু হইয়া এবং সংসারে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট-চিত্ত থাকিয়া অনুত্তম ধর্ম্মপথেই গমন করেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ মানবগণ অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, কামক্রোধ-পরিত্যাগ, শিষ্টাচার-নিষেবণ ও শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন কর্ম্ম, সাধুদিগের অনুত্তম মার্গ-স্বরূপ এই রূপ শিষ্টাচারেরই নিয়ত সেবা করিয়া থাকেন। হে দ্বিজোত্তম! তাঁহারা প্রজ্ঞা-রূপ প্রাসাদে আরোহণ-পূর্ব্বক বিবিধ লোকচারিত্র পর্য্যবেক্ষণ করত মহদ্ভয় হইতে মুক্ত হন। হে দ্বিজবরোত্তম! সেই লোকচারিত্র-সমুদায় প্রায়ই পুণ্যাতিবর্ত্তী ও পাপময়। হে ব্রহ্মন্! আমি যেমন জানি এবং যেমন শুনিয়াছি, তদনুসারে শিষ্টাচারের গুণকীর্ত্তন প্রসঙ্গ করিয়া এই সমস্তই আপনকার নিকট বর্ণন করিলাম।

দ্বিজব্যাধ-সংবাদে ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৬।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর ধর্ম্মব্যাধ সেই ব্রাহ্মণকে বলিল, আমি যে কর্ম্মের আচরণ করি ইহা নিতান্তই ভয়ঙ্কর, সন্দেহ নাই; কিন্তু হে ব্রহ্মন্! দৈব অতি বলবান্; পূর্ব্ব জন্মে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য; আমার এই যে দোষ হইতেছে, ইহা পুরাকৃত পাপেরই কর্ম্ম। হে ব্রহ্মন্! আমি এই দোষের বিঘাতার্থেই যত্নবান্ আছি। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে বিধাতাই প্রাণীদিগকে নিহত করেন, ঘাতক কেবল নিমিত্ত মাত্র হইয়া থাকে; সুতরাং আমরা এ কর্ম্মের কেবল নিমিত্তভূত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আমরা যে সমস্ত নিহত পশ্বাদির মাংস বিক্রয় করিয়া থাকি, তাহাদিগেরও কর্ম্ম হয়; তদ্দ্বারা উপভোগ-সহকারে ভক্ষণ এবং দেবতা, অতিথি, ভৃত্যবর্গ ও পিতৃলোকের পূজা হইয়া থাকে। ওষধি, লতা, পশু ও মৃগ-পক্ষীসমুদায়, লোকের ভোগ্য ও ভক্ষ্য হইয়াছে, এরূপ শ্রুতিও শ্রুত হয়। হে দ্বিজসত্তম! উশীনর-পুত্র ক্ষমাবান্ শিবি নরপতি আত্ম-মাংস প্রদানদ্বারা সুদুর্গম স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে বিপ্র! পূর্ব্বে রন্তিদেব রাজার রন্ধনাগারে প্রতিদিন দুই সহস্র পশু-বধ হইত এবং প্রত্যহ দুই সহস্র গোধন নিধন প্রাপ্ত হইত। হে দ্বিজবর! নিত্য নিত্য সমাংস অন্ন দান করায় রন্তিদেব ভূপালের অতুল্য কীর্ত্তি হইয়াছিল। অপিচ চাতুর্ম্মাস্যতে নিত্য নিত্য পশুগণ নিহত হয়, এবং অগ্নি-সকল মাংসকামী, এরূপ শ্রুতিও শ্রুত হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! দ্বিজাতিগণ যজ্ঞেতে সতত পশু বধ করেন এবং সেই পশুরাও মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত

হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজসত্তম! পূর্ব্বে অগ্নি-সকল যদি মাংসকাম না হইতেন, তাহা হইলে মাংস আর কাহারও ভক্ষ্য হইত না। এই মাংস-ভক্ষণ স্থলে মুনিগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ বিধিও উক্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধানুসারে সর্ব্বদা দেবতা ও পিতৃলোকদিগকে যথাবিধি প্রদান করিয়া ভক্ষণ করে, সে মাংস-ভক্ষণ জন্য দোষভাগী হয় না। কেহ উক্ত প্রকারে মাংস ভক্ষণ করিলে তাহাকে মাংসাশী বলা যায় না, এরূপ শ্রুতিও শ্রুত হইয়া থাকে। যেমন ঋতুকালে ভার্য্যা গমন করিলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না, বৈধাবৈধ বিনিশ্চয় করিয়া এ স্থলেও সেইরূপ বিধি উক্ত হইয়াছে।

হে দ্বিজ! পূর্ব্বে সৌদাস রাজা অতিশয় শাপাভিভূত হইয়া বহুসংখ্য মনুষ্য ভক্ষণ করিয়াছিলেন; অতএব তদ্বিষয়ে আপনকার কি বিবেচনা হয়? হে দ্বিজোত্তম! ইহা আমার স্বধর্ম্ম, এই বিবেচনা করিয়াই আমি এতৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছি না; প্রত্যুত ইহা আমার পুরাকৃত কর্ম্ম, এইরূপ জানিয়াই এতদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। হে ব্রহ্মন্! স্বকর্ম্মত্যাগী পুরুষের অধর্ম্ম হয়, ইহা দেখা যাইতেছে, এবং যে স্বকর্ম্ম-নিরত সেই ব্যক্তিই ধার্ম্মিক, এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম দেহীকে পরিত্যাগ করে না; এই নিমিত্ত বহুপ্রকার কর্ম্ম-নির্ণয় বিষয়ে বিধাতা-কর্ত্তৃক এই বিধি দৃষ্ট হইয়াছে যে, ক্রূরকর্ম্মে বর্ত্তমান ব্যক্তির "কি রূপে কর্ম্মটি শুভ করিতে পারি এবং কি প্রকারেই বা পরাভব হইতে মুক্ত হই" এইরূপ বুদ্ধি পর্য্যালোচন করা কর্ত্তব্য। সেই ঘোর কর্ম্মের বহুপ্রকারে শোধন হইতে পারে। হে দ্বিজোত্তম! তদনুসারে আমিও সর্ব্বদা দান, সত্যকথন, গুরু-শুশ্রূষা, দ্বিজাতি-পূজা ও ধর্ম্মে নিরত এবং অভিমান ও অতিবাদ হইতে নিবৃত্ত আছি।

কৃষি কর্ম্মকে অনেকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মানেন; কিন্তু তাহাতে পরম হিংসা স্মৃত হইয়াছে। দেখুন, কৃষকেরা কর্ষণ করিতে করিতে ভূমিশায়ী বহু জীব ও অন্যান্য বহুপ্রকার জন্তু-সমস্ত লাঙ্গলাদিদ্বারা নিহত করে; অতএব তদ্বিষয়ে আপনকার কি বিবেচনা হয়? হে দ্বিজোত্তম! পণ্ডিতেরা যে ব্রীহি প্রভৃতিকে ধান্যাদির বীজ কহেন, সে সকলও জীবপদ-বাচ্য; অতএব তদ্বিষয়ে আপনকার কি বিবেচনা হয়? হে দ্বিজ! পুরুষেরা পশুগণকে আক্রমণ-পূর্ব্বক হনন ও ভক্ষণ করে এবং বৃক্ষ ও ওষধি সকলকেও ছেদন করিয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! বৃক্ষ ও ফল-সমুদায়ে বহুসংখ্যক জীব আছে এবং জলেতেও বহু প্রাণী অবস্থিতি করিয়া থাকে; অতএব তদ্বিষয়ে আপনকার কি বিবেচনা হয়? হে ব্রহ্মন্! প্রাণিজীবী প্রাণিগণদ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; আবার মৎস্য সকলও মৎস্যগণকে গ্রাস করিয়া থাকে; অতএব তদ্বিষয়ে আপনকার কি বিবেচনা হয়? হে দ্বিজসত্তম! অনেক প্রাণী প্রাণিভক্ষণদ্বারা জীবন ধারণ করে, এবং এরূপ অনেক প্রাণীও আছে, যাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে; অতএব তদ্বিষয়ে আপনকার কি বিবেচনা হয়? হে বিপ্র! মনুষ্যেরা ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবীস্থ বহুল জীবগণকে পাদদ্বয়দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকে; অতএব তদ্বিষয়ে আপনকার কি বিবেচনা হয়? জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন মানবেরাও উপবিষ্ট ও শয়ান থাকিয়া অনেক জীব হত্যা করেন; অতএব তদ্বিষয়ে আপনকার কি বিবেচনা হয়? এই সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী জীবগণে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সুতরাং মনুষ্যেরা অজ্ঞান-প্রযুক্ত তৎসমুদায় হিংসা করিয়া থাকে; অতএব তদ্বিষয়ে আপনকার কি বিবেচনা হয়? হে দ্বিজসত্তম! এই ভূমণ্ডল মধ্যে কোন্ পুরুষ জীব হিংসা না করে? অতএব পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে 'অহিংসা' এই শব্দটির যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা বিস্মিত হইয়াই করিয়াছেন। সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই নিশ্চিত হয়, যে ইহ লোকে কেহই অহিংসক নাই। হে দ্বিজ-

সত্তম! যতিগণ অহিংসায় নিরত হইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারাও অবশ্যই হিংসা করেন; তবে তাঁহাদিগের সাবধানতা প্রযুক্ত হিংসা অল্পতরা হয়, এই মাত্র বিশেষ।

সৎকুলজাত মহাগুণ-সম্পন্ন পুরুষেরা মহাঘোর কর্ম্ম-সমস্ত করিয়া কাহাকেও লক্ষ্য করেন না এবং তৎকর্ম্ম-জন্য লজ্জা বোধও করেন না। সুহৃদ্ব্যক্তিরা সম্যক্ ন্যায়-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলেও অপর সুহৃদেরা তাহাদিগের প্রতি অভিনন্দিত হয় না; আবার দুর্হৃদ্ব্যক্তিরা অসম্যগ্‌দর্শী হইলেও অপর দুর্হৃদেরা সম্যগ্‌দর্শী বোধে তাহাদিগের প্রতি অভিনন্দিত হয় না; সেইরূপ, বান্ধবেরাও গুণ-সমৃদ্ধ বান্ধবগণদ্বারা অভিনন্দিত হয় না। অপিচ পণ্ডিতাভিমানী মূঢ় লোকেরা গুরুগণকে নিন্দা করে। হে দ্বিজসত্তম! লোকমধ্যে এইরূপ বহুতর বিপর্য্যয়ভাব দৃষ্ট হইতেছে; যাহা ধর্ম্মযুক্ত, তাহা অধর্ম্ম, এবং যাহা অধর্ম্ম, তাহা ধর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকে; অতএব তদ্বিষয়ে আপনকার কি বিবেচনা হয়? ফলত ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম বিষয়ে বহুবিধ বাক্য বিন্যাস করিতে পারা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি স্বকর্ম্ম-নিরত, তিনিই মহৎ যশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

দ্বিজব্যাধ-সংবাদে সপ্তাধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৭ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! সকল-ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মব্যাধ পুনর্ব্বার নিপুণভাবে সেই দ্বিজবরকে এই কথা কহিতে লাগিল।

ব্যাধ কহিল, বৃদ্ধদিগের অনুশাসন এই যে, শ্রুতিই ধর্ম্মের প্রমাণ, যেহেতু ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্মা অন্তরহিতা ও বহুশাখান্বিতা। দেখুন, প্রাণবিনাশস্থলে ও বিবাহ বিষয়ে মিথ্যাও বক্তব্য হয়; মিথ্যাদ্বারা সত্য এবং সত্যদ্বারা মিথ্যা হইয়া থাকে। ফলত যাহা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিতজনক, তাহাই সত্য, এইরূপ অবধারিত আছে; সুতরাং অধর্ম্মও ধর্ম্মরূপে পরিগৃহীত এবং যথার্থ ধর্ম্মও অধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে; অতএব ধর্ম্মের কি সূক্ষ্মতা দেখুন! হে সত্তম! পুরুষ, শুভই হউক বা অশুভই হউক, যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। পরন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বিষমা দশা প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে সাতিশয় নিন্দা করে; আপনার যে কর্ম্মদোষ তাহা আর জানিতে পারে না। হে দ্বিজোত্তম! মূঢ়, ধূর্ত্ত ও চপল লোকেরা সর্ব্বদাই সুখদুঃখের বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয়; কি প্রজ্ঞা, কি সুনীতি, কি পৌরুষ, কিছুই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। ফলত যদি পৌরুষের ক্রিয়া-ফল পরাধীন না হইত, তাহা হইলে যে ব্যক্তি যে রূপে যে যে কাম্যবস্তুর অভিলাষ করিত, সে সেইরূপেই সেই সেই অভিলষিত প্রাপ্ত হইত। সংযত দক্ষ ও মতিমান্ মানবেরাও স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে প্রহীণ হইয়া নিষ্ফল হইতেছেন, দেখা যাইতেছে; আবার অপর কোন ব্যক্তি ভূতবর্গের হিংসাতে ও লোকের বঞ্চনাতে সতত সমুদ্যত রহিয়াছে, অথচ সে সর্ব্বদা সুখী হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কেহ চেষ্টাশূন্য হইয়া বসিয়া থাকিলেও লক্ষ্মী স্বয়ং তাহারে আশ্রয় করেন, কেহ বা কর্ম্ম-সকল করিয়াও প্রাপ্য বস্তু প্রাপ্ত হয় না। পুত্রাকাঙ্ক্ষী কৃপণ লোকেরা দেবারাধনা ও তপশ্চর্য্যা করিয়া এবং দশমাস কাল গর্ব্ভে ধরিয়া যে সকল পুত্র লাভ করে, তাহারাও কুলপাংসন হয়; আবার অপরে সেই সমস্ত মঙ্গল কর্ম্মদ্বারাই লব্ধ হইয়া পিতৃ-সঞ্চিত বিপুল ধনধান্য ও ভোগ্যবস্তু-সমুদায় সম্ভোগ করিয়াও সৎকুলীন হইয়া থাকে। হে বিপ্র! মনুষ্যদিগের ব্যাধি-সকল যে কর্ম্ম-জন্য, ইহাতে আর সংশয় নাই; কেবল ব্যাধি নহে, ব্যাধ-বাধিত ক্ষুদ্র মৃগসকলের ন্যায় তাহারা আধিকর্ত্তৃকও বাধিত হয়। ব্যাধেরা যেমন মৃগসকলের গতি রোধ করে, সেইরূপ, বহুবিধ ঔষধসংগ্রহকারী চিকিৎসা-বিশারদ সুনিপুণ বৈদ্যেরা

উক্ত ব্যাধি-সমস্তও নিবারিত করিয়া থাকেন; কিন্তু হে ধার্ম্মিকবর! দেখুন, যাহাদিগের ভোগ করিবার সাধ্য আছে, তাহারাও গ্রহণী পীড়ায় চির-পীড়িত হইয়া ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; হে দ্বিজসত্তম! আবার অপর অনেকানেক লোকেরা বাহুবলশালী হইয়াও ক্লেশ পায় এবং দুঃখে ভোজন লাভ করে। ফলত লোকমাত্রকেই এইরূপ অসহায়, শোক-মোহে পরিপ্লুত, প্রবল কর্ম্ম-প্রবাহের বশম্বদ ও তদ্দারা পুনঃপুন প্রবাধিত জানিবেন। যদি স্বাধীনতা থাকিত, তাহা হইলে কেহই মরিত না, কেহই জরাজীর্ণ হইত না, কেহই অপ্রিয় বিষয়ের প্রতীক্ষা করিত না; প্রত্যুত সকলেই সর্ব্ব প্রকার মনোরথ চরিতার্থ করিত। সকলেই লোকের উপরি উপরি গমন করিতে অভিলাষী হয় এবং যথাশক্তি যত্নও করে, কিন্তু কার্য্যে সেরূপ ঘটিয়া উঠে না। এরূপ অনেক লোক দেখা যায়, যাহাদের জন্ম-কালীন নক্ষত্র ও মঙ্গল-কর্ম্ম তুল্য, কিন্তু কর্ম্মের বিপাক-সময়ে ফলের বিস্তর বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে দ্বিজাতিসত্তম! কোন ব্যক্তিই শুভাশুভ বিষয়ের স্বয়ং নিয়ন্তা হইতে পারে না; পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-সকলেরই ইহকালে সিদ্ধি দেখা যায়। হে ব্রহ্মন্! যেমন এইরূপ শ্রুতি আছে যে, ইহলোকে প্রাণি-মাত্রেরই শরীর অনিত্য, কেবল জীব একমাত্র নিত্য পদার্থ; শরীর বধ্যমান হইলে কেবল দেহনাশই হয়, জীব কর্ম্মবন্ধে নিবদ্ধ হইয়া অন্যত্র সংক্রমণ করে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে কর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ বাগ্মিবর! জীব কি প্রকারে নিত্য হয়, ইহা আমি যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।

ব্যাধ কহিল, দেহ-ভেদ হইলে জীবের নাশ হয় না; তবে যে মূঢ়েরা 'মৃত হয়' এই কথা বলে, ইহা মিথ্যাই বলে। জীব দেহ হইতে অন্তরিত হইয়া গমন করে; শরীর-ভেদই ইহার পঞ্চত্ব। মনুষ্য-লোকে কোন মনুষ্যের কৃত কর্ম্ম অন্য কেহই ভোগ করে না; সে যে কিছু কর্ম্ম করে, আপনিই তাহা ভোগ করিয়া থাকে; যেহেতু কৃত কর্ম্মের নাশ হয় না। উত্তম-পুণ্যশীল মানবেরা পুণ্যকারী হন এবং নরাধমেরা পাপ কর্ম্ম করে। স্বকীয় কর্ম্ম-সমস্ত মনুষ্যের অনুগামী হয়; পশ্চাৎ সেই সকল কর্ম্মদ্বারা ভাবিত হইয়া সে পুনরায় ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে সত্তম! জীব কি নিমিত্ত সম্ভূত হয়, কি নিমিত্ত পুণ্য-পাপ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং কি নিমিত্তই বা পুণ্য জাতি ও পাপ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে?

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম! ইহা গর্ভাধান-সম্বলিত কর্ম্মই দৃশ্যমান হইতেছে; পরন্তু কর্ম্মবীজ সংগ্রহ করিয়া শুভকারী জীব শুভ যোনিতে এবং পাপকারী জীব পাপযোনিতে যে প্রকারে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে, তাহা সংক্ষেপে শীঘ্র আপনকার নিকটে বর্ণন করিব। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়; শুভাশুভ মিলিত কর্ম্মদ্বারা মানুষ হয়; তামসিক কর্ম্মে তির্য্যগাদি বিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে; এবং নিরবচ্ছিন্ন পাপ কর্ম্মে নরকগামী হয়। মনুষ্য জন্ম, মৃত্যু ও জরা-দুঃখে সতত সন্তাপিত এবং আত্মকৃত দোষ-সমূহদ্বারা সংসারে পচ্যমান হইতে থাকে। এইরূপে কর্ম্মবন্ধে নিবদ্ধ জীবগণ সহস্র সহস্র তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত ও নরকগামী হইয়া সংসারে পুনঃপুন সঞ্চরণ করে। পরলোক-গমনান্তে জন্তু আত্মকৃত সেই সেই কর্ম্মদ্বারা দুঃখিত হয় এবং সেই দুঃখের অভিঘাত-নিমিত্ত পাপ-যোনি প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর পুনর্ব্বার অন্য বহু-প্রকার নূতন নূতন কর্ম্ম সংগ্রহ করে; সুতরাং অপথ্যভোজী আতুরের ন্যায় পুনর্ব্বার সেই সেই কর্ম্মদ্বারা পচ্যমান হইতে থাকে। এইরূপে জীব অজস্র দুঃখার্ত্ত হইয়াও আপনাকে অদুঃখিত ও সুখিত জ্ঞান করে; সুতরাং তাহার বন্ধেরও নিবৃত্তি হয় না এবং কর্ম্ম-সকলেরও উদয় হইতে থাকে; সেই নিমিত্তেই সে

বহু-প্রকার বেদনাযুক্ত হইয়া চক্রের ন্যায় সংসারে পরিভ্রমণ করে। হে দ্বিজসত্তম! মানব যদি নিবৃত্ত-বন্ধ ও কর্ম্মকলাপ-দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া তপস্যা ও যোগের সমারম্ভ করে, তাহা হইলে সে বহুল কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোক-সমস্ত সম্ভোগ করিতে পারে। নিবৃত্তবন্ধ ও কর্ম্ম-সমূহদ্বারা বিশুদ্ধ হইলে, মানব এরূপ সুকৃত লোক-সমূহে গমন করে যে, তথায় গিয়া তাহারে আর শোক করিতে হয় না। পাপশীল পুরুষ পাপাচরণ করিতে করিতে পাপের চরম সীমা প্রাপ্ত হয় না; অতএব পাপাচরণ পরিবর্জ্জন করিয়া পুণ্যানুষ্ঠানেই যত্নবান্ হইবেক। যে মানব অসূয়া-শূন্য ও কৃতজ্ঞ হইয়া কল্যাণকর কর্ম্ম-সমুদায়ের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সর্ব্ব প্রকার সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করেন। সংস্কার-সম্পন্ন, দান্ত, শৌচাদি-পরায়ণ, যতাত্মা প্রাজ্ঞ পুরুষের ইহলোকে ও পরলোকে নির্ব্বিঘ্নে বিষয়-সুখের সম্ভোগ হইয়া থাকে।

হে দ্বিজ! আগমাভিজ্ঞ, শিষ্ট ও শাস্ত্রে বিচক্ষণ অনেক লোকও আছেন এবং স্বধর্ম্মানুসারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে লোক-মধ্যে কর্ম্মেরও সঙ্কর হয় না; অতএব মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে, সাধুদিগের ধর্ম্মেই বর্ত্তমান থাকিবেক; শিষ্টের ন্যায় ক্রিয়াচরণ করিবেক; এবং যাহাতে লোকের ক্লেশ না হয়, এরূপে জীবিকা লাভের ইচ্ছা করিবেক। হে দ্বিজবর! প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মেতেই অভিরত থাকেন এবং ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন; অতএব তিনি যে ধর্ম্মে বহুতর গুণ দর্শন করেন, ধর্ম্মোপাত্ত ধনদ্বারা সেই ধর্ম্মেরই মূল সেচন করেন। ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি এই রূপই হইয়া থাকেন এবং তাঁহার মনও প্রসন্ন থাকে। তিনি ইহলোকে মিত্রগণের সহিত সন্তোষে থাকিয়া পরলোকেও আনন্দানুভব করেন। হে সত্তম! পণ্ডিতেরা ধর্ম্মের এই ফল কহিয়া থাকেন যে, তদ্দ্বারা লোকে অভিলষিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-সমুদায় এবং প্রভুত্ব লাভ করে।

হে বিপ্র-প্রবর! প্রজ্ঞা যাঁহার চক্ষু-স্বরূপ, তাদৃশ মনুষ্য ধর্ম্মের উক্ত ফল লাভ করিয়া তুষ্ট হন না; তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া তিনি জ্ঞাননেত্রদ্বারা বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তিনি সংসারে রাগ-দ্বেষাদি দোষের বশীভূত হন না; স্বেচ্ছানুসারে বিষয় হইতে বিরক্ত হন, কিন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না; লোককে নশ্বর দেখিয়া সর্ব্ব-ত্যাগ করণে যত্নবান্ হন; এবং পরিশেষে শুদ্ধ দৈব আশ্রয় না করিয়া সমুচিত উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক মোক্ষসাধনে প্রযত্ন করেন। প্রজ্ঞানবান্ পুরুষ এইরূপে বৈরাগ্য আশ্রয় করেন, পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, ধার্ম্মিক হন এবং চরমে পরম মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ফলত জ্ঞানই জীবের মোক্ষ-সাধন; শম ও দম সেই জ্ঞানের মূল-স্বরূপ। জ্ঞানী পুরুষ মনে মনে যে সমস্ত কামনার অভিলাষ করেন, জ্ঞানদ্বারাই তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে দ্বিজসত্তম! তিনি ইন্দ্রিয়-সকলের নিরোধ, সত্য ও দম দ্বারা পরম পদার্থ ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধার্ম্মিক-প্রবর যতব্রত! তুমি যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কথা কহিলে, তৎসমুদায় কি? তাহাদের নিগ্রহই বা কিরূপে করা যায়? নিগ্রহেরই বা ফল কি? এবং কিরূপেই বা সেই ফল প্রাপ্ত হয়? হে সুধার্ম্মিক! এই ধর্ম্মটি যথার্থরূপে জানিতে আমি অভিলাষ করিতেছি।

দ্বিজব্যাধ-সম্বাদে অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৮ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নরনাথ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া ধর্ম্মব্যাধ সেই বিপ্রকে যেরূপ প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজসত্তম! মনুষ্যদিগের মন প্রথমে বিজ্ঞানের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয়; পরে সেই বিজ্ঞান লাভ করিয়া মনুষ্য কাম ও রোষ ভজনা করে। অনন্তর ঐ কাম-ক্রোধের চরিতার্থতা-নিমিত্ত

যত্নবান্ হইয়া সে মহৎ মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং অভিলষিত রূপ গন্ধাদির পুনঃপুন সেবন করিতে থাকে। তাহাতে রাগ প্রবল হইয়া উঠে; তদনন্তর দ্বেষ, পরে লোভ এবং তৎপরে মোহ প্রভৃতি প্রকাশ করে। এইরূপে রাগ-দ্বেষাভিহত ও লোভাভিভূত হইলে মনুষ্যের আর ধর্ম্ম-বিষয়ে বুদ্ধি জন্মে না; তৎকালে সে ছলদ্বারা ধর্ম্মাচরণ করে। হে দ্বিজসত্তম! কপটতা-সহকারে ধর্ম্মাচরণ করাতে কপটতা-সহকারেই অর্থোপার্জ্জন করিতে তাহার অভিরুচি হয়; এবং কৌটিল্যদ্বারা ধন সিদ্ধ হইলে সেই কৌটিল্যেতে তাহার বুদ্ধি রত হয়; সুতরাং সে পাপ কর্ম্ম করিতেই ইচ্ছা করে। হে দ্বিজোত্তম! তাহার সুহৃদ্গণ ও পণ্ডিতেরা তাহারে নিবারণ করিলে, সে এরূপ উত্তর বাক্য বলে যে, আপাতত তাহা শ্রুতি-সম্বন্ধ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক শ্রুতির সঙ্গে তাহার যোজনা হইতে পারে না। সেই ব্যক্তির রাগ-দোষ জন্য ত্রিবিধ অধর্ম্ম হয়। সে মনে মনে পাপ চিন্তা করে, বাক্যে তাহা ব্যক্ত করে এবং কার্য্যেও তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অধর্ম্মে প্রবৃত্ত সেই ব্যক্তির সাধুগুণ-সকল নষ্ট হইয়া যায়। অপিচ যাহারা পাপ-কর্ম্মশীল, তাহারা তুল্যশীল ব্যক্তিদিগের সঙ্গেই মিত্রত্ব ভজনা করে। পাপীর সহিত মিত্রতা করাতে সেই পাপকর্ম্মী ইহকালে দুঃখ পায় এবং পরকালেও বিপদাপন্ন হয়। হে ব্রহ্মন্! পাপাত্মা মনুষ্য এইরূপ হইয়া থাকে; এক্ষণে ধার্ম্মিক লোকের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাদ্বারা পূর্ব্বেই এই সমস্ত দোষ অবলোকন করেন, সুখ দুঃখ পরিজ্ঞানে সুনিপুণ হয়েন, এবং সাধুদিগের সেবা করিয়া থাকেন, সাধু কর্ম্মের সমারম্ভ-প্রযুক্ত ধর্ম্ম-বিষয়েই তাঁহার বুদ্ধি জন্মে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, তুমি এতাদৃশ প্রীতিজনক সত্য ধর্ম্মের কীর্ত্তন করিতেছ, যাহার বক্তা আর বিদ্যমান নাই; অধিক কি বলিব, আমি তোমাকে দিব্য-প্রভাব-সম্পন্ন সুমহান্ ঋষি বলিয়াই বিবেচনা করিতেছি।

ব্যাধ কহিল, ব্রাহ্মণেরাই মহাভাগ্যবন্ত, পিতৃগণ-স্বরূপ ও সদা অগ্রভোজী; অতএব মনীষী ব্যক্তির লোকসমাজে তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রিয় কার্য্য করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজসত্তম! আমি ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া, তাঁহাদের যাহা প্রিয়, তাহা আপনারে বলিতেছি; আপনি আমার নিকটে ব্রাহ্মী বিদ্যা শ্রবণ করুন। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় বিশ্ব সর্ব্বথা অজেয়; ইহাই মহাভূতাত্মক ব্রহ্ম; ইহা হইতে অধিক উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটি মহাভূত; ইহাদিগের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। সেই গুণ-সকলেরও স্বতন্ত্র গুণ-সমুদয় দৃশ্যমান হয় এবং পরস্পরের গুণ পরস্পরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্‌; গুণবিশিষ্ট এই ত্রিতয়ের মধ্যে পূর্ব্বের পূর্ব্বের গুণ-সকল পরে পরে ক্রমশ আরোপিত হয়। ষষ্ঠ গুণের নাম চেতনা, যাহারে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সপ্তমী বুদ্ধি, তৎপরে অহঙ্কার, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, আত্মা, সত্ত্ব, রজ ও তম, এই সপ্তদশ-সংখ্যক রাশি অব্যক্ত বলিয়া অভিহিত হয়। এই সপ্তদশ এবং বুদ্ধি গুহাবিলীন ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ, অর্থাৎ শব্দাদি পঞ্চ, বোদ্ধব্য ও মন্তব্য, সমুদায়ে এই চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্যক ব্যক্তাব্যক্তময় গুণ; এই সমস্তই আপনকার নিকটে কীর্ত্তিত হইল, অতঃপর আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন?

দ্বিজব্যাধ-সম্বাদে নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০৯॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভারত! সেই বিপ্র, ধর্ম্মব্যাধ-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া, পুনর্ব্বার মনঃপ্রীতিবর্দ্ধিনী কথার প্রসঙ্গ করিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! পণ্ডিতেরা

যে পঞ্চ মহাভূতের কথা বলেন, তুমি সেই পঞ্চের মধ্যে এক একটির গুণ সম্যক্‌রূপে আমারে বল।

ব্যাধ কহিল, ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এ সমস্তই গুণোত্তর, অর্থাৎ উত্তরোত্তরের গুণ-সকল পূর্ব্বে পূর্ব্বে বর্ত্তে। তাহাদিগের গুণ-সমুদায় আপনাকে কহিতেছি। হে ব্রহ্মন্! ভূমি পঞ্চ-গুণ-বিশিষ্টা; জলের চারিটি গুণ; তেজে গুণত্রয়; বায়ুতে দুই গুণ এবং আকাশে এক গুণ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি ভূমির গুণ; ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গুণবিশিষ্ট। হে সুব্রতপরায়ণ দ্বিজোত্তম! শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, জলের এই চারিটি গুণ আপনার নিকট কীর্ত্তিত হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, এই গুণত্রয় তেজের; বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; আকাশে কেবল শব্দ। হে ব্রহ্মন্! যে সকল ভূতবর্গেতে লোক-সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পঞ্চ-মহাভূতনিষ্ঠ এই পঞ্চদশ গুণ তৎসমুদায়েতেই বর্ত্তমান আছে। হে দ্বিজ! ইহারা কেহ কাহাকে অতিক্রম করে না; সকলেই পরস্পর সমঞ্জসীভূত হইয়া থাকে; পরন্তু যখন চরাচর ভূতবর্গ বিষম ভাব আচরণ করে, তখন কালানুসারে দেহী এক দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য দেহ আশ্রয় করে। ফলত জীব-সকল আনুপূর্ব্বীক্রমে বিনষ্ট হয় এবং আনুপূর্ব্বীক্রমেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ যে যে পদার্থদ্বারা আবৃত রহিয়াছে, তৎসমুদায়েতেই পাঞ্চভৌতিক ধাতু-সকল দৃশ্যমান হয়। ইন্দ্রিয়গণের সহিত যে যে বস্তুর সংস্রব থাকে, তৎসমুদায় 'ব্যক্ত' বলিয়া স্মৃত হইয়াছে; আর যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত, কেবল অনুমানদ্বারা বোধগম্য হইবার বিষয়, তাহাকে 'অব্যক্ত' বলিয়া জানিতে হইবে। যৎকালে দেহী উক্ত শব্দাদি বিষয় সকলের মধ্যে স্বীয় স্বীয় বিষয়ের গ্রাহক এই সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে নিগৃহীত করতই তপশ্চরণ, অর্থাৎ আত্মালোচন করিতে থাকেন, তখন তিনি লোক-মধ্যে আত্মাকে এবং আত্মাতে লোক-সমস্তকে পরিব্যাপ্ত দেখেন। পরন্তু নিরুপাধি ও সোপাধি আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ হইলেও তিনি যদি সক্ত, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে কেবল ভূত-সমস্তই দেখেন, অর্থাৎ আত্মার সোপাধি অবস্থাই যাবজ্জীবন অনুভব করেন। অপিচ যিনি সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় সর্ব্বদা সর্ব্বভূত পর্য্যবেক্ষণ করেন, উপাধি পরিত্যাগ-প্রযুক্ত ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার আর অশুভের সহিত সংযোগ হয় না। মায়াত্মক ক্লেশকে যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, লোক বুদ্ধি-প্রকাশক জ্ঞানমার্গ-দ্বারাই তাঁহার পরম পুরুষার্থ মুক্তি-পদার্থ লব্ধ হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ-বুদ্ধিশালী ভগবান্ প্রজাপতি মুক্তি-প্রাপ্ত জীবকে আদি-অন্ত-রহিত, আত্মযোনি, নিত্যই সুখ দুঃখাদি বিকার-বিহীন, উপমা-শূন্য এবং অমূর্ত্ত বলেন।

হে বিপ্র! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শুদ্ধ আত্মালোচনাই এ সকলের মূল; সেই আত্মালোচনা ইন্দ্রিয়-সংযম করিলেই হয়, অন্য প্রকারে হইতে পারে না। স্বর্গ ও নরক, এই দুইটি যে প্রসিদ্ধ আছে, তাহার কারণ কেবল ইন্দ্রিয়গণ; কেননা ইন্দ্রিয়-সকল নিগৃহীত হইলেই স্বর্গের নিমিত্ত হয় এবং বিক্ষিপ্ত হইলেই নরকের হেতু হইয়া থাকে। ফলত ইন্দ্রিয়-সংযমই সম্পূর্ণ যোগ বিধি; যেহেতু ইন্দ্রিয়ই তপশ্চরণের মূলীভূত এবং সমুদয় নরকেরও আকর। ইন্দ্রিয়বর্গের প্রগাঢ় আসক্তি-দ্বারাই জীব রাগ-দ্বেষাদিরূপ দোষ প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই; পরন্তু সেই ইন্দ্রিয়দিগকে সম্যক্‌রূপে নিয়মিত করিলেই তদ্দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি নিরত-আত্মনিষ্ঠ মন-প্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কদাপি পাপে লিপ্ত হন না; সুতরাং তাঁহার আর অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? পণ্ডিতেরা পুরুষের শরীরকে রথ-স্বরূপ বিবেচনা করিয়াছেন এবং আত্মাকে সারথি-স্বরূপ ও ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব-স্বরূপ বলিয়াছেন; অতএব সুনিপুণ

ধীর ব্যক্তি রথীর ন্যায় অপ্রমত্ত হইয়া সেই বশীকৃত সদশ্বগণ-দ্বারা সুখে সঞ্চরণ করেন। যে ধীর পুরুষ আত্মনিষ্ঠ প্রমাথী ইন্দ্রিয়-ঘোটক-ষট্কের রশ্মি সংযমন করিতে পারেন, তিনিই উত্তম সারথি হয়েন। তুরগতুল্য ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় বিষয় পথে বিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদিগের সংযমন-কার্য্যে ধৈর্য্য অবলম্বন করিবেক; যেহেতু ধৈর্য্য-দ্বারাই তাহাদিগকে নিশ্চয় জয় করিতে পারিবেক। পুরুষের মন, যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণকারী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে কোন ইন্দ্রিয়ের বশানুবর্ত্তী হয়, তাহাই তাহার বুদ্ধিকে, বায়ু যেমন নৌকাকে জলমধ্যে বিঘূর্ণিত করে, সেই রূপ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে। মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংকল্প ও শব্দাদি যে ছয় বিষয়ের সুখাদি ফলোৎপত্তি বিষয়ে বিষয়াসক্ত মনুষ্যেরা মোহ-প্রযুক্ত বিপ্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ মোক্ষের বিরোধী হইলেও সুখাদিকে উপাদেয় জ্ঞান করে, সেই সংকল্পাদি বিষয়ে যিনি, বস্তু দৃষ্টিদ্বারা নিশ্চিত সুখাদির হেয়ত্বই পুনঃপুন ভাবনা করেন, তিনিই ভাবনা-জন্য ফল লাভ করেন, অর্থাৎ বিষয়ের দোষ দর্শনে বীতরাগ হন।

দ্বিজব্যাধ-সংবাদে দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১০ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভারত! ধর্ম্মব্যাধ-কর্ত্তৃক এইরূপে সূক্ষ্ম বিষয় কথিত হইলে, সেই ব্রাহ্মণ পুনরায় সুসমাহিত হইয়া অপর সূক্ষ্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, এ বিষয়ে সংপ্রতি যাহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমি তদনুসারেই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনের মধ্যে যাহার যে গুণ, তৎসমুদায় আমারে যথার্থ রূপে বল।

ব্যাধ কহিল, আপনি যে বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি আহ্লাদ-পূর্ব্বক আপনকার নিকটে তাহা কীর্ত্তন করিব; ইহাদের গুণ-সকল পৃথক্ পৃথক্ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। উহাদের মধ্যে যাহা মোহাত্মক, তাহাই তমোগুণ; যেটি প্রবর্ত্তক, তাহা রজোগুণ এবং যেটি সমধিক প্রকাশবান্, তাহাই সত্ত্বগুণ; প্রকাশ-বাহুল্য-হেতু সত্ত্বই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। যে ব্যক্তি অবিদ্যা-বহুল, মূঢ়, নিদ্রালু, চেতনা-শূন্য, অবশেন্দ্রিয়, দর্পোপহত, ক্রোধযুক্ত ও অলস সেই তমোগুণাক্রান্ত। হে বিপ্রর্ষে! যে নরশ্রেষ্ঠ মনোজ্ঞভাষী, মন্ত্রণাকারী, অসূয়া-শূন্য, প্রবল-বাসনা-বশত কর্ম্মবিধানে সমুৎসুক, অনম্র-স্বভাব ও অভিমানী, সেই ব্যক্তিই রাজস-প্রকৃতি। অপিচ যে মানব সমধিক প্রতিজ্ঞা-সম্পন্ন, ধীর, বাসনা-রাহিত্য-প্রযুক্ত কর্ম্মবিধানে অনিচ্ছু, অসূয়া-রহিত, ক্রোধ-পরাঙ্মুখ, ধীমান্ ও দান্ত, তিনিই সাত্ত্বিক। সাত্ত্বিক পুরুষ যখন লোক-চারিত্র অনুসারে সংবুদ্ধ হন, তখন ক্লেশ পাইতে থাকেন; পরন্তু যখন যথার্থ বোদ্ধব্য বিষয় বুঝিতে পারেন, তখন লোক-চারিত্রের প্রতি ঘৃণা করেন। তাঁহার বৈরাগ্যের লক্ষণ পূর্ব্বেই প্রবৃত্ত হয়। তৎকালে অহঙ্কার খর্ব্ব হইয়া পড়ে এবং সরলতাও নির্ম্মল হয়; সুতরাং তাহাতেই তাঁহার মানাপমানাদি সমুদায় দ্বন্দ্বভাব পরস্পর প্রশান্ত হইয়া যায়। অপিচ তৎকালে তাঁহার কোন বিষয়েই কোন প্রকার সংযমের আবশ্যক হয় না। হে ব্রহ্মন্! দেখুন, শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়াও কোন ব্যক্তি যদি সদ্গুণ-সকলের সেবা করে, তাহা হইলে তাহার বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়; এমন কি, এক মাত্র সারল্যগুণে অভিনিবিষ্ট থাকিলে তাহার ব্রাহ্মণত্বও জন্মিতে পারে। হে বিপ্র! আমি আপনকার নিকটে এই সমুদায় গুণের কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা করেন?

দ্বিজব্যাধ-সংবাদে একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১১ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, বিজ্ঞানাভিধেয় তেজোময় ধাতু পার্থিব ধাতু প্রাপ্ত হইয়া কি নিমিত্তে দেহাভিমানী হন? এবং প্রাণাদি বায়ু নাড়ী-মার্গ আশ্রয় করিয়া কি প্রকারে শরীরকে বিচেষ্টিত করে?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ এই প্রশ্নের উল্লেখ করিলে, ব্যাধ সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণকে উত্তর করিতে লাগিল।

ব্যাধ কহিল, প্রকাশময় বিজ্ঞানাত্মা চিদাত্মাকে আশ্রয় করিয়া শরীরের চৈতন্য সম্পাদন করেন; প্রাণ সেই চিদাত্মা ও বিজ্ঞানাত্মাতে বর্ত্তমান থাকিয়া বিচেষ্টমান হন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সকলই প্রাণেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাণই ভূতবর্গের কার্য্যরূপ পরব্রহ্ম এবং তিনিই বিরাটপ্রভৃতির কারণ; আমরা তাঁহারে উপাসনা করি। চিদ্বিজ্ঞান-সমন্বিত সূত্রাত্মারূপ প্রাণই সর্ব্বভূতের চেতয়িতা জীবাত্মা; তিনিই সনাতন পুরুষ; তিনিই মহান্, বুদ্ধি ও অহঙ্কার; এবং ভূতপঞ্চকের শব্দাদিরূপ বিষয়ও তিনি। এইরূপে সেই সূত্রাত্মা উপাধির আবেশ-হেতুক জীবভাব প্রাপ্ত হইলে পর, এই দেহমধ্যে কি আন্তর, কি বাহ্য, সর্ব্ব বিষয়েই প্রাণবায়ুদ্বারা প্রতিপালিত হন; পরন্তু সেই প্রাণবায়ু পশ্চাৎ সমান বায়ুত্ব প্রাপ্ত হইলে তদ্দ্বারা জীব পৃথক্ পৃথক্ গমনীয়া গতি আশ্রয় করেন। সেই সমানবায়ু আবার অপান নামে অভিহিত হইয়া জঠরানল অবলম্বন-পূর্ব্বক মূত্রাশয়ে ও পুরীষাশয়ে মূত্র ও পুরীষ বহন করত পরিবর্ত্তিত হয়। সেই এক বায়ু প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল, এই তিন বিষয়ে বর্ত্তমান থাকে; অধ্যাত্মবেত্তা পণ্ডিতেরা তদবস্থ বায়ুকে উদান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অপিচ মনুষ্যদিগের সমুদয় শরীর-মধ্যে প্রত্যেক সন্ধিস্থলে সন্নিবিষ্ট থাকিবার অবস্থায় সেই বায়ু ব্যান বলিয়া উপদিষ্ট হয়। জঠরানল ত্বগাদি ধাতু-সমস্ত-মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকে; সেই অগ্নি প্রাণাদি বায়ু-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অন্নাদি রস, ত্বগাদি ধাতু ও পিত্তাদি দোষসমস্ত পরিবর্ত্তিত করত দ্রুতবেগে সঞ্চরণ করে।

প্রাণ-সকলের একত্র সন্নিপাত নিমিত্ত সঙ্ঘর্ষ জন্মে; সেই সংঘর্ষ সমুত্থিত উষ্মাই জঠরাগ্নি বলিয়া পরিজ্ঞেয় হয় এবং সেই অগ্নিই দেহীদিগের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে। সমান ও উদান বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু সন্নিবেশিত আছে; তাহাদিগের সঙ্ঘর্ষদ্বারা নিষ্পাদিত জঠরানল সপ্তধাতুময় শরীরকে পরিণত করিতে থাকে। সেই অগ্নিরও পায়ু-পর্য্যন্ত প্রদেশকে অপান বলা যায়; ঐ অপান হইতে দেহীদিগের প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুতে নাড়ীমার্গ সকল জন্মে। অগ্নি-বেগবাহী প্রাণ উক্ত অপানান্তে প্রতিহত হয়; পরে পুনরায় ঊর্দ্ধে আসিয়া অগ্নিকেও সমুৎক্ষিপ্ত করে। নাভির অধোভাগে পক্কাশয় এবং ঊর্দ্ধভাগে আমাশয় অবস্থিত আছে; শরীরের সমুদয় প্রাণই নাভিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শরীরস্থ নাড়ী সকল হৃদয় হইতে তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে প্রসৃত এবং দশ প্রকার প্রাণ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্নরস-সমস্ত বহন করে। সমভাবাপন্ন, জিতক্লম ধীর যোগী পুরুষেরা সহস্রারে আত্মারে সমাহিত করত যে পথদ্বারা পরব্রহ্ম-সন্নিধানে গমন করেন, সে পথ এই। এইরূপে সমুদায় জীব-দেহে প্রাণ ও অপান পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই প্রাণাদি একাদশ-বিকারময় জীব, পঞ্চ মহাভূত প্রভৃতি কলাসম্ভারে সমুপচিত হইয়াছেন; অতএব তাঁহাকেই স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহবিশিষ্ট বলিয়া অবধারণ করুন; তিনি নিত্য হইলেও উপাধিযোগে তাঁহার স্বভাব বিজিত হইয়াছে। স্থালীস্থ সংস্কৃত অগ্নির ন্যায় যিনি উক্ত কলাসম্ভারে সমাহিত আছেন, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানুন; তিনি নিত্য হইলেও উপাধিযোগে তাঁহার স্বভাব বিজিত হইয়াছে। অপিচ পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় যে দেব ঐ কলাসম্ভারে অসংসক্তভাবে সংস্থিত আছেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া স্থির করুন; তিনি কূটস্থ নিত্য, তথাপি উপাধিযোগে তাঁহারও স্বভাব

বিজিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজ ও তম, ইহাদিগকে জীবের গুণ, জীবকে আত্মার গুণ, এবং আত্মাকে পরমাত্মার গুণ বলিয়া নিশ্চয় করুন। পণ্ডিতেরা অচেতন শরীরাদিকে জীবের উপভোগ্য বলেন; আত্মা জীবরূপে স্বয়ং চেষ্টমান হন, এবং ঈশ্বররূপে সকলকে চেষ্টিত করান; যিনি সপ্ত ভুবনের প্রবর্ত্তক, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষেরা তাঁহাকে সেই জীব ও ঈশ্বর হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এইরূপে সমুদায় ভূতবর্গেতে নিগূঢ়ভাবে অবস্থান করায় ভূতাত্মা প্রকাশমান হয়েন না, পরন্তু জ্ঞানসাক্ষী পুরুষেরা উত্তম সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা তাঁহারে সন্দর্শন করেন। নির্ম্মলাত্মা মানব চিত্তের প্রসন্নতাদ্বারা শুভাশুভ কর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং আত্মনিষ্ঠ হইয়া অনায়াসে মোক্ষ লাভ করেন। যেমন পরিতৃপ্ত ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, অথবা যেমন নিপুণ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক উদ্দীপিত প্রদীপ বায়ুশূন্য প্রদেশে প্রদীপ্ত হয়, প্রসাদের লক্ষণও অবিকল সেইরূপ। বিশুদ্ধ-চিত্ত যোগী পুরুষ অল্পাহারী হইয়া পূর্ব্বরাত্রে ও অপর রাত্রে সতত মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক হৃদয়ে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতে থাকেন। সেইরূপ করিতে করিতে তিনি প্রদীপ্ত দীপের ন্যায় মনোদীপদ্বারা নির্গুণ আত্মারে অবলোকন করেন, এবং তৎকালেই প্রকৃষ্টরূপে বিমুক্ত হন।

সর্ব্বপ্রকার উপায়দ্বারা লোভ ও ক্রোধের বিশেষরূপে নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য; যে হেতু ইহাই লোকদিগের পবিত্র তপস্যা এবং ইহাই সংসার পারাবারের সেতু-স্বরূপ বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। ক্রোধ হইতে নিয়ত তপস্যা রক্ষা করিবেক; মাৎসর্য্য হইতে নিয়ত ধর্ম্ম রক্ষা করিবেক; মানাপমান হইতে নিয়ত বিদ্যা রক্ষা করিবেক; এবং প্রমাদ হইতে নিয়ত আত্মরক্ষা করিবেক। দয়াই পরম ধর্ম্ম; ক্ষমাই পরম বল; আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান; এবং সত্যব্রতই পরম ব্রত। সত্যের সম্ভাষণ শ্রেয়স্কর এবং সত্যজ্ঞান হিতকর হইতে পারে; যাহা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিতসাধন, তাহাই পরম সত্য বলিয়া অভিমত হইয়াছে। যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম নিয়ত ফলাশংসা-বিরহিত, এবং সন্যাস-বিষয়ে যাঁহার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জিত হইয়াছে, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী এবং তিনিই বুদ্ধিমান্। ব্রহ্মের যোগ যে কি পদার্থ, তাহা গুরুও যখন শ্রবণ করাইতে পারেন না, কেবল উপপাদন মাত্র করিয়া দেন, তখন বিষয়-বিয়োগই লক্ষণাদ্বারা যোগ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব সন্ন্যাসকেই ব্রহ্মযোগ বলিয়া জানিবেক। সমুদায় প্রাণিবর্গের প্রতি হিংসা করিবেক না; সকলের সহিত মিত্রভাবে চলিবেক; এই জীবন প্রাপ্ত হইয়া কাহারও সহিত বৈরাচরণ করিবেক না। অকিঞ্চনতা, সুসন্তোষ, আশা-রাহিত্য ও অচাঞ্চল্য, এই সমস্তই পরম জ্ঞান সাধন; আত্মজ্ঞান নিয়তই উত্তম। বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কি ইহলোকে, কি পরলোকে, অশোকস্থল নিশ্চল বৈরাগ্য অবলম্বন-পূর্ব্বক বুদ্ধিদ্বারা যতব্রত হইবেক। যিনি অজিত মোক্ষপদার্থ জয় করিতে অভিলাষী হয়েন, তাঁহার নিয়ত তপস্যা-নিরত, দান্ত ও সংযতাত্মা মুনি হইয়া আসক্তির আস্পদ সমুদয় বিষয়েতে সঙ্গহীন হওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে লোকবেদাদি গুণসকল অগুণ হইয়াছে, যাহা অসঙ্গরহিত, যাহা একমাত্র প্রত্যগাত্মাদ্বারা নিষ্পাদ্য এবং অজ্ঞানের অপনয়মাত্রেই যাহার অধিগম হয়, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ; তত্ত্বজ্ঞেরা ইহাকেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে মানব সুখ ও দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন, এবং অসঙ্গদ্বারাও মুক্তি লাভ করিতে পারেন। হে দ্বিজোত্তম! মদুক্ত এই সমুদয় বিষয় শ্রুতির অনুযায়ী; আমি এ সমস্তই আপনকার নিকটে সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, অতঃপর আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন?

দ্বিজব্যাধসংবাদে দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১২॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মব্যাধ এই-রূপে, সমুদায় মোক্ষধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিলে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আহ্লাদিতচিত্ত হইয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন যে, তুমি যে যে বিষয়ের কীর্ত্তন করিলে, এ সমস্তই ন্যায়যুক্ত; ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ধর্ম্মবিষয়ে তোমার কিছুই অবিদিত নাই।

ব্যাধ কহিল, হে ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজোত্তম! আমার যে ধর্ম্ম, যাহার দ্বারা আমি এই সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, তাহা আপনি প্রত্যক্ষেও অবলোকন করুন। হে ভগবন্! আপনি শীঘ্র গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার মাতা ও পিতাকে একবার দৃষ্টি করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্যাধ এইরূপ কহিলে ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবেশিয়া দেখিলেন, পরম-শোভাসমন্বিত, অতিশয় মনোরম, দেবগৃহসদৃশ, সুরগণেরও সমাদৃত, শয়নাসন সমাকীর্ণ, উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য-বিশিষ্ট একটি পরম রমণীয় চতুঃশাল সৌধ রহিয়াছে। তথায় ধর্ম্মব্যাধের পিতা মাতা শুক্লাম্বর ধারণপূর্ব্বক পূজিত ও কৃতাহার হইয়া সুসন্তুষ্টমানসে উত্তমাসনে উপবিষ্ট আছে।

ধর্ম্মব্যাধ সেই দম্পতীকে দেখিয়া অবনত মস্তকে তাহাদের চরণতলে পতিত হইল। তখন বৃদ্ধেরা কহিল, হে ধর্ম্মজ্ঞ! উঠ উঠ! ধর্ম্ম তোমারে রক্ষা করুন! তোমার শৌচদ্বারা আমরা প্রীত আছি; অতএব তুমি অভিলষিত গতি, জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট মেধা প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ কর। হে পুত্র! তুমি আমাদের সৎপুত্র; তোমা-কর্ত্তৃক আমরা নিত্যই যথাকালে পরম সৎকৃত হইতেছি। অধিক কি, দেবতাদিগের মধ্যেও তোমার আর অন্য দৈবত কিছুই নাই। নিয়ত প্রযতচিত্ত হওয়াতে তুমি দ্বিজাতিগণের ন্যায় দমান্বিত হইয়াছ। হে পুত্র! তোমার দম ও আমাদিগের প্রতি পূজাদ্বারা পিতার পিতামহ ও প্রপিতামহগণেরাও তোমার প্রতি সতত প্রীত আছেন। তুমি কায়মনোবাক্যে আমাদিগের শুশ্রূষার ত্রুটি কর না, কেননা আমাদিগের সেবাভিন্ন তোমার অন্য বুদ্ধিই এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে না। হে বৎস! জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম যেমন বৃদ্ধ পিতা মাতার উত্তমরূপ পূজা করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছ; বরঞ্চ তদপেক্ষাও তোমার অধিক করা হইয়াছে।

অনন্তর ধর্ম্মব্যাধ মাতা-পিতাকে সেই ব্রাহ্মণের বিষয় নিবেদন করিল। তখন তাহারা স্বাগত প্রশ্ন-দ্বারা সেই বিপ্রের সৎকার করিল; এবং ব্রাহ্মণও সেই পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃহেতে পুত্র ও ভৃত্যবর্গের সহিত তোমাদিগের ত সমস্ত কুশল? এই বৃদ্ধাবস্থায় তোমাদিগের শরীরও সর্ব্বদা নিরোগী আছে ত?

বৃদ্ধেরা কহিল হে বিপ্র! আমরা ভৃত্যবর্গের সহিত সর্ব্বথা কুশলী আছি; হে ভগবন্! আপনিও ত এস্থানে নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হইয়াছেন?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্রাহ্মণ আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হাঁ আমি নির্ব্বিঘ্নেই আসিয়াছি। তদনন্তর ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারে এই কথা বলিতে লাগিল।

ব্যাধ কহিল, ভগবন্! আমার এই পিতা মাতাই আমার পরম দৈবত। যাহা দেবগণের উদ্দেশে কর্ত্তব্য হয়, তাহা আমি ইহাঁদের উদ্দেশেই করিতেছি। ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবগণ যেমন সর্ব্বলোকের সম্পূজ্য, সেইরূপ এই বৃদ্ধদম্পতী আমার সর্ব্বথা পূজনীয়। দ্বিজাতিরা দেবতাদিগের উদ্দেশে উপহার সকল আহরণ করত যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আমিও আলস্যশূন্য হইয়া ইহাঁদের নিমিত্তে সেইরূপ করি। হে ব্রহ্মন্! এই পিতা মাতাই আমার পরম দেবতা। ইহাঁদিগকে পুষ্প ফল ও রত্ন-নিকর দ্বারা আমি সর্ব্বদাই পরিতুষ্ট করিয়া থাকি। হে দ্বিজ! মনীষিরা যে অগ্নিত্রয়ের কথা বলেন, আমার পক্ষে ইহাঁরাই সেই অগ্নি। হে বিপ্র!

যজ্ঞ ও বেদ-চতুষ্টয় প্রভৃতি যে কিছু আছে, সে সমস্তই আমার ইহাঁরা। আমার পঞ্চ প্রাণ, পুত্র, কলত্র ও সুহৃজ্জন, সকলই ইহাঁদের নিমিত্তে। আমি পুত্র কলত্রের সহিত সততই ইহাঁদের শুশ্রূষা করিতেছি। হে দ্বিজসত্তম! আমি স্বয়ং ইহাঁদিগকে স্নান করাই, স্বয়ং ইহাঁদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিই এবং স্বয়ংই আহার প্রদান করি। অপিচ যে বাক্য ইহাঁদের অনুকূল হয়, তাহাই বলি; অপ্রিয় কথা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করি। ইহাঁদের যাহা প্রীতিকর, তাহা অধর্ম্ম সংযুক্ত হইলেও আমি তদনুষ্ঠানে সঙ্কুচিত হই না। হে দ্বিজসত্তম! ইহাঁদের প্রিয় কার্য্যসাধনকেই গুরু ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; সর্ব্বদা নিরালস্য হইয়া ইহাঁদের শুশ্রূষাই করি। হে ব্রহ্মন্! কল্যাণকামী পুরুষের পক্ষে পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও গুরু এই পঞ্চই গুরুপদ-বাচ্য। এই সকলেতে যিনি সম্যক্‌রূপে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহার নিত্যই অগ্নিত্রয়ের পরিচর্য্যা করা হয়। ফলত গৃহস্থাশ্রমে বর্ত্তমান ব্যক্তির ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

দ্বিজব্যাধ-সংবাদে ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৩ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মব্যাধ সেই ব্রাহ্মণের নিকটে মাতা ও পিতা উভয়কেই গুরু-স্বরূপ নিবেদন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে এই কথা বলিল যে, আপনি আমার পিতৃ-মাতৃ-শুশ্রূষা-রূপ তপস্যার প্রভাব দেখুন, ইহার দ্বারা আমার চক্ষু সর্ব্বত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই নিমিত্তই সেই পতিশুশ্রূষা-পরায়ণা, দান্তা, সত্যশীলা, রমণী আপনাকে কহিয়াছিলেন যে, “আপনি মিথিলায় গমন করুন; তথায় এক জন ব্যাধ বাস করে; সেই ব্যক্তিই আপনাকে ধর্ম্ম সকল কহিবে।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে যতব্রত ধর্ম্মজ্ঞ! আমি সেই শীল-সম্পন্না, সত্যনিষ্ঠা, পতিব্রতার বাক্য সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিয়া বিবেচনা করিলাম, তুমি যথার্থই তাদৃশ গুণবান্।

ব্যাধ কহিল, হে প্রভাব-সম্পন্ন দ্বিজবর! সেই সাধ্বী তৎকালে আমার বিষয়ে আপনাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্যক্‌রূপেই বিদিত আছে, সংশয় নাই। হে তাত! আমি আপনার প্রতি অনুগ্রহ-বুদ্ধিতে ইহা প্রদর্শন করিলাম, সংপ্রতি আপনকার যাহা হিতকর হইতে পারে, এরূপ বাক্যও বলিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ করুন। হে অনিন্দিত দ্বিজসত্তম! আপনি মাতা পিতাকে অবমানিত করিয়াছেন; যেহেতু তাঁহাদের অনুমতি না লইয়াই বেদাধ্যয়নার্থে গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছেন। ফলত আপনকার সেই কর্ম্মটি নিতান্ত অযুক্ত হইয়াছে। ভবদীয় শোকে সেই তপস্বী বৃদ্ধ দম্পতী অন্ধ হইয়াছেন; অতএব তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আপনি গমন করুন; এই ধর্ম্ম যেন আপনাকে পরিত্যাগ না করে। আপনি তপস্বী, মহাত্মা ও নিরন্তর ধর্ম্মনিরত; পরন্তু এ সমস্তই আপনার নিষ্ফল হইতেছে; অতএব আপনি শীঘ্র তাঁহাদিগকে প্রসাদিত করুন। হে ব্রহ্মন্! আমার কথায় শ্রদ্ধা করুন, অন্যথা করিবেন না। হে বিপ্রর্ষে! আমি আপনকার শ্রেয়স্কর বাক্যই বলিতেছি, আপনি অদ্যই গমন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধর্ম্মাচারগুণান্বিত! তুমি যে কথা বলিলে, সকলই সত্য, সন্দেহ নাই; তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজসত্তম! আপনি যে অকৃতাত্মা মনুষ্যদিগের দুষ্প্রাপ্য, দিব্য পুরাতন নিত্য ধর্ম্মের নিয়ত অনুসরণ করিতেছেন, ইহাতে আপনি নিশ্চয়ই দেবতুল্য পুরুষ; পরন্তু এক্ষণে মাতা পিতার নিকটে গমন-পূর্ব্বক নিরালস্য হইয়া শীঘ্র তাঁহাদের পূজা করুন, কারণ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আমি আর কিছুই দেখিতেছি না।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি ভাগ্যক্রমে এ স্থলে আসিয়াছি এবং ভাগ্যক্রমেই তোমার সহিত আমার মিলন হইল! ঈদৃশ ধর্ম্ম-প্রদর্শক মনুষ্য, লোকমধ্যে দুর্লভ। হে পুরুষর্ষভ! বহু-সহস্র-মধ্যে এক জন ধর্ম্মজ্ঞ মনুষ্য আছে কি না সন্দেহ; অতএব তোমার মঙ্গল হউক, তোমার সহিত মিত্রতা হওয়াতে আমি যথেষ্ট প্রীত হইলাম। হে অনঘ! আমি নরকে পড়িতেছিলাম, অদ্য তোমা-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইলাম। ফলত এইরূপ ভবিতব্যই ছিল, যেহেতু তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! রাজা যযাতি পতিত হইয়া যেমন সাধু দৌহিত্রগণ-কর্ত্তৃক তারিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও তোমা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। এক্ষণে ত্বদীয় বচনানুসারে আমি মাতৃপিতৃ-শুশ্রূষা করিব, কারণ অকৃতাত্মা ব্যক্তি কখন ধর্ম্মাধর্ম্মের বিনিশ্চয় জানাইতে পারে না। শূদ্রযোনিতে বর্ত্তমান ব্যক্তির সনাতন ধর্ম্ম বোধগম্য করা দুঃসাধ্য; অতএব আমি তোমাকে শূদ্র বলিয়া বিবেচনা করি না; তবে যে তুমি শূদ্র হইয়াছ, ইহার অবশ্যই কোন কারণ থাকিবে। হে মহামতে! যে কর্ম্ম-বিপাকে তুমি এই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা আমি প্রকৃতরূপে জানিতে ইচ্ছা করি; অতএব তুমি স্বেচ্ছানুসারে প্রযত্নপরায়ণ হইয়া সমুদয় সত্য করিয়া আমারে বল।

ব্যাধ কহিল, হে অনঘ, দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণগণ আমার অলঙ্ঘনীয়; অতএব আমার পূর্ব্বতন শরীরে যে বৃত্তান্তের সংঘটন হইয়াছিল, তৎসমুদায় এই শ্রবণ করুন। হে দ্বিজবরাত্মজ! আমি পূর্ব্বজন্মে সুনিপুণ বেদাধ্যায়ী ও বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণ ছিলাম। হে ব্রহ্মন্! আত্মকৃত দোষজন্যই আমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বিপ্র! ধনুর্ব্বেদপরায়ণ কোন রাজা আমার সখা ছিলেন; তদীয় সংসর্গে আমি ধনুর্ব্বিদ্যায় উৎকৃষ্ট হইয়াছিলাম। ঐ সময়ে ভূপতি মন্ত্রি-সমূহে সংবৃত হইয়া প্রধান প্রধান যোধগণের সহিত মৃগয়ার্থে নির্গত হইলেন। অনন্তর তিনি আশ্রমের সন্নিহিত বহুতর মৃগ বধ করিলেন। হে দ্বিজসত্তম! পরে আমিও এক ভয়ানক শর নিক্ষেপ করিলাম। সেই আনতপর্ব্ব সায়ক-দ্বারা এক জন ঋষি তাড়িত হইলেন। হে ব্রহ্মন্! তিনি ভূতলে নিপতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই স্থান প্রতিনাদিত করত কহিলেন, "আমি কাহারও কিছুমাত্র অপরাধ করি নাই, তবে কে এই পাপ কর্ম্ম করিল!" হে বিভো! এদিকে আমি তাঁহাকে মৃগ বিবেচনা করত সহসা তাঁহার নিকট গমন করিলাম; দেখিলাম, সেই ঋষি আনতপর্ব্ব শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। ঐ অকার্য্য করণ-হেতু আমার মন অতিশয় ব্যথিত হইল। অনন্তর ধরাতলপতিত চীৎকারকারী সেই উগ্রতপা বিপ্রকে আমি এই কথা বলিলাম, ঋষে! আমি না জানিয়া এ কর্ম্ম করিয়াছি, অতএব আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। হে বিপ্র! আমি এইরূপ কহিলে, সেই ঋষি ক্রোধান্ধ হইয়া আমারে প্রত্যুত্তর করিলেন, রে ক্রূর! তুই শূদ্রযোনিতে ব্যাধ হইয়া জন্মিবি।

দ্বিজব্যাধ-সংবাদে চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৪ ॥
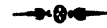
ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজবরোত্তম! আমি এইরূপে ঋষি-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার মানসে কহিলাম, মুনে! আমাকে রক্ষা করুন; আমি না জানিয়াই অদ্য এই অকার্য্য করিয়াছি; অতএব তৎসমুদয় ক্ষমা করা আপনকার উচিত। হে ভগবন্! প্রসন্ন হউন।

ঋষি কহিলেন, শাপ অন্যথা হইবার নহে, ইহা এইরূপই হইবে, সন্দেহ নাই; তবে কৃপা-বশত সংপ্রতি আমি তোমার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিতেছি যে, তুমি শূদ্রযোনিতে থাকিয়াও ধর্ম্মজ্ঞ হইবে এবং পিতামাতারও শুশ্রূষা করিবে, সংশয় নাই। সেই শুশ্রূষায় তুমি মহতী সিদ্ধি লাভ করিবে,

জাতিস্মর হইবে এবং স্বর্গেও গমন করিবে; শাপ ক্ষয় হইলে পর পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ হইবে।

হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে সেই উগ্রতেজা ঋষি আমাকে এইরূপে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তিনি আমার প্রতি এইরূপে প্রসন্নও হইয়াছিলেন। হে দ্বিজসত্তম! অনন্তর আমি সেই ঋষির শরীর হইতে বাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে আশ্রমে আনয়ন করিলাম; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে আমার যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল এবং পরেও আমাকে যেরূপে স্বর্গাভিমুখে গমন করিতে হইবে, তৎসমুদয় আপনারে কহিলাম।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে! মনুষ্যেরা এইরূপেই এই সমস্ত সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব তোমার উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত হয় না। তুমি লোকবৃত্তান্তের তত্ত্বজ্ঞ ও নিয়তই ধর্ম্ম-পরায়ণ; অতএব আপনার জাতি জানিয়াই দুষ্কৃত কর্ম্ম করিয়াছ। হে বিদ্বন্! স্বজাতির বিহিত হওয়াতে তোমার কর্ম্মদোষও নাই; যাহা হউক, তুমি আর কিছু কাল অবস্থান কর, পরে পুনরায় ব্রাহ্মণ হইবে। আমার বিবেচনায় তুমি সম্প্রতিও ব্রাহ্মণ, ইহাতে সংশয় নাই; কারণ যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল-দুরিতাচারী হইয়া পতনীয় অসৎ কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকে, সে শূদ্রতুল্য হয় এবং যে শূদ্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম্ম-বিষয়ে সতত উদ্যমান্বিত, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি; কেননা ব্রাহ্মণ হইবার কারণ একমাত্র সচ্চরিত্র। হে নরোত্তম! কর্ম্মদোষে লোকে ভয়ঙ্কর বিষমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পরন্তু আমি বোধ করি এক্ষণে তোমার দোষ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে; অতএব তোমার উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত হইতেছে না; যেহেতু ত্বাদৃশ লোকবৃত্তান্ত-তত্ত্বজ্ঞ ও নিয়ত ধর্ম্মপরায়ণ মানবেরা বিষাদের পরতন্ত্র হন না।

ব্যাধ কহিল, প্রজ্ঞাদ্বারা মানসিক দুঃখ এবং ঔষধদ্বারা শারীরিক দুঃখ বিনষ্ট করিবেক, ইহাই বিজ্ঞানের সামর্থ্য; অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞেরা বালকদিগের তুল্য হইবেন না। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরাই অনিষ্ট বিষয়ের সম্প্রয়োগ ও প্রিয় বিষয়ের বিপ্রয়োগ হইলে মানসিক দুঃখে সংযোজিত হইয়া থাকে। ফলত সমুদয় ভূতবর্গই গুণকার্য্য সুখ-দুঃখ-মোহে সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়; এই শোকস্থান কেবল এক ব্যক্তির বিদ্যমান থাকে না। এরূপ হওয়াতে লোকে অনিষ্টাপাত দর্শন করত ত্বরায় তাহা হইতে বিরত হয়; আর যদি উপক্রম-সময়ে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহার প্রতিকারও করে। যে ব্যক্তি ঐ অনিষ্টাপাত-জন্য শোক করে, তাহার কিছুই ফল দর্শে না, কেবল পরিতাপমাত্র হয়। জ্ঞানতৃপ্ত যে সমস্ত মনীষী মানবেরা সুখ ও দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই সুখে বর্দ্ধিত হন। মূঢ়েরাই অসন্তোষ-পরায়ণ হয়, পণ্ডিতেরা সন্তোষ লাভ করেন; অসন্তোষের অন্ত নাই, অতএব তুষ্টিই পরম সুখ। যাঁহারা জ্ঞানপথ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পরম গতি সন্দর্শন করত আর শোক করেন না। ফলত বিষাদে মন করা কর্ত্তব্য নহে; বিষাদ উত্তম বিষ-স্বরূপ; ক্রোধপরীত ভুজঙ্গের ন্যায়, উহা অকৃতবুদ্ধি মূর্খ ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে। বিক্রমের সময় উপস্থিত হইলে বিষাদ যাহাকে অভিভূত করে, সেই তেজোহীন ব্যক্তির পুরুষার্থ থাকে না। কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল অবশ্যই দৃশ্যমান হয়; নতুবা কেবল নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া লোকে কিছুমাত্র শুভ লাভ করিতে পারে না। বিষাদে নিমগ্ন না হইয়া বরং যাহাতে দুঃখের পরিমোচন হইতে পারে, এতাদৃশ উপায় অবেক্ষণ করাও বিধেয়; অতএব শোকে মন না করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিবেক; এবং মুক্ত হইয়া ব্যসন-রহিত হইবেক। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই কৃতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা ভূতবর্গের অনি-

ত্যেতা সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়া পরম গতি সন্দর্শন করত আর শোক করেন না। হে বিদ্বন্! আমিও শোক করি না, কেবল কালাকাঙ্ক্ষী হইয়া অবস্থিত আছি। হে ব্রহ্মন্! হে সত্তম! এই সমস্ত নিদর্শন-দ্বারা আমি অবসাদ প্রাপ্ত হই না।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি জ্ঞানবান্ ও মেধাবী; তোমার বুদ্ধিও অতিমহতী; তোমার প্রতি আমি কোনক্রমে শোক করি না, যেহেতু তুমি জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছ। তোমার কল্যাণ হউক, সংপ্রতি আমি তোমার নিকটে বিদায় গ্রহণ করি; ধর্ম্ম তোমারে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। হে ধার্ম্মিক-প্রবর! ধর্ম্ম-বিষয়ে তোমার সর্ব্বথা সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন ব্যাধ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে "যথা আজ্ঞা" এই কথা বলিল। অনন্তর দ্বিজসত্তম কৌশিক তাহারে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। গমনানন্তর সেই ব্রাহ্মণ যথান্যায়ে সংযত-চিত্ত হইয়া তৎকালে বৃদ্ধ মাতা পিতার প্রতি সর্ব্বপ্রকার শুশ্রূষা করিলেন। হে ধার্ম্মিক-প্রবর তাত যুধিষ্ঠির! তুমি ধর্ম্ম-বিষয়ে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায়ই তোমার নিকটে এই সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইল। হে সত্তম! পতিব্রতার মাহাত্ম্য এবং ব্রাহ্মণ-সমীপে ধর্ম্মব্যাধ-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত মাতা পিতার শুশ্রূষা, সমস্তই কথিত হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে সকল ধর্ম্মজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ মুনিসত্তম! আপনি যে অনুত্তম ধর্ম্মাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন, ইহা অতিশয় অদ্ভুত। হে বিদ্বন্! ইহার সুখশ্রব্যতা-প্রযুক্ত আমার পক্ষে যেন মুহূর্ত্ত-কাল-মাত্র গত হইল; হে ভগবন্! এই উত্তম ধর্ম্ম শ্রবণ করত আমি কোন ক্রমে পরিতৃপ্ত হইলাম না।

পতিব্রতোপাখ্যানে দ্বিজব্যাধ-সংবাদ ও পঞ্চ-দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ তৎকালে এই ধর্ম্মসংযুক্তা শুভময়ী কথা শ্রবণ করিয়া সেই ঋষি মার্কণ্ডেয়কে পুনরায় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! পূর্ব্বে অগ্নি কি নিমিত্তে সলিলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন? এবং অগ্নি অদৃশ্যমান হইলে মহাদ্যুতি অঙ্গিরাই বা কি নিমিত্তে স্বয়ং অগ্নি হইয়া হব্য বহন করিয়াছিলেন? হে ভার্গবসত্তম! অগ্নি একমাত্র, কিন্তু কর্ম্ম-সমূহেতে উহাঁর বহুত্ব দৃষ্ট হয়; অতএব এ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করি। হে মহামুনে! কার্ত্তিকেয় যে রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, যে রূপে তিনি অগ্নির পুত্র হইয়াছিলেন, যে প্রকারে রুদ্র হইতে সম্ভূত হইয়াছিলেন এবং যে প্রকারে গঙ্গা ও কৃত্তিকাদি মাতৃগণ তাঁহার জননী হইয়াছিলেন, আমি কৌতূহল-সমাবিষ্ট হইয়া ইহাও আপনকার নিকট যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হুতাশন যে রূপে ক্রুদ্ধ হইয়া তপস্যা করিবার নিমিত্তে সলিলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভগবান্ অঙ্গিরা যে প্রকারে স্বয়ং অগ্নি হইয়া প্রভাদ্বারা লোক-সমস্ত সন্তাপিত এবং অন্ধকার বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা এই পুরাতন ইতিহাসটি উদাহরণ দিয়া থাকেন।

হে মহাবাহো! পূর্ব্বকালে মহাভাগ অঙ্গিরা আশ্রমস্থ হইয়া উত্তম তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি হুতাশন অপেক্ষা সমধিক তেজস্বী হইয়া তৎকালে সমুদায় জগৎ বিকাশিত করিতে লাগিলেন। তেজস্বী হুতাশনও তপস্যা করিতেছিলেন, তিনি তাঁহার তেজে অতিশয় সন্তপ্ত ও গ্লানিযুক্ত হইলেন, পরন্তু কিছুই নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলেন না। অনন্তর ভগবান্ হব্যবাহন চিন্তা করিলেন, "আমি তপস্যায় ব্যাপৃত থাকাতে আমার অগ্নিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মা লোকদিগের নিমিত্তে জগতে অন্য অগ্নির সৃষ্টি

করিয়াছেন। এক্ষণে আমি কিপ্রকারে পুনরায় অগ্নি হইতে পারি।” তিনি এইরূপ চিন্তা করিবার পর দেখিতে পাইলেন, মহামুনি অঙ্গিরা অগ্নি-সদৃশ হইয়া লোক-সকলকে তাপ প্রদান করিতেছেন। তাহাতে ভীত হইয়া তিনি মন্দ মন্দ সঞ্চারে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। তখন অঙ্গিরা তাঁহারে কহিলেন, আপনি শীঘ্রই পুনর্ব্বার অগ্নি হইয়া লোকের শুভ বিধান করুন। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবন মধ্যে আপনি বিশেষরূপে পরিচিত আছেন, বিশেষত ব্রহ্মা তিমিরাপনোদন জন্য আপনাকেই প্রথমে অগ্নিত্ব-রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব হে তমোনুদ! আপনি শীঘ্রই স্বীয় অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হউন।

অগ্নি কহিলেন, লোক-মধ্যে আমার কীর্ত্তি-লোপ হইয়াছে; সংপ্রতি আপনিই হুতাশন হইয়াছেন; লোকেরা আপনাকেই পাবক বলিয়া জানিবে, আমাকে নহে। হে প্রজাপতিনন্দন! আমি অগ্নিত্ব পরিত্যাগ করি, আপনিই প্রথম অগ্নি, অর্থাৎ সূত্রাত্মা হউন, আমি দ্বিতীয় অগ্নি, অর্থাৎ বিরাট্ হইব।

অঙ্গিরা কহিলেন, হে অগ্নিদেব! আপনি তিমিরাপহারী অগ্নি হইয়া প্রজাদিগের স্বর্গসাধন হব্যবহন করুন, এবং আমাকেও প্রকৃতরূপে প্রথম পুত্র করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! অঙ্গিরার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হুতাশন তদ্রূপই করিলেন এবং সেই অঙ্গিরারও বৃহস্পতি নামা পুত্র হইলেন। হে ভারত! বহ্নি হইতে অঙ্গিরার সেই প্রথমোৎপন্ন পুত্র হইয়াছেন জানিয়া দেবতারা তৎসমীপে আগমন-পূর্ব্বক ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। পরন্তু তিনি তৎকালে দেবগণ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পশ্চাৎ তাঁহাদিগের নিকটে ব্রহ্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তখন দেবতারাও “ইনি আপনাদিগের গুরু হইলেন,” অঙ্গিরার এই বাক্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সংপ্রতি অগ্নি কথন প্রস্তাবে আমি ব্রাহ্মণ মন্ত্র-সমূহে বহুতর কর্ম্মদ্বারা খ্যাত, লোকে বিবিধ বিষয়ে প্রয়োজনীয়, মহতী প্রভা-সম্পন্ন নানাবিধ অগ্নির কথা বর্ণন করিব।

আঙ্গিরসোপাখ্যানে ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৬ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে কুরুকুল-ধুরন্ধর! ব্রহ্মার দ্বিতীয় পুত্র যে অঙ্গিরা, তাঁহার শুভানাম্নী ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত পুত্র কন্যাগণের বিবরণ আমার নিকট শ্রবণ কর। হে রাজন্! তাঁহার পুত্র বৃহস্পতি। তাঁহার কীর্ত্তি, শারীরিক তেজ, বেদাধ্যয়ন, মন, মন্ত্রণা ও মানসিক প্রতিভা অতিশয় বৃহতী ছিল বলিয়া তাঁহার নাম বৃহস্পতি হইয়াছিল। অঙ্গিরার প্রথম কন্যা দেবী ভানুমতী। পশ্চাদুক্ত সমুদয় সন্ততিগণ-মধ্যে তিনি অপ্রতিমরূপ-সম্পন্না ছিলেন। অঙ্গিরার দ্বিতীয় কন্যা রাগা। তাঁহার প্রতি সমস্ত ভূতবর্গেরই তখন অনুরাগ জন্মিয়াছিল; তাদৃশ রাগ-হেতু বলিয়া তাঁহার নাম রাগা হয়। শরীরের কৃশতা-বশত দৃশ্যাদৃশ্য হওয়াতে লোকেরা যাঁহারে রুদ্রকন্যা-সদৃশী বলিয়া বর্ণন করে, সেই সিনীবালী অঙ্গিরার তৃতীয় কন্যা। তাঁহার চতুর্থ কন্যা অর্চ্চিষ্মতী। তদীয় প্রভাদ্বারা লোকে রাত্রিকালেও রূপাদি সন্দর্শন করে। অঙ্গিরার পঞ্চম কন্যা হবিষ্মতী। তাঁহাতেই হবিঃপ্রদানদ্বারা দেবতাদিগের পূজা হয় বলিয়া তাঁহার নাম হবিষ্মতী হইয়াছে। পুণ্যজনিকা অঙ্গিরার ষষ্ঠ কন্যাকে লোকে মহিষ্মতী বলে। হে মহামতে! অঙ্গিরার সপ্তম কন্যা মহামতী বলিয়া কথিত হন। তিনি সোমযাগাদি দীপ্তিশালী মহাযজ্ঞ-সমূহেতে মহামতী বলিয়াই বিখ্যাত আছেন। অপিচ যে ভগবতীকে অবলোকন করিয়া “ইনি অদ্বিতীয়া ও অংশ-রহিতা,” এই কথা বলিয়া লোকে বিস্ময়সূচক কুহু কুহু ধ্বনি করে, অঙ্গিরার সেই অষ্টম

কন্যা উক্ত কারণ-বশত কুহু নামেই কীর্ত্তিত হন।

আঙ্গিরসোপাখ্যানে সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৭ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বৃহস্পতির হিমকরাক্রান্তা তারানাম্নী যে যশস্বিনী পত্নী ছিলেন, তিনি হুতাশনাত্মক ছয় পুত্র ও একটি পুত্রিকা উৎপাদন করেন। দর্শ-পৌর্ণমাসাদি প্রত্যেক প্রধান প্রধান যজ্ঞেতেই যে অগ্নির উদ্দেশে ঘৃতাহুতি বিহিত হয়, সেই অগ্নি বৃহস্পতির মহাব্রত-সম্পন্ন শংযুনামা পুত্র। এই বীর্য্যবান্ অগ্নি বহুতর-প্রভান্বিত শিখা-সমূহদ্বারা প্রদীপ্ত হন। চাতুর্ম্মাস্য ও অশ্বমেধ যজ্ঞেতে ইহাঁর আরাধন-বিষয়ে প্রথম পশু প্রকল্পিত হইয়া থাকে। শংযুর অপ্রতিম-রূপ-সম্পন্না ভার্য্যার নাম সত্যা। তিনি সত্যের নিমিত্তে ধর্ম্ম হইতে উৎপন্না হন। ঐ শংযুর পুত্র অতিশয় প্রদীপ্ত অগ্নি এবং তিনটি কন্যাও অতি সুব্রত-পরায়ণা। দর্শাদি যজ্ঞেতে যে অগ্নি প্রথম আজ্য-ভাগদ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন, ভরদ্বাজ নামে সেই অগ্নি শংযুর প্রথম পুত্র বলিয়া উক্ত হন। সমুদয় পৌর্ণমাস্য যজ্ঞেতে যাঁহার উপরে স্রুক্ নামক পাত্রদ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হয়, সেই অগ্নির নাম ভরত। তিনি শংযুর দ্বিতীয় পুত্র। শংযুর অপর যে তিনটি কন্যা হন, ঐ উর্জ্জাপর-নামা ভরত তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ। সেই উর্জ্জভরতের পুত্র ভরত এবং ভরতী নাম্নী একটি কন্যা। ভরণকারী প্রজাপতি ভরত অগ্নির পুত্র পাবক। হে ভরতসত্তম! তিনি অতিমাত্র মহিত, অর্থাৎ পূজিত হন বলিয়া তাঁহার আর একটি নাম মহান্।

শংযুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরদ্বাজের ভার্য্যা বীরা। তিনি বীর নামক পুত্রের দেহ-বিধায়িনী। ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, সোমের ন্যায় ঐ বীরের উপাংশু মন্ত্র-সহকারে আজ্যদ্বারা পূজা বিহিত হয়। যিনি দ্বিতীয় আজ্যদ্বারা সোমের সহিত যুক্ত হন, তাঁহাকে রথপ্রভু, রথাধ্বান ও কুম্ভরেতা বলে। তিনি সরযূ-নাম্নী ভার্য্যাতে সিদ্ধি নামক পুত্র উৎপাদন করত তদীয় প্রভাপুঞ্জদ্বারা সূর্য্যকে সমাবৃত করিয়াছিলেন; যেহেতু সেই সিদ্ধি অগ্নি-দৈবত যজ্ঞের মানয়িতা হন বলিয়া অগ্নি সম্বোধন-যুক্ত মন্ত্র-সমূহেতে নিয়তই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

বৃহস্পতির দ্বিতীয় পুত্র নিশ্চ্যবন অগ্নি। তিনি যশ, তেজ ও শ্রী হইতে কদাচ চ্যুত হন না বলিয়া তাঁহার নাম নিশ্চ্যবন হইয়াছে। ঐ অগ্নি কেবল পৃথিবীকেই স্তব করেন। নিশ্চ্যবনের পুত্র সত্য। ঐ অগ্নি বিগতপাপ্মা, মালিন্য-বিনির্ম্মুক্ত, বিশুদ্ধ ও পাপ-রহিত হইয়া শিখাদ্বারা নিয়ত প্রজ্বলিত হন। এই সত্যই সময় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। সত্যের আর একটি নাম নিষ্কৃতি। যিনি এই সংসারে আর্ত্ত-নাদকারী প্রাণিগণের নিষ্কৃতি বিধান করেন, তাঁহারই নাম নিষ্কৃতি অগ্নি। সর্ব্বতোভাবে সেবিত হইলে তিনি লোকের শোভা-সম্পাদন করেন। সত্যের পুত্র স্বন। ঐ পাবক পীড়ার প্রবর্ত্তক। তিনি এই ভূমণ্ডলস্থ জনগণকে বেদনায় আর্ত্ত করেন, পশ্চাৎ তাহারা স্বয়ং চীৎকার করিতে থাকে।

বৃহস্পতির তৃতীয় পুত্র বিশ্বজিৎ। তিনি সমুদয় জগতের বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া অবস্থান করেন, এই নিমিত্ত অধ্যাত্মবেত্তা পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বিশ্বজিৎ নামা পাবক বলেন। হে ভারত! যিনি অন্তরাগ্নি বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন; যিনি দেহীদিগের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করেন; সেই অগ্নি বৃহস্পতির চতুর্থ পুত্র, সর্ব্বলোকে বিশ্বভুক্ নামে প্রসিদ্ধ। ঐ পাবক সতত ব্রহ্মচারী, সংযতাত্মা ও বিপুল-ব্রতসম্পন্ন। ব্রাহ্মণেরা পাকযজ্ঞ-সমুদায়ে তাঁহারে পূজা করিয়া থাকেন। গোমতী নাম্নী পবিত্রা নদী তাঁহার প্রেয়সী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মকারী মানবেরা তাঁহাতেই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

বড়বাগ্নি বলিয়া প্রসিদ্ধ যে পরম দারুণ অগ্নি জল

পান করেন, প্রাণবায়ুর আশ্রিত সেই ব্রহ্মিষ্ঠ বহ্নি বৃহস্পতির পঞ্চম পুত্র। ঊর্দ্ধে গতি হয় বলিয়া তাঁহার 'ঊর্দ্ধভাক্' নাম হইয়াছে। অবশিষ্ট ষষ্ঠপুত্র স্বিষ্টকৃৎ। গৃহের মঙ্গল-সংকল্পে তাঁহার প্রতি নিত্য উদগ্ধার নামক হবিঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা হবনীয় দ্রব্যজাত সুইষ্ট, অর্থাৎ সুন্দররূপে হুত হয়, এই নিমিত্তে তিনি পরম স্বিষ্টকৃৎ বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন।

সমুদয় ভূতবর্গ শান্তভাব অবলম্বন করিলে যে পাবক মন্যুরূপী হন, সেই ক্রোধপূর্ণ বৃহস্পতির তেজে মন্যস্তী নাম্নী পুত্রিকা জন্মগ্রহণ করেন, সেই ক্রুর-স্বভাবা দারুণা বহ্নিকন্যা 'স্বাহা' নাম ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। সত্ত্বাদি গুণত্রয় ভেদে স্বাহার তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে রাজসী স্বাহার পুত্র কামপাবক। স্বর্গলোকে তাঁহার সদৃশ রূপবান্ আর কেহই নাই। এইরূপ অতুল্যতা-প্রযুক্ত দেবতারা তাঁহার নাম রাখেন কাম। তামসী স্বাহার পুত্র অমোঘ পাবক। তিনি 'নিশ্চয় জয় করিব' এইরূপ উৎসাহভরে ক্রোধ ধারণ-পূর্ব্বক ধন্বী, স্রগ্বী ও রথস্থ হইয়া সমরে শত্রুকুল সংহার করেন। সাত্ত্বিকী স্বাহার পুত্র মহাভাগ উক্থ। তিনি ঊর্দ্ধ অর্থাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্তির প্রয়োজক বলিয়া তাঁহার নাম উক্থ হইয়াছে। অপিচ যাহা হইতে কর্ম্মফল উত্থিত হয়, তাহাকেও উক্থ বলা যায়। কর্ম্মোত্থাপক শরীর উক্থ; শরীরোত্থাপক প্রাণ উক্থ; প্রাণোত্থাপক পরমাত্মাও উক্থ। প্রথমোক্ত উক্থ শেষোক্ত উক্থত্রয়-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে স্তুত হন, অর্থাৎ তৎসমুদায়ের সহিত একাত্মভাবে অবস্থিতি করেন। তিনি ব্রহ্মকথার আবির্ভাব করিয়া দেন, এই নিমিত্তে বেদাচার্য্যেরা তাঁহাকে সমাশ্বাস, অর্থাৎ মুক্তিরূপ বিশ্রামের হেতু বলিয়া বর্ণন করেন।

আঙ্গিরসোপাখ্যানে অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১৮॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই উক্থ 'আমি একটি ধর্ম্মিষ্ঠ ও ব্রহ্মার সদৃশ যশস্বী পুত্র লাভ করিব,' এই মনে করিয়া পুত্রের নিমিত্ত বহুবর্ষব্যাপী তীব্রতর তপস্যাচরণ করিলেন। তখন কাশ্যপ, বাশিষ্ঠ, প্রাণপুত্র প্রাণ, অঙ্গিরার পুত্র চ্যবন ও সুবর্চ্চক এই পঞ্চ অগ্নি মহাব্যাহৃতি মন্ত্রদ্বারা ধ্যান করিলে পর মহতী জ্বালা-সমন্বিত, পঞ্চবর্ণ-বিশিষ্ট, জগৎ সৃষ্টি করণে সমর্থ এক তেজ উৎপন্ন হইলেন। হে ভারত! তাঁহার মস্তক প্রজ্বলিত অগ্নিবর্ণ; বাহুদ্বয় সূর্য্য-সদৃশ প্রভান্বিত; ত্বক্ ও নেত্র সুবর্ণতুল্য কান্তিযুক্ত; এবং জঙ্ঘা দুইটি কৃষ্ণবর্ণ। উক্ত পঞ্চ জনে সুতপস্যাদ্বারা তাঁহারে পঞ্চবর্ণ করেন, এই নিমিত্তে ঐ দেব তপ ও পাঞ্চজন্য বলিয়া শ্রুত হন। তিনি পঞ্চবংশের প্রবর্ত্তক। ঐ মহাতপা দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া পিতৃগণ-সম্বন্ধীয় ঘোর পাবক, অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি উৎপন্ন করত প্রজা সৃষ্টি করিলেন। তিনি মস্তক হইতে বৃহৎ এবং মুখ হইতে রথন্তর, অহোরাত্র-রূপ এই দুই দেবতার সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁরা বেগে আয়ুঃপ্রভৃতি হরণ করেন। অপিচ তিনি নাভি হইতে শিবকে, বল হইতে ইন্দ্রকে, প্রাণ হইতে বায়ু ও অগ্নিকে, বাহুযুগল হইতে উদাত্ত ও অনুদাত্ত মন্ত্রদ্বয়কে, বিশ্বে অর্থাৎ দেবাত্মক মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে এবং মহাভূতবর্গকে উৎপন্ন করিলেন। এই বিংশতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ তিনি পিতৃগণের পঞ্চ পুত্র সৃষ্টি করিলেন। হে ধীর! তন্মধ্যে বশিষ্ট-পুত্র বৃহদ্রথের সন্তান প্রণিধি; কাশ্যপের সন্তান বৃহত্তর; চ্যবনের সন্তান ভানু; সুবর্চ্চকের সন্তান সৌরভ এবং প্রাণের সন্তান অনুদাত্ত। এই পঞ্চবিংশতি প্রজা ব্যাখ্যাত হইল। এতদ্ভিন্ন তপ যজ্ঞাপহারী অপর পঞ্চদশ পাশ্চাত্য দেবতা, অর্থাৎ অসুরদিগকে সৃষ্টি করিলেন। সুভীম, অতিভীম, ভীম, ভীমবল ও অবল; সুমিত্র, মিত্রবান্, মিত্রজ্ঞ, মিত্রবর্দ্ধন ও মিত্রধর্ম্মা; সুরপ্রবীর, বীর, সুবেশ, সুরবর্চ্চাঃ ও

সুরহন্তা; এই পঞ্চদশ দেবতাকে তপ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁরা পৃথক্ পৃথক্ পাঁচ পাঁচটি করিয়া ত্রিবিধ সংস্থানে সংস্থিত হইয়াছেন। পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া ইহাঁরা স্বর্গস্থ যজ্ঞযাজীদিগের যজ্ঞ মোষণ করেন। ইহাঁরা তাঁহাদিগের যজ্ঞ হরিয়া লন এবং মহৎ হবিও বিনষ্ট করিয়া দেন। হুতাশনদিগের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়াই ইহাঁরা ঐরূপ হরণ ও ধ্বংস-বিধান করিয়া থাকেন। এই হেতু সুকৌশল-সম্পন্ন যাজ্ঞিকেরা বহির্ব্বেদীতে উহাঁদিগের আজ্যভাগ প্রকল্পিত করেন। ঐ বহির্ব্বেদীস্থ বহ্নিসন্নিধানে উহাঁরা সেই আজ্যভাগ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতে পারেন না। উহাঁরা যে ঊর্দ্ধে যজমানের আজ্য বহন করেন, তাহা পক্ষযুগলদ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়; পরন্তু মন্ত্র-সমূহদ্বারা প্রশমিত হইলে উহাঁরা আর যজ্ঞীয় হবির্ম্মোষণ করেন না।

তপের বৃহদুক্‌থ নামা আর এক পুত্র ভূমি আশ্রয় করিয়া আছেন। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে সাধুরা পৃথিবীতে তাঁহার অর্চ্চনা করেন। তপের যে পুত্রটি রথন্তর অগ্নি বলিয়া পরিপঠিত হন, তদ্বিষয়ে অধ্বর্য্যুরা এইরূপ জানেন যে, তাঁহার নিমিত্তে যে হবিঃ-প্রকল্পিত হয়, তাহা মিত্রবিন্দ, অর্থাৎ মহাবিরাটের উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রথন্তর অগ্নিই মহাবিরাট্; সুতরাং তিনি বৃহস্পতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহাযশা তপ এইরূপে পুত্রগণদ্বারা পরম প্রীত হইয়া হর্ষলাভ করিয়াছিলেন।

আঙ্গিরসোপাখ্যানে একোনবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১৯॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, শংযুর পুত্র ভরত-নামা পাবক বহুল গুরুতর নিয়মদ্বারা সংযতচিত্ত ছিলেন। ঐ অগ্নির অপর নাম পুষ্টিমতি। উনি তুষ্ট হইলে পুষ্টি প্রদান করেন। এই অগ্নি সমুদয় প্রজাদিগকে ভরণ করেন বলিয়া ভরত-নামে উক্ত হন। অপিচ তপের তৃতীয় পুত্র শিব নামে যে অগ্নি, তিনি শক্তিপূজাপরায়ণ। দুঃখার্ত্ত প্রাণী-সকলের সতত শিবকারী হন বলিয়া তাঁহার নাম শিব হইয়াছে। তপ অগ্নির মহতী তপস্যার ফল স্বরূপ ঐশ্বর্য্য অতিশয় প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল দেখিয়া, উত্তরাধিকারিত্বরূপে তাহা হরণ করিবার মানসে পুরন্দর নামে তাঁহার একটি মতিমান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। উষ্মা নামক আর একটি পুত্রও জন্মিলেন। তিনি ভূতগণমধ্যে উষ্মা হইতে লক্ষিত হন। মনু-নামা অগ্নিও উৎপন্ন হইলেন। তিনি প্রজাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা তদনন্তর শম্ভু অগ্নির জন্ম কথা বলেন। তৎপরে আবসথ্য অগ্নির জন্ম হয়। দ্বিজাতিগণ তাঁহাকে মহাপ্রভান্বিত প্রদীপ্ত অগ্নি বলিয়া বর্ণন করেন। পূর্ব্বোক্ত প্রজাসৃষ্টির পর তপ সুবর্ণসদৃশ-প্রভ ঊর্জ্জস্কর নামক এই পাঁচটি হুতাশন উৎপন্ন করেন। পৃথিবীতে ইহাঁরা যজ্ঞীয় সোমভাগী।

অস্তগমন কালে পরিশ্রান্ত মহাভাগ সূর্য্য প্রশান্ত-নামা অগ্নি হন। তাঁহাকেও তপ অগ্নি উৎপন্ন করেন। তিনি ঘোরমূর্ত্তি অসুরদিগকে এবং নানাবিধ মর্ত্ত্যগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তপের পুত্র প্রজাপতি ভানুকে অঙ্গিরাও সৃষ্টি করেন। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ ঐ ভানুকে বৃহদ্ভানু নামে বর্ণন করিয়া থাকেন। ভানুর ভার্য্যা সুপ্রজা ও সূর্য্যকন্যা বৃহদ্ভাসা। উহাঁরা উভয়ে ছয় পুত্র উৎপন্ন করেন। উহাঁদিগের প্রজাবিবরণ শ্রবণ কর। যিনি দুর্ব্বল প্রাণিগণের বল প্রদান করেন, সেই অগ্নিকে পণ্ডিতেরা 'বলদ' বলিয়া থাকেন। তিনি ভানুর প্রথম পুত্র। ভূতগণ শান্তভাব অবলম্বন করিলে, যিনি দারুণ মন্যুরূপী হন, সেই অগ্নির নাম মন্যুমান্। তিনি ভানুর দ্বিতীয় পুত্র। দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞেতে যাঁহার উদ্দেশে হবিঃ প্রদত্ত হইবার কথা উক্ত হয়; ইহলোকে যে অগ্নি বিষ্ণু-

নামে প্রসিদ্ধ; তিনিই ভানুর তৃতীয় পুত্র, ধৃতিমান্-নামা অঙ্গিরা। ইন্দ্রের সহিত যাঁহারে আগ্রয়ণ-নামক হবিঃপ্রদত্ত হইবার কথা স্মৃত হইয়াছে, তাঁহার নাম আগ্রয়ণ অগ্নি। তিনি ভানুর চতুর্থ পুত্র। বিশ্বদেব পঞ্চম পুত্র। তিনি চাতুর্ম্মাস্য যাগে নিত্য বিহিত আগ্নেয়-প্রভৃতি অষ্ট প্রকার হবির উদ্ভব স্থান। তাঁহার অপর নাম অগ্রহ। ভানুর ষষ্ঠ পুত্র স্তুত।

ঐ ভানুনামা মনুর নিশা-নাম্নী আর এক পত্নী ছিলেন। তিনি এক কন্যা, অগ্নীষোম ও অপর পঞ্চ পাবক, সমুদায়ে আটটি অপত্য প্রসব করেন। যে শ্রীমান্ পাবক চাতুর্ম্মাস্য যাগে প্রথম হবির্দ্বারা পর্জ্জন্যের সহিত পূজিত হন, তিনি বৈশ্বানর নামা অগ্নি। মনুর শেষোক্ত পঞ্চপুত্রের মধ্যে তিনিই প্রথম। যিনি এই সমুদয় লোকের প্রভু বলিয়া পরিপঠিত হন, সেই অগ্নির নাম বিশ্বপতি। তিনি মনুর দ্বিতীয় পুত্র। মনুর যে কন্যা, তাঁহার নাম রোহিণী। তাঁহা হইতে আজ্য সুন্দররূপে ইষ্ট হয় বলিয়া তিনি পরম স্বিষ্টকৃৎ হইয়াছেন। তিনি কর্ম্মদোষে দুহিতা হইয়া হিরণ্যকশিপুর ভার্য্যা হইয়াছিলেন, কিন্তু বস্তুত তিনি প্রজাপতি বহ্নি। যিনি প্রাণবায়ু-সমস্ত আশ্রয় করিয়া দেহীদিগের দেহ প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহার নাম সন্নিহিত। তাঁহা হইতে শব্দ ও রূপের গ্রহণ হইয়া থাকে। তিনি মনুর তৃতীয় পুত্র। যে দেবের গমন-মার্গ শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ, অর্থাৎ অপুনরাবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তিরূপ ফল সাধক; যিনি হুতাশনের অবলম্বস্থল; স্বয়ং কল্মষ-শূন্য হইলেও যিনি ক্রোধাশ্রিত হইয়া কল্মষ, অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম-সকলের অনুষ্ঠাতা হন; এবং এই কারণে যতিগণ যাঁহারে নিয়ত পরমর্ষি কপিল বলিয়া থাকেন; তিনিই মনুর চতুর্থ পুত্র, সাংখ্য-যোগ-প্রবর্ত্তক কপিল-নামা অগ্নি। বৈশ্বদেবান্ত মানবীয় যজ্ঞার্থে যাহা প্রদত্ত হয়, তাহার নাম অগ্র। পৃথিবীতে নানাবিধ কর্ম্ম-কালে ভূতগণ যাঁহার দ্বারা ভূতগণের প্রতি ঐ অগ্র প্রদান করে, তাঁহারে অগ্রণী বহ্নি বলা যায়। তিনি মনুর পঞ্চম পুত্র।

দূষিত অগ্নিহোত্রের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত মনু, পৃথিবীতে বিখ্যাত অপর এই রৌদ্রমূর্ত্তি পাবক-সমুদায়েরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যখন বায়ু-সহ-যোগে অগ্নি-সকল কথঞ্চিৎ পরস্পর সংস্পৃষ্ট হন, তখন শুচি অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল-নামক যজ্ঞ-দ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য। দক্ষিণাগ্নি যখন অপর দুই অগ্নি-দ্বারা সংসৃষ্ট হন, তখন বীতি অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞদ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য। নিবেশস্থ অগ্নি-সকল যদি দবাগ্নিদ্বারা সংস্পৃষ্ট হন, তাহা হইলে শুচি অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞদ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য। যদি ঋতুমতী রমণী অগ্নিহো-ত্রিক অগ্নিকে সংস্পর্শ করে, তাহা হইলে দস্যুমান্ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞদ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য। অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান-সময়ে যদি কোন মৃত জীবের কথা শ্রুত হয়, অথবা যদি পশু-সকল মৃত হয়, তাহা হইলে সুরমান্ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞদ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ পীড়িত হইয়া ত্রিরাত্র অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান না করেন, তাঁহার উত্তর অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞদ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য। যাঁহার দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাঁহার পথিকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞদ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য। যখন সূতিকাগ্নি অগ্নিহোত্রিক অগ্নিকে সংস্পর্শ করে, তখন অগ্নিমান্ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞদ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য।

আঙ্গিরসোপাখ্যানে বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২০।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সলিল-মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ সহ-নামা অগ্নির মুদিতা নামে পরম প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিলেন। ভূলোক ও ভুবর্লোকের অধীশ্বর সহ ঐ

ভার্য্যাতে অদ্ভুত নামে পরম পাবক উৎপন্ন করেন। উপদেশ-পরম্পরা-বিশিষ্ট দ্বিজাতিগণ-মধ্যে সকলে ঐ অদ্ভুত পাবককে সর্ব্বেশ্বর জ্ঞান করিয়া জরায়ুজাদি সমুদয় প্রাণিগণের আত্মা ও ভুবনভর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেই মহাতেজা ভগবান্ পাবক বিয়দাদি সমস্ত মহাভূতবর্গেরও অধিপতি হইয়া নিয়ত বিচরণ করিতেছেন। ঐ পাবক গৃহপতি নামা অগ্নি হইয়া যজ্ঞ-সমুদায়ে নিত্য পূজিত হন, এবং ইহলোকে যে কিছু হব্য হুত হয়, তাহা বহন করেন। এই সহপুত্র মহাভাগ মহাদ্ভুত অগ্নি সলিল-সকলের গর্ভ-স্বরূপ, ভূপতি ভুবভর্ত্তা ও মহতের পতি বলিয়া উক্ত হন। তাঁহার পুত্র ভরত নামা অগ্নি মৃত প্রাণীসকলকে দহন করেন। ভরতের শ্রেষ্ঠ পুত্র ক্রতু, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে নিয়ত নামে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

সেই প্রথম বহ্নি প্রভাবান্বিত সহ, দেবগণ-কর্ত্তৃক নিত্য অন্বেষিত হন; যেহেতু তিনি নিজ পৌত্র নিয়তকে আগমন করিতে দেখিয়া তদীয় সংস্পর্শ-ভয়ে অর্ণবে প্রবেশ করেন। দেবতারা প্রত্যেকদিকে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর অগ্নি তীব্রতপস্যান্বিত অঙ্গিরাকে দেখিয়া এই কথা বলিলেন, হে বীর! আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছি, অতএব আপনিই দেবতাদিগের হব্য বহন করুন! আপনি পিঙ্গাক্ষ অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার এই প্রিয় কার্য্যটি করুন।

অগ্নি, অথর্ব্বাঙ্গিরাকে এইরূপ আদেশ করিয়া, পরে অন্য দেশে গমন করিলেন; পরন্তু মৎস্যেরা তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিল। তাহাতে অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোরা বিবিধপ্রকারে শরীরিগণের ভক্ষ্য হইবি। মৎস্যগণ-কর্ত্তৃক সমাখ্যাত হইলেও হব্যবাহ পুনর্ব্বার অথর্ব্বাঙ্গিরাকে সেইরূপ বাক্য কহিলেন। দেববাক্যে সাতিশয় অনুনীত হইলেও তিনি বিচেতন হইয়া সমস্ত হব্যবহন করিতে ইচ্ছা করিলেন না; অপিতু শরীর পরিত্যাগ করিলেন। সেই অগ্নের শরীর পরিত্যাগ করিয়া তৎকালে তিনি ধরাতলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভূমিস্পর্শ-পূর্ব্বক নানাবিধ পৃথক্ পৃথক্ ধাতু-নিবহ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার পূয় হইতে গন্ধ ও তেজ, অস্থি-সকল হইতে দেবদারু, শ্লেষ্ম হইতে স্ফটিক, পিত্ত হইতে মরকত এবং যকৃৎ হইতে কৃষ্ণায়স উৎপন্ন হইল। ঐ কাষ্ঠ, পাষাণ ও লৌহ, ত্রিবিধ পদার্থদ্বারাই প্রজাগণ শোভিত হইয়াছে। হে রাজন্! তাঁহার নখসকল অভ্রপটল ও শিরাজাল বিদ্রুম হইল। তদ্ভিন্ন তাঁহার শরীর হইতে সুবর্ণপারদাদি অন্যান্য ধাতু-সকলও উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপে শরীর পরিত্যাগ করিয়া তিনি পরম তপস্যায়, অর্থাৎ আত্মালোচনাত্মক নিরুপাধিক ধ্যানে অবস্থিত রহিলেন; পরন্তু ভৃগুও অঙ্গিরাদি-কর্ত্তৃক তপস্যা-সহকারে পুনরায় উত্থাপিত হইলেন। তেজস্বী শিখী তৎকালে তপস্যাদ্বারা সমধিক বিবর্দ্ধিত হওয়ায় অতিশয় প্রজ্বলিত হইলেন, কিন্তু অথর্ব্বাঙ্গিরা ঋষিকে দেখিয়া ভয়-প্রযুক্ত পুনরায় মহার্ণবে প্রবেশ করিলেন। অগ্নি নষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ ভীত হইয়া অথর্ব্বাঙ্গিরাকে আশ্রয় করিল এবং দেবাদি সকলেও ঐ অথর্ব্বাকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তখন অথর্ব্বা স্পৃহাযুক্ত সমস্ত ভূতগণের সমক্ষে মহার্ণবকে উন্মথিত করিলেন এবং তদ্দ্বারা পাবকের সন্দর্শন পাইয়া স্বয়ং লোক-সকলের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পূর্ব্বে এইরূপে অগ্নি নষ্ট হইয়াছিলেন, পরে ভগবান্ অথর্ব্বা-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের হব্য বহন করিতেছেন। মহার্ণবে ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া হুতাশন বিবিধ দেশে বিচরণ করত এইরূপে বেদোক্ত বহুসংখ্যক বহুবিধ বহ্নি-সমস্ত উৎপন্ন করিয়াছিলেন। হে ভারত! সিন্ধু নদ, পঞ্চনদ, শোণ, দেবিকা, সরস্বতী, গঙ্গা, শতকুম্ভা, সরযূ, গণ্ডকী, চর্ম্মণ্বতী, মহী, মেধ্যা, মেধাতিথি, তাম্রাবতী, বেত্রবতী, কৌশিকী, তমসা, নর্ম্মদা, গোদা-

বরী, বেণ্ণা, উপবেণ্ণা, ভীমা, বড়বা, ভারতী, সুপ্রয়োগা, কাবেরী, মুর্ম্মুরা, তুঙ্গবেণ্ণা ও কপিলা, এই সমস্ত নদী অগ্নিদিগের মাতৃগণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

অদ্ভুত অগ্নির প্রিয়ানাম্নী ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার যত পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিভু জ্যেষ্ঠ পুত্র। ফলত, যাবৎ সংখ্যক পাবক উক্ত হইয়াছেন, সোম যজ্ঞও তাবৎ সংখ্যক উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মার অগ্নিরূপা মানসী প্রজা-অত্রির বংশেও উৎপন্ন হন। অত্রি সেই সৃষ্টিকামী অগ্নি-সকলকেই পুত্ররূপে আত্মাতে ধ্যান করিলেন, তাহাতে তাঁহার সেই ব্রহ্মকায় হইতে হুতাশন-সকল বিনিঃসৃত হইলেন। এই অপরিমিত-প্রভাবান্বিত, শ্রীসম্পন্ন, তিমিরাপহ, মহাত্মা অগ্নিগণ যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার নিকটে আমি এই কীর্ত্তন করিলাম। বেদ-সকলেতে অদ্ভুত অগ্নির মাহাত্ম্য যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সমুদয় অগ্নিরই তাদৃশ মাহাত্ম্য জানিবে; যেহেতু এই হুতাশন একমাত্র। এই ভগবান্ প্রথম অগ্নিকে একমাত্রই জানিতে হইবে। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ন্যায় ইনি অঙ্গিরার দেহ হইতে বহুপ্রকারে নিঃসৃত হইয়াছেন। যাঁহারা বিবিধ মন্ত্রদ্বারা অর্চ্চিত হইয়া দেহীদিগের হব্য বহন করেন, অগ্নি-সকলের সেই সুমহান্ বংশ আমি এই কীর্ত্তন করিলাম।

আঙ্গিরসোপাখ্যান ও একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২১ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে অনঘ কুরুনন্দন! আমি অগ্নিদিগের বিবিধ বংশ তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে ধীমান্ কার্ত্তিকেয়ের জন্মবিবরণ শ্রবণ কর। ব্রহ্মর্ষি-ভার্য্যাগণদ্বারা অমিততেজা অদ্ভুত অগ্নির যে ব্রহ্মনিষ্ঠ কীর্ত্তিবর্দ্ধন অভিনব কুমার উৎপন্ন হন, তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণন করিব।

পূর্ব্বে দেব ও অসুরগণ যত্নপরায়ণ হইয়া পরস্পর বিনিহত করিতেন। তাহাতে ঘোররূপী দানবেরা নিয়তই দেবগণকে পরাজিত করিত। তৎকালে পুরন্দর তাহাদিগের কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্যকে বহুবার বধ্যমান হইতে দেখিয়া একজন সেনানীর নিমিত্তে অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন। "দানবেরা দেবসেনাকে ভগ্ন করিয়া দিতেছে দেখিয়া যে মহাবল ব্যক্তি স্বীয় বীর্য্য আশ্রয়-পূর্ব্বক তাহারে রক্ষা করিতে পারেন, আমাকে এতাদৃশ কোন পুরুষের সন্ধান জানিতে হইবে," এইরূপ মনে করিয়া তিনি মানস শৈলে গমন-পূর্ব্বক ঐ বিষয় অতিমাত্র চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে, "কোন পুরুষ আমার নিকটে ধাবমান হইয়া আসুন এবং আমার পরিত্রাণ করুন; তিনি আমার পতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিউন, অথবা আপনিই আমার পতি হউন," স্ত্রীলোকের কণ্ঠবিনিঃসৃত এই প্রকার ঘোরতর আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিলেন। অনন্তর পুরন্দর সেই কামিনীকে কহিলেন, ভয় করিও না, তোমার কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই। এইরূপ কহিয়া তিনি পরে দেখিতে পাইলেন, কেশীনামা অসুর কিরীটী ও গদাপাণি হইয়া সেই কন্যাকে হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক ধাতুমান্ অচলের ন্যায় সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন বাসব তাহাকে বলিলেন, অরে অনার্য্যকর্ম্মন্! তুই কি নিমিত্তে এই কন্যাকে হরিয়া লইতে ইচ্ছা করিতেছিস্? আমাকে বজ্রধারী ইন্দ্র বলিয়া নিশ্চয় কর, ইহাঁরে বাধা দিতে বিরত হ।

কেশী কহিল, শক্র! আমি এই রমণীকে প্রার্থনা করিয়াছি; অতএব তুমিই ইহারে পরিত্যাগ কর। অহে পাকশাসন! তুমি কি জীবিত থাকিতে স্বভবনে গমন করিতে পারিবে? এই কথা বলিয়া কেশী ইন্দ্রের বধার্থে গদা নিক্ষেপ করিল। সেই গদা আপতিত হইতে হইতেই বাসব মধ্যপথে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কেশী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি একটা শৈলশিখর নিক্ষিপ্ত করিল। হে রাজন্! সেই শৈল-শৃঙ্গ আপতিত

হইতেছে দেখিয়া শতক্রতু বজ্রদ্বারা তাহা ছিন্ন করিলে ঐ খণ্ডিত শৃঙ্গ ভূতলে নিপতিত হইল। পরন্তু তখন কেশী ঐ পতনশীল শৃঙ্গদ্বারা তাড়িত হইল এবং তাহাতে অতিমাত্র পীড়িত হইয়া সেই মহাভাগা কন্যাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিল। অসুর অপগত হইলে পর, বাসব সেই কন্যাকে বলিলেন, হে শুভাননে! তুমি কে, কাহার কন্যা, এবং এস্থানেই বা কি করিয়া থাক?

স্কন্দোৎপত্তি বিবরণে দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২২ ॥
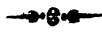
কন্যা কহিলেন, আমি প্রজাপতির কন্যা, দেবসেনা নামে বিশ্রুতা। আমার ভগিনী দৈত্যসেনা। পূর্ব্বে কেশী তাঁহারে হরণ করিয়া লইয়াছে। আমরা দুই ভগিনীতে প্রজাপতির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সখীগণের সহিত নিত্যই এই মানস শৈলে বিহারার্থে আগমন করি, এবং মহাসুর কেশীও নিত্যই আমাদিগকে হরণ করিতে প্রার্থনা করে। হে পাকশাসন! দৈত্যসেনা ইহার প্রতি অভিলাষ করে, আমি করি না। হে ভগবন্! এই কারণে এ তাহারে হরণ করিয়াছে, পরন্তু আমি আপনকার বলদ্বারা মুক্ত হইলাম। হে দেবেন্দ্র! সংপ্রতি ইচ্ছা করি, আপনি আমার একটি দুর্জ্জয় পতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

ইন্দ্র কহিলেন, দাক্ষায়ণী আমার জননী, সুতরাং তুমি আমার মাতৃস্বসার কন্যা। এক্ষণে আমি ইচ্ছা করি, তুমি আপনার বল স্বয়ং আমার নিকটে বর্ণন কর।

কন্যা কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি অবলা; কিন্তু আমার পতি বলবান্। আমার পিতার বরদানহেতু তিনি সুরাসুরগণের নমস্কৃত হইবেন।

ইন্দ্র কহিলেন, হে দেবি! হে অনিন্দিতে! তোমার পতির বল কীদৃশ হইবে, তোমার এই বাক্যটি আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

কন্যা কহিলেন, যে মহাবল-সম্পন্ন মহাবীর্য্য ব্যক্তি দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস ও সমুদায় দুষ্ট দৈত্যগণের জেতা হইবেন; যিনি আপনকার সহিত সমস্ত ভূতবর্গকে পরাজয় করিবেন, সেই কীর্ত্তিবর্দ্ধন ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ আমার ভর্ত্তা হইবেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই কন্যার বাক্য শ্রবণানন্তর ইন্দ্র অতিশয় দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিলেন যে, এই দেবী যাদৃশ পতির কথা বলিতেছেন, ইহাঁর তাদৃশ পতি বিদ্যমান নাই। অনন্তর সেই ভাস্করদ্যুতি ভগবান্ শতক্রতু দেখিতে পাইলেন, উদয়াচলে ভাস্কর রহিয়াছেন এবং মহাভাগ সোম দিবাকরে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি আরও দেখিলেন, অমাবস্যা প্রবৃত্ত হইলে ঐ রৌদ্র-মুহূর্ত্তে দেবাসুরের সংগ্রাম হইতেছে; পূর্ব্বসন্ধ্যা লোহিতবর্ণ জলদ-জালে যুক্ত হইয়াছে; বরুণালয়ের সলিলরাশি লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে; অগ্নি ভৃগু ও অঙ্গিরা-প্রভৃতি-কর্ত্তৃক পৃথগ্বিধ মন্ত্রসমূহ-দ্বারা হুত হইয়া হব্য গ্রহণ-পূর্ব্বক দিবাকরে প্রবিষ্ট হইতেছেন; এবং তৎকালে চতুর্বিংশ পর্ব্ব সূর্য্যকে এবং সূর্য্যগত তাদৃশ-ধর্ম্ম-প্রাপ্ত রৌদ্রমূর্ত্তি সোমকেও উপাসনা করিতেছেন। শশী ও ভাস্করের এইরূপ একতা এবং তাদৃশ ভয়ঙ্কর সমবায় সন্দর্শন করিয়া শক্র চিন্তা করিতে লাগিলেন, সূর্য্য ও চন্দ্রের এই যে ঘোর পরিবেশ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কেবল এই রাত্রির অবসানেই মহৎ সংগ্রামের সূচনা করিতেছে। এই সিন্ধুনদীও প্রত্যগ্র শোণিতরাশি অতিমাত্র বহন করিতেছে। অগ্নিমুখী শৃগালিনীও আদিত্যের প্রতি মুখ করিয়া চীৎকার করিতেছে। এই মহান্ সমবায়ও অতিশয় রৌদ্র ও তেজোযুক্ত; সুতরাং অগ্নি ও সূর্য্যের সহিত সোমের এই সমাগম অত্যন্ত অদ্ভুত। ইহাতে বোধ হইতেছে, যদি সোম এই সময়ে কোন পুত্র উৎপাদন করেন, তবে সেই পুত্রই এই দেবীর পতি হইতে পারেন।

অগ্নিও এই সমস্ত গুণে সংযুক্ত হইয়াছেন; অগ্নিও দেবতা; অতএব ইনি যদি কোন গর্ভ উৎপাদন করেন, তাহা হইলে সেই পুত্রও এই দেবীর পতি হইতে পারেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ বাসব তৎকালে সেই দেবসেনাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং পিতামহকে বন্দনানন্তর কহিলেন, আপনি এই দেবীর একটি উত্তম-শৌর্য্য-সম্পন্ন পতি নির্দ্দিষ্ট করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দানবসূদন শতক্রতো! তুমি এই কার্য্য যেরূপ চিন্তা করিয়াছ, সেই গর্ভ তদনুরূপ বলবান্ ও মহাবিক্রম-সম্পন্নই হইবে। সেই বীর্য্যবান্ পুরুষ তোমার সহিত সেনানী হইবেন এবং এই দেবীরও পতি হইবেন।

দেবেন্দ্র পুরন্দর ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই কন্যার সহিত তাঁহারে নমস্কার-পূর্ব্বক, যে-স্থানে বশিষ্ঠ-প্রভৃতি সুমহাবল প্রধান প্রধান বিপ্রেন্দ্র দেবর্ষিগণ ছিলেন, তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাদিগের যজ্ঞে সোমরস পিপাসু হইয়া শতক্রতু-প্রভৃতি সমুদয় দেবতারাই তপস্যার ভাগার্থ গ্রহণ করিবার নিমিত্তে তথায় গমন করিয়াছিলেন। মহাত্মা দেবর্ষিগণ তখন যথান্যায়ে ইষ্টি করিয়া সমস্ত দেবতাদিগের নিমিত্তেই সুসমিদ্ধ হুতাশনে হব্য হবন করিলেন। সেই হুত-বহনকারী প্রভাব-সম্পন্ন অদ্ভুত বহ্নি যথাবিধি সমাহূত হইয়া সূর্য্য-মণ্ডল হইতে বিনির্গমনানন্তর বাক্য সংযমন-পূর্ব্বক প্রস্থিত হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই হুতাশন আহবনীয় অগ্নিতে আগমন করিয়া, তাহাতে সেই দ্বিজাতিগণ-কর্ত্তৃক মন্ত্র-সহকারে যে বিবিধ হব্য হুত হইয়াছিল, ঐ ঋষিগণের নিকট হইতে তাহা প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক দেবতাদিগকে অর্পণ করিলেন। তথা হইতে নির্গত হইবার সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই মহাত্মা ঋষিদিগের পত্নীগণ স্বীয় স্বীয় আসনে উপবিষ্ট ও যথাসুখে নিদ্রিত রহিয়াছেন। বহ্নি দ্বিজেন্দ্রগণের সেই সুবর্ণবেদি-সদৃশী, অমল-চন্দ্রলেখা-সদৃশী, হুতাশনশিখা-সদৃশী, অদ্ভুত তারা-সদৃশী, সমুদয় পত্নীদিগকে তদ্গত-মানসে অবলোকন-পূর্ব্বক ক্ষুভিতেন্দ্রিয় হইয়া অনঙ্গের বশবর্ত্তী হইলেন। পরন্তু তিনি পুনর্ব্বার চিন্তা করিলেন, আমি যে এইরূপ ক্ষুভিত হইতেছি, ইহা কোনক্রমে ন্যায়ানুগত নহে; এই দ্বিজেন্দ্রগণের পত্নীরা সকলেই সাধ্বী; ইহাঁরা অকামা হইলেও আমি ইহাঁদিগকে কামনা করিতেছি। বিনা কারণে আমি ইহাঁদিগকে দর্শন বা স্পর্শ করিতে পারিব না, অতএব গার্হপত্যে সমাবিষ্ট হইয়া প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণ করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হুতাশন গার্হপত্যে সমাশ্রিত হইয়া সেই কাঞ্চন-প্রভা ঋষি-পত্নী-সকলকে দর্শন এবং শিখাবলিদ্বারা যেন সংস্পর্শ করত হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি এইরূপে বশতাপন্ন হইয়া সেই বরাঙ্গনাদিগকে কামনা করত তাঁহাদিগের প্রতি মন সমর্পণ-পূর্ব্বক তথায় সুচিরকাল অবস্থান করিলেন, পরিশেষে ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের অলাভে কাম-সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া দেহত্যাগে স্থির-নিশ্চয় করত অরণ্যে উপাগত হইলেন। তৎকালে দক্ষদুহিতা স্বাহা তাঁহারে প্রথম কামনা করিলেন। সেই অনিন্দিতরূপা ভাবিনী বহুকাল হইতে তাঁহার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিলেন, পরন্তু অপ্রমত্ত বহ্নিদেবের কোন ছিদ্রই দেখিতে পান নাই। এক্ষণে বহ্নি বাস্তবিক কাম-সন্তপ্ত হইয়া বনে গিয়াছেন, ইহা যথার্থরূপে জানিয়া সেই ভাবিনী চিন্তা করিলেন যে, আমি কামার্ত্তা হইয়াছি, অতএব সপ্তর্ষি পত্নীগণের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের রূপে বিমোহিত পাবককে কামনা করিব; এরূপ করিলে তাঁহারও প্রীতি হইবে এবং আমারও অভীষ্ট লাভ হইতে পারিবে।

স্কন্দোৎপত্তি-বিবরণে ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৩ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে জনাধিপ! অঙ্গিরার ভার্য্যা শিবা শীল, রূপ ও গুণান্বিতা ছিলেন। বরাঙ্গনা স্বাহাদেবী প্রথমে তাঁহারই রূপ ধারণ করিয়া পাবক-সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং তাঁহারে এই কথা বলিলেন, অগ্নে! আমি কামসন্তপ্তা হইয়াছি, অতএব আমারে কামনা করা তোমার উচিত হইতেছে; তুমি যদি এরূপ না কর, তাহা হইলে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব, ইহা নিশ্চয় অবধারণ কর। হে হুতাশন! আমি অঙ্গিরার ভার্য্যা, আমার নাম শিবা; অবশিষ্ট ঋষিপত্নীগণ পরামর্শ স্থির করিয়া আমারে প্রেরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্তে আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি।

অগ্নি কহিলেন, আমি যে কামার্ত্ত হইয়াছি, ইহা তুমি কিরূপে জানিলে? এবং তুমি সপ্তর্ষিগণের অপর যে সমস্ত প্রিয়তমা ভার্য্যার কথা কহিলে, তাঁহারাই বা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন?

শিবা কহিলেন, তুমি আমাদিগের নিত্যই প্রিয়; পরন্তু আমরা তোমার নিকটে ভয় করিয়া থাকি; সংপ্রতি ইঙ্গিতদ্বারা তোমার চিত্ত জানিতে পারিয়া ঋষি-পত্নীরা আমারে ত্বৎসমীপে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি রতিক্রিয়ার্থে এস্থানে আসিয়াছি, অতএব তুমি অভীষ্ট-প্রাপ্তির নিমিত্তে সত্বর হও। হে হুতাশন! যাতৃগণ আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন; আমারে শীঘ্র যাইতে হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর অগ্নি প্রীতি ও হর্ষযুক্ত হইয়া সেই শিবাকে বিবাহ করিলেন। দেবী শিবাও প্রীতি-সহকারে তাঁহার সহিত সমাযুক্ত হইয়া হস্তদ্বারা শুক্র গ্রহণ করিলেন, এবং এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বনমধ্যে যাহারা আমার এই রূপ নিরীক্ষণ করিবে, তাহারা পাবকের প্রতি ব্রাহ্মণীদিগের মিথ্যা দোষ ঘোষণা করিয়া দিবে; অতএব ইহা রক্ষা করিবার নিমিত্তে আমি গরুড়ী হই; তাহা হইলে আমার বন হইতে নির্গমনও অনায়াসে হইবে। এইরূপ চিন্তা করত স্বাহা তখন সুপর্ণী হইয়া মহাবন হইতে নির্গতা হইলেন; পরে শরস্তম্ব-নিকরে সুসংবৃত শ্বেতপর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বত দৃষ্টিবিষ, সপ্তশীর্ষ, অদ্ভুত ভুজঙ্গগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত এবং ঘোরমূর্ত্তি রাক্ষস, রাক্ষসী, পিশাচ, ভূতগণ ও অনেকবিধ মৃগপক্ষী-দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। শোভনা স্বাহা তথায় সুদুর্গম শৈলপৃষ্ঠে সহসা গমন-পূর্ব্বক ত্বরান্বিতা হইয়া সেই আগ্নেয় শুক্র তত্রত্য কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই দেবী মহাত্মা সপ্তর্ষিগণ-মধ্যে আর আর সকলেরও পত্নীরূপ ধারণ করিয়া অগ্নিকে কামনা করিলেন; কিন্তু তিনি অরুন্ধতীর তপঃপ্রভাব ও পতি-শুশ্রূষা-হেতু তদীয় রূপের অনুকরণ করিতে পারিলেন না। হে কুরু-প্রবর! কামিনী স্বাহা-দেবী তৎকালে প্রতিপদ্ তিথিতে সেই শৈলস্থ কুণ্ডমধ্যে ছয় বার অগ্নির রেত নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই বহ্নিশুক্র তথায় স্কন্ন, অর্থাৎ স্খলিত হইয়া তেজঃপুঞ্জময় পুত্র উৎপন্ন করিল। ঋষিগণ-কর্ত্তৃক স্কন্ন বলিয়া পূজিত হওয়াতে ঐ শুক্র হইতে স্কন্দের উৎপত্তি হইল। কুমারের ছয় মস্তক, দ্বাদশ কর্ণ, দ্বাদশ নয়ন, দ্বাদশ হস্ত, দ্বাদশ পদ, এক গ্রীবা ও এক জঠর হইল। গুহ দ্বিতীয়াতে অভিব্যক্ত হইলেন; তৃতীয়াতে শিশু হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন; চতুর্থীতে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইল। তিনি বিদ্যুৎ-সম্বলিত মহামেঘদ্বারা সংবৃত হইয়া লোহিতবর্ণ সুবিশাল জলদজাল-মধ্যগত সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ত্রিপুরহন্তা মহাদেব সুরারির বিনাশ-সাধন যে লোমহর্ষণ বিশাল শরাসন নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, বলবান্ কুমার তাহা গ্রহণ করিলেন। সেই ধনুঃশ্রেষ্ঠ গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎকালে তিনি এতাদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিলেন যে, তদ্দ্বারা এই চরাচর-সম্বলিত ত্রিভুবন যেন সম্মোহিত হইয়া পড়িল। মহামেঘ-সমূহের নির্ঘোষ-সদৃশ তাঁহার সেই ঘোর নিনাদ শ্রবণ করিয়া চিত্র ও ঐরাবত-

নামা মহানাগদ্বয় উৎপতিত হইল। সেই প্রভাকর-তুল্য-দ্যুতিবিশিষ্ট মহাবাহু অগ্নিপুত্র বলবান্ বালক তাহাদিগকে আপতিত হইতে দেখিয়া করযুগল-দ্বারা গ্রহণ করিলেন; পরে অন্য এক হস্তদ্বারা শক্তি এবং অপর হস্তদ্বারা একটা অতিবলিষ্ঠ দৃঢ়-রূপে অশ্লিষ্ট, মহাকায়, তাম্রচূড় কুক্কুট গ্রহণ করিয়া ভয়ঙ্কর নিনাদ ও ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি আর দুই হস্তদ্বারা বলশালী প্রাণিগণেরও ত্রাস-জনক উত্তম শঙ্খ গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন এবং অপর দুই হস্তে আকাশে বার-ম্বার অভিঘাত করিতে থাকিলেন। অপ্রমেয়াত্মা কার্ত্তিকেয় এইরূপে ভূধর-শিখরে ক্রীড়া করত উদয়াচলস্থ অংশুমালীর ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল, তিনি যেন বদনা-বলিদ্বারা ত্রিলোকী পান করিতেছেন। সেই বিচিত্র-বিক্রমশালী অমেয়াত্মা স্কন্দ শ্বেত পর্ব্বতের অগ্র-ভাগে উপবিষ্ট হইয়া নানাবিধ মুখদ্বারা দিক্-সমস্ত অবলোকন করিতে লাগিলেন। তথায় বহুপ্রকার পদার্থজাত নিরীক্ষণ করত তিনি পুনর্ব্বার চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া অনেকানেক লোকে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল, এবং ভীত ও উদ্বিগ্নমনা হইয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইল। তৎকালে নানা-জাতীয় যে সমস্ত লোকেরা সেই দেবের আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার সুমহাবল ব্রাহ্মণ পারিষদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া-ছেন। মহাবাহু কার্ত্তিকেয় উত্থিত হইয়া এবং সেই জনগণকে সান্ত্বনা করিয়া শরাসন বিকর্ষণ-পূর্ব্বক মহাগিরি শ্বেতভূধরে বাণরাজি বিসর্জ্জন করিলেন। ঐ শরসজ্বদ্বারা তিনি হিমাচল-পুত্র ক্রৌঞ্চ শৈলকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তাহাতেই হংস ও গৃধ্রেরা সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিয়া থাকে। মহী-ধর ক্রৌঞ্চ বিশীর্ণ হইয়া অতিমাত্র আর্ত্ত নাদ করত নিপতিত হইল। ক্রৌঞ্চ নিপতিত হইলে তখন অন্য অন্য শৈল-সকলেও অত্যন্ত নিনাদ করিতে লাগিল। সকল-বলশালিশ্রেষ্ঠ অমেয়াত্মা স্কন্দ অতিকাতর ভূধরগণের সেই আর্ত্ত নাদ শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, বরং শক্তি উত্তোলন-পূর্ব্বক স্বয়ং নিনাদ করিতে লাগিলেন। সেই বিমলা শক্তি তৎকালে ঐ মহাত্মা-কর্ত্তৃক নি-ক্ষিপ্তা হইয়া বেগে শ্বেতগিরির ঘোর শিখর ভেদ করিয়া ফেলিল। স্কন্দ-কর্ত্তৃক অভিহত ও বিদীর্ণ হওয়াতে শ্বেতগিরি সেই সুমহাত্মার নিকটে ভীত হইয়া ধরা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য অন্য অচলগণের সহিত উৎপতিত হইল। তাহাতে পৃথিবী অতিশয় ব্যথিতা হইয়া সর্ব্বাবয়বে বিশীর্ণা হইলেন এবং কাতরভাবে স্কন্দ-সমীপে আগমন-পূর্ব্বক পুনরায় বলবতী হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। পর্ব্ব-তেরাও স্কন্দকে নমস্কার করিয়া পৃথিবীতে সন্নিবিষ্ট হইল। অনন্তর শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে লোকেরা স্কন্দকে ভজনা করিল।

স্কন্দোৎপত্তি-বিবরণে চতুর্ব্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৪ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাসত্ত্ব মহাবল মহাত্মা স্কন্দ জন্মগ্রহণ করিলে পর নানাবিধ ঘোররূপ মহোৎপাত-সমস্ত সমুত্থিত হইতে লাগিল। স্ত্রী পুরুষ ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সমুদায়ের স্বভাবের বি-পর্য্যয় হইল; গ্রহগণ, দিঙ্মণ্ডল ও অন্তরীক্ষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং পৃথিবী অতিশয় শব্দ করিতে থাকিল। লোকভাবন ঋষিগণ সর্ব্বদিকে মহাঘোর উৎপাত-সমস্ত অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্ন-মানসে লোকদিগের শান্তি করিতে লাগিলেন। যে সকল লোক সেই চৈত্ররথবনে নিবসতি করিত, তাহারা বলিতে লাগিল যে, অগ্নি সপ্তর্ষিগণের ছয় পত্নীর সহিত সঙ্গত হইয়া আমাদের এই মহান্ অনর্থ উৎপন্ন করিলেন। আবার যাহারা স্বাহাদেবীকে তৎকালে গরুড়ীর রূপ ধরিয়া গমন করিতে দেখি-য়াছিল, তাহারা গরুড়ীকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতে

লাগিল যে, তাহা হইতেই এই অনর্থের সংঘটন হইল। পরন্তু সেই কর্ম্ম যে স্বাহা করিয়াছেন, তাহা আর কেহই জানিল না। এখন সুপর্ণী সেই কথা শুনিয়া, 'এ পুত্র ত আমার,' ইহা বিবেচনা করিয়া মন্দ মন্দ সঞ্চারে স্কন্দ-সমীপে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমার জননী। এদিকে সপ্তর্ষিগণ, মহাতেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছেন শুনিয়া তখন দেবী অরুন্ধতী ব্যতিরেকে অপর ছয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন; কারণ সেই বনবাসী যাবতীয় লোকে বলিতে লাগিল যে, ঐ ছয় জন হইতেই কুমারের জন্ম হইয়াছে। হে রাজন্! তখন স্বাহা সপ্তর্ষিগণকে পুনঃপুন কহিলেন, ঋষিগণ! এ পুত্র আমার, আমি জানি আপনাদিগের পত্নীরা ইহার জননী নহেন।

মহামুনি বিশ্বামিত্র সপ্তর্ষিগণের যজ্ঞ করণানন্তর কাম-সন্তপ্ত পাবকের অলক্ষিত হইয়া তাঁহার পশ্চাতে অনুগমন করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি সমুদয় বৃত্তান্ত যথার্থরূপে অবগত ছিলেন। বিশ্বামিত্রই প্রথমে মহাসেন কুমারের শরণাগত হন এবং তাঁহার দিব্য স্তব করেন। সেই মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহার জাতকর্ম্মাদি ত্রয়োদশ প্রকার ক্রিয়ারূপ কুমার-কালীন সমুদায় মাঙ্গল্য ব্যাপারও সম্পন্ন করেন। অপিচ তিনি কার্ত্তিকেয়ের মাহাত্ম্য-বর্ণন, কুক্কুটের সাধন, শক্তিদেবীর সাধন এবং পারিষদগণেরও সাধন করেন। ঋষি বিশ্বামিত্র লোকের হিতের নিমিত্তেই এই কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি কুমারের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। ঐ মহামুনি এক্ষণে সপ্তর্ষিগণের নিকটে স্বাহার অন্য রূপ ধারণ করিবার কথা স্বীকার করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনাদিগের পত্নীরা অপরাধিনী নহেন। পরন্তু সপ্তর্ষিগণ তাঁহার নিকটে সেই কথা শ্রবণ করিয়াও পত্নীদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এদিকে দেবগণ স্কন্দের বৃত্তান্ত শুনিয়া তখন সকলে মিলিত হইয়া বাসবকে এই কথা বলিলেন যে, হে শক্র! স্কন্দের বল নিতান্ত অসহনীয়, অতএব আপনি বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র ইহাঁরে বিনষ্ট করুন। হে দেবেন্দ্র! আপনি যদি ইহাঁকে নিহত না করেন, তাহা হইলে এই মহাবল পুরুষ লোকত্রয়কে, আমাদিগকে এবং আপনাকেও সম্যক্‌রূপে নিগৃহীত করিয়া স্বয়ং দেবেন্দ্র হইবেন। তখন বাসব ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, এই বালক অতিমাত্র মহাবল-সম্পন্ন; সমরে বিক্রম প্রকাশ করিয়া ইনি লোক-সকলের সৃষ্টিকর্ত্তাকেও বিনষ্ট করিতে পারেন; এই নিমিত্তে আমি বালককে নিহত করিতে উৎসাহী হইতেছি না। ইন্দ্র এইরূপ সম্ভাষণ করিলে পর দেবগণ তাঁহারে কহিলেন, "আপনকার কিছুমাত্র বীর্য্য নাই, যেহেতু আপনি এ প্রকার সম্ভাষণ করিতেছেন। পরন্তু সমুদয় লোক-মাতৃগণ অদ্য স্কন্দ-সমীপে গমন করুন; ইহাঁরা সকলেই কামবীর্য্যা, অতএব ইহাঁরাই তাঁহাকে বিনষ্ট করুন।" মাতৃগণ 'তাহাই হইবে,' এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন; কিন্তু সেই অপ্রতিম-বলশালী স্কন্দকে অবলোকন করিবামাত্র সকলেই বিষণ্ন-বদনা হইলেন, এবং 'ইহাঁরে নিহত করা আমাদিগের অসাধ্য,' এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারই শরণ লইলেন। তাঁহারা স্কন্দকে এই কথাও বলিলেন যে, হে মহাবল! তুমি আমাদিগের পুত্র হও; আমরা সকলেই স্নেহ-বিকলা হইয়াছি, এবং আমাদিগের স্তন্যদুগ্ধও ক্ষরিত হইতেছে, অতএব তুমি আমাদিগকে অভিনন্দিত কর। সকল-বলশালি-শ্রেষ্ঠ প্রভাব-সম্পন্ন মহাসেন স্কন্দ তাঁহাদিগের সেই কথা শ্রবণ করিয়া স্তনপান-বাসনায় সম্যক্ পূজা-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভীষ্ট প্রদান করিলেন, পরে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পিতা হুতাশন আগমন করিতেছেন। শিবকারী বহ্নি স্কন্দ-কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া মাতৃগণের সহিত তাঁহারে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক রক্ষা করিতে থাকিলেন।

সমুদয় মাতৃগণ-মধ্যে যে নারী ক্রোধ-সমুদ্ভবা, তিনি শূল হস্তে লইয়া, জননী যেমন নিজ পুত্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ স্কন্দকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রূর-স্বভাবা শোণিত-ভোজনা লোহিত জলধি-কন্যা মহাসেনকে পুত্রের ন্যায় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিল। অগ্নি ছাগ-তুল্য-মুখ-বিশিষ্ট ও বহু-প্রজান্বিত নৈগমেয় হইয়া যেন ক্রীড়নক-সমূহদ্বারা শৈলস্থ বালককে আমোদিত করিতে লাগিলেন।

স্কন্দোৎপত্তি-বিবরণে পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২৫॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, উপগ্রহ সহ গ্রহগণ, ঋষিগণ, মাতৃগণ, হুতাশন-প্রভৃতি প্রদীপ্ত পারিষদগণ ও অন্য অন্য বহুসংখ্য ঘোরমূর্ত্তি স্বর্গবাসিগণ স্কন্দকে পরিবেষ্টন করিয়া মাতৃগণের সহিত অবস্থিত রহিলেন। এদিকে বিজয়াভিলাষী দেবরাজ বিজয় সন্দেহাস্পদ বিবেচনা করিয়া ঐরাবতে আরোহণ-পূর্ব্বক দেবগণ সমভিব্যাহারে স্কন্দ-সমীপে প্রস্থিত হইলেন। বলবান্ বাসব মহাসেনের নিধন-বাসনায় বজ্র গ্রহণ-পূর্ব্বক সমুদায় দেবগণে পরিবৃত হইয়া অতি শীঘ্র গমন করিতে লাগিলেন। সেই মহাপ্রভান্বিত, মহানাদ-বিশিষ্ট, বিচিত্র-ধ্বজ ও সন্নাহযুক্ত, নানাপ্রকার বাহন ও শরাসন-সমাকীর্ণ, ঘোররূপ দেব-সৈন্যও সত্বর হইয়া চলিল। কুমার উৎকৃষ্ট বসন-বিভূষিত, শ্রীযুক্ত, অলঙ্কৃত, নিধন-সাধনেচ্ছু শক্রকে আগমন করিতে দেখিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হে পার্থ! পাবক-তনয়ের বিনাশাভিলাষী মহাবল-সম্পন্ন দেবেন্দ্র বাসব অমরবৃন্দ ও পরমর্ষিগণ-কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া ঘোরতর নিনাদ-পুরঃসর দেবসেনার হর্ষ-সম্বর্দ্ধন করত দ্রুতগতি গমন করিয়া পরিশেষে কার্ত্তিকেয়-সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর দেব-রাজ সুরগণের সহিত মিলিত হইয়া সিংহনাদ করিলেন। স্কন্দও সেই শব্দ শুনিয়া সাগরের ন্যায় ঘোর-নিনাদ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড শব্দে বিক্ষুব্ধ জলধিতুল্য দেব-সৈন্য অচেতন হইয়া আপন আপন স্থানেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। পাবক-নন্দন কার্ত্তিকেয় দেবগণকে হননেচ্ছায় সমাগত দেখিয়া ক্রোধভরে মুখ হইতে প্রবৃদ্ধ অগ্নিশিখা-সমস্ত বিসর্জ্জন করিলেন। দেব-সৈন্যেরা ভূতলে বিচেষ্টমান হইতেছিল, এক্ষণে ঐ অগ্নিশিখা-সকল তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদিগের মস্তক, শরীর, আয়ুধ ও বাহন সমস্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা সহসা প্রচ্যুত হইয়া স্বস্থান-বিগলিত তারক-পুঞ্জের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। এইরূপে দহ্যমান হওয়ায় সেই দেবগণ বজ্রধর পুরন্দরকে পরিত্যাগ করিয়া পাবকনন্দনের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাহাতেই শান্তি লাভ করিতে পারিলেন। দেবগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে পর বাসব স্কন্দের প্রতি বজ্র নিপাতিত করিলেন। মহারাজ! সেই নিক্ষিপ্ত বজ্র মহাত্মা স্কন্দের দক্ষিণ পার্শ্ব শীঘ্র আহত করিল এবং তাহা ভেদ করিয়াও ফেলিল। বজ্র-প্রহারহেতু স্কন্দের কাঞ্চন-সন্নাহ-যুক্ত, দিব্য-কুণ্ডল-ভূষিত, শক্তিধারী, অপর এক যুবা পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। বজ্রের সেই বিশন, অর্থাৎ প্রবেশ-হেতু সঞ্জাত হইলেন বলিয়া তাঁহার নাম বিশাখ হইল। কালানলতুল্য-দ্যুতিবিশিষ্ট অপর এক জন উৎপন্ন হইলেন দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহা হইতে ভীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া স্কন্দের শরণাপন্ন হইলেন। সাধুশ্রেষ্ঠ স্কন্দও তাঁহারে সৈন্যের সহিত অভয় প্রদান করিলেন। অনন্তর অমরগণ সমধিক হর্ষাবিষ্ট হইয়া বহুবিধ বাদিত্র বাদন করিতে লাগিলেন।

স্কন্দশক্র-সমাগমে ষড়্‌বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২৬॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সংপ্রতি স্কন্দের অদ্ভুত-

দর্শন ভয়ঙ্কর পারিষদগণের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। বজ্রপ্রহারে স্কন্দের দক্ষিণ পার্শ্বে সেই দারুণ কুমার-সকল জন্মিয়াছিলেন, যাঁহারা জাত ও গর্ব্ভস্থ শিশুগণকে হরণ করিয়া থাকেন। বজ্র-প্রহারে স্কন্দের মহাবল-সমন্বিত কন্যা-সকলও উৎপন্ন হন। সেই কুমারগণ বিশাখকে পিতা বলিয়া স্থির করেন। কৌশল-সম্পন্ন ভগবান্ ভদ্রশাখ স্কন্দ সংগ্রামে ছাগমুখযুক্ত হইয়া, প্রেক্ষণ-কারিণী মাতৃগণের সমক্ষে সকলকে রক্ষা করত আপনার সমুদয় পুত্র ও কন্যাগণে পরিবৃত হইয়াছিলেন, সেই নিমিত্তে পৃথিবীস্থ লোকেরা স্কন্দকে কুমার-পিতা বলিয়া কীর্ত্তন করে। অপিচ পুত্রাকাঙ্ক্ষী মানবেরা মহা-বলসম্পন্ন রুদ্ররূপ অগ্নিকে ও স্বাহারূপিণী উমাকে ভিত্তি-মধ্যে নিয়ত আরাধনা করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা পুত্রবান্ও হয়।

তপ-নামা হুতাশন যে সমস্ত কন্যা উৎপন্ন করেন, তাঁহারা স্কন্দ-সমীপে আগমন করিলে, স্কন্দ তাঁহাদিগকে সমাদর-পূর্ব্বক কহিলেন, আমারে কি করিতে হইবে?

কুমারীগণ কহিলেন, তুমি আমাদিগের এই প্রিয় কার্য্যটি কর যে, তোমার প্রসাদে আমরা সর্ব্বলোকের উত্তম মাতা ও পূজনীয়া হই। উদার-বুদ্ধি কার্ত্তিকেয় তাঁহাদিগকে বারংবার বলিলেন, ভাল, ইহাই হইবে; আপনারা শিবা ও অশিবা এইরূপ বিভিন্ন প্রকার হইবেন। অনন্তর মাতৃগণ স্কন্দকে পুত্র নিশ্চয় করিয়া গমন করিলেন। কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিলা, আর্য্যা, পলালা ও বৈমিত্রা, এই সাত জন শিশুমাতা। স্কন্দের প্রসাদে ইহাঁদিগের শিশুনামে একটি অতিদারুণ, বীর্য্য-সম্পন্ন, লোহিত-লোচন, ভয়ঙ্কর পুত্র উৎপন্ন হন। ইনি স্কন্দের মাতৃগণ হইতে সঞ্জাত অষ্টম বীর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; পরন্তু ছাগবক্ত্রের সহিত ইহাঁরে নবম বলিয়া পরিকীর্ত্তন করা যায়। হে রাজন্! সেই ছাগময় বক্ত্রকে স্কন্দেরই ষষ্ঠ বক্ত্র বলিয়া অবধারণ কর; উহা তাঁহার ছয় মস্তকের মধ্যবর্ত্তী এবং মাতৃগণের নিত্য সমাদৃত। যে মস্তকে সংযুক্ত হইয়া ভদ্রশাখ দিব্য শক্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার ছয় মস্তকের মধ্যে ঐ মস্তকটিই প্রধান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। হে জনাধিপ! শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে তথায় এইরূপ বিবিধাকার বৃত্তান্তের সংঘটন হইয়া ষষ্ঠীতে মহাঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল।

স্কন্দোপাখ্যানে সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৭ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সেই হিরণ্যনেত্র, তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্রান্বিত, সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পূর্ণ, ত্রিভুবন-প্রীতিভাজন, মনোরম, মহাপ্রভ স্কন্দ কাঞ্চনময় কবচ, কাঞ্চন-মালা, কাঞ্চন-চূড়া, কাঞ্চন-মুকুট, সুমার্জ্জিত কাঞ্চন-কুণ্ডল ও লোহিতাম্বর পরিধান-পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে, পদ্মরূপা শ্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া সেই শৌর্য্য-সম্পন্ন বরপ্রদ যুবাকে আপনিই ভজনা করিলেন। শ্রীসমন্বিত হইয়া উপবিষ্ট থাকিবার সময়ে সুকুমার-প্রবর মহাযশা কার্ত্তিকেয় প্রাণিগণ-কর্ত্তৃক, পৌর্ণমাসী-সমুদিত শশধরের ন্যায়, দৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। তথায় মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সেই মহাবল-সম্পন্ন স্কন্দকে পূজা করিলেন এবং মহর্ষিগণেরাও তৎকালে তাঁহারে এই কথা বলিলেন।

ঋষিগণ কহিলেন, হে হিরণ্যগর্ভ! আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি লোকদিগের কল্যাণ-কর হউন! হে সুরোত্তম! ছয় দিন মাত্র হইল আপনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার-মধ্যেই সমুদয় লোক আপনকার বশীকৃত হইয়াছে; পরন্তু আপনকার নিকটেই ইহারা অভয় দানও পাইয়াছে; অতএব এক্ষণে ইন্দ্র হইয়া আপনি ত্রৈলোক্যের ভয় দূর করুন।

স্কন্দ কহিলেন, হে তপোধনগণ! সুরেশ্বর ইন্দ্র লোক-সমুদায়ের কি কার্য্য করেন এবং দেবগণ-

কেই বা কি প্রকারে নিয়ত রক্ষা করিয়া থাকেন?

ঋষিগণ কহিলেন, বলসূদন অমরনাথ ইন্দ্র প্রাণিগণের বল, তেজ, প্রজা ও সুখ-বিধান করেন, এবং তুষ্ট হইয়া সকলকে সর্ব্বপ্রকার কাম্য বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি দুর্ব্বৃত্ত লোকদিগের সংহার করেন, বৃত্তস্থদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দেন এবং সমস্ত ভূতবর্গকে নিজ নিজ কার্য্যে অনুশাসন করিয়া থাকেন। অপিচ যে দেশে সূর্য্য নাই, তথায় তিনি সূর্য্য হন, যে দেশে চন্দ্র নাই, তথায় চন্দ্র হন এবং কারণ বশত অগ্নিত্ব, বায়ুত্ব, পৃথিবীত্ব ও জলত্বও প্রাপ্ত হন। এই সকল কর্ম্ম ইন্দ্রের কর্ত্তব্য, যেহেতু তাঁহার বল অতিবিপুল; হে বীর! আপনিও বল-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনিই আমাদিগের ইন্দ্র হউন।

শক্র কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি ইন্দ্র হইয়া আমাদিগের সকলের সুখাবহ হউন; হে সত্তম! আপনি তৎপদের যথার্থ যোগ্য পাত্র, অতএব আমরা অদ্যই আপনারে অভিষিক্ত করি।

স্কন্দ কহিলেন, হে শক্র! আপনিই বিজয়ে রত হইয়া অব্যগ্রচিত্তে ত্রৈলোক্য শাসন করুন; আমি আপনকার কিঙ্কর হইয়া থাকিব; আমার ইন্দ্রপদ অভিলষিত নহে।

শক্র কহিলেন, হে বীর! আপনকার বল অতিবিচিত্র, অতএব আপনি দেবগণের শক্র-সমস্ত সংহার করুন; দেখুন, আপনকার বীর্য্য দর্শনে লোকে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে, বিশেষত আমি বলহীন হওয়ায় আপনি আমারে পরাজিত করিয়াছেন, সুতরাং আমি ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও সকলে আমাকে অবজ্ঞা করিবে এবং নিরালস্য হইয়া আমাদিগের দুই জনের পরস্পর ভেদ উৎপাদন করিতেও প্রযত্নপর হইবে। হে মহাবল বিভো! আপনি ভেদ প্রাপ্ত হইলে লোকে দ্বৈধীভাব অবলম্বন করিবে এবং লোক-সকল দ্বিধাভূত নিশ্চিত হইলে, ভূতভেদ-প্রযুক্ত আমাদিগের সেইরূপ সংগ্রাম সংঘটন হইতে পারিবে। হে তাত! সেই সময়ে আপনি অবলীলাক্রমে আমারে পরাজিত করিবেন, সুতরাং আপনিই ইন্দ্র হইবেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না।

স্কন্দ কহিলেন, হে শক্র! আপনকার মঙ্গল হউক, আপনিই ত্রৈলোক্যের ও আমার অধীশ্বর; সংপ্রতি আপনকার কোন্ আদেশ সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা আমারে বলুন।

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাবল! আপনি যদি নিশ্চয় করিয়া এই বাক্য সত্যই বলিয়া থাকেন, তবে আপনকার বাক্যে আমি ইন্দ্র হইব। হে বিপুলবলশালিন্ স্কন্দ! আপনি যদি আমার শাসন সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাও শ্রবণ করুন; আপনি দেবগণের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন।

স্কন্দ কহিলেন, দানব-কুলের বিনাশ, দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধি এবং গো-ব্রাহ্মণগণের হিতের নিমিত্তে আপনি আমারে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ইন্দ্র ও সমুদায় দেবগণ মিলিত হইয়া স্কন্দকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিলে, তিনি তথায় অতীব শোভিত হইলেন; তৎকালে মহর্ষিগণ তাঁহারে পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকোপরি কাঞ্চনছত্র ধৃত হইয়া, সুসমিদ্ধ বহ্নিমণ্ডলের ন্যায়, অতিমাত্র দীপ্তি পাইতে লাগিল। যশস্বী ত্রিপুরারি মহাদেব স্বয়ং তাঁহার গলদেশে বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিতা, হিরণ্ময়ী দিব্যমালা আবদ্ধ করিয়া দিলেন। হে পরন্তপ মনুজেন্দ্র! ভগবান্ বৃষধ্বজ অত্যন্ত প্রীত হইয়া দেবী পার্ব্বতীর সহিত আগমন-পূর্ব্বক তাঁহারে এইরূপে অর্চ্চনা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা অগ্নিকে রুদ্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই নিমিত্তেই স্কন্দ রুদ্রপুত্র হইয়াছেন। রুদ্র যে শুক্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাই শ্বেত পর্ব্বত হয়; আবার ঐ শ্বেতপর্ব্বতে কৃত্তিকাগণ-কর্ত্তৃক পাবকের ইন্দ্রিয়-কার্য্য সমাধান

হয়; সুতরাং সমুদয় দেবগণ গুণশালিশ্রেষ্ঠ গুহকে রুদ্র-কর্তৃক পূজ্যমান হইতে দেখিয়া রুদ্র-পুত্র বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। রুদ্র বহ্নি-দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ঐ শিশুর জন্ম প্রদান করেন; সেই বহ্নি-নিষ্ঠ রুদ্র হইতে জন্মগ্রহণ করাতেও স্কন্দ রুদ্র-সূনু হইয়াছেন। হে ভারত! রুদ্র, বহ্নি, স্বাহা ও ছয় ঋষিপত্নী, ইহাঁরা সকলেই সুরশ্রেষ্ঠ স্কন্দের জন্মহেতু; সুতরাং এ নিমিত্তেও তিনি রুদ্র-সূনু হইয়াছেন।

শ্রীমান্ পাবক-নন্দন নির্ম্মল রক্তাম্বর-যুগল পরিধান করত প্রদীপ্ত-দেহ হইয়া লোহিত জলদ-যুগল-সম্বলিত অংশুমালীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অগ্নি তাঁহারে কেতু-স্বরূপ যে অলঙ্কৃত লোহিত কুক্কুট প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার রথোপরি সমুপ্থিত হইয়া কালাগ্নির ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। যিনি সর্ব্বভূতের চেষ্টা, প্রভা, শান্তি ও বল-স্বরূপা; দেবগণের জয়বর্দ্ধিনী সেই শক্তি তাঁহার অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন। অনন্তর তাঁহার সহজাত কবচও আসিয়া তাঁহার শরীরে সন্নিবিষ্ট হইল। স্কন্দদেব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই তাহা নিয়ত আবির্ভূত হইয়া থাকে। হে জনাধিপ! শক্তি, ধর্ম্ম, বল, তেজ, কমনীয়তা, সত্য, অচ্যুতি, ব্রহ্মণ্যতা, অসম্মোহ, ভক্তগণের পরিরক্ষণ, শত্রু-কুলের উৎসাদন ও লোক-সমুদায়ের রক্ষণাবেক্ষণ এ সমস্ত গুণই স্কন্দের সহজাত। তিনি এইরূপে অখিল দেবগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত, সুন্দররূপে অলঙ্কৃত, সুমনা ও হর্ষান্বিত হইয়া পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার সর্ব্বদিকে অভীষ্ট বেদোচ্চারণ-শব্দ, দেবগণের বাদ্যধ্বনি এবং দেব ও গন্ধর্ব্বদিগের সঙ্গীত-রব হইতে লাগিল। হৃষ্ট তুষ্ট ও সুন্দর অলঙ্কৃত সমুদায় অপ্সরাগণ, পিশাচগণ, দেবগণ ও অন্য অন্য বহুতর লোকবৃন্দ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। দেবগণাভিষিক্ত পাবক-নন্দন তখন সকলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ক্রীড়া করত বিরাজমান হইতে লাগিলেন। দেবতারা অভিষিক্ত মহাসেনকে, তিমির সংহার-পূর্ব্বক গগণতলে অভ্যুদিত প্রভাকরের ন্যায়, সন্দর্শন করিতে থাকিলেন। অনন্তর সমস্ত দেবসেনা "আপনি আমাদিগের পতি," এই কথা বলিতে বলিতে সর্ব্বদিক্ হইতে একবারে সহস্র সহস্র করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল। সকল ভূতবর্গে পরিবৃত ভগবান্ কার্ত্তিকেয় সেই সেনাগণকে গ্রহণ করিলে পর তাহারা তাঁহার অর্চ্চনা ও স্তব করিতে লাগিল এবং তিনিও তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে বলসূদন শতক্রতু তৎকালে স্কন্দকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া দেবসেনা-নাম্নী সেই কামিনীকে স্মরণ করিলেন, যাঁহারে পূর্ব্বে তিনি বিপদ্ হইতে বিমোচিত করিয়াছিলেন। 'ব্রহ্মা স্কন্দকেই সেই রমণীর পতিরূপে স্বয়ং বিধান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই,' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি উত্তম অলঙ্কৃতা দেবসেনাকে আনয়ন করাইলেন এবং স্কন্দকেও এই কথা বলিলেন যে, হে সুরোত্তম! আপনি জন্মগ্রহণ না করিতেই স্বয়ম্ভু এই কন্যাকে আপনকার পত্নী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; অতএব আপনি এই দেবীর কমলতুল্য-কান্তিযুক্ত দক্ষিণ পাণি বিধি-পূর্ব্বক মন্ত্র-পুরস্কৃত করিয়া গ্রহণ করুন। এইরূপ উক্ত হইয়া স্কন্দ সেই রমণীর যথাবিধি পাণিগ্রহণ করিলেন। মন্ত্রজ্ঞ বৃহস্পতি জপ ও হোম-কার্য্য সমাধান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা যাঁহারে ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, আশা, সুখপ্রদা, সিনীবালী, কুহূ, সদ্বৃত্তি ও অপরাজিতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই দেবসেনাকে লোকেরা এইরূপে স্কন্দের মহিষী হইতে জানিয়াছে। যৎকালে স্কন্দ দেবসেনা-কর্ত্তৃক চিরন্তন পতিরূপে লব্ধ হইলেন, তখন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহারে আশ্রয় করিলেন। পঞ্চমী তিথিতে স্কন্দ শ্রীযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই নিমিত্তে উহা শ্রীপঞ্চমী

বলিয়া স্মৃত হইয়াছে এবং ষষ্ঠীতে তিনি কৃতকার্য্য হন বলিয়া ষষ্ঠী মহাতিথি হইয়াছে।

স্কন্দোপাখ্যানে অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২৮॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর মহাসেন দেবসেনার স্বামিত্বপদে অধিষ্ঠিত ও শ্রীনিষেবিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া সপ্তর্ষি-পত্নী ছয় দেবী তৎসমীপে আগমন করিলেন। সেই মহাব্রত-সমন্বিত ধর্ম্মনিষ্ঠ মহিলাগণ ঋষিগণ-কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে পরিত্যক্ত হইয়া প্রভাব-সম্পন্ন দেবসেনাপতির নিকটে সত্বর আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, পুত্র! আমরা দেবতুল্য স্বামিগণ-কর্ত্তৃক বিনা কারণে পরিত্যক্ত হইয়াছি। কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বলিয়াছে যে, আমাদিগের গর্ভে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; সেই কথা সত্য বোধ করিয়া তাঁহারা রোষ-প্রযুক্ত আমাদিগকে পুণ্য স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়াছেন; অতএব আমাদিগের পরিত্রাণ করা তোমার উচিত হইতেছে। হে প্রভো! তোমার প্রসাদে আমাদিগের অক্ষয় স্বর্গ হইতে পারে, এ নিমিত্তে আমরা তোমাকে পুত্র করিতেও অভিলাষিণী হইতেছি; অতএব আমাদিগের এই মনোরথ পূর্ণ করিয়া তুমি অঋণী হও।

স্কন্দ কহিলেন, হে অনিন্দিত মহিলাগণ! আপনারা আমার জননীই হইলেন এবং আমিও আপনাদিগের পুত্র হইলাম; আপনারা যে কিছু ইচ্ছা করেন, সে সকলই আপনাদিগের যথাবৎ সম্পন্ন হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর বাসব স্কন্দকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলে তিনি কহিলেন, কি কার্য্য আছে বল। তখন ইন্দ্র কহিলেন, "রোহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনী দেবী অভিজিৎ তাঁহার প্রতি স্পর্দ্ধমানা হইয়া জ্যেষ্ঠতা ইচ্ছা করত তপস্যার্থে বনে গমন করিয়াছেন; সুতরাং গগণ হইতে ঐ নক্ষত্র বিচ্যুত হওয়াতে আমি নক্ষত্র-সংখ্যা-পূরণ বিষয়ে বিমূঢ় হইতেছি; অতএব হে স্কন্দ! আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া এই পরম কালের পূর্ত্তি-বিষয়ে চিন্তা করুন। ব্রহ্মা ধনিষ্ঠাদি যে কালের পরিকল্পনা করিয়াছেন, পূর্ব্বে রোহিণীই সেই কাল ছিলেন; সুতরাং কালের সংখ্যাও সমান ছিল।" ইন্দ্র এইরূপ কহিলে পর কৃত্তিকা স্বর্গে গমন করিলেন। সেই বহ্নি-দৈবত নক্ষত্র সপ্তশীর্ষের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন।

গরুড়-মাতা বিনতাও স্কন্দকে বলিলেন, তুমি আমার পিণ্ডপ্রদ পুত্র; হে পুত্র! আমি তোমার সহিত নিত্যই একত্র অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি।

স্কন্দ কহিলেন, এইরূপই হউক; আপনারে নমস্কার; আপনি আমাকে পুত্র-স্নেহে প্রশাসন করুন। হে দেবি! আপনি পুত্রবধু-কর্ত্তৃক প্রতিনিয়ত পূজ্যমানা হইয়া বাস করিবেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সমুদয় মাতৃগণ স্কন্দকে এই কথা বলিলেন যে, কবিরা আমাদিগকে সর্ব্বলোকের মাতৃগণ বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন; অতএব আমরা তোমার মাতা হইতে ইচ্ছা করি, তুমি আমাদিগকে পূজা কর।

স্কন্দ কহিলেন, আপনারা আমার জননীই হইলেন, আমি আপনাদিগের পুত্র; সংপ্রতি আপনাদিগের অভিলষিত কি কার্য্য আমারে করিতে হইবে, বলুন।

মাতৃগণ কহিলেন, হে সুরর্ষভ! আমাদিগের প্রার্থনা এই যে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী-প্রভৃতি যাঁহারা এই লোকের মাতৃগণ বলিয়া প্রকল্পিত হইয়াছেন, সেই মাতৃত্বপদ তাঁহাদিগের না হইয়া আমাদিগের হয়; তাঁহারা পূজ্যা না হইয়া আমরা লোকের পূজ্যা হই; অপিচ তোমার নিমিত্তে তাঁহারা আমাদিগের যে সমস্ত প্রজা হরণ করিয়া লইয়াছেন, তৎসমুদয় আমাদিগকে তুমি প্রদান কর।

স্কন্দ কহিলেন, সেই প্রদত্ত প্রজা-সকল আপনারা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না; অতএব অন্য যে কোন প্রজা মনোভিলষিত হয় বলুন, আপনাদিগকে তাহা প্রদান করিতেছি।

মাতৃগণ কহিলেন, আমরা তোমার সহিত অবস্থান-পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করিয়া সেই মাতৃগণের প্রজা-সকলকে এবং তাহাদিগের গুরুজনগণকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি; অতএব তুমি আমাদিগকে তৎসমুদায় প্রদান কর।

স্কন্দ কহিলেন, আমি আপনাদিগকে প্রজা-সকল প্রদান করিতেছি, কিন্তু আপনাদিগের এই প্রার্থনা-বাক্য অতিশয় কষ্টকর হইতেছে; অতএব আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আপনারা মৎকর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া সেই প্রজাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।

মাতৃগণ কহিলেন, হে স্কন্দ! তোমার শুভ হউক, তুমি যে রূপ ইচ্ছা করিতেছ, আমরা তদনুসারে প্রজা-সকল রক্ষা করিব; কিন্তু হে প্রভো! তোমার সহিত চির কাল একত্র বাস করিতে আমাদিগের স্পৃহা হইতেছে।

স্কন্দ কহিলেন, মনুষ্যদিগের প্রজাগণ পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া যে পর্য্যন্ত তরুণ-বয়স্ক না হইবে, সে পর্য্যন্ত আপনারা বিভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে প্রবাধিত করিতে থাকুন। অপিচ আমি আপনাদিগকে অব্যয় রৌদ্র আত্মা প্রদান করিব; আপনারা তাহার সহিত পূজিত হইয়া পরম সুখে একত্র বাস করিবেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর মর্ত্যগণের প্রজাপুঞ্জ ভক্ষণ করিবার নিমিত্তে স্কন্দের শরীর হইতে সেই পাবক-সদৃশ-প্রভান্বিত মহারল পুরুষ নিষ্পতিত হইলেন। তিনি ক্ষুধার্দ্দিত ও বিচেতন হইয়া সহসা ভূতলে পড়িলেন; পরে স্কন্দের অনুজ্ঞা-ক্রমে রৌদ্র-রূপ গ্রহ হইয়া উঠিলেন। দ্বিজ-সত্তমেরা সেই গ্রহকে স্কন্দাপস্মার-নামে উল্লিখিত করিয়াছেন। অপিচ সুপর্ণ-মাতা বিনতা মহারৌদ্র শকুনিগ্রহ বলিয়া কথিত হন। পণ্ডিতেরা যাহারে পূতনা রাক্ষসী বলিয়াছেন, তাহাকে পূতনাগ্রহ বলিয়া জানিবেক। ঐ নিদারুণ-কষ্টপ্রদায়িনী, দারুণমূর্ত্তি, ঘোররূপা, ঘোর-দর্শনা, নিশাচরী পিশাচী শীত-পূতনা-নামে উল্লিখিত হয়। সে মানবীগণের গর্ভ-সমস্ত হরণ করিয়া থাকে। অদিতি রেবতী বলিয়া কথিত হইয়াছেন; তাঁহার গ্রহের নাম রৈবত। সেই মহাঘোর মহাগ্রহও বালকদিগকে প্রবাধিত করে। দৈত্যগণের মাতা যে দিতি, পণ্ডিতেরা তাহারে মুখমণ্ডিকা বলিয়াছেন। সেই দুরাসদা মুখমণ্ডিকা শিশুমাংসে অতিমাত্র আহ্লাদিতা হয়। হে কৌরব-নন্দন! স্কন্দ-সম্ভূত যে সমস্ত কুমার ও কুমারীগণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারাও সকলে সুমহাগ্রহ ও গর্ভভোজী। কুমারেরা সেই সকল পত্নীগণেরই পতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই রৌদ্রকর্ম্মকারী গ্রহগণ অপরিজ্ঞাত হইয়া বালক-সকলকে গ্রহণ করে। হে নৃপ! যে সুরভিকে পণ্ডিতেরা গো-মাতা বলিয়া বর্ণন করেন, শকুনি-গ্রহ তাঁহার উপরে আরোহণ-পূর্ব্বক পৃথিবীতে শিশুগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। হে জনাধিপ! সরমা-নাম্নী যে দেবী কুক্কুরগণের জননী, তিনিও সর্ব্বদা মানুষীদিগের গর্ভ-সমস্ত গ্রহণ করেন। যিনি পাদপগণের মাতা, তাঁহার আবাস স্থান করঞ্জ-বৃক্ষ; তিনি বরদায়িনী, সৌম্যমূর্ত্তি এবং ভূতগণের প্রতি নিয়ত অনুগ্রহকারিণী; সেই হেতু পুত্রার্থী মানবেরা তাঁহারে করঞ্জবৃক্ষে নমস্কার করিয়া থাকে। মদ্যমাংস-প্রিয় এই অষ্টাদশ ও অন্য অন্য গ্রহ-সমস্ত দশ রাত্রিকাল সতত সূতিকাগৃহে অবস্থান করে। নাগমাতা কদ্রু সূক্ষ্ম দেহ ধারণ-পূর্ব্বক গর্ভিণীর শরীরে প্রবিষ্টা হন; তথায় তিনি সেই গর্ভ ভক্ষণ করেন, তাহাতে গর্ভিণী নাগ প্রসব করে। যিনি গন্ধর্ব্বগণের জননী, তিনি গর্ভ গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করেন, তাহাতে সেই গর্ভবতী মানবী পৃথিবীতে বিলীনগর্ভা দৃশ্যমানা হয়। যিনি অপ্সরা-

দিগের জনয়িত্রী, তিনি গর্ত্ত গ্রহণ-পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন; সেই নিমিত্তে মনীষীরা কহেন, 'গর্ত্ত উপবিষ্ট হইয়াছে।' লোহিত সাগরের কন্যা স্কন্দের ধাত্রী বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন; লোকে তাঁহারে 'লোহিতায়নি' এই নামে কদম্ব বৃক্ষে পূজা করিয়া থাকে। পুরুষগণের মধ্যে যেমন রুদ্র, প্রমদাগণের মধ্যে আর্য্যাও সেইরূপ; কুমারের মাতা আর্য্যাকে লোকে ইষ্ট সাধনার্থে পৃথক্ পূজা করে। কুমারগণের এইরূপ মহাগ্রহ-সকলের বৃত্তান্ত আমি এই বর্ণন করিলাম। তাঁহারা ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত অশুভ থাকেন, তৎপরে শুভপ্রদ হন। যে সমস্ত মাতৃগণ ও পুরুষ গ্রহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায়কেই দেহীরা নিয়ত স্কন্দগ্রহ বলিয়া জানিবেক। স্নান, ধূপ, অঞ্জন, বলিকর্ম্ম ও উপহার এবং স্কন্দের বিশেষরূপ পূজাদ্বারা তৎসমুদায়ের শান্তিবিধান কর্ত্তব্য। হে রাজেন্দ্র! তাঁহারা এইরূপ সম্যক্ প্রকারে অভ্যর্চ্চিত, পূজিত ও নমস্কৃত হইয়া মানবগণের মঙ্গল, পরমায়ু ও বীর্য্য প্রদান করেন। সংপ্রতি ষোড়শ বর্ষের ঊর্দ্ধে মনুষ্যদিগের যে সমস্ত গ্রহ হয়, আমি মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তৎসমুদায় বর্ণন করিব।

যে মানব জাগরিত বা নিদ্রিত থাকিয়া দেবতাদিগকে নিরীক্ষণ করে, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; ঐ গ্রহকে পণ্ডিতেরা দেবগ্রহ বলিয়াছেন। যে মনুষ্য উপবিষ্ট বা শয়ান থাকিয়া পিতৃগণকে অবলোকন করে, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; ঐ গ্রহকে পিতৃগ্রহ বলিয়া জানিতে হইবেক। যে ব্যক্তি সিদ্ধগণকে অবমাননা করে এবং সিদ্ধেরা ক্রুদ্ধ হইয়া যাহারে অভিশপ্ত করেন, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; ঐ গ্রহ সিদ্ধগ্রহ বলিয়া পরিজ্ঞেয়। যে ব্যক্তি নানাপ্রকার গন্ধ ও রস-সমুদায়ের আঘ্রাণ লয়, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; সেই গ্রহকে রাক্ষস-গ্রহ বলিয়া জানিবেক। স্বর্গীয় গন্ধর্ব্বগণ পৃথিবীতে যে নরের শরীরে সম্যক্রূপে আবিষ্ট হন, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; সেই গ্রহকেই গান্ধর্ব্ব-গ্রহ বলা যায়। পিশাচেরা যে পুরুষের প্রতি নিত্য অধিরোহণ করে, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; সেই গ্রহই পৈশাচ গ্রহ। যক্ষগণ কালক্রমে যে পুরুষের শরীরে প্রবেশ করে, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; সেই গ্রহকে যক্ষগ্রহ বলিয়া জানিতে হইবে। দোষ-সমূহদ্বারা প্রকুপিত হইয়া যে দেহীর চিত্ত বিমুগ্ধ হয়, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; শাস্ত্রানুসারে তাহার উপশম করা বিধেয়। ক্ষোভে, ভয়ে ও ঘোরবস্তু-সকলের দর্শনেও মনুষ্য ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; তাহার উপশমের উপায় কেবল সান্ত্ববাদ। গ্রহ তিন প্রকার; কেহ বিলাসাভিলাষী, অপরে ভোগাভিলাষী এবং অন্যে কামক্রিয়াভিলাষী। সপ্ততি বর্ষ পর্য্যন্ত মানবগণের এই সমস্ত গ্রহ ঘটিয়া থাকে; অতঃপর জ্বরই দেহীদিগের গ্রহতুল্য হয়। গ্রহগণ নিয়ত সংযতেন্দ্রিয়, দান্ত, শুচি, অতন্দ্রিত, আস্তিক ও শুদ্ধাচার মনুষ্যকে সর্ব্বদা পরিবর্জ্জন করেন। হে রাজন্! মনুষ্যদিগের এই গ্রহোদ্দেশ তোমার নিকটে প্রকীর্ত্তিত হইল। যে সকল মানব মহেশ্বরদেবের ভক্ত, গ্রহেরা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করেন না।

মনুষ্যগ্রহ-কথনে একোনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৯ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, যে সময়ে স্কন্দ মাতৃগণের এইরূপ প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, তাহার পর স্বাহা তাঁহারে বলিলেন, তুমি আমার ঔরস-পুত্র; ইচ্ছা করি, তুমি আমারে পরম-দুর্ল্লভা প্রীতি প্রদান কর। তাহাতে স্কন্দ তাঁহারে বলিলেন, আপনি কীদৃশী প্রীতি ইচ্ছা করেন?

স্বাহা কহিলেন, হে মহাভুজ! আমি দক্ষের প্রিয়তমা কন্যা, আমার নাম স্বাহা। হে পুত্র! আমি বাল্য কাল হইতে হুতাশনের প্রতি নিয়তই স্পৃহাবতী আছি, কিন্তু সেই পাবক আমাকে সম্যক্

রূপে কামাভিলাষিণী বলিয়া জানেন না। হে তাত! আমি অগ্নির সহিত নিত্যকাল একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

স্কন্দ কহিলেন, হে দেবি! সৎপথে স্থিত সচ্চরিত্র মানবেরা অদ্যাবধি ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রপূত যে কিছু হব্য ও কব্য অগ্নিতে আহুতি দিবেন, তাহা সর্ব্বদা 'স্বাহা.' এই কথা বলিয়া উদ্ধরণ-পূর্ব্বক সমর্পণ করিবেন। হে শোভনে! এইরূপে অগ্নি তোমার সহিত নিত্যকাল বাস করিবেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, স্কন্দ স্বাহাকে পূজাপূর্ব্বক এই কথা বলিলে পর, তিনি নিজপতি পাবকের সহিত সংমিলিতা ও পরিতুষ্টা হইয়া স্কন্দকে পূজা করিলেন। তদনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা মহাসেনকে বলিলেন, "তোমার পিতা ত্রিপুরসূদন মহাদেবের সন্নিধানে গমন কর। রুদ্র অগ্নিদেহে সমাবিষ্ট হইয়া এবং উমা স্বাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া সর্ব্বলোকের হিত-সাধনার্থে তোমারে অপরাজিত করিয়া জন্ম প্রদান করিয়াছেন। মহাত্মা রুদ্র উমাযোনিতেও যে শুক্র সিক্ত করিয়াছিলেন, তাহা এই পর্ব্বতে নিপতিত হয়; সেই শুক্র হইতেই মিঞ্জিকা-মিঞ্জিক মিথুন সম্ভূত হইয়াছে। ঐ শুক্রের অবশিষ্ট কিয়দংশ লোহিত-সমুদ্রে পতিত হয়, কিয়দংশ সূর্য্যকিরণে সংলগ্ন হয়, অন্য কিয়দংশ পৃথিবীতে পড়ে এবং অপর অংশ বৃক্ষ-সমুদায়ে সংসক্ত হয়; এইরূপে তাহা পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া পতিত হইয়াছিল। তোমার এই যে বিবিধাকার ঘোরমূর্ত্তি পিশিতাশন পারিষদগণ রহিয়াছে, মনীষী-লোকেরা ইহাদিগকে সেই রুদ্রশুক্র হইতে সম্ভূত বলিয়া জানিবেন।" পিতৃবৎসল অমেয়াত্মা মহাসেনও "ইহাই হউক," এই কথা বলিয়া পিতা মহেশ্বরকে পূজা করিলেন।

ধনার্থী লোকদিগের অর্কপুষ্পদ্বারা উক্ত পঞ্চপ্রকার গণের আরাধনা করা কর্ত্তব্য; ব্যাধি-প্রশমনের নিমিত্তেও তাঁহাদিগের পূজানুষ্ঠান করিবেক। যে ব্যক্তি বালক-সকলের হিতৈষী হয়, তাহার রুদ্র-সম্ভূত মিঞ্জিকা-মিঞ্জিক মিথুনকে নিত্যই নমস্কার করা বিধেয়। বৃদ্ধিকা নামে যে সমস্ত মানুষ-মাংসাশী স্ত্রীগণ বৃক্ষ-সমুদায়ে সঞ্জাত হন, সন্তানার্থী মানবেরা সেই দেবীদিগকে নমস্কার করিবেক। হে রাজন্! এইরূপে পিশাচদিগের অসঙ্খ্যেয় গণ স্মৃত হইয়াছে; সংপ্রতি স্কন্দের ঘণ্টা ও পতাকার উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ কর। ঐরাবতের বৈজয়ন্তী-নামে বিশ্রুতা যে দুইটি ঘণ্টা ছিল, ধীমান্ পুরন্দর স্বয়ং তাহা আনয়ন করাইয়া গুহকে প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে একটি ঘণ্টা বিশাখের এবং অন্যটি স্কন্দের হইল। কার্ত্তিকেয় ও বিশাখ, উভয়ের পতাকাই লোহিত-বর্ণা। দেবতারা তৎকালে মহাবল-সম্পন্ন স্কন্দদেবকে যে সমস্ত ক্রীড়নক বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি তৎসমুদায়-দ্বারাই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। পিশাচগণ ও দেবগণে বেষ্টিত, স্ত্রীপরিবৃত ও দীপ্যমান হইয়া তিনি কাঞ্চন শৈলোপরি শোভা পাইতে লাগিলেন। শোভন কানন-সমাকীর্ণ সেই মহীধরও বীরবর মহাসেনের অধিষ্ঠানে কিরণমালী প্রভাকর-সহযোগে চারুকন্দর মন্দর ভূধরের ন্যায় সুশোভিত হইল। প্রফুল্ল পারিজাত-বন, সন্তানক-বন, করবীর-বন, জবা-বন, অশোক-বন, কদম্বতরু-ষণ্ড, দিব্য মৃগগণ ও দিব্য বিহঙ্গগণদ্বারা শ্বেতপর্ব্বত সাতিশয় শোভাপাইতে লাগিল। তথায় সমুদায় দেবগণ ও সমুদায় দেবর্ষিবৃন্দ অবস্থিত রহিলেন; বিক্ষুব্ধ জলনিধির নিনাদ-তুল্য মেঘ ও তূর্য্য-সকলের গভীর ধ্বনি হইতে লাগিল; দিব্য গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা-সকল নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং হর্ষাবিষ্ট ভূতগণের মহাশব্দ শ্রুত হইতে থাকিল। এইরূপে ইন্দ্রসহ সমস্ত জগৎ শ্বেতপর্ব্বতে সংস্থিত ও প্রহৃষ্ট হইয়া স্কন্দকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; তদীয় সন্দর্শনে কেহই আর গ্লানি বোধ করিল না!

ভগবান্ পাবকনন্দন যৎকালে সেনাপতিপদে

অভিষিক্ত হইলেন, তখন প্রভাব-সম্পন্ন শ্রীমান্ পশুপতি হর্ষাবিষ্ট হইয়া পার্ব্বতীর সহিত আদিত্যবর্ণ রথারোহণ-পূর্ব্বক ভদ্রবটে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সেই রথোত্তমে সহস্র সিংহ সংযোজিত এবং কাল-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া শুভ্রবর্ণ গগণতলে উৎপতিত হইল। সেই চারুকেশর-শালী সিংহগণ গর্জ্জন করিতে করিতে চরাচর ভূতবর্গের ত্রাসোৎপাদন করত অন্তরীক্ষে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল, তাহারা যেন আকাশকে পান করিতে উদ্যত হইয়াছে। শক্র-শরাসন-সম্বলিত জলদ-জালের উপরে প্রভাকর যেমন সৌদামিনীর সহিত দীপ্তি পাইতে থাকেন, উমার সহিত উক্ত রথোপরি অধিষ্ঠিত হইয়া পশুপতিও তদ্রূপ প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। ধনাধিপতি ভগবান্ কুবের গুহ্যকগণ-সমভিব্যাহারে মনোহর পুষ্পকরথে আরোহণ-পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। পুরন্দরও ঐরাবতে আরূঢ় হইয়া অমরগণের সহিত প্রস্থানকারী বরপ্রদ বৃষধ্বজের পশ্চাদ্ভাগে অনুগমন করিতে লাগিলেন। অমোঘ-নামা মহাযক্ষ মাল্য-বিভূষিত জম্ভক-নামক যক্ষ ও রাক্ষসগণে সমলঙ্কৃত হইয়া তাঁহার দক্ষিণপক্ষ আশ্রয়-পূর্ব্বক প্রস্থিত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণভাগে বিচিত্র-যোধী বহুসংখ্য দেবগণ বসুগণ ও রুদ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া চলিলেন। যমও তৎকালে ঘোররূপ মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক ঘোররূপী শত শত ব্যাধিপুঞ্জে পরিবারিত হইয়া মৃত্যু-সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। রুদ্রের বিজয় নামে সুন্দর অলঙ্কৃত, শিখরত্রয়-যুক্ত, সুশাণিত ভয়ঙ্কর শূল যমের পশ্চাদ্ভাগে চলিল। উগ্রপাশধারী ভগবান্ সলিলেশ্বর বরুণ বহুবিধ জলজন্তুগণে পরিবৃত হইয়া সেই শূলকে পরিবারিত করত মন্দ মন্দ সঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন। বিজয়ের পশ্চাতে রুদ্রের পট্টিশও গদা মুষল শক্তি-প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রহরণ-সমূহে পরিবৃত হইয়া চলিল। হে রাজন্! রুদ্র-সম্বন্ধীয় মহাপ্রভান্বিত ছত্র ও মহর্ষিগণ-সেবিত কমণ্ডলু পট্টিশের অনুগমন করিতে লাগিল। কমণ্ডলুর দক্ষিণভাগে শ্রীপরিবৃত দণ্ড দেবগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ভৃগু ও অঙ্গিরা-প্রভৃতির সহিত গমন করত অতীব দীপ্তি পাইতে থাকিল। রুদ্র এই সমুদায়ের পশ্চাতে বিমল রথোপরি অধিষ্ঠিত হইয়া তেজদ্বারা সমুদয় অমরগণকে সংহর্ষিত করত প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অপিচ ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, ভুজগ-গণ, নক্ষত্র-পুঞ্জ, গ্রহ-নিবহ, দেবতাদিগের শিশু-সমস্ত ও বিবিধাকার স্ত্রীসজ্ঞ এবং নদী-সকল, হ্রদ-সমুদায় ও সাগর-নিকর রুদ্রের পশ্চাদ্ভাগে যাইতে লাগিল। চারুরূপা বরাঙ্গনাগণ পুষ্পপুঞ্জ বর্ষণ করিতে করিতে চলিল এবং পর্জ্জন্যও পিনাকপাণি মহাদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। সোম তাঁহার মস্তকে শ্বেতবর্ণ ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন, এবং বায়ু ও অগ্নি চামরদ্বয় গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎসমীপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হে রাজন্! পুরন্দর শ্রীপরিবৃত হইয়া সমুদায় রাজর্ষিগণের সহিত বৃষধ্বজকে স্তব করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে যাইতে লাগিলেন এবং গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী ও সুমিত্রা, ইহাঁরা সকলেই সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে পার্ব্বতীর পশ্চাতে চলিলেন। কবিরা যে সমস্ত বিদ্যাগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই তথায় গমন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদিদেবগণ সেনামুখে যাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করেন, সেই রাক্ষস-গ্রহ পতাকা গ্রহণ-পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে চলিলেন। রুদ্রের সখা, লোকের আনন্দদায়ক, পিঙ্গল-নামা যে যক্ষেন্দ্র নিয়ত শ্মশানে ব্যাপৃত থাকেন, সেই দেব এই সকলের সহিত মিলিত হইয়া যথা-সুখে অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় দিকেই গমন করিতে লাগিলেন; তাঁহার গতির স্থিরতা ছিল না। মানবেরা সৎকর্ম্ম-সমূহ-দ্বারা ইহলোকে রুদ্রদেবতাকে পূজা করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ যাঁহারে শিব, ঈশ,

রুদ্র ও পিণাকী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই মহেশ্বর বিবিধ প্রকার ভাবে আরাধিত হন।

দেবসেনাপতি ব্রহ্মনিষ্ঠ কৃত্তিকা-পুত্রও দেবসেনা-সমুদায়ে এইরূপ পরিবৃত হইয়া দেবদেবের অনুগামী হইলেন। অনন্তর মহাদেব মহাসেনকে এই মহৎ বাক্য বলিলেন যে, তুমি অতন্দ্রিত হইয়া দেবগণের সপ্তম ব্যূহ নিয়ত রক্ষা কর।

স্কন্দ কহিলেন, হে প্রভো! আমি দেব-সৈন্যের সপ্তম ব্যূহ রক্ষা করিব; হে দেব! এতদ্ভিন্ন আমার আরও যে কিছু কার্য্য থাকে, তাহা শীঘ্র আদেশ করুন।

রুদ্র কহিলেন, হে পুত্র! কার্য্যকালে তুমি আমারে সর্ব্বদাই সন্দর্শন করিবে; আমার দর্শন ও ভক্তিদ্বারা পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহেশ্বর মহাসেনকে এই কথা বলিয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিলেন। মহারাজ! স্কন্দ বিসর্জ্জিত হইলে পর মহৎ উৎপাত-লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া সমুদয় দেবগণকেই সহসা প্রমোহিত করিল। নক্ষত্র-নিকর-সম্বলিত নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; লোক-সমুদয় অতিশয় বিমূঢ় হইল; ভূমণ্ডল বিচলিত ও শব্দায়মান হইতে লাগিল এবং সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় প্রতীত হইতে থাকিল। অনন্তর সেই দারুণ ব্যাপার অবলোকন করিয়া শঙ্কর, মহাভাগা উমা, দেবগণ ও মহর্ষিগণ, সকলেই তখন বিক্ষুভিত হইলেন। তাঁহারা প্রমুগ্ধ হইলে পর ভূধর-ও-পয়োধর-সদৃশ, নানা-প্রহরণ-সমন্বিত, ভয়ঙ্কর মহাসৈন্য দৃশ্যমান হইল। সেই অগণ্য ঘোর সৈন্য বিবিধ-বাক্যে গর্জ্জন করিতে করিতে সমরে অমরগণ ও ভগবান্ শঙ্করের প্রতি অভিধাবিত হইল। ঐ আগন্তুক সৈন্যেরা দেব-সৈন্যমধ্যে অনেকবিধ বাণজাল এবং পর্ব্বত, শতঘ্নী, প্রাস, অসি, পরিঘ ও গদা-সমুদায় বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই পতনশীল ভয়ঙ্কর মহাস্ত্র-সমূহে সমস্ত দেব-সৈন্য ক্ষণকাল-মধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং সমরে পরাঙ্মুখ দৃষ্ট হইতে লাগিল। দানবেরা দেবগণের যোধবর্গ, হয়, হস্তী, আয়ুধ ও মহারথ-সমস্ত ছিন্ন করত অতিমাত্র নিপীড়িত করিতে থাকিল, সুতরাং তাঁহাদিগের সৈন্য যেন বিমুখের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। বিশাল-তরু-নিকর-সমাকীর্ণ হুতাশন-বিনির্দ্দগ্ধ কাননের ন্যায়, অসুরগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান সেই দেব-সৈন্যের অধিকাংশ দগ্ধ হইয়া পড়িল। এইরূপে মহাসমরে বধ্যমান হইয়া সেই দেবগণ ভিন্নদেহ ও ছিন্নমস্তক হইতে লাগিলেন, তথাপি কেহই আর তাঁহাদিগের রক্ষাকর্ত্তা হন না। অনন্তর বল-নিসূদন অমরেশ্বর পুরন্দর সেই দানবার্দ্দিত সৈন্যকে অবসাদগ্রস্ত দেখিয়া আশ্বাস প্রদান করত এই কথা বলিলেন, হে শূরগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা ভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শস্ত্র-সমস্ত গ্রহণ কর; বিক্রম প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হও; তোমাদিগের যেন কিছু-মাত্র ব্যথা না হয়; এই ঘোর-দর্শন সুদুর্ব্বৃত্ত দানব-দিগকে পরাজিত কর; তোমাদিগের কল্যাণ হউক, তোমরা আমার সহিত মহাসুরদিগকে আক্রমণ কর।

ত্রিদশগণ বাসবের বচন শ্রবণে সমাশ্বস্ত হইয়া তাঁহারে আশ্রয় অবলম্বন করত দানবদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সেই সমুদয় দেবগণ, মহাবল-সম্পন্ন মরুদ্গণ, মহাভাগ সাধ্যগণ ও বসুগণ প্রত্যুদ্গমন করিলেন। সমরে রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহারা সৈন্যগণের উপরে যে সমস্ত শস্ত্রজাত বিসর্জ্জন করিলেন, তৎসমুদায়, অশ্ব গজ ও দৈত্যদিগের শরীরে বিস্তর রুধির পান করিল। সেই নিশিত শরসঙ্ঘ তাহাদিগের দেহভেদ করিয়া নিষ্পতিত হইবার সময়ে নগ-নিকর হইতে নিষ্পতিত পন্নগ-সমূহের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে লাগিল। হে রাজন্! দৈত্যদিগের সেই শরীর-সমস্ত সায়ক-জালে নির্ভিন্ন হইয়া বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড-নিচয়ের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে থাকিল।

অনন্তর সমুদয় অমরচয় বিবিধ বিশিখপুঞ্জ-সহকারে সেই দানব সৈন্যকে সমরে বিত্রাসিত ও পরাঙ্মুখ করিয়া দিলেন। তখন সকলেই হর্ষাবিষ্ট ও উদায়ুধ হইয়া চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং অনেক-প্রকার বাদ্য-যন্ত্র মিলিত হইয়া প্রকৃষ্টরূপে বাদিত হইতে লাগিল। এইরূপে দেব ও দানবগণের সেই যুদ্ধ উভয় পক্ষেই অতিসুদারুণ হইয়া উঠিল; তাহাতে রণস্থল মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমময় হইল। পরন্তু দেবলোকের বিপদ্ সহসাই দৃষ্ট হইল; কেন-না ভয়ঙ্কর দানবেরা দেবতাদিগকে পূর্ব্ববৎ বিনিহত করিতে লাগিল। তাহাতে দানবেন্দ্রগণের তূর্য্য-নিনাদ, প্রচণ্ড-ভেরীনিস্বন ও দারুণ সিংহনাদ হইতে থাকিল।

অনন্তর মহিষ নামে এক জন মহাবল-সম্পন্ন দানব একটা বিশাল শৈল গ্রহণ-পূর্ব্বক মহাঘোর দৈত্য-সৈন্য হইতে নিষ্পতিত হইল। হে রাজন্! সেই দেবগণ, পর্ব্বত উত্তোলন-পূর্ব্বক সমাগত ঐ দৈত্যকে জলদজাল-পরিবারিত প্রভাকরের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া, পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। অনন্তর মহিষ দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া দেবগণের প্রতি সেই পর্ব্বত নিক্ষিপ্ত করিল। মহারাজ! সেই ভীষণাকার ভূধরের পতনে দেব সৈন্যের দশসহস্র লোক নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। তৎ-পরে মহিষ সেই দানবগণের সহিত মিলিয়া সুর-গণকে সংগ্রামে বিত্রাসিত করত, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগদিগকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ শীঘ্র তাঁহাদিগের প্রতি অভিধাবিত হইল। ইন্দ্র-সহ দেববৃন্দ সেই মহিষকে আপতিত হইতে দেখিয়া সমরে ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ও সমস্ত রণচিহ্ন পরিহার-পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তাহাতে সেই মহিষ ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্রের রথাভিমুখে সত্বর প্রধাবিত হইল এবং দ্রুতবেগে আসিয়া তাঁহার রথের যুগন্ধর গ্রহণ করিল। মহিষ ক্রুদ্ধ হইয়া যখন রুদ্র-রথে সমাগত হইল, তখন স্বর্গ ও ভূমণ্ডল গাঢ়রূপে শব্দায়মান হইতে লাগিল এবং মহর্ষিগণ বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি-লেন। জলধর-সদৃশ মহাকায় দৈত্যেরা তৎকালে গর্জ্জন করিতে লাগিল; তাহাদিগের এইরূপ নিশ্চয় হইল যে, আমরাই জিতিলাম। ভগবান্ রুদ্র সেই-রূপ আক্রান্ত হইয়াও সমরে মহিষকে নিহত করি-লেন না, সেই দুরাত্মার মৃত্যুরূপী স্কন্দকে তখন স্মরণ করিলেন। রৌদ্রস্বভাব মহিষও রুদ্রের রথাব-লোকন-পূর্ব্বক দেবগণের সন্ত্রাস ও দৈত্যদলের হর্ষ বর্দ্ধন করত ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর দেবগণের সেই ঘোর ভয় সমুপস্থিত হইলে, লোহি-তাম্বর-সম্বীত, লোহিত-মাল্যাভরণ-ভূষিত, লোহি-তাশ্ব, হিরণ্য-কবচ-সন্নদ্ধ, প্রভাব-সম্পন্ন মহাবাহু মহাসেন, সুবর্ণ-প্রভ সূর্য্য-সন্নিভ রথে আরূঢ় হইয়া, ক্রোধে জাজ্বল্যমান্ প্রভাকরের ন্যায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সেই দৈত্যসেনা সমরে সহসা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। হে রা-জেন্দ্র! মহাবল-সমন্বিত মহাসেন স্কন্দও মহিষের প্রাণ-সংহারিণী সেই প্রজ্বলিতা শক্তি নিক্ষিপ্ত করি-লেন। শক্তিটি বিমুক্ত হইবামাত্র মহিষের বিশাল-মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। মস্তক ছিন্ন হইলে মহিষ গতাসু হইয়া নিপতিত হইল। সেই পতন-শীল পর্ব্বতাকার মস্তকদ্বারা উত্তর কুরুদেশের ষো-ড়শযোজন-বিস্তীর্ণ দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া গেল। সেই নিমিত্তে ঐ দ্বার অগম্য হইয়াছিল; সংপ্রতি উত্তর কুরুগণ সেই দ্বার দিয়া যথাসুখে গমন করিতেছে।

দেব ও দানবগণের দৃষ্ট হইতে লাগিল, সেই শক্তিটি বারংবার নিক্ষিপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র শত্রু সংহার-পূর্ব্বক স্কন্দ-হস্তে পুনঃপুন উপস্থিত হই-তেছে। ফলত ধীমান্ মহাসেন শর-সমূহদ্বারা প্রায় সমুদায় ঘোর-কায় দৈত্যগণকে বিনিহত করিলেন। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা ভীত ও ত্রস্ত হইয়া স্কন্দের দুরাসদ পারিষদগণ-কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র সংখ্যায় বিধ্বংসিত ও ভক্ষিত হইতে লাগিল। সেই পারিষদেরা অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া দানবদিগের

মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পান করত ক্ষণকাল-মধ্যে সমস্ত জগৎকে দানব-শূন্য করিয়া তুলিল। যেমন প্রভাকর তিমির-রাশি বিনষ্ট করেন; অগ্নি যেমন বৃক্ষ-সকলকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকেন; এবং সমীরণ যেমন জলদ-পুঞ্জকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন; কীর্ত্তিমান্ স্কন্দও সেইরূপ স্বীয় বীর্য্যসহকারে শত্রুদিগকে পরাজিত করিলেন। কিরণজাল বিস্তারিত করিলে অংশুমালীর যেরূপ শোভা হয়; ভগবান্ কৃত্তিকা-নন্দন ত্রিদশগণ-কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে পূজ্যমান হইয়া মহেশ্বরকে অভিবাদন-পূর্ব্বক সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাসেন স্কন্দ শত্রুকুল-সংহার করিয়া যৎকালে মহেশ্বর-সমীপে প্রস্থিত হইলেন, তখন পুরন্দর তাঁহারে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "স্কন্দ! এই মহিষ ব্রহ্মার নিকটে বর পাইয়া আপনকার হস্তে নিহত হইল। হে বিজয়ি-প্রবর মহাবাহো! যাহার নিকটে দেবতারা তৃণতুল্য হইয়াছিলেন, সেই সুর-কণ্টক অসুরকে আপনি প্রশমিত করিলেন। যাহারা পূর্ব্বে আমাদিগকে তাপিত করিয়াছিল, সেই অমর-বৈরী, মহিষাসুর-তুল্য-বলশালী, শত শত দানবদিগকেও আপনি সংগ্রামে নিহত করিলেন। আপনকার পারিষদেরাও অন্য অসংখ্য দানবদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনি সাক্ষাৎ উমাপতির ন্যায় প্রভাব-সম্পন্ন; সমরে শত্রুরা আপনারে পরাজিত করিতে পারে না। হে দেব! হে মহাভুজ! আপনকার এই প্রথম কর্ম্ম ত্রিলোক-মধ্যে বিখ্যাত হইবে, আপনকার কীর্ত্তিও চিরস্থায়িনী হইবে এবং ত্রিদশেরাও আপনকার বশবর্ত্তী হইবেন।" মহাসেনকে এইরূপ কহিয়া শচীপতি বাসব ভগবান্ ত্রিলোচনের অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক দেবগণের সহিত নিবৃত্ত হইলেন। মহাদেব ভদ্রবটে গমন করিলেন এবং দেবতারাও নিজ নিজ স্থানে প্রস্থিত হইলেন। তৎকালে রুদ্র দেবগণকে এই কথা বলিলেন যে, তোমরা স্কন্দকে আমার ন্যায় নিরীক্ষণ করিবে।

বহ্নি-নন্দন মহাসেন মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া এইরূপে দানবগণের ধ্বংসবিধান-পূর্ব্বক এক-দিনমধ্যেই সমুদয় ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া স্কন্দের এই জন্ম-বিবরণ অধ্যয়ন করেন, তিনি ইহলোকে সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিয়া চরমে স্কন্দ-সলোকতা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

স্কন্দযুদ্ধে ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩০ ॥
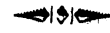
যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ দ্বিজোত্তম! এই মহাত্মা স্কন্দের যে সমস্ত নাম ত্রিভুবনে বিখ্যাত আছে, আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা মহাতপা ভগবান্ মার্কণ্ডেয় ঋষিগণ-সমীপে পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তদ্বিষয়ে এই কথা বলিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, আগ্নেয়, স্কন্দ, দীপ্তকীর্ত্তি, অনাময়, ময়ূরকেতু, ধর্ম্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষার্দ্দন, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিশু, শীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভানন, অমোঘ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠী-প্রিয়, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কন্যা-ভর্ত্তা, বিভক্ত, স্বাহেয়, রেবতী-সুত, প্রভু, নেতা, বিশাখ, নৈগমেয়, সুদুশ্চর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নক-প্রিয়, খচারী, ব্রহ্মচারী, শূর, শরবণোদ্ভব, বিশ্বামিত্র-প্রিয়, দেবসেনা-প্রিয়, বাসুদেব-প্রিয়, প্রিয় ও প্রিয়কৃৎ; কার্ত্তিকেয়ের এই দিব্য নাম গুলি যিনি পাঠ করেন, তিনি স্বর্গ, কীর্ত্তি ও ধনলাভ করিতে পারেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। হে কুরু-প্রবীর! দেব ও ঋষিগণ-কর্ত্তৃক নিষেবিত, শক্তিধর, বীরবর, অপ্রমেয়, ষড়ানন গুহকে আমি ভক্তি-সহকারে অপর নাম-সমস্ত দ্বারা স্তব

করিব, তুমি নিশ্চিত-রূপে তৎ-সমুদায় বোধগম্য কর।

হে গুহ! তুমি ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মজ, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মেশয়, ব্রহ্মনিষ্ঠদিগের বরিষ্ঠ, ব্রহ্মপ্রিয়, ব্রাহ্মণ-সদৃশ ব্রত-ধারী, ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণের নেতা। তুমি স্বাহা, স্বধা, পরম পবিত্র, মন্ত্রস্তুত, প্রথিত ও ষড়র্চ্চিঃ। তুমি সংবৎসর, ঋতুষট্‌ক, পক্ষ, মাস, অয়ন ও দিঙ্মণ্ডল। তুমি পুষ্করাক্ষ, অরবিন্দ-বক্ত্র, সহস্র-বক্ত্র ও সহস্র-বাহু। তুমি লোকপাল ও পরম হবিঃ। তুমি সমুদয় সুরাসুরগণের ভাবয়িতা। তুমিই সে-নাধিপতি, প্রচণ্ড, প্রভু, বিভু ও শক্রজেতা। তুমি সহস্রভূ; তুমিই ধরণী। তুমি সহস্র তুষ্টি, সহস্র-ভুক্, সহস্রশীর্ষ, সহস্রপাৎ, অনন্তরূপ ও শক্তি-ধারী। হে দেব! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে গঙ্গা, স্বাহা, মহী ও কৃত্তিকাগণের পুত্র হইয়াছ। হে ষড়ানন! তুমি কুক্কুট লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাক এবং ইচ্ছা-নুসারে নানাবিধ কাম্য-রূপধারী হও। তুমি নি-ত্যই দক্ষ, সোম, মরুদ্গণ, ধর্ম্ম, বায়ু, গিরীন্দ্র ও ইন্দ্র। তুমি উগ্রধন্বা, সনাতনগণেরও সনাতন এবং প্রভুদিগেরও প্রভু। তুমি সত্যের কর্ত্তা, দৈত্য-দলের সংহর্ত্তা, রিপুকুলের জেতা এবং সুরগণের নেতা। হে মহাত্মন্! তুমিই সেই পরম সূক্ষ্ম তপস্যা-স্বরূপ; তুমি স্বয়ং পরাবর হইয়া ধর্ম্ম, কাম ও পর-বস্তুরও পরাবরজ্ঞ হইয়াছ। হে সর্ব্বামর-প্রবীর! তোমার তেজে এই সমুদয় জগৎ পরি-ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে লোকনাথ! আমি যথাশক্তি তোমার এই স্তব করিলাম। হে দ্বাদশ-নেত্র! হে দ্বাদশ-বাহো! তোমারে নমস্কার; অতঃপর তোমার মহিমার গতি আমি আর কিছুই জানি না।

যে ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া স্কন্দের এই জন্ম-বিব-রণ পাঠ করেন; যিনি ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করান, অথবা যিনি ব্রাহ্মণগণের মুখে পঠিত হইতে শ্রবণ করেন, তিনি ধন, আয়ু, প্রদীপ্ত যশ, পুত্র-সমুদয়, শক্রজয়, পুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করিয়া চরমে স্কন্দ-সলোকতা প্রাপ্ত হয়েন।

কার্ত্তিকেয় স্তবে মার্কণ্ডেয় সমাস্যা-প্রকরণ ও একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩১॥
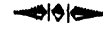
দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ-প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও বিপ্র-বর্গ আসন গ্রহণ করিলে পর দ্রৌপদী ও সত্যভামা তৎকালে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, এবং প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে পরস্পর অতিশয় হাস্য পরিহাস করত তথায় সুখে উপবিষ্টা হইলেন। হে রাজেন্দ্র! পর-স্পর-প্রিয়বাদিনী সেই কামিনীদ্বয় বহু কালের পর পরস্পর সন্দর্শন করিয়া কুরু ও যদুগণ-সমুত্থিত বিবিধ বিচিত্র কথার সমালাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণের প্রেয়সী মহিষী সত্রাজিৎরাজ-নন্দিনী সুমধ্যমা সত্যভামা যাজ্ঞসেনীকে নির্জ্জনে এই কথা বলিলেন যে, হে দ্রৌপদি! তুমি কি রূপ ব্যবহার-দ্বারা লোকপাল-সদৃশ, বীর্য্য-সম্পন্ন, অতিশয় দৃঢ়-কায়, যুবা পাণ্ডবদিগকে বশীভূত করিয়া রাখ? হে শোভনে! তাঁহারা কি প্রকারে তোমার বশ-বর্ত্তী হন এবং কি নিমিত্তেই বা তোমার প্রতি কখন কোপ প্রকাশ না করেন? হে প্রিয়দর্শনে! পাণ্ড-বেরা সকলেই সর্ব্বদা তোমার বশম্বদ ও মুখপ্রেক্ষ হইয়া থাকেন, ইহার কারণ কি, তুমি আমারে যথার্থ করিয়া বল। তোমার কি কোন ব্রতচর্য্যা, তপস্যা, সঙ্গমাদি-সময়ে মন্ত্রসংযুক্ত ঔষধ-সমস্ত, বিদ্যা-বীর্য্য, মূল-বীর্য্য, জপ, হোম অথবা অন্য প্রকার ঔষধ-সমুদায় আছে? হে পাঞ্চালি! হে কৃষ্ণে! যাহাতে কৃষ্ণ আমার নিয়ত বশানুগামী হইতে পারেন, তুমি তাদৃশ সৌভাগ্য-প্রদ যশস্কর পদার্থটি আমার নিকটে অদ্য ব্যক্ত কর।

যশস্বিনী সত্যভামা এইরূপ কহিয়া বিরত হই-লেন। তখন পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী তাঁহারে

প্রত্যুত্তর করিলেন, সত্যভামে! তুমি জানিয়া শুনিয়াও আমারে অসাধ্বী স্ত্রীদিগের আচরণ জিজ্ঞাসা করিতেছ; যে পথ অসাধুদিগের আচরিত, তদ্বিষয়ে উত্তর করা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? ইহাতে অনুপ্রশ্ন বা সংশয় করা তোমার উপযুক্ত হয় না; যেহেতু তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী, বিশেষত কৃষ্ণের প্রেয়সী মহিষী। ভর্ত্তা ভার্য্যাকে মন্ত্রমূল-পরায়ণা বলিয়া যখনি জানিতে পারেন, তখনি গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহা হইতে উদ্বিগ্ন থাকেন। উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কিরূপে শান্তি হয় এবং অশান্ত ব্যক্তিরই বা কি প্রকারে সুখ হইতে পারে? ফলত মন্ত্রকর্ম্ম-দ্বারা স্বামী কখন পত্নীর বশবর্ত্তী হন না; তবে শত্রুদিগের প্রেরিত পরম দারুণ রোগ-সমুদায়ের কথা শ্রুত হওয়া যায় বটে; যেহেতু হিংসার্থী স্ত্রীজনেরা মূল-প্রবাদে বিষ প্রদান করিয়া থাকে। তাহাতে যে সমস্ত চূর্ণ প্রদত্ত হয়, পুরুষ জিহ্বা বা ত্বক্-দ্বারা তৎসমুদয় সেবন করিলে নিঃসন্দেহ ত্বরায় বিনষ্ট হইতে পারে। অনেকানেক স্ত্রীলোকে পুরুষদিগকে জলোদর রোগযুক্ত, কুষ্ঠী, পলিত, পুংস্ত্ব-বিহীন, জড়, অন্ধ ও বধির করিয়া ফেলিয়াছে। সেই পাপানুগামী পাপাত্মা নারীগণ স্বামীদিগকে এইরূপে বশম্বদ করিয়া থাকে; পরন্তু ভর্ত্তার কোন প্রকার অনিষ্ট করা ভার্য্যার কদাচ কর্ত্তব্য নহে! হে যশস্বিনি সত্যভামে! মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি আমি যেরূপ আচরণ করি, সেই সমস্ত সত্য ব্যবহার আমার নিকটে শ্রবণ কর। আমি সর্ব্বদা অহঙ্কার ও কামক্রোধ পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক প্রযত্ন-পরায়ণ হইয়া সস্ত্রীক পাণ্ডবদিগের নিয়ত পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। ঈর্ষার প্রতিসংহার এবং আত্মাতে চিত্ত-সন্নিবেশ-পূর্ব্বক দর্পরহিত হইয়া শুশ্রূষা করত পতিগণের চিত্ত রক্ষা করি। কুৎসিত সম্ভাষণ, কুৎসিত অবস্থান, কুৎসিত অবলোকন, কুৎসিত উপবেশন, কুৎসিত গমন এবং জ্ঞাত-অভিপ্রায়-সূচক কটাক্ষপাত হইতে শঙ্কমানা হইয়া সূর্য্যানল-সদৃশ, সোম-কল্প, দৃষ্টিমাত্রদ্বারা শত্রুকুল-সংহারকারী, প্রখর-বীর্য্য ও প্রতাপ-সম্পন্ন মহারথ পাণ্ডবদিগকে সেবা করি। কি দেব, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব; কি যুবা, কি সুন্দর অলঙ্কৃত; কি ধনবান্, কি রূপবান্; অন্য পুরুষ কদাচ আমার অভিমত নহে। পতি অস্নাত, অভুক্ত বা অসুপ্ত থাকিতে আমি কদাপি স্নান, ভোজন বা শয়ন করি না; এমন কি, পরিচারকেরাও অভুক্ত অথবা অসুপ্ত থাকিতে আমি ভোজন বা শয়ন করি না। স্বামী ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান-পূর্ব্বক আসন ও উদক-দ্বারা তাঁহারে অভিনন্দিত করি; গৃহ, গৃহোপকরণ ও ভোজন দ্রব্য-সমস্ত সুন্দর পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ করিয়া রাখি; সংযত হইয়া ধান্যাদি রক্ষা করি; তিরস্কৃত বাক্যের সম্ভাষণ এবং দুঃশীল স্ত্রীদিগের অনুসেবন করি না; নিয়ত অনুকূল-চারিণী ও আলস্য-শূন্যা থাকি; পরিহাসের স্থল ব্যতিরেকে হাস্য, দ্বারদেশে সর্ব্বদা অবস্থিতি, মলমূত্রাদি পরিত্যাগের প্রদেশে ও গৃহ-সন্নিহিত উপবনাদি-স্থলেও বহু ক্ষণ অবস্থান, এবং অতিহাস্য, অতিরোষ ও ক্রোধাস্পদ বিষয়-সমুদয় পরিবর্জ্জন করি। হে সত্যে! আমি সর্ব্বদাই স্বামিগণের সেবা-কার্য্যে রত থাকি; ভর্ত্তার বিচ্ছেদ কোন প্রকারেই আমার ইষ্ট নহে। কুটুম্বের কোন কার্য্য সাধনার্থে ভর্ত্তা যখন প্রবাসে গমন করেন, তখন আমি পুষ্প ও অনুলেপন পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক ব্রতচারিণী হই। অপিচ আমার ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য ভক্ষণ, পান বা সেবন না করেন, তৎসমুদায়ই আমি পরিবর্জ্জন করি। হে বরাঙ্গনে! আমি সুন্দর অলঙ্কৃতা ও উপদেশানুসারে নিয়মিতা হইয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে ভর্ত্তার প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে তৎপর থাকি। পূর্ব্বে আমার শ্বশ্রূ আমারে কুটুম্বগণের প্রতি যে সকল ধর্ম্মাচরণের কথা বলিয়া দিয়াছেন এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বাহে স্থালীপাক, মান্য লোকদিগের পূজা

ও সমাদর-প্রভৃতি অন্য যে সকল ধর্ম্ম আমার বিদিত আছে; আমি অতন্দ্রিত হইয়া দিবারাত্র তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করি। অধিক আর কি বলিব, আমি সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে বিনয় ও নিয়ম-সমুদায় আশ্রয় করত, মৃদু-স্বভাব, সচ্চরিত্র, সত্য-শীল, সত্যধর্ম্মানুরক্ষী পতিদিগকে ক্রোধপরীত আশীবিষ-সদৃশজ্ঞান করত পরিচর্য্যা করিয়া থাকি; যেহেতু আমার বিবেচনায় পতিকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়, তাহাই স্ত্রীলোকদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পতিই তাহাদিগের দেবতা, পতিই তাহা-দিগের গতি; পতি-ভিন্ন নারীগণের আর অন্য গতি নাই; অতএব পতির বিপ্রিয়াচরণ করা কোন্ রমণীর উচিত হইতে পারে? হে সুভগে! আমি পতিগণকে অতিক্রম করিয়া অশন, ভূষণ বা শয়ন করি না এবং শ্বশ্রূকেও কখন নিন্দা করি না; সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সংযমিত হইয়া চলি। আমার সাবধানতা, নিয়ত উদ্যমশীলতা ও গুরুশুশ্রূষা-দ্বারাই ভর্ত্তৃগণ আমার বশতাপন্ন হইয়াছেন। এই বীর-প্রসবিনী, সত্যবাদিনী, পৃথানন্দিনী, পৃথিবীসমা আর্য্যা কুন্তীকে আমি স্বয়ং ভোজন, পান ও আ-চ্ছাদন-দ্বারা নিত্য কাল পরিচর্য্যা করিয়া থাকি; বসন, ভূষণ বা ভোজনদ্বারা কদাচ ইহাঁরে অতিক্রম করি না এবং বচন-দ্বারাও কখন নিন্দা করি না।

অগ্রে যুধিষ্ঠিরের ভবনে প্রত্যহ যে অষ্ট সহস্র ব্রাহ্মণ সুবর্ণময় পাত্রে ভোজন করিতেন; যুধিষ্ঠির যে অষ্টাশীতি-সহস্র গৃহমেধী স্নাতক বিপ্রদিগের প্রত্যেকের প্রতি ত্রিশ ত্রিশ জন দাসী নিযুক্ত করিয়া ভরণ পোষণ করিতেন; তদ্ভিন্ন অপর যে দশ সহস্র ঊর্দ্ধরেতা যতিগণের সুসংস্কৃত অন্ন রুক্মপাত্রদ্বারা আহৃত হইত; সেই সমুদয় ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণকে আমি প্রথমোদ্ধৃত ভোজন, পান ও আচ্ছাদনদ্বারা যথাযোগ্য পূজা করিতাম। মহাত্মা ধর্ম্মরাজের যে কম্বু-কেয়ূর-ধারিণী, নিষ্ককণ্ঠী, সুন্দর অলঙ্কৃতা, মহার্হ মাল্যাভরণা, সুবসনা, চন্দন-চর্চ্চিতা, কাঞ্চন মণিরাজি-বিভূষিতা, নৃত্যগীত-বিশারদা, শত সহস্র দাসী ছিল, তাহাদিগের সকলেরই নাম, রূপ, ভো-জন, আচ্ছাদন ও কৃতাকৃত কর্ম্ম আমার বিদিত আছে। ধীমান্ কুন্তী-নন্দনের এক লক্ষ দাসী পাত্রী হস্তে লইয়া দিবারাত্র অতিথি ভোজন করাইত। ইন্দ্রপ্রস্থে নিবাস-সময়েও যুধিষ্ঠিরের এক লক্ষ অশ্ব ও এক লক্ষ মাতঙ্গ অনুগামী হইত। নরনাথ যুধি-ষ্ঠির যখন পৃথিবী পরিপালন করিয়াছিলেন, তৎ-কালে এই সমস্ত ছিল; পরন্তু আমিই তৎসমুদায়ের সংখ্যা ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতাম এবং শ্রবণ করিতাম। অপিচ সমস্ত অন্তঃপুরবর্গের এবং গো-পাল ও মেষপাল পর্য্যন্ত যাবতীয় ভৃত্যগণের কৃতা-কৃত কর্ম্ম আমার বিদিত ছিল। হে যশস্বিনি, কল্যাণি! আমি একাকিনী রাজার সমুদয় সমৃদ্ধি, আয় ও ব্যয় বৃত্তান্ত অবগত হইতাম। হে বরাননে! ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা আমার উপরেই যাবতীয় পোষ্যবর্গের ভার সমর্পণ করিয়া উপাসনায় রত হইতে পারিতেন। আমিও দুরাত্মাদিগের দুর্ব্বহ-নীয় সেই সমর্পিত ভার প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত সুখ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দিনযামিনি তাহার প্রতি সংসক্ত থাকিতাম। আমার পতিগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন, আমি একাকিনী, বরুণের নিধিপূর্ণ অধৃষ্য জলনিধির ন্যায় তাঁহাদিগের কোষাগার পর্য্যবেক্ষণ করিতাম। দিবা-নিশি ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করত কুরু-নন্দনগণের আরাধনায় তৎপর থাকায় আমার দিন-রাত্রি তুল্য জ্ঞান হইত। আমি চির কাল সকলের অগ্রে জাগরিত হইতাম এবং শেষে শয়ন করি-তাম। হে সত্যভামে! ইহাই আমার বশীকরণ; ভর্ত্তাকে বশীভূত করিবার এই মহৎ সাধন আমার বিদিত আছে। আমি অসাধু স্ত্রীদিগের ন্যায় অসদা-চরণ করি না এবং করিতেও অভিলাষ রাখি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যভামা কৃষ্ণার সম্ভাষিত সেই ধর্ম্ম-সংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন ধর্ম্ম-চারিণী পাঞ্চালীকে সমুচিত সৎকার-পূর্ব্বক কহি-

লেন, পাঞ্চালি! আমি অপরাধিনী হইয়াছি; হে যাজ্ঞসেনি! আমারে ক্ষমা কর! দেখ, সখিদিগের উপহাস-যুক্ত বাক্য এইরূপ যদৃচ্ছাক্রমেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

দ্রৌপদী-নিজকার্য্য-কথনে দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩২॥

দ্রৌপদী কহিলেন, সখি! সংপ্রতি ভর্ত্তার চিত্ত আকর্ষণ করিবার এই একটি কুহক-পরিশূন্য পথ তোমারে বলিয়া দিব, ইহাতে যথাবৎ বর্ত্তমানা থাকিলে তুমি সপত্নী কামিনীগণ হইতে ভর্ত্তাকে বল-পূর্ব্বক হরিয়া লইতে পারিবে। হে সত্যভামে! পতি যেমন দেবতা, দেবাদি সমুদায় লোক-মধ্যে এতাদৃশী দেবতা আর কুত্রাপি নাই; যেহেতু তাঁহার প্রসাদে সর্ব্ব প্রকার কাম্য বস্তু লব্ধ হইতে পারে, এবং তিনি কুপিত হইলে সকলই বিনষ্ট করিতে পারেন। তাঁহা হইতে সন্তান সন্ততি, বিবিধ ভোগ, সুদৃশ্য শয্যা, আসন, বস্ত্র, মাল্য ও গন্ধদ্রব্য-সমস্ত, এবং মহতী কীর্ত্তি ও স্বর্গলোক লব্ধ হইয়া থাকে। দেখ, সংসারে অনায়াসে কখন সুখ লভ্য হয় না; সাধ্বী স্ত্রী দুঃখদ্বারা সুখ-সমস্ত লাভ করেন; অতএব তুমি সৌহৃদ্য, প্রেম ও বেশ-ভূষাদ্বারা কৃষ্ণকে প্রত্যহ আরাধনা কর। অপিচ সুচারু আসন, উৎকৃষ্ট মাল্য, বিবিধ গন্ধদ্রব্য ও আনুকূল্য-তৎপরতা-দ্বারা "আমি ইহাঁর প্রীতি-ভাজন" ইহা জ্ঞান করিয়া যাহাতে তিনি তোমাতেই সংসক্ত থাকেন, তাহার বিধান কর। ভর্ত্তা দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহার স্বর শ্রবণ করিয়াই প্রত্যুত্থান-পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা থাক, পরে তাঁহারে গৃহ-মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া ত্বরান্বিতা হইয়া আসন ও পাদ্যদ্বারা প্রতিপূজা কর। কোন কার্য্যের নিমিত্তে তিনি দাসীকে সমাদেশ করিলেও তুমি স্বয়ং উত্থিত হইয়া তাহা সম্পন্ন করিবে। হে সত্যভামে! কৃষ্ণ তোমার এইরূপ ভাব জানিতে পারুন যে, সত্যভামা আমারে সর্ব্বতোভাবে ভজনা করে। তোমার পতি তোমার নিকটে যে কথা বলেন, তাহা গুহ্য না হইলেও গোপন করিয়া রাখিবে; কেননা তোমার কোন সপত্নী যদি কৃষ্ণকে তাহা বলিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমার প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মিতে পারে। যাহারা তোমার ভর্ত্তার প্রীতিপাত্র, অনুরক্ত ও হিতকারী তাহাদিগকে তুমি বিবিধ উপায়ে ভোজন করাইবে, আর যে সকল ব্যক্তি তাঁহার দ্বেষ্য, বিপক্ষ ও অহিতকারী, এবং যাহারা কুহকানুষ্ঠানে উদ্যত, তাহাদিগের সহিত নিত্যই বিচ্ছেদ রাখিবে। পুরুষদিগের নিকটে মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় সংযত করিয়া রাখিবে। তোমার কুমার প্রদ্যুম্ন ও শাম্বের সঙ্গেও তুমি নির্জ্জনে কদাচিৎ সহবাস সম্ভাষণাদি করিবে না। মহাকুল-সমুৎপন্না, পাপ-পরিশূন্যা, পতিপরায়ণা অঙ্গনাগণের সঙ্গেই তোমার যেন সখ্য হয়; অতিশয় কোপন-স্বভাব, মত্ত, বহুভোজী, চৌর, দ্বেষ-পরতন্ত্র ও চপল স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। এইরূপ ব্যবহারই যশস্কর, সৌভাগ্যপ্রদ, শত্রু-নিপাতন ও স্বর্গসাধন; অতএব তুমি মহামূল্য মাল্য, আভরণ, অঙ্গরাগ ও পবিত্র গন্ধবতী হইয়া ভর্ত্তাকে আরাধনা কর।

দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদে ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনার্দ্দন মধুসূদন কেশব মার্কণ্ডেয়-প্রভৃতি বিপ্রবর্গ ও মহাত্মা পাণ্ডবগণের সঙ্গে অনুকূল কথা-প্রসঙ্গে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া পরিশেষে তাঁহাদিগের সহিত বিদায়কাল-সমুচিত সম্ভাষণাদি-পূর্ব্বক রথারোহণে অভিলাষী হইয়া সত্যভামারে আহ্বান করিলেন। অনন্তর সত্যভামা তথায় দ্রুপদ-নন্দিনীকে আলিঙ্গন করিয়া সমুচিত-ভাব-সমন্বিত এই মনোহর বাক্যের উক্তি

করিলেন । "কৃষ্ণে! তোমার উৎকণ্ঠিতা হইবার, মনঃপীড়া পাইবার অথবা রাত্রি জাগরণ করিবার প্রয়োজন নাই ; তুমি দেবতুল্য ভর্ত্তৃগণের পরাজিত মেদিনী-মণ্ডল অবশ্য প্রাপ্ত হইবে। হে অসিতেক্ষণে! তোমার যেরূপ শীল ও লক্ষণ, এতাদৃশ শীল-সম্পন্না, ঈদৃশ প্রশংসিত-লক্ষণা অঙ্গনারা কখন চিরকাল ক্লেশ প্রাপ্ত হন না; অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি পতিগণের সহিত অবশ্যই নিষ্কণ্টকে ও নির্ব্বিবাদে এই বসুন্ধরা সম্ভোগ করিবে। হে দ্রুপদ-নন্দিনি! তুমি অবশ্যই দেখিতে পাইবে, যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের বধ ও সমুদায় বৈর-নির্যাতন করিয়া ভূমণ্ডল হস্তগত করিবেন। যাহারা সেই দর্পবিমোহিত হইয়া তোমারে বন-প্রস্থান-সময়ে উপহাস করিয়াছিল, সেই কুরু-স্ত্রীদিগকে তুমি অচিরেই হতসংকল্প হইতে দেখিবে। হে কৃষ্ণে! তুমি দুঃখের দশা প্রাপ্ত হইলে যাহারা তোমার অপ্রিয়াচরণ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই শমন-সদনে সংপ্রস্থিত হইয়াছে অবধারণ কর। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের ঔরসে তোমার প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন নামে যে প্রভাব-সম্পন্ন বীর পুত্রেরা জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলী আছেন, কৃতাস্ত্র হইয়াছেন এবং অভিমন্যুর ন্যায় প্রীতিচিত্তে দ্বারবতী নগরীতে অতিশয় অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছেন। সুভদ্রাও তাঁহাদিগের দুঃখে দুঃখিতা ও সুখে সুখিতা হইয়া সর্ব্বতোভাবে তোমার মত প্রীতি-সহকারে তাঁহাদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেছেন, এবং তাঁহাদিগের হইতেও তোমার ন্যায় সর্ব্বথা ব্যথা-শূন্যা হইয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছেন। প্রদ্যুম্নের জননীও সেইরূপ সর্ব্ব-প্রযত্নে তাঁহাদিগকে ভজনা করিতেছেন এবং কেশবও ভানু-প্রভৃতি পুত্রগণের সহিত তাঁহাদিগের প্রতি বিশিষ্ট-রূপ ব্যবহার করিতেছেন। হে ভাবিনি! আমার শ্বশুর ইহাঁদিগের ভোজনাচ্ছাদন-বিষয়ে নিত্য নিযুক্ত আছেন এবং রাম-প্রভৃতি সমুদায় অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ ইহাঁদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন; যেহেতু তাঁহারা প্রদ্যুম্নের প্রতি যে রূপ স্নেহ করিয়া থাকেন, তোমার পুত্রের প্রতিও সেইরূপ স্নেহ করেন।"

কৃষ্ণ-মহিষী ভাবিনী সত্যভামা এইরূপ মনোহর, হৃদয়ঙ্গম, প্রিয় অথচ সত্যবাক্য-সমস্ত বলিয়া কৃষ্ণের রথের প্রতি গমন করিবার মন করিলেন; পরে সেই কৃষ্ণাকে সর্ব্বতোভাবে প্রদক্ষিণ করিয়া কেশবের রথোপরি আরোহণ করিলেন। তখন যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক দ্রৌপদীরে যথেষ্ট সান্ত্বনা করিয়া এবং পাণ্ডবদিগকে ফিরাইয়া দিয়া শীঘ্রগামী ঘোটকগণদ্বারা তথা হইতে নিজপুরে প্রস্থিত হইলেন।

সত্যভামা-কৃষ্ণ-গমনে দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ প্রকরণ ও চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩৪ ॥

ঘোষযাত্রা প্রকরণ।

জনমেজয় কহিলেন, নরশ্রেষ্ঠ পৃথা-নন্দনেরা অরণ্য-মধ্যে এইরূপে অবস্থান করত শীত, উষ্ণ, বাত ও আতপ-দ্বারা ক্ষীণকায় হইয়া সেই পবিত্র বন ও সরোবর প্রাপ্ত হইবার পর কি করিয়াছিলেন ?।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সরোবর-সন্নিধানে উপনীত হইবার পর জনতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আবাস নির্ম্মাণ করিয়া রমণীয় বন, পর্ব্বত ও নদী প্রদেশ-সমুদায়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দ্বৈতবনে সেইরূপে বসতি করিবার সময়ে সেই মহাবীরদিগের নিকটে স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, বেদজ্ঞ, প্রাচীন তপোধনগণ সর্ব্বদা আগমন করিতেন এবং নর-প্রবর পাণ্ডবেরাও তাঁহাদিগের সমুচিত পূজা করিতেন। অনন্তর পৃথিবী-মধ্যে কথায় সুনিপুণ কোন এক ব্রাহ্মণ কোন দিন কুরু-নন্দনগণ-সমীপে

সমাগত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণাদি করিয়া পরিশেষে যদৃচ্ছাক্রমে নরপতি ধৃতরাষ্ট্র-সন্নিধানে গমন করিলেন। তথায় তিনি কুরুসত্তম বৃদ্ধ মহীপতি-কর্ত্তৃক যথোচিত সৎকৃত হইয়া উপবেশনানন্তর তাঁহার আদেশক্রমে, প্রচণ্ড দুঃখকবলে প্রপতিত, বাতাতপে কর্ষিতাঙ্গ, ক্ষীণ-শরীর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের এবং সেই পরিক্লেশ-সমাকীর্ণা বীরনাথিনী হইয়াও অনাথিনীর ন্যায় প্রতীয়মানা কৃষ্ণার কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার কথা শ্রবণে কৃপায় অভিতপ্ত হইয়া উঠিলেন। পুরুষানুক্রমে রাজবংশীয় হইয়াও পাণ্ডবেরা অরণ্য-মধ্যে তাদৃশ দুঃখ-প্রবাহে নিপতিত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা শোকে অভিহত হইল। তৎকালে নিশ্বাসবাতে ব্যাকুলিত হইলেও তিনি, আপনিই তৎসমুদায় দুঃখের উৎপাদক হইয়াছেন, ইহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া কষ্টসৃষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।

আমার পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, সত্যশীল, শুচি ও উদার-চরিত্র যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে রঙ্কুনামক মৃগের রোমরাশি-বিরচিত অত্যুচ্চ শয্যায় শয়ান হইতেন, এক্ষণে তিনি কি প্রকারে ধরাতলে শয়ন করিতেছেন! সূতমাগধাদি বন্দিগণ যাঁহারে স্তুতিপাঠ-দ্বারা প্রতি দিন প্রতিবোধিত করিত, সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য সেই যুধিষ্ঠির সংপ্রতি ভূতলশায়ী হইয়া নিশ্চয়ই বিহঙ্গগণের কলরবে শেষ নিশায় জাগরিত হইতেছেন! বাতাতপে কর্ষিতাঙ্গ, কোপভরে চঞ্চল-কলেবর বৃকোদর ধরাতল-শয়নের অযোগ্য হইয়াও কৃষ্ণার সমক্ষে কি রূপে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিতেছেন! সুকুমার ও মনস্বী অর্জ্জুনও সেইরূপ ধর্ম্ম-তনয় যুধিষ্ঠিরের বশে থাকিয়া অমর্ষভরে যেন সর্ব্বগাত্রে বিধ্যমান হইয়া রাত্রিকালে নিশ্চয়ই শয়ন করেন না। সেই উগ্রতেজা ধনঞ্জয় নকুল, সহদেব, কৃষ্ণা, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে সুখ হইতে পরিভ্রষ্ট দেখিয়া অমর্ষভরে সর্পের ন্যায় ভীষণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত রাত্রিকালে নিশ্চয়ই শয়ন করেন না। অমরাবতীস্থ দেবযুগলের ন্যায় সমৃদ্ধরূপ-সম্পন্ন, সুখার্হ নকুল-সহদেবও সেইরূপ ধর্ম্ম ও সত্যদ্বারা বার্য্যমাণ হওয়ায় নিশ্চয়ই বিনিদ্র, অপ্রশান্ত ও অসুখী হইয়া রহিয়াছেন। সেই সমীরণ-তুল্য-বলশালী, প্রভূত শক্তি-সম্পন্ন, সমীরণ-পুত্র বৃকোদর জ্যেষ্ঠ সোদর-কর্ত্তৃক ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অমর্ষ সহ্য করিতেছেন। অসাধারণ রণ-কোবিদ ভীমসেন আমার পুত্রগণের বধাভিলাষী হইলেও সত্য ও ধর্ম্মদ্বারা বার্য্যমাণ হওয়ায় ভূতলে বিচেষ্টমান হইয়াই কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। বঞ্চনা-সহকারে যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলে, দুঃশাসন তাঁহারে যে সমস্ত কঠোর বাক্য বলিয়াছিল, তৎসমুদায় বৃকোদরের অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া, শুষ্কতৃণ-সংলগ্ন অগ্নি যেমন ইন্ধন-সকল দহন করে, সেইরূপ দগ্ধ করিতেছে। ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির কদাচ পাপ-কর্ম্মের বিধান করিবেন না; ধনঞ্জয়ও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিবেন; পরন্তু বায়ু-সহযোগে বহ্নির ন্যায়, বনবাস-দ্বারা ভীমের কোপই সমধিক বর্দ্ধমান হইতেছে। উক্ত কোপে বিশেষরূপে দহ্যমান হইয়া সেই বীর করদ্বারা কর-নিপীড়ন-পূর্ব্বক আমার এই পুত্র পৌত্রদিগকে যেন দহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই অতিশয় ঘোর ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। গাণ্ডীবধন্বা ও বৃকোদর কোপ-পরবশ হইলে, সাক্ষাৎ অন্তক ও কালতুল্য হইয়া সমরে অশনি-সদৃশ শর-নিকর বর্ষণ করত শত্রুসেনার আর কিছুমাত্র অবশেষ রাখেন না। সুমন্দচেতা দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসন যখন দ্যূতক্রীড়া অবলম্বন-পূর্ব্বক রাজ্য হরণ করিয়াছে, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহারা কেবল মধুই নিরীক্ষণ করে, তজ্জন্য যে আসন্ন বিনাশ হইবে, তাহা আর দেখিতে পায় না। কর্ম্মকর্ত্তা মনুষ্য শুভাশুভ কর্ম্ম করি-

রা তাহার ফল প্রতীক্ষা করে; সেই ফলদ্বারা অবশ হইয়া সে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহা হইতে পুরুষের কি রূপে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হয়? আমি এই চিন্তা করিতেছি যে, "সুকর্ষিত ক্ষেত্রোপরি বীজ বপন করিলেও এবং দেবরাজ তদুপরি বর্ষা-কাল-সমুচিত বারি বর্ষণ করিলেও তাহার ফল হয় না," এ কথার প্রসিদ্ধি কেবল দৈব ভিন্ন আর কোথা হইতে হইতে পারে? ফলত অক্ষপ্রিয় শকুনি সাধু-প্রবৃত্ত যুধিষ্ঠিরের সহিত অসাধু ব্যবহার করিয়াছে, এবং আমিও কুপুত্রের বশানুগামী হইয়া তাদৃশ কর্ম্ম করিয়াছি, যাহাতে কুরুগণের এই অন্তকাল উপস্থিত হইল! অথবা যাহা ঘটিবার হয়, তাহা অবশ্যই ঘটিবে; বায়ু সমীরিত না হই-লেও নিশ্চয়ই প্রবহন করিবে; যে নারী গর্ভবতী হয়, সে নিশ্চয়ই প্রসব করিবে; দিবসের প্রারম্ভে নি-শ্চয়ই নিশার বিনাশ হইবে এবং নিশার প্রারম্ভেও দিবসের বিনাশ হইবে। আমরা যে কোন উপায়-দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করি, আর অপর লোকেই করুক এবং লোভী-পুরুষেরা সেই উপার্জ্জিত অর্থ কোন ক্রমে প্রদানই না করুক, কাল প্রাপ্ত হইয়া তাহা অবশ্যই অনর্থকর হইবেক; তবে 'কি উপায়ে অর্থ হইতে পারে,' এরূপ চিন্তা কি নি-মিত্তে হয়? যদি ঘটনাক্রমে হইয়া উঠে, তবে কি প্রকারে তাহা ভেদ-প্রাপ্ত না হইতে পারে, কিসে অল্পে অল্পে বহির্গত না হয় এবং কিসেই বা এক কালে ক্ষরিত হইয়া না যায়, এইরূপ ভাবনায় যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়; কেননা রক্ষিত না হইলে তাহা শতধা প্রকীর্ণ হইতে পারে; পরন্তু লোকে কৃতকর্ম্মের নিশ্চয়ই নাশ নাই। দেখ, ধনঞ্জয় বন হইতে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেও তাঁহার কী-দৃশ বীর্য্য! তিনি তথায় চতুর্ব্বিধ দিব্য অস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিয়া পুনরায় ইহলোকে আসিয়া-ছেন। সশরীরেই স্বর্গে গিয়া আর কোন্ মনুষ্য পুনরায় আসিতে ইচ্ছুক হয়? ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন কালোপহত বহুল কৌরবগণকে মুমূর্ষু দেখিয়াই আগমন করিয়াছেন। ধনুর্গ্রাহী সব্যসাচী অর্জ্জুন, সেই ভীষণ বেগ-বিশিষ্ট গাণ্ডীব শরাসন এবং তাঁহার সেই দিব্য অস্ত্র-সমুদায়, এই ত্রিতয়ের তেজ সহ্য করিতে পারে, এমন কোন্ ব্যক্তি এখানে বিদ্যমান আছে?

অনন্তর সুবল-পুত্র শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের সেই কথা শুনিয়া কর্ণ-সমভিব্যাহারে নির্জ্জনে দুর্য্যোধনকে সমুদয় নিবেদন করিল এবং সেই অল্পচেতা দুর্য্যো-ধনও তাহাতে বিষাদগ্রস্ত হইল।

ধৃতরাষ্ট্র-খেদে পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তৎকালে শকুনি ধৃত-রাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের সহিত উপ-যুক্ত অবসরে দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিল। "হে ভারত! তুমি বীর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবদিগকে স্বীয় বীর্য্য-সহকারে বনচারী করিয়া এক্ষণে, অমরাবতীর সম্ভোগকারী পুরন্দরের ন্যায়, একাকী এই পৃথিবী সম্ভোগ কর। হে নরাধিপ! তুমি পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-দেশবাসী সমুদয় ভূপালগণকেই করপ্রদ করিয়াছ। হে রাজন্! পূর্ব্বে যে রাজলক্ষ্মী দীপ্যমানার ন্যায় হইয়া পাণ্ডবদিগকে ভজনা করি-য়াছিলেন, অধুনা তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সেই লক্ষ্মীর অধিকারী হইয়াছ। হে মহাবাহো মহা-রাজ! অল্পকাল হইল, আমরা ইন্দ্রপ্রস্থ-স্থিত যুধি-ষ্ঠিরেতে যে দীপ্যমানা শ্রী নিরীক্ষণ করিয়া শোক-কর্ষিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সেই শ্রী সেই রাজা যুধিষ্ঠির হইতে তোমা-কর্ত্তৃক বুদ্ধিবলে আচ্ছিন্না হইয়া এই দীপ্যমানার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। হে রাজেন্দ্র! হে পরবীরহন্! পূর্ব্বে সমগ্র মহীপাল-বর্গ যেমন যুধিষ্ঠিরের শাসনানুবর্ত্তী ছিলেন, এক্ষণে তোমারও নিদেশ পালনে সমুৎসুক হইয়া সেইরূপ শাসনানুবর্ত্তী রহিয়াছেন। হে রাজন্! প্রভূত

পর্ব্বত, বন, বন-সন্নিহিত বিবিধ প্রদেশ, গ্রাম, পত্তন, নগর ও আকর-নিকরে উপশোভিতা, সাগরাম্বরা সমগ্র বসুন্ধরা দেবী এক্ষণে তোমারই করতলগামিনী হইয়াছেন। হে নরনাথ! তুমি পুরুষকার-প্রযুক্ত দ্বিজগণ-কর্ত্তৃক বন্দ্যমান এবং রাজগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া গগণে অমরগণ-মধ্যে প্রভাকরের ন্যায় বিরাজমান হইতেছ। হে মনুজেন্দ্র! তুমি রুদ্রগণ-পরিবৃত যমরাজের ন্যায়, এবং সুরগণ-পরিবৃত পুরন্দরের ন্যায়, কুরুগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সাক্ষাৎ নক্ষত্ররাজের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ। অতএব যাহারা তোমার আজ্ঞা পালনে কখন যত্ন করে নাই এবং তোমার শাসনেও অবস্থিত হয় নাই, সেই বনবাসী শ্রীহীন পাণ্ডবদিগকে এ সময়ে দৃষ্টি করা আমাদিগের উচিত হইতেছে। শ্রুত হয়, তাহারা দ্বৈতবনস্থ সরোবর-সন্নিধানে বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত বাস করিতেছে। অতএব হে মহারাজ! তুমি মহতী শ্রীসমন্বিত হইয়া অংশুমালীর ন্যায় তেজদ্বারা সেই পাণ্ডু-পুত্রদিগকে তাপিত করিবার উদ্দেশে প্রস্থান কর। হে নরপতে! তুমি রাজপদে অধিষ্ঠিত, পাণ্ডবেরা রাজ্য-বিচ্যুত; তুমি শ্রী-পরিবৃত, তাহারা শ্রীহীন; তোমার প্রচুর অর্থ-সমৃদ্ধি, তাহারা নিঃস্ব; অতএব এ অবস্থায় তাহাদিগকে একবার অবলোকন কর। পাণ্ডবেরা তোমারে নহুষ-নন্দন যযাতির ন্যায় মহাভিজন-সম্পন্ন ও পরমকল্যাণে প্রতিষ্ঠিত দেখুক। হে বিশাম্পতে! সুহৃদ্ ও দুর্হৃদ্ উভয়-পক্ষীয় লোকেরাই যে শ্রীকে পুরুষে দেদীপ্যমানা দেখে, তাহারই সার্থক্য হয়। গিরি-শিখরস্থ ব্যক্তি জগতীতলস্থ লোকদিগকে যেরূপ নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ সমপদস্থ পুরুষ শত্রুবর্গকে যে বিষমস্থ দেখেন, ইহার পর পরম সুখ আর কি হইতে পারে? হে নৃপশার্দ্দূল! অরাতির দুঃখ দর্শনে লোকে যাদৃশী প্রীতি লাভ করে, পুত্র, ধন, বা রাজ্য লাভ করিয়াও তাদৃশী প্রীতি প্রাপ্ত হয় না। সমৃদ্ধার্থ হইয়া যে ব্যক্তি ধনঞ্জয়কে আশ্রমে বল্কলাজিনধারী নিরীক্ষণ করিবেক, তাহার আর কি সুখ না হইতে পারে? তোমার শোভন-বসনালঙ্কৃতা ভার্য্যাগণ বল্কলাজিন-সংবৃতা কৃষ্ণাকে দুঃখিতা দেখুন, এবং সেও পুনর্ব্বার নির্ব্বেদযুক্তা হউক। ধনবিহীনা হওয়াতে সে আত্মা ও জীবিতের প্রতি নিন্দা করিতে থাকুক; কেননা তোমার পত্নীদিগকে সুন্দর অলঙ্কৃতা দেখিয়া তাহার যাদৃশ উদ্বেগ হইবার সম্ভাবনা, পূর্ব্বে সভা-মধ্যেও তাদৃশ উদ্বেগ হইতে পারে নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! কর্ণ শকুনির সহিত রাজাকে এইরূপ কহিয়া, বাক্যাবসানে উভয়েই নিঃশব্দ হইল।

কর্ণশকুনি-বাক্যে ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিবার পর রাজা দুর্য্যোধন প্রথমত হর্ষান্বিত, পশ্চাৎ বিষণ্ণচিত্ত হইয়া এই কথা বলিলেন। "কর্ণ! তুমি যে কথা বলিতেছ, এ সমস্তই আমার মনে আছে; পরন্তু যে স্থানে পাণ্ডবেরা রহিয়াছে, তথায় গমন করিবার অনুমতি পাইব না। মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র সেই বীরদিগের প্রতি পরিবেদনা করেন, এবং ইহাও মনে করিয়া থাকেন যে, তাহারা তপস্যা-সহযোগে সমধিক গরিষ্ঠ হইয়াছে। অথবা যদি নরপতি আমাদিগের অভিপ্রেত অবগত হয়েন, তাহা হইলেও উত্তর কাল রক্ষা করত অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন না; কেননা বনস্থ পাণ্ডবদিগের উৎসাদন ব্যতিরেকে দ্বৈতবনে আমাদিগের আর কোন প্রয়োজনই নাই। হে মহাদ্যুতে! দ্যূতকাল উপস্থিত হইলে বিদুর আমাকে, তোমাকে ও শকুনিকে তখন যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কিছু তোমার অবিদিত নাই; আমি তৎসমুদায় বাক্য ও অন্য যে কিছু পরিদেবনা, সমস্ত বিশেষ-রূপে চিন্তা

করিয়া যাওয়া না যাওয়ার পক্ষে কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। আমি যে ভীম ও অর্জ্জুনকে অরণ্যে কৃষ্ণার সহিত ক্লেশ পাইতে দেখি, ইহা আমারও মহাহর্ষের বিষয়। পাণ্ডু-পুত্রদিগকে বল্ক-লাজিন-ধারী দেখিয়া আমার যাদৃশী প্রীতি হইবার সম্ভাবনা, এই বসুন্ধরা প্রাপ্ত হইয়াও আমি তাদৃশী প্রীতি লাভ করিতে পারি না। হে কর্ণ! আমি যদি দ্রুপদ-নন্দিনী দ্রৌপদীকে অরণ্যে কাষায়-বসনধারিণী নিরীক্ষণ করি, তবে তাহার অপেক্ষা আর অধিক কি হইতে পারে! যদি পাণ্ডু-তনয় ধর্ম্মরাজ ও ভীমসেন আমারে পরম-লক্ষ্মী-সংযুক্ত দেখে, তাহা হইলে ত জীবন সার্থক হয়! কিন্তু যাহাতে আমরা সেই বনে যাইতে পারি,—যাহাতে মহীপতি আমারে গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করেন, এমন কোন উপায় দেখিতেছি না। অতএব তুমি সুবল-নন্দন ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইয়া নিপুণতা-পূর্ব্বক তাদৃশ উপায় অবেক্ষণ কর, যদ্দ্বারা আমাদিগের সেই বনে গমন করা সম্ভব হইতে পারে। আমিও গমন অগমন পক্ষে অদ্য নিশ্চয় করিয়া কল্য প্রত্যুষেই পার্থিবের নিকটে যাইব। তুমি যে উপায় পর্য্যবেক্ষণ করিবে, আমি ও কুরু-সত্তম ভীষ্ম তথায় উপবিষ্ট থাকিতে, তাহা শকুনির সহিত ব্যক্ত করিও। পরে ভীষ্মের ও রাজার কথা শুনিয়া আমি পিতামহকে অনুনয় করিয়া গমনের প্রতি নিশ্চয় করিব।”

‘তাহাই হইবে,’ এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ আবাসে গমন করিলেন; পরন্তু রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র কর্ণ রাজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কর্ণ প্রকৃষ্ট-রূপে হাস্য করত দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন যে, হে জনাধিপ! আমি একটি উপায় নিরীক্ষণ করিয়াছি; তাহা এই শ্রবণ করুন। হে নরাধিপ! দ্বৈতবনে সমুদায় ঘোষপল্লী আপনকার প্রতীক্ষায় আছে; অতএব আমরা ঘোষযাত্রা-ব্যপদেশে তথায় গমন করিতে পারিব, সন্দেহ নাই। হে বিশাম্পতে! ঘোষযাত্রায় প্রস্থান করা রাজগণের নিয়তই উচিত কর্ম্ম; সুতরাং আপনকার পিতা ইহাতে সম্পূর্ণ অনুজ্ঞা করিতে পারেন।

তাঁহারা দুই জনে ঘোষযাত্রা বিনিশ্চয়ের সেই-রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে গান্ধার-রাজ শকুনি হাস্য করত তাঁহাদিগকে কহিলেন, “আমিও গমনের নিমিত্তে এই বিঘ্নশূন্য উপায় অবেক্ষণ করিয়াছি; ইহাতে রাজা আমাদিগকে অনুজ্ঞা করিবেন কি, বরং স্বয়ং প্রেরণ করিয়া দিবেন। হে নরাধিপ! দ্বৈতবনে সমুদয় ঘোষগণ তোমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, অতএব আমরা ঘোষযাত্রাচ্ছলে গমন করিব, সন্দেহ নাই।”

অনন্তর তাঁহারা সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাস্য-পুরঃসর পরস্পর করতল প্রদান করিলেন এবং সেই পরামর্শই বিশেষ-রূপে নিশ্চয় করিয়া কুরুসত্তম ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিলেন।

ঘোষযাত্রা-মন্ত্রণে সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরত-নন্দন জনমেজয়! তদনন্তর তাঁহারা সকলেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সন্দর্শন-পূর্ব্বক তদীয় অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহা-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতও হইলেন। পরে তাঁহাদিগের পূর্ব্বশিক্ষিত সমঙ্গ নামে একজন গোপাল ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে তখন নিবেদন করিল, “মহারাজ! গো-সমস্ত সমীপস্থ রহিয়াছে।”

হে বিশাম্পতে! অনন্তর কর্ণ ও শকুনি পার্থিব-শ্রেষ্ঠ জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন যে, হে কৌরব! সংপ্রতি গো-সমুদয় রমণীয় প্রদেশে অবস্থিত আছে; তাহাদিগের গণনা-পূর্ব্বক বয়ঃক্রম, বর্ণ, জাতি ও নাম লিখিবার সময় এবং বৎসগণেরও অঙ্কিত করিবার কাল উপস্থিত হইয়াছে; বিশেষত এই সময়ে আপনকার পুত্রের মৃগয়া করা

উচিত হইতেছে; অতএব হে রাজন্! আপনি দুর্য্যোধনের গমন বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে তাত! মৃগয়া শুভকরী বটে, যেহেতু তাহাতে গো-সকলের পর্য্যবেক্ষণ করা হইবে; পরন্তু আমি বিবেচনা করি, গোপ-দিগের প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা শুনিয়াছি, নরব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা সেই ঘোষপল্লীর সমীপস্থ আছেন; একারণ তোমাদিগের স্বয়ং তথায় গমন করা আমার অনুজ্ঞাত হইতেছে না। হে রাধেয়! সেই মহারথেরা স্বভাবতই সমর্থ, তাহাতে আবার প্রতারণাদ্বারা পরাজিত হইয়া মহাবনে ক্লেশ-প্রাপ্ত ও নিয়ত তপোনিষ্ঠ হইয়াছেন। ধর্ম্মরাজ সম্যক্‌রূপে ক্রুদ্ধ না হইলেও না হইতে পারেন, কিন্তু ভীমসেন কোন ক্রমেই সহ্য করিবার নহে; দ্রুপদরাজের দুহিতা ত সাক্ষাৎ তেজঃস্বরূপা। তোমরাও দর্পমোহ-সমন্বিত হইয়া হয় ত তাঁহাদিগের অপরাধ করিবে, তাহাতে সেই তপস্যান্বিত পাণ্ডবেরাও তোমাদিগকে তপোবলে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। অথবা সেই বীরেরা আয়ুধযুক্ত আছেন, এক্ষণে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া সকলে মিলিয়া অসি ধারণ-পূর্ব্বক তোমাদিগকে শস্ত্রতেজে দগ্ধ করিলেও করিতে পারিবেন। অথবা তোমরা বহুসংখ্যক বলিয়া যদি কোন ক্রমে তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে উদ্যত হও, তবে তাহাও অতিশয় অভদ্র কর্ম্ম হইবে এবং সে অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেও তোমাদিগের সাধ্য হইবে না; কেননা মহাবাহু ধনঞ্জয় ইন্দ্রলোকে বসতি-পূর্ব্বক দিব্য অস্ত্র-সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে পুনরায় বনে আসিয়াছেন। যে বীভৎসু পূর্ব্বে কৃতাস্ত্র না হইয়াই পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, সেই মহারথ এক্ষণে কৃতাস্ত্র হইয়াও কি তোমাদিগকে নিহত করিতে পারিবেন না? অথবা যদি আমার কথা শুনিয়া তোমরা তথায় সাবধান হইয়া থাক, তাহা হইলেও তোমাদিগের সে স্থানে বসতি করা অবিশ্বাস-প্রযুক্ত উদ্বেগ-সাধন হওয়াতে দুঃখ-প্রদ হইবে। অথবা যদি কোন সৈনিকেরা যুধিষ্ঠিরের অপকার করে, তাহা হইলেও সেই অজ্ঞান-কৃত কর্ম্ম তোমাদিগেরই দোষোৎপাদন করিতে পারিবে।—অতএব হে ভারত! স্মরণীয় ক্রিয়ার নিমিত্তে বিশ্বাসী পুরুষেরা গমন করুক, তোমার স্বয়ং সে স্থানে গমন করা আমার অভিমত হইতেছে না।

শকুনি কহিলেন, হে ভারত! জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব পরম ধর্ম্মজ্ঞ; বিশেষত তিনি সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, দ্বাদশ বর্ষ বনে বাস করিতে হইবে। ধর্ম্মচারী অপর সমুদায় পাণ্ডবেরাও তাঁহার মতানুবর্ত্তী রহিয়াছেন। অতএব কুন্তী-তনয় যুধিষ্ঠির আমাদিগের প্রতি কোপ করিবেন না। মৃগয়ায় গমন করিবার নিমিত্তেও আমাদিগের অতিমাত্র ইচ্ছা হইতেছে এবং আমরা স্মরণীয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেও অভিলাষী হইতেছি; পরন্তু পাণ্ডবদিগের দর্শন আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। যে খানে তাঁহাদিগের বসতি হইয়াছে, সে স্থানে আমরা যাইব না, সুতরাং তথায় কোন অভদ্রাচরণও হইবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র শকুনি-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দুর্য্যোধনকে অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন, কিন্তু ইচ্ছা-পূর্ব্বক নহে। গান্ধারী-নন্দন ভরত-প্রবর দুর্য্যোধন তখন অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কর্ণের সহিত মহতী সেনায় এবং দ্যূতদেবী শকুনি, দুঃশাসন, অন্য অন্য ভ্রাতৃগণ ও সহস্র সহস্র অঙ্গনাবর্গে পরিবৃত হইয়া নির্গত হইলেন। সেই মহাবাহু দ্বৈতবনস্থ সরোবর সন্দর্শনার্থে যাত্রা করিলে সমুদায় পৌরজনেরাও নিজ-নিজ-ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে তাঁহার পশ্চাতে সেই বনে গমন করিতে লাগিল। অষ্ট সহস্র রথ, ত্রিংশৎ সহস্র হস্তী, নয় সহস্র অশ্ব, বহু সহস্র পদাতি এবং শত শত,—সহস্র সহস্র শকট, আপণ, পটমণ্ডপ, বণিক্, বন্দী ও মৃগয়াশীল মনুষ্য-সকল অনুগামী হইল। মহারাজ! বর্ষাকালে সমু-

দ্ধত মহাবায়ুর ন্যায়, সেই প্রয়াণ-সময়ে নরপতি দুর্য্যোধনের সুমহান্ শব্দ হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি সমুদায় বাহন-গণের সহিত দ্বৈতবনস্থ সেই সরোবর-সন্নিধানে উপনীত হইয়া তৎকালে তাহার দুই ক্রোশ অন্তরে নিবসতি করিলেন।

দুর্য্যোধন-দ্বৈতবন-গমনে অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩৮ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন নানা বনে বাস করত পরিশেষে ঘোষ-পল্লী-সমীপে উপগত হইয়া সেনা-সন্নিবেশ করিলেন। পরিচারক পুরুষেরা সুপরিচিত, জলযুক্ত, পাদপ-সমাকীর্ণ, সর্ব্বগুণ-সমন্বিত, রমণীয় প্রদেশে তাঁহার বাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিল, এবং তাহার নিকটে কর্ণের, শকুনির ও সমুদায় ভ্রাতৃবর্গের পৃথক্ পৃথক্ আবাস-সকলও বিরচিত হইল। নরপতি দুর্য্যোধন তৎকালে শত শত,—সহস্র সহস্র গো-সমস্ত নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক চিহ্ন ও সংখ্যান-দ্বারা তৎসমুদায় লক্ষিত করিলেন; বৎস-সকল অঙ্কিত করিলেন; যে সমস্ত বৎসতর দমনার্হ হইয়াছে, তাহাদিগকেও জানিলেন এবং যে সকল ধেনু বালবৎসা, তাহাদিগেরও গণনা করিলেন। কুরু-নন্দন দুর্য্যোধন ত্রিবর্ষ-বয়স্ক বৎসতর সকল গণনা করিয়া সংম্যক্‌রূপে স্মরণ-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করণানন্তর গোপালকগণে পরিবৃত হইয়া হৃষ্ট-চিত্তে ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহগামী সেই সমুদয় পৌর জন ও সহস্র সহস্র সৈনিকগণ সেই বনমধ্যে অমর-নিকরের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করিতে লাগিল। অনন্তর সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদিত্রে সুনিপুণ গোপগণ ও সুন্দর অলঙ্কৃত কন্যা-সমুদায় ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের উপাসনা করিতে থাকিল। স্ত্রীগণ-পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন প্রহৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য ধন, বিবিধ অন্ন ও পানীয় সমস্ত প্রদান করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে তরক্ষু, মহিষ, মৃগ, গবয়, ভল্লুক ও বরাহ-সমস্ত বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন বনমধ্যে শর-সমূহদ্বারা সেই সকল মৃগ ও বহুসংখ্য মাতঙ্গ বিশেষরূপে বিদ্ধ করিয়া রমণীয় প্রদেশে মৃগ-সমস্ত গ্রহণ করাইতে লাগিলেন। হে ভারত! তিনি বজ্রধারী মহেন্দ্রের ন্যায় পরম সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া গোরস ও বিবিধ উপভোগ-সমুদায় ভক্ষণ এবং মত্ত-ভ্রমর-সেবিত, ময়ূর-বিরাবিত, রমণীয় বন ও উপবন সমুদায় দর্শন করিতে করিতে পরিশেষে আনুপূর্ব্বীক্রমে, মত্ত-ভ্রমর-নিষেবিত, শিখিকুল-রবাকুল, সপ্তচ্ছদ পুন্নাগ বকুল-প্রভৃতি মহীরুহ-সমুদায়ে সমাকীর্ণ, দ্বৈতবনস্থ পবিত্র সরোবর-সমীপে আগমন করিলেন। হে কুরুসত্তম বিশাম্পতে! কুরুনন্দন, ধর্ম্ম-পুত্র, ধীসম্পন্ন নরপতি যুধিষ্ঠিরও যদৃচ্ছাক্রমে তথায় অবস্থিত হইয়া সেই সরোবরের সন্নিধানে নিবেশ সংস্থাপন-পূর্ব্বক ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীর সহিত দিব্য ও বন্য বিধিদ্বারা একাহসাধ্য রাজর্ষি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন।

হে ভারত! অনন্তর দুর্য্যোধন অনুজগণের সহিত পরিচারকদিগকে আদেশ করিলেন, "শীঘ্র কেলিগৃহ-সমস্ত নির্ম্মাণ কর।" তখন সেই নিদেশকারী ভৃত্যেরা কুরু-নন্দনকে 'যথা আজ্ঞা' এই কথাই বলিয়া কেলিভবন-বিরচন-বাসনায় দ্বৈতবন সরোবরে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রধান সৈন্য বন-দ্বারে প্রবিষ্ট হইতেছে, এমন সময়ে গন্ধর্ব্বেরা তাহাদিগকে নিবারিত করিল। হে বিশাম্পতে! বিহারশীল গন্ধর্ব্ব-রাজ স্বকীয় অনুচরবর্গে, অপ্সরাগণে ও দেবকুমার-সমুদায়ে পরিবৃত হইয়া ক্রীড়ার্থে পূর্ব্বেই সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই সরোবর তৎ-কর্ত্তৃক সংবৃত ছিল। মহারাজ! গন্ধর্ব্ব-রাজ-কর্ত্তৃক সরোবর সংবৃত রহিয়াছে দেখিয়া সেই রাজ-পরিচারকেরা, যে স্থানে নরপতি দুর্য্যোধন ছিলেন, তথায় প্রতি-গমন করিল। কুরু-নন্দন

দুর্য্যোধন তাহাদিগের কথা শুনিয়া “গন্ধর্ব্বদিগকে উৎসারিত করিয়া দাও,” এইরূপ আদেশ দিয়া যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সৈনিকদিগকে প্রেরণ করিলেন। রাজার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় সেনাগ্রযায়ী পুরুষেরা দ্বৈতবন সরোবরে গমন-পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বদিগকে এই কথা বলিল যে, ধৃতরাষ্ট্র-তনয়, বলশালী, সুবিখ্যাত, রাজা দুর্য্যোধন বিহার-বাসনায় এ স্থানে আগমন করিতেছেন, তন্নিমিত্তে তোমরা উপসর্পণ কর।

হে বিশাম্পতে! গন্ধর্ব্বগণ এইরূপ উক্ত হইয়া প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করিতে করিতে সেই পুরুষদিগকে এই পরুষবাক্যে প্রত্যুত্তর করিল যে, তোদের রাজা মন্দবুদ্ধি সুযোধন নিতান্ত বিচেতন, যেহেতু সে স্বর্গবাসী আমাদিগকে বশ্যের ন্যায় জ্ঞান করিয়া এরূপ আজ্ঞা করিতেছে। তোরাও মন্দবুদ্ধি ও মুমূর্ষু হইয়াছিস্ সন্দেহ নাই; যেহেতু তোরা তার বাক্যে বিচেতন হইয়া আমাদিগকে এরূপ কথা বলিতেছিস্; সংপ্রতি যে খানে সেই কৌরব রাজা রহিয়াছে, সকলে ত্বরান্বিত হইয়া সেই খানে যা, নচেৎ অদ্যই শমন-ভবনে প্রস্থান কর্।

রাজার সেনাগ্রযায়ী পুরুষেরা গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া, যে স্থানে ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধন ছিলেন, তথায় দ্রুত-গমনে পলায়ন করিল।

গন্ধর্ব্ব-দুর্য্যোধন-সেনা-সংবাদে একোন-চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ২৩৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই পরিচারকেরা সকলে মিলিত হইয়া কুরু-নন্দন দুর্য্যোধন-সন্নিধানে গমন করিল, এবং গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার প্রতি যে রূপ উক্তি করিয়াছিল, তাহাও কহিল। হে ভারত! গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক সৈন্য নিবারিত হওয়াতে প্রতাপবান্ দুর্য্যোধন রোষে পরিপূর্ণ হইয়া সৈনিকদিগের প্রতি আদেশ করিলেন, “আমার অনিষ্টকারী এই অধর্ম্মজ্ঞদিগকে শাসন কর;— যদি স্বয়ং পাকশাসন সমুদায় দেবগণের সহিত ক্রীড়া করিতে থাকেন, তাহা হইলেও ক্ষান্ত হইও না।” দুর্য্যোধনের বাক্য শুনিয়া মহাবল-সম্পন্ন সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও সহস্র সহস্র যোধবর্গ সংগ্রামার্থে সুসজ্জিত হইল। অনন্তর কুরু-সৈনিকেরা বিপুলতর সিংহনাদে দশ দিক্ পরিপূর্ণ করত সেই সমস্ত গন্ধর্ব্বদিগকে প্রমথিত করিয়া বল-পূর্ব্বক সেই বনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে অপর গন্ধর্ব্বগণ তাহাদিগকে নিবারিত করিল। হে বসুধাধিপ! গন্ধর্ব্বেরা সান্ত্ববাদ-দ্বারা নিবারণ করিলেও তাহারা ঐ গন্ধর্ব্বদিগকে অনাদর করিয়া সেই বিশাল বনে প্রবিষ্ট হইল। সরাজক ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা যখন বচনে অবস্থিত রহিল না, তখন সেই সমুদয় গগণচারীগণ চিত্রসেনের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন অতিশয় অমর্ষ-পরবশ হইয়া কৌরবদিগের প্রতি লক্ষ্য করত তাহাদের সকলকেই এই কথা বলিলেন যে, তোমরা এই অনার্য্যদিগকে শাসন কর। হে ভারত! গন্ধর্ব্বেরা চিত্রসেন-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইবামাত্র সকলেই অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সমীপে প্রধাবিত হইল। সেই শৌর্য্য-সম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ আয়ুধ-সমস্ত উত্তোলন-পূর্ব্বক দ্রুতবেগে আপতিত হইতেছে দেখিয়া দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্য সম্যক্‌রূপে পলায়ন করিতে লাগিল। পরন্তু বীর্য্যবান্ রাধেয় তৎকালে সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে পরাঙ্মুখ ও পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়াও তথায় স্বয়ং পরাঙ্মুখ হইলেন না। তিনি গন্ধর্ব্বগণের মহতী চমূকে সমাপতিত হইতে দেখিয়া প্রভূত শরবর্ষদ্বারা প্রতিবারিত করিলেন। লঘুহস্ততা-প্রযুক্ত সূত-নন্দন ক্ষুরপ্র, বিশিখ, ভল্ল, বৎস-দন্ত ও অন্যান্য লৌহময় শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা শত শত গন্ধর্ব্বদিগকে অভিহত করিতে লাগিলেন। সেই মহারথ, গন্ধর্ব্বগণের

উত্তমাঙ্গ-সমস্ত পাতিত করত ক্ষণকাল-মধ্যে চিত্রসেনের সমুদায় সৈন্যকে বিরাবিত করিয়া তুলিলেন। ধীসম্পন্ন কর্ণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও সেই গন্ধর্ব্বেরা পুনরায় শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় অভিবর্ত্তন করিতে লাগিল। পৃথিবী চিত্রসেনের মহাবেগ-বিশিষ্ট আপতনশীল সৈনিক সঙ্ঘাতদ্বারা ক্ষণকাল-মধ্যে গন্ধর্ব্বময়ী হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, সুবল-পুত্র শকুনি, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তখন গরুড়-তুল্য নিস্বনযুক্ত রথ-সমুদায়ে আরোহণ-পূর্ব্বক কর্ণকে অগ্রসর করত পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সৈন্যকে নিহত করিতে লাগিলেন। কর্ণকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহারা বিপুল রথ-সঙ্ঘ ও অশ্বারার সৈন্যদ্বারা গন্ধর্ব্বগণকে সংবারিত করিলেন। অনন্তর সমুদয় গন্ধর্ব্বগণ কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন লোমহর্ষণ সুতুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরে গন্ধর্ব্বেরা শর-পীড়িত হইয়া মৃদুভাব ধারণ করিল এবং কৌরবেরা গন্ধর্ব্বদিগকে পীড়িত দেখিয়া হর্ষ-সূচক চীৎকার শব্দ করিতে থাকিল।

অমর্ষণ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বগণকে বিত্রাসিত দেখিয়া ক্রোধভরে কৌরবদিগের বধার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর বিচিত্র পন্থাভিজ্ঞ গন্ধর্ব্বরাজ মায়াস্ত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই মায়ায় কুরু-সৈনিকেরা মুগ্ধ হইয়া পড়িল। হে ভারত! তৎকালে দুর্য্যোধনের এক এক যোদ্ধা একবারে দশ দশ জন গন্ধর্ব্ব-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। অনন্তর তাহারা বিপুল সৈন্য-কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে পীড্যমান হওয়ায় সমরে ভীত হইয়া, যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, তখন সেই পথে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্! দুর্য্যোধনের সমুদয় সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও সূর্য্য-নন্দন কর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত রহিলেন। ফলত দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবল-তনয় শকুনি, ইহাঁরা সমরে অতিশয় বিক্ষতাঙ্গ হইয়াও গন্ধর্ব্বদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরন্তু সকল গন্ধর্ব্বেরাই কর্ণের বিনাশ-বাসনায় একবারে শত শত,—সহস্র সহস্র সংখ্যায় মিলিত হইয়া সংগ্রামে তদভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল। সেই মহাবলেরা সূত-পুত্রের বধেচ্ছু হইয়া অসি, পট্টিশ, শূল ও গদা-সমস্তদ্বারা তাঁহারে সর্ব্বতোভাবে সমাকীর্ণ করিল। কেহ কেহ তাঁহার রথের যুগকাষ্ঠ ছেদন করিল, কেহ কেহ ধ্বজদণ্ড নিপাতিত করিল, কেহ কেহ ঈশা বিনষ্ট করিল, কেহ কেহ অশ্ব-সমস্ত নিহত করিল, কেহ কেহ সারথিকে নিপাতিত করিল, কেহ কেহ ছত্র ছেদন করিয়া দিল, কেহ কেহ বরূথ ভগ্ন করিয়া ফেলিল, কেহ কেহ বা সন্ধি ভঞ্জন করিয়া দিল; এইরূপে বহু-সহস্র গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার রথ খানি তিল তিল করিয়া বিধ্বস্ত করিল। অনন্তর অসিচর্ম্মধারী সূত-পুত্র রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক বিকর্ণের রথে আরোহণ করিয়া আত্ম-পরিত্রাণের নিমিত্তে অশ্বদিগকে পরিচালিত করিলেন।

কর্ণরণভঙ্গে চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গন্ধর্ব্বেরা মহারথ কর্ণকে ভগ্ন করিয়া দিলে, ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের সমুদয় বাহিনী তাঁহার সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। পরন্তু মহারাজ দুর্য্যোধন সেই সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে পরাঙ্মুখ ও পলায়ন-পরায়ণ অবলোকন করিয়াও সমরে স্বয়ং পরাঙ্মুখ হইলেন না। সেই অরিন্দম, গন্ধর্ব্বগণের সেই বিপুল সৈন্যকে আপতিত হইতে দেখিয়া মহতী শরবৃষ্টিদ্বারা অভিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্ধর্ব্বেরা সেই শর-বৃষ্টির প্রতি চিন্তা না করিয়া দুর্য্যোধনের নিধন-বাসনায় তাঁহার রথখানি সর্ব্বদিকে পরিবারিত করিল এবং শর-নিকর-দ্বারা তাহার যুগ, ঈশা, বরূথ, ধ্বজ, সারথি,

দুর্য্যোধন তাহাদিগের কথা শুনিয়া "গন্ধর্ব্বদিগকে উৎসারিত করিয়া দাও," এইরূপ আদেশ দিয়া যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সৈনিকদিগকে প্রেরণ করিলেন। রাজার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় সেনাগ্রযায়ী পুরুষেরা দ্বৈতবন সরোবরে গমন-পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বদিগকে এই কথা বলিল যে, ধৃতরাষ্ট্র-তনয়, বলশালী, সুবিখ্যাত, রাজা দুর্য্যোধন বিহার-বাসনায় এ স্থানে আগমন করিতেছেন, তন্নিমিত্তে তোমরা উপসর্পণ কর।

হে বিশাম্পতে! গন্ধর্ব্বগণ এইরূপ উক্ত হইয়া প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করিতে করিতে সেই পুরুষদিগকে এই পরুষবাক্যে প্রত্যুত্তর করিল যে, তোদের রাজা মন্দবুদ্ধি সুযোধন নিতান্ত বিচেতন, যেহেতু সে স্বর্গবাসী আমাদিগকে বশ্যের ন্যায় জ্ঞান করিয়া এরূপ আজ্ঞা করিতেছে। তোরাও মন্দবুদ্ধি ও মুমূর্ষু হইয়াছিস্ সন্দেহ নাই; যেহেতু তোরা তার বাক্যে বিচেতন হইয়া আমাদিগকে এরূপ কথা বলিতেছিস্; সংপ্রতি যে খানে সেই কৌরব রাজা রহিয়াছে, সকলে ত্বরান্বিত হইয়া সেই খানে যা, নচেৎ অদ্যই শমন-ভবনে প্রস্থান কর্।

রাজার সেনাগ্রযায়ী পুরুষেরা গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া, যে স্থানে ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধন ছিলেন, তথায় দ্রুত-গমনে পলায়ন করিল।

গন্ধর্ব্ব-দুর্য্যোধন-সেনা-সংবাদে একোন-চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই পরিচারকেরা সকলে মিলিত হইয়া কুরু-নন্দন দুর্য্যোধন-সন্নিধানে গমন করিল, এবং গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার প্রতি যে রূপ উক্তি করিয়াছিল, তাহাও কহিল। হে ভারত! গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক সৈন্য নিবারিত হওয়াতে প্রতাপবান্ দুর্য্যোধন রোষে পরিপূর্ণ হইয়া সৈনিকদিগের প্রতি আদেশ করিলেন, "আমার অনিষ্টকারী এই অধর্ম্মজ্ঞদিগকে শাসন কর;— যদি স্বয়ং পাকশাসন সমুদায় দেবগণের সহিত ক্রীড়া করিতে থাকেন, তাহা হইলেও ক্ষান্ত হইও না।" দুর্য্যোধনের বাক্য শুনিয়া মহাবলসম্পন্ন সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও সহস্র সহস্র যোধবর্গ সংগ্রামার্থে সুসজ্জিত হইল। অনন্তর কুরু-সৈনিকেরা বিপুলতর সিংহনাদে দশ দিক্ পরিপূর্ণ করত সেই সমস্ত গন্ধর্ব্বদিগকে প্রমথিত করিয়া বল-পূর্ব্বক সেই বনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে অপর গন্ধর্ব্বগণ তাহাদিগকে নিবারিত করিল। হে বসুধাধিপ! গন্ধর্ব্বেরা সান্ত্ববাদ-দ্বারা নিবারণ করিলেও তাহারা ঐ গন্ধর্ব্বদিগকে অনাদর করিয়া সেই বিশাল বনে প্রবিষ্ট হইল। সরাজক ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা যখন বচনে অবস্থিত রহিল না, তখন সেই সমুদয় গগণচারীগণ চিত্রসেনের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন অতিশয় অমর্ষ-পরবশ হইয়া কৌরবদিগের প্রতি লক্ষ্য করত তাহাদের সকলকেই এই কথা বলিলেন যে, তোমরা এই অনার্য্যদিগকে শাসন কর। হে ভারত! গন্ধর্ব্বেরা চিত্রসেন-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইবামাত্র সকলেই অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সমীপে প্রধাবিত হইল। সেই শৌর্য্য-সম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ আয়ুধ-সমস্ত উত্তোলন-পূর্ব্বক দ্রুতবেগে আপতিত হইতেছে দেখিয়া দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্য সম্যক্‌রূপে পলায়ন করিতে লাগিল। পরন্তু বীর্য্যবান্ রাধেয় তৎকালে সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে পরাঙ্মুখ ও পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়াও তথায় স্বয়ং পরাঙ্মুখ হইলেন না। তিনি গন্ধর্ব্বগণের মহতী চমূকে সমাপতিত হইতে দেখিয়া প্রভূত শরবর্ষদ্বারা প্রতিবারিত করিলেন। লঘুহস্ততা-প্রযুক্ত সূত-নন্দন ক্ষুরপ্র, বিশিখ, ভল্ল, বৎস-দন্ত ও অন্যান্য লৌহময় শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা শত শত গন্ধর্ব্বদিগকে অভিহত করিতে লাগিলেন। সেই মহারথ, গন্ধর্ব্বগণের

উত্তমাঙ্গ-সমস্ত পাতিত করত ক্ষণকাল-মধ্যে চিত্রসেনের সমুদায় সৈন্যকে বিরাবিত করিয়া তুলিলেন। ধীসম্পন্ন কর্ণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও সেই গন্ধর্ব্বেরা পুনরায় শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় অভিবর্ত্তন করিতে লাগিল। পৃথিবী চিত্রসেনের মহাবেগ-বিশিষ্ট আপতনশীল সৈনিক সঙ্ঘাতদ্বারা ক্ষণকাল-মধ্যে গন্ধর্ব্বময়ী হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, সুবল-পুত্র শকুনি, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তখন গরুড়-তুল্য নিস্বনযুক্ত রথ-সমুদায়ে আরোহণ-পূর্ব্বক কর্ণকে অগ্রসর করত পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সৈন্যকে নিহত করিতে লাগিলেন। কর্ণকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহারা বিপুল রথ-সঙ্ঘ ও অশ্বা-বার সৈন্যদ্বারা গন্ধর্ব্বগণকে সংবারিত করিলেন। অনন্তর সমুদয় গন্ধর্ব্বগণ কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন লোমহর্ষণ সুতুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরে গন্ধর্ব্বেরা শর-পীড়িত হইয়া মৃদুভাব ধারণ করিল এবং কৌরব্যেরা গন্ধর্ব্বদিগকে পীড়িত দেখিয়া হর্ষ-সূচক চীৎকার শব্দ করিতে থাকিল।

অমর্ষণ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বগণকে বিত্রাসিত দেখিয়া ক্রোধভরে কৌরবদিগের বধার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর বিচিত্র পন্থাভিজ্ঞ গন্ধর্ব্বরাজ মায়াস্ত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই মায়ায় কুরু-সৈনিকেরা মুগ্ধ হইয়া পড়িল। হে ভারত! তৎকালে দুর্য্যোধনের এক এক যোদ্ধা একবারে দশ দশ জন গন্ধর্ব্ব-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। অনন্তর তাহারা বিপুল সৈন্য-কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে পীড্যমান হওয়ায় সমরে ভীত হইয়া, যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, তখন সেই পথে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্! দুর্য্যোধনের সমুদয় সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও সূর্য্য-নন্দন কর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত রহিলেন। ফলত দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবল-তনয় শকুনি, ইহাঁরা সমরে অতিশয় বিক্ষতাঙ্গ হইয়াও গন্ধর্ব্বদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরন্তু সকল গন্ধর্ব্বেরাই কর্ণের বিনাশ-বাসনায় একবারে শত শত,—সহস্র সহস্র সংখ্যায় মিলিত হইয়া সংগ্রামে তদভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল। সেই মহাবলেরা সূত-পুত্রের বধেচ্ছু হইয়া অসি, পট্টিশ, শূল ও গদা-সমস্তদ্বারা তাঁহারে সর্ব্বতোভাবে সমাকীর্ণ করিল। কেহ কেহ তাঁহার রথের যুগকাষ্ঠ ছেদন করিল, কেহ কেহ ধ্বজদণ্ড নিপাতিত করিল, কেহ কেহ ঈশা বিনষ্ট করিল, কেহ কেহ অশ্ব-সমস্ত নিহত করিল, কেহ কেহ সারথিকে নিপাতিত করিল, কেহ কেহ ছত্র ছেদন করিয়া দিল, কেহ কেহ বরূথ ভগ্ন করিয়া ফেলিল, কেহ কেহ বা সন্ধি ভঞ্জন করিয়া দিল; এইরূপে বহু-সহস্র গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার রথ খানি তিল তিল করিয়া বিধ্বস্ত করিল। অনন্তর অসিচর্ম্মধারী সূত-পুত্র রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক বিকর্ণের রথে আরোহণ করিয়া আত্ম-পরিত্রাণের নিমিত্তে অশ্বদিগকে পরিচালিত করিলেন।

কর্ণরণভঙ্গে চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গন্ধর্ব্বেরা মহারথ কর্ণকে ভগ্ন করিয়া দিলে, ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের সমুদয় বাহিনী তাঁহার সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। পরন্তু মহারাজ দুর্য্যোধন সেই সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে পরাঙ্মুখ ও পলায়ন-পরায়ণ অবলোকন করিয়াও সমরে স্বয়ং পরাঙ্মুখ হইলেন না। সেই অরিন্দম, গন্ধর্ব্বগণের সেই বিপুল সৈন্যকে আপতিত হইতে দেখিয়া মহতী শরবৃষ্টিদ্বারা অভিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্ধর্ব্বেরা সেই শর-বৃষ্টির প্রতি চিন্তা না করিয়া দুর্য্যোধনের নিধন-বাসনায় তাঁহার রথখানি সর্ব্বদিকে পরিবারিত করিল এবং শর-নিকর-দ্বারা তাহার যুগ, ঈশা, বরূথ, ধ্বজ, সারথি,

অশ্ব-সমস্ত, ত্রিবেণু ও তল্প তিল তিল পরিমাণে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। অনন্তর মহাবাহু চিত্রসেন বিরথ ও ভূতলে পতিত দুর্য্যোধন-সন্নিধানে দ্রুত-গমনে প্রধাবিত হইয়া তাঁহারে এরূপ গ্রহণ করিলেন যে, বোধ হইল যেন তাঁহার জীবনই গৃহীত হইল। হে রাজেন্দ্র! দুর্য্যোধন গৃহীত হইলে পর গন্ধর্ব্বেরা রথেস্থিত দুঃশাসনকে সর্ব্বদিকে বেষ্টন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিল। অপিচ কতকগুলি গন্ধর্ব্ব বিবিংশতি ও চিত্রসেনকে, অন্যে বিন্দ ও অনুবিন্দকে এবং অপরে সমুদয় রাজপত্নীগণকে পরিগ্রহ করিয়া ধাবমান হইল। দুর্য্যোধনের যোধবর্গও গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে তাড়িত হইয়া পূর্ব্ব প্রভগ্ন-সৈনিকদিগের সহিত তখন পাণ্ডবদিগের নিকটে গমন করিল। মহীপতি হৃত হইলে শকট, আপণ, পটমণ্ডপ, যান, বাহন, সকলই পাণ্ডবদিগের শরণাপন্ন হইল। তৎকালে দুর্য্যোধনের অমাত্যেরা রাজার মোচনাকাঙ্ক্ষী, আর্ত্ত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া "প্রিয়দর্শী, মহাবাহু, মহাবল-সম্পন্ন রাজা দুর্য্যোধন গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক হৃত হইতেছেন, অতএব হে পার্থগণ! আপনারা তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হউন! গন্ধর্ব্বেরা দুঃশাসন, দুর্ব্বিসহ, দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জয় ও সমুদয় রাজ-পত্নীদিগকেও বন্ধন-পূর্ব্বক হরণ করিতেছে!" এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পরিশেষে যুধিষ্ঠির-সমীপে উপস্থিত হইলেন।

ভীমসেন দুর্য্যোধনের সেই ব্যথিত, দীনভাবাপন্ন, বৃদ্ধ অমাত্যদিগকে যুধিষ্ঠিরের নিকটে সেইরূপ প্রার্থনা করিতে দেখিয়া কহিলেন, "গজ-বাজী-প্রভৃতি-দ্বারা সন্নদ্ধ হইয়া মহাপ্রযত্ন-সহকারে আমাদিগকে যাহার অনুষ্ঠান করিতে হইত, তাহা গন্ধর্ব্বেরাই নিষ্পন্ন করিল! কৌরবেরা অন্য উদ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের এই অর্থ অন্যথা উৎপন্ন হইল! ফলত ইহা দুর্দ্যূতদেবী দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণারই ফল। আমরা শুনিয়াছিলাম, অক্ষম পুরুষের বিদ্বেষী ব্যক্তিকে অন্যে নিপাতিত করিয়া থাকে; সংপ্রতি গন্ধর্ব্বেরা অলৌকিকরূপে ইহা আমাদিগের প্রত্যক্ষ করিয়া দিল। আমাদিগের প্রিয় কার্য্যে অবস্থিত হয়, ভাগ্যক্রমে, এমন কোন পুরুষও লোকে বিদ্যমান আছে; আমরা উপবিষ্ট থাকিতে যে ব্যক্তি আমাদিগের সুখাবহ ভার হরণ করিল! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সমপদস্থ আছে, আমরা বিষমস্থ হইয়া শীত, বাত ও আতপ সহ্য করিতেছি এবং তপস্যাতেও কর্ষিত হইয়াছি; সুতরাং এ অবস্থায় সে আমাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করে; পরন্তু যাহারা সেই অধর্ম্মচারী দুরাত্মা কুরু-তনয়ের শীলানুবর্ত্তী হয়, তাহারা এক্ষণে তাহারই পরাভব দেখিতেছে! ফলত যে ব্যক্তি তাহারে এ বিষয়ের উপদেশ দিয়াছে, সে নিতান্তই অধর্ম্ম করিয়াছে; কিন্তু কুন্তী-নন্দনেরা যে নিষ্ঠুর নহে, তাহা আমি তোমাদিগের নিকটে স্পষ্টই বলিতেছি।"

পৃথা-পুত্র ভীমসেন স্বরভঙ্গীক্রমে এইরূপ উক্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারে কহিলেন, ইহা পরুষোক্তির সময় নহে।

দুর্য্যোধনাদি-হরণে এক চত্বারিংশদধিক দ্বিশত-তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪১ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস! কৌরবেরা শঙ্কটাপন্ন ও ভয়ার্ত্ত হইয়া শরণ প্রার্থনায় আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তুমি কি নিমিত্তে উহাদিগকে এরূপ কথা বলিতেছ? হে বৃকোদর! জ্ঞাতিগণ-মধ্যে পরস্পর বহুতর ভেদ ও কলহ হয় এবং বিরোধ-সমস্তও প্রসক্ত থাকে, কিন্তু কুলধর্ম্ম কদাচ নষ্ট হয় না। যদি বাহ্য কোন ব্যক্তি জ্ঞাতিগণের কুল প্রধর্ষণ করিতে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সৎপুরুষেরা বাহ্য লোকের সেই পরাভব কোন ক্রমে সহ্য করিতে পারেন না। আমরা বহুকাল হইতে এ স্থলে বাস করিতেছি, সুতরাং এই

দুর্ব্বুদ্ধি গন্ধর্ব্বরাজ আমাদিগকে নিশ্চয়ই জানে; তথাপি সে আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে। হে শক্তিমন্! গন্ধর্ব্ব-কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের গ্রহণ এবং ঐ বাহ্য লোক-কর্ত্তৃক স্ত্রীগণের অভিমর্ষ-প্রযুক্ত আমাদিগের কুল নষ্ট হইতেছে; অতএব হে নরবরগণ! তোমরা শরণা-পন্ন ব্যক্তিদিগের পরিত্রাণ এবং কুলের রক্ষা নি-মিত্তে অবিলম্বে উত্থিত ও সজ্জীভূত হও। হে বৃকো-দর! তুমি, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেব, সকলেই অপ-রাজিত; অতএব কয় জন নরব্যাঘ্রে মিলিত হইয়া তোমরা ম্রিয়মাণ সুযোধনকে মুক্ত কর। হে নর-শার্দ্দূলগণ! ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের এই কাঞ্চন-ধ্বজ বি-মল রথ-সকল সর্ব্বশস্ত্রে সমন্বিত রহিয়াছে; তোমরা কৃতশস্ত্র ইন্দ্রসেনাদি সূতগণ-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, নিত্য-সজ্জিত ও নিনাদ-যুক্ত এই সমস্ত রথোপরি অধি-রোহণ কর। হে বৎসগণ! তোমরা সুযোধনের মোচনার্থে এই সকল রথে আরোহণ-পূর্ব্বক সমরে অতন্দ্রিত হইয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রযত্ন কর। হে ভীমসেন! তোমার কথা আর কি কহিব, এ স্থানে শরণার্থে উপাগত শত্রু ব্যক্তিকে যে কোন ক্ষত্রিয় পুরুষের রক্ষা করা কর্ত্তব্য। "রক্ষার্থে অভিধাবিত হও" এরূপ প্রার্থিত হইয়া সংসার-মধ্যে কোন আর্য্য পুরুষ পরিত্রাণ কর্ত্তা হয়েন; তাদৃশ অসাধারণ ব্যক্তি শত্রুকেও অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক শরণাগত হইতে দেখিয়া নিশ্চয়ই পরিত্রাণ করেন। হে পাণ্ডবগণ! বরপ্রদান, রাজ্য ও পুত্রজন্ম, এই তিনটি, আর ক্লেশ হইতে শত্রুর বিমোচন, এই একটি পরস্পর তুল্য। সুযোধন আপদ্গ্রস্ত হইয়া যে, তোমাদিগের বাহুবল অব-লম্বন-পূর্ব্বক জীবন অন্বেষণ করিতেছে, ইহার অপেক্ষা আর অধিক কি হইতে পারে? হে বীর বৃকোদর! যদি আমার যজ্ঞানুষ্ঠান আরব্ধ না হইত তাহা হইলে আমি আপনিই প্রধাবিত হইতাম, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। হে কুরু-নন্দন! যাহাতে সান্ত্ববাদ-দ্বারা সুযোধনকে মুক্ত করিতে পার, তুমি সর্ব্ব প্রকার উপায়-সহকারে সেইরূপ যত্ন করিও। যদি ঐ গন্ধর্ব্বরাজ সান্ত্ববাদে বশীভূত না হয়, তবে মৃদুপরাক্রম-দ্বারা সুযো-ধনকে বিমুক্ত করিও। হে ভীম! যদি মৃদুযুদ্ধেও সে কৌরবগণকে ছাড়িয়া না দেয়, তবে সর্ব্বোপায়ে অরাতিদল দলন-পূর্ব্বক তাহাদিগের নিষ্কৃতি বি-ধান কর্ত্তব্য। হে ভরত-নন্দন বৃকোদর! আমার যজ্ঞকর্ম্ম আরব্ধ হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং এ সময়ে আমি এতাবন্মাত্রই সন্দেশ করিতে পারি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠিরের সেই কথা শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় গুরুর বাক্যানুসারে কৌরব-দিগের বিমোচন প্রতিজ্ঞা করিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, যদি সান্ত্ববাদ-দ্বারা গন্ধর্ব্বেরা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে মুক্ত না করে, তবে পৃথিবী অদ্য গন্ধর্ব্বরাজের রক্ত পান করিবেন।

হে রাজন্! সত্যবাদী অর্জ্জুনের সেই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কৌরবগণের মন তখন পুনরায় প্রত্যা-গমন করিল।

দুর্য্যোধন-মোচনাদেশে দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশত-তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! ভীমসেন-প্রভৃতি সমুদয় নরবরগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট-বদনে সমুত্থিত হইলেন। অনন্তর সেই মহারথ পাণ্ডবেরা সকলেই জাম্বূনদ-চিত্রিত অভেদ্য কবচ-সমস্ত পরিধান এবং বহুবিধ দিব্য আয়ুধজাত গ্রহণ করিলেন। কবচী, রথী, ধ্বজী ও ধনুর্দ্ধারী হইয়া তাঁহারা সকলেই প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। রথ-শার্দ্দূল পাণ্ডবগণ সেই উত্তম সজ্জা-সম্পন্ন, বেগ-গামী তুরগ-চয় সংযোজিত রথ-সমুদায়ে আরূঢ় হইয়া শীঘ্রই সেই স্থানে প্রস্থান করিলেন। অন-

ন্তর মহারথ পাণ্ডু-পুত্রেরা মিলিত হইয়া প্রস্থিত হইতেছেন দেখিয়া কৌরব-সৈন্যদিগের মহান্ কোলাহলধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। জয়াভিমানী গন্ধর্ব্বগণ ও ত্বরান্বিত পাণ্ডবগণ ক্ষণকাল-মধ্যেই অভীতের ন্যায় সেই সংগ্রামে সমাগত হইলেন। গন্ধর্ব্বেরা জয়ী হইয়াছি মনে করিয়া প্রতিগমন করিতেছিল, এক্ষণে বীর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডব-চতুষ্টয়কে সংগ্রামে রথোপরিস্থ অবলোকন করিবামাত্র তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হে ভারত! তাঁহাদিগকে সমুদ্যত লোকপাল-বর্গের ন্যায় বিরাজমান নিরীক্ষণ করিয়া সেই গন্ধমাদন-বাসী গন্ধর্ব্বগণ সৈন্য-ব্যূহ রচনা-পূর্ব্বক ব্যবস্থিত হইল, এবং ধর্ম্ম-পুত্র ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের বচনানুসারে মৃদুভাবে যুদ্ধারম্ভও হইল। পরন্তু যখন পরন্তপ সব্যসাচী দেখিলেন, গন্ধর্ব্বরাজের মন্দচেতা সৈনিকদিগকে মৃদুযুদ্ধ-দ্বারা কল্যাণ লাভ করাইতে পারা যায় না, তখন সমরে দুর্দ্ধর্ষ সেই গগণচারী গন্ধর্ব্বগণকে মিষ্ট বাক্য-প্রয়োগ-পূর্ব্বক সংগ্রামে এই কথা বলিলেন যে, তোমরা আমার ভ্রাতা রাজা সুযোধনকে পরিত্যাগ কর।

যশস্বী পাণ্ডু-তনয়-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া সেই গন্ধর্ব্বেরা উচ্চৈঃস্বরে হাস্য-পূর্ব্বক তখন পার্থকে এই বলিয়া উত্তর করিল, "তাত! আমরা যাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া পৃথিবীতে বিগতজ্বর হইয়া বিচরণ করিতেছি, সেই একজন মাত্রেরই আদেশ বাক্য প্রতিপালন করি। হে ভারত! সেই এক ব্যক্তি আমাদিগকে যেরূপ আদেশ করেন, আমরা সেইরূপই করিয়া থাকি; সেই সুরেশ্বর-ভিন্ন আমাদিগের অন্য কেহ শাসনকর্ত্তা নাই।"

কুন্তী-নন্দন ধনঞ্জয় গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পুনর্ব্বারও তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন। "পরদার-সংস্পর্শ এবং মানুষদিগের সহিত সংগ্রাম, এই উভয়বিধ কর্ম্মই গন্ধর্ব্বরাজের পক্ষে ঘৃণার্হ; সুতরাং ইহা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই; অতএব হে মহাবীর্য্য গন্ধর্ব্বগণ! তোমরা ধর্ম্মরাজের শাসনক্রমে এই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে এবং ইহাঁদিগের ভার্য্যা-সকলকে পরিত্যাগ কর; যদি মিষ্টবাক্যে তোমরা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে মুক্ত করিয়া না দাও, তাহা হইলে আমি আপনিই বিক্রম-প্রকাশ করিয়া সুযোধনকে বিমুক্ত করিব।"

পৃথা-পুত্র সব্যসাচী ধনঞ্জয় এইরূপ কহিবার পর গন্ধর্ব্বদিগের প্রতি সুশাণিত, গগণচারী বাণ-সমস্ত বিসর্জ্জন করিলেন। উৎকট বলশালী গন্ধর্ব্বেরাও সেইরূপ শরবর্ষ-দ্বারা পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিল এবং পাণ্ডবেরাও ঐ স্বর্গবাসীদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তৎপরে তরস্বী গন্ধর্ব্বদিগের এবং ভীষণ বেগ-বিশিষ্ট পাণ্ডবগণের সুতুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল।

পাণ্ডব-গন্ধর্ব্বযুদ্ধে ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশত-তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দিব্যাস্ত্র-সম্পন্ন হেমমালী গন্ধর্ব্বগণ প্রদীপ্ত শর-নিকর বিসর্জ্জন করত পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বদিকে পরিবারিত করিল। হে রাজন্! পাণ্ডবেরা চারি বীর এবং সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে তাহা একটি অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় হইল। গন্ধর্ব্বেরা কর্ণ ও দুর্য্যোধন উভয়েরই রথ যেমন শত শত খণ্ডে ছিন্ন করিয়াছিল, সেইরূপ তাঁহাদিগেরও করিল। মহারাজ! নরব্যাঘ্র পাণ্ডবগণ সমরে শত শত সংখ্যায় সমাপতিত সেই গন্ধর্ব্বদিগকে অনেকবিধ শরবর্ষ-দ্বারা প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। সেই গগণচরেরা শরবর্ষ-সমূহ-দ্বারা সর্ব্বদিকে সমাকীর্ণ হইয়া পাণ্ডু-পুত্রদিগের সমীপে অবস্থান করিতে আর সমর্থ হইল না। অনন্তর অতিমাত্র ক্রোধপরীত অর্জ্জুন অতি-ক্রুদ্ধ গন্ধর্ব্বগণকে লক্ষ্য করিয়া তখন দিব্যাস্ত্র-সমস্ত প্রয়োগ করিবার উপক্রম করিলেন। উৎকট বল-শালী সব্যসাচী আগ্নেয় অস্ত্রের সাহায্যে সংগ্রামে

দশলক্ষ গন্ধর্ব্বদিগকে শমন-ভবনে প্রেরণ করিয়া দিলেন। হে রাজন্! বলশালি-শ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধারী ভীমসেনও সেইরূপ সুশাণিত শর-নিকর-সহকারে সমরে শত শত গন্ধর্ব্বগণকে নিহত করিলেন। মহারাজ! বলোৎকট মাদ্রী-পুত্রেরাও যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত হইয়া শত শত শত্রুদিগকে সম্মুখে পরিগ্রহপূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহারথ পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক দিব্যাস্ত্র-সমূহদ্বারা বধ্যমান হইয়া গন্ধর্ব্বেরা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে লইয়া আকাশে উৎপতিত হইল। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় তাহাদিগকে উৎপতিত দেখিয়া বিশাল শরজাল-সহকারে সর্ব্বদিকে পরিবারিত করিলেন। তাহারা পঞ্জর-নিরুদ্ধ বিহঙ্গগণের ন্যায় শরজালে রুদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে গদা, শক্তি ও ঋষ্টি বৃষ্টিদ্বারা অর্জ্জুনের প্রতি বর্ষণ করিতে লাগিল। পরমাস্ত্রজ্ঞ ধনঞ্জয় ভল্ল-নিচয়-দ্বারা সেই গদা, শক্তি ও ঋষ্টির বৃষ্টি-সমুদয় নিহত করিয়া গন্ধর্ব্বদিগের গাত্র-সমস্তও ছিন্ন করিতে থাকিলেন। পতনশীল মস্তক, চরণ ও বাহু-সমূহ-দ্বারা প্রতীতি হইতে লাগিল, যেন পাষাণ বৃষ্টি হইতেছে; সুতরাং তাহাতে শত্রুদিগের ভয় উপস্থিত হইল। মহাত্মা পাণ্ডব-কর্ত্তৃক এইরূপে বধ্যমান হইয়া সেই গগণস্থ গন্ধর্ব্বেরা ভূতলস্থ পার্থকে বহুল শর-বর্ষদ্বারা সমাকীর্ণ করিল; পরন্তু পরন্তপ তেজস্বী সব্যসাচী গন্ধর্ব্বদিগের সেই শরবৃষ্টি-সমস্ত অস্ত্রনিকর-দ্বারা নিবারিত করিয়া তাহাদিগকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কুরুনন্দন অর্জ্জুন স্থূণাকর্ণ ইন্দ্রজাল, সৌর, আগ্নেয় ও সৌম্য অস্ত্র বিসর্জ্জন করিলেন। বজ্রদ্বারা দহ্যমান দৈত্য দলের ন্যায় সেই গন্ধর্ব্বেরা কুন্তী-তনয়ের সায়কজালে দগ্ধ হইতে হইতে পরম বিষাদ প্রাপ্ত হইল। তাহারা ঊর্দ্ধে আক্রমণ করিলেও সব্যসাচী-কর্ত্তৃক শরজাল-সহকারে নিবারিত হইতে লাগিল এবং ইতস্তত বিসর্পমাণ হইলেও তদীয় ভল্ল-নিকর-দ্বারা প্রবাধিত হইতে থাকিল।

হে ভারত! গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বদিগকে কুন্তী-তনয়-কর্ত্তৃক বিত্রাসিত হইতে দেখিয়া গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি গদা হস্তে লইয়া সংগ্রামে দ্রুতবেগে অভিপতিত হইতেছেন, এমন সময়ে পার্থ শর-সমূহ-সহকারে তাঁহার সেই সর্ব্বাঙ্গ-লৌহময়ী গদাকে সপ্ত খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তরস্বী সব্যসাচী-কর্ত্তৃক গদাটি বহুখণ্ডে ছিন্ন হইল দেখিয়া চিত্রসেন তিরস্করিণী বিদ্যাদ্বারা আত্ম সংবরণ-পূর্ব্বক পাণ্ডু-তনয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি যে সমস্ত দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, বীর্য্য-সম্পন্ন অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র-নিবহে তৎসমুদায়ই সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হইল। মহাত্মা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক সেই সকল অস্ত্রদ্বারা প্রতিবারিত হইয়া সেই বলবান্ গন্ধর্ব্বরাজ তখন মায়াসহকারে অন্তর্দ্ধান করিলেন। তিনি অন্তর্হিত হইয়া প্রহার করিতে লাগিলেন দেখিয়া অর্জ্জুন তাঁহারে দিব্যাস্ত্রমন্ত্রে প্রতিমন্ত্রিত অস্ত্রসমস্ত-দ্বারা তাড়িত করিতে থাকিলেন। বহুরূপী ধনঞ্জয় তৎকালে ক্রোধপরীত হইয়া শব্দবেধ অস্ত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহার অন্তর্দ্ধানেরও নিবারণ করিলেন। মহাত্মা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক সেই সমস্ত অস্ত্রদ্বারা বধ্যমান হইয়া তাঁহার সেই প্রিয় সখা গন্ধর্ব্বরাজ তখন আত্মাকে বিকলভাবাপন্ন দেখাইলেন। অনন্তর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, সখা চিত্রসেনকে সংগ্রামে দুর্ব্বল অবলোকন করিয়া সেই বিসর্জ্জিত অস্ত্রের প্রতিসংহার করিয়া লইলেন। তাঁহারে অস্ত্রসংহার করিতে দেখিয়া অপর সমুদয় পাণ্ডবেরাও ধাবমান অশ্ব-সমস্ত, শরবেগ ও শরাসন সমুদায় সংহৃত করিলেন। পরে চিত্রসেন, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেব পরস্পর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া রথোপরিই অবস্থিত রহিলেন!

চিত্রসেন-গন্ধর্ব্ব-পরাভবে চতুশ্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাধনুর্দ্ধারী মহাদ্যুতি সব্যসাচী হাস্য করত গন্ধর্ব্ব-সৈন্যগণ-মধ্যে চিত্রসেনকে এই কথা বলিলেন যে, হে বীর ! কৌরবদিগের বিনিগ্রহ-বিষয়ে আপনকার এ চেষ্টা কি নিমিত্তে হইল এবং কি নিমিত্তেই বা আপনি এই সস্ত্রীক দুর্য্যোধনকে নিগৃহীত করিলেন ?

চিত্রসেন কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! আপনারা বনস্থ হইয়া অনাথের ন্যায় ক্লেশ পাইতেছেন জানিয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধনের এবং পাপমতি কর্ণের, "আমি সমপদস্থ আছি, তাহারা বিষমস্থ ও অনবস্থিত রহিয়াছে, অতএব এ অবস্থায় আমি তাহাদিগকে সন্দর্শন করিব," এইরূপ যে অভিপ্রায় হয়, তাহা আমি সেই খানে থাকিয়াই জানিতে পারিয়াছিলাম। ইহারা আপনাদিগের এবং যশস্বিনী দ্রৌপদীর প্রতি কেবল উপহাস করিতে আসিয়াছে। সুরেশ্বর ইন্দ্রও ইহাদের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমারে কহিলেন, "যাও, দুর্য্যোধনকে অমাত্যবর্গের সহিত বন্ধন করিয়া এই স্থানে আনয়ন কর ; ভ্রাতৃগণের সহিত ধনঞ্জয়ও সমরে তোমার রক্ষণীয় হইবেন ; যেহেতু সেই পাণ্ডু-তনয় তোমার প্রিয় সখা ও শিষ্য।" দেবরাজের সেই আদেশ বাক্যানুসারে আমি দ্রুতগতি এস্থানে আগমন করিয়াছিলাম ; সংপ্রতি এই দুরাত্মাও বদ্ধ হইয়াছে, অতএব এক্ষণে সুরালয়ে প্রস্থান করিব,—পাকশাসনের শাসনক্রমে এই দুরাত্মাকে তথায় লইয়া যাইব।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে চিত্রসেন! যদি আমার প্রিয় ইচ্ছা করেন, তবে ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে আমাদিগের ভ্রাতা সুযোধনকে আপনি বিমুক্ত করুন।

চিত্রসেন কহিলেন, ধনঞ্জয় ! এই পাপাত্মা নিয়তই গর্ব্বিত, অতএব ইহারে বিমুক্ত করা উচিত হয় না ; দেখুন, এ ধর্ম্মরাজ ও কৃষ্ণা, উভয়কেই প্রবঞ্চিত করিয়াছে। কুন্তী-তনয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহার এই অভিপ্রেত অবগত নহেন; অতএব ইহা শ্রবণ করিয়া আপনি যাহা ইচ্ছা হয় করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তাঁহারা সকলেই রাজা যুধিষ্ঠির-সমীপে প্রস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটস্থ হইয়া দুর্য্যোধনের সমুদয় চেষ্টিত বর্ণন করিলেন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির গন্ধর্ব্বের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন দুর্য্যোধন-প্রভৃতিকে বিমুক্ত করাইয়া দিলেন এবং গন্ধর্ব্বদিগকেও বিস্তর প্রশংসা করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন যে, "আপনারা সকলে বলিষ্ঠ ও সমর্থ হইয়াও এই দুর্ব্বৃত্ত ধৃতরাষ্ট্র-তনয়কে এবং ইহার অমাত্য জ্ঞাতি বান্ধববর্গকে যে নিহত করেন নাই, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় ;—হে তাত ! গন্ধর্ব্বেরা আমার এই মহা উপকার করিলেন ; এই দুরাত্মারে মুক্ত করাতে আমার কুল পরিভূত হইল না।—হে গন্ধর্ব্বগণ ! আপনাদিগের দর্শনে আমি প্রীত হইতেছি, এক্ষণে কোন্ কোন্ বস্তু আপনাদিগের অভীষ্ট, তাহা আজ্ঞা করুন ; আপনারা সমুদায় অভিপ্রায় প্রাপ্ত হইয়া পরে অবিলম্বে প্রস্থিত হউন।"

ধীসম্পন্ন পাণ্ডুপুত্র-কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া চিত্রসেন-প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ পরম হৃষ্টান্তঃকরণে অপ্সরাদিগের সহিত প্রস্থান করিলেন, এবং কৌরবেরা সমরে যে সমস্ত গন্ধর্ব্বদিগকে নিহত করিয়াছিলেন, দেবরাজ দিব্য অমৃত বর্ষণদ্বারা তাহাদিগকেও জীবিত করিয়া দিলেন। এইরূপে পাণ্ডবেরা সেই সমস্ত জ্ঞাতি-বর্গের ও সমুদয় রাজপত্নীগণের বিমোচন এবং গন্ধর্ব্ব-পরাজয়রূপ সেই দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া প্রীতিযুক্ত হইলেন। সেই মহাত্মা মহারথেরা স্ত্রী-কুমার-সম্বলিত যাবতীয় কুরুগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া, যজ্ঞমধ্যে অগ্নি-সকলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত ভ্রাতৃগণ-সহ দুর্য্যোধনকে তখন স্নেহ-প্রযুক্ত এই কথা বলিলেন, "বৎস ! ঈদৃশ সাহসিক কর্ম্ম আর কদাচ করিও না। হে ভারত ! সাহসকারী মনুষ্যেরা কখন সুখে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। হে কুরু-

নন্দন! তুমি সমুদয় ভ্রাতৃগণের সহিত স্বস্তিমান্ হইয়া গৃহে গমন কর, কোনক্রমে বিমনা হইও না।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রাজা দুর্য্যোধন তাঁহারে অভিবাদন-পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-বিহীন ব্যক্তির ন্যায় আতুর, বিদীর্ণ-হৃদয় ও লজ্জান্বিত হইয়া তখন নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কুরুনন্দন দুর্য্যোধন গমন করিলে পর বীর্য্যসম্পন্ন কুন্তী-তনয় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গের সহিত দ্বিজাতিগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান এবং অমরবৃন্দ-পরিবৃত পুরন্দরের ন্যায় সেই সমস্ত তাপস-নিকরে পরিবৃত হইয়া হর্ষান্বিত-মানসে সেই দ্বৈতবনে পূর্ব্ববৎ বিহার করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনাদি-মোক্ষণে পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, আমার প্রতীতি হইতেছে যে, অগ্রে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক পরাজিত ও বদ্ধ, পশ্চাৎ পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক যুদ্ধ-দ্বারা বিমোচিত সেই অভিমানী, সুদুরাত্মা, আত্মশ্লাঘা-পরায়ণ, পাপলিপ্ত, নিয়ত গর্ব্বিত, সুতরাং সর্ব্বদা পুরুষকার ও ঔদার্য্য-সহকারে পাণ্ডবদিগের অবমানকারী, পাপমতি, সতত সাহঙ্কার-বাদী দুর্য্যোধনের হস্তিনা-পুরীতে প্রবেশ করা দুষ্কর হইয়াছিল; অতএব হে বৈশম্পায়ন! সেই লজ্জান্বিত ও শোক-ব্যাকুলচেতা দুর্য্যোধনের পুর-প্রবেশ-বৃত্তান্তটি আপনি বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন রাজা দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইবার পর লজ্জায় অধোবদন, অবসাদ-গ্রস্ত ও সুদুঃখিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি শোকোপহত বুদ্ধি-দ্বারা পরাভব চিন্তা করিতে করিতেই চতুরঙ্গ বল-সমভিব্যাহারে স্বপুরে প্রস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে প্রচুর তৃণ ও জল-সমন্বিত প্রদেশে যান-সমস্ত বিমোচন-পূর্ব্বক অভিলাষানুসারে শোভন রমণীয় ভূমি-ভাগে স্বয়ং সন্নিবিষ্ট হইয়া পরে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্য-সকলকে যথাস্থানে নিবেশিত করিলেন। অনন্তর কর্ণ হুতাশনকান্তি-পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট, রাত্রি-বিগমে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান রাজা দুর্য্যোধন-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহারে তখন এই কথা বলিলেন। “হে গান্ধারী-নন্দন! ভাগ্যক্রমে আপনি জীবিত রহিয়াছেন; ভাগ্যক্রমে আমাদিগের পুনর্ব্বার সমাগম হইল; এবং ভাগ্যক্রমেই কামরূপী গন্ধর্ব্বেরা আপনকার নিকটে পরাজিত হইয়াছে! হে কুরুনন্দন! আপনকার বিজিগীষু, সমরে নিযুক্ত, শত্রু-পরাজয়কারী মহারথ ভ্রাতৃগণকে আমি যে অক্ষতাঙ্গ দেখিতেছি, ইহাও পরম সৌভাগ্যের বিষয়! হে ভারত! আমি ত আপনকার সাক্ষাতেই সমুদয় গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়মান সৈন্যকে স্থাপিত করিতে পারি নাই, প্রত্যুত শরজালে বিক্ষতাঙ্গ হওয়ায় অতিমাত্র পীড়িত হইয়া আপনিই পলায়ন করিয়াছিলাম; পরন্তু আপনারা যে পত্নী, বল ও বাহন-গণের সহিত নিরাপদ ও অক্ষতদেহ হইয়া সেই অমানুষ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন দেখিতেছি, ইহাই আমার অতিশয় অদ্ভুত ব্যাপার বোধ হইতেছে। হে ভরত-নন্দন মহারাজ! আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত সমরে যে কর্ম্মটি করিয়াছেন, ঈদৃশ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারে, ইহলোকে এমন পুরুষই আর বিদ্যমান নাই।”

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণ এই কথা বলিলে পর রাজা দুর্য্যোধন তখন অধোবদন হইয়া বাষ্প-গদ্গদ বচনে তাঁহারে এইরূপ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

কর্ণ-দুর্য্যোধন-সংবাদে ষট্‌চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪৬ ॥

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি জাননা, সুতরাং তোমার কথায় আমি দোষ দিতে পারি

না; তুমি বোধ করিতেছ, আমিই স্বীয় তেজে গন্ধর্ব্ব শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছি। হে মহাবাহো! আমার সোদরেরা আমারে সঙ্গে লইয়া গন্ধর্ব্বদিগের সহিত বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত বিলক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং উভয় পক্ষেই সৈন্য-ক্ষয় হইয়াছিল সত্য বটে, কিন্তু যখন সেই শৌর্য্য-সম্পন্ন গন্ধর্ব্বেরা মায়াবলে অধিকতর বলশালী হইয়া আকাশে সঞ্চরণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল, তখন আর ঐ গগণচারীদিগের সহিত আমাদের সমান সংগ্রাম হইল না; সুতরাং আমরা সমরে পরাজয় ও বন্ধন, উভয়ই প্রাপ্ত হইলাম এবং ভৃত্য, অমাত্য, পুত্র, কলত্র, বল ও বাহনগণের সহিত সুদুঃখিতান্তঃকরণে তাহাদিগের কর্ত্তৃক আকাশমার্গে উর্দ্ধে হ্রিয়মাণ হইতে লাগিলাম। অনন্তর আমাদিগের কোন কোন মহারথ সৈনিক ও অমাত্যগণ শরণপ্রদ পাণ্ডবদিগের নিকটে গমন-পূর্ব্বক দীনভাবাপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন যে, "ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন রাজা দুর্য্যোধন সহোদর, অমাত্য ও কলত্র-বর্গের সহিত গগণাশ্রিত গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক এই হ্রিয়মাণ হইতেছেন; অতএব আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আপনারা সেই সস্ত্রীক নরপতিকে বিমোচিত করুন!—কৌরবগণের ভার্য্যা-সমুদায়ে যেন সর্ব্বতোভাবে কলঙ্ক স্পর্শ না হয়!"

এইরূপ কথিত হইলে পর ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব তখন অপর পাণ্ডব-সকলকে প্রসাদিত করিয়া আমাদিগের মোচন-বিষয়ে আজ্ঞাপিত করিলেন। অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারথ পাণ্ডবেরা সেই স্থানে আগমন করিয়া, বল-পূর্ব্বক মোচনে সমর্থ হইলেও সান্ত্ববাদ-পূর্ব্বক আমাদিগের মোচন প্রার্থনা করিলেন। পরন্তু অতিশয় মধুর বাক্যে সান্ত্বিত হইয়াও যখন গন্ধর্ব্বেরা আমাদিগকে মুক্ত না করিল, তখন অর্জ্জুন, ভীম ও উৎকট-বলশালী নকুল সহদেব তাহাদের প্রতি অনেক প্রকার শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমস্ত খেচরগণ রণ পরিহার-পূর্ব্বক ক্লেশ-পরিকীর্ণ আমাদিগকেই হর্ষান্বিত-মানসে আকর্ষণ করত অন্তরীক্ষে প্রস্থান করিল। তৎপরে আমরা দেখিলাম, ধনঞ্জয় সর্ব্বদিকে শর-জালে বেষ্টিত হইয়া অলৌকিক অস্ত্র-সমস্ত বিসর্জ্জন করিতেছেন। তৎকালে ধনঞ্জয়ের সখা চিত্রসেন ঐ পাণ্ডু-নন্দন-কর্ত্তৃক শাণিত-শরনিকর-সহকারে দিঙ্মণ্ডল সমাবৃত হইল দেখিয়া আপনাকে প্রদর্শিত করিলেন। তিনি অর্জ্জুনের সহিত পরস্পর আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসিলেন এবং তাঁহারাও তাঁহার অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। সেইরূপে সেই বীর্য্য-সম্পন্ন গন্ধর্ব্বেরা পরস্পর মিলিত হইয়া যুদ্ধ-সজ্জা-সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত একীভূত হইল। চিত্রসেন ও ধনঞ্জয় পরস্পর পূজা করিতে লাগিলেন।

কর্ণদুর্য্যোধন-সংবাদে সপ্তচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪৭ ॥

দুর্য্যোধন কহিলেন, তৎকালে পরবীরহন্তা অর্জ্জুন চিত্রসেনের সহিত মিলিত হইয়া সহাস্য-বদনে তাঁহারে পুরুষকার-সমুচিত এই কথা বলিলেন যে, "হে বীর গন্ধর্ব্বসত্তম! আমার ভ্রাতৃগণকে বিমুক্ত করা আপনকার উচিত হইতেছে; কেননা, পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে ইহাঁদিগের অবমাননা কোন ক্রমে যোগ্য হইতে পারে না।" হে কর্ণ! আমরা, "সুখ হইতে পরিভ্রষ্ট সস্ত্রীক পাণ্ডবগণকে সন্দর্শন করিব," এইরূপ যাহা মন্ত্রণা করিয়া বিনির্গত হইয়াছিলাম, চিত্রসেন মহাত্মা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক উক্তরূপ অভিহিত হইয়া তাহাই ব্যক্ত করিলেন। গন্ধর্ব্ব ঐ কথার উচ্চারণ করিবামাত্র আমি ব্রীড়ান্বিত হইয়া রসাতলে প্রবেশার্থে ভূমির বিবর ইচ্ছা করিলাম। অনন্তর গন্ধর্ব্বেরা পাণ্ডবদিগের সহিত যুধিষ্ঠির-সমীপে আগমন-পূর্ব্বক আমাদিগের দুর্ম্মন্ত্রণার কথা তাঁহারে নিবেদন করিল এবং আমরা যে বন্ধনাবস্থায় আনীত হইয়াছি, তাহাও জানাইল।

আমি যে মহিলাগণের সমক্ষে শত্রুর বশীভূত, বদ্ধ ও দীনভাবাপন্ন হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপহার-স্বরূপে উপনীত হইলাম, ইহার অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? হা! আমি কি দুর্ব্বুদ্ধি! যাহারা মৎকর্ত্তৃক নিত্য-নিরাকৃত হইয়াছে, যাহাদিগের প্রতি আমি নিয়তই বৈর ভাব অবলম্বন করিয়াছি, তাহারাই আমারে বিমুক্ত করিল,—তাহারাই আমার জীবন প্রদান করিল! হে বীর! আমি যদি সেই মহাসমরে বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম, তবে তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয় হইত; এরূপ অবমানিত ব্যক্তির জীবিত থাকা কোন ক্রমে শ্রেয় নহে। গন্ধর্ব্বের হস্তে নিহত হইলে পৃথিবী-মধ্যে আমার যশ বিখ্যাত হইত, এবং বাসব-সদনে আমি অক্ষয় পুণ্যলোক সমস্তও প্রাপ্ত হইতে পারিতাম। হে নরবরগণ! সংপ্রতি আমি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি এই স্থানে প্রায়োপবেশন করিব; অতএব তোমরা গৃহে গমন কর! আমার সমুদয় ভ্রাতৃগণ অদ্য স্বপুরে প্রস্থান করুন, এবং কর্ণ-প্রভৃতি যাবতীয় সুহৃদ্ ও বান্ধব-বর্গও দুঃশাসনকে অগ্রসর করিয়া এক্ষণে পুরাভিমুখে প্রস্থিত হউন; কেননা শত্রু-কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া আমি কোন ক্রমে গৃহে যাইব না। অরাতিগণের মানাপহন্তা এবং সুহৃদ্বর্গের মানকারী হইয়া আমি সুহৃদ্গণের শোকপ্রদ এবং শত্রু-দলের হর্ষ-বর্দ্ধন হইলাম! হস্তিনায় উপনীত হইয়া আমি নরেশ্বরকে কি বলিব! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, সঞ্জয়, বাহ্লিক, ভূরিশ্রবাঃ ও অন্যান্য বৃদ্ধ-সম্মত সভাসদ্গণ এবং ব্রাহ্মণ, নানা জাতীয় প্রধান প্রধান শিল্পী ও উদাসীন-বৃত্তি প্রজাবর্গ আমারে কি বলিবেন এবং আমিই বা তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর করিব! শত্রুদিগের মস্তকে থাকিয়া এবং বক্ষঃস্থলে বিক্রম প্রকাশ করিয়া আমি আত্মদোষে পরিভ্রষ্ট হইলাম, এ কথাটি তাঁহাদিগকে কি প্রকারে বলিব! ফলত দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিরা শ্রী, বিদ্যা বা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া, মদগর্ব্বিত আমার ন্যায়, চির কাল কল্যাণে অবস্থান করিতে পারে না। হায়! আমি মোহ বশত দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া দুষ্টলোকের আচরিত এই কষ্টপ্রদ অযুক্ত কর্ম্ম আপনিই করিলাম, যদ্দ্বারা সঙ্কটে পতিত হইলাম! সেই হেতু আমি প্রায়োপবেশন করিব, কোন ক্রমে জীবিত থাকিতে পারিব না; শত্রুগণ-কর্ত্তৃক বিপদ্ হইতে উদ্ধৃত হইয়া কোন্ সচেতন ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? দেখ, আমি অভিমানী অথচ পুরুষকার-বিহীন হওয়ায় বিক্রম-সম্পন্ন শত্রু পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক অবহসিত এবং অবমানের সহিত অবেক্ষিত হইলাম!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন এই রূপ চিন্তা-পরীত হইয়া পরিশেষে দুঃশাসনকে বলিলেন, "হে ভারত দুঃশাসন! তুমি আমার এই বাক্যটি নিশ্চিত রূপে বোধগম্য কর; মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত রাজ্যাভিষেক প্রতিগ্রহ করিয়া নরপতি হও; কর্ণ ও শকুনির পালিত এই প্রবৃদ্ধ ভূমণ্ডল প্রশাসন কর, এবং অমরগণ-পালনকারী পুরন্দরের ন্যায় ভ্রাতৃ-বর্গের প্রতিপালনে এরূপে নিরত থাক যাহাতে তাহাদের অন্তঃকরণে বিশ্বাস জন্মিতে পারে। দেবতারা যেমন ইন্দ্রের উপজীবী, সেইরূপ বান্ধবেরা তোমারে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করুন। তুমি অপ্রমত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিয়ত বৃত্তি প্রদান করিবে এবং বন্ধু ও সুহৃদ্বর্গেরও সর্ব্বদা উপজীব্য হইবে। বিষ্ণু যেমন দেবগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও জ্ঞাতি-সকলের তত্ত্বাবধারণ করিবে এবং গুরুজনেরাও তোমার পালনীয় হইবেন; সংপ্রতি যাও, সমুদয় সুহৃদ্গণকে অভিনন্দিত এবং অরাতিদিগকে অবভর্ৎসিত করত পৃথিবী পালন কর।" এইরূপ আদেশ করিয়া তিনি দুঃশাসনকে কণ্ঠে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক 'গমন কর' এই কথা বলিলেন। তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া দুঃশাসন দীনভাবাপন্ন, অশ্রুকণ্ঠ, অতিশয়

দুঃখার্ত্ত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণিপাত-পূর্ব্বক গদ্গদ-স্বরে আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এই কথা বলিলেন যে, প্রসন্ন হউন, এবং ইহা কহিয়া অতিমাত্র ব্যথিতচিত্তে ভূতলে পতিত হইলেন। সেই নর-ব্যাঘ্র দুঃখিত হইয়া তাঁহার চরণ-যুগলে নেত্রসম্ভূত বারি বিসর্জ্জন করত এই কথাও বলিলেন, "মহারাজ! এরূপ কদাচ হইবে না; যদি অখিল মেদিনী-মণ্ডল বিদীর্ণ হয়, যদি নভোমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে, যদি প্রভাকর স্বীয় প্রভা পরিত্যাগ করেন, যদি সুধাকর হিমকরতা বিসর্জ্জন করেন, যদি সমীরণ শীঘ্রসঞ্চারিত্ব পরিহার করে, যদি হিমাচল স্বস্থান হইতে বিচলিত হয়, যদি সমুদ্রের জল শুষ্ক হইয়া যায়, যদি হুতাশন উষ্ণতা পরিত্যাগ করেন, তথাপি আপনা ব্যতিরেকে আমি পৃথিবী প্রশাসন করিতে পারিব না।" দুঃশাসন, "আপনি প্রসন্ন হউন প্রসন্ন হউন, আপনিই শত বৎসর আমাদিগের কুলে রাজা হইবেন," পুনঃ পুন এ কথাও বলিলেন। হে ভারত! তিনি রাজাকে এইরূপ কহিয়া ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পূজার্হ পাদদ্বয় সংস্পর্শ-পূর্ব্বক সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

সেই দুঃশাসন ও সুযোধনকে সেইরূপ দুঃখিত দেখিয়া কর্ণ ব্যথাবিষ্ট চিত্তে নিকটস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ সম্ভাষণ করিলেন। "হে কৌরবদ্বয়! আপনারা মোহপ্রযুক্ত সামান্য ব্যক্তিদিগের ন্যায় বিষণ্ন হইতেছেন কেন? শোক করিলে কদাচ শোকের নিবৃত্তি হয় না। শোক-প্রবৃত্ত ব্যক্তির শোক যখন দুঃখাপনোদন করিতে পারে না, তখন আর শোক করিয়া আপনারা শোকের কি ফল দেখিতেছেন? ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, শোক করত শত্রুদিগকে অভিনন্দিত করিবেন না। হে রাজন্! পাণ্ডবেরা আপনকার যে নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছে, তাহা ত তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মই হইয়াছে। অধিকারস্থ ব্যক্তিদিগের নিয়তই রাজার প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন করা বিধেয়। দেখুন, আপনা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া তাহারা নিশ্চিন্ত-চিত্তে নিবসতি করিতেছে; অতএব এরূপ ঘটনাতে ইতর লোকের ন্যায় শোক করা আপনকার উচিত নহে। আপনি প্রায়োপবেশনে উদ্যুক্ত হইতেছেন দেখিয়া আপনকার সোদরেরা বিষণ্ন হইয়াছেন; অতএব আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি উত্থিত হউন, চলুন, সোদরগণকে সমাশ্বাসিত করুন।"

কর্ণদুর্য্যোধন-সংবাদে অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৪৮॥

কর্ণ কহিলেন, রাজন্! অদ্য এ বিষয়ে আপনাকে লঘুসত্ত্ব বলিয়া বোধ হইতেছে; হে শত্রুকর্ষণ বীর! আপনি শত্রুদিগের সদ্য বশতাপন্ন হইলে পাণ্ডবেরা যে আপনাকে বিমোচিত করিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? হে কুরু-নন্দন! বিষয়-বাসী, বিশেষত সেনাজীব ব্যক্তি সকল অজ্ঞাতই হউক, অথবা পরিচিতই হউক, নরপতির প্রিয়-কার্য্য করা তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখুন, সচরাচর এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, প্রধান পুরুষেরা শত্রুবাহিনীকে ক্ষোভিত করেন, অনেকানেক সংগ্রামে নিগৃহীত হন এবং স্বকীয় সৈনিকগণ-কর্ত্তৃক মোচিত হইয়াও থাকেন। রাজগণের অধিকার মধ্যে যে সমস্ত সেনাজীব মনুষ্য থাকে, তাহাদের সকলে মিলিত হইয়া রাজার কার্য্যার্থে যথাসাধ্য যত্ন করা বিধেয়। অতএব হে রাজন্! আপনকার বিষয়বাসী পাণ্ডবেরা যদি যদৃচ্ছাক্রমে আপনাকে বিমোচিত করিয়া থাকে, তাহাতে আপনকার পরিদেবনা কি? হে নৃপোত্তম! যে সময়ে আপনি স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করেন, তৎকালে পাণ্ডবেরা যে আপনকার পশ্চাতে অনুগমন করে নাই, ইহাই বরং তাহাদিগের অসাধু কর্ম্ম হইয়াছে। তাহারা ত পূর্ব্বেই আপনকার কিঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে তাহাদিগকে আপনকার শৌর্য্যসম্পন্ন, বলশালী ও সমরে অপরা-

স্মুখ সহায় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? পাণ্ডব সম্বন্ধীয় সমুদয় রত্ন আপনি অদ্যাপি উপভোগ করিতেছেন; দেখুন, তথাপি পাণ্ডবেরা সত্বস্থ রহিয়াছে প্রায়োপবেশন করে নাই। অতএব হে রাজন্! আপনকার ভদ্র হউক, আপনি গাত্রোত্থান করুন, আর বিলম্ব করিবেন না। হে নৃপতে! রাজার প্রিয় কার্য্য-সমস্ত অনুষ্ঠান করা বিষয়বাসী ব্যক্তিদিগের অবশ্যই কর্ত্তব্য, অতএব তাহাতে পরিদেবনা কি? হে অরিমর্দ্দন রাজেন্দ্র! যদি আপনি আমার এই বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আপনকার চরণদ্বয় শুশ্রূষা করত আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব! হে নরর্ষভ! আপনকার সঙ্গবিহীন হইয়া জীবন ধারণ করিতে আমার উৎসাহ হয় না! হে নৃপ! আপনি প্রায়োপবেশন করিলে রাজগণের হাস্যাস্পদ হইবেন!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন স্বর্গলাভের নিমিত্তেই কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে কর্ণ-কর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিত হইলেও উত্থিত হইতে মন করিলেন না।

কর্ণ-দুর্য্যোধন-সংবাদে একোনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৪৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অসহনশীল রাজা দুর্য্যোধন প্রায়োপবেশন করিলে, সুবল-নন্দন শকুনি তাঁহারে সান্ত্বনা করত তখন এই কথা বলিলেন।

শকুনি কহিলেন, হে কৌরব! কর্ণের কথা তুমি শ্রবণ করিলে; ইনি উত্তমই বলিয়াছেন। হে নৃপতে! আমি তোমারে সমৃদ্ধ রাজলক্ষ্মী আহরণ করিয়া দিলাম, তুমি মোহবশত তাহা পরিত্যাগ করিয়া অদ্য কি নিমিত্তে অবুদ্ধি-সহকারে প্রাণ বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইতেছ? অদ্য আমি ইহাই অবগত হইতেছি যে, তুমি বৃদ্ধলোকদিগের কখন সেবা কর নাই। যে ব্যক্তি সহসা সমুপস্থিত হর্ষ বা বিষাদকে নিয়মিত করিতে না পারে, সে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া, সলিল-মধ্যগত অপক্ক মৃৎপাত্রের ন্যায়, অচিরেই বিনষ্ট হয়। যে নরপতি অতিশয় ভীরুপ্রকৃতি, অত্যন্ত কাপুরুষ, দীর্ঘসূত্র, অবধান-রহিত, এবং দ্যূতাদি-ব্যসন-বশত কামিনী-প্রভৃতি বিষয়-সমুদায়ে আক্রান্ত হন, তাঁহার প্রতি প্রজাদিগের কদাচ ভক্তি হয় না। হে রাজেন্দ্র! পাণ্ডবেরা ত তোমার উপকারই করিয়াছে; তবে হর্ষপ্রকাশ স্থলে তোমার শোক হইতেছে কেন? তুমি শোক অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের আচরিত শোভন কর্ম্ম কোনক্রমে বিনষ্ট করিও না। যে স্থলে তোমার আহ্লাদ প্রকাশ এবং পাণ্ডবদিগের প্রতি সৎকার করা কর্ত্তব্য, সে স্থলে তুমি যে শোক করিতেছ, ইহা তোমার বিপরীতাচরণ হইতেছে; অতএব প্রসন্ন হও; আত্ম বিসর্জ্জন করিও না; তুষ্ট হইয়া উপকার স্মরণ কর; পৃথাপুত্রদিগকে তদীয় রাজ্য প্রদান কর এবং তদ্দ্বারা যশ ও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হও। এই ক্রিয়ার সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলে তুমি কৃতজ্ঞ হইবে;—পাণ্ডবদিগের সহিত স্বয়ং ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিয়া এবং তাঁহাদিগকেও ভ্রাতৃসৌহৃদ্যে নিবেশিত করিয়া তদীয় পৈতৃক রাজ্য সমর্পণ কর, তাহা হইলেই সুখ লাভ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া, এবং ভ্রাতৃ-প্রেমে বিকলচিত্ত অরিন্দম বীর দুঃশাসনকে পাদদ্বয়ে পতিত দেখিয়া, সুজাত ভুজ-যুগলদ্বারা উত্থাপন ও আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে আঘ্রাণ করিলেন। তিনি কর্ণ ও সুবল-তনয়ের বাক্য-সমস্ত শ্রবণানন্তর পরম নির্ব্বেদ প্রাপ্ত ও ব্রীড়াপরীত-চিত্ত হইয়া তৎকালে নিতান্ত নৈরাশ্য অবলম্বন করিলেন এবং সুহৃদ্গণের সেই কথা শুনিয়া শোকাকুল-চিত্তে তাঁহাদিগকে এইরূপ কহিলেন যে, "আমার ধর্ম্ম, ধন, সুখ, ঐশ্বর্য্য, ভোগ বা আজ্ঞা কিছুতেই প্রয়োজন নাই; এক্ষণে তোমরা গমন কর, আমার সঙ্কল্পে ব্যাঘাত দিও না। প্রায়োপবেশন-বিষয়ে আমার এই মতি নি-

শিতরূপে অবস্থিত রহিয়াছে; অতএব তোমরা সকলেই নগরে প্রস্থিত হইয়া আমার গুরু-জন-গণকে পূজা কর।”

তাঁহারা এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া সকলেই সেই শত্রুমর্দ্দন নরপতিকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ভরত-নন্দন রাজেন্দ্র! আপনকার যে গতি, আমাদিগে-রও সেই গতি হইবে; আপনকার সঙ্গ-বিহীন হইয়া আমরা কি প্রকারে পুরে প্রবেশ করিব!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুহৃদ্গণ, অমাত্য-বর্গ, ভ্রাতৃবৃন্দ ও স্বজন-সমস্ত তাঁহারে এইরূপ বহুপ্রকার উক্তি করিয়াও সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিলেন না। সেই রাজশার্দ্দূল ধৃতরাষ্ট্র-তনয় স্বর্গ-গমন-কামনায় স্থির নিশ্চয় হেতুক ভূতলে কুশা-স্তরণ আস্তীর্ণ করিয়া সমুপবিষ্ট হইলেন, এবং সলিল-সংস্পর্শানন্তর শুচি, কুশ-চীরাম্বরধারী ও সংযত-বাক্য হইয়া বাহ্য অনুষ্ঠান পরিহার-পূর্ব্বক কেবল মানসোপচারে আরাধনা করত পরম নিয়ম অবলম্বন করিলেন।

অনন্তর দেবগণ-কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-বিনির্জ্জিত পাতাল-বাসী সেই ঘোরমূর্ত্তি দৈত্য ও দানবেরা তাঁহার সেই নিশ্চয় বোধগম্য করিয়া, এবং স্বপক্ষের ক্ষয় হইবে জানিয়া, তখন দুর্য্যোধনের আহ্বান-নিমিত্তে অগ্নি-বিস্তার-সাধ্য যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিল। উপ-নিষদে মন্ত্র-ও-জপ-সমাযুক্ত যে সমস্ত ক্রিয়া উল্লি-খিত হইয়াছে, মন্ত্র-বিশারদ যাজ্ঞিকেরা তৎকালে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের কথিত এবং অথর্ব্ব বেদ-প্রোক্ত মন্ত্র সমূহ-দ্বারা সেই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বেদবেদাঙ্গ-পারগ, সুদৃঢ়-ব্রত-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ সুসমাহিত হইয়া অগ্নিতে মন্ত্রযুক্ত হবি ও ক্ষীর হবন করিতে থাকিলেন। হে রাজন্! সেই কর্ম্মের সিদ্ধি হইলে তৎকালে তথায় একটি মহাদ্ভুতা কৃত্যা, অর্থাৎ আজ্ঞাকারী দেবতা, মুখ-ব্যাদান করত সমুত্থিতা হইল, এবং “আমারে কি করিতে হইবে?” ইহাও বলিল। দৈত্যেরাও তা-হাকে সুপ্রীতমানসে কহিল, “ধৃতরাষ্ট্র-তনয় রাজা দুর্য্যোধন প্রায়োপবেশন করিয়াছেন, তুমি তাঁহারে এই স্থানে আনয়ন কর।” সেই কৃত্যা “তাহাই হইবে” এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া প্রস্থিত হইল; যে স্থানে রাজা সুযোধন ছিলেন, নিমেষমাত্রে তথায় গমন করিল; রাজাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক রসা-তলে প্রবিষ্ট হইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহারে আ-নয়ন-পূর্ব্বক দানবগণ সমীপে নিবেদন করিল। অনন্তর দানবেরা সেই নরপতি দুর্য্যোধনকে রাত্রি-কালে আনীত দেখিয়া সমাগম-পূর্ব্বক সকলেই প্রহৃষ্টমানসে কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল-লোচন হইয়া তাঁ-হারে অভিমান-সংযুক্ত এই বাক্যের উক্তি করিল।

দুর্য্যোধন-প্রায়োপবেশনে পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫০॥

দানবেরা কহিল, ভো ভরত-কুলোদ্বহ রাজেন্দ্র সুযোধন! তুমি শূর-ও-মহাত্মগণ-কর্ত্তৃক নিয়ত পরি-বৃত থাকিয়াও প্রায়োপবেশন-রূপ এই সাহসিক কর্ম্ম কি নিমিত্তে করিয়াছ? দেখ, আত্মত্যাগী ব্যক্তি অধোগামী হয় এবং অযশস্করী নিন্দাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তোমার মত বুদ্ধিমান্ মানবে-রা কখন মূলবিধ্বংসী, বহুল-পাপজনক, স্বার্থবিরুদ্ধ কর্ম্ম-সমুদায়ে লিপ্ত হন না। হে রাজন্! তুমি ধর্ম্মার্থ-সুখনাশিনী, যশঃপ্রতাপ বীর্য্য-ঘাতিনী, শত্রু-গণের হর্ষ-বর্দ্ধিনী এই মতি পরিত্যাগ কর। হে প্রভাব-সম্পন্ন নরপতে! তুমি আত্মার দিব্যতা ও শরীরের নির্ম্মাণ যথার্থ রূপে শ্রবণ কর এবং তদ-নন্তর ধৈর্য্যপ্রাপ্ত হও। হে রাজন্! পূর্ব্বে আমরা তপস্যা-দ্বারা তোমারে মহেশ্বর হইতে লাভ করি-য়াছি; হে অনঘ! তোমার সমুদায় পূর্ব্বকায়, সমূহ বজ্র-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে; সুতরাং উহা অস্ত্র ও শস্ত্র-সকলের অভেদ্য; অপিচ দেবী পার্ব্বতী তো-মার শরীরের পশ্চিম ভাগটিকে পুষ্পময় করিয়া-ছেন; সুতরাং ঐ অংশটি রূপে কামিনীজন-মনো-

হর হইয়াছে। হে নৃপোত্তম! মহেশ্বর ও পার্ব্বতী-কর্ত্তৃক তোমার দেহ এইরূপ বিরচিত হইয়াছে; অতএব হে রাজশার্দ্দূল! তুমি দিব্যপুরুষ, কদাচ মানুষ নহ। অপিচ ভগদত্ত-প্রভৃতি অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন দিব্যাস্ত্র-বেত্তা ক্ষত্রিয়েরাও তোমার শত্রুসমস্ত সংহার করিবেন; অতএব তুমি বিষণ্ণ হইও না, তোমার কিছু মাত্র ভয়ের বিষয় নাই, যেহেতু তোমার সাহায্যের নিমিত্তে বীর্য্যশালী দানবেরা ধরাধামে উৎপন্ন হইয়াছে। অপর অসুরেরাও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ-প্রভৃতির শরীরে অনুপ্রবেশ করিবে; সেই সমস্ত অসুর-কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া তাঁহারা দয়া পরিহার-পূর্ব্বক তোমার অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। হে কুরুসত্তম! দানবেরা তাঁহাদের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরাত্মাকে সম্যক্‌রূপে আক্রমণ করিলে, তাঁহারা স্নেহশূন্য হইয়া যৎকালে সমরে সংপ্রহারে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন না পুত্র, না ভ্রাতা, না পিতা, না বান্ধব, না শিষ্য, না জ্ঞাতি, না বালক, না বৃদ্ধ, কাহাকেও নিষ্কৃতি প্রদান করিবেন না। চিত্ত কলুষীকৃত হওয়াতে সেই পুরুষ-শার্দ্দূলেরা হর্ষাবিষ্ট হইয়া স্নেহকে দূরে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক বন্ধুদিগের প্রতি প্রহার করিবেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কার্য্যাকার্য্য-বিজ্ঞানের অভাব-প্রযুক্ত বিমূঢ় হইয়া তাঁহারা বিধিনির্ম্মিত অদৃষ্টবশত "তুমি আর জীবিত থাকিতে আমার নিকটে নিষ্কৃতি পাইবে না" পরস্পর এইরূপ বিরুদ্ধ সম্ভাষণ ও শ্লাঘা প্রকাশ করত সর্ব্ব-প্রকার অস্ত্র শস্ত্র বিসর্জ্জন-দ্বারা পৌরুষে সমবস্থিত হইয়া জন ক্ষয় করিতে থাকিবেন। সেই দৈবযুক্ত, মহাবল-সম্পন্ন, মহাত্মা পঞ্চ পাণ্ডবেরাও ইহাঁদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং ইহাঁদিগের বিনাশও করিবেন। হে পার্থিব! ক্ষত্রিয়যোনিতে সমুৎপন্ন দৈত্য ও রাক্ষসেরাও সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক গদা, মুষল, শূল ও নানাবিধ শস্ত্রজাতদ্বারা তোমার শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। হে বীর! তোমার অন্তঃকরণে অর্জ্জুন-নিবন্ধন যে ভয় আছে, তাহার প্রতিকার-বিষয়েও আমরা অর্জ্জুনের বধোপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছি। নিধন-প্রাপ্ত নরকাসুরের আত্মা কর্ণের মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াছে; হে বীর্য্যশালিন্! সেই বিক্রম-গর্ব্বিত, যোধশ্রেষ্ঠ, মহারথ নরকাবতার কর্ণ পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করত কেশব ও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন এবং পার্থকে ও তোমার সমুদায় অরাতিগণকে সমরে পরাজিত করিবেন। বজ্রধারী পুরন্দর ইহা অবগত হইয়া সব্যসাচীর রক্ষার্থে ছলনাদ্বারা কর্ণের নিকট হইতে কুণ্ডল-যুগল ও কবচ হরণ করিয়া লইবেন; তন্নিমিত্তে এ বিষয়েও আমরা সেই সংশপ্তক-নামে সুবিখ্যাত শত শত সহস্র সহস্র দৈত্য ও রাক্ষসগণকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি; তাহারা বীর্য্যসম্পন্ন অর্জ্জুনকে নিশ্চয়ই বিনষ্ট করিবে, অতএব তুমি শোক করিও না। হে নৃপতে! তুমি এই সমগ্র মহীমণ্ডল সম্ভোগ করিতে পারিবে, ইহাতে কেহই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে না; অতএব বিষাদ প্রাপ্ত হইও না; বিষণ্ণ হওয়া তোমার উপযুক্ত নহে। হে কৌরব! তুমি বিনষ্ট হইলে আমাদিগের পক্ষ হীন হইয়া পড়ে; অতএব হে বীর! গমন কর, কোন ক্রমে অন্য বুদ্ধি করিও না; কেন না, পাণ্ডবেরা যেমন দেবতাদিগের, সেইরূপ তুমিই আমাদের নিত্যকাল একমাত্র গতি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! দানব-প্রবর দৈত্যগণ সেই রাজ-কুঞ্জর দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পুত্রবৎ সমাশ্বাসিত করিল, এবং বহুতর প্রিয়বাক্য-সম্ভাষণদ্বারা তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন করিয়া "যাও এবং জয়লাভ কর" এই বলিয়া গমনে অনুমতি দিল। মহাবাহু দুর্য্যোধন দৈত্যগণ-সমীপে বিদায় প্রাপ্ত হইলে, যে স্থলে তিনি তৎকালে প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশে সেই কৃত্যাই তাঁহারে পুনরায় আনয়ন করিল। কৃত্যা সেই বীর্য্য-সম্পন্ন

নরপতিকে পুনর্ব্বার তথায় নিক্ষেপ-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা-ক্রমে সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইল। হে ভারত! কৃত্যা গমন করিলে পর রাজা দুর্য্যোধন তখন এই সমস্ত ব্যাপার স্বপ্ন-স্বরূপ চিন্তা করিলেন। তাঁহার মনে হইল "আমি পাণ্ডবদিগকে সমরে পরাজিত করিব।" সুযোধন কর্ণকে ও সংশপ্তকদিগকে অমিত্রঘাতী সব্যসাচীর বিনাশেও নিযুক্ত ও সমর্থ বিবেচনা করিলেন। হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডবগণের বিনির্জ্জয়-বিষয়ে সেই দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের আশা এইরূপে বলবতী হইয়া উঠিল। কর্ণও নরকাসুরের অন্তরাত্মা-কর্ত্তৃক আবিষ্ট-চিত্ত ও অভিনিবিষ্ট-মনা হওয়াতে অর্জ্জুনের সংহার-বিষয়ে তৎকালে ক্রূর মতি করিয়াছিলেন। সেই রাক্ষসাবিষ্টচেতা বীর্য্য-সম্পন্ন সংশপ্তকেরাও রজোগুণ ও তমোগুণে আক্রান্ত হইয়া ফাল্গুনের বধাভিলাষী হইয়াছিল। হে বিশাম্পতে! ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ-প্রভৃতিও দানবাক্রান্ত-চিত্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহান্বিত হন নাই; পরন্তু রাজা দুর্য্যোধন এ কথা কাহার নিকটেও ব্যক্ত করেন নাই।

নিশাবসানে বিকর্ত্তন-নন্দন কর্ণ অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে নরপতি দুর্য্যোধনকে এই হেতুযুক্ত বাক্য কহিলেন। "হে কৌরবেয়! গতাসু হইয়া কেহ শত্রু জয় করিতে পারে না, জীবিত থাকিলেই কল্যাণ-সমস্ত দেখিতে পায়; মৃত ব্যক্তির ভদ্র কোথায়? এবং জয়ই বা কি প্রকারে হইতে পারে? অতএব সংপ্রতি আপনকার বিষাদ, ভয় বা মরণের সময় নহে।" ইহা কহিয়া সেই মহাভুজ ভুজ-যুগল-দ্বারা তাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া আরও বলিলেন, "রাজন্! গাত্রোত্থান করুন; কেন শয়ন করিয়া আছেন? কি জন্যে শোক করিতেছেন? হে শত্রুহন্! আপনি বীর্য্য-সহকারে শত্রু-সকলকে প্রতাপিত করিয়া সংপ্রতি কি নিমিত্তে মৃত্যু ইচ্ছা করেন? যদি অর্জ্জুনের পরাক্রম দেখিয়া আপনকার ভয় জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি সত্য করিয়া আপনকার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সংগ্রামে অর্জ্জুনকে নিহত করিব। হে জনাধিপ! আমি আয়ুধ স্পর্শ-পূর্ব্বক দিব্য করিতেছি, ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে, আমি পৃথাপুত্রদিগকে অবশ্যই আপনকার বশে আনিব।"

কর্ণের এই কথায়, দৈত্যগণের উপদেশে এবং দুঃশাসনাদির প্রণিপাতে সুযোধন গাত্রোত্থান করিলেন। সেই মনুজ-শার্দ্দূল, দৈত্যদিগের সেই বাক্য শ্রবণে হৃদয়ে স্থির মতি করিয়া পরিশেষে অশ্ব, গজ ও রথ-নিকরে সমাকীর্ণা, পদাতিজন-সঙ্কুলা বাহিনী যোজনা করিলেন। হে রাজন্! যে কালে গগণমণ্ডল হইতে জলদজালের বিস্তার বিগত হয়, তখন পুণ্ডরীককাশ-কুসুমাদি শরৎ-কালীন লক্ষণ-সমুদায়ের অল্প অল্প প্রকাশ হওয়াতে আকাশের যাদৃশী শোভা হইয়া থাকে; শ্বেতচ্ছত্র, ধবল পতাকা ও সুন্দর পাণ্ডরবর্ণ চামর-নিকরে এবং রথ, হস্তী ও পদাতিপুঞ্জে নিরতিশয় সমাকীর্ণা ঐ মহতী-সেনা গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় প্রস্থিতা হইয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! জনাধিপতি ধৃতরাষ্ট্র-তনয় সুযোধন পরম শোভায় জাজ্বল্যমান হইয়া অধিরাজ-সমুচিত অঞ্জলিমালা গ্রহণ করিতে করিতে এবং দ্বিজেন্দ্র-গণ-কর্ত্তৃক বহুবিধ জয়াশীর্ব্বাদ-দ্বারা স্তূয়মান হইতে হইতে কর্ণের ও দ্যূতদেবী শকুনির সমভিব্যাহারে অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার দুঃশাসন-প্রভৃতি সেই সমুদয় ভ্রাতারাই এবং ভূরিশ্রবাঃ সোমদত্ত ও মহারাজ বাহ্লিক বিবিধাকার রথ এবং উত্তম উত্তম অশ্ব ও মাতঙ্গদ্বারা সেই প্রস্থানশীল নৃপতি-সিংহের পশ্চাদ্গামী হইলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই কুরূদ্বহগণ তখন অল্পকালের মধ্যেই স্বপুরে প্রবেশ করিলেন।

দুর্য্যোধন-পুর-প্রবেশে এক পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫১॥

জনমেজয় কহিলেন, মহাত্মা পৃথা-তনয়েরা সেই দ্বৈতবনে বসতি করিতে থাকিলে মহাধনুর্দ্ধারী, সত্তম ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা কি করিয়াছিলেন; এবং বিকর্ত্তন-নন্দন কর্ণ, মহাবল শকুনি, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ, ইহাঁরাই বা কি করিয়াছিলেন, তাহা আমারে বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পার্থেরা উক্তরূপ অবস্থায় থাকিলে, এবং সুযোধন পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক মোক্ষিত ও বিসর্জ্জিত হইয়া হস্তিনাপুরে আগমন করিলে, ভীষ্ম ঐ ধৃতরাষ্ট্র-তনয়কে এই কথা বলিলেন। "হে তাত! তোমার তপোবনে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছিলাম যে, তথায় গমন করা আমার অনুমোদিত হয় না; পরন্তু তুমি আমার অভিমত কার্য্য করিলে না। হে বীর! তাহাতেই তুমি শত্রু সকল-কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক গ্রহণ এবং ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক বিমোচন প্রাপ্ত হইলে, তথাপি তোমার লজ্জা হইতেছে না। হে গান্ধারী-নন্দন বিশাম্পতে! সূতপুত্র তৎকালে গন্ধর্ব্বদিগের সংগ্রামে ভীত হইয়া তোমার ও তোমার সৈন্যদিগের সমক্ষেই পলায়ন করিয়াছিল। হে মহাবাহো নৃপাত্মজ রাজেন্দ্র! তুমি সসৈন্যে আর্ত্ত নাদ করিবার সময়ে মহাত্মা পাণ্ডবদিগের বিক্রমও দেখিয়াছ, এবং সূতপুত্র দুর্ম্মতি কর্ণের বিক্রমও প্রত্যক্ষ করিয়াছ। হে ধর্ম্মবৎসল নৃপোত্তম! কর্ণ, কি ধনুর্ব্বেদ, কি শৌর্য্য, কি ধর্ম্ম, কোন বিষয়েতেই পাণ্ডবগণের চতুর্থাংশেরও তুল্য নহে। অতএব হে সন্ধিজ্ঞপ্রবর! এই কুলের উন্নতি নিমিত্তে আমি সেই মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিকরাই যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিতেছি।"

হে রাজন্! জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র-তনয়, ভীষ্ম-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করত সুবল-পুত্রের সহিত সহসা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারে প্রস্থিত জানিয়া মহাধনুর্দ্ধারী কর্ণ-দুঃশাসন-প্রভৃতিও সেই মহাবল ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনের অনুগামী হইলেন। হে রাজন্! তখন কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে সংপ্রস্থিত দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া স্বীয় নিবেশনে গমন করিলেন। মহারাজ! ভীষ্ম গমন করিলে পর জনেশ্বর দুর্য্যোধন পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি এই প্রস্তাব করিলেন যে, সংপ্রতি কোন্ বিষয় আমাদিগের শ্রেয়স্কর হইতে পারে? কোন্ কার্য্য অবশিষ্ট আছে? এবং অদ্য আমরা যে হিতকর বিষয়ের মন্ত্রণা করিব, তাহা কিপ্রকারে উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা?

কর্ণ কহিলেন, হে কুরুনন্দন দুর্য্যোধন! আপনাকে আমি যে কথা বলিব, ইহা হৃদয়ঙ্গম করুন; দেখুন, ভীষ্ম সর্ব্বদাই আমাদিগের নিন্দা এবং পাণ্ডবদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে মহাবাহো নরেশ্বর! আপনকার প্রতি দ্বেষ থাকাতে তিনি আমার প্রতিও দ্বেষ করিতে পারেন এবং আপনকার সমীপে আমারে নিয়ত নিন্দা করিয়াও থাকেন। অতএব হে অমিত্রকর্ষণ ভরত-নন্দন! সংপ্রতি আপনকার সমক্ষে ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের যশ এবং আপনকার নিন্দাঘটিত যে কথা বলিলেন, তাহা আমি কোন ক্রমে সহ্য করিতে পারিব না। হে রাজন্! ভৃত্য, বল ও বাহনের সহিত আমারে অনুজ্ঞা করুন, আমি শৈল, বন ও কানন সম্বলিতা বসুন্ধরা পরাজয় করিব। বলশালী পাণ্ডবেরা চারি জনে মিলিয়া যে পৃথিবীকে জয় করিয়াছিল, আমি আপনকার নিমিত্তে একাকীই তাহা বিজিত করিব, সন্দেহ নাই। যিনি অনিন্দার্হ ব্যক্তিকে নিন্দা করেন এবং প্রশংসার অযোগ্য-পাত্রকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, সেই কুরুকুলাধম সুদুর্ব্বুদ্ধি ভীষ্ম তাহা সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করুন। অদ্য তিনি আমার বল দেখুন এবং আত্মাকে নিন্দা করিতে থাকুন। হে রাজন্! আমারে অনুজ্ঞা করুন, আপনকার নিশ্চয়ই বিজয় হইবে; হে নরাধিপ!

আমি আয়ুধ স্পর্শ-পূর্ব্বক আপনকার নিকটে সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

হে ভরত-প্রবর মহারাজ! কর্ণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর নরাধিপ দুর্য্যোধন পরম প্রীতিযুক্ত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, "হে মহাবল! তুমি আমার হিত-কার্য্যে নিয়ত বর্ত্তমান থাকিলেও অদ্য আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম, এবং অদ্য আমার জন্ম সফল হইল। হে বীর! যখন সমুদয় শত্রু-কুল দলন করা তোমার অভিমত হইতেছে, তখন তদর্থে নির্গত হও, এবং তোমার ভদ্র হউক, আমাকেও কি করিতে হইবে, অনুশাসন কর।" হে অরিন্দম! মহাধনুর্দ্ধারী কর্ণ ধীসম্পন্ন দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক তৎকালে এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া যুদ্ধযাত্রার উপযোগী সমুদয় দ্রব্যের আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং শুভদৈবত নক্ষত্রে শুভ তিথিতে ও শুভ মুহূর্ত্তে শোভন মঙ্গল-দ্রব্যজাত-দ্বারা স্নাত এবং দ্বিজাতি ও অপরাপর জনগণ-কর্ত্তৃক আশীর্ব্বচনাদিদ্বারা প্রপূজিত হইয়া রথ-নির্ঘোষে চরাচর-সম্বলিত ত্রৈলোক্য নিনাদিত করত নির্গত হইলেন।

কর্ণ-দিগ্বিজয়ে দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরত-প্রবর নৃপসত্তম! অনন্তর মহাযোদ্ধা কর্ণ বিপুল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া দ্রুপদরাজের রমণীয় নগর নিরুদ্ধ করিলেন, প্রচণ্ড যুদ্ধদ্বারা সেই বীর্য্য-সম্পন্ন নরপতিকে স্ববশে আনিলেন, এবং তাঁহারে সুবর্ণ, রজত ও বহুবিধ রত্নজাত কর-স্বরূপে প্রদান করিতেও বাধ্য করিলেন। হে রাজেন্দ্র! রাধেয়, দ্রুপদরাজকে বিনির্জ্জিত করিবার পর তাঁহার অনুগত অন্য সমস্ত নরপালগণকেও বশীভূত ও করপ্রদ করিলেন, অনন্তর উত্তরদিকে উপনীত হইয়া তত্রত্য নরাধিপগণকে বশে আনিলেন এবং ভগদত্তের পরাজয় সাধন-পূর্ব্বক শত্রুবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পরিশেষে মহাশৈল হিমালয় ভূধরে আরূঢ় হইলেন। তথায় সর্ব্বদিকে প্রস্থিত হইয়া তিনি হিমাচল-নিবাসী নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া সকলকেই বশানুগত ও করপ্রদ করিলেন; পরে ঐ মহীধর হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে প্রধাবিত হইয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মণ্ডিক, মিথিল, মাগধ ও কর্কখণ্ড, এই সমস্ত প্রদেশ আপনার বিষয়ে নিবেশিত করিয়া আবশীর, যোধ্য ও অহিক্ষত্র, এ কয়েকটিও তাহার অন্তর্গত করিয়া লইলেন। সূত-নন্দন কর্ণ এইরূপে পূর্ব্বদিক্ বিনির্জ্জিত করিয়া বৎসভূমিতে উপনীত হইলেন, বৎসভূমি জয় করণানন্তর কেবলী, মৃত্তিকাবতী, মোহন, পত্তন, ত্রিপুরা ও কোশলা, এ সমস্ত প্রদেশও বিনির্জ্জিত করিয়া সর্ব্বত্র কর আদায় করিলেন, এবং তৎপরে দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইয়া মহারথ রাজন্যগণের পরাজয় সাধনানন্তর দাক্ষিণাত্যে রুক্মিরাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই রুক্মী কর্ণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাঁহারে বলিলেন, "হে রাজেন্দ্র! আপনকার বল ও বিক্রম-দ্বারা প্রীত হইলাম; আমি আপনকার বিঘ্নাচরণ করিব না, কেবল ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলাম মাত্র; সংপ্রতি আপনি যাবৎ-সংখ্যক হিরণ্য অভিলাষ করেন, আমি তাহা প্রীতি-পূর্ব্বক প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।" কর্ণ রুক্মিরাজের সহিত সমাগত হইয়া পাণ্ড্য নরপতির নিকটে এবং শ্রীশৈলে গমন করিলেন। দক্ষিণদিকে মহীপতি কেরল, নীল, বেণুদারিপুত্র ও অন্যান্য যে সমস্ত নৃপসত্তম ছিলেন, তিনি সেই সমুদায় নরপতিগণকেই কর প্রদান করাইলেন। অনন্তর মহাবল সূতনন্দন, শিশুপাল-তনয়ের নিকটে গিয়া তাঁহারে বিজিত করিলেন, এবং তৎপার্শ্বস্থ অপর নরপতি-বর্গকেও বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। হে ভরতর্ষভ! তিনি অবন্তি-দেশীয় ভূপালদিগকেও বশবর্ত্তী করিয়া এবং সন্ধিদ্বারা বৃষ্ণিদিগের সহিত মিলিত হইয়া পশ্চিমদিক্ও নির্জ্জিত করিয়াছিলেন।

সেই বীর্য্যবান্ বিনেতা ঐ বরুণ-সম্বন্ধীয় দিকে আগমন-পূর্ব্বক তত্রত্য পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সমগ্র ভূভাগ বিজিত করিয়া পশ্চিম ভূমিস্থ সমস্ত যবন ও বর্ব্বর নরপালবর্গকে করপ্রদান করাইলেন এবং ম্লেচ্ছ, আটবিক ও পার্ব্বতীয়দিগের সহিত ভদ্র, রোহিতক, আগ্নেয় ও মালব-প্রভৃতি সমুদয় জাতিকে যেন হাস্য করিতে করিতে বিনির্জ্জিত করিয়া, নগ্নজিৎ-প্রভৃতি মহারথগণ সকলের পরাজয় সাধন-পূর্ব্বক যাবতীয় শশক ও যবনগণকেও বিজিত করিলেন।

এইরূপে সেই মহারথ পুরুষব্যাঘ্র সমগ্র মহীমণ্ডল বিজয়-পূর্ব্বক বশানুগামী করিয়া হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন। মহারাজ! তখন জনাধিপতি দুর্য্যোধন পিতা, ভ্রাতৃবর্গ ও বান্ধবগণের সহিত প্রত্যুদ্গমন-পূর্ব্বক সেই সমাগত মহাধনুর্দ্ধারী সমর-শোভী কর্ণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন, এবং প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে এই বলিয়া তাঁহার সেই কর্ম্মটি নগর মধ্যে উদ্ঘোষিত করিয়া দিলেন যে, "হে কর্ণ! তোমার মঙ্গল হউক, আমি না ভীষ্ম না দ্রোণ না কৃপ না বাহ্লিক কোন ব্যক্তি হইতেও যাহা প্রাপ্ত হই নাই, তাহা তোমা হইতে লাভ করিলাম! হে মহাবাহো সত্তম! অধিক বলিবার আর প্রয়োজন কি, তুমি কেবল আমার এই বাক্যটি শ্রবণ কর যে, তোমারে সহায় প্রাপ্ত হওয়াতে আমি যথার্থ সহায়বান্ হইলাম। হে পুরুষশার্দ্দূল! সমুদয় পাণ্ডবগণ অথবা নিরতিশয় অভ্যুদয়-সম্পন্ন অন্য অন্য রাজন্য সকল তোমার ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য নহেন; অতএব হে মহাধনুর্দ্ধারিন্ কর্ণ! বজ্রধারী পুরন্দর যেমন অসুর কুল পরাজয় করণান্তে অদিতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি যশস্বিনী গান্ধারীকে এবং সেই ধৃতরাষ্ট্রকে অদ্য সন্দর্শন কর!"

হে বিশাম্পতে! অনন্তর হস্তিনা নগরে বহুল হলহলা শব্দ ও হাহাকার ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। হে জনাধিপ! তথায় কোন কোন নরপতি কর্ণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন; অপরে তাঁহার নিন্দা করিতে থাকিলেন; কেহ কেহ বা মৌনভাব অবলম্বন করিয়াও রহিলেন। হে মহীশ্বর অরিন্দম রাজেন্দ্র! শস্ত্রধারি-প্রবর সূত-নন্দন বীর্য্যবান্ কর্ণ এইরূপে অনতিদীর্ঘ কাল-মধ্যে পর্ব্বত, বন, গিরি-কানন-মধ্যভূমি, সমুদ্র ও ক্ষেত্র-সমস্ত-সম্বলিতা এবং পত্তন, নগর, দ্বীপ ও অনুপ-পরিকীর্ণ নানাবিধ দেশ-নিকরে পরিপূর্ণা পৃথিবী বিজয়ানন্তর পার্থিবগণকে বশে আনিয়া অক্ষয় ধন সংগ্রহ-পূর্ব্বক নরপতি দুর্য্যোধন সমীপে উপনীত হইলেন; পরে রাজভবনের অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া গান্ধারী সহিত ধৃতরাষ্ট্রকে সন্দর্শন করিলেন। হে নরব্যাঘ্র! সেই ধর্ম্মজ্ঞ, পুত্রের ন্যায় তাঁহার চরণ-যুগল গ্রহণ করিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্রও তাঁহারে প্রেমভরে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। হে ভারত! সেই অবধি রাজা দুর্য্যোধন ও সুবল-পুত্র শকুনি মনে করিলেন, পার্থেরা সমরে কর্ণ-কর্ত্তৃক নির্জ্জিতই হইয়াছে।

কর্ণ-দিগ্বিজয়ে ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনাধিপ! পরবীরহন্তা সূতনন্দন কর্ণ পৃথিবী জয় করিবার পর দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন।

কর্ণ কহিলেন, হে কুরুনন্দন অরিন্দম দুর্য্যোধন! আপনাকে আমি যে কথা বলিব, ইহা হৃদয়ঙ্গম করুন, এবং তাহা শ্রবণ করিয়া সমুদায় তদনুরূপ অনুষ্ঠান করুন। হে বীর নৃপোত্তম! সংপ্রতি সমগ্র মহীমণ্ডল আপনকার অধিকৃত হইল; ইহাতে কেহই আপনকার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই; এক্ষণে আপনি হতশক্র ও মহামনা শক্রের ন্যায় ইহা পালন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণ-কর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া রাজা পুনরায় তাঁহারে বলিলেন, "হে

পুরুষর্ষভ! তুমি যাহার সহায় ও অনুরক্ত, তাহার কিছুই দুর্ল্লভ নাই। আমার হিত-সাধনার্থে তুমি সর্ব্বতোভাবে উদ্যত আছ; পরন্তু আমার কোন অভিপ্রায় হইয়াছে, তাহা যথাবৎ শ্রবণ কর। হে সূতনন্দন! যুধিষ্ঠিরের ক্রতুশ্রেষ্ঠ মহৎ রাজসূয় দেখিয়া তদর্থে আমার স্পৃহা জন্মিয়াছে; অতএব সেই অভিলাষটি তুমি পূর্ণ করিয়া দাও।” এইরূপ কথিত হইলে পর কর্ণ, রাজাকে এই কথা বলিলেন, হে কুরুপ্রবর নৃপোত্তম! সংপ্রতি সমস্ত নরপতিগণ আপনকার বশবর্ত্তী হইয়াছেন, অতএব আপনি স্বচ্ছন্দে দ্বিজবরদিগকে আহ্বান করুন, এবং যজ্ঞোপকরণ ও অপর সম্ভার সকলও সম্ভৃত হউক। হে অরিন্দম রাজেন্দ্র! বেদ-পারগ যথোক্ত ঋত্বিজেরা সমাহূত হইয়া শাস্ত্রানুসারে আপনকার যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করুন। হে ভরতর্ষভ! আপনকারও বহুল-অন্ন-পান-সংযুক্ত, সুসমৃদ্ধ অঙ্গ-সমস্ত-সমন্বিত মহাযজ্ঞ আরব্ধ হউক।

হে বিশাম্পতে! কর্ণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দুর্য্যোধন পুরোহিতকে আনাইয়া এই কথা বলিলেন যে, আমার নিমিত্তে আপনি উৎকৃষ্টদক্ষিণা-সম্পন্ন ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যথান্যায়ে ও যথাক্রমে আহরণ করুন। নরপতির এই বাক্য শ্রবণে সেই দ্বিজসত্তম তাঁহারে কহিলেন, হে কৌরবশ্রেষ্ঠ নৃপোত্তম! যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান থাকিতে আপনকার কুলে সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে পারিবে না। বিশেষত আপনকার পিতা দীর্ঘায়ু নরপতি ধৃতরাষ্ট্র জীবিত রহিয়াছেন; এ নিমিত্তেও এ যজ্ঞটি আপনকার বিরুদ্ধ হইতেছে। পরন্তু রাজসূয়-সদৃশ অপর একটি মহৎ সত্র আছে; হে প্রভো রাজেন্দ্র! আপনি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন, এবং তদ্বিষয়ে আমার এই বাক্যও শ্রবণ করুন। হে পার্থিব! এই যে, ভূমিপালগণ আপনকার করপ্রদ হইয়াছেন, তাঁহারা বিকৃত ও অবিকৃত সুবর্ণ আপনারে কর-স্বরূপে প্রদান করুন। হে নৃপসত্তম ভারত! সেই সুবর্ণ-দ্বারা সংপ্রতি আপনকার লাঙ্গল প্রস্তুত হউক, এবং সেই লাঙ্গলে আপনকার যজ্ঞায়তনের ভূমি কর্ষিত হউক। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই সুবর্ণ লাঙ্গলকৃষ্ট পরিসরের উপরে আপনকার প্রভূত-অন্ন-সংযুক্ত সুসংস্কৃত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে আরব্ধ হউক। আপনকার এই যজ্ঞের নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ; যথার্থ সাধু পুরুষেরাই ইহার অধিকারী হয়েন। পুরাতন বিষ্ণু ব্যতিরেকে অগ্রে আর কেহই এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন নাই। হে ভারত! এই মহাক্রতু, ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের প্রতি স্পর্দ্ধা করে; ইহা আমাদিগেরও স্পৃহণীয়, আপনকারও শ্রেয়স্কর এবং বিনা বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইবারও বিষয়; সুতরাং ইহাতে আপনকার স্পৃহা ফলবতী হইতে পারিবে।

সেই বিপ্রগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া মহীপতি দুর্য্যোধন কর্ণকে, সুবল-তনয়কে এবং ভ্রাতৃবর্গকে এই কথা বলিলেন, “ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে আমার সম্পূর্ণ রুচি হইতেছে, সন্দেহ নাই; অতএব তোমাদিগের যদি ইহা রুচিকর হয়, তবে অবিলম্বে ব্যক্ত কর।” নরাধিপের এই আদেশে তাঁহারা সকলেই তাঁহারে “তাহাই হউক” এই কথা বলিলেন। হে নৃপ-প্রবর! অনন্তর রাজা যথাক্রমে নানা কার্য্য-নিষ্ঠ ব্যক্তি সকলকে নিজ নিজ ব্যাপার সম্পাদনে সমাদেশ করিলেন; লাঙ্গলের বিরচন-বিষয়েও সমুদায় শিল্পিগণ আদিষ্ট হইল; এবং সর্ব্ব প্রকার আয়োজনও যথোক্তরূপে ও যথাক্রমে নিষ্পাদিত হইল।

দুর্য্যোধন-যজ্ঞারম্ভে চতুঃপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সমুদয় শিল্পিগণ, প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ ও মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর দুর্য্যোধনকে নিবেদন করিলেন, “রাজন্! ক্রতুবরের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত; সুবর্ণময় মহামূল্য দিব্য লাঙ্গল নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং যজ্ঞের কালও

উপস্থিত হইয়াছে।” হে বিশাম্পতে! নৃপশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র-তনয় ইহা শ্রবণ করিয়া ক্রতুরাজের আরম্ভ বিষয়ে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই প্রভূত-অন্ন-সংযুক্ত সুসংস্কৃত যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইল এবং গান্ধারী-নন্দন শাস্ত্র ও ক্রমানুসারে তাহাতে দীক্ষিতও হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, মহাযশা বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও যশস্বিনী গান্ধারী, ইহাঁরা সকলেই বিপুল-হর্ষানুভব করিলেন। হে রাজেন্দ্র! ভূমিপাল ও ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণার্থে শীঘ্রগামী দূত সকলও প্রেরিত হইল। সেই দূত-সকল ত্বরিত-বাহনান্বিত হইয়া নিজ নিজ উদ্দেশানুসারে প্রস্থান করিল; তন্মধ্যে প্রস্থানোন্মুখ কোন দূতকে দুঃশাসন এই কথা বলিলেন যে, তুমি শীঘ্র দ্বৈতবনে গিয়া পাপপুরুষ পাণ্ডবদিগকে এবং সেই বনে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহাদিগকেও যথান্যায়ে নিমন্ত্রণ কর।

দূত, পাণ্ডবগণ সমীপে গমন-পূর্ব্বক সকলকেই প্রণাম করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে কহিল, মহারাজ! কুরু-সত্তম নৃপোত্তম দুর্য্যোধন নিজ-বীর্য্যোপার্জ্জিত প্রভূত অর্থজাত প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ করিতেছেন। হে রাজন্! তথায় রাজবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ নানা স্থান হইতে গমন করিতেছেন; সেই নিমিত্তেই মহাত্মা কুরুনন্দন-কর্ত্তৃক আমি প্রেষিত হইয়াছি। জনাধিপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্র-তনয় আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছেন; অতএব আপনারা রাজার মনোভিলষিত সেই যজ্ঞ সন্দর্শন করুন।

অনন্তর নৃপশার্দ্দূল রাজা যুধিষ্ঠির দূতোক্ত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পূর্ব্ব পুরুষদিগের কীর্ত্তি-বর্দ্ধন রাজা সুযোধন সৌভাগ্যক্রমে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন! আমরাও তথায় উপগত হইব, কিন্তু এক্ষণে কোনক্রমে যাইব না; কেন না ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত আমাদিগকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে।

ধর্ম্মরাজের এই কথা শুনিয়া ভীম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ নরপতি যুধিষ্ঠির তখনই তথায় যাইবেন, যখন অস্ত্র-শস্ত্র-প্রদীপ্ত হুতাশনের উপরে তাহারে নিপাতিত করিবেন। তুমি সেই সুযোধনকে এই কথা বলিও যে, “নরাধিপ যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বর্ষের পর যখন সমরযজ্ঞে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের উপরে ক্রোধ-হবি বিমোক্ষণ করিবেন, তখনই আমি আসিব।”

হে রাজন্! অবশিষ্ট পাণ্ডবেরা কিছুমাত্র অপ্রিয় কথা বলিলেন না, এবং দূতও, যেরূপ ঘটিয়াছিল, দুর্য্যোধনকে তাহাই নিবেদন করিল। অনন্তর নানা জনপদেশ্বর নরবরগণ ও মহাভাগ ব্রাহ্মণ-সকল সুযোধন-সদনে আগমন করিলেন, এবং যথা-শাস্ত্র, যথাবিধি ও যথাক্রমে আরাধিত হইয়া পরম হর্ষান্বিত ও প্রীত হইতে লাগিলেন। সকলকৌরব-গণে পরিবৃত নরেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্রও মহাহর্ষাবিষ্ট হইয়া বিদুরের প্রতি আদেশ করিলেন, “ক্ষত্ত! যজ্ঞ-শালায় সমুদায় লোকে যাহাতে অন্ন-সংযুক্ত হইয়া সুখী ও তৃপ্ত হইতে পারে, তুমি শীঘ্র তাহার বিধান কর।” হে অরিন্দম! ধর্ম্মজ্ঞ বিদ্যাবান্ বিদুর তাঁহার সেই আদেশ অঙ্গীকার করিয়া সর্ব্বজাতীয় লোকদিগকে প্রমাণানুসারে পূজা করিলেন। যাহাতে সকলেরই হর্ষ জন্মিতে পারে, তিনি এতাদৃশ ভক্ষ্য, পেয়, অন্ন, পান, সুগন্ধ মাল্যদাম ও বিবিধ বস্ত্রদ্বারা সকলকেই সংযোজিত করিলেন। বীর্য্য-সম্পন্ন রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন বাসস্থান-সমস্ত নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক সমাগত সহস্র সহস্র নরপতি ও ব্রাহ্মণ-গণকে শাস্ত্র ও ক্রমানুসারে সান্ত্বনা করিয়া পরিশেষে বিবিধ ধন দানানন্তর বিসর্জ্জন করিলেন। সমুদয় রাজগণকে বিদায় করিবার পর তিনি ভ্রাতৃ-বর্গে পরিবারিত হইয়া কর্ণ ও শকুনি-প্রভৃতির সহিত হাস্তিনপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

দুর্য্যোধন-যজ্ঞসমাপনে পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশত-তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অক্ষয়-সত্ত্ব-

সম্পন্ন মহাশরাসন রাজসত্তম দুর্য্যোধনের পুর-প্রবেশ সময়ে স্তুতিপাঠক ও অন্যান্য লোকেরা তাঁহারে স্তব করিতে লাগিল। পুরবাসী জনগণ তাঁহারে লাজ ও চন্দন-চূর্ণদ্বারা বিকীর্ণ করিয়া বলিতে থাকিল, "হে নরপতে! ভাগ্যক্রমে আপনকার এই যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল।" পরন্তু তন্মধ্যে বাতোপহত-চিত্ত অপর কতকগুলি উচিত-বক্তা লোক সেই মহীপতিকে বলিতে লাগিল যে, আপনকার এই যজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের তুল্য হয় নাই; অধিক কি, ইহা সেই যজ্ঞের ষোড়শাংশেরও যোগ্য নহে।

কোন কোন বাতপ্রধান লোকে সেই জনেশ্বরকে তথায় এইরূপ বলিল; পরন্তু তাঁহার সুহৃদেরা তদ্বিষয়ে বলিতে লাগিল যে, "এই যজ্ঞ অপর সমুদায় যজ্ঞকে অতিক্রম করে; যযাতি, নহুষ, মান্ধাতা ও ভরত, ইহাঁরা সকলেই এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া স্বর্গ গমন করিয়াছেন।" হে ভরতর্ষভ! নরাধিপ দুর্য্যোধন সুহৃদ্গণের এই সমস্ত শোভন বচন শ্রবণ করিতে করিতে হর্ষাবিষ্ট হইয়া নগরে ও স্বীয় সদনে প্রবেশ করিলেন। হে বিশাম্পতে! অনন্তর পিতা মাতার, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ-প্রভৃতির ও ধীমান্ বিদুরের চরণযুগলে অভিবাদন করিয়া সেই ভ্রাতৃ-নন্দন, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ-কর্তৃক অভিবাদিত হইলেন এবং ভ্রাতৃগণে পরিবারিত হইয়া অনুত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। মহারাজ! তখন কর্ণ গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহারে এই কথা বলিলেন যে, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভাগ্যক্রমে আপনকার এই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হইল! হে নরপ্রবর! পার্থেরা সমরে নিহত হইলে পর, আপনি তাহাদিগের ন্যায় রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিলে আমি পুনর্ব্বার আপনারে সভাজিত করিব।"

কর্ণের এই কথায় মহাযশা মহারাজ দুর্য্যোধন তাঁহারে বলিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি ইহা সত্যই বলিয়াছ; হে বীর! দুরাত্মা পাণ্ডবেরা নিহত হইলে যখন আমার মহাক্রতু রাজসূয় সমাপ্ত হইবে, তখন এইরূপে তুমি পুনরায় আমারে সম্বর্দ্ধিত করিবে।" মহারাজ! কুরুনন্দন দুর্য্যোধন কর্ণকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক এই কথা বলিয়া ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই নৃপসত্তম, পার্শ্বস্থ কৌরবদিগকেও বলিলেন, "হে কৌরবগণ! কবে আমি সমুদয় পাণ্ডবদিগকে নিহত করিয়া সেই মহাধন-সাধ্য ক্রতুবর রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিব!" তখন কর্ণ তাঁহারে কহিলেন, হে রাজকুঞ্জর! আমার কথা শ্রবণ করুন; যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুনকে নিহত না করিব, তদবধি আমি অন্য কাহারও দ্বারা পাদপ্রক্ষালন করাইব না; মাংস ভক্ষণ করিব না; অসুরব্রতের আচরণ, অর্থাৎ মদ্যপান-পরিত্যাগ করিব; এবং যে কোন ব্যক্তি আমার নিকটে যাচ্ঞা করিবে, তাহারে "নাই" একথা কোনক্রমে বলিব না।

কর্ণ, সংগ্রামে অর্জ্জুনের বধ প্রতিজ্ঞা করিলে পর, মহাশরাসন মহারথ কৌরবেরা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা পাণ্ডবদিগকে বিজিত বলিয়াই অবধারণ করিলেন। হে ভারত! প্রভাবসম্পন্ন শ্রীমান্ রাজেন্দ্র দুর্য্যোধনও নরবরগণকে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক, কুবের যেমন চৈত্ররথ উদ্যানে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সেই মহাধনুর্দ্ধারী নরেন্দ্রেরাও নিজ-নিজ-ভবনে গমন করিলেন। এদিকে মহাকোদণ্ড পাণ্ডবেরা দূতবাক্যে প্রেরিত হইয়া সেই বিষয়েরই চিন্তা করত কিছুতেই আর সুখলাভ করিতে পারিলেন না। হে রাজেন্দ্র! অর্জ্জুনের বধ-বিষয়ে কর্ণের যে প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল, তাহার সমাচারও আবার চারগণদ্বারা তাঁহাদিগের নিকটে প্রেরিত হইল। হে নরাধিপ! উহা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। অভেদ্য কবচান্বিত কর্ণকে অদ্ভুত-বিক্রমশালী জ্ঞান করিয়া এবং আপনাদিগের নিরতিশয়

ক্লেশসমস্ত অনুস্মরণ করিয়া তিনি কোন ক্রমেই আর শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। সেই চিন্তাপরীত মহাত্মার বহুলহিংস্রজন্তুকুল-সমাকীর্ণ দ্বৈতবনারণ্য পরিত্যাগ করিবার সংকল্প হইল।

এদিকে, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র নরপতি দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবর্গ ও ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ-প্রভৃতি বীরগণের সহিত পৃথিবী প্রশাসন করিতে লাগিলেন। সমর-শোভী সুত-নন্দন কর্ণের সাহায্যে তিনি মহীপালগণের প্রিয়কার্য্য-সম্পাদনে সতত বর্ত্তমান থাকিয়া প্রচুর-দক্ষিণান্বিত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান-দ্বারা দ্বিজেন্দ্র-দিগের পূজা করিতে থাকিলেন। হে রাজন্! সেই বীর্য্যসম্পন্ন পরন্তপ, "দান ও ভোগ, উভয়ই ধনের ফল," ইহা মনে মনে নিশ্চয় করিয়া সোদর-গণেরও প্রিয়কার্য্য করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির-চিন্তায় ষট্‌পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫৬ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মহাবল পাণ্ডু-পুত্রেরা দুর্য্যোধনকে বিমোচিত করিয়া সেই বন-মধ্যে কি করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকটে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির নিশাভাগে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে দ্বৈতবনস্থ কতকগুলি মৃগ বাষ্পগদ্গদ-কণ্ঠ হইয়া তাঁহার স্বপ্নের চরমাবস্থায় আত্ম-প্রদর্শন করিল। সেই রাজেন্দ্র ঐ কৃতাঞ্জলি কম্পিত-কলেবর মৃগ-নিকরকে কহিলেন, তোমরা কে? কি ইচ্ছা কর? তোমাদের যে কিছু বলিবার বাসনা থাকে, বল। দ্বৈতবনের সেই হতাবশিষ্ট মৃগগণ, পাণ্ডু-তনয় যশস্বী যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া, তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিল, হে ভারত! আমরা দ্বৈতবনের হতাবশিষ্ট মৃগ। হে মহারাজ! আপনারা বাস পরিবর্ত্তন করুন, নতুবা আমরা উৎসন্ন হই! আপনারা সকলেই শূর ও অস্ত্র-বিশারদ; সুতরাং আপনারা কয় ভ্রাতায় অরণ্যচারী মৃগগণের কুল-সমস্ত অল্পাবশিষ্ট করিয়াছেন। হে মহামতে রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির! আমরা কয়েকটি কেবল বীজ-স্বরূপ অবশিষ্ট আছি; অতএব আপনকার প্রসাদে যাহাতে আমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই তাহা করুন।

সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে নিরত মহীপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বীজ-মাত্রাবশেষিত, বিত্রস্ত ও কম্পিত-দেহ মৃগ-সকলকে দেখিয়া অতিমাত্র দুঃখার্ত্ত হইলেন, এবং তাহাদিগকে বলিলেন, ভাল, তোমরা যেরূপ বলিতেছ, আমি সেইরূপই করিব। এই প্রকারে প্রতিবুদ্ধ হওয়ায় সেই রাজসত্তম, মৃগগণের প্রতি দয়াপন্ন হইয়া, নিশাবসানে সমবেত ভ্রাতৃ-গণকে কহিলেন, হতাবশিষ্ট মৃগেরা রজনীতে আমারে স্বপ্নের চরমাবস্থায় এই কথা বলিয়াছে যে, "আমরা কুলসন্ততির সূত্র-স্বরূপ অবশিষ্ট আছি; অতএব আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি আমা-দিগের প্রতি দয়া করুন।" এ কথা তাহারা সত্যই বলিয়াছে; বনচারী মৃগদিগের প্রতি আমাদিগের দয়া করা কর্ত্তব্য; কেননা একবৎসর আট মাস হইল, আমরা ইহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছি। অতএব চল, এক্ষণে পুনর্ব্বার সেই বহুমৃগাকীর্ণ, তৃণ-বিন্দু সরোবরের সন্নিহিত মরুভূমির শিরোভাগ বলিয়া বিখ্যাত, পরম রমণীয়, কাননোত্তম কাম্য-কারণ্যে বনবাসের অবশিষ্ট কাল বিহরণ করত চিত্ত-রঞ্জন করি।

হে রাজন্! অনন্তর সেই ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ-পাণ্ডবেরা ইন্দ্রসেনাদি ভৃত্যগণ-কর্ত্তৃক অনুগত হইয়া ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী ও অন্যান্য সহবাসী ব্যক্তি-বর্গের সহিত তখন শীঘ্র প্রস্থিত হইলেন। যাহাতে পূর্ব্বাবধি লোকের গতিবিধি আছে এবং যাহা বিশুদ্ধ জল ও উত্তম অন্ন-সম্পন্ন, এরূপ পথ সকলদ্বারা গমন করিয়া পরিশেষে তাঁহারা পবিত্র কাম্যকাশ্রম সন্দর্শন করিলেন। পুণ্যবান্ মানবগণ যেমন স্বর্গধামে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ সেই তপস্যান্বিত ভরত-প্র-

বর কৌরব্যেরা দ্বিজবরনিকরে পরিবৃত হইয়া তৎকালে সেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যুধিষ্ঠির-মৃগস্বপ্নদর্শনে সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! সেই বনবাসী মহাত্মা পাণ্ডবদিগের একাদশবৎসর অতিকষ্টে অতিবাহিত হইল। সুখসম্ভোগের যোগ্য হইলেও সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা ফলমূলাশী হইয়া অবস্থার সমুচিত জ্ঞান করত নিরতিশয় দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। মহাবাহু রাজর্ষি নরপতি যুধিষ্ঠির, আপনার কর্ম্মদোষেই ভ্রাতৃগণের অনুত্তম দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা চিন্তা করত এবং দ্যূতকাল-সম্ভূত সেই দৌরাত্ম্য প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করত হৃদয়ে যেন সমূহ শল্যদ্বারা বিদ্ধ হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। সূতপুত্রের কঠোর বাক্যসমস্ত সম্যক্‌রূপে স্মরণ করত সেই পাণ্ডুনন্দন প্রচণ্ড রোষবিষ সংযত করিয়া দীনভাবে কেবল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। অর্জ্জুন, নকুল-সহদেব, যশস্বিনী দ্রৌপদী ও সকলের মধ্যে উত্তম বলশালী সেই মহাতেজা বৃকোদর, সকলেই যুধিষ্ঠিরের মুখাবেক্ষণ করত অনুত্তম দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। আর অল্পকালমাত্র অবশিষ্ট আছে মনে করিয়া সেই পুরুষপ্রবরেরা তৎকালে উৎসাহ, অমর্ষ ও বহুতর চেষ্টাদ্বারা শরীরকে যেন অন্য প্রকার করিয়া তুলিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকালের পর সত্যবতীনন্দন মহাযোগী বেদব্যাস পাণ্ডবদিগকে অবলোকন করিবার বাসনায় তথায় সমাগত হইলেন। কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই মহাত্মাকে আগত দেখিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক যথাবিধি প্রতিগ্রহ করিলেন। সেই পাণ্ডবনন্দন প্রণিপাতদ্বারা ব্যাসকে পরিতুষ্ট করিয়া, তিনি আসন গ্রহণ করিলে পর, সংযতেন্দ্রিয় ও শুশ্রূষু হইয়া তৎসমীপে উপবিষ্ট হইলেন। সেই পৌত্রেরা বনমধ্যে বন্য-ফলমূলাদিদ্বারা জীবন ধারণ করত কৃশাঙ্গ হইয়াছেন দেখিয়া মহর্ষি অনুকম্পায় বাষ্পগদ্গদ স্বরে এই কথা বলিলেন, হে ধর্ম্মধারিপ্রবর মহাবাহো যুধিষ্ঠির! শ্রবণ কর; তপশ্চরণবিহীন মানবেরা লোকে মহৎ সুখ প্রাপ্ত হয় না। হে পুরুষর্ষভ! পুরুষ পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; কোন ব্যক্তিই অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরম-ধীশক্তি-সংযুক্ত প্রজ্ঞাবান্ মানব সুখ-দুঃখের উদয় ও বিলয়ের অভিজ্ঞ হওয়াতে সুখেও হর্ষাবিষ্ট হন না এবং দুঃখেও শোক করেন না। সুখ উপস্থিত হইলে তাহা সম্ভোগ করিবেক এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা সহ্য করিবেক; শস্য-সকলের মধ্যে যে কালে যাহার উৎপত্তি হয়, কৃষিজীবী ব্যক্তি তৎকালে তাহারই যেমন সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ কালপ্রাপ্ত অবস্থারই উপাসনা করিবেক। হে ভারত! তপস্যার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন আর নাই; তপস্যাদ্বারা লোকে মহৎ ফল লাভ করে; তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই, ইহা তুমি নিশ্চয় বোধগম্য কর। হে মহারাজ! সত্য, সারল্য, ক্রোধরাহিত্য, সংবিভাগ, দম, শম, অনসূয়া, অহিংসা, শুদ্ধাচার ও ইন্দ্রিয়-সংযম, এই কয়েকটি গুণ পুণ্যকর্ম্মা মানবগণকে পবিত্র করিয়া থাকে। পশুমার্গ-পরায়ণ অধর্ম্মরুচি মূঢ় লোকেরা কষ্টযোনি প্রাপ্ত হইয়া কিছুতেই সুখ লাভ করিতে পারে না। ইহলোকে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা পরলোকে উপভুক্ত হইয়া থাকে; অতএব তপস্যা ও নিয়মদ্বারা শরীরকে সংযত করিবেক। হে রাজন্! মাৎসর্য্য-বিহীন ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া উপযুক্ত কালে ও উপযুক্ত পাত্রে সম্যক্ পূজা ও প্রণতি-পূর্ব্বক যথাশক্তি দানও করিবেক। সত্যবাদী ব্যক্তি আয়াস-পরিশূন্য আয়ু, অক্রোধী পুরুষ সরলতা এবং অসূয়াহীন মনুষ্য পরমশান্তি লাভ করেন। দম-সম্পন্ন মানব নিরন্তর শমপরায়ণ হও-

য়ায় কদাচ ক্লেশ পান না; অপিচ দান্তাত্মা পুরুষ পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কোন ক্রমে পরিতপ্ত হন না। সংবিভক্তা, দাতা, ভোগবান্ ও সুখবান্ মানব অহিংসক হন এবং পরম আরোগ্যও লাভ করেন। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ মান্য লোকের মানয়িতা হন, মহাকুলে জন্ম লাভ করেন এবং ব্যসন-সমুদায়ে কদাচ সংযুক্ত হন না; কেন না, যাঁহার বুদ্ধি শুভ-পক্ষপাতিনী তিনি কালধর্ম্মে সংযুক্ত অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া জন্মান্তরীণ শুভবুদ্ধি যোগে পুনর্ব্বার শুভমতি হইয়াই জন্ম গ্রহণ করেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামুনে! দানধর্ম্ম-সমস্ত ও তপস্যা, এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি পরলোকে সমধিক গুণসম্পন্ন হয়, এবং কোন্‌টিকেই বা দুষ্কর বলা যায়?

ব্যাস কহিলেন, বৎস! পৃথিবীতে দান অপেক্ষা অধিক দুষ্কর আর কিছুই নাই; দেখ, অর্থে মহতী স্পৃহা জন্মে এবং তাহা দুঃখে লব্ধ হইয়া থাকে। হে মহামতে! প্রজ্ঞাবান্ মানবেরাও ধনের নিমিত্তে প্রিয়তম প্রাণসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সাগরে ও অরণ্যে প্রবিষ্ট হয়। ধনার্থী হইয়া কোন কোন লোক কৃষি ও পশুপালন কর্ম্ম অবলম্বন করে, কেহ কেহ বা পরের প্রেষ্য হইয়াও থাকে; অতএব দুঃখার্জ্জিত অর্থের পরিত্যাগ নিতান্তই সুদুষ্কর। যখন দান অপেক্ষা অধিকতর দুষ্কর আর কিছুই প্রতীত হয় না, তখন আমার মতে দানই শ্রেষ্ঠ; পরন্তু এ বিষয়ে এই বিশেষ জানিতে হইবে যে, ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ, উপযুক্ত কালে ও উপযুক্ত দেশে, সাধুদিগকে দান করিবেক। অন্যায়োপার্জ্জিত ধনদ্বারা যে দানধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ঐ দানকর্ত্তা-কে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। হে যুধিষ্ঠির! যোগ্য কালে ও যোগ্যপাত্রে বিশুদ্ধ-মনে প্রদত্ত হইলে স্বল্পমাত্র দানও পরলোকে অনন্ত ফলপ্রদ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। মুদ্গল ঋষি দ্রোণ-পরিমিত-ধান্য-দান জন্য যে ফল পাইয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটি এ বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপে উল্লিখিত হয়।

ব্যাস-যুধিষ্ঠির-সংবাদে অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশতত-তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫৮ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! সেই মহাত্মা কি নিমিত্তে, কাহাকে এবং কিরূপ বিধানে দান করিয়াছিলেন, তাহা আমারে বলুন; কেননা আ-মার বোধ হইতেছে প্রত্যক্ষধর্ম্মা ভগবান্ যাঁহার কর্ম্ম সকল-দ্বারা তুষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সাধুধর্ম্মা-নুষ্ঠায়ী পুরুষের জন্ম সফল হইয়াছিল।

ব্যাস কহিলেন, হে রাজন্! কুরুক্ষেত্রে মুদ্গল নামে এক জন সত্যবাদী, অসূয়া-বিহীন, সংযতে-ন্দ্রিয়, ধর্ম্মাত্মা ঋষি ছিলেন। কৃষকেরা ক্ষেত্র হইতে শস্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেলে যে সকল মঞ্জরী ও বীজ অবশিষ্ট থাকিত, তৎসমুদায় আহরণ করাই তাঁহার জীবনোপায় ছিল। সেই মহাতপা মুনি ঐ রূপ কপোতবৎ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও অতিথি-সৎকারব্রত, ইষ্টীকৃত নামক যজ্ঞ ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি পুত্রকল-ত্রের সহিত পক্ষাহারী হইয়া অপর এক পক্ষকাল উক্ত প্রকার কপোতবৃত্তি-দ্বারা ব্রীহিদ্রোণ, অর্থাৎ এক আঢ়ক ধান্য উপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপে তিনি মাৎসর্য্য বিহীন হইয়া দর্শ ও পৌর্ণ-মাসাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত দেবতা ও অতিথি-দিগের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নদ্বারা দেহ পালন করি-তেন। মহারাজ! ত্রিভুবনেশ্বর সাক্ষাৎ পুরন্দর অমরগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রতিপর্ব্বকালে তাঁহার যজ্ঞীয় অংশ গ্রহণ করিতেন। সেই মুনি-বৃত্তি-সমন্বিত মুদ্গল পর্ব্বকাল উপলক্ষে প্রহৃষ্টচিত্তে অতিথিগণকে অন্ন প্রদান করিতেন। মাৎসর্য্য-বিনির্ম্মুখে অন্ন দান করাতে ঐ মহাত্মার ব্রীহি-দ্রোণের অবশিষ্ট অংশ অতিথি-দর্শন মাত্রেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। মুনির ত্যাগ বিষয়ে বিশুদ্ধি বশত

সেই অন্ন এত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইত যে, মনীষা-সম্পন্ন শত শত ব্রাহ্মণেরাও তাহা ভোজন করিতে পারিতেন।

হে পাণ্ডুনন্দন নরপতে! উন্মত্তের ন্যায় অনিয়ত বেশধারী, কেশপরিশূন্য, দিগ্বাসা দুর্ব্বাসা মুনি, সেই সংশিতব্রত ধর্ম্মিষ্ঠ মুদ্গলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, বহুবিধ পরুষবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তৎসমীপে আগমন করিলেন। তদনন্তর ঐ মুনিসত্তম সেই বিপ্রকে কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমি অন্নাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি, ইহা আপনি অবধারণ করুন। অতিথিব্রতী সংযমশালী মুদ্গল তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আপনকার শুভাগমন হউক।" তৎপরে তিনি পাদ্য ও আচমনীয় প্রতিপাদন-পূর্ব্বক পরম-শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই ক্ষুধাবিষ্ট উন্মত্ত মুনিকে তপস্যার্জ্জিত উত্তম অন্ন প্রদান করিলেন। অনন্তর ক্ষুধান্বিত উন্মত্ত দুর্ব্বাসা সেই সুস্বাদু অন্ন সমুদায়ই ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন এবং মুদ্গলও তাঁহারে পুনরায় অর্পণ করিলেন। এইরূপে মুদ্গলের সমস্ত অন্ন ভোজন করিবার পর দুর্ব্বাসা তাহার উচ্ছিষ্টদ্বারা আপনার সর্ব্বাঙ্গ অনুলেপন করিলেন এবং যে ভাবে আসিয়াছিলেন সেই ভাবেই গমন করিলেন। ঐ রূপ দ্বিতীয় পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে তিনি পুনরায় আসিয়া উঞ্ছোপজীবী মনীষী মুদ্গল মুনির সমস্ত অন্ন ভক্ষণ করিলেন। মুদ্গল নিরাহার থাকিয়াই পুনর্ব্বার উঞ্ছ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তথাপি ক্ষুধা তাঁহারে বিকার-প্রাপ্ত করিতে পারিল না। পুত্র ও কলত্রের সহিত উঞ্ছাচরণে প্রবৃত্ত ঐ দ্বিজোত্তমের মানসে না ক্রোধ, না মাৎসর্য্য, না অবমান, না আবেগ, কিছুই প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না।

তাঁহার উক্তপ্রকার উঞ্ছ-ধর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে মুনিসত্তম দুর্ব্বাসা কৃতনিশ্চয় হইয়া পর্ব্বকালানুসারে ছয়বার তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন, তথাপি তদীয় অন্তঃকরণের কিছুমাত্র বিকার দেখিতে পাইলেন না; শুদ্ধসত্ত্ব মুদ্গলের নির্ম্মল মনকে তিনি শুদ্ধই অবলোকন করিলেন। তাহাতে প্রীত হইয়া তিনি পরিশেষে সেই মুদ্গলকে এই কথা বলিলেন যে, "আপনকার সদৃশ মাৎসর্য্য-বিহীন দাতা এই ভূলোক মধ্যে আর কেহই নাই। দেখুন, বুভুক্ষা ধর্ম্মবুদ্ধিকে দূরে অপসারিত করে এবং ধৈর্য্যকেও হরণ করিয়া লয়; রসানুসারিণী জিহ্বা পুরুষকে রস-সকলের প্রতিই আকর্ষণ করিতে থাকে; আহার হইতে প্রাণ-সমস্ত ধৃত হয়; মন স্বভাবতই চঞ্চল; সুতরাং তাহাকে নিগৃহীত করা সহজ নহে; মন ও ইন্দ্রিয় সকলের যে একাগ্রতা তাহাই তপস্যা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে; পরিশ্রমদ্বারা যে বস্তু উপার্জ্জিত হয়, শুদ্ধচিত্তে তাহা পরিত্যাগ করা অতীব কষ্টসাধ্য; কিন্তু হে সাধো! আপনি তৎসমুদায় যথাবৎ উপপাদিত করিয়াছেন। আপনকার সংসর্গ লাভ করিয়া আমরা প্রীত ও অনুগৃহীত হইলাম। ইন্দ্রিয়বিজয়, ধৈর্য্য, সম্বিভাগ, দম, শম, দয়া, সত্য ও ধর্ম্ম, সকলই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপনি কর্ম্মকলাপ-দ্বারা লোক-সমস্ত বিজিত করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কি আহ্লাদের বিষয় যে, অমরপুর-নিবাসীরাও আপনকার সুমহৎ দানবৃত্তান্ত বিঘোষিত করিয়াছেন! হে সুচরিতব্রত! আপনি সশরীরে স্বর্গে গমন করিবেন।"

সেই দুর্ব্বাসা মুনি তৎকালে এইরূপ সম্ভাষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেবদূত হংসসারসসংযুক্ত, কিঙ্কিণীজাল-পরিবেষ্টিত, দিব্যগন্ধ-বিশিষ্ট, বিচিত্র, কামগামী বিমান লইয়া মুদ্গলের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ বিপ্রর্ষিকে বলিলেন, মুনে! আপনি পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব স্বকর্ম্মার্জ্জিত এই বিমানোপরি আরোহণ করুন।

দেবদূত এইরূপ সম্ভাষণ করিলে মুদ্গল তাঁহারে বলিলেন, হে দেবদূত! আমার ইচ্ছা হয়, আপনি স্বর্গ-নিবাসীদিগের গুণ-সমস্ত বর্ণন করেন। যাঁহারা তথায় বাস করেন, তাঁহাদের কি কি গুণ, কিপ্রকার

তপস্যা এবং নিশ্চয়ই বা কিরূপ? সেই স্বর্গে সুখ কি এবং দোষই বা কি? হে বিভো! সৎকুল-সম্ভূত সৎপুরুষেরা বলিয়া থাকেন যে, সপ্তপদ মাত্র একত্র সঞ্চরণ করিলেই সাধুদিগের মিত্রতা হয়; অতএব আমি মিত্রতাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়াই আপনারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কিছুমাত্র সংশয় না করিয়া, এবিষয়ে যাহা সত্য ও পথ্য হয় তাহা ব্যক্ত করুন; শুনিয়া আমি আপনকার বাক্যানুসারেই কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিব।

স্বর্গগুণাদিপ্রশ্নে একোনষষ্ট্যধিক দ্বিশত-
তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫৯॥

দেবদূত কহিলেন, মহর্ষে! আপনি অতি উদার-বুদ্ধি; যেহেতু যাহা সংপ্রাপ্ত হইলে বহুমানের যোগ্য হয়, সেই উত্তম স্বর্গ-সুখের প্রতি আপনি অনভিজ্ঞের ন্যায় বিচার করিতেছেন। হে মুনে! যাহা স্বর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই লোক ঐ উপরে অবস্থিত আছে; উহা ঊর্দ্ধগামী, সাধুপথ-সম্বলিত এবং নিয়ত দেবযান-সকলেরই সঞ্চরণ যোগ্য। হে মুদ্গল! যে সকল পুরুষেরা তপস্যা বা মহাযজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান না করিয়াছে; যাহারা মিথ্যাচারী বা নাস্তিক; তাহারা তথায় যাইতে পায় না। হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মাত্মা, জিতাত্মা, শান্ত, দান্ত, মাৎসর্য্যবিহীন, দানধর্ম্মরত, শূর ও সমর-নিদর্শন মানবেরাই শমদমাত্মক প্রধান ধর্ম্মের আচরণ করিয়া সেই স্থানে সাধুজন-সমাচরিত পুণ্যসম্ভূত লোক-সমুদায়ে গমন করিয়া থাকেন। হে মৌদ্গল্য! তথায় দেবগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, মহর্ষিগণ, যামগণ, ধামগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ, এই সমস্ত দেবনিচয়ের উদ্ভাসমান, সর্ব্বকামসম্পন্ন, তেজোময়, বহুল, শুভ লোক সমুদয় পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত রহিয়াছে। সুবর্ণময় শৈলরাজ সুমেরু সেই স্থানে ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন ব্যাপ্ত করিয়া আছে এবং তাহাতে পুণ্যকর্ম্মা লোকদিগের বিহার স্থান নন্দনাদি পবিত্র দেবোদ্যান-সমস্ত বিরাজ করিতেছে। তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, শীত, উষ্ণ, ভয়, কোন ঘৃণাকর বা অশুভ বস্তু, কিছুই নাই। হে মুনে! সে স্থানের সকল গন্ধই মনোরম, সকল সমীরণই সুখ-স্পর্শ এবং সকল শব্দই শ্রবণমনোহর। তথায় শোক নাই, জরা নাই, আয়াস নাই এবং পরিদেবনাও নাই। হে মৌদ্গল্য! সেই লোক এই প্রকার; স্বকীয় কর্ম্মফলেই তাহা লব্ধ হইয়া থাকে। পুরুষেরা সুকৃত কর্ম্ম-সমস্তদ্বারা তথায় সম্ভূত হয়েন। যাঁহারা ঐ লোকে স্থিতি লাভ করেন, তাঁহাদিগের শরীরসকল তেজোময় হয়; অপিচ তৎসমুদয় শুদ্ধ কর্ম্ম জনিত, পিতৃমাতৃ-সম্ভূত নহে। হে মুনে! তত্রত্য ব্যক্তিগণের ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ, বিষ্ঠা বা মূত্র নাই এবং ধূলিতেও তাঁহাদিগের বস্ত্র মলিন হয় না। হে ব্রহ্মন্! তাঁহাদের দিব্যগন্ধান্বিত মনোরম মাল্য-সকল কদাচ মলিন হইয়া যায় না। আমি যে বিমান খানি লইয়া আসিয়াছি, এবম্বিধ বিমান-সমস্তই তাঁহাদিগকে বহন করিয়া থাকে। হে মহামুনে! স্বর্গবিজয়ী ব্যক্তিগণ ঈর্ষা, শোক, ক্লান্তি, মোহ ও মাৎসর্য্য-বর্জ্জিত হইয়া তথায় সুখে জীবন ধারণ করেন। হে মুনিপুঙ্গব! তাদৃশ জনগণের যে লোক, তাহার উপর্য্যুপরি দিব্যগুণ-সম্পন্ন লোক-সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে। হে ব্রহ্মন্! তন্মধ্যে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় তেজোময় শুভলোক-সমস্ত অগ্রবর্ত্তী; তথায় ঋষিগণ স্বকীয় শুভকর্ম্ম সমুদায়দ্বারা পূত হইয়া গমন করেন। সেই স্থানে ঋভু নামে অন্য কতকগুলি দেবলোক আছেন। তাঁহারা দেবতাদিগেরও দেবতা। তাঁহাদিগের লোকসমস্ত পরতর। দেবতারাও তাঁহাদিগকে আরাধনা করিয়া থাকেন। সেই উদ্ভাসমান শ্রেষ্ঠ লোকেরা স্বয়ংপ্রভ ও কামদুঘ, অর্থাৎ তাঁহারা আপনা হইতেই প্রভান্বিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের নিকটে যে কিছু প্রার্থনা করা যায় তাহাই তাঁহারা প্রদান করেন। তাঁহাদের কামিনী-জন্য তাপ এবং লৌকিক ঐশ্বর্য্য বা মাৎ-

সর্য্য নাই। তাঁহারা আহুতি-সমস্তদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন না এবং অমৃত-ভোজীও নহেন। তাঁহারা তাদৃশ দিব্যশরীর-সম্পন্ন; তাঁহাদের মূর্ত্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয় না। সেই দেবদেব সনাতন পুরুষেরা সুখের নিমিত্তে সুখ কামনা করেন না এবং কল্প পরিবর্ত্তন-সময়েও পরিবর্ত্তিত হন না। হে মুনে! তাঁহাদের জরা বা মৃত্যু কোথায়? তাঁহাদের হর্ষ, প্রীতি ও সুখও নাই। তাঁহাদের দুঃখও নাই সুখও নাই, সুতরাং রাগদ্বেষ কি নিমিত্তে হইবে? হে মৌদ্গল্য! সেই পরমা গতি দেবতাদিগেরও স্পৃহণীয়া। ফলত তাদৃশী পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য; কামপরতন্ত্র লোকেরা কদাচ তাহা লাভ করিতে পারে না। এই সকল দেবতাদিগের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ। মনীষা-সম্পন্ন মানবেরা অনুত্তম নিয়ম অথবা বিধি-পূর্ব্বক দান-সমস্তদ্বারা তাঁহাদিগের লোক-সমুদায়ে গমন করেন। আপনিও দান জন্য সেই সিদ্ধি অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তপস্যাদ্বারা আপনকার প্রভা বিদ্যোতিত হইয়াছে; সংপ্রতি সুকৃতলব্ধ সেই সমৃদ্ধির সম্ভোগ করুন।

হে বিপ্র! স্বর্গসুখ এইরূপ এবং লোকসকল নানাবিধ। আমি স্বর্গের গুণসমস্ত আপনকার নিকটে বর্ণন করিলাম, এক্ষণে দোষ সমুদায়ও শ্রবণ করুন। সেই স্বর্গধামে কৃতকর্ম্মের ফলভোগ সময়ে অন্য কোন কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় না, মূলচ্ছেদ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব কর্ম্মেরই ফল ভোগ করিতে হয়, এবং তাহার অবসানে যে পতন হয়, ইহাই আমার বিবেচনায় এস্থলে দোষ। হে মুদ্গল! সুখদ্বারা যাহাদিগের মন ব্যাপ্ত রহিয়াছে, হঠাৎ তাহাদের পতন হওয়া অবশ্যই দোষ বলিতে হইবে। দীপ্ততর সমৃদ্ধি-সমস্ত সন্দর্শন করিয়া নিকৃষ্টস্থানে অবস্থিত ব্যক্তিগণের যে অসন্তোষ ও পরিতাপ জন্মে, তাহা নিতান্ত দুঃখজনক। অপিচ পতনশীল লোকদিগের বুদ্ধি-মোহ এবং রজোগুণ-কর্ত্তৃক পরিভব উপস্থিত হয়। মাল্য-সকল ম্লান হইলেই 'এখনি পতিত হইতে হইবে' মনে করিয়া স্বর্গ হইতে পতনোন্মুখ ব্যক্তির ভয় জন্মে। হে মৌদ্গল্য! এই সমস্ত দারুণ দোষ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত রহিয়াছে, নতুবা স্বর্গলোকে পুণ্যবান্ মানবগণের অযুত অযুত গুণ আছে। হে মুনে! স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট মনুষ্যদিগের আর একটি প্রধান গুণ এই যে, শুভপক্ষপাতিনী বুদ্ধি সহযোগে মনুষ্য মনুষ্যজাতি-মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে। তথায় সে মহাভাগ্য-সম্পন্ন ও সুখভাগীও হয়; পরন্তু যদি সেই অবস্থায় জ্ঞান লাভ করিতে না পারে, তবে তাহা হইতে নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! ইহলোকে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই পরলোকে উপভুক্ত হয়; এই ভূলোক কর্ম্মভূমি এবং স্বর্গলোক ফলভূমি বলিয়া অভিমত হইয়াছে। হে মুদ্গল! আপনি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তৎসমুদায়ই আপনকার নিকটে এই বর্ণন করিলাম; হে সাধো! সংপ্রতি চলুন, আপনকার অনুকম্পায় আমরা অবিলম্বে গমন করি।

ব্যাস কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ মৌদ্গল্য এই কথা শুনিয়া বুদ্ধিদ্বারা বিতর্ক করিতে লাগিলেন এবং বিশেষ বিবেচনানন্তর দেবদূতকে বলিলেন, "তাত দেবদূত! আপনারে নমস্কার; আপনি যথাসুখে প্রস্থান করুন; মহাদোষাস্পদ স্বর্গে বা সুখে আমার প্রয়োজন নাই। স্বর্গভাগী লোকেরা পতনান্তে ইহলোকে মহৎ দুঃখ ও সুদারুণ পরিতাপ প্রাপ্ত হয়; সেই নিমিত্তে আমি স্বর্গ কামনা করি না। যথায় গমন করিয়া শোক করিতে, ব্যথা পাইতে অথবা বিচলিত হইতে না হয়, আমি সেই অবিধ্বংসী স্থানেরই কেবল অনুসন্ধান করিব।" সেই শিলোঞ্ছজীবী ধর্ম্মাত্মা মুনি এই কথার উল্লেখপূর্ব্বক দেবদূতকে বিদায় করিয়া উত্তম শান্তি অবলম্বন করিলেন। তৎকালে নিন্দা ও স্তব, উভয়ই তাঁহার পক্ষে সমান হইল, এবং লোষ্ট্র, প্রস্তর ও

কাঞ্চনও তুল্যমূল্য হইয়া পড়িল। এইরূপ অবস্থান্বিত হইয়া তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ সহকারে নিয়ত ধ্যান-পরায়ণ রহিলেন। ধ্যানযোগ হইতে অসামান্য বল ও অনুত্তম জ্ঞান লাভ করিয়া পরিশেষে তিনি নির্ব্বাণরূপা সনাতনী পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব হে কৌন্তেয়! তোমারও শোক করা উচিত হয় না; তুমি সমৃদ্ধ রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ বটে, কিন্তু তপস্যাদ্বারা তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হইবে। চক্রমধ্যস্থ কাষ্ঠখণ্ড-সকল যেমন ক্রমে ক্রমে চক্রনাভির সন্নিহিত হইয়া আবর্ত্তন করে, সেইরূপ সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ, পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। হে অপরিমিত-বিক্রমশালিন্! ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে তুমি স্বকীয় পৈতৃক রাজ্য নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হইবে; অতএব তোমার মানস জ্বর অপগত হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই ধীমান্ ভগবান্ ব্যাস, পাণ্ডব-নন্দন যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া, তপস্যার নিমিত্তে পুনর্ব্বার আশ্রমোদ্দেশে গমন করিলেন।

মুদ্গল-জ্ঞানলাভে ঘোষযাত্রা প্রকরণ ও ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬০ ॥

দ্রৌপদী-হরণ প্রকরণ।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে ভগবন্ বৈশম্পায়ন! সেই মহাত্মা পাণ্ডবেরা বন মধ্যে এইরূপে বাস করত যৎকালে মুনিগণের সহিত সর্ব্বদা বিচিত্র কথা-মালা-প্রসঙ্গে চিত্ত-রঞ্জন করিতেছিলেন এবং কৃষ্ণার ভোজন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ও অন্ন-প্রার্থনায় সমাগত সমুদায় ব্যক্তিগণকে সূর্য্যদত্ত অক্ষয় অন্ন আর আরণ্য মৃগ-সকলের নানাবিধ মাংসদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র পাপাচার দুরাত্মা দুর্য্যোধনাদি সকলে দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির মতস্থ হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি কি রূপ আচরণ করিয়াছিল, ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তাঁহাদিগের নগরে বসতি করিবার ন্যায় তাদৃশী অবস্থা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন সেই খলবুদ্ধি কর্ণ দুঃশাসনাদির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি পাপাচরণ করিতে অভিলাষী হইলেন। সেই দুরাত্মারা নানা বিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদের প্রতি অনিষ্ট প্রয়োগের চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মহাযশা, তপস্বী, ধর্ম্মাত্মা দুর্ব্বাসা দশ সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে ইচ্ছানুসারে তাহাদিগের নিকটে আগমন করিলেন।

সেই অত্যন্ত কোপন-স্বভাব মুনিকে সমাগত দেখিয়া শ্রীমান্ দুর্য্যোধন অতি বিনীত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত প্রণয় ও শান্ত ভাবসহকারে তাঁহারে আতিথ্য-দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং স্বয়ং কিঙ্করের ন্যায় অবস্থিত হইয়া বিধি-পূর্ব্বক পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! মুনিসত্তম দুর্ব্বাসা তথায় কতিপয় দিবস অবস্থিত রহিলেন; রাজা দুর্য্যোধনও তদীয় শাপভয়ে বিশঙ্কিত, সুতরাং দিবা রাত্র অতন্দ্রিত হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। "হে নরাধিপ! আমি ক্ষুধিত হইয়াছি, আমারে শীঘ্র অন্ন প্রদান কর," এই কথা বলিয়া মুনি স্নান করিতে যান, কিন্তু বিস্তর বিলম্বে প্রত্যাগমন করেন; "অদ্য আমি ভোজন করিব না, আমার ক্ষুধা নাই" এই বলিয়া দৃষ্টি পথের অতীত হন, আবার অকস্মাৎ আসিয়া বলেন, "আমাদিগকে সত্বর ভোজন করাও।" কোন দিন সেই বঞ্চনা-প্রবৃত্ত দুর্ব্বাসা নিশীথ সময়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অন্ন প্রস্তুত করাইয়া নিন্দা করত তাহা ভোজন করিলেন না। হে ভারত! তিনি সেইরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকিলে, নরপতি দুর্য্যোধন যখন কিছুমাত্র বিকার-প্রাপ্ত বা ক্রুদ্ধ হইলেন না, তখন ঐ দুরাধর্ষ মুনি তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইলেন,

এবং তাঁহারে এই কথাও বলিলেন, "আমি বর প্রদানে উদ্যত হইতেছি, তোমার ভদ্র হউক, তুমি যাহা ইচ্ছা হয় বর প্রার্থনা কর। যে বর ধর্ম্মানুগত হইবে, আমি প্রীত হইলে, তাহা তোমার অলভ্য থাকিবে না।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই পবিত্রাত্মা মহর্ষির এই কথা শুনিয়া মহীপতি সুযোধন আপনাকে পুনর্জ্জাত বলিয়া জ্ঞান করিলেন। 'মুনি তুষ্ট হইলে তাঁহার নিকটে যাহা যাচ্ঞা করিতে হইবে, কর্ণ ও দুঃশাসনাদির সহিত পূর্ব্বেই তাহার মন্ত্রণা করা হইয়াছে,' ইহা নিশ্চয় করিয়া সেই দুর্ম্মতি নরপতি অতি হর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার নিকটে বরপ্রার্থনা করিলেন, "ব্রহ্মন্! মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাদিগের কুলে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। সেই গুণবান্ ও শীল-সম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃগণে পরিবারিত হইয়া বনে বসতি করিতেছেন; অতএব আপনি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আমার যেমন অতিথি হইলেন, সেইরূপ তাঁহারও অতিথি হউন। যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ হয় তবে, যে সময়ে সেই যশস্বিনী, বরবর্ণিনী, সুকুমারী, রাজকুমারী পাঞ্চালী সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে ও পতিদিগকে ভোজন করাইয়া এবং স্বয়ং ভোজন করিয়া বিশ্রান্তা ও সুখোপবিষ্টা হইবেন, তৎকালে আপনি তথায় গমন করিবেন"। বিপ্রেন্দ্র দুর্ব্বাসাও "তোমার প্রতি প্রীতি বশত আমি তাহাই করিব" সুযোধনকে এই কথা বলিয়া যে ভাবে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই তথায় গমন করিলেন। তখন সুযোধন আপনাকে কৃতকার্য্যের ন্যায় জ্ঞান করিলেন এবং হস্ত-দ্বারা কর্ণের হস্তধারণ-পূর্ব্বক অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন। কর্ণও হর্ষভরে ভ্রাতৃগণ-সহিত নরপালকে এইরূপ সম্ভাষণ করিলেন।

কর্ণ কহিলেন, হে কৌরব! ভাগ্যক্রমে আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইল; ভাগ্যক্রমে আপনি বর্দ্ধিত হইলেন; এবং ভাগ্যক্রমেই আপনার শত্রুগণ দুস্তর বিপদ্সাগরে মগ্ন হইল! সেই পাণ্ডুনন্দনেরা দুর্ব্বাসার ক্রোধ-হুতাশনে পতিত হইয়া স্বকীয় মহাপাপ-পুঞ্জসহকারেই দুস্তর নরকান্ধকারে প্রস্থান করিল!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই খলবুদ্ধি দুর্য্যোধনাদি সকলে এইরূপ সম্ভাষণানন্তর হাস্য করিতে করিতে হর্ষান্বিত মানসে নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিল।

দুর্ব্বাসার আতিথ্যগ্রহণে একষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৬১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর কোন দিন কৃষ্ণা ভোজনান্তে অবস্থিতা হইয়াছেন জানিয়া, দুর্ব্বাসা মুনি অযুত শিষ্যে পরিবৃত হইয়া, সেই বন মধ্যে সুখাসীন পাণ্ডবগণ সন্নিধানে সমাগত হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ আতিথেয় অক্ষয়-সত্ত্বসম্পন্ন শ্রীমান্ রাজা যুধিষ্ঠিরও সেই অতিথিকে উপাগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন; কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া যথাবিধি পূজা প্রয়োগ-পূর্ব্বক আতিথ্যদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেন; এবং ইহাও কহিলেন, "ভগবন্! আহ্নিক কৃত্য সমাপন করিয়া শীঘ্র আগমন করুন।" যুধিষ্ঠিরের এইরূপ প্রার্থনায় সেই পাপ-পরিশূন্য মুনি, 'ইনি সশিষ্য আমারে কি প্রকারে ভোজন করাইবেন' ইহা চিন্তা না করিয়াই শিষ্যগণের সহিত স্নানার্থে গমন করিলেন। হে রাজন্! সেই মুনি-সঙ্ঘও সমাহিত হইয়া সলিলে নিমগ্ন হইলেন, ইত্যবসরে রমণী-প্রধানা পতিব্রতা দ্রৌপদী অন্নের নিমিত্তে অত্যন্ত চিন্তান্বিতা হইলেন। বিস্তর চিন্তা করিয়া তিনি যখন অন্ন-সংস্থানের কোন উপায় দেখিতে না পাইলেন, তখন কংসনিসূদন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে দেবকী-

নন্দন! হে অব্যয়! হে বাসুদেব! হে জগন্নাথ! হে প্রণতজন-ক্লেশবিনাশন! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বজনক! হে বিশ্বসংহারিন্! হে প্রভো! হে অবিনাশিন্! হে প্রপন্নপাল! হে গোপাল! হে প্রজাপাল! হে পরাৎপর! তুমিই আকূতি ও চিত্তিনামক চিত্তবৃত্তি সমুদায়ের প্রবর্ত্তক; তোমারে আমি নমস্কার করিতেছি! হে বরেণ্য! হে বরদ! হে অনন্ত! তুমি গতিবিহীন জনগণের গতি-স্বরূপ হও! হে পুরাণ পুরুষ! তুমি প্রাণ মন বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির অগোচর! হে সর্ব্বাধ্যক্ষ! হে পরাধ্যক্ষ! আমি তোমার শরণাপন্না হইলাম! হে দেব! হে শরণাগতবৎসল! তুমি কৃপা করিয়া আমারে রক্ষা কর! হে নীলোৎপলদল-শ্যাম! হে কমল-গর্ভসদৃশ লোহিত-লোচন! হে পীতাম্বর! হে সমুজ্জ্বল-কৌস্তভমণি-বিভূষণ! তুমি ভূতবর্গের আদি ও অন্ত এবং তুমিই পরমগতি। তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর জ্যোতি ও বিশ্বের আত্মা! তোমার মুখ সর্ব্বদিকে প্রসারিত রহিয়াছে। তোমাকেই পণ্ডিতেরা পরম বীজ-স্বরূপ এবং সর্ব্ব সম্পত্তির নিধান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন! হে দেবেশ! তুমি সহায় থাকিতে সর্ব্ব প্রকার আপদ্ হইতেও ভয় নাই। পূর্ব্বে সভামধ্যে তুমি দুঃশাসনের হস্ত হইতে আমারে যেমন মুক্ত করিয়াছিলে, তদ্রূপ এ স্থলেও এই সঙ্কট হইতে আমারে উদ্ধার কর!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণা তৎকালে এইরূপ স্তব করিলে, ভক্তবৎসল, ভগবান্, জগৎপতি, অচিন্ত্যগতি, দেবদেব, প্রভু, ঈশ্বর কেশব, দ্রৌপদীর সঙ্কট জানিয়া, পার্শ্ব-শায়িনী রুক্মিণীকে শয়নে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর সেই স্থানে আগমন করিলেন। অনন্তর দ্রৌপদী সেই বসুদেব-নন্দনকে নিরীক্ষণ করিয়া পরমাহ্লাদ-সহকারে প্রণাম-পূর্ব্বক মুনির আগমনাদি সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে কৃষ্ণ তাঁহারে কহিলেন, "কৃষ্ণে! আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, আমাকে শীঘ্র ভোজন করাও, পশ্চাৎ সমস্ত করিবে।" তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া কৃষ্ণা লজ্জিতা হইয়া এই কথা বলিলেন, "হে দেব! সূর্য্যদত্ত স্থালীতে আমার ভোজন পর্য্যন্তই অন্ন থাকে; এক্ষণে আমি ভোজন করিয়াছি, সুতরাং আর তাহাতে অন্ন নাই।" তদনন্তর ভগবান্ কমললোচন, কৃষ্ণাকে বলিলেন, "কৃষ্ণে! আমি ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে পীড়িত রহিয়াছি; অতএব ইহা পরিহাসের সময় নহে; শীঘ্র যাও, আমারে স্থালী আনিয়া দেখাও।" এইরূপ নির্ব্বন্ধ-সহকারে স্থালী আনাইবার পর যদুকুলধুরন্ধর কেশব, স্থালীর কণ্ঠদেশে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন রহিয়াছে দেখিয়া তাহা ভক্ষণ-পূর্ব্বক পাঞ্চালীকে বলিলেন, "যজ্ঞভোজী, ভগবান্, বিশ্বাত্মা, ঈশ্বর হরি, এই শাকান্ন-দ্বারা পরিতৃপ্ত ও তুষ্ট হউন।" ক্লেশবিনাশন মহাবাহু কৃষ্ণ ভীমসেনকেও এই কথা বলিলেন, "তুমি মুনিগণকে শীঘ্র ভোজনের নিমিত্তে আহ্বান কর।" হে নৃপোত্তম! অনন্তর মহাযশা ভীমসেন, স্নানার্থে দেবনদীতে প্রস্থিত সেই দুর্ব্বাসা প্রভৃতি সমুদায় মুনিগণকে ভোজনার্থে আহ্বান করিবার নিমিত্ত, ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিলেন।

এ দিকে সেই মুনিসঙ্ঘ সলিলে অবতীর্ণ হইয়া অঘমর্ষণ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে করিতে পরম তৃপ্তি-সমন্বিত হইয়া এবং অন্নরস-সম্বলিত উদ্গার সমস্ত দেখিয়া সেই জল হইতে উঠিয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করত সকলেই দুর্ব্বাসার মুখাবলোকন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! আমরা রাজা যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক অন্ন প্রস্তুত করাইয়া স্নান করিতে আসিয়াছি, কিন্তু দেখিতেছি, সকলেই আকণ্ঠ তৃপ্ত হইলাম; এখন আর আমরা কি প্রকারে ভোজন করি? পাক কার্য্যটিকে যে বৃথা করিলাম, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য?

দুর্ব্বাসা কহিলেন, পাক নিরর্থক করাতে রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের নিকটে মহান্ অপরাধ করা হইল; সংপ্রতি পাণ্ডবেরা আমাদিগকে ক্রূরনয়নে নিরীক্ষণ

করিয়াই যেন দগ্ধ করিয়া না ফেলেন। হে বিপ্রগণ! ধীসম্পন্ন রাজর্ষি অম্বরীষের প্রভাব স্মরণ করিয়া আমি হরিচরণাশ্রিত লোকের নিকটে ভয় পাই। মহাত্মা পাণ্ডবেরাও সকলেই ধার্ম্মিক, শূর, কৃতবিদ্য, ব্রতধারী, তপস্যা-নিষ্ঠ, সদা সদাচার-নিরত ও বাসুদেব-পরায়ণ; তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে, হুতাশন যেমন তুলরাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন; অতএব হে শিষ্যগণ! উহাঁদিগের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই তোমরা শীঘ্র পলায়ন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গুরু দুর্ব্বাসা সেই ব্রাহ্মণ সকলকে তৎকালে এই কথা বলিলে পর তাঁহারা পাণ্ডবগণ হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিয়াছিলেন। ভীমসেন সেই মুনিসত্তমগণকে দেবনদীতে দেখিতে না পাইয়া তাহার তীর্থ-সমুদায়ে অন্বেষণ করত ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন, এবং তত্রস্থ তাপস সকলের মুখে তাঁহাদিগের পলায়ন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির-সমীপে আগমন-পূর্ব্বক সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর জিতাত্মা পাণ্ডবেরা মুনিদিগের প্রত্যাগমন-প্রার্থনায় কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেন। তাঁহারা বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করত "দুর্ব্বাসা নিশীথ সময়ে অকস্মাৎ সমাগত হইয়া আমাদিগকে ছলনা করিবেন! এই দৈব-সমুৎপাদিত ঘোর সঙ্কট হইতে আমরা কি প্রকারে নিস্তার পাই!" এইরূপ চিন্তাপরায়ণ রহিয়াছেন দেখিয়া শ্রীমান্ কৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া এই কথা বলিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থগণ! পরম কোপন-স্বভাব দুর্ব্বাসা ঋষি হইতে আপনাদিগের আপদ্ উপস্থিত হইবে জানিয়া দ্রৌপদী আমারে চিন্তা করিয়াছিলেন; তদনুসারে আমি সত্বর আসিয়াছি। সংপ্রতি সেই ঋষি হইতে আপনাদিগের কিছু মাত্র ভয় নাই; আপনাদিগের তেজে ভীত হইয়া তিনি পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছেন। যে কোন মানবেরা চিরকাল ধর্ম্মনিষ্ঠ থাকেন, তাঁহারা কদাচ অবসন্ন হন না। এক্ষণে আপনাদিগের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি, আমি গমন করিব; আপনাদিগের নিয়ত মঙ্গল হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পৃথা-তনয়েরা কেশবের বাক্য শুনিয়া স্বস্থ-চিত্ত হইলেন এবং দ্রৌপদীর সহিত বিগতজ্বর হইয়া তাঁহারে কহিলেন, "বিভো গোবিন্দ! মহার্ণবে নিমগ্ন ব্যক্তিরা যেমন তরণী প্রাপ্ত হইয়া উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ তোমার সাহায্যে আমরা দুস্তর আপদ্ সাগর উত্তীর্ণ হইলাম। তোমার কল্যাণ হউক, সংপ্রতি শুভ গমন কর।" হে মহাভাগ প্রভো! কৃষ্ণ এইরূপ আজ্ঞাত হইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন এবং পাণ্ডবেরাও দ্রৌপদীর সহিত প্রহৃষ্ট-চিত্ত হইয়া বনে বনে বিহরণ করত বাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সংপ্রতি আপনি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আপনকার নিকটে এই বর্ণন করিলাম। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা বনস্থ পাণ্ডবগণের প্রতি এই প্রকার বিবিধ অনিষ্ট প্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু সে সমস্তই বৃথা হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ-দ্বারকাগমনে দ্বিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইন্দ্র-প্রতিম অরিন্দম মহারথ ভরত-প্রবর পাণ্ডবেরা সেই বহুল-মৃগকুল-সমাকীর্ণ কাম্যকারণ্যে নিবসতি করিয়া চতুর্দ্দিকে বিবিধ বনস্থলী ও সকল-ঋতুকাল-রমণীয় সুপুষ্পিত বনরাজী-সমস্ত সন্দর্শন করত অমরগণের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। সেই পরন্তপ পুরুষ-ব্যাঘ্রেরা, ঐ মহাবনে মৃগয়ানুশীলন-সহকারে সঞ্চরণ করত কিয়ৎকাল বিহরণ করিয়া, পরিশেষে কোন দিন ব্রাহ্মণগণের নিমিত্তে মৃগয়া করিবার উদ্দেশে, দীপ্ততপা মহর্ষি তৃণবিন্দু ও পুরোহিত ধৌম্যের অনুজ্ঞাক্রমে দ্রৌপদীকে আশ্রমে রাখিয়া,

সকলেই এককালে চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বৃদ্ধক্ষত্র রাজার পুত্র, সিন্ধুদেশাধিপতি, মহাযশা জয়দ্রথ বিবাহ কামনায় রাজ-যোগ্য বিপুল পরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া বহুল-রাজগণ-সমভিব্যাহারে শাল্বদেশে প্রস্থিত হইতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তৎকালে তিনি কাম্যক বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন, পাণ্ডবগণের প্রেয়সী মহিষী, উত্তম-রূপধারিণী, যশস্বিনী যাজ্ঞসেনী, শরীর-লাবণ্যে স্বয়ং উদ্ভাসমানা হইয়া এবং নীলজলদাবলির দীপ্তিসাধিনী সৌদামিনীর ন্যায় বনস্থলীকে উদ্ভাসিত করিয়া বিজন বনমধ্যে আশ্রম-দ্বারে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। 'ইনি কি অপ্সরা, দেব-কন্যা অথবা দেব-নির্ম্মিতা মায়া!' ইহা ভাবিয়া সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে সেই অনিন্দিতা ললনাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৃদ্ধক্ষত্র-তনয় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন ও তুষ্টচিত্ত হইলেন। তিনি কাম-মোহিত হইয়া কোটিকাখ্য নামক রাজন্যকে কহিলেন, "এই অনিন্দিতাঙ্গী কামিনী কাহার রমণী? ইনি মানবী বটেন কি না? এই অতিসুন্দরীকে লাভ করিতে পারিলে, আমার বিবাহে আর কোন প্রয়োজন নাই; ইহাঁকেই লইয়া আমি স্বীয় ভবনে গমন করিব। হে সৌম্য! তুমি একবার যাও, ইহাঁর বৃত্তান্ত জান; এই সুভ্রূ কাহার পত্নী এবং কোথা হইতে কি নিমিত্তেই বা এই কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে আগমন করিয়াছেন? এই আয়তাপাঙ্গী, সুদতী, ক্ষীণমধ্যা, সকল-লোক ললামভূতা বরারোহা অদ্য আমারে কি ভজনা করিবেন! এই উত্তমাঙ্গনাকে লাভ করিয়া আমি কি কৃতার্থ হইতে পারিব! হে কোটিক! যাও, ইহাঁর স্বামী কে জান।"

জয়দ্রথের ঐ কথা শুনিয়া সেই কোটিকাখ্য তখন রথ হইতে সত্বর লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক, শৃগাল যেমন ব্যাঘ্রবধূর সন্নিহিত হয়, তদ্রূপ দ্রৌপদী-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

কোটিকাখ্য-প্রশ্নে ত্রিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬৩ ॥

কোটিকাখ্য কহিলেন, হে সুভ্রূ! তুমি কে, কদম্বের শাখা অবনমন-পূর্ব্বক, রজনীতে সমীরণ-কর্ত্তৃক দোধূয়মানা দেদীপ্যমানা অগ্নিশিখার ন্যায় শোভমানা হইয়া, একাকিনী আশ্রমে দণ্ডায়মানা রহিয়াছ? তুমি অতীব রূপ-সম্পন্না, অথচ অরণ্য মধ্যে থাকিয়াও ভয় পাইতেছ না, ইহার কারণ কি? বোধ হয়, তুমি দেবী, যক্ষী, দানবী, উত্তম অপ্সরা, দৈত্য-বরাঙ্গনা, নাগরাজ-কন্যা, নিশাচরী, বরুণরাজের পত্নী, যমের মহিষী, সোমের রমণী, কি ধনেশ্বরের কামিনী মানব-দেহ-ধারিণী হইয়া বনচারিণী হইয়াছ; অথবা ধাতা, বিধাতা, সবিতা, বিষ্ণু বা বাসবের সদন হইতে এ স্থানে আগমন করিয়াছ; কেননা, 'আমরা কে' ইহাও তুমি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছ না, এবং 'এস্থলে তোমার রক্ষাকর্ত্তা কে' ইহাও আমরা জানিতেছি না। হে ভদ্রে! আমরাই তোমার মানবর্দ্ধন করত জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার প্রভাব-সম্পন্ন পিতা কে, বন্ধুসকল কাহারা, স্বামী কে, কোন্ কুল এবং তুমি কি কর্ম্মই বা করিয়া থাক, ইহা যথার্থরূপে বর্ণন কর। যদি আমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হয়, শুন। আমি সুরথরাজার পুত্র; লোকে আমাকে কোটিকাখ্য বলিয়া জানে। অপিচ কমল-তুল্য-বিস্তৃত-নয়ন এই যে বীর পুরুষ আধানস্থ হুত হুতাশনের ন্যায় কাঞ্চন-চক্রান্বিত রথোপরি অবস্থিত রহিয়াছেন, ইনি ত্রিগর্ত্তদেশের রাজা; ইহাঁর নাম ক্ষেমঙ্কর। ইহাঁর পর ঐ যে মহাধনুর্দ্ধারী, বিপুলায়তাক্ষ, সুন্দর-কুসুমালঙ্কার-বিভূষিত মহীয়ান্ ব্যক্তি তোমারে নিরীক্ষণ করিতেছেন, উনি কুলিন্দাধিপতির পুত্র; উহাঁর পর্ব্বতে বসতি করা নি-

রত অভ্যাস। হে সুগাত্রি! পুষ্করিণী-সমীপে ঐ যে দর্শনীয়-মূর্ত্তি, শ্যামবর্ণ যুবা পুরুষ অবস্থিত রহিয়াছেন, উনি ইক্ষ্বাকুরাজ সুবলের পুত্র; শত্রুগণের সংহার বিষয়ে উহাঁর অসামান্য সামর্থ্য আছে। হে সুভগে! সৌবীররাজ জয়দ্রথ যদি কদাচিৎ তোমার শ্রুতিপথবর্ত্তী হইয়া থাকেন, তবে যজ্ঞসমস্ত মধ্যে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায়, লোহিতাশ্ব-সংযুক্ত রথ-সমুদায়ে বিরাজমান, ঐ অঙ্গারক, কুঞ্জর, গুপ্তক, শত্রুঞ্জয়, সৃঞ্জয়, সুপ্রবৃদ্ধ, প্রভঙ্কর, ভ্রমর, রবি, শূর, প্রতাপ ও কুহন নামে সৌবীর-দেশীয় দ্বাদশ জন রাজপুত্র ধ্বজা ধারণ-পূর্ব্বক যাঁহার অনুযাত্র হইয়া প্রস্থান করিতেছেন, এবং ছয় সহস্র রথী, হয়, হস্তী ও পদাতি যাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে, উনিই সেই জয়দ্রথ। উহাঁর বলাহক অনীক-বিদারণাদি মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন অপর যে সকল ভ্রাতৃগণ আছেন, সেই সৌবীর-বীর, শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবকেরাও রাজার এই অনুগামী হইতেছেন। রাজা জয়দ্রথ, অমরগণ-পরিরক্ষিত পুরন্দরের ন্যায়, এই সমস্ত সহায়গণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া প্রস্থান করিতেছেন। হে সুকেশি! তুমি কাহার ভার্য্যা এবং কাহারই বা দুহিতা, আমরা অবগত নহি; অতএব আমাদিগের নিকটে তাঁহাদের পরিচয় দাও।

কোটিকাখ্য-প্রশ্নে চতুঃষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজপুত্রী দ্রৌপদী, শিবিবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ কোটিকাখ্য-কর্ত্তৃক উক্ত রূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, কদম্ব-শাখা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোশতন্তু-সম্ভূত উত্তরীয় বসন ধারণ করত ঈষৎ অবলোকন করিয়া এই কথা বলিলেন। "হে নরেন্দ্র-পুত্র! আমি বুদ্ধিসংস্কারে উত্তমরূপে জানিতেছি যে, মাদৃশী সীমন্তিনী তোমার সহিত সম্ভাষণ করিবার যোগ্যা নহে; পরন্তু তোমার সঙ্গে কথা কহিবে, এমন আর কোন নর বা নারী এস্থলে বিদ্যমান নাই। হে ভদ্র! তুমি ইহা নিশ্চয় জান যে, সংপ্রতি আমি একাকিনী রহিয়াছি, এই জন্যই তোমার কথার উত্তর দিতেছি, তাহা না হইলে স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া একাকিনী অরণ্য-মধ্যে একাকী তোমার সহিত কি প্রকারে আলাপ করিতে পারি? হে শৈব্য! তুমি সুরথের পুত্র, লোকে তোমাকে কোটিকাখ্য বলিয়া জানে, ইহা আমি অবগত হইলাম, সেই নিমিত্তে আমারও প্রসিদ্ধ কুল ও বন্ধুগণের বিবরণ তোমার নিকটে বর্ণন করিতেছি। হে শিবিনন্দন! আমি দ্রুপদ রাজার দুহিতা; লোকে আমারে কৃষ্ণা বলিয়া জানে। পুরুষ-প্রবীর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, এই পাঁচ জনকে আমি পতিত্বে বরণ করিয়াছি; বোধ হয়, খাণ্ডবপ্রস্থে অবস্থিতি করিবার সময়ে তাঁহারা তোমার শ্রুতিগোচর হইয়া থাকিবেন। সেই পৃথানন্দনেরা আমাকে এই খানে রাখিয়া চতুর্দ্দিক্ বিভাগ-পূর্ব্বক মৃগয়ায় প্রস্থান করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বদিকে, ভীমসেন দক্ষিণদিকে, অর্জ্জুন পশ্চিমদিকে, আর নকুল ও সহদেব উত্তর দিকে গিয়াছেন; পরন্তু বোধ করি, সেই রথসত্তমগণের এস্থানে উপস্থিত হইবার কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তোমরা তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া যথেষ্ট প্রদেশে গমন করিবে, অতএব বাহন-সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অবরোহণ কর; অতিথি-প্রিয় মহাত্মা ধর্ম্ম-তনয় তোমাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদিত হইবেন।"

সেই চন্দ্রাননা দ্রুপদ-নন্দিনী, 'অতিথি সৎকার করা পাণ্ডবদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম,' ইহা সম্যক্ রূপে চিন্তা করিয়া শিবিনন্দন কোটিকাখ্যকে এতাবন্মাত্র কহিয়া সেই প্রশস্ত পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন।

কোটিকাখ্য-প্রতি দ্রৌপদী-সম্ভাষণে পঞ্চষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! কোটিকাখ্য কৃষ্ণার সহিত যে রূপ সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তাহা সেই রূপ অবস্থিত সেই সমুদায় রাজন্যগণ সমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন। সৌবীররাজ জয়দ্রথ কোটিকাখ্যবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, যখন বচন উচ্চারণ করিতে শ্রবণ করিয়াই ঐ সীমন্তিনী-প্রধানার প্রতি আমার মন রমমাণ হইতেছে, তখন তুমি কি নিমিত্তে বিফলে ফিরিয়া আইলে? হে মহাবাহো! আমি তোমারে ইহা সত্যই বলিতেছি, এই নারীকে নিরীক্ষণ করিয়া অন্য নারী-সকল আমার নিকটে বানরীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। ঐ রমণী দর্শন মাত্রেই আমার মন নিতান্ত হরণ করিয়া লইয়াছে; অতএব হে শৈব্য! ঐ কল্যাণী মানুষী কি না, আমারে বল!

কোটিকাখ্য কহিলেন, ইনি পঞ্চ পাণ্ডবের অতিশয় অভিমতা মহিষী, রাজ-নন্দিনী, যশস্বিনী, দ্রুপদ-দুহিতা, কৃষ্ণা। এই সাধ্বী সমুদয় পাণ্ডবগণেরই প্রীতি ও বহুমানভাজন; অতএব হে সৌবীর! তুমি ইহাঁর সহিত মিলিত হইয়া সৌবীরাভিমুখে প্রস্থান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপ কথিত হইয়া সৌবীর সিন্ধু প্রভৃতির অধীশ্বর দুষ্টাশয় জয়দ্রথ প্রত্যুত্তর করিলেন, "দ্রৌপদীকে দেখিতে হইবে"। এই বলিয়া, কোন বৃক যেমন সিংহগোষ্ঠে প্রবিষ্ট হয়, সেই রূপ, তিনি আর ছয় জনের সহিত শূন্য আশ্রমে প্রবেশিয়া কৃষ্ণাকে এই কথা বলিলেন, বরারোহে! তোমার মঙ্গল ত? তোমার ভর্ত্তারাও ভাল আছেন ত? তুমি যাঁহাদের কুশল কামনা করিয়া থাক, তাঁহারাও ত সুস্থ আছেন?

দ্রৌপদী কহিলেন, কুরু-নন্দন কুন্তী-তনয় রাজা যুধিষ্ঠির কুশলী আছেন; তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও আর আর যে সকল লোকের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাঁহারাও ভাল আছেন এবং আমিও ভাল আছি। তোমারও রাজ্য, রাষ্ট্র, কোষ ও বল-বিষয়ক সমস্ত কুশল ত? তুমি একাকী সমৃদ্ধি-সম্পন্ন শিবি, সৌবীর ও সিন্ধু-দেশস্থ প্রজাবর্গকে এবং অন্যান্য যে সকল লোক তোমার অধিগত হইয়াছে, তৎ সমুদায়কে ধর্ম্মানুসারে পালন করিতেছ ত? হে নৃপ-তনয়! এই পাদ্য ও আসন গ্রহণ কর, এবং তোমার প্রাতর্ভোজন স্বরূপ পঞ্চাশৎ মৃগ প্রদান করিতেছি, এ সমস্তও স্বীকার কর। কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির এতদ্ভিন্ন ঐণেয়, পৃষত, ন্যঙ্কু, হরিণ, শরভ, শশ, ঋক্ষ, রুরু, শম্বর ও গবয় নামক বহুসংখ্য মৃগ এবং বরাহ, মহিষ ও আর আর মৃগজাতি সমস্ত স্বয়ং তোমারে প্রদান করিবেন।

জয়দ্রথ কহিলেন, আমার প্রাতর্ভোজনের অপ্রতুল নাই; তুমি যাহা কিছু আমারে দিতে ইচ্ছা করিতেছ, সে সমস্তই সিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে আইস আমার রথে আরোহণ কর, এবং সম্পূর্ণ সুখভাগিনী হও। শ্রীহীন, হৃতরাজ্য, দীনভাবাপন্ন, ভগ্নচিত্ত, অরণ্যবাসী পৃথাপুত্রদিগের অনুরোধ করা তোমার উচিত হয় না। বুদ্ধিমতী যুবতী সম্পত্তিহীন পতির প্রতি কখন আসক্তি রাখে না; ভর্ত্তা শ্রীযুক্ত থাকিলেই তাহার সহিত সংযুক্তা হইবেক, শ্রীভ্রষ্ট হইলে আর সহবাস করিবেক না। পাণ্ডুপুত্রেরাও চিরকালের নিমিত্তে শ্রীহীন ও রাজ্যবিচ্যুত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগের প্রতি ভক্তিবশত তদীয় ক্লেশের উপাসনা করিবার তোমার প্রয়োজন নাই। হে সুশ্রোণি! ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও,—সুখ লাভ কর; আমার সহিত তুমি সমুদায় সিন্ধুসৌবীর-রাজ্য সম্ভোগ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সিন্ধুরাজ এই রূপ হৃৎকম্প-জনক বাক্যের উক্তি করিলে, সুমধ্যমা কৃষ্ণা ভ্রূকুটী-কুটিল-বদনে সে স্থান হইতে অপসৃতা হইলেন, এবং তদীয় বাক্যের প্রতি অনাদর ও তিরস্কার করিয়া জয়দ্রথকে কহিলেন, "তোমার কি

লজ্জা হইতেছে না? সাবধান! পুনরায় এরূপ কথা বলিও না”। সেই অনিন্দিতা দ্রুপদ-দুহিতা স্বামিগণের আগমন প্রতীক্ষা করত বহুল বাক্য প্রয়োগ-দ্বারা সিন্ধুরাজকে বিলক্ষণ বিলোভিত করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথের প্রতি দ্রৌপদী-বাক্যে ষট্‌ষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৬৬॥

—০—

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই দ্রুপদ-নন্দিনী, স্বভাবত মনোহর হইলেও রোষ-সম্ভূত-রক্তিমাদ্বারা উপহত, লোহিত-নয়নান্বিত, নত ও উন্নত ভ্রূযুগল-সম্বলিত মুখমণ্ডল-সহকারে সুবীর-রাষ্ট্রপালকে বিক্ষোভিত করিয়া পরিশেষে পুনরায় তাঁহারে বলিতে লাগিলেন। “রে মূঢ়! যাঁহারা সমুহ যক্ষরাক্ষসগণ মধ্যেও অচলভাবে সমরে অবস্থিত হইতে পারেন, সেই মহেন্দ্রকল্প, স্বকর্ম্ম-নিরত, যশস্বী, তীক্ষ্ণবিষ-আশীবিষ-সদৃশ মহারথগণের প্রতি অত্যুক্তি করত তোমার লজ্জা হইতেছে না কেন? হে সৌবীর! তপস্যা-সম্পন্ন সম্পূর্ণ-বিদ্যাশালী পূজনীয় পুরুষ বনচারীই হউন বা গৃহমেধীই হউন, সজ্জনেরা কদাচ তাঁহার প্রতি পাপ-বাক্য বলেন না, কুক্কুর-প্রকৃতি দুর্জ্জনেরাই তাঁহারে এইরূপ কটূক্তি করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমার এতাদৃশ ক্ষত্রিয়-সমবায় মধ্যে এমন কেহ বিদ্যমান নাই যে, তোমাকে অদ্য বিপদ্‌রূপ মহাগর্ত্তাভিমুখে পতিত হইতে দেখিয়া, হস্তে ধারণপূর্ব্বক প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিবে। তুমি যে ধর্ম্মরাজকে জয় করিবার আশংসা করিতেছ, ইহাতে এই মাত্র প্রতীতি হয় যে, তুমি দণ্ডধারী হইয়া, হিমালয়ের উপত্যকায় বিচরণকারী, গিরিশৃঙ্গ-সন্নিভ, প্রভিন্নগণ্ড মত্তমাতঙ্গকে যূথ হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা পাইতেছ। ভীমসেনকে প্রধর্ষিত করিবার নিমিত্ত তোমার যে আশা হইতেছে, ইহাতেও এই বলিতে হয় যে, তুমি মূর্খতা-প্রযুক্ত, নিদ্রাগত মহাবল-সমন্বিত সিংহকে পদাহত করিয়া, তদীয় মুখ হইতে শ্মশ্রু-লোম-সমস্ত ছিন্ন করিতে উদ্যত হইতেছ, পরন্তু ভীমসেনের ক্রোধপূর্ণ-মূর্ত্তি অবলোকন করিবামাত্র তোমাকে নিঃসন্দেহ পলায়ন করিতে হইবে। তুমি যে ক্রোধ-পরীত উগ্রমূর্ত্তি সব্যসাচীর সহিত যুদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, তদ্বিষয়েও এই নিদর্শন নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে যে, তুমি গিরিকন্দর-সম্ভূত সম্পূর্ণ-বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, মহাবল, ঘোরতর উগ্রস্বভাব প্রসুপ্ত মৃগরাজকে চরণাগ্র-দ্বারা তাড়না করিতেছ; পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ পাণ্ডব-যুগলের সঙ্গেও তুমি যে সংগ্রাম করিতে অভিলাষী হইতেছ, তাহাতেও এই নির্দ্দেশ করা যায় যে, তুমি মত্ত হইয়া, জিহ্বা-দ্বয়-সমন্বিত তীক্ষ্ণবিষ কৃষ্ণসর্পদ্বয়কে পদদ্বারা পুচ্ছদেশে আক্রমণ করিতেছ। ফলত, তুমি আমারে গ্রহণ করিলে সেই সমস্ত মহাবীরেরা নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন; পরন্তু যেমন বেণু, কদলী অথবা নল কেবল বিনাশের নিমিত্তেই ফলবান্ হয়, এবং কর্কটী যেমন মরণের নিমিত্তে গর্ব্ভধারণ করে, আমাকে গ্রহণ করিয়া তোমারও সেই রূপ দশা হইবে।

জয়দ্রথ কহিলেন, কৃষ্ণে! আমি জানি; সেই রাজপুত্রেরা যাদৃশ ক্ষমতাপন্ন, তাহা আমার বিদিত আছে; তুমি এরূপ ভয়প্রদর্শন-দ্বারা আমাদিগকে অদ্য ত্রাসিত করিতে পারিবে না। হে দ্রৌপদি! আমরাও সকলে প্রধান সপ্তদশ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং শৌর্য্যাদি ছয় গুণেও পাণ্ডুপুত্রগণ অপেক্ষা বিশিষ্ট আছি, সুতরাং তাহাদিগকে নিকৃষ্ট বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকি; এক্ষণে তুমি অবিলম্বে হস্তীতে বা রথে আরোহণ কর, কেন না কেবল বাক্যমাত্রে আমাদিগকে নিবারণ করিতে পারিবে না; অথবা কৃপণবাদিনী হইয়া সৌবীররাজের প্রসাদ প্রার্থনা কর।

দ্রৌপদী কহিলেন, আমি মহাবলশালিনী হইলেও সৌবীররাজ আমারে দুর্ব্বলা মনে করিতে-

ছেন কেন? সম্যক্‌রূপে বিখ্যাতা হইয়া এক্ষণে বলাৎকার-ভয়ে আমি সৌবীররাজের নিকটে কাতরোক্তি করিতে পারি না। সমবেত কৃষ্ণার্জ্জুন এক রথে অধিরূঢ় হইয়া পরিত্রাণার্থে যাহার পথানুসারী হইতে পারেন, তাহাকে ইন্দ্রও কোন ক্রমে অপহরণ করিতে সমর্থ হন না; এক জন দীনভাবাপন্ন সামান্য মনুষ্য মাত্রের কথা আর কি বলিব? পরবীর-বিধ্বংসী সব্যসাচী যখন রথস্থ হইয়া শত্রুগণের মন-সমস্ত নিহত করত আমার নিমিত্তে তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন, তখন অগ্নি যেমন নিদাঘকালে শুষ্কতৃণ দহন করে, সেই রূপ শরানলে সকলকে দগ্ধ করিবেন। অন্ধক ও বৃষ্ণি-বীরগণের সহিত জনার্দ্দন এবং মহাধনুর্দ্ধারী সমুদয় কৈকেয়গণ, এই সমস্ত রাজপুত্রেরা সকলেই হৃষ্টচিত্তে আমার পথানুসারী হইতে পারিবেন। মৌর্ব্বীপ্রেরিত, গাণ্ডীব-বিনির্ম্মুক্ত, জলদ-সদৃশ ভীষণ নির্ঘোষ-সমন্বিত, অতি-বেগশালী ভয়ঙ্কর শরসমস্ত সব্যসাচীর হস্ত তাড়না করিয়া ঘোরতর শব্দ করিতে থাকে। তুমি যখন অর্জ্জুনকে পতঙ্গ-সমূহের ন্যায় দ্রুতবেগ-বিশিষ্ট গাণ্ডীব-পরিত্যক্ত মহাশররাশি প্রয়োগ করিতে দেখিবে, তখন স্বীয় বুদ্ধির প্রতি নিশ্চয়ই নিন্দা করিবে। গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় যখন শঙ্খধ্বনি ও তলত্রনিনাদ পুরঃসর বারম্বার শরসমস্ত উদ্বহন করত তোমার বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিবেন, তখন তোমার মন কি রূপ হইবে, একবার অনুধাবন করিয়া দেখ। ভীমসেন যখন গদাহস্তে তোমার অভিমুখে ধাবমান হইবেন এবং নকুল ও সহদেব অমর্ষজনিত ক্রোধবিষ বমন করত দিকে দিকে প্রধাবিত হইতে থাকিবেন, তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া তুমি চিরকালের নিমিত্তে সন্তাপ প্রাপ্ত হইবে। মহার্হ পতিগণের প্রতি আমি যে মনে মনেও কখন কোন প্রকারে অত্যাচার করি না, সেই সত্যদ্বারা অদ্য তোমাকে পার্থগণ-কর্ত্তৃক বশীকৃত ও পরিকৃষ্যমাণ হইতে দেখিব। তুমি স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা-প্রযুক্ত বিকর্ষণ করিয়াও আমাকে কোন ক্রমে ভয়প্রাপ্ত করিতে পারিবে না, কেননা, পাণ্ডবগণের সহিত সমাগত হইবামাত্র আমি পুনরায় কাম্যকবনে আসিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিশাল-নয়না কৃষ্ণা সেই রাজন্যগণকে গ্রহণেচ্ছু দেখিয়া ভর্ৎসনা করত কহিলেন, আমাকে কদাচ স্পর্শ করিও না; এই বলিয়া সভয়ান্তঃকরণে তিনি পুরোহিত ধৌম্যকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ তাঁহারে উত্তরীয় বস্ত্রাঞ্চলে গ্রহণ করিল; তিনিও তাহাকে বল-পূর্ব্বক সমাক্ষিপ্ত করিলেন। দ্রৌপদী-কর্ত্তৃক সমাক্ষিপ্ত-দেহ হইয়া সেই পাপাত্মা ছিন্নমূল মহীরুহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। পরন্তু সে মহাবেগ সহকারে তাঁহারে পুনরায় ধারণ করিল। তখন পরিকৃষ্যমাণা নৃপতনয়া কৃষ্ণা বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধৌম্যের চরণযুগলে অভিবাদন-পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন।

ধৌম্য কহিলেন, অহে জয়দ্রথ! ক্ষত্রিয়ের পুরাতন ধর্ম্মের প্রতি অবেক্ষণ কর; মহারথ পাণ্ডবগণকে বিজিত না করিয়া ইহাঁরে লইয়া যাওয়া তোমার সাধ্য নহে। এই জঘন্য কর্ম্ম করিয়া তুমি ধর্ম্মরাজ-প্রভৃতি বীর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডবগণের নিকটে অবশ্যই ইহার পাপময় ফল প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই কথা বলিয়া ধৌম্য তখন পদাতিগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সেই হ্রিয়মাণা যশস্বিনী দ্রুপদরাজ-নন্দিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

দ্রৌপদীহরণে সপ্তষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৬৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অখিল-ভূমণ্ডল মধ্যে প্রধানতম ধনুর্দ্ধারী পৃথা-নন্দনেরা পৃথক্ পৃথক্ সঞ্চরণ করত সর্ব্বদিকে সম্যক্‌রূপে বিহরণ-

পূর্ব্বক মৃগ বরাহ মহিষ-প্রভৃতি সংহার করিয়া পরিশেষে একত্র মিলিত হইলেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির সেই মৃগ ও হিংস্রজন্তুগণে সমাকীর্ণ মহারণ্য কাম্যক কাননকে বিহগকুল-কর্তৃক নিনাদিত হইতে দেখিয়া, এবং চীৎকারকারী মৃগসমুদায়ের বাণীসমস্ত শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে বলিলেন, "এই সকল মৃগ ও বিহঙ্গগণ যখন প্রভাকর-সমুদ্ভাসিত দিকের প্রতি ধাবমান হইয়া ক্রূরভাবে উৎকট আয়াস ব্যক্ত করিতেছে, তখন ইহাই জানাইতেছে যে, মহাবন কাম্যক শত্রুগণ-কর্তৃক প্রবাধিত হইতেছে; অতএব তোমরা শীঘ্র নিবৃত্ত হও; মৃগেতে আমাদের আর প্রয়োজন নাই; কারণ, আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত, এমন কি, দগ্ধপ্রায় হইতেছে, এবং শরীরস্থ প্রাণপতি অতিমাত্র কাতর হইয়া বুদ্ধির মোহ উৎপাদন-পূর্ব্বক যেন ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। কোন সরোবরস্থ সর্প সুপর্ণ-কর্তৃক হৃত হইলে ঐ সরোবর যে রূপ হয়; অরাজক ও হৃতলক্ষ্মী হইলে রাষ্ট্র যে রূপ হয়; পানলালসা-বিহ্বল লোকেরা কুম্ভস্থিত সমস্ত রস পান করিয়া লইলে ঐ কুম্ভ যে রূপ হয়; কাম্যক বনও আমার নিকটে সেইরূপ প্রতিভাত হইতেছে।"

সেই নরবীর পাণ্ডবেরা তখন পবন ও জলপ্রবাহ অপেক্ষা অধিকতর বেগ-বিশিষ্ট সিন্ধুদেশ-সম্ভূত মহাজব অশ্ব-সমুদায়ে সংযোজিত বৃহদাকার স্বীয় স্বীয় রথদ্বারা নীত হইয়া আশ্রমাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময়ে তাঁহাদের বামপার্শ্বে একটা প্রচণ্ডরব গোমায়ু সহসা উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির প্রণিধান-পূর্ব্বক তাহা পর্য্যালোচন করিয়া ভীম ও ধনঞ্জয়কে কহিলেন, এই নিকৃষ্টযোনি শৃগাল বামপার্শ্বে আসিয়া যে প্রকার রব করিতেছে, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, পাপাত্মা কৌরবেরা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া বল-পূর্ব্বক নিষ্পীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। এই কথা বলিয়াই তাঁহারা তৎকালে মহারণ্যে মৃগয়া করণানন্তর সেই বনে প্রবেশ করত দেখিলেন, প্রেয়সীর কিঙ্করী বালা ধাত্রেয়িকা রোদন করিতেছে। হে নরেন্দ্র! তখন ইন্দ্রসেন ত্বরান্বিত হইয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক দ্রুতপদ-সঞ্চারে ধাত্রেয়িকার নিকটে আসিয়া তদপেক্ষাও অধিকতর কাতরভাবে তাহারে কহিল, তুমি ধরাতলে পতিতা হইয়া রোদন করিতেছ কেন? তোমার মুখমণ্ডল কি নিমিত্তে ম্লানবর্ণ ও শুষ্ক হইতেছে? সুনিষ্ঠুর-কর্ম্মকারী পাপাত্মা কৌরবেরা, পাণ্ডবগণের শরীর-সদৃশী, সুবিশাল-নেত্রা, অচিন্ত্যরূপা, রাজপুত্রী দ্রৌপদীকে ত বল-পূর্ব্বক হরিয়া লয় নাই? ধর্ম্ম-তনয় যে রূপ সন্তাপ করিতেছেন, ইহাতে যদিও সেই দেবী রসাতলে প্রবেশিতা, অন্তরীক্ষে উপনীতা অথবা সমুদ্রে নিমজ্জিতা হইয়া থাকেন, তথাপি পৃথা-নন্দনেরা তাঁহার স্থানে গমন করিবেন। এ স্থলে কোন্ বিমূঢ় ব্যক্তি, ঈদৃশ অরাতিমর্দ্দন ক্লেশ-সহিষ্ণু অপরাজিত পাণ্ডবগণের বহিশ্চর হৃদয়-স্বরূপা প্রাণসমা প্রিয়তমা নাথবতী পাঞ্চালীকে অনুত্তম রত্নের ন্যায় অদ্য হরণ করিতে ইচ্ছা করিলেক, বুঝিতে পারিতেছি না। অদ্য কাহার দেহ প্রতিভেদ করিয়া সুশাণিত ঘোরতর শরবর-নিকর ধরণীগর্ভে প্রবিষ্ট হইবে? হে ভীরু! তুমি কৃষ্ণার প্রতি শোক করিও না; ইহা নিশ্চয় অবধারণ কর, তিনি অদ্যই পুনরাগমন করিবেন; পাণ্ডবেরা সমুদায় শত্রুগণকে নিঃশেষে নিহত করিয়া পশ্চাৎ যাজ্ঞসেনীর সহিত মিলিত হইবেন।

অনন্তর ধাত্রেয়িকা রুচির-বদন মার্জ্জন-পূর্ব্বক সারথি ইন্দ্রসেনকে কহিল, "জয়দ্রথ ইন্দ্রতুল্য পঞ্চ পাণ্ডবকে পরিভূত করিয়া বলাৎকারে দ্রৌপদীরে হরণ করিয়াছে। এই সমস্ত পথ এখনও অভিনব রহিয়াছে এবং ভগ্ন বৃক্ষ সকলও এখনও ম্লান হয় নাই; অতএব তোমরা রথ ফিরাও; রাজপুত্রী এখনও অধিক দূরে যান নাই; শীঘ্র তাঁহার অনুসরণ

কর। হে ইন্দ্রতুল্য-বীরগণ! তোমরা সকলেই সুরুচির বিশাল বর্ম্ম-সমস্ত পরিধান করিয়া মহামূল্য শরাসন ও শরনিকর ধারণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে কৃষ্ণার পথানুসারী হও; কেননা পাছে ভর্ৎসনা ও দণ্ডদ্বারা বিমোহিতা, বিহ্বলচিত্তা ও শুষ্কবদনা হইয়া তিনি ভস্মোপরি উৎকৃষ্ট আহুতি-পূর্ণ হবনপাত্রের ন্যায় কোন অযোগ্যপাত্রে আত্মদেহ সমর্পণ করেন; পাছে তুষানলে ঘৃত হবন করার ন্যায় হন; পাছে শ্মশানে নিক্ষিপ্তা মালার ন্যায় হন; পাছে যাজক ব্রাহ্মণগণের অনবধানে কুক্কুর-কর্ত্তৃক অবলেহিত যজ্ঞীয় সোমরসের ন্যায় হন; পাছে মহারণ্যে মৃগয়া করিয়া একটা শৃগাল নলিনীকে বিলোড়ন করে। যজ্ঞকুণ্ডস্থ ঘৃতাবলেহী কুক্কুরের ন্যায় কোন অকার্য্যকারী ব্যক্তি যেন তোমাদিগের প্রেয়সীর শোভন-নাসিকান্বিত, সুলোচন, শশাঙ্ক-কান্তিপ্রভ, সুবিমল শুভানন স্পর্শ না করে। এই পুরোবর্ত্তী পথ-সকল দিয়া তোমরা শীঘ্র অনুসরণ কর; এ বিষয়ে কাল যেন তোমাদিগকে শীঘ্র অতিবর্ত্তন না করে”।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভদ্রে! সরিয়া যাও; বাক্য রোধ কর; রাজারাই হউক বা রাজপুত্রেরাই হউক, বল-দ্বারা মত্ত হইলেই বঞ্চনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই কথা বলিয়াই তাঁহারা ধাত্রেয়িকার প্রদর্শিত পথ-সকলেরই অনুবর্ত্তী হইয়া সর্পের ন্যায় বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং প্রকাণ্ড কোদণ্ড সমুদায়ে জ্যা বিক্ষেপ করিতে করিতে শীঘ্র প্রস্থিত হইলেন। পরে দেখিতে পাইলেন, সেই রাজ-সৈন্যের ধূলি অশ্বগণের খুরদ্বারা প্রেরিত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, এবং ধৌম্য পদাতিগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া “সত্বর ধাবমান হও” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভীমকে আহ্বান করিতেছেন। অনন্তর সেই অতিদীন-সত্ত্ব রাজপুত্রেরা ধৌম্যকে “আপনি সুখে আগমন করুন” এই বলিয়া সান্ত্বনা করিয়া, আমিষলোভাসক্ত শ্যেন-নিচয়ের ন্যায় বেগে সেই সৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহারা সকলেই মহেন্দ্র-সদৃশ বিক্রম-সম্পন্ন, সুতরাং পাঞ্চালীর পরিভব হেতু সহজেই কুপিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার জয়দ্রথকে দেখিয়া এবং তদীয় রথোপরি অবস্থিতা প্রেয়সীকে অবলোকন করিয়া তাঁহাদের ক্রোধ একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠির, সকলেই উচ্চৈঃস্বরে সিন্ধুরাজকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; তাহাতে শত্রুগণের সর্ব্বতোভাবে দিঙ্মোহ উপস্থিত হইল।

পাণ্ডবগণের জয়দ্রথানুসরণে অষ্টষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬৮ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমসেন ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া অমর্ষাবিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের তৎকালে বন-মধ্যে ঘোরতর শব্দ সমুদ্ভূত হইল। দুরাত্মা রাজা স্বয়ং জয়দ্রথও সেই কুরুপুঙ্গবগণের ধ্বজাগ্র সমস্ত নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক হৃততেজা হইয়া রথস্থিতা দীপ্তিমতী যাজ্ঞসেনীকে কহিলেন, কৃষ্ণে! এই যে পাঁচজন মহারথী আসিতেছেন, বোধ হয়, ইহাঁরা তোমারই স্বামী হইবেন; অতএব হে সুকেশি! তোমার পরিচিত থাকায়, পাণ্ডবগণের মধ্যে কে কোন রথে পর পর অবস্থিত রহিয়াছেন, আমাদিগের নিকটে ব্যক্ত কর।

দ্রৌপদী কহিলেন, রে মূঢ়! পরমায়ুঃক্ষয়কর অতিঘোর কর্ম্ম করিয়া এখন মহাধনুর্দ্ধরগণের পরিচয় জানিয়া তোমার কি হইবে? আমার এই বীর্য্যসম্পন্ন পতিগণ সমবেত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে সংগ্রামে তোমাদিগের কেহই আর অবশিষ্ট থাকিবে না। পরন্তু তুমি মুমূর্ষু হইলেও যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন তোমার নিকটে সমুদয় বর্ণন করা আমার কর্ত্তব্য; যেহেতু

ইহা ধর্ম্মানুগত। সংপ্রতি অনুজগণের সহিত ধর্ম্মরাজকে অবলোকন করিয়া তোমা হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় বা ব্যথা নাই। যাঁহার ধ্বজাগ্রদেশে মধুরধ্বনি-বিশিষ্ট, সুন্দরাকৃতি, নন্দ ও উপনন্দ নামে মৃদঙ্গদ্বয় নিনাদিত হইতেছে, উনি স্বকীয় ধর্ম্মার্থের নিশ্চয়াভিজ্ঞ; কার্য্যার্থী লোকেরা নিয়ত উহাঁর অনুসরণ করে। ঐ যে ব্যক্তি কাঞ্চনের ন্যায় বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ, প্রচণ্ড নাসিকান্বিত, ক্ষীণ-দেহ ও বিস্তৃত-নয়ন, আমার ঐ স্বামীকে লোকে কুরুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মতনয় যুধিষ্ঠির বলিয়া থাকে। ঐ ধর্ম্মচারী নরবীর শরণাগত শত্রুরও প্রাণদান করেন; অতএব রে মূঢ়! তুমি অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনার মঙ্গলের নিমিত্তে দ্রুতবেগে উহাঁর নিকটে গিয়া শরণাপন্ন হও।

অপিচ প্রবৃদ্ধ শালবৃক্ষের ন্যায় ঐ যে মহাভুজ ব্যক্তিকে রথারূঢ় দেখিতেছ; যিনি ওষ্ঠ সংদশন করিতেছেন এবং ভ্রুকুটী-ভঙ্গীদ্বারা যাঁহার ভ্রূযুগল মিলিত হইয়াছে; উনি আমার ভর্ত্তা বৃকোদর। সৎকুল-সম্ভূত, স্থূলকায়, উত্তম-দান্ত মহাবল-সম্পন্ন তুরঙ্গমগণ ঐ শূর পুরুষকে বহন করিয়া থাকে। উহাঁর কর্ম্ম-সমস্ত লোকাতীত; এই নিমিত্তে উহাঁর 'ভীম' এই শব্দটি ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছে। যাহারা উহাঁর অপরাধ করে, তাহারা আর বিনষ্ট হইতে অবশিষ্ট থাকে না; কেননা উনি কদাচ বৈর বিস্মরণ করেন না, কোন না কোন কারণ আহরণ করিয়া শত্রুতার শেষ করেন; বৈরনির্যাতন করিবার পরেও যে অত্যন্ত শান্ত হন, এমনও নহে।

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও শিষ্য এবং আমার পতি ধনুর্দ্ধর-প্রবর, ধৃতিমান্, যশস্বী, জিতেন্দ্রিয়, বৃদ্ধসেবী, নরবীর ধনঞ্জয় ঐ। যিনি না কাম, না ভয়, না কোপ, কিছুতেই ধর্ম্ম ত্যাগ বা নিষ্ঠুরতাচরণ করেন না; সেই ঐ অনলতুল্য তেজস্বী, শত্রু-পরাক্রম-সহিষ্ণু, প্রমাথী সব্যসাচী।

যিনি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও অর্থের নিশ্চয়াভিজ্ঞ, ভয়ার্ত্তদিগের ভয়-হর্ত্তা ও মনীষা-সম্পন্ন; পৃথিবীমধ্যে যাঁহার রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করে; এবং সমুদয় পাণ্ডবেরা যাঁহারে প্রাণ অপেক্ষাও গরিষ্ঠ ও সম্যক্ অনুরক্ত বলিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন; আমার পতি সেই বীর্য্যবান্ নকুল ঐ। রে মূঢ়াত্মন্! সহদেবের অগ্রজাত ঐ মহান্ ধীমান্ লঘুহস্ত হইয়া বিবিধ প্রকারে অসি চালন-পূর্ব্বক খড়্গযুদ্ধ করেন; অতএব দৈত্যসেনা মধ্যে বাসবের ন্যায় অদ্য সংগ্রামে তুমি উহাঁর বিচিত্রব্যাপার অবলোকন করিবে।

ঐ যিনি সমুদায় পাণ্ডবগণের কনিষ্ঠ ও প্রীতিপাত্র, ধর্ম্মতনয় রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয়কারী, চন্দ্র-সূর্য্য-তুল্য তেজস্বী, শূর, কৃতাস্ত্র, মতিমান্ ও মনস্বী; যাঁহার সমান বুদ্ধিমান্ এবং সাধুসমাজে বিনিশ্চয়াভিজ্ঞ বক্তা আর মনুষ্যই নাই; আমার স্বামী সেই ঐ শৌর্য্যশালী, নিয়ত অমর্ষান্বিত, ধীসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান্ সহদেব। কুন্তীর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, সদা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিরত, ঐ মনস্বী নরবীর বরং প্রাণ-সমস্তও পরিত্যাগ করিতে পারেন, হুতাশনে প্রবেশ করিতেও সমর্থ হন, তথাপি ধর্ম্মবহির্ভূত বাক্যের উক্তি করিতে পারেন না। ফলত, কোন রত্ন-পরিপূর্ণা নৌকা সমুদ্র-মধ্যে মকরের পৃষ্ঠদেশে লাগিয়া বিশীর্ণা হইলে যেরূপ বিক্ষোভিতা হয়, পাণ্ডুতনয়েরা ত্বদীয় যোধবর্গকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলে তোমার এই সেনাকেও তুমি সেইরূপ বিক্ষোভিতা দেখিবে। তুমি মোহ-প্রযুক্ত যাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া আমারে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই পাণ্ডুপুত্রগণের বিবরণ এই বর্ণিত হইল; ইহাঁদিগের হস্ত হইতে যদি অক্ষত দেহে নিষ্কৃতি পাও তবে জীবিত থাকিতেই পুনরায় জন্মলাভ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পঞ্চবাসব-সদৃশ পঞ্চ পাণ্ডব সেই ত্রাসান্বিত বদ্ধাঞ্জলি পদাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধপরীত-চিত্তে রথ সৈন্যকে

সর্বদিকে সর্বতোভাবে নিগৃহীত করত শরবর্ষদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

পাণ্ডবযুদ্ধারম্ভে একোন সপ্তত্যধিক দ্বিশত-তম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তৎকালে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সেই নরপতিগণকে "তোমরা সম্যক্‌রূপে অবস্থিত হও, প্রহার কর, শীঘ্র ধাবমান হও," এইরূপ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমরে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেবকে দেখিয়া সৈন্যগণের ঘোরতর শব্দ সমূত হইল। ব্যাঘ্রনিকরের ন্যায় সেই উৎকট-বলশালী পুরুষব্যাঘ্রদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া শিবি, সৌবীর ও সিন্ধুদেশীয় ভূপতিগণেরও বিষাদ জন্মিল। যাহার সমুদয় অংশ শৈক্যাখ্য লৌহদ্বারা নির্ম্মিত এবং উচ্চুয় স্বর্ণদ্বারা চিত্রিত, এতাদৃশী গদা গ্রহণ করিয়া ভীম কালপ্রেরিত জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এমন সময়ে কোটিকাখ্য আসিয়া প্রচুর রথসৈন্যদ্বারা বৃকোদরকে পরিবারিত করত তাঁহার ও জয়দ্রথের মধ্যে ব্যবধান করিয়া দিল। ভীম, বীরগণের ভুজপ্রেরিত বহুসংখ্য শক্তি, তোমর ও নারাচ দ্বারা আকীর্ণ হইতে থাকিলেও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সৈন্ধবের সেনামুখে তিনি গদাঘাতে হস্তিপকের সহিত এক হস্তী ও চতুর্দ্দশ পদাতি বিনষ্ট করিলেন।

ধনঞ্জয় সৌবীররাজকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে তদীয় বাহিনীমুখে পঞ্চশত-সংখ্য পার্ব্বতীয় মহারথ শূর বীরদিগকে নিহত করিলেন। তৎকালে স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির সুবীরগণের প্রধান প্রধান যোধবর্গ-মধ্যে একশত জনকে নিমেষ মাত্রে সংগ্রামে বিনষ্ট করিলেন। তথায় নকুলও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ ধারণ-পূর্ব্বক পাদরক্ষক সৈন্যগণের মস্তকসমস্ত বীজ বপনের ন্যায় পুনঃপুন বিকীর্ণ করিতে দৃষ্ট হইলেন। সহদেব রথারোহণে প্রস্থিত হইয়া গজযোধীদিগকে, তরুনিকর হইতে বিহঙ্গগণের ন্যায়, নারাচ-নিচয়-দ্বারা নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ শরাসন হস্তে মহারথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তখন গদাদ্বারা যুধিষ্ঠিরের হয় চতুষ্টয় বিনষ্ট করিলেন। কুন্তীনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সেই পাদচারী সমীপবর্ত্তী ত্রিগর্ত্তরাজকে বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন। হৃদয় বিদ্ধ হওয়াতে সেই বীর মুখ হইতে রক্ত বমন করত ছিন্নমূল মহীরুহের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে পতিত হইলেন। হতাশ্ব যুধিষ্ঠিরও ঐ অবসরে ইন্দ্রসেনের সহিত রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক সহদেবের মহারথে আরোহণ করিলেন। ঐ সময়ে ক্ষেমঙ্কর ও মহামুখ-নামা দুই ব্যক্তি নকুলকে সন্ধান করিয়া উভয়দিক্ হইতে প্রখর শরবর্ষদ্বারা অভিবৃষ্ট করিতে লাগিল। মাদ্রীতনয় বর্ষাকালীন জলদযুগলের ন্যায় শরবারি বর্ষণকারী সেই দুই জনকে এক এক বিপাঠদ্বারা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর গজযানকোবিদ ত্রিগর্ত্তরাজ সুরথ তাঁহার রথাগ্রভাগে উপনীত হইয়া গজদ্বারা রথখানি সমাক্ষিপ্ত করিলেন। পরন্তু নকুল তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া অসিচর্ম্ম-হস্তে সেই রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক যোগ্যস্থান আশ্রয় করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর সুরথ নকুলের বধের নিমিত্তে সেই ক্রোধান্বিত উচ্ছ্রিত-শুণ্ড গজবরকে প্রেরণ করিলেন। হস্তী সমীপবর্ত্তী হইলে নকুল খড়্গদ্বারা তাহার সদন্ত শুণ্ডাদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সেই কবচ-ভূষিত মাতঙ্গ মহাশব্দে চীৎকার করিয়া অবনমিত মস্তকে ভূতলে পতিত হইয়া গজারোহদিগকে চূর্ণিত করিল। শৌর্য্য-সম্পন্ন মহারথ মাদ্রীতনয় নকুল সেই মহৎ কর্ম্ম করিয়া ভীমসেনের রথে আরোহণ-পূর্ব্বক স্বস্তি লাভ করিলেন।

এদিকে রাজা কোটিকাখ্য সংগ্রামে সমাপতিত

হইবামাত্র ভীম তদীয় অশ্বপরিচালক সূতের মস্তক ক্ষুরপ্রদ্বারা হরণ করিয়া লইলেন। বাহুশালী বৃকোদর তাঁহার সারথিকে যে নিহত করিলেন সেই রাজা তাহা জানিতেই পারিলেন না। সারথি বিনষ্ট হওয়ায় তদীয় ঘোটকসকল রণভূমির ইতস্তত প্রধাবিত হইল। যোধপ্রবর পাণ্ডু-তনয় বৃকোদর সেই হতসারথি কোটিকাখ্যকে বিমুখ দেখিয়া সমীপে আগমন-পূর্ব্বক করতলমুক্ত প্রাসদ্বারা তাঁহারে নিহত করিলেন।

ধনঞ্জয় নিশিত-ভল্লনিবহ-সহকারে সৌবীরগণের দ্বাদশজন মধ্যে সকলেরই শরাসন ও মস্তক-সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই অতিরথী সংগ্রামে বাণ-বিষয়াগত শিবি, ইক্ষ্বাকুপ্রবর, ত্রিগর্ত্ত ও সৈন্ধবদিগকেও নিহত করিলেন। পতাকাসহ বহুসংখ্য মাতঙ্গ এবং ধ্বজসম্বলিত মহারথ-সমস্ত সব্যসাচী-কর্ত্তৃক প্রতিনিয়ত নিপাতিত হইতে দৃষ্ট হইল। মস্তক-হীন দেহ ও দেহশূন্য মস্তক-সকল সমগ্র সংগ্রামভূমি আচ্ছাদিত করিয়া রহিল। তথায় কুক্কুর, গৃধ্র, কঙ্ক, কাকোল, ভাস, শৃগাল ও কাক-সকল নিহত-বীরগণের রক্ত মাংস ভোজনে পরিতৃপ্ত হইল। সেই সমস্ত বীর হত হইলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অতিমাত্র ভীত হইয়া কৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়নমনা হইলেন। ঐ প্রাণাকাঙ্ক্ষী নরাধম, দ্রৌপদীকে সেই সঙ্কুল সৈন্যমধ্যে অবতারিত করিয়া, যে পথে বনে আসিয়াছিল সেই পথ দিয়াই ধাবমান হইল। তখন ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীকে ধৌম্যের অগ্রবর্ত্তিনী দেখিয়া বীর্য্যবান্ সহদেব-দ্বারা রথারোহণ করাইলেন। জয়দ্রথ অপগত হইলে পর, বৃকোদর সেই পলায়ন-পরায়ণ সৈন্য-সকলকে নাম-নির্দ্দেশ করিয়া করিয়া নারাচ-নিচয়-দ্বারা নিপাতিত করিতে লাগিলেন। পরন্তু সব্যসাচী জয়দ্রথকে পলায়মান দেখিয়া সৈন্ধব-সৈনিকদিগের বিধ্বংসকারী ভীমসেনকে নিবারণ করিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, যাহার অপরাধে আমরা এই দারুণ ক্লেশ প্রাপ্ত হইলাম, সেই জয়দ্রথকে এই সমরক্ষেত্রে দেখিতেছি না; অতএব আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি তাহারই অন্বেষণ করুন, যোধগণকে নিপাতিত করিয়া আপনকার প্রয়োজন কি? কি নিমিত্তেই বা আপনি এই নিষ্ফল কর্ম্মে যত্ন করিতেছেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীসম্পন্ন ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বাগ্মী ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের মুখাবলোকন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! শত্রুদিগের বীরবর্গ অধিকাংশ বিনষ্ট হওয়ায় তাহারা দিকে দিকে পলায়ন করিয়াছে, অতএব আপনি নকুল সহদেব ও মহাত্মা ধৌম্যের সমভিব্যাহারে দ্রৌপদীকে লইয়া এস্থান হইতে নিবৃত্ত হউন এবং আশ্রমে গিয়া উহাঁরে সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনা করুন। সিন্ধুরাজাধম মূঢ় জয়দ্রথ যদি পাতালতলেও আশ্রয় লয়, যদি ইন্দ্রও তাহার সহায় হন, তথাপি সে জীবিত থাকিতে কোনক্রমে আমার নিকটে নিষ্কৃতি পাইবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! জয়দ্রথ দুরাত্মা হইলেও, দুঃশলা ও যশস্বিনী গান্ধারীকে স্মরণ করিয়া তাহারে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, লজ্জাবতী বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের ঐ কথা শ্রবণে কোপে ব্যাকুলেন্দ্রিয়া হইয়া ভীম ও অর্জ্জুন উভয় পতিকেই কহিলেন, "যদি আমার প্রিয় কার্য্য করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য হয় তবে সেই কুলপাংশন, দুর্ম্মতি, পাপাত্মা, নরাধম সৈন্ধবাধমকে বধ করিতে হইবে। যে বৈরী ভার্য্যাপহারী ও রাজ্যহারী হয়, সে যাচ্ঞা করিলেও সমরে তাহারে কোন প্রকারে বিমুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে।" এইরূপ কথিত হইয়া সেই নরশার্দ্দূল-যুগল জয়দ্রথের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন, এবং রাজাও পুরোহিত-সমভিব্যাহারে কৃষ্ণারে লইয়া নিবৃত্ত হইলেন। তিনি ঋষিগণের আসন ও ছাত্রনিলয়ে

পরিকীর্ণ আশ্রমপদে প্রবেশিয়া দেখিলেন, তাহা মার্কণ্ডেয়াদি বিপ্রগণ-দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই সকল ব্রাহ্মণেরা সমাহিত হইয়া দ্রৌপদীর নিমিত্তে অনুশোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির ভার্য্যার সহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া আগমন করত তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাঁহারা সেই নরপতিকে সিন্ধু সৌবীরাদিদিগের পরাজয় সাধন-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রত্যাগত এবং দ্রৌপদীকে পুনরায় আহৃতা দেখিয়া অতিশয় হর্ষান্বিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই বিপ্রগণে পরিবৃত হইয়া তথায় উপবিষ্ট হইলে, ভাবিনী কৃষ্ণা নকুল সহদেবের সহিত আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে ভীমার্জ্জুন শত্রুকে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে শুনিয়া স্বয়ং অশ্ব-সকল পরিচালন করত অতিবেগে তৎসমীপে প্রধাবিত হইলেন। পুরুষকার-সম্পন্ন অর্জ্জুন এ স্থলে এই একটি অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন যে, ক্রোশ মাত্র পথ অতীত হইলেও জয়দ্রথের অশ্ব-সকলকে তিনি বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তিনি দিব্যাস্ত্র-সম্পন্ন এবং কৃচ্ছ্রকালেও ব্যাকুলতা-পরিশূন্য, সুতরাং অস্ত্রমন্ত্রপূত শরনিকর-সহকারে ঐ দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন। অনন্তর বীর্য্যশালী ভীম ও ধনঞ্জয়, উভয়েই হতাশ্ব, ভীত, একাকী ও ব্যাকুলচিত্ত জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। জয়দ্রথও স্বীয় অশ্ব-সকলকে নিহত দেখিয়া সুদুঃখিত এবং মানুষ-বিক্রমাতীত কর্ম্ম-সমস্ত-কারী ধনঞ্জয়কে দেখিয়া পলায়নে উৎসাহী হইয়া, যে পথে বনে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই পলায়ন করিলেন।

মহাবাহু অর্জ্জুন জয়দ্রথকে পলায়ন-বিষয়ে পরাক্রান্ত দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "অহে রাজপুত্র! তুমি এই বীর্য্যদ্বারা কি বলিয়া স্ত্রীলোককে বল-পূর্ব্বক প্রার্থনা কর? নিবৃত্ত হও; তোমার পলায়ন করা উচিত হয় না; অনুচরগণকে শত্রু-মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে পলায়ন করিতেছ?" ধনঞ্জয় এই রূপ কহিলেও জয়দ্রথ নিবৃত্ত হইলেন না। তখন বলশালী ভীম "থাক্ থাক্" বলিয়া সহসা তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন; পরন্তু দয়াবান্ অর্জ্জুন তাঁহারে বলিলেন, বধ করিবেন না।

জয়দ্রথ-পলায়নে সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জীবনাকাঙ্ক্ষী জয়দ্রথ উদ্যতায়ুধ ভীমার্জ্জুনকে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে অনাকুলিতভাবে শীঘ্র প্রধাবিত হইলেন। অমর্ষান্বিত বলশালী ভীমসেন তাঁহারে ধাবমান দেখিয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক দ্রুতপদসঞ্চারে তৎসমীপে গমন করিয়া কেশকলাপে গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই রাজাকে সম্যক্ রূপে উত্থাপিত করিয়া মহীতলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন এবং মস্তক ধারণ-পূর্ব্বক তাড়না করিতে থাকিলেন। আবার চেতন প্রাপ্ত হইয়া জয়দ্রথ যেমন উঠিতে ইচ্ছা করিবেন, অমনি মহাবাহু বৃকোদর তাঁহার বিলাপ করিবার পূর্ব্বেই পদদ্বারা মস্তকে প্রহার করিলেন, বক্ষস্থলে জানুমর্দ্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অরত্নিদ্বারাও তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই প্রবল প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া সিন্ধুরাজ মোহ প্রাপ্ত হইলেন; পরন্তু কুরু-নন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দুঃশলার নিমিত্তে তৎকালে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিয়া ধনঞ্জয় রোষাবিষ্ট বৃকোদরকে নিবারিত করিলেন।

ভীম কহিলেন, এই পাপাচার নরাধম যখন ক্লেশানর্হা কৃষ্ণাকে যার পর নাই ক্লেশ দিয়াছে, তখন এ আমার হস্তে কোন ক্রমে জীবিত থাকিবার যোগ্য নহে; কিন্তু আমি কি করিতে পারি! রাজা যে সতত দয়ালু এবং তুমিও বালকবৎ বুদ্ধিসহকারে সর্ব্বদাই আমাদিগকে নিরুদ্ধ কর! এই কথা বলিয়া বৃকোদর অর্দ্ধচন্দ্র বাণে জয়দ্রথের কেশপাশ

পঞ্চভাগে বিভক্ত করত পঞ্চ শিখা করিয়া দিলেন; জয়দ্রথ কিছুই বলিলেন না। অনন্তর ভীম, সিন্ধু-রাজকে ভর্ৎসিত করিয়া কহিলেন, রে মূঢ়! যদি জীবিত থাকিতে বাঞ্ছা করিস্, তবে আমি তাহার উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর্। সাধুসমাজ ও সভা-সমুদায়-মধ্যে "আমি দাস হইলাম" তোকে এই কথা বলিতে হইবে; এরূপ হইলে আমি তোর জীবন দান করিতে পারি, যেহেতু যুদ্ধজয় স্থলে এই বিধিই প্রসিদ্ধ।

রাজা জয়দ্রথ পরিকৃষ্যমাণ হওয়াতে সমর-শোভী পুরুষব্যাঘ্র ভীমকে কহিলেন, 'ইহাই হউক'। অনন্তর পৃথা-নন্দন বৃকোদর বিচেষ্টমান, ধূলিপরি-কীর্ণ, সংজ্ঞাশূন্য সিন্ধুরাজকে বন্ধন করিয়া রথা-রোহণ করাইলেন; পরে স্বয়ং রথারূঢ় হইয়া অর্জ্জুন-সমভিব্যাহারে তখন আশ্রম-সমীপে আগমন-পূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ যুধিষ্ঠিরের নিকটে গিয়া তদবস্থ জয়দ্রথকে দেখাইলেন। রাজা তাঁহারে দেখিয়া প্রকৃষ্ট রূপে হাস্য করিলেন এবং "ইহারে ছাড়িয়া দাও" এ কথাও বলিলেন। পরন্তু ভীম তাঁহারে কহিলেন, আপনি দ্রৌপদীকে বলুন, কেননা এই পাপাত্মা, পাণ্ডবগণের দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অনন্তর তাঁ-হার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে এই প্রণয়যুক্ত বাক্যের উক্তি করিলেন, যদি আমরা তোমার মাননীয় হই তবে এই অধমাচার জয়দ্রথকে তুমি মুক্ত করিয়া দাও। দ্রৌপদীও যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া ভীমকে বলিলেন, এই ব্যক্তি রাজার দাস হইয়াছে এবং আপনিও ইহাকে পঞ্চশিখ করিয়া-ছেন, অতএব এক্ষণে বিমুক্ত করুন।

হে রাজন্! তখন জয়দ্রথ মুক্ত হইয়া বিহ্বল-চিত্তে রাজা যুধিষ্ঠির-সন্নিধানে আগমনানন্তর অভি-বাদন করিলেন, এবং সেই মুনিগণকেও দেখিয়া বন্দনা করিলেন। দয়াবান্ ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সেই জয়দ্রথকে ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক গৃহীত ও তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তুমি দাসত্ব-রহিত ও বন্ধনমুক্ত হইলে, এক্ষণে গমন কর, কিন্তু আর কখন এরূপ করিও না। তুমি নিজে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র-সহায়-যুক্ত হইয়া যে, স্ত্রী-কামনা করিয়াছিলে, ইহাতে তোমাকে ধিক্ থাকুক্; কেননা তোমা ভিন্ন আর কোন্ নরাধম এ প্রকার কর্ম্ম করিতে পারে?

ভরতপ্রবর নরাধিপ যুধিষ্ঠির সেই অশুভ কর্ম্ম-কারী জয়দ্রথকে গতচেতনের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সম্যক্ বিবেচনা-পূর্ব্বক কৃপা করিলেন, এবং এই কথা বলিলেন, অহে জয়দ্রথ! তোমার বুদ্ধি ধর্ম্ম-বিষয়ে বর্দ্ধিত হউক, তুমি কদাচ অধর্ম্মে মন করিও না; সংপ্রতি অশ্ব, রথ ও পদাতি সকলের সহিত স্বচ্ছন্দে প্রস্থান কর।

হে ভারত! যুধিষ্ঠিরের এইরূপ সম্ভাষণে রাজা জয়দ্রথ লজ্জান্বিত, নিঃশব্দ, কিঞ্চিৎ অবনত মুখ ও দুঃখার্ত্ত হইয়া গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন। তথায় তিনি উমাপতি বিরূপাক্ষদেবের শরণাপন্ন হইয়া বিপুল তপশ্চরণ করিলেন এবং শিবও তাঁহার প্রতি প্রীত হইলেন। প্রীয়মাণ মহাদেব ত্রিলোচন স্বয়ং তাঁহার নিকটে উপহার লইলেন এবং তাঁহারে বর দানও করিলেন। জয়দ্রথও যেপ্রকারে বর গ্রহণ করিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। সেই রাজা মহেশ্বরকে বলিলেন, আমার প্রার্থনা এই যে, রথযুক্ত পঞ্চপা-ণ্ডবদিগের সকলকেই যুদ্ধে জয় করিতে পারি; কিন্তু মহাদেব তাঁহারে কহিলেন, "এরূপ হইতে পারিবে না; তাঁহারা তোমার অজেয় ও অবধ্য; অর্জ্জুন-ব্যতিরেকে তাঁহাদিগকে তুমি কেবল সংগ্রামে নি-বারিত করিবে মাত্র। মহাবাহু অর্জ্জুন নরনামা সুরেশ্বর। তিনি বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিয়াছি-লেন। স্বয়ং নারায়ণ তাঁহার সহায়; সুতরাং তিনি সর্ব্বলোকের অজেয় এবং দেবগণেরও দুরাধর্ষ। তিনি মৎপ্রদত্ত পাশুপতনামক অপ্রতিম দিব্য অস্ত্র এবং লোকপাল-সকলের নিকটে বজ্রাদি মহাস্ত্র-সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুরগুরু প্রভু বিষ্ণু সূর্য্যাদি

দ্যোতকগণেরও প্রকাশক অপরিচ্ছিন্ন-স্বরূপ প্রধান পুরুষ ও জগৎকারণ; তিনিই বিশ্বের আত্মা এবং বিশ্বই তাঁহার মূর্ত্তি। যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে তিনি কালাগ্নি-স্বরূপ হইয়া পর্ব্বত, সমুদ্র, দ্বীপ, গিরি-বন ও কানন-সম্বলিত সমুদয় জগৎ দগ্ধ করেন। তৎকালে পাতালতলচারী নাগলোকেরাও ঐ অনলে নির্দ্দগ্ধ হয়। অনন্তর অন্তরীক্ষে ঘোরস্বর-সমন্বিত, বিকট-নিনাদকারী, বিদ্যুন্মালাবলম্বী, নানা-বর্ণ, প্রচণ্ড-জলধর-সকল সমগ্র দিঙ্মণ্ডল বিকর্ষণ করত সর্ব্বত্র সমুত্থিত হইল। তৎপরে প্রলয়াগ্নি-প্রশমনকারী সেই নীরদ-সমস্ত রথাক্ষ-প্রমিত স্থূলধারায় অগ্নি নির্ব্বাপণ করিল এবং সর্ব্বস্থান পরিপূর্ণ করিয়া রহিল। চতুঃসহস্র যুগাবসানে সেই একার্ণব হওয়ায় তখন সমুদায় চরাচর চন্দ্র সূর্য্য বায়ু গ্রহ নক্ষত্রাদি বিবর্জ্জিত হইয়া উপশান্ত হইলে পৃথিবী জলমধ্যে নিমগ্না হইল। অনন্তর সহস্র লোচন, সহস্র চরণ, সহস্র শীর্ষ, নারায়ণ-নামা, অতীন্দ্রিয় বিরাট্ পুরুষ ফণা-সহস্র-ভীষণ, সমবেত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় অপরিমিত তেজোযুক্ত, কুন্দ ইন্দু হার গোদুগ্ধ মৃণাল ও কুমুদের ন্যায় শুভ্রকান্তি শেষ সর্পরূপ পল্যঙ্কোপরি শয়ন করিতে অভিলাষী হইলেন। সেই বিভু ভগবান্ নারায়ণ তখন জলধিমধ্যে অনন্তশয্যায় শয়ন করত নিশাসম্বন্ধীয় তিমিরে পরিব্যাপ্ত স্বকীয় রাত্রি করিলেন; পরে সত্ত্বগুণের উদ্রেকে প্রবুদ্ধ হইয়া দেখিলেন, লোক প্রাণিসঞ্চারশূন্য রহিয়াছে। এ স্থলে নারায়ণ-শব্দের প্রতি এই শ্লোকটিও উদাহৃত হইয়া থাকে। যথা জল সকল নরনামক ঋষি হইতে উৎপন্ন ও তদীয় কলেবর; এই নিমিত্তে আমরা জল সকলের 'নার' এই নাম শুনিতে পাই; সেই নারের সহিত তাদাত্ম্যভাবে অবস্থিতি করাতে হিরণ্যগর্ভ নারায়ণ বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন।

"সেই নারায়ণ প্রজা-সৃষ্টির নিমিত্তে যেমন ধ্যান করিলেন, অমনি তদীয় নাভিপদ্ম হইতে চতুর্ম্মুখ সনাতন ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। ধ্যানমাত্রেই ভগবানের নাভিদেশে একটি পদ্ম উত্থিত হয় এবং সেই পদ্ম হইতেই বিরিঞ্চি বিনিঃসৃত হন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই পদ্মোপরি সহসা উপবিষ্ট হইয়া, সমুদয় জগৎ শূন্য দেখিয়া মানস-সম্ভূত, আত্মসদৃশ, মরীচি-প্রভৃতি নয় জন মহর্ষির সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারাও সেই রূপ দেখিয়া যক্ষ রাক্ষস ভূত পিশাচ সর্প মানুষ-প্রভৃতি স্থাবর ও জঙ্গম সমুদায় ভূতবর্গ উৎপন্ন করিলেন। এই রূপে গুণত্রয়ভেদে প্রজাপতি ঈশ্বরের তিন অবস্থা হইয়াছে; তাঁহার ব্রহ্মমূর্ত্তি হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি হইতে পালন এবং রুদ্রমূর্ত্তি হইতে সংহার হইয়া থাকে।

"হে সিন্ধুপতে! অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণুর চরিত-সমস্ত তুমি কি বেদ-পারগ ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিগণের মুখে বর্ণিত হইতে শ্রবণ কর নাই? তৎকালে সেই একার্ণব ও একাকাশ হওয়াতে মহীতলের সমুদায় ভাগ জলদ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হইলে, প্রভু, বর্ষাকালীন রজনীতে খদ্যোতের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করত লোক-প্রতিষ্ঠাপনের নিমিত্তে তখন পৃথিবীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পৃথিবীকে জলে নিমগ্না দেখিয়া তাহারে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে তাঁহার মনে ইচ্ছা হইল। 'আমি কোন রূপ অবলম্বন করিয়া বসুন্ধরাকে জল হইতে উদ্ধার করি' মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দিব্য নয়নে অবলোকন-পূর্ব্বক জলক্রীড়ায় প্রীতি-বিশিষ্ট বারাহ রূপ স্মরণ করিলেন। তখন দশ যোজন বিস্তীর্ণ, শতযোজন আয়ত, বিশাল-শৈল-কলেবর-তুল্য, তীক্ষ্ণ-দন্তান্বিত, অতিমাত্র দীপ্তিবিশিষ্ট, মহামেঘকদম্ব-সদৃশ নির্ঘোষযুক্ত, নীল নীরদ-সদৃশ, বেদময়, যজ্ঞরূপী বরাহদেহ ধারণ-পূর্ব্বক যজ্ঞবরাহ হইয়া প্রভু জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং এক দন্ত-দ্বারা বসুন্ধরাকে উদ্ধৃত করিয়া স্বস্থানে নিবেশিত করিলেন।

"মহাবাহু প্রভু ভগবান্ পুনর্ব্বার নরের অর্দ্ধ-দেহ ও সিংহের অর্দ্ধদেহযুক্ত অপূর্ব্ব কলেবর আশ্রয় করিয়া কর-দ্বারা কর সংস্পর্শ-পূর্ব্বক দৈত্য-রাজের সভায় গমন করিয়াছিলেন। দৈত্যগণের আদিপুরুষ, সুরবৈরী, দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপু অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নৃসিংহদেবকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া উঠিল। নীলজলদচয়-সন্নিভ মালাধারী বীর্য্যবান্, দেবারি দিতিতনয় তখন মেঘ গর্জ্জন তুল্য-নিনাদ-বিশিষ্ট ও উদ্যত শূলপাণি হইয়া নৃসিংহের প্রতি বেগে ধাবিত হইল। অনন্তর নরসিংহ-দেহধারী সমধিক বলশালী মৃগরাজ ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক প্রখর নখরাবলি-দ্বারা তাহারে অতিমাত্র বিদারিত করিয়া ফেলিলেন।

"শ্রীমান্ ভগবান্ প্রভু পুণ্ডরীকাক্ষ রিপুঘাতী দৈত্যেন্দ্রকে এইরূপে নিহত করিয়া লোকহিতার্থে পুনর্ব্বার অন্য অবতার হইয়া কশ্যপমুনির ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে অদিতি ঐ উত্তম গর্ভ প্রসব করেন। তাহাতে বর্ষাকালীন জলদ-সদৃশ, প্রদীপ্ত-লোচন, বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্নে অলঙ্কৃত বামনাকৃতি পুরুষ উৎপন্ন হন। দণ্ড কমণ্ডলু জটা ও যজ্ঞোপবীতধারী, বলবান্, রূপবান্, শ্রীমান্, ভগবান্ দৈত্যেন্দ্র বলির যজ্ঞকালে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বৃহস্পতির সাহায্যে ঐ যজ্ঞে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। বলি সেই বামনকায়কে নিরীক্ষণ করিয়া প্রহৃষ্ট-চিত্তে বলিল, হে বিপ্র! আপনকার দর্শনে আমি প্রীত হইয়াছি; এক্ষণে আপনারে কোন্ বস্তু দান করিব বলুন। বলি-কর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া বামনদেব ঈষৎ হাস্য করত তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিলেন, উত্তম! হে দানবপতে! আমারে তিনপদ পরিমিত ভূমি দান কর। বলিও প্রসন্ন হইয়া সেই অমিত-তেজা বিপ্রকে তাহা দান করিলেন। অনন্তর পাদবিক্ষেপ করিবার সময়ে হরির অদ্ভুততম দিব্য রূপ হইল। সেই সনাতন বিষ্ণুদেব বিক্রমত্রয়-সহকারে অচিরে দুর্দ্ধর্ষ মেদিনীমণ্ডল হরণ করিয়া লইলেন এবং ইন্দ্রকে তাহা সমর্পণ করিলেন। বামনাবতার-বৃত্তান্ত তোমার নিকটে এই কীর্ত্তিত হইল। তাঁহা হইতেই দেবতারা প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এবং তাঁহার নামেই জগৎ বিষ্ণুময় বলিয়া উক্ত হইতেছে। সেই ভগবান্ বিষ্ণুই অসৎ লোকদিগের নিগ্রহ ও ধর্ম্মের সংরক্ষণ নিমিত্তে মনুষ্য-মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছেন। হে সৈন্ধব! বিদ্বান্ লোকেরা যে দেবকে অনাদি, অনন্ত, জন্মবিহীন, লোক-নমস্কৃত, প্রভু ও দেব বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাঁহারই কর্ম্ম-সমস্ত বর্ণিত হইল। শঙ্খ চক্র গদাধারী, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, পীত-কৌষেয়বাসা যে দেব কৃষ্ণকে পণ্ডিতেরা শস্ত্রবিদ্যা-বিশারদগণের অগ্রগণ্য ও অজিত বলিয়া বর্ণন করেন, সেই কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতুল বিক্রম-সম্পন্ন পরবীরহন্তা শ্রীমান্ পুণ্ডরী-কাক্ষ, পার্থের সহিত এক রথে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার সহায়তা করেন; সুতরাং তাঁহারে জয় করা অসাধ্য। দেবতারাও পার্থের পরাক্রম সহ্য করিতে পারেন না; মানুষভাবাপন্ন কোন্ ব্যক্তি তাঁহারে সংগ্রামে পরাজিত করিবে? অতএব হে রাজন্! একমাত্র ধনঞ্জয়-ব্যতিরেকে যুধিষ্ঠিরের সমুদয় সৈন্য ও তোমার শত্রু পাণ্ডব-চতুষ্টয়কে তুমি এক দিনের নিমিত্তে জয় করিবে"।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজশার্দ্দূল! সর্ব্ব-পাপহর, বিশ্বহর, যজ্ঞবিধ্বংসী, ত্রিপুরঘাতী, ভগ-নেত্র-নিপাতী, উমাপতি, পশুপতি, ভগবান্ ত্রি-লোচন নরপতি জয়দ্রথকে এইরূপ কহিয়া বামনা-কৃতি, বিকটমূর্ত্তি, কুব্জ, উগ্রকর্ণ, উৎকট-লোচন, উত্থাপিত-বিবিধ-আয়ুধধারী, ভীষণ পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া উমা-সমভিব্যাহারে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন; মন্দাত্মা জয়দ্রথও স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিল এবং পাণ্ডবেরাও সেই কাম্যক

বনে পূর্ব্বের ন্যায় নিবসতি করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ-বরলাভে একসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭১ ॥

জনমেজয় কহিলেন, জয়দ্রথ কৃষ্ণারে হরণ করিলে, নরব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা এই রূপ নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া অতঃপর কি করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে বিনির্জ্জিত করিয়া এই রূপে কৃষ্ণার উদ্ধার সাধন-পূর্ব্বক মুনিগণের সহিত উপবেশন করিলেন। সেই মহর্ষিবৃন্দ দ্রৌপদীর দুঃখ-বৃত্তান্ত শ্রবণে অনুশোক করিতেছিলেন, এমন সময়ে পাণ্ডু-নন্দন তাঁহাদিগের মধ্যে মার্কণ্ডেয়কে এই কথা বলিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি দেব ও ঋষিগণ-মধ্যে ভূত-ভবিষ্যবেত্তা বলিয়া বিখ্যাত আছেন, একারণ আপনাকে আমার হৃদয়স্থ একটি সংশয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা অপনীত করুন। দেখুন, এই কৃষ্ণা দ্রুপদরাজের দুহিতা, বেদিমধ্য হইতে সমুত্থিতা, অযোনি-সম্ভূতা, মহাভাগা এবং মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ।—হায়! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কাল, সদসৎ কর্ম্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপ অদৃষ্ট এবং যাহার কদাচ ব্যতিক্রম হয় না, ভূতবর্গের সেই ভবিতব্যই বলবান্; তাহা না হইলে, কোন বিশুদ্ধ ব্যক্তিকে যেমন মিথ্যা চৌর্য্যাপবাদ স্পর্শ করে, তদ্রূপ আমাদিগের এই ধর্ম্মজ্ঞা ও ধর্ম্মচারিণী পত্নীকে এরূপ ঘটনা স্পর্শ করিবে কেন! দ্রৌপদী কস্মিন্ কালেও কিছুমাত্র পাপ বা কোন নিন্দিত কর্ম্ম করেন নাই, বরং ব্রাহ্মণগণের প্রতি সুমহান্ ধর্ম্মেরই সুন্দররূপ অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন; এক্ষণে মূঢ়বুদ্ধি রাজা জয়দ্রথ তাঁহারে বল-পূর্ব্বক হরণ করিল! তাঁহাকে হরণ করাতে সেই পাপাত্মা মস্তক হইতে কেশ-পাতন এবং সসহায়ে সংগ্রামে পরাজয়ও প্রাপ্ত হইল। আমরাও সেই সিন্ধু-সম্বন্ধীয় সৈন্য নিহত করিয়া কৃষ্ণাকে প্রত্যাহরণ করিলাম; অতএব আমাদিগকে অবিতর্কিত দার-হরণ অপবাদ প্রাপ্ত হইতে হইল। একে ত আমাদিগের মিথ্যাব্যবসিত জ্ঞাতিগণ-কর্ত্তৃক এই নির্ব্বাসন; এই দুঃখকর বনবাস; মৃগয়ায় জীবিকা এবং বনবাসী হইয়া বনচারী মৃগজাতির হিংসা; তাহার উপরে আবার এই অবিচিন্তিত দুঃখ ঘটনা! এই নিমিত্তেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার তুল্য অল্পভাগ্য-বিশিষ্ট আর কোন মনুষ্য কি বিদ্যমান আছে? এতাদৃশ মনুষ্যকে আপনি কি পূর্ব্বে আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন?

যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নে দ্বিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭২ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! রাম যে রূপ দুঃখ পাইয়াছিলেন, সেরূপ দুঃখের আর প্রতিরূপ নাই। বলীয়ান্ রাক্ষস তাঁহার ভার্য্যা জানকীরে হরণ করিয়াছিল। রাক্ষসেন্দ্র দুরাত্মা রাবণ ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়া আশ্রম হইতে সীতাকে, জটায়ুনামা গৃধ্রের নিধন-সাধনানন্তর, বল-পূর্ব্বক লইয়া গিয়াছিল। রাম সুগ্রীবের বল আশ্রয় করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন ও লঙ্কাদহন-পূর্ব্বক তাঁহার উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঐ উদ্যমে বলবান্ রাম বানর সৈন্যের সহিত নিশিত শর-নিকর দ্বারা সেই ভার্য্যাপহারী অরাতিকে সমরাঙ্গনে নিহত করেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! রাম কোন্ কুলে জন্মিয়াছিলেন? তাঁহার বীর্য্য ও পরাক্রম কি প্রকার ছিল? রাবণই বা কাহার পুত্র এবং কি নিমিত্তেই বা রামের সহিত তাহার শত্রুতা হয়? এ সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি আমার নিকটে সম্যক্ রূপে বর্ণন করুন; আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের চরিত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! রাম যে ভার্য্যার সহিত দুঃখ পাইয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতি-

ত্তান্তটি যে রূপে ঘটিয়াছিল শ্রবণ কর। হে ভারত! ইক্ষ্বাকু-বংশজাত অজ নামে এক মহান্ রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র দশরথ নিয়ত বেদাধ্যয়ন-নিরত ও শুচি ছিলেন। দশরথের রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে ধর্ম্মার্থ-বিশারদ মহাবল-সম্পন্ন চারি পুত্র হইয়াছিলেন। রামের মাতা কৌশল্যা; কৈকেয়ী ভরতের জননী এবং পরন্তপ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সুমিত্রার পুত্র। হে বিভো! সীতা বিদেহরাজ জনকের দুহিতা; স্বয়ং প্রজাপতি তাঁহারে রামের প্রেয়সী মহিষী রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হে জনেশ্বর! রাম ও সীতার জন্ম-বৃত্তান্ত তোমার নিকটে এই কীর্ত্তিত হইল; সংপ্রতি রাবণেরও জন্ম বিবরণ বর্ণন করিব। সর্ব্বলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা, মহাতপা, প্রভু, স্বয়ম্ভু, সাক্ষাৎ দেব প্রজাপতি রাবণের পিতামহ। তাঁহার মানস-সম্ভূত পুলস্ত্য নামে একটি প্রিয় পুত্র ছিলেন। পুলস্ত্যের গো-নাম্নী পত্নীতে বৈশ্রবণ নামে একটি প্রভাব-সম্পন্ন পুত্র জন্মিয়াছিলেন। হে রাজন্! বৈশ্রবণ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতামহের উপাসনা করিতেন; তাহাতে পিতা তাঁহার প্রতি কোপ-প্রযুক্ত আপনি আপনাকে সৃষ্টি করিলেন। তিনি বৈশ্রবণের প্রতীকারার্থে ক্রোধান্বিত হইয়া স্বকীয় আত্মার অর্দ্ধাংশ দ্বারা বিশ্রবা নামে দ্বিজাতি হইয়া জন্মিলেন। পরন্তু প্রভু পিতামহ বৈশ্রবণের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহারে অমরত্ব, ধনেশ্বরত্ব, লোকপালত্ব, শিবের সহিত সখিত্ব, যক্ষগণের আধিপত্য, রাজরাজত্ব, নলকূবর নামে পুত্র, রাক্ষসগণ-সমন্বিতা লঙ্কাপুরীতে রাজধানী-সন্নিবেশ ও পুষ্পক নামে কামগামী বিমান প্রদান করিলেন।

বৈশ্রবণ-জন্মগ্রহণে ত্রিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭৩ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পুলস্ত্যের ক্রোধে তদীয় অর্দ্ধদেহ-স্বরূপ বিশ্রবা নামে যে মুনি উৎপন্ন হন, তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া বৈশ্রবণের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেন। হে রাজন্! রাক্ষসেশ্বর কুবের তাঁহার পিতাকে ক্রোধান্বিত জানিতে পারিলেন এবং তাঁহার প্রসাদনার্থে সর্ব্বদা যত্ন করিতে লাগিলেন। সেই লঙ্কানিবাসী নরবাহন যক্ষরাজ পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী-নাম্নী তিনজন নিশাচরীকে পিতার পরিচারিকা-স্বরূপ প্রদান করিলেন। হে ভরতশার্দ্দূল বিশাম্পতে! সেই নৃত্যগীত-বিশারদা, কল্যাণকামা সুমধ্যমা রাক্ষসাঙ্গনারা পরস্পর স্পর্দ্ধা-সহকারে সেই মহাত্মা ঋষিকে সন্তোষিত করিবার নিমিত্ত নিয়ত উদ্যতা ছিল। মহাত্মা ভগবান্ বিশ্রবা তাহাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া এক এক জনকে যথাভিলষিত লোকপাল-সদৃশ পুত্র বরপ্রদান করিলেন। তাহাতে ভূমণ্ডলে অতুল্যবলশালী রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে দুই রাক্ষসেশ্বর পুত্র পুষ্পোৎকটার গর্ব্ভে জন্মিল; মালিনী বিভীষণ নামে একটি পুত্র প্রসব করিল এবং রাকার গর্ব্ভে খর নামে এক পুত্র ও শূর্পণখা নামে এক কন্যা জন্মিল। বিভীষণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবান্ হইয়াছিলেন। সেই মহাভাগ নিয়ত ধর্ম্মরক্ষক ও ক্রিয়ারত ছিলেন। মহোৎসাহসম্পন্ন, মহাবীর্য্য, মহাসত্ত্ব ও মহাপরাক্রম রাক্ষসপুঙ্গব দশগ্রীব সকলের শ্রেষ্ঠ ছিল। মায়াবী, রণমত্ত, রৌদ্রমূর্ত্তি, রজনীচর কুম্ভকর্ণ সমধিক বলবত্তা-প্রযুক্ত সমরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। ব্রহ্মবিদ্বেষী নিশাচর খর শরাসনে অধিক বিক্রমপ্রকাশ করিত এবং ঘোররূপা শূর্পণখা সর্ব্বদা সিদ্ধগণের বিঘ্নকরী হইত।

হে রাজন্! সেই দশগ্রীব-প্রভৃতি সকলেই বেদজ্ঞ, শূর ও সুন্দরব্রতানুষ্ঠায়ী ছিল এবং সকলেই প্রীতচিত্তে পিতার সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিত। সেই সময়ে তাহারা নরবাহন বৈশ্রবণকে তথায় পরম সমৃদ্ধিসমন্বিত এবং পিতার সঙ্গে একাসনে উপবিষ্ট দেখিল। তাহাতে অমর্ষ-পরবশ হইয়া তাহারা সকলেই তপশ্চরণে কৃতনিশ্চয়

হইল এবং ঘোরতর তপস্যা-দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তোষিত করিল। দশগ্রীব বায়ুভক্ষ, পঞ্চাগ্নি-মধ্যগত ও সুসমাহিত হইয়া সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিল; কুম্ভকর্ণ আহার সংযমনপূর্ব্বক যতব্রত ও অধঃশায়ী হইয়া থাকিল এবং উদারবুদ্ধি, উপবাসনিরত, নিয়ত জপপরায়ণ ধীমান্ বিভীষণও প্রত্যহ একমাত্র গলিত পত্র ভক্ষণ করত সেইকাল পর্য্যন্ত কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিলেন। তাঁহাদের তপশ্চরণ সময়ে খর ও শূর্পণখা হৃষ্টচিত্তে সকলের পরিচর্য্যা ও রক্ষা করিত। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে দুরাধর্ষ দশানন স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া অগ্নিতে হবন করিল; তাহাতে জগৎপ্রভু তাহার প্রতি তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা স্বয়ং তথায় গমন-পূর্ব্বক তাহাদিগের সকলকেই পৃথক্ পৃথক্ বরদান-দ্বারা প্রলোভিত করিয়া তপস্যা হইতে নিবারিত করিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎসগণ! আমি তোমাদিগের প্রতি প্রীত হইয়াছি, তোমরা নিবৃত্ত হও—বর প্রার্থনা কর; একমাত্র অমরত্ব ব্যতিরেকে তোমাদিগের যে কিছু অভীষ্ট থাকে, তাহাই হউক। —দশানন! তুমি মহৎপদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া যে যে মস্তক অগ্নিতে হবন করিয়াছ, তৎসমুদায় তোমার কামনানুসারে দেহমধ্যে পূর্ব্ববৎ সংলগ্ন হইবে। তোমার শরীরে কিছুমাত্র বৈরূপ্য থাকিবে না; তুমি কামরূপধারী এবং সমরে শত্রুগণের বিজেতা হইবে সন্দেহ নাই।

রাবণ কহিল, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও ভূতগণ হইতে আমার যেন পরাভব না হয়।

ব্রহ্মা কহিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি এই যে সকলের কীর্ত্তন করিলে, কেবল মনুষ্য ব্যতিরেকে তাহাদিগের হইতে তোমার ভয় নাই; কারণ, আমি তাহা সেই রূপই বিধান করিয়াছি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মনুষ্যভোজী দুর্ব্বুদ্ধি দশানন মনুষ্যদিগকে অবজ্ঞা করিত, সুতরাং তখন বিরিঞ্চি-কর্তৃক উক্তরূপ সম্ভাষিত হইয়া তুষ্ট হইল। অনন্তর প্রপিতামহ কুম্ভকর্ণকেও সেইরূপ কহিলেন। সে তমোগুণে বিলুপ্ত-চেতন হইয়া কেবল মহতী নিদ্রা কামনা করিল। ব্রহ্মা "তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া বিভীষণকে পুনঃপুন কহিলেন, পুত্র! তুমি বর প্রার্থনা কর; আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি।

বিভীষণ কহিলেন, ভগবন্! অত্যন্ত আপদাক্রান্ত হইলেও যেন অধর্ম্মে আমার মতি হয় না এবং আমি ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা না করিলেও তাহা যেন আমার নিকটে প্রতিভাত হয়।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে শত্রুকর্ষণ! তুমি রাক্ষস যোনিতে উৎপন্ন হইলেও তোমার বুদ্ধি যে অধর্ম্মে প্রবৃত্তা হইল না, এই হেতু আমি তোমারে অমরত্ব প্রদান করিলাম।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে বিশাম্পতে! রাক্ষস দশগ্রীব বরলাভানন্তর ধনেশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লঙ্কা হইতে দূর করিয়া দিল। ভগবান্ বৈশ্রবণ লঙ্কা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণের সহিত গন্ধমাদন ভূধরে নিবিষ্ট হইলেন। রাবণ তাঁহার পুষ্পক নামক বিমান আক্রমণ-পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইল। তাহাতে বৈশ্রবণ তাহারে এই শাপ দিলেন যে, "এই বিমান তোরে বহন করিবে না; যে ব্যক্তি তোরে সমরে নিহত করিবেন তাঁহাকেই ইহা বহন করিবে। তুই পিতাকে ও আমাকে অবজ্ঞা করিয়া শীঘ্রই নিপাতিত হইবি।" মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সাধুদিগের পথ অনুস্মরণ করত পরমশ্রীসমন্বিত হইয়া বৈশ্রবণের অনুগামী হইলেন। ভ্রাতা শ্রীমান্ ভগবান্ ধনেশ্বর সেই ভ্রাতার প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহারে যক্ষ ও রাক্ষস সৈন্যের সেনাপতিত্ব প্রদান করিলেন। এদিকে নরখাদক রাক্ষস ও মহাবল পিশাচেরা সকলে মিলিত হইয়া দশাননকে রাজ-পদে

অভিষিক্ত করিল। কামরূপী গগণ-বিহারী বলোৎকট দশগ্রীব দেব ও দৈত্যগণের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তু সমস্ত আক্রমণ-পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইল। দেবগণের ভয়াধানকারী ইচ্ছানুরূপ-বলশালী দশানন লোক-সকলকে রাবিত অর্থাৎ হিংসিত করিত বলিয়া রাবণ নামে উক্ত হইয়া থাকে।

রাবণাদি-বরলাভে চতুঃসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭৪ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সমুদায় সিদ্ধগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ ও দেবর্ষিগণ হুতাশনকে অগ্রসর করিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন।

অগ্নি কহিলেন, ভগবন্! বিশ্রবার পুত্র মহাবল দশগ্রীব, যাহাকে আপনি বরদান-দ্বারা পূর্ব্বে অবধ্য করিয়াছেন, সেই মহাবল-সম্পন্ন রাক্ষস নানাপ্রকার অনিষ্টাচরণ-দ্বারা সমস্ত প্রজাপুঞ্জকে প্রবাধিত করিতেছে; অতএব তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন; ভগবান্ ভিন্ন আমাদিগের পরিত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই।

ব্রহ্মা কহিলেন, হুতাশন! দেব ও অসুরগণ তাহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না; তদ্বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি বিধান করিয়াছি; তাহার নিগ্রহ নিকট-বর্ত্তী হইয়াছে। যোধপ্রবর চতুর্ভুজ ভগবান্ বিষ্ণু আমার নিয়োগক্রমে দশাননের নিগ্রহার্থে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তিনিই সেই কর্ম্ম করিবেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর পিতামহ তাঁহাদিগের সন্নিধানে ইন্দ্রকে কহিলেন, "তুমি সমুদয় দেবগণের সহিত মহীতলে অবতীর্ণ হও এবং ভল্লুকী ও বানরী সকলের গর্ব্ভে বিষ্ণুর সহায়-স্বরূপ ইচ্ছানুরূপ রূপ ও বলসমন্বিত বীর্য্যসম্পন্ন পুত্র সমস্ত উৎপাদন কর।" তদনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানবেরা ভাগানুভাগক্রমে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্তে সকলেই অবিলম্বে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বরপ্রদ দেব বিরিঞ্চি তাঁহাদিগের সমক্ষে দুন্দুভীনাম্নী গন্ধর্ব্বীকে দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্তে নিদেশ করিয়া দিলেন। পিতামহ-বাক্য-শ্রবণানন্তর গন্ধর্ব্বী দুন্দুভী তখন মনুষ্যলোকে মন্থরা নামে কুব্জা হইয়া জন্মিল। শক্র-প্রভৃতি সেই সমস্ত সুরসত্তমেরাও বানরী ও ভল্লুকীসমুদায়ের গর্ব্ভে পুত্র সকল উৎপাদন করিলেন। সেই পুত্রেরা সকলেই যশ ও বলসহকারে পিতৃগণের অনুবর্ত্তী হইল এবং সকলেই গিরিশৃঙ্গ-ভেদনকারী, শাল তাল ও শিলারূপ আয়ুধধারী, বজ্রের ন্যায় দৃঢ়কায়, বহুল সেনাধিপতি, ইচ্ছানুরূপ বলবীর্য্যশালী, অযুত নাগতুল্য তেজস্বী, সমীরণ-সদৃশ বেগবিশিষ্ট ও সমরবিশারদ হইয়া উঠিল। তাহাদের যেখানে ইচ্ছা হইত তাহারা সেই খানেই নিবসতি করিত, তন্মধ্যে কেহ কেহ অরণ্যবাসীও ছিল। লোকভাবন ভগবান্ প্রজাপতি এইরূপ বিধান করিয়া যে যে প্রকারে যে যে কার্য্য করিতে হইবে তৎসমুদায় মন্থরার বোধগম্য করিয়া দিলেন। মনের ন্যায় বেগশালিনী মন্থরা তাঁহার সেই বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করত বৈরসন্দীপনে উদ্যুক্তা হইয়া সেইরূপই করিয়াছিল।

বানরাদি-জন্মগ্রহণে পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৭৫ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি রামাদির জন্ম-বিবরণ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করিলেন; সংপ্রতি বনপ্রস্থানের কারণ কীর্ত্তন করুন, শুনিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! দশরথ-নন্দন বীর্য্যসম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ এবং যশস্বিনী মৈথিলী কি নিমিত্তে বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্! ধর্ম্ম-ও-ক্রিয়া-নিরত সততবৃদ্ধসেবী দশরথ পুত্র উৎপন্ন হওয়াতে প্রীতিমান্ হইলেন। তাঁহার সেই মহাতেজস্বী পুত্রেরাও রহস্য-সমন্বিত সমস্ত বেদ ও ধনুর্ব্বেদে-পারগ হইয়া

ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। মহারাজ! তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানান্তে যখন দার পরিগ্রহ করিলেন, তখন দশরথ অতিশয় প্রীতিমান্ ও সুখী হইলেন। সেই পুত্রগণের মধ্যে পিতার হৃদয়নন্দন ধীমান্ জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বাভাবিকী মনোহরতা-প্রযুক্ত প্রজারমণ করিতেন বলিয়া তাঁহার 'রাম' নাম হইয়াছিল। হে ভারত! রামাদির বিবাহানন্তর মতিমান্ রাজা দশরথ আপনাকে বয়োধিক মনে করিয়া রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার উদ্দেশে ধর্ম্মজ্ঞ সচিব ও পুরোহিতগণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন, এবং সেই মন্ত্রিসত্তমেরাও সকলে তাহা উপযুক্ত জ্ঞান করিলেন। হে কুরুনন্দন! মহাতেজা বীর্য্যবান্ রাজা দশরথ নীলকুঞ্চিতকেশকলাপ, লোহিত-লোচন, দীর্ঘবাহু, বিশাল-বক্ষস্থল, মত্তমাতঙ্গগামী, শ্রীপ্রদীপ্ত, মহাবাহু-বলশালী, বীর্য্যসম্পন্ন, সমরে বাসব-সদৃশ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি তুল্য, সর্ব্ব ধর্ম্মের পারগামী, সর্ব্ব বিষয়ে প্রজাপুঞ্জের অনুরাগ-ভাজন, সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদ, জিতেন্দ্রিয়, শত্রুগণেরও নয়ন-মনোহর, অসাধুদিগের নিয়ন্তা, ধর্ম্মচারীদিগের রক্ষাকর্ত্তা, ধৃতিমান্, অপরিধর্ষণীয়, বিজয়ী, অপরাজিত, কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন পুত্র রামকে সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং তদীয় গুণ-সমস্ত চিন্তা করত প্রীতচিত্তে পুরোহিতকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! অদ্য রজনীতে পুষ্যানক্ষত্র পুণ্যযোগ প্রাপ্ত হইবে; অতএব আমার পরিচারকেরা অভিষেকের সামগ্রী-সমস্ত আহরণ করুক, এবং রামও নিমন্ত্রিত হউন। কল্য এই পুণ্যযোগ থাকিবে; এই যোগে আমি মন্ত্রিবর্গের সহিত পুত্র রামকে পৌরগণ-সমক্ষে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব।

অনন্তর মন্থরা রাজার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ীর নিকট গমনপূর্ব্বক তৎকালোচিত এই কথা বলিল। কৈকেয়ি! অদ্য রাজা তোমার মহৎ দৌর্ভাগ্য খ্যাপিত করিয়াছেন; হে দুর্ভগে! অদ্য সম্যক্‌ক্রোধান্বিত প্রচণ্ড আশীবিষ তোমাকে দংশন করুক। কৌশল্যাই সুভগা; যেহেতু তাঁহার পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। তোমার পুত্র যখন রাজ্যভাগী হইলনা; তখন আর তোমার সৌভাগ্য কোথায়?

বেদীরন্যায় ক্ষীণমধ্যা উত্তম রূপধারিণী সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা শুচিস্মিতা কৈকেয়ী মন্থরার সেই বাক্য শ্রবণে নির্জ্জনে পতির সন্নিহিতা হইয়া প্রণয় প্রকাশ করিবার ভাবে ঈষৎ হাস্য করত মধুরস্বরে এইকথা বলিলেন, হে রাজন্! হে সত্যপ্রতিজ্ঞ! আপনি পূর্ব্বে আমাকে যে একটি বরদিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে প্রদান করুন; সেই কষ্ট হইতে মুক্ত হউন।

রাজা কহিলেন, আমি আহ্লাদপূর্ব্বক তোমারে বর দিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, তাহা গ্রহণ কর। অদ্য কোন্ অবধ্য-ব্যক্তি বধ্য হইবে? কোন্ বদ্ধ পুরুষকে বিমুক্ত করা যাইবে? অদ্য কাহারে ধন প্রদান করিব এবং কাহারই বা হরণ করিয়া লইব? এই ভূমণ্ডলে ব্রহ্মস্ব ভিন্ন অন্য যেকিছু ধন আছে, সে সকলই আমার; পৃথিবীতে আমি সকল রাজার রাজা এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের রক্ষাকর্ত্তা; অতএব হে কল্যাণি! যেকোন বর তোমার অভিলষিত হয়, অবিলম্বে ব্যক্ত কর।

কৈকেয়ী রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া এবং তাঁহার বাক্য ও আপনার বল জানিয়া পরিশেষে তাঁহারে এই কথা বলিলেন, "আপনি রামের নিমিত্ত যে অভিষেক-সামগ্রী আহরণ করিয়াছেন, তাহা ভরত প্রাপ্তহউন; রাম বনে গমন করুন। বল্কল-মৃগচর্ম্ম-ও-জটাধারী হইয়া রাম তাপসবেশে দণ্ডকারণ্য আশ্রয় করত তথায় চতুর্দ্দশবৎসর বসতি করুন।"

হে ভরতপ্রবর! রাজা দশরথ সেই অতি দারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে দুঃখার্ত্ত হইয়া কিছুমাত্র উক্তি করিতে পারিলেন না। অনন্তর বীর্য্যবান্ ধর্ম্মাত্মা রাম পিতাকে সেইরূপ অনুরুদ্ধ জানিয়া 'রাজা

সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন' এই ভাবিয়া বন-প্রস্থান করিলেন। তৎকালে তাঁহার ভার্য্যা জনকনন্দিনী বৈদেহী সীতা এবং উৎকৃষ্ট-ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর রাম অরণ্যে প্রস্থিত হইলে রাজা দশরথ তখন কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। রাম বনে গমন করিলেন এবং রাজাও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া দেবী কৈকেয়ী ভরতকে আনয়নপূর্ব্বক এইকথা বলিলেন, "পুত্র! দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন এবং রাম ও লক্ষ্মণ বনবাসী হইয়াছে অতএব তুমি কণ্টকপরিশূন্য শুভকর বিশাল রাজ্য পরিগ্রহ কর।" পরন্তু ধর্ম্মাত্মা ভরত তাঁহারে কহিলেন, হা! তুমি ধনলোভপ্রযুক্ত পতিকে নিহত এবং এই কুলকে উৎসাদিত করিয়া অতিশয় নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়াছ! হা কুলপাংশনে জননি! আমার মস্তকোপরি অখ্যাতি-ভার নিক্ষিপ্ত করিয়া তুমি এখন মনস্কামনা পূর্ণ কর! এই বলিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। সমগ্র প্রজাবর্গ-সন্নিধানে চরিত্র শোধন করিবার পর ভরত ভ্রাতা রামকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমুৎসুক হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। তিনি শত্রুঘ্নের সহিত অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া রামের প্রত্যানয়ন বাসনায় কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে যানযোগে অগ্রে প্রস্থাপিত করিয়া বশিষ্ঠ, বামদেব, অপর সহস্র সহস্র বিপ্র, পুরবাসী ও জানপদগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। দেখিলেন, ধনুর্দ্ধারী রাম লক্ষ্মণের সহিত তাপসগণের অলঙ্কার ধারণ করত চিত্রকূটপর্ব্বতে অবস্থিত রহিয়াছেন। পিতার নিদেশকারী রাম-কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইয়া ভরত নন্দিগ্রামে তদীয় পাদুকাদ্বয় সম্মুখে রাখিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। এদিকে রাম পৌর ও জানপদগণের পুনর্ব্বার আগমন আশঙ্কা করিয়া শরভঙ্গ মুনির আশ্রম-সন্নিহিত মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। শরভঙ্গকে সৎকৃত করিয়া তিনি দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তৎকালে রমণীয়া গোদাবরী নদীর তীরে নিবসতি করিতে লাগিলেন। তথায় বাস করিবার সময়ে রামের জনস্থান-নিবাসী খরের সহিত মহৎ বৈরসংঘটন হইল। শূর্পণখাই ঐ শত্রুতার কারণ। ধর্ম্মবৎসল রঘুনন্দন তাপসগণের রক্ষার্থে পৃথিবীতে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বিনষ্ট করিলেন। সেই ধীমান্ রাঘব সুমহাবল খর ও দূষণকে নিহত করিয়া ধর্ম্মারণ্যকে পুনরায় ক্ষেমাস্পদ করিয়া দিলেন।

সেই সমস্ত রাক্ষস নিহত হইলেপর শূর্পণখা ছিন্ননাসিকা ও ছিন্নাধরোষ্ঠী হইয়া লঙ্কায় ভ্রাতার নিকেতনে প্রতিগমন করিল। অনন্তর রাবণসমীপে আগমন-পূর্ব্বক সেই রাক্ষসী দুঃখে বিহ্বলা হইয়া ভ্রাতার চরণযুগলে পতিতা হইল। তাহার মুখমণ্ডলে ক্ষতজাত রুধিরধারা শুষ্ক হইয়া ছিল। রাবণ তাহাকে সেইরূপ বিকৃতাঙ্গী দেখিয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং ক্রোধভরে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করত আসন হইতে উৎপতিত হইল। অনন্তর সে স্বীয় অমাত্যগণকে বিদায় দিয়া নির্জ্জনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্রে! কোন্ব্যক্তি আমাকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া তোমার ঈদৃশী দুরবস্থা করিয়াছে? কে তীক্ষ্ণ শূল লইয়া আপনার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে? মস্তকে অগ্নি রাখিয়া কে বিশ্বস্তচিত্তে সুখে নিদ্রা যাইতেছে? কোন্ব্যক্তি ঘোরতর আশীবিষ সর্পকে পদদ্বারা স্পর্শকরিতেছে? কোন্ব্যক্তিই বা কেশরসমন্বিত সিংহের দংষ্ট্রা ধারণপূর্ব্বক অবস্থিত রহিয়াছে? এইরূপ বলিতে বলিতে তাহার ইন্দ্রিয় সকল হইতে, রাত্রিকালে দহ্যমান বৃক্ষের স্বীয় কোটর হইতে যেমন অগ্নিশিখা নির্গত হয়, সেইরূপ তেজের জ্বালা-সমস্ত বিনির্গত হইতে লাগিল। তাহার ভগিনী তৎসমীপে রাক্ষসদিগের পরাভবস্বরূপ খরদূষণ-সংক্রান্ত রামবিক্রম-বিবরণ সমুদয় বর্ণন করিল। অনন্তর জ্ঞাতিবধ জানিয়া রাবণ কালপ্রেরিত হইয়া রামের বিনাশ বাসনা করত মনে

মনে মারীচকে চিন্তা করিল। তৎপরে সেই রাজা কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া এবং ভগিনীকে প্রবোধ দিয়া নগরে রক্ষা বিধানপূর্ব্বক ঊর্দ্ধপথে প্রস্থিত হইল। সে ত্রিকুট ও কালপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গম্ভীর-জলান্বিত মকরালয় মহাসাগর সন্দর্শন করিল। তদনন্তর দশানন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মহাত্মা শূল-পাণির সম্পূর্ণ প্রেমাস্পদ গোকর্ণপর্ব্বত প্রদেশে উপস্থিত হইল। তথায় সে পূর্ব্বামাত্য মারীচ-সন্নিধানে গমন করিল। মারীচ পূর্ব্বে রামের ভয়েই সেই স্থানে তাপসবৃত্তি আশ্রয় করিয়াছিল।

মারীচসমীপে রাবণগমনে ষট্সপ্তত্যধিক দ্বিশত-তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭৬ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর মারীচ রাবণকে সমাগত দেখিয়া ফলমূলাদি সৎকারদ্বারা তাহার পূজা করিল। সেই বচনাভিজ্ঞ রাক্ষস বাক্যকোবিদ রাবণের বিশ্রাম ও আসন-গ্রহণান্তে স্বয়ং আসীন হইয়া এই বিনয়গর্ব্ববাক্যের উক্তি করিল, "হে রাক্ষসেশ্বর! আপনকার বর্ণ প্রকৃতিস্থ নাই; আপনকার পুরে সমস্ত কুশল ত? প্রজাগণ পূর্ব্বে আপনাকে যেরূপ ভজনা করিত এখনও ত সেইরূপ করে? আপনকার এস্থানে আসিবার কারণ কি? তাহা যদিও সুদুষ্কর হয়, তথাপি নিষ্পন্নই হইয়াছে জানিবেন।" রাবণ কোপাবিষ্ট ও অমর্ষান্বিত থাকায় রামের সেই সমস্ত চেষ্টিত এবং যে যে কর্ম্ম করিতে হইবে তৎসমুদায় সংক্ষেপেই বর্ণন করিল। পরন্তু মারীচ সেই কথা শুনিয়া সংক্ষেপেই রাবণকে কহিল, আপনকার রামের নিকটে যাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমি তাঁহার বীর্য্য অবগত আছি। কোন্ ব্যক্তি সেই মহাত্মার বাণবেগ সহ্য করিতে পারে? সেই পুরুষপুঙ্গবই আমার প্রব্রজ্যায় প্রবৃত্ত হইবার নিদান। মরণের মুখস্বরূপ এই পরামর্শ কোন্ দুরাত্মা আপনাকে বলিয়াছে?" অনন্তর রাবণ ক্রোধান্বিত হইয়া তাহারে সর্ব্বতোভাবে ভর্ৎসনা করত কহিল, আমার বাক্য রক্ষা না করিলে তোমার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে। মারীচ চিন্তা করিল, বিশিষ্টলোকের হস্তে মরণ ভাল; যখন অবশ্যই মরিতে হইল, তখন ইহার যে অভিপ্রেত তাহাই করিব।

অনন্তর মারীচ সেই রাক্ষসেশ্বরকে কহিল, আমাকে আপনকার কি সাহায্য করিতে হইবে? আমি অক্ষম হইলেও তাহা সম্পন্ন করিব। দশগ্রীব তাহারে কহিল, "যাও, তুমি রত্নশৃঙ্গ ও রত্ন-চিত্রিতলোমা মৃগ হইয়া সীতাকে প্রলোভিতা কর। তোমাকে অবলোকন করিয়া সীতা নিশ্চয়ই ধরিবার নিমিত্তে রামকে প্রেরণ করিবেন; রাম অপগত হইলে সীতা বশীভূতা হইবে। আমি তাহারে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইব; সুতরাং সেই দুর্ব্বুদ্ধি রাঘব ভার্য্যাবিচ্ছেদে বিনষ্ট হইবে। অতএব তুমি আমার এই সাহায্যটি কর।" এইরূপ সম্ভাষিত হইবার পর মারীচ আপনার উদকক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক অতিশয় দুঃখিত হইয়া অগ্রযায়ী রাবণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অনন্তর সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের আশ্রমে গিয়া তাহারা উভয়ে, পূর্ব্বে যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছিল, সেইরূপই করিল। রাবণ কেশ-হীন-মস্তক, কুণ্ডলধারী ও ত্রিদণ্ডপাণি যতি হইয়া, এবং মারীচ মৃগ হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল। মৃগরূপধারী মারীচ সীতাকে আত্ম-প্রদর্শন করিল; সীতাও বিধি-প্রেরিতা হইয়া তাহারে ধরিবার নিমিত্তে রামকে প্রেরণ করিলেন। রাম তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিবার উদ্দেশে সত্বর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে রক্ষার্থে নিযুক্ত রাখিয়া মৃগলাভ লালসায় প্রস্থিত হইলেন। রুদ্র যেমন তারারূপ মৃগের, অর্থাৎ দুহিতৃকামী প্রজাপতি মৃগরূপ ধরিয়া কন্যার পশ্চাদ্গামী হইলে এবং রুদ্র ঐ মৃগের মস্তক ছেদন করিলে মৃগশীর্ষ নামে যে নক্ষত্র হয় তাহার, অনুসরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই শরাসন-তূণ-খড়্গ গোধা-ও-অঙ্গুলিত্রধারী রাম মারীচ-রূপ মৃগের

অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সেই রাক্ষস এক এক বার অন্তর্হিত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার দর্শনপথে উপস্থিত হয়; এই রূপ করিয়া তাঁহারে বহুদূর পথ লইয়া গেল; পরিশেষে রাম তাহার স্বরূপ বোধগম্য করিলেন। প্রতিভা-সম্পন্ন রাঘব তাহারে নিশাচর জানিয়া অব্যর্থ শর গ্রহণ-পূর্ব্বক মৃগরূপী মারীচকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। রামবাণে অভিহত হইয়া সেই নিশাচর তখন রামের স্বর অনুকরণ-পূর্ব্বক "হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!" এইরূপ কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

অনন্তর বৈদেহী তাহার সেই করুণবাণী শুনিতে পাইলেন, এবং যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে প্রধাবমানা হইলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহারে কহিলেন, হে ভীরু! আপনকার শঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই; কোন্ ব্যক্তি রামকে প্রহার করিবে? হে শুচিস্মিতে! আপনি মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই স্বীয় পতি রামকে অবলোকন করিবেন। লক্ষ্মণের এইরূপ সম্ভাষণে সীতা স্ত্রীস্বভাবদোষে উপহতা হইয়া প্রকৃষ্টরূপে রোদন করিতে করিতে বিশুদ্ধ-চরিত্র-ভূষিত লক্ষ্মণের প্রতি শঙ্কমানা হইলেন। সেই সাধ্বী পতিব্রতা বৈদেহী তাঁহারে তখন এই প্রকার কটূক্তি করিতে আরম্ভ করিলেন, রে মূঢ়! তুমি হৃদয়ে যাহার প্রার্থনা করিতেছ, তোমার সেই মনোরথ কদাচ সিদ্ধ হইবার নহে; আমি বরং শস্ত্র লইয়া আপনি আপনাকে হত্যা করিব, কিম্বা গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিতা হইব, অথবা হুতাশনেই প্রবেশ করিব, তথাপি রাম স্বামী পরিত্যাগ করিয়া, শৃগাল-ভজনায় পরাঙ্মুখী শার্দ্দূলীর ন্যায় নিকৃষ্ট-প্রকৃতি তোমার উপাসনা কোন ক্রমে করিব না।

ভ্রাতৃবৎসল সচ্চরিত্র লক্ষ্মণ এতাদৃশ পরুষ বচন শ্রবণ করিয়া শ্রবণ-যুগল আচ্ছাদন-পূর্ব্বক যে পথে রাম গিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া প্রস্থিত হইলেন। সেই ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণ তখন বৈদেহীকে নিরীক্ষণ না করিয়াই রামের পদচিহ্ন ধরিয়া চলিয়া গেলেন। এই অবসরে স্বভাবত অভব্য হইয়াও ভব্যরূপধারী ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনের ন্যায় যতিবেশে প্রতিচ্ছন্ন রাক্ষস রাবণ সেই অনিন্দিতাকে হরণ করিতে অভিলাষী হইয়া দৃশ্যমান হইল। ধর্ম্মজ্ঞা জনকদুহিতা সীতা তাহাকে সমাগত দেখিয়া তখন ফল মূল ভোজনাদি-দ্বারা নিমন্ত্রিত করিলেন। পরন্তু রাক্ষস-পুঙ্গব রাবণ তৎসমুদায় অবজ্ঞা করিয়া স্বীয় স্বরূপ গ্রহণ-পূর্ব্বক এই বলিয়া বৈদেহীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল; "সীতে! আমি রাক্ষসগণের রাজা; আমার নাম রাবণ বলিয়া বিখ্যাত। মহীসাগরপারে লঙ্কানাম্নী নগরী আমার রাজধানী; তথায় তুমি উত্তমাঙ্গনাগণ-মধ্যে আমার সহিত শোভমানা হইবে। অতএব হে সুশ্রোণি! তুমি আমার পত্নী হও; তপস্যা-নিরত রাঘবকে পরিত্যাগ কর।"

সুশ্রোণী জানকী তাহার এই এই রূপ বাক্য সমস্ত শ্রবণ করিয়া কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন-পূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি পুনরায় এরূপ কথা বলিও না; যদি নক্ষত্র সহ গগণমণ্ডল ধরাতলে পতিত হয়; যদি পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়েন; যদি হুতাশন শৈত্য গুণ প্রাপ্ত হন; তথাপি আমি রঘুনন্দনকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; কেননা আমার এই চিন্তা হইতেছে যে, প্রভিন্নগণ্ড, বিন্দুজালশোভিত, বনচারী মহানাগের উপাসনা করিয়া করিণী কিপ্রকারে শূকরকে স্পর্শ করিতে পারে? এবং কোন্ রমণীই বা পুষ্পজাত ও মধুসম্ভৃত মদিরা পান করিয়া কাঞ্জিক মদ্যে লোভ করে?

রাবণকে এইরূপ সম্ভাষণ করিবার পর সীতা ক্রোধে স্ফুরিতাধরা হইয়া বারম্বার করদ্বয় কম্পমান করত আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরন্তু রাবণ সেই সুশ্রোণীর পশ্চাতে ধাবমান হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিল এবং তাঁহারে কর্কশস্বরে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। তাহাতে তিনি বিচেতন

হইয়া পড়িলেন। তখন সে তাঁহারে কেশপাশে নিগৃহীত করিয়া ঊর্দ্ধে উৎপতিত হইল। অনন্তর গিরি-নিবাসী জটায়ুনামা গৃধ্র সেই ত্রিয়মাণা, "হা রাম! হা রাম!" বলিয়া রোদনকারিণী তপস্বিনী জানকীরে সন্দর্শন করিল।

সীতাহরণে সপ্তসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭৭ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অরুণের পুত্র ও সম্পাতির সহোদর মহাবীর গৃধ্ররাজ জটায়ু দশরথের সখা ছিল। সেই পক্ষী তৎকালে পুত্রবধূ সীতাকে রাক্ষসেশ্বর রাবণের অঙ্কগতা দেখিয়া তাহার প্রতি সক্রোধে ধাবমান হইল। অনন্তর গৃধ্র তাহারে কহিল, "রে নিশাচর! তুই অবিলম্বে মৈথিলীকে পরিত্যাগ কর্; আমি জীবিত থাকিতে তুই কি প্রকারে ইহাঁরে হরণ করিবি? যদি বধূকে পরিত্যাগ না করিস্ তবে আর জীবনসত্ত্বে আমার নিকটে নিষ্কৃতি পাইবি না।" এইরূপ কহিয়া জটায়ু প্রখর নখরাবলি-দ্বারা সেই রাক্ষসেন্দ্রকে অতিমাত্র বিদীর্ণ করিতে লাগিল, বহুবার পক্ষ ও তুণ্ড প্রহার-দ্বারা তাহারে জর্জরীকৃত করিয়া ফেলিল এবং গিরি-প্রস্রবণ দিয়া বারিরাশির ন্যায় তাহার অঙ্গ-সমস্ত দিয়া ভূরি ভূরি রুধির নির্গত করাইল। রাক্ষসরাজ রাবণ রামের প্রিয়াকাঙ্ক্ষী ও হিতৈষী গৃধ্র-কর্তৃক বধ্যমান হইয়া খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহার পক্ষদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিল। মেঘমণ্ডল-ভেদী গিরি-শিখরের ন্যায় সেই গৃধ্ররাজকে নিহত করিয়া সে সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ঊর্দ্ধপথ আক্রমণ করিল। পরন্তু বৈদেহী যেখানে যেখানে আশ্রম-মণ্ডল, সরোবর বা নদী দেখিতে পাইলেন, সেই খানেই কোন ভূষণ ফেলিয়া চলিলেন। সেই মনস্বিনী গিরিপ্রস্থে পাঁচটি বানরশ্রেষ্ঠ দেখিয়া তথায় দিব্য মহৎ বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই সুন্দর পীতবর্ণ বসন সমীরণ-সঞ্চালিত হইয়া মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ঐ পঞ্চ বানরেন্দ্রের মধ্যে পতিত হইল। এদিকে রাক্ষসেশ্বর রাবণ বিহঙ্গের ন্যায় অন্তরীক্ষে বিচরণ করত অচিরে সমস্ত পথ অতিক্রম করিল; পরে বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিতা, বহুতর উৎকৃষ্ট প্রাকার-পরিবৃতা, বহুদ্বার-সমন্বিতা, মনোরমা, রমণীয়া নগরী লঙ্কাপুরী সন্দর্শন করিয়া সীতার সহিত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

এইরূপে সীতা হৃতা হইলে ধীমান্ রাম রাক্ষসকে নিহত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময়ে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দেখিলেন। সেই ভ্রাতাকে দেখিয়া তিনি "রাক্ষস-সেবিত বনমধ্যে তুমি কি প্রকারে বৈদেহীকে পরিত্যাগ করিয়া আইলে?" এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম মৃগরূপধারী রাক্ষস-কর্তৃক আপনার দূরে আকর্ষণ এবং ভ্রাতার আগমন চিন্তা করত অতিশয় পরিতাপান্বিত হইলেন। পরন্তু তিনি লক্ষ্মণকে তিরস্কার করিতে করিতেই ত্বরান্বিত হইয়া তৎসমীপে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, "লক্ষ্মণ! সীতা কি জীবিতা আছেন? আমার বোধ হয়, নাই"। তখন লক্ষ্মণ তাঁহার নিকটে সীতার সেই সমুদয় বাক্য বর্ণন করিলেন; বিশেষত বৈদেহী শেষ কালে তাঁহাকে যে অযুক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাও কহিলেন। অনন্তর কাকুৎস্থ রাম দহ্যমান-হৃদয়ে আশ্রমাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে তিনি পর্ব্বত-তুল্য নিহত জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহারে রাক্ষস শঙ্কা করত বল-পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত তদভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। তেজস্বী জটায়ু সেই সমবেত রাম লক্ষ্মণকে কহিল, "তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি দশরথের সখা গৃধ্ররাজ"। তাহার সেই কথা শুনিয়া তাঁহারা শোভন শরাসন-যুগল সংধারণ-পূর্ব্বক কহিলেন, আমাদের পিতার নাম উল্লেখ করিতেছে, এ ব্যক্তি কে? তৎপরে তাঁহারা তাহাকে ছিন্নপক্ষ-যুগল বিহঙ্গ দৃষ্টি করিলেন। গৃধ্র জটায়ু সীতার

নিমিত্তে রাবণ হইতে আপনার বধবৃত্তান্ত তাঁহাদের নিকটে বর্ণন করিল। রাম তাহারে জিজ্ঞাসিলেন, রাবণ কোন্ দিকে গিয়াছে? জটায়ু তাহা মস্তক কম্পন-দ্বারা তাঁহারে জানাইল এবং পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রাম তাহার সেই ইঙ্গিত অনুসারে দক্ষিণ দিক্ অবধারণ করিয়া সমুচিত পূজা-পূর্ব্বক পিতৃসখাকে সৎকার লাভ করাইলেন।

অনন্তর সীতা-হরণ-নিপীড়িত পরন্তপ রাম ও লক্ষ্মণ ঋষিদিগের আসন ছাত্রনিলয় ও ভগ্ন কলস-সমুদায়ে পরিকীর্ণ, শত শত শৃগাল-সংকুল, শূন্য আশ্রমপদ অবলোকন-পূর্ব্বক দুঃখশোকে সমাবিষ্ট হইয়া দণ্ডকারণ্যের দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। পরন্তু সেই মহাবনে রাম লক্ষ্মণের সহিত দেখিলেন, মৃগযূথ-সমস্ত সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিতেছে এবং বর্দ্ধনশীল দাবাগ্নির ন্যায় জন্তুগণের ঘোরতর শব্দ হইতেছে। পরে মুহূর্ত্ত-কাল-মধ্যে তাঁহারা মেঘ ও পর্ব্বত-সদৃশ, শালস্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধ-বিশিষ্ট, মহাভুজ, বক্ষঃস্থলে বিশাল-লোচন-সমন্বিত, এবং সুদীর্ঘ উদরে প্রকাণ্ড মুখযুক্ত একটা ভীমদর্শন কবন্ধ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই রাক্ষস যদৃচ্ছাক্রমে লক্ষ্মণকে করে ধারণ করিল। হে ভারত! লক্ষ্মণ তৎক্ষণমাত্র বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। কবন্ধ রামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে দিকে তাঁহার মুখ ছিল সেই দিকে লক্ষ্মণকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ বিষণ্ণ হইয়া রামকে কহিলেন, "আমার এই অবস্থা নিরীক্ষণ করুন! আপনকার রাজ্যভ্রংশ, পিতার মরণ, জানকীর হরণ, তাহার উপরে আবার আমার এই বিপদ্ সংঘটন হইল! হায়! আপনি জানকীর সহিত কোশলায় উপনীত হইয়া যখন পিতৃপিতামহাদি-পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরা-সমাগত বসুধারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তখন আর আমি আপনাকে দেখিতে পাইব না! যাহারা ধন্য, তাহারাই কুশ, লাজ, শমী ও জলদ্বারা অভিষিক্ত আর্য্যের বদন-মণ্ডল মেঘ-নির্ম্মুক্ত সুধাকরের ন্যায় সন্দর্শন করিবে!"

সেই ধীমান্ লক্ষ্মণ এইরূপ বহুতর বিলাপ করিলেন। পরে ভয়-কালেও নির্ভীক কাকুৎস্থ রাম তাঁহারে বলিলেন, "হে নরব্যাঘ্র! তুমি বিষাদযুক্ত হইও না; আমি জীবিত থাকিতে এই নিশাচর কোন কার্য্যকারকই নহে; তুমি ইহার দক্ষিণ বাহু ছেদন কর, আমি এই বাম বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলাম"। এই কথা বলিতে বলিতেই রাম অতি তীক্ষ্ণ খড়্গসহকারে তিল-কাণ্ডের ন্যায় অনায়াসে রাক্ষসের বাম হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বলশালী লক্ষ্মণ ভ্রাতা রঘুনন্দনকে অবস্থিত দেখিয়া খড়্গদ্বারা কবন্ধের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন করিলেন এবং তাহার পার্শ্বদেশে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিলেন; তাহাতে সেই সুমহান্ কবন্ধ গতপ্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহার দেহ হইতে এক দিব্যদর্শন পুরুষ বিনির্গত হইয়া অন্তরীক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক গগণে জাজ্বল্যমান সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। বাগ্মী রাম তাঁহারে জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে, এবং এই বিচিত্র ব্যাপারই বা কিপ্রকারে হইল, ইহা জানিতে আমার অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি ইচ্ছানুসারে আমার নিকটে ব্যক্ত করুন; কেননা ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্যজ্ঞান হইতেছে।

তখন দিব্যপুরুষ তাঁহারে কহিলেন, রাজন্! আমি বিশ্বাবসু-নামা গন্ধর্ব্ব, ব্রহ্মশাপে রাক্ষস যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। লঙ্কানিবাসী রাজা রাবণ সীতারে হরণ করিয়াছে; অতএব আপনি সুগ্রীবের নিকটে গমন করুন, তিনি আপনকার সাহায্য করিবেন। ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সন্নিকর্ষে হংস-কারণ্ডব-সেবিতা, এই শুভজলা পম্পা সরসী রহিয়াছে; হেমমালী বানররাজ বালীর ভ্রাতা সুগ্রীব সেই স্থানে চারি জন অমাত্যের সহিত বসতি করিতেছেন। আপনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া দুঃখের কারণ নিবেদন করুন; তিনি আপনকার

তুল্য শীল-বিশিষ্ট, সুতরাং অবশ্যই সহায়তা করিবেন। ফলত আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে রাবণের আলয় বানররাজের নিশ্চয় বিদিত আছে; অতএব আপনি জানকীর দর্শন পাইবেন।

এই কথা বলিয়া সেই মহাপ্রভান্বিত দিব্যপুরুষ অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং মহাবীর রাম-লক্ষ্মণও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

কবন্ধ-বিমোচনে অষ্টসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭৮ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সীতাহরণ-দুঃখার্ত্ত রঘুনন্দন অদূরে প্রভূত কমলোৎপল-শালিনী পম্পা পুষ্করিণী-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই বনমধ্যে অমৃতগন্ধী, সুখকর, সুশীতল সমীরণ-কর্ত্তৃক সেব্যমান হওয়াতে তাঁহার মনে মনে প্রেয়সীর সহিত সমাগম হইল। হে রাজেন্দ্র! তথায় রমণীকে স্মরণ করত তিনি কামবাণে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহারে কহিলেন, হে মানদ! বৃদ্ধলোকের শীলবিশিষ্ট আত্মবান্ পুরুষের ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া যেমন উপযুক্ত হয় না, সেইরূপ ঈদৃশভাবাপন্ন হওয়া আপনকার উচিত হইতেছে না। আপনি সীতা ও রাবণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে পুরুষকার ও বুদ্ধি-সহকারে সেই সংবাদ সফল করুন; চলুন, আমরা শৈলস্থ বানরপুঙ্গব সুগ্রীবের নিকটে যাই। আমি আপনকার শিষ্য, ভৃত্য ও সহায় রহিয়াছি; অতএব আপনি আশ্বস্ত হউন।

লক্ষ্মণের এইরূপ বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্যে রঘুনন্দন রাম প্রকৃতিস্থ ও কার্য্য-তৎপর হইলেন। বীর্য্যসম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই পম্পার বারি সেবন ও পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া প্রস্থিত হইলেন। সেই বীরদ্বয় বহুলতরু-মূল-ফলান্বিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সন্নিহিত হইয়া ঐ ভূধরের শিখরদেশে তখন পঞ্চ বানর নিরীক্ষণ করিলেন। সুগ্রীব স্বীয় সচিব সাক্ষাৎ হিমাচলের ন্যায় প্রকাণ্ড-কলেবর, বুদ্ধিমান্ বানর হনুমান্‌কে তাঁহাদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। অগ্রে তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিয়া তাঁহারা সুগ্রীব-সমীপে উপগত হইলেন। হে নৃপ! রাম তৎকালে বানর-রাজের সহিত মিত্রতা করিলেন। অনন্তর রামের কার্য্য বিজ্ঞাপিত হইলে, সুগ্রীব তাঁহারে, সীতা ম্রিয়মাণা হইবার সময়ে বানর-গণের মধ্যে যাহা নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, সেই বসন প্রদর্শন করিলেন। সেই প্রত্যয়-জনক বস্ত্র পাইয়া রাম বানরেশ্বর সুগ্রীবকে পৃথিবীস্থ সমস্ত বানরগণের আধিপত্যে স্বয়ং অভিষিক্ত করিয়াদিলেন। হে রাজন্! রাঘব সমরে বালীর বধ এবং সুগ্রীবও সীতার প্রত্যানয়ন প্রতিজ্ঞা করিলেন। এইরূপ সম্ভাষণানন্তর প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং পরস্পর বিশ্বাস জন্মাইয়া কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে আগমন-পূর্ব্বক সকলেই যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া রহিলেন।

কিষ্কিন্ধ্যায় উপনীত হইবার পর সুগ্রীব প্রচণ্ড-বেগান্বিত প্রভূত জলরাশির ন্যায় ঘোরতর নিনাদ-যুক্ত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বালী তাঁহার সেই আস্ফালন সহ্য করিতে পারিলেন না। পরন্তু তদীয় ভার্য্যা তারা তাঁহারে এই বলিয়া নিবারিত করিলেন যে, "এই বলবান্ বানর সুগ্রীব যেরূপ গর্জ্জন করিতেছে, ইহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, এ উৎকৃষ্ট সহায়-বিশিষ্ট হইয়া আসিয়াছে; অতএব আপনকার নিষ্ক্রমণ করা উচিত নহে।" অনন্তর বাগ্মী বানরপতি পতি হেমমালী বালী সেই তারাপতিবদনা তারাকে এই কথা বলিলেন, তুমি ত সকল প্রাণীরই রব বুঝিতে পার; অতএব বুদ্ধি-সমন্বিতা হইয়া দেখ, আমার এই ভ্রাতৃসম্বন্ধী কাহার সাহায্য পাইয়া আসিয়াছে?

তারাপতি-সদৃশ-কান্তিমতী প্রজ্ঞাবতী তারা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া পতিকে এই কথা বলিলেন, হে কপীশ্বর! সমুদয় শ্রবণ করুন। দশরথ-রাজনন্দন মহাসত্ত্ব ধনুর্দ্ধর রামের ভার্য্যা অপহৃতা হও-

রাতে তিনি সুগ্রীবের সহিত এরূপ মিত্রতা করিয়াছেন যে, উভয়ের শক্র-মিত্রদিগকে উভয়েই আপনার শক্র-মিত্র জ্ঞান করিতেছেন। রামের ভ্রাতা সুমিত্রানন্দন মেধাবী অপরাজিত মহাবাহু লক্ষ্মণও সুগ্রীবের কার্য্য-সিদ্ধিনিমিত্তে স্থিরনিশ্চয় রহিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সুগ্রীবের অমাত্য মৈন্দ, দ্বিবিদ, পবনাত্মজ হনুমান্ ও ভল্লুকরাজ জাম্ববান্, ইহাঁরাও তদর্থে অবস্থিত আছেন। ইহাঁরা সকলেই স্বভাবত মহাত্মা, বুদ্ধিশালী ও মহাবলসম্পন্ন; তাহার উপরে আবার রামের বীর্য্যবলের আশ্রয় পাইয়া অবশ্যই তোমার বিনাশে সমর্থ হইবেন।

কপীশ্বর বালী তারার কথিত সেই হিতকর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া শঙ্কা করিলেন, তিনি সুগ্রীবের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহারে কটূক্তি করিয়া গুহামুখ হইতে নির্গত হইলেন; পরে মাল্যবান্ ভূধর-সমীপে অবস্থিত সুগ্রীবকে কহিলেন, আমি পূর্ব্বে তোমারে বারম্বার পরাজিত করিয়া জ্ঞাতি বোধে পরিত্যাগ করিয়াছি; বিশেষত জীবন তোমার অতি প্রিয়বস্তু, তবে আবার মরণের নিমিত্তে ত্বরা হইল কেন?

এইরূপ কথিত হইয়া শক্রঘ্ন সুগ্রীব, যেন রামকেই জানাইয়া দিতেছেন এই ভঙ্গীতে, ভ্রাতাকে তৎকালোচিত এই হেতুযুক্ত বাক্য কহিলেন, "রাজন্! আপনি আমার ভার্য্যা ও রাজ্য হরণ করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং আমার আর জীবিত থাকিবার ফল কি! এই ভাবিয়া আমি সমাগত হইয়াছি জানিবেন।" এইরূপ বহুবিধ সম্ভাষণ করিয়া পরিশেষে সেই বালী ও সুগ্রীব শাল, তাল ও শিলারূপ আয়ুধ লইয়া সমরে সন্নিপতিত হইলেন। উভয়েই পরস্পর আহত করিতে লাগিলেন, উভয়েই ভূতলে পতিত হইতে থাকিলেন, উভয়েই বিচিত্ররূপ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই মুষ্টিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। নখদন্ত-পরিক্ষত ও শোণিত-সংসিক্ত হইয়া সেই বীরদ্বয় তৎকালে বিকশিত কিংশুক যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের যুদ্ধে যখন কিছুমাত্র ইতরবিশেষ দৃষ্ট হইল না, তখন হনুমান্ সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে মালা সংলগ্ন করিয়া দিলেন। সেই কণ্ঠসংলগ্ন মালা সহকারে বীর্য্যবান্ সুগ্রীব তৎকালে মেঘমালা পরিশোভিত মহাশৈল শ্রীমান্ মলয়ের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধারী রাম সুগ্রীবকে কৃতচিহ্ন দেখিয়া বালীকে লক্ষ্যের ন্যায় উদ্দেশ করিয়া উত্তম শরাসন বিকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধনুকের টঙ্কার তৎকালে যন্ত্রবিস্ফারের ন্যায় প্রতিভাত হইল এবং বালীও শরদ্বারা হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া ত্রাসযুক্ত হইলেন। রামশরে ভিন্ন হৃদয় হইয়া সেই বালী মুখ হইতে রুধির বমন করত পরিশেষে লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিত রামকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রঘুনন্দনকে ভৎর্সনা করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তারা তাঁহারে ধরাতলে তারাপতিতুল্য-তেজোযুক্ত নিরীক্ষণ করিলেন। বালী নিপাতিত হইলে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার অধিকার পাইলেন এবং সেই নিহতেশ্বরা তারাপতিমুখী তারাকেও লাভ করিলেন। ধীমান্ রাম সুগ্রীব-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে উপাসিত হইয়া মাল্যবান্ পর্ব্বতের শোভন পৃষ্ঠদেশে চারি মাস বাস করিলেন।

এদিকে কামপরতন্ত্র রাবণ লঙ্কাপুরীতে উপনীত হইয়া সীতাকে তাপসাশ্রম-সদৃশ অশোক বন সন্নিধানে নন্দনতুল্য ভবনে নিবেশিত করিল। পৃথুললোচনা সীতা তথায় অনুক্ষণ ভর্ত্তৃস্মরণে কৃশাঙ্গী, তাপসীবেশধারিণী, উপবাস ও তপশ্চরণ-পরায়ণা ও ফলমূলভোজনা হইয়া অতিদুঃখে বসতি করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ তাঁহার রক্ষার্থে তথায় প্রাস-অসি-শূল-পরশু-মুদ্গার-ও-অলাতধারিণী দ্ব্যক্ষী, ত্র্যক্ষী, ললাটাক্ষী, দীর্ঘজিহ্বা, অজিহ্বিকা, ত্রিস্তনী, একচরণা, ত্রিজটা ও একলোচনা-প্রভৃতি

রাক্ষসী-সকলকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। এই সমস্ত ও অন্যান্য প্রদীপ্তলোচন এবং উষ্ট্রের ন্যায় উৎকট-কেশবিশিষ্ট নিশাচরীগণ দিবারাত্র অতন্দ্রিত হইয়া সীতাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। সেই উগ্ররূপা ও দারুণস্বরা পিশাচীরা আয়তাপাঙ্গী জানকীরে সর্ব্বদাই তর্জ্জন করিত। তাহারা যে যে শব্দ প্রয়োগ করিত, তৎসমুদায়ের প্রত্যেক অক্ষরই পরুষব্যঞ্জক হইত। "এ যে আমাদিগের স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া এখানে জীবিতা রহিয়াছে, একারণ ইহাকে আমরা ভক্ষণ করি; বিদীর্ণ করিয়া ফেলি; তিল তিল পরিমাণে ইহাকে খণ্ড খণ্ড কর;" এইরূপ ভয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাহারা বারম্বার ভৎর্সনায় প্রবৃত্তা হইলে, পতিশোক-বিধুরা সীতা নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন, আর্য্যাগণ! আমারে শীঘ্র ভক্ষণ কর; সেই নীলকুঞ্চিত-কেশকলাপ কমললোচন বিনা আমার জীবন ধারণে কিছুমাত্র লাভ নাই! প্রাণ-বল্লভ-বিরহিণী হইয়া আমি বরং তালতরু-বর্ত্তিনী সর্পিণীর ন্যায় শরীর শোষণ করিব, তথাপি রঘুনন্দন-ভিন্ন অন্য পুরুষগামিনী হইব না! তোমরা আমার এই স্থিরপ্রতিজ্ঞা জান, অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।

তাঁহার সেই কথা শুনিয়া সেই খরস্বরা রাক্ষসীরা রাক্ষসেন্দ্র-সমীপে তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত নিবেদন করিতে চলিল। তাহারা সকলে গমন করিলে ত্রিজটা-নাম্নী প্রিয়বাদিনী ধর্ম্মজ্ঞা রাক্ষসী এই বলিয়া বৈদেহীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, সখি জানকি! আমার প্রতি বিশ্বাস কর; আমি তোমারে কোন কথা বলিব। হে বামোরু! তুমি ভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। অবিন্ধ্যনামে এক জন মেধাবী বৃদ্ধ রাক্ষসপুঙ্গব আছেন। তিনি রামের হিতান্বেষী; কেন না তিনি তোমার উদ্দেশে আমারে বলিয়া দিয়াছেন, "তুমি সীতাকে আশ্বাস প্রদান ও প্রসাদন-পূর্ব্বক আমার বাক্যে এই কথা বলিও যে, তোমার ভর্ত্তা বলশালী শ্রীমান্ রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের সহিত কুশলী আছেন; অতুল্য তেজস্বী বানর-রাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন, এবং তোমার উদ্ধারার্থে সম্যক্‌প্রকারে উদ্যত রহিয়াছেন। হে নন্দিনি! নলকুবরের শাপ তোমারে রক্ষা করিয়াছে; অতএব হে ভীরু! লোক-বিনিন্দিত রাবণের নিকটে তোমার ভয় নাই। এই অজিতেন্দ্রিয় পাপাত্মা পূর্ব্বে পুত্রবধূ রম্ভাকে কামভাবে স্পর্শ করত শাপগ্রস্ত হইয়া কোন নারীকে আর বলাৎকারে বশ করিতে পারে না। তোমার ভর্ত্তা ধীমান্ রাম সুগ্রীব-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত শীঘ্রই আসিবেন এবং তোমাকেও এস্থান হইতে বিমুক্ত করিয়া দিবেন; কেননা আমি যে অশুভদর্শন সুমহাঘোর স্বপ্নসমস্ত দেখিয়াছি, তৎসমুদায় এই পৌলস্ত্য-কুলবিধ্বংসী দুর্ব্বুদ্ধি দশাননের বিনাশের নিমিত্তেই হইবে। এই নিদারুণ দুষ্টাত্মা ক্ষুদ্রকর্ম্মা নিশাচর শীলদোষে স্বভাবত সকলের ভয়-বর্দ্ধন হইয়া থাকে। কালসহকারে বিনষ্টচেতন হইয়া সে সমস্ত দেবগণের সঙ্গেই স্পর্দ্ধা করে; এক্ষণে আমি স্বপ্নে তাহার বিনাশ চিহ্নসমস্ত দেখিয়াছি। দশানন মুণ্ডিত-মস্তক ও তৈলাভিষিক্ত হইয়া পঙ্কে নিমজ্জন করত গর্দ্দভযুক্ত রথোপরি যেন বারংবার নৃত্য করত অবস্থিত রহিয়াছে। কুম্ভকর্ণাদি অপর রাক্ষসেরাও বিগতকেশ, দিগম্বর ও রক্তমাল্যানুলেপন হইয়া যেন দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিতেছে। একমাত্র বিভীষণ শুক্লবর্ণ উষ্ণীষ, মাল্য ও অনুলেপনে বিভূষিত এবং শ্বেতাতপত্র-সমন্বিত হইয়া শ্বেত পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার চারি জন সচিবেরাও শুক্লমাল্যানুলেপন যুক্ত হইয়া শ্বেতপর্ব্বতে সমারূঢ় দৃষ্ট হইয়াছেন; অতএব তাঁহারাই এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। রামের অস্ত্রে সসাগরা ধরামণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইবে; তোমার স্বামী সমগ্র

ভূমণ্ডল যশে পরিপূর্ণ করিবেন। স্বপ্নে আমি লক্ষ্মণকেও সর্ব্বদিকে প্রবেশার্থী হইয়া অস্থিস্তূপে আরোহণপূর্ব্বক মধুমিশ্রিত পায়স-ভোজন করিতে দেখিয়াছি; এবং তোমাকেও রুধিরাভিষিক্ত-সর্ব্বাঙ্গী রোদন-পরায়ণা ও ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক পরিরক্ষ্যমাণা হইয়া বারংবার উত্তর দিকে যাইতে দেখিয়াছি। অতএব হে বিদেহরাজনন্দিনি সীতে! তুমি ভর্ত্তা রঘুনন্দন ও দেবর লক্ষ্মণের সহিত অচিরে মিলিত হইয়া শীঘ্রই হর্ষ লাভ করিবে।"

বালমৃগাক্ষী বালা জানকী ত্রিজটার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বামিসমাগম-বিষয়ে পুনর্ব্বার আশাবতী হইলেন। তদবসরে সেই উগ্রমূর্ত্তি সুদারুণ পিশাচীরা সমীপবর্ত্তিনী হইয়া দেখিল, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ত্রিজটার সহিত উপবেশন করিয়া আছেন।

ত্রিজটার সীতা সান্ত্বনে একোনাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭৯ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর রাবণ কাম-শরে পীড়িত হইয়া সেই স্বামি-শোক-বিধুরা, দীনা, মলিন-বসনা, মঙ্গলসূত্রগত মণিমাত্র-ভূষণা, রাক্ষসীগণ-কর্ত্তৃক উপাস্যমানা, শিলাতলে সমাসীনা, রোরুদ্যমানা, পতিপরায়ণা রাম-ললনাকে দর্শন করিল ও সমীপবর্ত্তী হইল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিংপুরুষেরা যাহারে সমরে পরাজিত করিতে পারে নাই, সেই রাবণ কন্দর্প-পীড়িত হইয়া দিব্য বসন, সুমৃষ্ট মণিকুণ্ডল, বিচিত্র মাল্য ও মুকুট ধারণ করত মূর্ত্তিমান্ বসন্তের ন্যায় শ্রীমান্ হইয়া অশোক বনে উপস্থিত হইল। সে কল্পবৃক্ষ-সদৃশ স্বভাবত বিভূষিত থাকিলেও যত্ন-পূর্ব্বক বেশভূষা করিয়াছিল, পরন্তু শ্মশানস্থ চৈত্য বৃক্ষের ন্যায় ভূষিত হইয়াও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। ক্ষীণশ্রোণী জানকীর সমীপবর্ত্তী হইয়া সেই নিশাচর রোহিণী-সন্নিহিত শনৈশ্চর গ্রহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। সে কুসুমচাপ-শায়কে আহত হইয়া ত্রাসান্বিত-হরিণীর ন্যায় প্রতীয়মানা সেই সুশ্রোণী অবলা বালাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই প্রকারে এই কথা বলিল, "সীতে! তুমি এ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করত ভর্ত্তার প্রতি যে অনুগ্রহ করিলে, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে প্রসন্না হও। হে কৃশাঙ্গি! আমি তোমার বেশভূষা করিয়া দিই। হে বরারোহে! তুমি মহামূল্য বসন ও আভরণ পরিধান-পূর্ব্বক আমারে ভজনা কর। হে বরবর্ণিনি! তুমি আমার সমস্ত রমণীগণ-মধ্যে প্রধানা হও। আমার বহুসংখ্য দেবকন্যা, গন্ধর্ব্ব-রমণী, দানব-কন্যা ও দৈত্যমহিলা রহিয়াছে। চতুর্দ্দশ কোটি পিশাচ ও অষ্টাবিংশতি কোটি ভীষণ-কর্ম্মা নরভোজী রাক্ষস আমার আজ্ঞাবর্ত্তী আছে। তদ্ভিন্ন চতুরশীতি কোটি যক্ষ আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়া থাকে; তবে কতকগুলিমাত্র আমার ভ্রাতা ধনেশ্বরের আশ্রিত হইয়াছে। হে ভদ্রে! গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল আমার ভ্রাতা কুবেরের যেরূপ উপাসনা করে, আমি পান সভায় অধিষ্ঠিত হইলে সর্ব্বদা আমারও সেইরূপ উপাসনা করিয়া থাকে। হে বামোরু! আমিও বিপ্রর্ষি সাক্ষাৎ বিশ্রবা মুনির পুত্র। পঞ্চম লোকপাল বলিয়া আমার যশ বিখ্যাত হইয়াছে। হে ভাবিনি! দেবরাজের ভবনে যে রূপ দিব্য ভক্ষ্য-ভোজ্য ও বহুবিধ পানীয় আছে, আমার ভবনেও সেই রূপ রহিয়াছে। অতএব হে সুশ্রোণি! তোমার বনবাস-জনিত দুষ্কৃত কর্ম্মের বিনাশ হউক; তুমি মন্দোদরীর ন্যায় আমার মহিষী হও"।

শুভাননা জানকী রাবণ-কর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিতা হইয়া মুখমণ্ডল পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক তৃণব্যবধান করিয়া সেই নিশাচরকে কহিতে লাগিলেন। পতি-দেবতা বালা বামোরু বৈদেহী অশুভ নেত্রবারি-দ্বারা অপতিত অবিরল পয়োধর-যুগল অজস্র অভিবর্ষণ করত সেই ক্ষুদ্রাশয়কে এই কথা বলিলেন, "হে রাক্ষসেশ্বর! তুমি বারংবার ঈদৃশ বাক্য বলিয়াছ

এবং হতভাগিনী আমিও বিষাদের সহিত ইহা শ্রবণ করিয়াছি; অতএব হে ভদ্রপ্রবর! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি এই মনোরথ নিবর্ত্তিত কর; আমি পরকীয়া মহিলা ও সতত পতিব্রতা, সুতরাং তোমার লভ্যা নহি। অপিচ কৃপণা মানুষী তোমার উপযোগার্হা ভার্য্যা হইতে পারে না; অতএব অধীনাকে ধর্ষণ করিয়া তুমি কি প্রীতি লাভ করিবে? প্রজাপতি-সদৃশ ব্রহ্মযোনি বিশ্রবা তোমার পিতা, এবং তুমিও লোকপাল তুল্য; তবে কি নিমিত্তে ধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ হইতেছ? মহেশ্বরের সখা রাজরাজ প্রভু ধনেশ্বরকে ভ্রাতা বলিয়া ব্যপদেশ করত তুমি এ বিষয়ে লজ্জিত হইতেছ না কেন?

এইরূপ কহিয়া কৃশাঙ্গী সীতা বসনে বদনাবরণপূর্ব্বক গ্রীবা ও পয়োধর-যুগল কম্পিত করত প্রকৃষ্ট রূপে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই রোদনপরায়ণা ভাবিনীর মস্তকে সুসংবদ্ধ স্নিগ্ধ সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘবেণী কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। দুর্ব্বুদ্ধি দশানন সীতার কথিত সেই সুনিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া নিরাকৃত হইয়াও পুনরায় এই কথা বলিল, হে সুশ্রোণি চারুহাসিনি সীতে! অনঙ্গ আমার অঙ্গ সমস্ত নিপীড়িত করেন, করুন, তথাপি তুমি ইচ্ছা না করিলে আমি কোন ক্রমে তোমার সঙ্গ করিব না। আমাদিগের আহারভূত মানুষজাতীয় রামকেই তুমি যখন এ পর্য্যন্ত অনুরোধ করিতেছ, তখন আর আমি কি করিতে পারি?

অনিন্দিতাঙ্গী জানকীরে এই কথা বলিয়া সেই মহান্ রাক্ষসেশ্বর সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়া অভিমত দিকে প্রস্থান করিল। শোক-কর্ষিতা বৈদেহী রাক্ষসীগণে পরিবৃতা এবং ত্রিজটা-কর্ত্তৃক সেব্যমানা হইয়া তখন সেই খানেই নিবসতি করিতে লাগিলেন।

সীতা-রাবণ-সংবাদে অশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮০॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এদিকে রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব কর্ত্তৃক অভিপালিত হইয়া মাল্যবান্ পর্ব্বতের পৃষ্ঠে বসতি করত একদা বিমল নভোমণ্ডল সন্দর্শন করিলেন। মহীধরস্থ শত্রুহন্তা ধর্ম্মাত্মা রাম বিমল গগণতলে গ্রহ, নক্ষত্র ও তারক পুঞ্জে পরিবৃত নির্ম্মল শশাঙ্কমণ্ডল অবলোকন করিয়া এবং প্রভাতে কুমুদ, উৎপল ও কমল সকলের গন্ধবাহী শীতল সমীরণ-সহযোগে সহসা প্রতিবোধিত হইয়া রাক্ষস-ভবনে নিরুদ্ধা সীতাকে সংস্মরণ করিলেন; তাহাতে দুর্ম্মনায়মান হইয়া লক্ষ্মণবীরকে কহিলেন, "হে রঘুকুলধুরন্ধর মহাভুজ লক্ষ্মণ! তুমি একবার কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর; আমি তোমার সহিত মিলিয়া যাহার নিমিত্তে তৎকালে কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে বালীকে নিহত করিলাম; যে কুলাধম মূঢ়কে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিলাম; সমুদয় বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুকেরা যাহারে ভজনা করিতেছে; সেই কৃতঘ্ন স্বার্থ-পণ্ডিত, গ্রাম্যধর্ম্মে প্রমত্ত কপীশ্বর সুগ্রীবের সন্ধান জান। হে লক্ষ্মণ! আমি সেই বানরাধমকে পৃথিবী-মধ্যে সমধিক কৃতঘ্ন বলিয়া মনে করিতেছি; যে হেতু সে আমা হইতেই ঈদৃশ পদস্থ হইয়া এখন আর আমাকে স্মরণ করিতেছে না। আমি তাহার উপকার করিলেও, বোধ হয়, সে অল্পবুদ্ধি-সহকারে আমারে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করা স্বীকার করিতেছে না। হে কাকুৎস্থ! যদি সে কামসুখ-পরতন্ত্র হইয়া বিনা উদ্যমে শয়ন করিয়া থাকে, তবে, যে পথে বালী গিয়াছে, তুমি সেই পথদিয়া তাহাকে সর্ব্বভূতের গতি প্রাপ্ত করাইবে। অথবা সেই বানরপুঙ্গব আমাদিগের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্তে যদি উদ্যুক্ত হয়, তবে ত্বরান্বিত হইয়া তাহারে অবিলম্বে লইয়া আইস।"

গুরুর বাক্যে ও হিতকার্য্যে নিরত সুমিত্রাপুত্র ভ্রাতার এই আদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শর ও ধনুর্গুণসম্বলিত রুচির শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন এবং কিষ্কিন্ধ্যা-দ্বারে আগমনানন্তর নি-

বারিত না হইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বানর-রাজ তাঁহাকে ক্রোধান্বিত মনে করিয়া আহ্বানার্থে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। বিনীতাত্মা বানরাধিপতি সুগ্রীব ভার্য্যার সহিত প্রীয়মাণ হইয়া লক্ষ্মণের উপযুক্ত পূজা-দ্বারা তাঁহারে গ্রহণ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ অকুতো ভয়ে তাঁহাকে রামের বাক্য কহিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই বানরেন্দ্র সুগ্রীব তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ভার্য্যা ও ভৃত্যগণের সহিত প্রীতিযুক্ত, বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া নরকুঞ্জর লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "লক্ষ্মণ! আমি দুর্ম্মেধা, কৃতঘ্ন বা নির্দ্দয় নহি; সীতার অন্বেষণ-বিষয়ে আমি যে প্রযত্ন করিয়াছি শ্রবণ করুন। সুশিক্ষিত বানর সকলকে দিকে দিকে প্রেরণ করিয়াছি; এবং সকলেরই একমাস মধ্যে প্রত্যাগমনের কাল নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছি। হে মহাবীর! তাহারা বন, পর্ব্বত, সাগর, পুর, গ্রাম, নগর ও আকর-সম্বলিত সমগ্র ভূমণ্ডল অন্বেষণ করিবে। সেই মাস পূর্ণ হইতেও আর পঞ্চরাত্র অবশিষ্ট আছে; তৎপরে আপনি রামের সহিত সুমহান্ প্রিয়সংবাদ শ্রবণ করিবেন।"

মহাত্মা লক্ষ্মণ সেই ধীসম্পন্ন বানরেন্দ্র সুগ্রীব-কর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া রোষ পরিহার-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিপূজা করিলেন এবং তাঁহারে সমভিব্যাহারে লইয়া মাল্যবৎ-পৃষ্ঠে অবস্থিত রামের নিকটে আগমনানন্তর তাঁহার কার্য্যের অভ্যুদয় নিবেদন করিলেন। অনন্তর সুগ্রীবের প্রেরিত সেই সহস্র বানরেন্দ্র তিন দিক্ অন্বেষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমাগত হইল; পরন্তু যাহারা দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল, তাহারা আইল না। সমাগত বানরেরা তথায় রামকে নিবেদন করিল, "আমরা সাগর-মেখলা অখিল বসুন্ধরা অন্বেষণ করিলাম, তথাপি সীতা বা রাবণের দর্শন পাইলাম না।" এই অপ্রিয় সংবাদে রাম যদিও কাতর হইলেন তথাপি যে সকল বানর-পুঙ্গবেরা দক্ষিণদিকে গিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি আশাবান্ হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মাসদ্বয় অতীত হইলে, একদা কতকগুলি বানর সত্বর সুগ্রীবের নিকটে আসিয়া এই কথা বলিল, হে বানরপ্রবর মহারাজ! পবননন্দন হনুমান্, বালিপুত্র অঙ্গদ ও অন্যান্য যে সমস্ত বানর-পুঙ্গবদিগকে আপনি দক্ষিণ দিক্ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বালীর এবং আপনকার পরিরক্ষিত ফলাদি পরিপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ মধুবন ভক্ষণ করিতেছেন।

সুগ্রীব হনুমান্ প্রভৃতির মধুবন-ভক্ষণে আসক্ত হইবার কথা শুনিয়া মনে করিলেন, তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে, কেননা কৃতকার্য্য ভৃত্যগণেরই এইরূপ চেষ্টিত হইয়া থাকে। সেই মেধাবী কপি-পুঙ্গব তাহা রামের নিকটে নিবেদন করিলেন এবং রামও অনুমানদ্বারা বিবেচনা করিলেন, সীতা অবলোকিতা হইয়াছেন। এদিকে সেই হনুমান্প্রভৃতি বানরেরা বিশ্রান্ত হইয়া রামলক্ষ্মণ সন্নিধানে কপীন্দ্র সুগ্রীবের নিকটে উপস্থিত হইল। হে ভারত! রাম হনুমানের গতি ও মুখবর্ণ দেখিয়া, জানকী যে দৃষ্টা হইয়াছেন, তাহা পুনর্ব্বার প্রত্যয় করিলেন। ইত্যবসরে হনুমান্প্রভৃতি সেই পূর্ণমনোরথ বানরেরা রাম, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণকে যথাবিধি প্রণাম করিল। তখন রাম সশর শরাসনগ্রহণ-পূর্ব্বক সেই সমাগত বানরগণকে কহিলেন, তোমরা কি আমারে জীবন-ধারণ করাইবে? তোমাদের কার্য্য কি সিদ্ধ হইয়াছে? আমি কি সমরে শত্রুগণের নিধন সাধন-পূর্ব্বক জানকীরে উদ্ধার করিয়া পুনরায় অযোধ্যায় রাজ্য করিতে পারিব? আমি হৃতদার ও অবমানিত হইয়াছি, সুতরাং সীতার উদ্ধার ও সমরে শত্রুগণের সংহার না করিয়া আর জীবন ধারণে উৎসাহী হইতে পারি না।

রাম এইকথা বলিলে পবনাত্মজ হনুমান্ তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিলেন, "রাম! আমি আপনারে প্রিয় সংবাদ দিতেছি; সেই জানকী আমার নয়ন-

গতা হইয়াছেন। আমরা দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী যাবতীয় পর্ব্বত, বন ও আকরসমস্ত অন্বেষণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইলে শ্রান্ত হইয়া এক মহতী গুহা দেখিলাম। সেই বহুযোজন-বিস্তীর্ণ, শোভন-কানন-সমাকীর্ণ, তিমিরাচ্ছন্ন, গহন, কীটসেবিত গিরিগহ্বরে আমরা সকলেই প্রবিষ্ট হইলাম। পরে বহু পথ গমন করিয়া সূর্য্যের প্রভা দেখিতে পাইলাম এবং সেই গুহার মধ্যেই একটি দিব্য ভবন অবলোকন করিলাম। হে রঘুনন্দন! তাহা ময় নামক দৈত্যের আলয় ছিল। তথায় প্রভাবতী-নাম্নী এক তাপসী তপস্যা করিতেছিলেন; তিনি আমাদিগকে বিবিধ ভোজ্য ও পানীয় প্রদান করিলেন। তৎসমুদায় ভোজনান্তে লব্ধবল হইয়া আমরা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া সে স্থান হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক লবণ-সমুদ্রের নিকটে মহাগিরি সহ্য, মলয় ও দর্দ্দুর দর্শন করিলাম। অনন্তর মলয় ভূধরে আরোহণ-পূর্ব্বক বরুণালয় সন্দর্শন করত অতিশয় বিষণ্ণ, ব্যথিত, খেদান্বিত এবং জীবনে নিরাশ হইয়া পড়িলাম। 'এই মহাসাগর বহুশত যোজন-বিস্তীর্ণ এবং তিমি, নক্র ও মৎস্য-সমুদায়ের আবাস' এইরূপ চিন্তা করত আমরা নিতান্তই দুঃখিত হইলাম। তখন প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলাম। অনন্তর কথা-প্রসঙ্গে গৃধ্র জটায়ুর কথা হইল। তৎপরেই আমরা গিরিশিখর-সন্নিভ, অপর এক গরুড়ের ন্যায় প্রতীয়মান, ঘোররূপ ভয়ঙ্কর পক্ষী দেখিতে পাইলাম। সে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্তে যেন চিন্তা করিতে লাগিল; পরে নিকটস্থ হইয়া এই কথা বলিল, অহে! আমার ভ্রাতা জটায়ুর কথা কহিতেছে, এব্যক্তি কে? আমি সেই জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিহঙ্গরাজ সম্পাতি। আমরা পরস্পর স্পর্দ্ধা-সহকারে আদিত্য-সমাজে আরোহণ করিয়াছিলাম; তাহাতে আমার এই পক্ষদ্বয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু জটায়ুর পক্ষ দগ্ধ হয় নাই। আমি দগ্ধপক্ষ হইয়া এই মহাগিরিতে পতিত হইয়াছি, সুতরাং আমার সেই প্রিয় ভ্রাতা গৃধ্রপতিকে তৎকালেই দেখিয়াছিলাম, পরে আর দেখিতে পাই নাই।

"হে রাজন্! সে এই কথা বলিলে আমরা তাহার ভ্রাতার নিধন এবং আপনকার এই ব্যসন সংক্ষেপেই তাহার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। হে অরিন্দম! সেই সম্পাতি তখন সুমহৎ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে বিষণ্ণচিত্ত হইয়া পুনরায় আমাদিগকে জিজ্ঞাসিল, হে বানরসত্তমগণ! সেই রাম কে, সীতা কে এবং কিপ্রকারেই বা জটায়ু নিহত হইল, এ সমস্তই শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।

"অনন্তর আমি আপনকার বিপদ্-সঙ্ঘটন এবং আমাদিগের প্রায়োপবেশন করিবার কারণ, এ সমস্তই বিস্তারিত রূপে তাহার নিকটে বর্ণন করিলাম। তখন সেই পক্ষিরাজ এই কথা বলিয়া আমাদিগকে উত্থাপিত করিল যে, রাবণ আমার বিদিত আছে এবং তাহার মহাপুরী লঙ্কাও সমুদ্রের পারে ত্রিকূট-পর্ব্বতের গুহাতে অবলোকিতা হইয়াছে; অতএব সীতা সেইখানেই থাকিবেন, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"হে পরন্তপ! তাহার এই কথা শ্রবণে আমরা সত্বর উত্থিত হইয়া সাগর উত্তীর্ণ হইবার মন্ত্রণা করিতে লাগিলাম। জলধির বিলঙ্ঘন-বিষয়ে যখন কেহই অধ্যবসায় করিল না, তখন আমি পিতাকে উদ্দেশ করিয়া এবং পথিমধ্যে একটা জলরাক্ষসীকে মারিয়া শতযোজন-বিস্তীর্ণ মহার্ণব উল্লঙ্ঘন করিলাম। লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইয়া তথায় রাবণের অন্তঃপুরে পতিব্রতা, উপবাস ও তপশ্চরণ-শীলা, স্বামি-দর্শনলালসা, জটিলা, মললিপ্তাঙ্গী, কৃশা, দীনা, তপস্বিনী সীতাকে সন্দর্শন করিলাম। বিভিন্ন-প্রকার লক্ষণদ্বারা তাঁহারে সীতা বলিয়া উপলব্ধি করিয়া পরিশেষে আমি সেই বিজনবর্ত্তিনী আর্য্যার সন্নিহিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলাম, সীতে!

আমি রামের দূত, পবনের আত্মজ এবং জাতিতে বানর; আপনকার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া অন্তরীক্ষ-পথে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। রাজনন্দন ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ সমস্ত বানরগণের অধিপতি সুগ্রীব-কর্ত্তৃক সর্ব্বতো ভাবে রক্ষিত হইয়া কুশলী আছেন। রাম সৌমিত্রির সহিত আপনারে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং সুগ্রীবও মিত্রভাব-প্রযুক্ত আপনকার কুশল জিজ্ঞাসু হইয়াছেন। আপনকার স্বামী সমুদায় বানরগণের সহিত শীঘ্রই আসিবেন; হে দেবি! আমার প্রতি প্রত্যয় করুন; আমি বানর, রাক্ষস নহি।

"প্রায় মুহূর্ত্তকাল আমার সেই-বাক্য চিন্তা করিয়া সীতা আমারে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি অবিন্ধ্যের বচনানুসারে তোমারে হনুমান্ বলিয়া জানিতেছি। হে মহাবাহো! অবিন্ধ্য এক জন বৃদ্ধসম্মত রাক্ষস; তিনি বলিয়াছিলেন, সুগ্রীব তোমার মত অমাত্যবর্গে পরিবৃত আছেন। এক্ষণে তুমি গমন কর।

"হেপুরুষব্যাঘ্র! এই কথা বলিয়া অনিন্দিতা জনকনন্দিনী বৈদেহী সীতা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যাহার সহযোগে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, আপনকার প্রত্যয়ের নিমিত্তে আমারে সেই মণিটি প্রদান করিলেন, এবং মহাগিরি চিত্রকূটে আপনি কাকের প্রতি যে ইষীকা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে কথাটিও বলিয়া দিলেন। আপনার অভিজ্ঞানার্থে আমি সেই ইষীকা-বিবরণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিশেষে সেই লঙ্কাপুরী দহন-পূর্ব্বক সমাগত হইলাম।"

হনুমান্ এইরূপ প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিলে, রাম তাঁহার যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিলেন।

হনুমৎকর্ত্তৃক সীতাসংবাদ কথনে একাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮১ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর রাম সেই বানরদিগের সহিত সেই স্থানেই সমাসীন হইলে, সুগ্রীবের আদেশক্রমে তখন প্রধান প্রধান প্লবঙ্গমগণ তাঁহার নিকটে সমাগত হইতে লাগিলেন। বালীর শ্বশুর শ্রীমান্ সুষেণ সহস্রকোটি বলিষ্ঠ বানর-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাম-সমীপে উপাগত হইলেন। মহাবীর্য্য বানরেন্দ্র গয় ও গবয় প্রত্যেকে শতকোটি বানরসমেত দৃষ্ট হইলেন। মহারাজ! ভীষণ দর্শন গো-পুচ্ছ গবাক্ষও ষষ্টিসহস্র-কোটি কপিসৈন্য আহরণ করত দৃষ্ট হইলেন। গন্ধমাদনবাসী বিখ্যাত গন্ধমাদন লক্ষকোটি বানর আহরণ করিলেন। পনস-নামা সুমহাবল মেধাবী বানর দ্বিপঞ্চাশৎ-কোটি বানর লইয়া আইলেন। অতি-বীর্য্যশালী কপিবৃদ্ধ শ্রীমান্ দধিমুখ ভীষণ-তেজস্বী বানরগণের মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। জাম্ববান্ মুখোপরি তিলকচিহ্নিত, কৃষ্ণবর্ণ, লক্ষকোটিসংখ্য ভীমকর্ম্মা ভল্লুক সমভিব্যাহারে দৃষ্ট হইলেন। মহারাজ! এই সমস্ত এবং অন্যান্য বহুসংখ্য বানর-যূথপতির যূথপতিগণ রামের নিমিত্তে সমাগত হইলেন। তাঁহাদের সংখ্যা করাই দুঃসাধ্য। গিরিশিখর-সদৃশ প্রকাণ্ড-কলেবর, সিংহের ন্যায় গর্জ্জনকারী, ইতস্ততঃ প্রধাবমান বানরগণের তুমুল শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। কতকগুলি বানরের আকার শৈল-শৃঙ্গের ন্যায়, কতকগুলি বানর মহিষ-সদৃশ, কতকগুলি শরৎকালীন জলদ-তুল্য এবং কতকগুলির মুখ হিঙ্গুলবর্ণ ছিল। কোন কোন বানর ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, কেহ কেহ নিম্নে পতিত হইতেছে, কেহ কেহ লম্ফ প্রদান করিতেছে এবং অপর কতকগুলি ধূলি উদ্ধূত করিতেছে, এইরূপ করিতে করিতে সকলে সর্ব্ব দিক্ হইতে সমাগত হইল। পরিপূর্ণ সাগর-সদৃশ সেই মহান্ বানরসৈন্য তখন সুগ্রীবের অনুমতি ক্রমে সেইস্থানে নিবেশ স্থাপন করিল।

অনন্তর সেই কপীন্দ্র-সকল নিরবশেষে সমাগত হইলে, শ্রীমান্ রাঘব তখন সুগ্রীবের সহিত শুভ তিথিতে প্রশস্ত নক্ষত্রে ও প্রশংসিত মুহূর্ত্তে সেই

ব্যূহবদ্ধ সৈন্য-সহকারে লোক-সকলকে যেন উদ্বর্ত্তিত অর্থাৎ অপর এক অতিরিক্ত লোক নির্ম্মিত করত প্রস্থান করিলেন। পবনাত্মজ হনূমান্ সৈন্যের অগ্রণী হইলেন, এবং অকুতোভয় লক্ষ্মণ পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। গোধা ও অঙ্গুলিত্রধারী রঘুনন্দন-যুগল তথায় বানর মহামাত্রগণে পরিবৃত হইয়া, গ্রহগণ পরিবৃত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় প্রস্থিত হইলেন। সূর্য্যোদয়কালে, কোন বিশাল ধান্যালয়ের যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, শাল, তাল ও শিলারূপ আয়ুধ-সমন্বিত সেই বানর-সৈন্যও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। নল, নীল, অঙ্গদ, ক্রাথ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ-প্রভৃতি-কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়া সেই সুমহতী বানর-সেনা রামের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্তে প্রস্থিতা হইল, এবং বহুল ফল-মূল-জলান্বিত প্রভূত মধু-মাংসবিশিষ্ট, শুভকর, বিবিধ সুপ্রশস্ত প্রান্তর ও শৈল-সানু-সমুদায়ে বিনা বাধায় নিবসতি করত পরিশেষে লবণসমুদ্র-সমীপে আগমন করিল। সেই দ্বিতীয় সাগর-তুল্য, বহুল ধ্বজশালী, কপি-সৈন্য তখন বেলাবনের সন্নিহিত হইয়া বসতি করিতে লাগিল।

অনন্তর শ্রীমান্ দাশরথি প্রধান প্রধান বানরগণ মধ্যে সুগ্রীবকে তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন যে, "এই সেনাটি অতি মহতী এবং সাগর উত্তীর্ণ হওয়াও অতিশয় দুঃসাধ্য; অতএব সমুদ্রবিলঙ্ঘন-বিষয়ে কোন্ উপায় তোমাদিগের অভিমত?" তদ্বিষয়ে অন্যান্য অনেক আত্মাভিমানী বানর কহিল, "আমরা সমুদ্রলঙ্ঘনে সমর্থ;" পরন্তু তাহা সম্পূর্ণ কার্য্যকারক নহে। কেহ কেহ নৌকাযোগে উত্তীর্ণ হইবার অভিপ্রায় করিল এবং কেহ কেহ বা নানাপ্রকার ভেলাদ্বারা পার হইতে উৎসুক হইল; কিন্তু রাম তাহাদিগের সকলকেই সান্ত্বনা করত, প্রত্যুত্তর করিলেন, "না; এরূপ হইবেনা; হে বীরগণ! শতযোজন বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে সকল বানরেরা পারিবে না; অতএব তোমাদিগের এই মতি সিদ্ধান্তকরী নহে। আমাদিগের সৈন্য উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত বহুসংখ্য নৌকাই নাই; বিশেষত মাদৃশ ব্যক্তি কিপ্রকারে বণিক্‌দিগের বিঘ্নোৎপাদন করিতে পারে? আমাদের সৈন্য অতি বিস্তীর্ণ; শত্রু কিঞ্চিন্মাত্র ছিদ্র পাইলেই ইহা বিনষ্ট করিতে পারিবে; অতএব প্লব ও উড়ুপদ্বারা উত্তীর্ণ হওয়াও আমার স্পৃহণীয় নহে। পরন্তু আমি উপায়ের নিমিত্তে এই জলনিধিকে আরাধনা করিব; উপবাস করত ইহাঁর তীরে শয়ন করিয়া থাকিব; তাহা হইলে ইনি অবশ্যই আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন; যদি না করেন, তবে অগ্নিশিখাপেক্ষা উগ্রতর অপ্রতিহত মহাস্ত্রপুঞ্জ-সহকারে ইহাঁরে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।"

এইরূপ কহিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত আচমনানন্তর জলধিতীরে কুশশয্যায় বিধি-পূর্ব্বক শয়ন করিয়া থাকিলেন। অনন্তর রত্ননিকরের শত শত আকরদ্বারা পরিকীর্ণ, নদনদীভর্ত্তা, দেবতাত্মা শ্রীমান্ সাগর জলজন্তুগণে পরিবৃত হইয়া রামকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন এবং "হে কৌশল্যানন্দন!" এইরূপ মধুর বচনে সম্ভাষণ করত এই প্রকারে এই কথা বলিলেন, হে পুরুষর্ষভ! আমি ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব, সুতরাং তোমার জ্ঞাতি; অতএব সংপ্রতি আমারে তোমার কি সাহায্য করিতে হইবে বল।

রাম তাঁহারে কহিলেন, হে নদনদীপতে! আমার ইচ্ছা এই যে, তুমি আমার সৈন্যের পথ প্রদান কর, যদ্দ্বারা প্রস্থিত হইয়া আমি পৌলস্ত্য-কুল-পাংশন দশাননকে নিহত করিতে পারি। এরূপ যাজ্ঞা করিলেও যদি তুমি আমারে পথ প্রদান না কর, তাহা হইলে আমি দিব্যাস্ত্রপ্রতি-মন্ত্রিত শরনিকর-সহকারে তোমারে শুষ্ক করিয়া ফেলিব।

রামের এইরূপ সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া বরুণালয় ব্যথিত ও অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন, রাম! আমি তোমার বিঘ্নকারী নহি, এবং যাহাতে তোমার প্রতিঘাত হয় এরূপ ইচ্ছাও

করি না; সংপ্রতি তুমি আমার এইকথা শুন, এবং শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। তোমার আজ্ঞানুসারে যদি আমি গমনোদ্যত সৈন্যের পথ প্রদান করি, তবে অন্য লোকেও ধনুকের বলে, আমারে এইরূপ আজ্ঞা করিবে। পরন্তু এই সৈন্যমধ্যে ত্বষ্টাদেব বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল নামে একজন শিল্প-সম্মত বলবান্ বানর আছেন; তিনি যে কিছু কাষ্ঠ, তৃণ বা প্রস্তর আমার উপর নিক্ষিপ্ত করিবেন সে সমস্তই আমি ধারণ করিব এবং তাহাই তোমার সেতু হইবে।

সাগর এইকথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলে, রাম নলকে কহিলেন "তুমি সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ কর, যেহেতু আমার বিবেচনায় তুমি তদ্বিষয়ে সমর্থ।" এইরূপে নলকে উপায়-স্বরূপ করিয়া রাম তাঁহার দ্বারা দশযোজন বিস্তীর্ণ ও শতযোজন আয়ত এক সেতু নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই শৈলাকার সেতু রামের আজ্ঞানুসারে প্রস্তুত হইয়া অদ্যাপি পৃথিবীতে নলসেতু বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছে।

রাক্ষসরাজ রাবণের ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ চারি জন সচিব সমভিব্যাহারে তত্রস্থ রামের নিকটে সমাগত হইলেন। মহামনা রাম তাঁহারে স্বাগত-সম্ভাষণ-সহকারে গ্রহণ করিলেন; পরন্তু 'এব্যক্তি গুপ্ত চর হইতে পারে' এই মনে করিয়া সুগ্রীবের শঙ্কা হইল। রাম বিভীষণের অকপট চেষ্টা ও সম্যক্ সুচরিত হৃদ্গত ভাব সমুদায় দ্বারা যখন যথার্থই তুষ্ট হইলেন, তখন সমুচিত সৎকার-পূর্ব্বক তাঁহারে সমস্ত রাক্ষস-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, আপনার কনিষ্ঠ মন্ত্রী করিয়া লইলেন এবং লক্ষ্মণের সুহৃদ্ করিয়া দিলেন। হে নরাধিপ! বিভীষণের মতানুসারেই তিনি সেই সেতু-দ্বারা একমাস-মধ্যেই সসৈন্যে অর্ণব উত্তীর্ণ হইলেন; অনন্তর লঙ্কায় গমন-পূর্ব্বক তত্রত্য অনেক প্রকার বহুসংখ্য বিশাল উপবন-সন্নিধানে উপনীত হইয়া কপিগণদ্বারা তৎসমুদয় ভগ্ন করাইতে লাগিলেন। রাবণের অমাত্য ও মন্ত্রী শুক সারণ নামে দুইজন নিশাচর চরস্বরূপ হইয়া বানর রূপে তথায় অবস্থিত ছিল; বিভীষণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। সেই নিশাচরেরা যখন রাক্ষসরূপ প্রাপ্ত হইল তখন রাম তাহাদিগকে সৈন্যদর্শন করাইয়া পরিশেষে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে তিনি লঙ্কাপুরীর উপবনে সৈন্য নিবেশিত করিবার পর প্রজ্ঞাবান্ বানর অঙ্গদকে দূত করিয়া রাবণের নিকট পাঠাইলেন।

সাগরসেতুবন্ধনে দ্ব্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮২ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, কাকুৎস্থ রাম সেই প্রভূত অন্নজল-সমন্বিত, বহুল ফল-মূল-বিশিষ্ট উপবনে সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া বিধিপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাবণ লঙ্কাতে সমর-শাস্ত্রানুসারে নির্ম্মিত যন্ত্রাদি সংবিধান করিল। তথায় সুদৃঢ় প্রাকার ও তোরণান্বিত, অগাধ জলযুক্ত, মীননক্রাদি-বিক্ষোভিত যে সাতটি পরিখা ছিল, তৎসমুদায় স্বভাবত দুরাধর্ষ হইলেও খদিরকাষ্ঠের শঙ্কুসমস্তদ্বারা নিচিত; কপাট, গোলাদির উৎক্ষেপ সাধন যন্ত্র, লৌহ লগুড় ও গোলক সমুদায়ে পরিব্যাপ্ত; সর্জ্জরসচূর্ণ ও আশীবিষ-সমূহে সমাকীর্ণ এবং মুষল, অলাত, নারাচ, তোমর, অসি, পরশু, শতঘ্নী ও মধূচ্ছিষ্ট নির্ম্মিত মুদ্গর সমুদায়ে সমন্বিত হওয়াতে সমধিক দুর্দ্ধর্ষ ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। সমস্ত পুরদ্বারে স্থাবর ও জঙ্গম গুল্ম অর্থাৎ প্রবেশ-স্থানস্থ বুরুজনামে মহাস্তম্ভ ও সেনাদল-বিশেষ, বহুসংখ্য পদাতি ও প্রভূত অশ্ব গজদ্বারা পরিবৃত ছিল। পরন্তু সুমহাবল অঙ্গদ লঙ্কার দ্বারদেশে উপাগত হইবার পর রাবণের বিদিত হইয়া নির্ভয়ে প্রবেশ করিলেন, এবং কোটি কোটি রাক্ষসের মধ্যগত হইয়া মেঘমালা পরিবৃত অংশুমালীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই বাগ্মী অমাত্যগণে

পরিবৃত রাবণের সন্নিহিত হইয়া তাহারে " হে রাজন্! কোশলাধিপতি মহাযশা রঘুনন্দন তোমারে অবসরোচিত এই কথা বলিয়া দিয়াছেন, তুমি তাহা স্বীকার-পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য কর ;" এই রূপ সম্বোধন-পূর্ব্বক রামের সন্দেশ-বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।

" দুর্নীতিনিরত অকৃতাত্মা রাজাকে পাইয়া সমুদয় দেশ ও নগর বিপদ্গ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। দেখ, তুমি বল-পূর্ব্বক আমার সীতারে হরণ করিয়া একাকীই অপরাদ্ধ হইয়াছ; কিন্তু তোমার সেই অপরাধ অপর নিরপরাধীদিগেরও বিনাশের নিদান হইবে। তুমি বল ও দর্পে আবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বে যে বনচারী ঋষিগণকে হিংসিত, অমরগণকে অবমানিত, রাজর্ষিগণকে নিহত এবং রোদনপরায়ণা অঙ্গনাগণকে অপহৃত করিয়াছ, তোমার সেই দুর্নীতির ফল এই উপস্থিত হইয়াছে। আমি তোমার অমাত্যগণের সহিত তোমারে নিহত করিব; আইস, যুদ্ধ কর; পুরুষ হও; আমি মনুষ্য হইলেও আমার ধনুকের কতদূর বীর্য্য অবলোকন কর। অহে নিশাচর! তুমি জনক-নন্দিনী সীতাকে পরিত্যাগ কর, নতুবা কস্মিন্ কালেও আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেনা; আমি সুশানিত শর-সমূহ-সহকারে এই ভূলোককে রাক্ষস-শূন্য করিয়া ফেলিব।"

এইরূপ সম্ভাষণকারী সেই দূতের পরুষ বচন শ্রবণে রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া তাহা আর সহ্য করিতে পারিল না। অনন্তর চারি জন রাক্ষস স্বামীর ইঙ্গিত বুঝিয়া অঙ্গদকে অঙ্গচতুষ্টয়ে গ্রহণ করিল; তাহাতে বোধ হইল, যেন বিহঙ্গেরা শার্দ্দূলকে আক্রমণ করিল। অঙ্গদ সেইরূপে অঙ্গে সংলগ্ন সেই রাক্ষসদিগকে লইয়াই আকাশে উঠিয়া প্রাসাদতলে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার বেগে উৎপতিত হওয়াতে সেই নিশাচরেরা ভূতলে পতিত, ভগ্নহৃদয় এবং অনুত্তম আঘাতে অতিমাত্র পীড়িত হইল। এদিকে প্রাসাদ-শিখরে সংলগ্ন সেই তেজস্বী বানর তথা হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক লঙ্কাপুরী লঙ্ঘন করিয়া পুনরায় স্বীয় সৈন্য-সমীপে অবতীর্ণ হইলেন; পরে কোশলেন্দ্র রঘুনন্দন-সন্নিধানে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন-পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রঘুনন্দন বাতবেগী সমুদয় বানরগণের যুগপৎ-প্রযত্নসহকারে লঙ্কার প্রাকার ভগ্ন করাইলেন। তৎপরে লক্ষ্মণ বিভীষণ ও জাম্ববান্‌কে অগ্রে করিয়া নগরের দুরাধর্ষ দক্ষিণ দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন তিনি করভের ন্যায় অরুণগাত্র যুদ্ধশালী শত সহস্র কোটি বানর লইয়া লঙ্কা আক্রমণ করিলেন। লম্বমান বাহু, দীর্ঘ ঊরু, আয়ত কর ও বিস্তীর্ণ জঙ্ঘাদেশাবলম্বী তিন কোটি ধূম্রবর্ণ ভল্লূক যুদ্ধার্থে ব্যবস্থিত হইল। বানরগণের ঊর্দ্ধে উৎপতন, নিম্নে পতন ও ইতস্তত সঞ্চরণদ্বারা প্রভাকর ধূলিপটলে প্রতিহত-প্রভ হইয়া অদৃশ্য হইলেন। হে রাজন্! লঙ্কাস্থ রাক্ষসেরা স্ত্রী ও বৃদ্ধগণের সহিত বিস্মিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে দেখিতে লাগিল, তথাকার প্রাকার ধান্যপ্রসূন ও শিরীষকুসুম-সদৃশ প্রভান্বিত, তরুণসূর্য্য-সন্নিভ, শণের ন্যায় গৌরবর্ণ বানরগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতঃ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে কপিলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই বানরেরা মণিস্তম্ভ ও কর্ণাখ্য অট্টালিকার শিখর-সমস্ত ভগ্ন করিতে থাকিল; যন্ত্র-সকলের শৃঙ্গ ভগ্ন ও উন্মথিত করিয়া নিক্ষিপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং শতঘ্নী, চক্র, লগুড় ও গোলক সমুদায় লইয়া মহাশব্দ করিতে করিতে বাহুবেগে লঙ্কামধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তথায় যে সমস্ত নিশাচর প্রাকার রক্ষণে নিযুক্ত ছিল তাহারা কপিগণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া শত শত সংখ্যায় পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর লক্ষ লক্ষ কামরূপী বিকৃতাকার রাক্ষস রাজার আজ্ঞানুসারে নির্গত হইল। তাহারা পরম বিক্রম অবলম্বন করিয়া শরধারা বর্ষণ করত বানর-

গণকে তাড়াইয়া দিয়া প্রাকারের শোভা-সম্পাদন করিল। মাংসস্তূপসদৃশ ভীমদর্শন নিশাচরগণের প্রযত্নে সেই প্রাকার পুনরায় বানরশূন্য হইল। তথায় বহুসংখ্য বানরশ্রেষ্ঠ শূলদ্বারা বিভিন্নাঙ্গ হইয়া নিপতিত হইল এবং স্তম্ভ ও তোরণদ্বারা ভগ্ন হইয়া অনেক রাক্ষসও বিনষ্ট হইয়া পড়িল। বানরগণের সহিত ভক্ষণশীল বীর্য্য-সম্পন্ন রাক্ষসদিগের পরস্পর কেশাকেশি, নখানখি ও দন্তাদন্তি যুদ্ধও হইতে লাগিল। তাহাতে উভয়দিকেই বানর ও রাক্ষসেরা ঘোরতর তর্জ্জন গর্জ্জন করত পরস্পর হত ও ভূতলে নিপতিত হইতে থাকিল, তথাপি কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিল না। তখন রাম জলধরের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন; তৎসমুদায় লঙ্কার সন্নিহিত হইয়া সেই রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া ফেলিল। ক্লান্তিশূন্য দৃঢ়ধন্বা লক্ষ্মণও নারাচনিচয়-সহকারে দুর্গস্থ নিশাচরদিগকে নাম নির্দ্দেশ করিয়া করিয়া নিপাতিত করিলেন। এইরূপে লঙ্কায় বিমর্দ্দন করা হইলে পর রামের আজ্ঞাক্রমে সৈনিকদিগের লব্ধোদ্দেশ্য ও জয়োৎকর্ষবিশিষ্ট বিশ্রাম হইল।

রামের লঙ্কাপ্রবেশে ত্র্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮৩॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সেই সৈনিকেরা শিবিরে নিবিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময়ে রাবণের অনুচর পর্ব্বণ, পূতন, জম্ভ, খর, ক্রোধবশ, হরি, প্ররুজ, অরুজ ও প্রঘস-প্রভৃতি বহুসংখ্য পিশাচ ও ক্ষুদ্ররাক্ষসগণ তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইল। সেই দুরাত্মারা অদৃশ্য হইয়া ধাবমান হইতেছিল, কিন্তু অন্তর্দ্ধান-নিরাকরণকোবিদ বিভীষণ তাহাদিগের সেই অন্তর্দ্ধানশক্তির সংহার করিলেন। হে রাজন্! তাহারা দৃশ্যমান হইলে, দূরপাতী বলশালী কপিগণ তাহাদিগের সকলকেই নিহত ও গতপ্রাণ করিয়া ধরাশায়ী করিল।

অনন্তর অপর শুক্রাচার্য্য-সদৃশ যুদ্ধশাস্ত্রবিধানজ্ঞ বলশালী রাবণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া রাক্ষস ও পিশাচগণের ভীষণ সৈন্য-সমূহে সংবৃত হইয়া নির্গত হইল এবং শুক্রাচার্য্যের প্রণালীক্রমে ব্যূহ রচনা করিয়া সমস্ত বানরগণকে বেষ্টিত করিল। পরন্তু রাম দশাননকে উক্তপ্রকার সৈন্যব্যূহ রচনাপূর্ব্বক বিনির্গত হইতে দেখিয়া বৃহস্পতি-প্রণীত বিধানানুসারে সেই নিশাচরের প্রতিপক্ষে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর রাবণ তথায় সমাগত হইয়া রামের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং লক্ষ্মণও ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্ভিন্ন বিরূপাক্ষের সঙ্গে সুগ্রীবের, তারের সঙ্গে নিখর্ব্বটের, তুণ্ডের সঙ্গে নলের এবং পনসের সঙ্গে পটুশের যুদ্ধ হইতে থাকিল। ফলত যুদ্ধকালে যে যাহারে আপনার সমকক্ষ মনে করিল সে তাহারই সঙ্গে মিলিয়া স্বীয় বাহুবল অবলম্বন-পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

পূর্ব্বে দেবাসুর মধ্যে ভীরুদিগের ভয়-বর্দ্ধন ও লোমাঞ্চকর যেরূপ ঘোর সমর হইয়াছিল, বানর ও রাক্ষসগণের সেই সংগ্রামও তদ্রূপ প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল। রাবণ শক্তি, শূল ও অসিবৃষ্টিদ্বারা রামকে এবং রামও সুশাণিত তীক্ষ্ণ সায়কসমূহদ্বারা রাবণকে বিমুগ্ধ করিতে লাগিলেন। সেইরূপ লক্ষ্মণ উদ্যমান্বিত ইন্দ্রজিৎকে এবং ইন্দ্রজিৎও লক্ষ্মণকে বহুতর মর্ম্মভেদী শরনিকর-সহকারে বিদ্ধ করিতে থাকিল। বিভীষণ প্রহস্তকে এবং প্রহস্তও বিভীষণকে খগপত্রান্বিত তীক্ষ্ণ শর বর্ষণদ্বারা নির্ভয়ে অভিবর্ষণ করিতে লাগিল। এই প্রকারে সেই মহাস্ত্রসম্পন্ন বলশালী ব্যক্তি-সকলের এরূপ সংগ্রাম হইল, যদ্দ্বারা চরাচর-সম্বলিত সকল ত্রৈলোক্য ব্যথিত হইয়া উঠিল।

রাম-রাবণ-যুদ্ধে চতুরশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮৪॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সমরনিষ্ঠুর প্রহস্ত সহসা বিভীষণের সমীপবর্ত্তী হইয়া ঘোরতর গর্জ্জন-পূর্ব্বক গদাদ্বারা তাঁহারে তাড়িত করিল। মহাবাহু ধীমান্ বিভীষণ ভীষণ-বেগান্বিত গদাদ্বারা সেই-রূপ অভিহত হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, প্রত্যুত হিমাচলের ন্যায় সুস্থির হইয়া রহিলেন। পরে তিনি শতঘণ্টা-সমন্বিতা বিপুলা মহাশক্তি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপূতকরণানন্তর প্রহস্তের মস্তকোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অশনিতুল্য বেগবিশিষ্টা মহাশক্তি বেগে পতিত হইয়া প্রহস্তের উত্তমাঙ্গ ছেদন করিলে সেই রাক্ষস পবনভগ্ন মহীরুহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন ধূম্রাক্ষ সেই নিশাচর প্রহস্তকে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া মহাবেগে কপিগণের প্রতি ধাবমান হইল। তাহার মেঘতুল্য ভীমদর্শন সৈন্যকে আপতিত হইতে দেখিয়াই বানরপুঙ্গবেরা সমরে সহসা ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর কপিশার্দ্দূল হনূমান্ সেই কপিপুঙ্গবদিগকে সহসা ভগ্ন হইতে দেখিয়া নিবারণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে পর্য্যবস্থিত হইলেন। হে রাজন্! সেই পবননন্দনকে সংগ্রামে অবস্থিত দেখিয়া বানরেরা অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইল। পরে পরস্পর আক্রমণকারী রাম-রাবণ-সৈন্যগণের লোমাঞ্চকর মহাতুমুল শব্দ হইতে লাগিল।

সেই শোণিত-কর্দ্দমকর ঘোর সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইলে, ধূম্রাক্ষ শরবর্ষণ-সহকারে বানরসৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। শত্রুবিজয়ী পবনাত্মজ হনূমান্ সেই রাক্ষস-মহামাত্রকে আপতিত হইতে দেখিয়া দ্রুতবেগে গ্রহণ করিলেন। সমরে পরস্পর বিজয়েচ্ছু সেই বানর ও রাক্ষসবীরদ্বয়ের ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাক্ষস গদা ও পরিঘ-সমুদায়দ্বারা কপিকে এবং কপিও স্কন্ধ ও বিটপযুক্ত বৃক্ষ-সমুদায় দ্বারা রাক্ষসকে আঘাত করিতে থাকিলেন। পরিশেষে ক্রোধান্বিত মারুতাত্মজ হনূমান্ অতিকোপ-ভরে অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত ধূম্রাক্ষকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অপর অপর বানরেরা সেই রাক্ষসোত্তম ধূম্রাক্ষকে নিহত দেখিয়া বিশ্বস্তচিত্তে তাহার সৈনিকদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। জয়গর্ব্বিত বলিষ্ঠ বানরগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হওয়ায় সেই রাক্ষসেরা ভগ্নসংকল্প হইয়া ভয়ে লঙ্কাভিমুখে ধাবমান হইল। ঐ হতাবশিষ্ট রণভগ্ন নিশাচরেরা নগরে আগমনানন্তর রাক্ষসরাজ রাবণের নিকটে, যে যে রূপ ঘটিয়াছিল, সমুদায় নিবেদন করিল।

রাবণ তাহাদিগের প্রমুখাৎ ‘ প্রহস্ত সংগ্রামে নিহত হইয়াছে এবং বানরপ্রবরেরা মহাধনুর্দ্ধর ধূম্রাক্ষকেও সসৈন্যে নিপাতিত করিয়াছে ’ শুনিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট আসন হইতে সমুৎপতিত হইয়া কহিল, এক্ষণে কুম্ভকর্ণের কর্ম্মকাল উপস্থিত হইল। এই কথা বলিয়া সে মহানিনাদ বিশিষ্ট বহুবিধ বাদিত্র-সহকারে শয্যাগত অতিনিদ্রান্ধ কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিল। ভয়প্রাপ্ত রাক্ষসাধিপতি দশগ্রীব মহাবল কুম্ভকর্ণকে মহাযত্নে জাগরিত করিবার পর সে বিনিদ্র, অব্যগ্র ও স্বস্থচিত্তে আসীন হইলে, তাহারে এই কথা বলিল, “ কুম্ভকর্ণ! তুমিই ধন্য ; যেহেতু তোমার ঈদৃশী নিদ্রা হওয়াতে সংপ্রতি যে দারুণাকার মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা তুমি কিছুই জান না। দেখ, এই রাম বানরগণের সহিত সেতুদ্বারা মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া এখানে আমাদিগের সকলকেই অবজ্ঞা করিয়া মহাযুদ্ধ করিতেছে। আমি তাহার ভার্য্যা জনকাত্মজা সীতাকে হরণ করিয়াছি ; তাহারে লইয়া যাইবার উদ্দেশেই সে মহার্ণবে সেতু বন্ধন-পূর্ব্বক এস্থানে সমাগত হইয়াছে. এবং প্রহস্তপ্রভৃতি আমাদিগের অনেক আত্মীয় লোকদিগকেও বিনষ্ট করিয়াছে। হে শত্রুকর্ষণ! এক্ষণে তোমাভিন্ন তাহার বিনাশকর্ত্তা

আর কেহই নাই। অতএব হে বলশালি-প্রবর অরিন্দম! অদ্য তুমি কবচ-সন্নদ্ধ হইয়া নির্গমন পূর্ব্বক সমরে রামাদি সমুদয় শত্রুগণের সংহার কর। বজ্রবেগ ও প্রমাথী নামে দূষণের যে দুই বলিষ্ঠ ভ্রাতা আছে, তাহারাও মহাসৈন্যের সহিত তোমার অনুগামী হইবে।”

রাক্ষসেশ্বর দশানন তরস্বী কুম্ভকর্ণকে এইরূপ কহিয়া বজ্রবেগ ও প্রমাথীকে তৎকালোচিত কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিল। অনন্তর দূষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই বীরদ্বয় রাবণকে “তাহাই হইবে” এই কথা বলিয়া কুম্ভকর্ণকে অগ্রসর করিয়া নগর হইতে শীঘ্র বিনির্গত হইল।

কুম্ভকর্ণরণগমনে পঞ্চাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮৫ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর কুম্ভকর্ণ অনুচরবর্গের সহিত নিজপুর হইতে নির্গত হইয়া দেখিল, সেই সমরবিজয়ী কপিসৈন্য অগ্রে অবস্থিত রহিয়াছে। সে রামের দর্শন বাসনায় সেই সৈন্য নিরীক্ষণ করত যুদ্ধার্থে-ব্যবস্থিত ধনুষ্পাণি লক্ষ্মণকেও দেখিতে পাইল। বানরেরা শীঘ্র তাহার সন্নিহিত হইয়া সর্ব্ব দিকে বেষ্টন করিল, এবং বহুসংখ্য বৃহদাকার বৃক্ষদ্বারা তাহারে আঘাত করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা ভয় পরিহার-পূর্ব্বক নখরদ্বারাও অতিমাত্র ব্যথিত করিতে থাকিল। ফলত সেই প্লবঙ্গমেরা বহুপ্রকার যুদ্ধপ্রণালীক্রমে যুদ্ধ করত নানাবিধ ভয়ঙ্কর প্রহরণদ্বারা রাক্ষসেন্দ্রকে তাড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই প্রকার তাড়িত হইয়া কুম্ভকর্ণ প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করত বানরগণকে গ্রাস করিতে লাগিল; বিশেষত চল, চণ্ডচল ও বজ্রবাহু নামক বানরকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। ঐ নিশাচরের সেই ক্লেশকর কর্ম্ম দেখিয়া তার-প্রভৃতি বানরগণ তখন অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই বানর যূথনায়ক সৈনিকদিগকে উচ্চ রবে চীৎকার করিতে শুনিয়া কপিরাজ সুগ্রীব নির্ভয়ে কুম্ভকর্ণ-সমীপে ধাবমান হইলেন। অনন্তর সেই মহামনা কপিকুঞ্জর বেগে কুম্ভকর্ণের সন্নিহিত হইয়া একটা শালবৃক্ষ-দ্বারা তাহার মস্তকে বলপূর্ব্বক আঘাত করিলেন। সেই মহাবেগবান্ মহাত্মা কপীশ্বর সুগ্রীব কুম্ভকর্ণের মস্তকোপরি শালবৃক্ষ ভগ্ন করিলেন, তথাপি তাহারে ব্যথিত করিতে পারিলেন না।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ শালস্পর্শ-সহকারে সহসা বিবোধিত হইয়া ঘোরতর নিনাদ-পূর্ব্বক বাহুযুগলদ্বারা সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া বলাৎকারে হরণ করিতে লাগিল। পরন্তু পরবীরহন্তা, মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন, সুমিত্রানন্দন বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ, রাক্ষস কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে হরণ করিতেছে দেখিয়া, তৎসমীপে ধাবমান হইলেন। কুম্ভকর্ণের নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি তাহার প্রতি রুক্মপুঙ্খ-সমন্বিত মহাবেগবিশিষ্ট একটি মহাশর প্রেরণ করিলেন। সেই শর তাহার দেহাবরণ ও দেহ ভেদ করিয়া রুধিরাক্ত হইয়া ভূমি বিদারণ করত চলিয়া গেল। সেইরূপে বিদ্ধহৃদয় হইয়া সেই মহাধনুর্দ্ধর কুম্ভকর্ণ কপীশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া শিলা-রূপ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক একখানি বিশাল শিলাখণ্ড উত্তোলিত করত লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবমান হইল। সে শীঘ্র আপতিত হইতেছে, এমন সময়ে লক্ষ্মণ শাণিতাগ্রক্ষুর-যুগল-দ্বারা তাহার উচ্ছ্রিত বাহুদ্বয় ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সে চতুর্ভুজ হইয়া উঠিল। তাহার শিলায়ুধধারী সেই সমস্ত বাহুগুলিকেও লক্ষ্মণ শীঘ্রাস্ত্রতা প্রদর্শন-করত ক্ষুরাস্ত্র চতুষ্টয়-দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন সে বহুসংখ্য হস্ত, পদ ও মস্তক বিশিষ্ট অতি প্রকাণ্ড-কায় হইয়া উঠিল। লক্ষ্মণ সেই পর্ব্বতরাশি-সন্নিভ কুম্ভকর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্র-দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সমরে দিব্যাস্ত্র-দ্বারা অভিহত হইয়া মহাবীর্য্য কুম্ভকর্ণ মহাশনি-বিনির্দ্দগ্ধ অঙ্কুরবান্ মহীরুহের ন্যায় নিপতিত হইল।

রাক্ষসেরা সেই বৃত্রাসুর-প্রতিম বলশালী কুম্ভকর্ণকে গতপ্রাণ ও ভূতলশায়ী দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর দূষণের সেই কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃদ্বয় সেই যোধগণকে পলাইতে দেখিয়া অবস্থাপনপূর্ব্বক সম্যক্ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৌমিত্রির অভিমুখে ধাবমান হইল। সেই বজ্রবেগ ও প্রমাথী ক্রোধপরীত হইয়া শরনিকর-সহকারে নিপীড়িত করত ধাবমান হইতেছে দেখিয়া লক্ষ্মণও তাহাদিগকে প্রতিগ্রহ করিলেন। হে কৌন্তেয়! অনন্তর দূষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় ও ধীমান্ লক্ষ্মণের লোমাঞ্চকর সুতুমুল যুদ্ধ হইল। লক্ষ্মণ মহাশরবর্ষদ্বারা রাক্ষসদ্বয়কে অভিবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই বীর্য্য-সম্পন্ন রাক্ষসেরাও উভয়ে সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে অভিবর্ষণ করিতে লাগিল। বজ্রবেগ ও প্রমাথী এবং মহাবাহু লক্ষ্মণের মুহূর্ত্তকাল এইরূপ সুদারুণ সংপ্রহার হইল। পরে পবননন্দন হনূমান্ একটা শৈলশৃঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে আসিয়া বজ্রবেগ রাক্ষসের প্রাণ গ্রহণ করিলেন। মহাবল বানর নীলও ধাবমান হইয়া একটা প্রকাণ্ড শৈলখণ্ডদ্বারা দূষণানুজ প্রমাথীকে প্রমথিত করিলেন। পরে পরস্পর আক্রমণ কারী রাম-রাবণ-সৈন্যগণের পুনরায় ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাহার পরিণাম অতিশয় বিষম হইয়া উঠিল। বানরেরা শত শত রাক্ষসদিগকে নিহত করিল এবং রাক্ষসেরাও অনেক বানরের প্রাণ লইল; পরন্তু তন্মধ্যে রাক্ষসেরাই অধিকাংশে বিনষ্ট হইল, বানরেরা নহে।

কুম্ভকর্ণাদি-বধে ষড়শীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮৬ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর রাবণ প্রথমত মহাধনুর্দ্ধারী প্রহস্তকে, পরে অমিততেজস্বী ধূম্রাক্ষকে এবং পরিশেষে অনুচরবর্গের সহিত কুম্ভকর্ণকেও সংগ্রামে নিহত শুনিয়া স্বীয়পুত্র বীর্য্যশালী ইন্দ্রজিৎকে কহিল, হে শত্রুঘ্ন! তুমি রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে বিনষ্ট কর। হে সৎপুত্র! তুমি শচীপতি সহস্রাক্ষ বজ্রধর পুরন্দরকে সমরে পরাজিত করিয়া আমার উজ্জ্বল যশ উপার্জ্জন করিয়াছ; অতএব হে শস্ত্রধারি-প্রবর অরাতিঘাতিন্! এক্ষণে অন্তর্হিত বা প্রকাশিত থাকিয়া বরলব্ধ দিব্য শরনিকর-সহকারে আমার শত্রুগণের সংহার কর। হে অনঘ! রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব তোমার শরসকলের স্পর্শ মাত্র সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না; সুতরাং তাহাদের অনুচর-বর্গেরা যে তাহা সহিতে পারিবে এরূপ সম্ভাবনা কোন ক্রমেই করা যায় না। হে মহাভুজ! প্রহস্ত ও কুম্ভকর্ণও বৈরনির্যাতন-দ্বারা খরের যে সৎকার প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, অদ্য সংগ্রামে তুমিই তাহা প্রাপ্ত হও। হে পুত্র! পূর্ব্বে পুরন্দরকে পরাজিত করিয়া তুমি আমারে যেরূপ আনন্দিত করিয়াছিলে, অদ্য নিশিত-বাণরাজিদ্বারা শত্রুদিগকে সসৈন্যে নিপাতিত করিয়াও সেইরূপ আনন্দিত কর।

হে রাজন্! এইরূপ কথিত হইয়া সেই রাক্ষসপুঙ্গব ইন্দ্রজিৎ "তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া কবচাদি পরিধান-পূর্ব্বক রথারূঢ় হইয়া শীঘ্র সমরাঙ্গনে প্রস্থান করিল। অনন্তর সে বিস্পষ্টরূপে আপনার নাম প্রখ্যাপন করিয়া শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণকে সমরে আহ্বান করিল। লক্ষ্মণও সশর-শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক তলনির্ঘোষ-দ্বারা তাহারে ত্রাসিত করত, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি প্রধাবিত হয়, সেইরূপ, তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পরস্পর স্পর্দ্ধাকারী ও জয়াকাঙ্ক্ষী সেই দিব্যাস্ত্রকোবিদ বীর-দ্বয়ের প্রচণ্ডতর সুমহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। বলশালি-শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ যখন শায়কদ্বারা লক্ষ্মণ অপেক্ষা বিশিষ্ট হইতে পারিল না, তখন গুরুতর যত্ন অবলম্বন করত মহাবেগান্বিত তোমর নিকর-দ্বারা তাঁহারে নিপীড়িত করিতে

প্রবৃত্ত হইল। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ নিশিতশররাজি-দ্বারা সেই আপতিত তোমর-সমস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সুতীক্ষ্ণ-শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া তৎসমুদায় ভূতলে নিপতিত হইল।

এই অবসরে বালিপুত্র শ্রীমান্ অঙ্গদ একটা বৃক্ষ উৎপাপন-পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের অভিমুখে ধাবমান হই-য়া মহাবেগে তাহার মস্তকোপরি আঘাত করি-লেন। বীর্য্যবান্ ইন্দ্রজিৎ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া প্রাস-দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিতে উদ্যত হইল; পরন্তু লক্ষ্মণ তাহার সেই প্রাস অস্ত্রও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাবণ-নন্দন সেই সমীপবর্ত্তী বানরপুঙ্গব অঙ্গদবীরকে গদা-দ্বারা বামপার্শ্বে তাড়িত করিল। বালির পুত্র সেই বলবান্ অঙ্গদও সেই প্রহার চিন্তা না করিয়া ক্রোধ-ভরে ইন্দ্রজিতের প্রতি একটা শালস্কন্ধ নিক্ষেপ করিলেন। হে পার্থ! ইন্দ্রজিতের বধার্থে অঙ্গদ-কর্ত্তৃক রোষভরে নিক্ষিপ্ত সেই মহীরুহ ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি সমেত রথ খানি বিনষ্ট করিয়া ফেলিল।

হে রাজন্! অনন্তর হতসারথি ইন্দ্রজিৎ অশ্ব-শূন্য রথ হইতে লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক মায়া-প্রভাবে সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিল। তখন রাম সেই রাক্ষসকে অন্তর্হিত ও বহুতর মায়া-বিশিষ্ট জানিয়া তৎপ্রদেশে আগমন-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে সেই সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরন্তু ইন্দ্রজিৎ তৎকালে অন্তরীক্ষ হইতে মহাবলশালী রাম ও লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া বরলব্ধ শর-সমস্ত-দ্বারা সর্ব্বগাত্রে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে মায়া-দ্বারা অন্তর্হিত ও অদৃশ্য হইলেও শৌর্য্য-সম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই তখন শর-সমূহ-সহকারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রজিৎ রোষভরে সেই পুরুষ সিংহযুগলের সর্ব্বগাত্রে পুনরায় শত শত সহস্র সহস্র বাণ বিসর্জ্জন করিল। সে অদৃশ্য হইয়া নির-ন্তর শরনিকর বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বান-রেরা তাহার অন্বেষণার্থে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড লইয়া আকাশে উৎপতিত হইল। হে বীর! মা-য়ায় আচ্ছন্ন রাবণনন্দন রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য হইয়া তাহাদিগের সহিত রাম লক্ষ্মণকে অতিমাত্র তাড়িত করত শরজালে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। সেই বীর্য্য-সম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ শরজালে আ-কীর্ণ হইয়া গগণ হইতে চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

ইন্দ্রজিৎ-সংগ্রামে সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮৭ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তৎকালে ইন্দ্রজিৎ সেই উভয় ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণকে পতিত দেখিয়া পুন-র্ব্বার বরপ্রাপ্ত শর বিসর্জ্জন-দ্বারা বন্ধন করিল। সমরে ইন্দ্রজিতের শর-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সেই পুরুষ-ব্যাঘ্র বীরদ্বয় পঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গযুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা শত শত শায়কে সমা-কীর্ণ ও ভূতলে পতিত হইলেন দেখিয়া কপীশ্বর সু-গ্রীব সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, অঙ্গদ, হনূমান্, নল, নীল ও তারপ্রভৃতি কপিগণের সহিত তাঁহা-দিগকে পরিবেষ্টন করিয়া সেইস্থানে অবস্থিত রহি-লেন। অনন্তর কৃতকর্ম্মা বিভীষণ সেইস্থানে আসিয়া প্রজ্ঞাস্ত্র-দ্বারা প্রবোধিত করত সেই বীরদ্বয়ের চেত-না সম্পাদন করিলেন এবং সুগ্রীবও দিব্যমন্ত্রপূতা বিশল্যানাম্নী মহৌষধি-দ্বারা তাঁহাদিগকে ক্ষণকাল মধ্যেই বিশল্য করিয়া তুলিলেন। তখন সেই মহা-রথ নরবীর-যুগল লব্ধচেতন ও বিশল্য হইয়া উঠি-লেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহারা আলস্য ও ক্লান্তি-শূন্যও হইলেন।

হে কৌন্তেয়! অনন্তর বিভীষণ ইক্ষ্বাকুনন্দন রামকে ব্যথাশূন্য দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন, হে অরিন্দম! রাজরাজ ধনেশ্বরের আ-দেশক্রমে এক জন গুহ্যক শ্বেতপর্ব্বত হইতে এই জল লইয়া আপনকার নিকটে আসিয়াছেন। হে

পরন্তপ! মহারাজ কুবের অন্তর্হিত ভূতবর্গের দর্শনার্থে আপনারে এই জল প্রদান করিতেছেন। ইহার দ্বারা নয়ন মার্জ্জন করিলে আপনি অন্তর্হিত প্রাণী সকলকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইবেন এবং যে কোন ব্যক্তিকে এই জল দিবেন, তিনিও দেখিতে পাইবেন।

রাম 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সেই পবিত্র বারি প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক নয়ন-যুগলের শুদ্ধি করিলেন এবং মহামনা লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, জাম্ববান্ ও হনূমান্ অঙ্গদ মৈন্দ দ্বিবিদ নীল-প্রভৃতি প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান বানরেরাও সেইরূপ করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তাহাতে বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন, তদ্রূপই হইল;—তাঁহাদের লোচন-সমস্ত তৎক্ষণাৎ অতীন্দ্রিয় বিষয়ের গ্রাহক হইয়া উঠিল।

এ দিকে কৃতকর্ম্মা ইন্দ্রজিৎ পিতার নিকটে আপনার সেই কর্ম্ম নিবেদন করিয়া পুনরায় ত্বরান্বিত হইয়া সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইল। সে সম্যক্ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধাভিলাষে আপতিত হইতেছে এমন সময়ে লক্ষ্মণ বিভীষণের মতস্থ হইয়া তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বিভীষণ তাঁহারে কিঞ্চিৎ সঙ্কেত করিয়া দিলে, তিনি জয়গর্ব্বিত ইন্দ্রজিতের আহ্নিককার্য্য সমাপ্ত না হইতেই তাহাকে নিহত করিতে ইচ্ছুক হইয়া সম্যক্ ক্রোধভরে শরসমূহ-সহকারে আহত করিতে লাগিলেন। তখন পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অতিশয় বিস্ময়কর বিচিত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ সায়কসমূহ-দ্বারা লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং লক্ষ্মণও অগ্নির ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট শরনিকর-দ্বারা ইন্দ্রজিৎকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের শরসংস্পর্শে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার প্রতি আশীবিষ-সদৃশ অষ্টসংখ্যক শর নিক্ষিপ্ত করিল। পরন্তু বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ অনলতুল্য স্পর্শান্বিত তিনটিমাত্র শর-দ্বারা যে প্রকারে তাহার প্রাণ হরণ করিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি এক বাণে তাহার শরাসনযুক্ত হস্তটি দেহবিচ্যুত করিয়া দিলেন, দ্বিতীয় বাণে নারাচ-যুক্ত অপর বাহুটি ভূতলে নিপাতিত করিলেন এবং বিস্তৃতধারান্বিত, দীপ্তিশালী, তৃতীয় বাণ-দ্বারা উজ্জ্বল-কুণ্ডল-সংবলিত সুন্দর-নাসিকা-বিশিষ্ট মস্তকটি হরিয়া লইলেন। ভুজদ্বয় ও স্কন্ধ ছিন্ন হওয়ায় ইন্দ্রজিৎ একটা ভীমদর্শন কবন্ধ হইয়া উঠিল। বলশালিশ্রেষ্ঠ সুমিত্রানন্দন তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার সারথিকেও অস্ত্র-দ্বারা নিহত করিলেন। তখন ইন্দ্রজিতের অশ্বগণ সেই শূন্যরথ লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করাইল এবং রাবণও তাহা পুত্রশূন্য নিরীক্ষণ করিল।

সেই দুষ্টাত্মা দশানন পুত্রকে নিহত জানিয়া ত্রাসে সংভ্রান্ত-চিত্ত ও শোক মোহে পীড়িত হইয়া বৈদেহীর বিনাশার্থে উদ্যত হইল এবং খড়্গ লইয়া অশোকবন-নিবাসিনী রাম-দর্শনাভিলাষিণী জনকনন্দিনীর সন্নিধানে বেগে ধাবমান হইল। তখন অবিন্ধ্য দুর্ব্বুদ্ধি রাবণের সেই পাপময় নিশ্চয় দেখিয়া যে উপায়ে তাহার ক্রোধ-শান্তি করিলেন, শ্রবণ কর। "সমুজ্জ্বল মহারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্ত্রী হত্যা করা আপনকার উচিত হয় না। এই সীতা যখন স্বভাবতই স্ত্রীজাতি, বিশেষত আপনকার অধীনে বন্ধনদশায় রহিয়াছে, তখন আমার বিবেচনায় ইহার বধ আর অবশিষ্ট নাই; দেহ ভঙ্গ করিলেই ইহারে বধ করা হইবে, এমন নহে। আপনি ইহার স্বামীকেই নিহত করুন; সে বিনষ্ট হইলেই ইহার বিনাশ হইবে। দেখুন, সাক্ষাৎ শচীপতিও বিক্রমে আপনকার তুল্য নহেন; যেহেতু আপনি সংগ্রামে ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবগণকে বহুবার ত্রাসিত করিয়াছেন;" এই রূপ বহুবিধ বাক্য দ্বারা অবিন্ধ্য তখন ক্রোধান্বিত রাবণকে প্রশমিত করিলেন, এবং সেও তাঁহার সেই বাক্য গ্রহণ করিল। তখন সেই নিশাচর খড়্গ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক

যুদ্ধ যাত্রায় কৃতনিশ্চয় হইয়া অনুচরগণকে আজ্ঞা করিল "আমার রথ সজ্জা কর"।

ইন্দ্রজিৎবধে অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ২৮৮ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর দশগ্রীব প্রিয়পুত্রের নিপাতনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হেম-রত্ন-বিভূষিত রথোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক নির্গত হইল। সে নানা প্রহরণ-হস্ত ঘোররূপ রাক্ষসগণে সংবৃত হইয়া বানরযূথপতিদিগের সহিত যুদ্ধ করত রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। তাহারে সম্যক্ ক্রোধভরে প্রধাবিত হইতে দেখিয়া মৈন্দ, নল, নীল, অঙ্গদ, হনুমান্ ও জাম্ববান্ স্বীয় স্বীয় সৈন্য-সমভিব্যাহারে পরিবেষ্টিত করিলেন। সেই ভল্লুক ও বানরপুঙ্গবেরা দশগ্রীবের সাক্ষাতেই তাহার সেই সৈন্যকে তরুনিকর-দ্বারা বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মায়াবী রাক্ষসাধিপতি রাবণ স্বীয় সৈন্যকে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান দেখিয়া মায়া সৃষ্টি করিল। তাহার দেহ হইতে বিনির্গত শত শত সহস্র সহস্র নিশাচর শর, শক্তি ও ঋষ্টি হস্তে দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাম দিব্য অস্ত্র-দ্বারা সেই সমুদায় রাক্ষসগণকে নিহত করিলেন; পরন্তু রাক্ষসেশ্বর রাবণ পুনর্ব্বার অন্য প্রকার মায়ার বিধান করিল। হে ভারত! দশানন রাম ও লক্ষ্মণের প্রতিরূপ সমস্ত রচনা করিয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইল। অনন্তর সেই ছদ্মরূপী নিশাচরেরা রাম ও লক্ষ্মণ, উভয়কেই মুগ্ধ করিবার উদ্দেশে তখন শরাসন গ্রহণ করিয়া রামকে আক্রমণ করিল। সংভ্রম-শূন্য ইক্ষ্বাকু-নন্দন লক্ষ্মণ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই মায়া বুঝিতে পারিয়া রামকে এই মহৎ বাক্য কহিলেন, "আপনকার প্রতিরূপধারী এই সমস্ত রাক্ষসদিগকে আপনি নিহত করুন"। তখন রাম আপনার ও লক্ষ্মণের প্রতিমূর্ত্তিধারী সেই নিশাচরদিগের প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রের সারথি মাতলি সূর্য্যতুল্য-দীপ্তিশালী হরিদ্বর্ণ অশ্বযুক্ত রথোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক রণস্থলে রামের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র কাকুৎস্থ! এই হরিদ্বর্ণ ঘোটকযুক্ত জয়শীল অনুত্তম রথখানি ইন্দ্রের; এই মহারথে আরোহণ করিয়া ইন্দ্র শত শত দৈত্যদানবগণকে সমরে সংহার দশায় উপনীত করিয়াছেন। অতএব হে নরশার্দ্দূল! আমার সংযমিত এই স্যন্দনে আরূঢ় হইয়া আপনি সংগ্রামে রাবণকে শীঘ্র বিনষ্ট করুন, আর বিলম্ব করিবেন না।

এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া রঘুনন্দন 'ইহা রাক্ষসের মায়া হইবে' এই মনে করিয়া মাতলির সেই সত্য-বাক্যের প্রতিও শঙ্কান্বিত হইলেন। পরন্তু বিভীষণ তাঁহারে কহিলেন, হে নরব্যাঘ্র! ইহা দুরাত্মা রাবণের মায়া নহে, যথার্থই ইন্দ্রের রথ; অতএব হে মহাদ্যুতে! আপনি শীঘ্র ইহাতে অধিষ্ঠান করুন।

অনন্তর কাকুৎস্থ হৃষ্টচিত্ত হইয়া 'তাহাই হউক' বিভীষণকে এই কথা বলিয়া পরিশেষে সেই রথোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক রোষভরে দশাননের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাবণ আক্রান্ত হইলে প্রাণিগণ হাহাকার করিতে লাগিল এবং স্বর্গেতেও দিব্য পটহধ্বনি ও সিংহনাদ সমস্ত নিনাদিত হইতে থাকিল। তখন দশগ্রীব ও দাশরথির মহৎযুদ্ধ হইল; সেরূপ যুদ্ধ তাঁহাদের দুইজনেরই হইয়াছিল, আর কুত্রাপি তাহার উপমাস্থল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই নিশাচর সাক্ষাৎ ব্রহ্ম দণ্ডের ন্যায় উদ্যত, ইন্দ্রের অশনি-সদৃশ প্রভান্বিত, একটা মহাঘোর শূল রামের প্রতি বিসর্জ্জন করিল। রাম নিশিত শরসমূহ-দ্বারা সেই শূল সত্বর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া রাবণ ভয়াবিষ্ট হইল। অনন্তর দশগ্রীব শাণিতশররাজি ও সহস্র সহস্র অযুত অযুত সংখ্যক বহুবিধ শস্ত্র-সমস্ত রামের প্রতি শীঘ্র বিসর্জ্জন করিল এবং তৎসমুদায় হইতে ভুষুণ্ডী, শূল, মুষল, পরশ্বধ, বিবিধাকার

শক্তি, শতঘ্নী, ও শাণিত ক্ষুরসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাক্ষস-রাজ দশগ্রীবের সেই ভয়ঙ্করী মায়া অবলোকন করিয়া সমস্ত বানরেরা ভয়ে সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিতে থাকিল।

অনন্তর রাম, সুন্দর পত্রযুক্ত, সুমুখ, সুবর্ণপুঙ্খান্বিত একটি উত্তম শর তূণ হইতে লইয়া, ব্রহ্মাস্ত্র-মন্ত্রে যোজনা করিলেন। রঘুনন্দন সেই উত্তম শরটিকে ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন দেখিয়া ইন্দ্রপ্রভৃতি দেব ও গন্ধর্ব্বেরা হর্ষাবিষ্ট হইলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রকাশ হওয়াতে দেব, দানব ও কিন্নরগণের মনে নিশ্চয় হইল, শত্রু রাবণের পরমায়ু আর অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। অনন্তর রাম সেই উদ্যত ব্রহ্মদণ্ড-সদৃশ, অপ্রতিম-তেজোযুক্ত রাবণ-সংহারকর ঘোর শর বিসর্জ্জন করিলেন। হে ভারত! রাম আকর্ণপূর্ণ-সন্ধানে সেই বাণ পরিত্যাগ করিবামাত্র রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশানন তৎসংযোগে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত মহতী শিখাসমন্বিত অগ্নি-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত হইল। অনন্তর অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম-কর্ত্তৃক রাবণ নিহত হইল দেখিয়া দেবতারা গন্ধর্ব্ব ও চারণগণের সহিত অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন। ভূমিপ্রভৃতি পঞ্চভূত সেই মহাভাগ রাবণকে পরিত্যাগ করিল, যেহেতু সে ব্রহ্মাস্ত্র-তেজে সর্ব্বলোক হইতে ভ্রংশিত হইল। তাহার রক্ত, মাংস ও অন্যান্য শরীর-ধাতু-সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র-দ্বারা নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল; এমন কি, তাহার ভস্মও দৃষ্ট হইল না।

রাবণবধে একোন-নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮৯ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রঘুনন্দন রাম সুরশত্রু রাক্ষসেন্দ্র ক্ষুদ্রাশয় রাবণকে বিনষ্ট করিয়া লক্ষ্মণের সহিত অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত হইলেন। রামের হস্তে দশানন নিহত হইলে, দেবতারা প্রধান প্রধান ঋষিগণের সহিত জয়যুক্ত বহুল আশীর্ব্বাদ-দ্বারা সেই মহাবাহুর অর্চ্চনা করিলেন। স্বর্গস্থ সমস্ত দেব ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবৃষ্টি ও বচনাবলি-দ্বারা কমলদল-লোচন রামকে স্তব করিলেন। হে অচ্যুত! তাঁহারা রামকে সেইরূপ পূজা করিয়া, যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তথায় প্রতিগমন করিলেন; তৎকালে এই প্রকার প্রতীতি হইল, যেন আকাশমণ্ডলে মহোৎসব হইতেছে। পরপুর-বিজয়ী প্রভু মহাযশা রাম দশগ্রীবকে নিপাতিত করিবার পর বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য প্রদান করিলেন।

অনন্তর রাবণের বৃদ্ধ অমাত্য সুবুদ্ধি-সম্পন্ন অবিন্ধ্য বিভীষণ-পুরস্কৃতা সীতাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া বিনির্গত হইলেন এবং দীনতা অবলম্বন-পূর্ব্বক মহাত্মা রামকে কহিলেন, "মহাত্মন্! আপনি সচ্চরিত্রা দেবী জানকীরে প্রতিগ্রহ করুন।" অবিন্ধ্যের এই কথা শুনিয়া ইক্ষ্বাকু-নন্দন সেই রথোত্তম হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাষ্পাচ্ছন্না সীতাকে সন্দর্শন করিলেন। সেই রুচির-সর্ব্বাঙ্গী, যান-বর্ত্তিনী, মললিপ্তসর্ব্বগাত্রী, শোককর্ষিতা, জটিলা, কৃষ্ণবসন-পরিধানা বৈদেহীকে দেখিয়া রাম রাক্ষস-স্পর্শে বিশঙ্কিত হইয়া তাঁহারে এই কথা বলিলেন, বৈদেহি! তুমি বিমুক্তা হইলে; আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিলাম; হে ভদ্রে! আমাকে পতি লাভ করিয়া রাক্ষস-ভবনে থাকিয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া তোমার উপযুক্ত হয় না, এই মনে করিয়াই আমি এই নিশাচরকে নিহত করিলাম, এক্ষণে তুমি গমন কর; কেননা ধর্ম্মের বিনিশ্চয় জানিয়া মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে পরহস্তগতা নারীকে মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও কখন ধারণ করিতে পারে? হে মৈথিলি! তুমি সচ্চরিত্রাই হও বা দুশ্চরিত্রাই হও, সংপ্রতি কুক্কুরের অবলেহিত ঘৃতের ন্যায় তোমাকে উপভোগ করিবার নিমিত্তে আমি উৎসাহী হইতে পারি না।

অনন্তর সেই বালা দেবী জানকী রামের সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে ব্যথিতা হইয়া ছিন্নমূলা কদলীর ন্যায় সহসা ভূতলে পতিতা হইলেন। দর্পণে

নিশ্বাস পড়িলে তৎপ্রতিবিম্বিত মুখরাগ যেমন তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেই রূপ তৎকালে তাঁহার হর্ষজনিত যে মুখরাগ হইয়াছিল, তাহাও ক্ষণকাল-মধ্যে পুনরায় নষ্ট হইয়া গেল। তখন লক্ষ্মণ ও সমুদয় বানরগণ রামের সেই বাক্য শুনিয়া মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। অনন্তর জগদ্বিধাতা বিশুদ্ধাত্মা চতুরানন পদ্মযোনি ব্রহ্মা বিমানারোহণে রঘু-নন্দনকে দর্শন দিলেন। ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ, ভগবান্ কুবের ও বিশুদ্ধ সপ্তর্ষিবর্গ, ইহাঁরাও রামের দৃষ্টিপথে উপনীত হইলেন এবং সমুজ্জ্বল-দিব্যমূর্ত্তি-বিশিষ্ট রাজা দশরথও হংসযুক্ত ভাস্বর মহার্হ বিমানে সমাগত হইয়া তাঁহারে আত্ম-প্রদর্শন করিলেন। তখন দেবগন্ধর্ব্ব-সমাকীর্ণ সেই সমুদয় অন্তরীক্ষ তারকপুঞ্জ-বিচিত্রিত শরৎকালীন গগণতলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর যশস্বিনী কল্যাণী জনক-নন্দিনী গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে বিশালবক্ষ রামকে এই কথা বলিলেন, রাজপুত্র! আমি আপনকার দোষ দিতে পারি না, কেননা নরনারীগণের গতি আপনি অবগত আছেন; তথাপি আমার এই বাক্যটি শ্রবণ করুন। সদাগতি সমীরণ প্রাণিগণের অন্তরে বিচরণ করেন; অতএব আমি যদি পাপাচরণ করিয়া থাকি, তবে তিনি আমার প্রাণ পরিত্যাগ করুন। কেবল সমীরণ কেন, আমি যদি পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকি, তবে অগ্নি, জল, আকাশ, পৃথিবী ও বায়ু, ইহাঁরা সকলেই আমার প্রাণ বিয়োগ করুন। হে বীর! আমি যেমন আপনা ব্যতিরেকে অন্য পুরুষকে স্বপ্নেও কখন চিন্তা করি নাই, তেমনি দেবনির্দ্দিষ্ট আপনিই আমার পতি হউন।

অনন্তর সেই মহাত্মা বানরগণের নিরতিশয় আনন্দ-বিধায়িনী একটি পবিত্র-আকাশবাণী সমুদয় দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত উচ্চারিতা হইল।

বায়ু কহিলেন, ভো ভো রঘুনন্দন! সীতা যে কথা বলিলেন, তাহা সত্য বটে; আমি সদাগতি বায়ু; হে রাজন্! মৈথিলীর কিছু মাত্র পাপ নাই, অতএব তুমি ভার্য্যার সহিত মিলিত হও।

অগ্নি কহিলেন, হে রঘুনন্দন! আমি প্রাণিগণের শরীর-মধ্যে অবস্থিতি করি; হে কাকুৎস্থ! মৈথিলীর অণুমাত্রও অপরাধ নাই।

বরুণ কহিলেন, হে রাঘব! প্রাণিদেহস্থ সমস্ত রস আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব আমি তোমারে বলিতেছি, তুমি মৈথিলীকে প্রতিগ্রহ কর।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে সচ্চরিত্র পুত্র কাকুৎস্থ! তুমি রাজর্ষি-ধর্ম্মাক্রান্ত ও সাধু; সুতরাং তোমাতে এরূপ ব্যবহার আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; তথাপি আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। হে বীর! তুমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পন্নগ, দানব ও মহর্ষিগণের এই শত্রুকে নিপাতিত করিয়াছ। পাপাত্মা রাবণ পূর্ব্বে আমার প্রসাদে সর্ব্বভূতের অবধ্য হইয়াছিল। আমি কোন কারণ বশত ইহাকে কিছুকালের নিমিত্তে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই দুরাত্মা আপনার বিনাশার্থে সীতাকে হরণ করিয়াছিল; পরন্তু আমি নলকুবরের শাপদ্বারা ইহাঁর রক্ষা করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে সে এইরূপ কথিত হইয়াছিল যে, যদি কোন পরকীয়া অকামা কামিনীকে ভজনা করে, তাহা হইলে তাহার মস্তক নিশ্চয়ই শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবেক। অতএব হে মহাদ্যুতে! তুমি এ বিষয়ে কোন শঙ্কা করিও না; ইহাঁরে প্রতিগ্রহ কর; হে অমরপ্রভ! তুমি অমরগণের মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ।

দশরথ কহিলেন, বৎস! আমি তোমার পিতা দশরথ; তোমার মঙ্গল হউক, তোমার প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি; হে পুরুষোত্তম! আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি সীতাকে গ্রহণ কর এবং রাজ্যও প্রশাসন কর।

রাম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনারে অভিবাদন করি। আপনি যদি আমার পিতা হয়েন, তবে আপনকার আদেশে আমি অযোধ্যানগরীতে গমন করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! তখন দশরথ প্রকৃষ্টরূপে হৃষ্ট হইয়া সেই লোহিতাপাঙ্গ রামকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে মহাদ্যুতে! সংপ্রতি চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, অতএব তুমি অযোধ্যায় গিয়া রাজ্যশাসন কর।" অনন্তর শক্রতাপন রঘুনন্দন দেবগণকে নমস্কার করিয়া এবং সুহৃদ্গণ-কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া, শচীর সহিত মহেন্দ্রের ন্যায়, ভার্য্যার সহিত মিলিত হইলেন; পরে সেই অবিন্ধ্যকে বর দিলেন এবং রাক্ষসী ত্রিজটাকেও অর্থ ও সম্মানের সহিত সংযোজিতা করিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা ইন্দ্র-প্রভৃতি দেবগণের সহিত তাঁহারে এইকথা বলিলেন, হে কৌশল্যানন্দন! অদ্য আমরা তোমার কোন্ কোন্ অভীষ্ট বর প্রদান করিব? রাম ধর্ম্মে নিশ্চলতা, শক্রগণ-কর্ত্তৃক অপরাজয় ও রাক্ষস-বিনাশিত বানরগণের পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ! অনন্তর ব্রহ্মা "তাহাই হউক" এই কথা বলিলে তখন মৃত বানরেরা চৈতন্য লাভ করিয়া সমুত্থিত হইল। তৎকালে মহাভাগা সীতাও হনূমান্‌কে এই বর দিলেন, পুত্র! তোমার জীবন রামকীর্ত্তির সমকালবর্ত্তী হইবে; হে পিঙ্গল-লোচন হনূমন্! মৎপ্রসাদজনিত দিব্য উপভোগ-সমস্তও তোমাকে নিয়ত ভজনা করিবে।

অনন্তর ইন্দ্র-প্রভৃতি সেই সমুদয় দেবগণ অক্লিষ্টকর্ম্মা রামাদির দৃষ্টিগোচরেই অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইলেন। পরন্তু শক্রসারথি মাতলি রামকে জানকীর সহিত মিলিত দেখিয়া পরমপ্রীত-চিত্তে সুহৃদ্গণ-মধ্যে এই কথা বলিলেন, "হে সত্যপরাক্রম! আপনি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য, অসুর ও পন্নগগণের এই মহৎ দুঃখ অপনীত করিলেন; অতএব যে পর্য্যন্ত বসুন্ধরা ভূতবর্গকে ধারণ করিবেন, সেই কাল-পর্য্যন্ত দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ-প্রভৃতি সমুদায়লোকে আপনকার নাম কীর্ত্তন করিবেন।" মাতলি শস্ত্রধারি-প্রবর রামকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ ও সম্যক্ পূজা-পূর্ব্বক সেই সূর্য্যতুল্য-দীপ্তিশালী রথদ্বারা প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর জিতেন্দ্রিয় রাম ও লক্ষ্মণ, সুগ্রীব-প্রভৃতি সমস্ত বানরগণের সহিত বিভীষণ-কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া লঙ্কায় রক্ষা বিধান-পূর্ব্বক সীতাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া, গগণচারী কামগামী বিরাজমান পুষ্পকবিমান যোগে প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া, সেই সেতুদ্বারা পুনরায় মকরালয় উত্তীর্ণ হইলেন। তদনন্তর সমুদ্রের তীরে যেস্থানে সেই ধর্ম্মাত্মা নরপতি পূর্ব্বে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই সমস্ত বানরগণের সহিত বাস করিলেন। তৎপরে রাঘব ঐ কপিগণকে যথাকালে একত্র আনয়ন ও সম্যক্ পূজাপূর্ব্বক বহুল রত্ন দানদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তখন বিদায় করিলেন। সেই সমস্ত বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুকগণ গমন করিলে পর যোধশ্রেষ্ঠ রাম সুগ্রীবের সহিত পুনরায় কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে তিনি সুগ্রীবের সহিত বিভীষণ-কর্ত্তৃক অনুগত হইয়া পুষ্পক বিমান-যোগে বৈদেহীকে বন প্রদর্শন করিতে করিতে কিষ্কিন্ধ্যায় উপনীত হইয়া কৃতকর্ম্মা অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে তাঁহাদিগের সকলকেই সমভিব্যাহারে লইয়া লক্ষ্মণের সহিত, যেপথে আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়াই স্বীয় নগরে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সেই রাষ্ট্রপতি অযোধ্যানগরীতে উপনীত হইয়া তখন ভরতের নিকটে হনূমান্‌কে দূতস্বরূপে প্রেরণ করিলেন, এবং পবননন্দন ইঙ্গিতদ্বারা ভরতের সমুদায় অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহারে প্রিয় সংবাদ নিবেদন-পূর্ব্বক পুনরায় আগত হইলে, নন্দিগ্রামে গমন করিলেন। তথায় তিনি

মললিপ্তাঙ্গ বল্কলপরিধায়ী ভরতকে সম্মুখে পাদুকাদ্বয় রাখিয়া আসনে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিলেন। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর বীর্য্যবান্ রাম ও লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় হর্ষান্বিত হইলেন, এবং তাঁহারাও তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গ লাভ করিয়া বৈদেহীর সন্দর্শনে উভয়েই অতিমাত্র হর্ষানুভব করিলেন। ভরত পরম আহ্লাদযুক্ত হইয়া সেই সমাগত রামকে ন্যাসস্বরূপে রক্ষিত, তদীয় রাজ্য সম্যক্ সৎকার-সহকারে সমর্পণ করত নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। অনন্তর অভিজিৎ-যোগযুক্ত বাসরে বিষ্ণুদৈবত শ্রবণা নক্ষত্রে বশিষ্ঠ ও বামদেব মিলিত হইয়া শৌর্য্য-সম্পন্ন রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন।

রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রীতি ও হর্ষসমন্বিত কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব ও পুলস্ত্যনন্দন বিভীষণকে সুহৃদ্গণ-সমভিব্যাহারে নিজ নিজ ভবনে গমন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তিনি বহুবিধ ভোগদ্বারা তাঁহাদিগকে অভ্যর্চ্চনা করিয়া তৎকালোচিত কর্ত্তব্য সমাধান-পূর্ব্বক অতিদুঃখেই বিদায় দিলেন। রঘুনন্দন রাম সেই পুষ্পকবিমানেরও পূজা করিয়া প্রীতিসহকারে তাহা কুবেরকে প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি বশিষ্ঠের সহিত গোমতীনদী-তীরে ত্রিগুণদক্ষিণান্বিত দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিলেন।

রামরাজ্যাভিষেকে নবত্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯০ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহাবাহো! পূর্ব্বে অমিততেজস্বী রাম এইরূপে বনবাসজনিত অতি প্রচণ্ড দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি শোক করিও না; হে পরন্তপ! তুমিও ক্ষত্রিয় হইয়া বাহুবলাবলম্বিত প্রত্যক্ষফল পদবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছ। এপথ অবলম্বন করাতে তোমার পরমাণু পরিমাণেও কোন পাপ নাই; ইন্দ্রাদি সুরাসুরগণেরাও এই পথে অবস্থান করিয়া থাকেন। দেখ, বজ্রধারী দেবরাজ দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া বৃত্র, দুর্দ্ধর্ষ নমুচি ও দীর্ঘজিহ্বা রাক্ষসীকে নিহত করিয়াছিলেন। এই সংসারে সহায়-সম্পন্ন পুরুষেতে সকল অর্থই সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাঁহার ভ্রাতা ধনঞ্জয়, তিনি সংগ্রামে জয় করিতে না পারেন, এমন পদার্থ কি আছে? এই ভীমপরাক্রম ভীমসেনও বলশালিগণের শ্রেষ্ঠ এবং এই যুবকযুগল নকুল সহদেবও মহাধনুর্দ্ধারী বীরপুরুষ; ইহাঁরা বজ্রপাণির সৈন্যকেও সমুদয় দেবগণের সহিত জয় করিতে পারেন; অতএব হে পরন্তপ! এই সমস্ত সহায় থাকিতে তুমি বিষণ্ন হইতেছ কেন? হে ভরতর্ষভ! এই দেবরূপী মহাধনুর্দ্ধরগণের সাহায্যে তুমি সমরে সমস্ত শত্রুবর্গকে অবশ্যই পরাজিত করিবে। সংপ্রতিই এই দেখ, বীর্য্যমদমত্ত বলশালী দুরাত্মা সিন্ধুরাজ দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে হরণ করিয়াছিল, কিন্তু এই মহাত্মারা সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়া তাঁহারে প্রত্যানয়ন করিলেন এবং রাজা জয়দ্রথকেও পরাজিত ও বশীভূত করিয়া লইলেন। পরন্তু রাম বিনাসহায়ে ভীমবিক্রম রাক্ষস দশাননকে সংগ্রামে নিহত করিয়া সীতার উদ্ধার করিয়াছিলেন। হে রাজন্! ভিন্নযোনিপ্রাপ্ত কালমুখ বানর ও ভল্লুকেরাই কেবল তাঁহার মিত্র ছিল, ইহা তুমি বুদ্ধিদ্বারা চিন্তা করিয়া দেখ। অতএব হে কুরুপ্রবর ভরতর্ষভ! তুমি এ সকল বিষয়ে শোক করিও না; হে পরন্তপ! তোমার মত মহাত্মা লোকেরা কদাচ শোক করেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির ধীমান্ মার্কণ্ডেয়-কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠিরাশ্বাসে একনবত্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯১ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামুনে! আমি এই দ্রুপদ-নন্দিনীর নিমিত্তে যে রূপ অনুতাপ করি, আপনার নিমিত্তে অথবা এই ভ্রাতৃগণের নিমিত্তে কিম্বা রাজ্যের হরণ নিমিত্তে সে রূপ অনুতাপ করি না। দেখুন, দ্যূতে দুরাত্মারা আমাদিগকে ক্লেশ প্রদান করিলে আমরা কৃষ্ণা হইতেই মুক্ত হইয়াছিলাম; পরন্তু জয়দ্রথ বন হইতেও ইহাঁরে বল-পূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল। এই দ্রুপদ-দুহিতার ন্যায় পতিব্রতা ও মহাভাগা অন্য কোন সীমন্তিনীকে আপনি কি পূর্ব্বে আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্ যুধিষ্ঠির! রাজকন্যা সাবিত্রী কুলস্ত্রীগণের এই সম্পূর্ণ মহাভাগ্য যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রবণ কর। মদ্রদেশে পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মাত্মা, দ্যুতিমান্, ব্রহ্মপরায়ণ, মহাত্মা, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, যাগশীল, বদান্যগণের অগ্রগণ্য, দক্ষ, পৌর ও জানপদগণের প্রীতিপাত্র, সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে নিরত অশ্বপতি নামে এক নরপতি ছিলেন। সেই সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ক্ষমাবান্ রাজসত্তম নিঃসন্তান হওয়াতে বৃদ্ধ বয়সে সন্তাপ প্রাপ্ত হইলেন এবং অপত্য উৎপাদনার্থে কালে নিয়মিতাহারী ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন। তৎকালে তিনি সাবিত্রী-মন্ত্রে প্রতি দিন লক্ষবার আহুতি প্রদান করিয়া দিবসের ষষ্ঠ ভাগে পরিমিত ভোজন করিতেন। তিনি অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত এই নিয়মে ছিলেন; পরে অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে সাবিত্রী তাঁহার প্রতি তুষ্টা হইলেন। হে রাজন্! তখন তিনি মূর্ত্তিমতী, অগ্নিহোত্র হইতে সমুত্থিতা ও বিপুল-হর্ষান্বিতা হইয়া সেই নরপতিকে দর্শন দিলেন এবং বরদানে উন্মুখী হইয়া তাঁহারে এই কথা বলিলেন।

সাবিত্রী কহিলেন, হে রাজন্! তোমার বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, দম, নিয়ম, সম্পূর্ণ যত্ন ও ভক্তিদ্বারা আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্টা হইয়াছি; অতএব হে মদ্ররাজ অশ্বপতে! তোমার যাহা অভিলষিত হয়, বর প্রার্থনা কর; অপিচ ধর্ম্ম বিষয়ে অনবধান করা তোমার কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নহে।

অশ্বপতি কহিলেন, হে দেবি! আমি ধর্ম্মলাভ বাসনায় অপত্যের নিমিত্তে এই সমারম্ভ করিয়াছি; অতএব প্রার্থনা এই যে, আমার কুলভাবন বহুল পুত্র সকল উৎপন্ন হয়। হে দেবি! আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি এই বর প্রার্থনা করি; যেহেতু ব্রাহ্মণেরা আমারে বলিয়াছেন, সন্তানই পরম ধর্ম্ম।

সাবিত্রী কহিলেন, হে রাজন্! আমি পূর্ব্বেই তোমার এই অভিপ্রায় জানিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে তোমার পুত্রের নিমিত্তে বলিয়াছিলাম। হে সৌম্য! স্বয়ম্ভু-বিহিত সেই প্রসাদ হইতে পৃথিবীতে শীঘ্রই তোমার একটি তেজস্বিনী কন্যা হইবে। আমি পিতামহের আজ্ঞাক্রমে তুষ্টা হইয়া তোমারে এই কথা বলিতেছি, অতএব তুমি কোন ক্রমে ইহাতে কোন উত্তর করিও না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, নরপতি অশ্বপতি "তাহাই হইবে" এই বলিয়া সাবিত্রীর বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক শীঘ্র কন্যা হইবার উদ্দেশে পুনরায় তাঁহারে প্রসাদিত করিলেন। সাবিত্রী অন্তর্দ্ধান করিলে পর সেই বীর্য্যবান্ নরপাল স্বীয় নগরে গমন করিলেন এবং ধর্ম্ম-সহকারে প্রজা পালন করত নিজ-রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল অতীত হইলে, সেই নিয়তব্রত মহীপতি ধর্ম্মচারিণী জ্যেষ্ঠা মহিষীতে গর্ভোৎপাদন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! রাজপুত্রী মালবীর সেই গর্ভ তখন গগণতলে শুক্লপক্ষীয় তারাপতির ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে কাল উপস্থিত হইলে রাজমহিষী একটি রাজীবলোচনা কন্যা প্রসব করিলেন, এবং নৃপসত্তম অশ্বপতিও আনন্দিত হইয়া ঐ কন্যার জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া-সমস্ত সম্পন্ন করিলেন। সাবিত্রী-

মন্ত্রে আহুতি প্রদান করাতে সাবিত্রী প্রীতি-পূর্ব্বক ঐ কন্যা অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তদীয় পিতা ও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ' সাবিত্রী ' এই নামই রাখিলেন। সেই নৃপকুমারী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং কালক্রমে যৌবনস্থা হইলেন। সেই বিশাল-নিতম্বিনী সুমধ্যমাকে কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া লোকে, " ইনি দেবকন্যা, মানবী হইয়া অবনীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন " এই রূপ জ্ঞান করিতে লাগিল। ফলত পদ্মপলাশাক্ষী সাবিত্রী তেজে এরূপ জাজ্বল্যমানা ছিলেন যে, তদীয় কান্তিপুঞ্জে অভিভূত হইয়া কোন ব্যক্তিই তাঁহারে বরণ করিতে পারিল না।

অনন্তর কোন পর্ব্ব দিবসে দেবী সাবিত্রী উপবাস করিয়া মস্তকে জলাভিষেকানন্তর ইষ্টদেবতার সন্নিহিতা হইয়া হুতাশনে যথাবিধি হবন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইলেন ; পরে ইষ্টদেবের অর্পিত নির্ম্মাল্য প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক মহাত্মা পিতার নিকটে গমন করিলেন। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই বরারোহা পিতার চরণযুগলে অভিবাদন-পূর্ব্বক প্রথমত তাঁহারে দেবদত্ত নির্ম্মাল্য নিবেদন করিলেন, পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নৃপতির পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মানা রহিলেন। নরপতি সেই দেবরূপিণী স্বীয় দুহিতাকে যৌবনস্থা দেখিয়া এবং পাত্রেরা তাঁহার নিমিত্তে প্রার্থনা করিতেছে না ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন।

রাজা কহিলেন, পুত্রি ! তোমার সম্প্রদানকাল উপস্থিত হইয়াছে, অথচ কোন ব্যক্তি আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে না ; অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণ-সদৃশ স্বামী অন্বেষণ কর। যে পুরুষ তোমার প্রার্থিত হইবেন, আমার নিকটে তাঁহার কথা নিবেদন করিও ; এখন তুমি ইচ্ছানুসারে বরণ কর, পরে আমি বিবেচনা-পূর্ব্বক তোমারে সম্প্রদান করিব। হে কল্যাণি ! আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজাতিগণকে যে বচন পাঠ করিতে শুনিয়াছি, এক্ষণে তাহা বর্ণন করিতেছি, তুমিও শ্রবণ কর। যে পিতা কন্যা দান না করেন, তিনি নিন্দনীয় হন ; যে পতি ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ না করেন, তিনিও নিন্দার্হ হন, এবং যে পুত্র, ভর্তৃহীনা জননীর প্রতিপালন না করে, সেও নিন্দা ভাজন হইয়া থাকে। তুমি আমার এই বচন শ্রবণ করিয়া ভর্ত্তার অন্বেষণে ত্বরান্বিতা হও ;—যাহাতে আমি দেবগণের নিন্দনীয় না হই, তাহা কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজা কন্যাকে ও বৃদ্ধ মন্ত্রীদিগকে এইরূপ কহিয়া যাত্রার উপযোগী বাহনাদি আয়োজন ও গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তপস্বিনী সাবিত্রী তখন লজ্জিতার ন্যায় হইয়া পিতার বাক্য স্বীকার-পূর্ব্বক তদীয় চরণযুগলে অভিবাদন করিয়া কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই নির্গতা হইলেন। তিনি সুবর্ণময় রথে আরোহণ-পূর্ব্বক বৃদ্ধ সচিববর্গে পরিবৃতা হইয়া রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবন-সমুদায়ে গমন করিলেন। হে তাত ! তথায় তিনি মাননীয় বৃদ্ধবৃন্দের চরণাভিবন্দন-পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সমস্ত বন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। নৃপনন্দিনী সাবিত্রী এইরূপে সমুদয় তীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে ধন দান করিতে করিতে নানা স্থানে বিচরণ করিলেন।

সাবিত্রী-স্বয়ম্বরে দ্বিনবত্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯২ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভারত ! অনন্তর মদ্রাধিপতি অশ্বপতি নারদের সহিত সমবেত হইয়া কথা-প্রসঙ্গে সভামধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সাবিত্রী তীর্থ ও আশ্রম-সমস্ত পরিভ্রমণ করিয়া মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে পিতৃসদনে আগমন করিলেন। সেই কল্যাণী পিতাকে নারদের সহিত উপবিষ্ট দেখিয়া মস্তকদ্বারা উভয়েরই চরণাভিবন্দন করিলেন।

নারদ কহিলেন, রাজন্! তোমার এই কন্যা কোথায় গিয়াছিলেন, এবং কোথা হইতেই বা আগমন করিলেন? এই যুবতী কুমারীকে তুমি স্বামি-হস্তে সম্প্রদান করিতেছ না কেন?

অশ্বপতি কহিলেন, হে দেবর্ষে! ইনি এই কার্য্যের নিমিত্তেই প্রেরিতা হইয়াছিলেন, সংপ্রতি এই আগমন করিলেন। ইনি যে ভর্ত্তাকে বরণ করিয়াছেন, আপনি ইহাঁর নিকটে তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, কল্যাণী সাবিত্রী "বিস্তারিতরূপে বর্ণন কর" পিতার এই আদেশে দেববাক্যের ন্যায় তাঁহার সেই বাক্য প্রতিগ্রহ করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী কহিলেন, শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় ভূপতি ছিলেন। কালক্রমে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। যৎকালে সেই ধীমান্ মহীপতির নয়ন বিনষ্ট হয়, তখন তাঁহার একমাত্র বালক পুত্র থাকে। তাঁহার সমীপবাসী কোন পূর্ব্বশত্রু এই ছিদ্র পাইয়া তাঁহার রাজ্য হরণ করে; সুতরাং তিনি বালবৎসা ভার্য্যার সহিত বনে প্রস্থান করিয়াছেন, এবং মহারণ্যে অবস্থিত ও মহাব্রতনিষ্ঠ হইয়া তপশ্চরণ-পরায়ণ হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র সত্যবান্, নগরে জন্মিয়া তপোবনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তিনিই আমার উপযুক্ত ভর্ত্তা, এই ভাবিয়া আমি মনে মনে তাঁহারে বরণ করিয়াছি।

নারদ কহিলেন, হা রাজন্! সাবিত্রী মহৎ পাপ করিয়াছেন; যেহেতু ইনি না জানিয়া গুণবান্ সত্যবান্‌কে বরণ করিয়াছেন। সত্যবানের পিতা সত্য কথা বলেন এবং তাঁহার মাতাও সত্য কহেন, সেইহেতু ব্রাহ্মণেরা তাঁহার 'সত্যবান্' এই নাম রাখিয়াছেন। তাঁহার বাল্যাবস্থায় অশ্ব-সকল অতিশয় প্রিয় ছিল; তিনি মৃণ্ময় অশ্ব-সমুদয় নির্ম্মাণ করিতেন এবং চিত্রপটেও অশ্বসমস্ত লিখিতেন; এই নিমিত্তে চিত্রাশ্ব বলিয়াও উক্ত হইয়া থাকেন।

রাজা কহিলেন, সেই পিতৃবৎসল নৃপনন্দন সত্যবান্ এক্ষণে কি তেজস্বী, বুদ্ধিমান্, ক্ষমাবান্ ও শৌর্য্যসম্পন্ন আছেন?

নারদ কহিলেন, তিনি সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী, বৃহস্পতি-তুল্য বুদ্ধিমান্, মহেন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্যসম্পন্ন এবং পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমান্বিত।

অশ্বপতি কহিলেন, সেই রাজকুমার দাতা, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, রূপবান্, মহানুভাব ও প্রিয়দর্শন বটেন ত?

নারদ কহিলেন, দ্যুমৎসেন-পুত্র বলবান্ সত্যবান্ স্বীয়শক্তি অনুসারে দান করাতে সংকৃতিনন্দন রন্তিদেবের তুল্য, উশীনরপুত্র শিবির ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী, যযাতির ন্যায় মহানুভাব, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং রূপে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের অন্যতম সদৃশ। তিনি দান্ত, মৃদু, শূর, সত্য, সংযতেন্দ্রিয়, মিত্রবৎসল, অসূয়া-শূন্য, হ্রীমান্ ও ধৃতিমান্। তপোবৃদ্ধ ও শীলবৃদ্ধ লোকেরা তাঁহার বিষয়ে সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাতে সারল্য নিত্য-প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার মর্য্যাদাও নিশ্চলা।

অশ্বপতি কহিলেন, ভগবন্! আপনি তাঁহারে সর্ব্বগুণযুক্ত বলিয়াই বর্ণন করিলেন; সংপ্রতি, যদি তাঁহার কোন কোন দোষ থাকে, তবে সে সমস্তও আমার নিকটে ব্যক্ত করুন।

নারদ কহিলেন, তাঁহার একমাত্র দোষ সমুদায়-গুণ অভিভূত করিয়া অবস্থিত আছে; সেই দোষটি অতিযত্ন দ্বারাও অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। তাঁহার একমাত্র দোষ আছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন দোষ নাই; সেই সত্যবান্ অদ্য হইতে এক সংবৎসর পূর্ণ হইলে ক্ষীণায়ু হইয়া দেহ ত্যাগ করিবেন।

রাজা কহিলেন, সাবিত্রি! তুমি সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিতে নিবৃত্তা হও; হে শোভনে!

যাও, অন্য এক ব্যক্তিকে বরণ কর; সত্যবানের এক মহান্ দোষ সমস্তগুণ অভিভূত করিয়া রহিয়াছে। দেবসৎকৃত ভগবান্ নারদ আমারে যেরূপ বলিতেছেন, তদনুসারে সত্যবান্ সংবৎসর পরে অল্পায়ু হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিবেন।

সাবিত্রী কহিলেন, অংশ, অর্থাৎ পৈতৃকাদি বিষয়ের বিভাগ-নির্ণায়িকা গুটিকা, একবার নিপতিত হয়; লোকে কন্যাকে একবার প্রদান করে এবং 'দান করিলাম' এ কথাও একবার বলে; এই তিন বিষয় এক এক বারই হইয়া থাকে। অতএব আমি একবার যাঁহারে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন বা অল্পায়ুই হউন, গুণবান্ হউন বা নির্গুণই হউন, তাঁহা ভিন্ন আমি অপর ব্যক্তিকে আর বরণ করিতে পারি না। দেখুন, মনে মনে কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করে এবং পরিশেষে কর্ম্মদ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব উপস্থিত বিষয়ে আমার মনই প্রমাণ।

নারদ কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তোমার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি অবিচলিতা; এই সতীত্ব ধর্ম্ম হইতে ইহাঁরে কোন প্রকারে নিবারিত করিতে পারা যাইবে না। ফলত সত্যবানে যে সমস্ত গুণ আছে, অন্য কোন পুরুষেতে তৎসমুদায় বিদ্যমান নাই; অতএব সত্যবান্‌কে তোমার কন্যাপ্রদান করাই আমার স্পৃহণীয় হইতেছে।

রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে বাক্যের উক্তি করিলেন, ইহা অবশ্যই তথ্য ও অনুল্লঙ্ঘনীয়; আমি ইহা এইরূপই করিব, যেহেতু আপনি আমার গুরু।

নারদ কহিলেন, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কন্যা সাবিত্রীর সম্প্রদানে যেন কোন বিঘ্ন না হয়; সংপ্রতি আমি প্রস্থান করিব, তোমাদিগের সকলের মঙ্গল হউক।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, নারদ এই কথা বলিয়া গগণে উৎপতন-পূর্ব্বক ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন এবং রাজাও কন্যার বিবাহের আয়োজন করাইতে লাগিলেন।

সাবিত্রীর বিবাহবিষয়ে নারদের অনুমতি প্রদানে ত্রিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৯৩॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহীপতি অশ্বপতি কন্যাপ্রদানের বিষয়ে নারদের কথিত সেই বাক্যই বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া পরিশেষে বিবাহের উপযোগী সমস্ত সম্ভার আহরণ করাইলেন; পরে সমুদয় ঋত্বিক্, পুরোহিত ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক বিশুদ্ধ দিবসে কন্যাসমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। পবিত্র অরণ্যে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপনীত হইয়া সেই নরপতি দ্বিজাতিগণের সহিত পদব্রজেই সেই রাজর্ষির সন্নিহিত হইলেন। তথায় দেখিলেন, সেই মহাভাগ অন্ধ ভূপতি শালবৃক্ষতলে আশ্রিত হইয়া তখন কুশাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাজা অশ্বপতি সেই রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের যথাযোগ্য পূজা করিয়া সুনিয়মিত বচনে তৎসমীপে আত্ম পরিচয় নিবেদন করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দ্যুমৎসেন তাঁহারে অর্ঘ্য, আসন ও গো প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

অশ্বপতি সত্যবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া সেই ইতিকর্ত্তব্যতা ও স্বীয় অভিপ্রায় সমস্ত দ্যুমৎসেন-সমীপে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করত এই কথা বলিলেন, রাজর্ষে! সাবিত্রী নামে আমার এই এক টি শোভনা কন্যা আছে; হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি স্বধর্ম্মানুসারে ইহাঁরে পুত্রবধূ করিবার নিমিত্তে আমার নিকটে গ্রহণ করুন।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, আমরা রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছি এবং বনবাস আশ্রয় করিয়া সংযত ও তপস্বী হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেছি; পরন্তু

আপনকার দুহিতা বনবাসের অযোগ্যা; তবে কি প্রকারে ইনি আশ্রমে থাকিয়া এই ক্লেশ সহ্য করিবেন?

অশ্বপতি কহিলেন, হে রাজন্! সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনিত্য; কখন উৎপন্ন কখন বা বিনষ্ট হইয়া থাকে; আমার কন্যা ইহা বিশেষরূপে জানেন এবং আমিও জানি, অতএব মাদৃশ ব্যক্তির প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনকার উপযুক্ত হয় না; আমি স্থির নিশ্চয় করিয়াই আপনকার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। আমি যখন সৌহার্দ্দপ্রযুক্ত প্রণত হইয়াছি, তখন আমার আশা-ভঙ্গ করা আপনকার উচিত নহে। আমি প্রীতিপরবশ হইয়া স্বয়ং আপনকার নিকটে সমাগত হইয়াছি, অতএব আমারে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। দেখুন, আপনি আমার এবং আমিও আপনকার অনুরূপ ও উপযুক্ত; অতএব আমার কন্যাকে আপনি পুত্রবধূরূপে—সচ্চরিত্র সত্যবানের ভার্য্যারূপে প্রতিগ্রহ করুন।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, আপনকার সহিত আমার সম্বন্ধ পূর্ব্বেই অভিলষিত হইয়াছিল; পরন্তু আমি রাজ্য-বিচ্যুত হইয়াছি, এই নিমিত্তেই এবিষয়ে বিচার করিতেছিলাম। যাহা পূর্ব্বেই অভিলষিত হইয়াছিল, আমার সেই এই অভিপ্রায় অদ্য নিষ্পন্ন হউক, আপনি আমার অভীষ্ট অতিথিই হইয়াছেন।

অনন্তর সেই নৃপতিদ্বয় আশ্রম-বাসী সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে সমানয়ন-পূর্ব্বক যথাবিধি বিবাহ কর্ম্ম সম্পন্ন করাইলেন। রাজা অশ্বপতি কন্যা সম্প্রদান ও যথাযোগ্য পরিচ্ছদ প্রদান-পূর্ব্বক পরম হর্ষযুক্ত হইয়া স্বভবনে গমন করিলেন। সত্যবান্ সেই সর্ব্বগুণান্বিতা ভার্য্যা লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং সাবিত্রীও সেই মনোভিলষিত পতি লাভ করিয়া হর্ষানুভব করিলেন। তাঁহার পিতা গমন করিলে পর তিনি সমুদয় আভরণ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বল্কল ও কাষায় বসন-সমস্তই পরিধান করিতে থাকিলেন এবং পরিচর্য্যা, শীল সত্যাদিগুণাবলি, স্নেহ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সকলের অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান-দ্বারা সকলেরই তুষ্টি-সম্পাদন করিলেন। তিনি আচ্ছাদনাদি সর্ব্বপ্রকার শরীর-সৎকার-দ্বারা শ্বশ্রূকে, দেবপূজার আয়োজন ও বাক্যসংযমন-দ্বারা শ্বশুরকে এবং প্রিয়-সম্ভাষণ, নিপুণতা, শান্তি ও নির্জ্জনে পরিচর্য্যা-দ্বারা ভর্ত্তাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। হে ভারত! সেই আশ্রম-মধ্যে তখন এইরূপে নিবসতি ও তপশ্চর্য্যা করিতে করিতে সেই সাধুগণের কিয়ৎ কাল অতীত হইল। পরন্তু নারদ যে কথা বলিয়াছিলেন, সাবিত্রীর অন্তঃকরণে তাহা দিবানিশি জাগরূক রহিল; কি শয়ন কি উপবেশন, কোন অবস্থাতেই তিনি তাহা বিস্মরণ করিতে পারিলেন না।

সাবিত্রী-বিবাহে চতুর্নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯৪ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর বহুকাল বিগত হইলে, যে কালে সত্যবানের মৃত্যু হইবে সেইকাল কোন দিন উপস্থিত হইল। নারদ যেকথা বলিয়াছিলেন, সাবিত্রীর হৃদয়ে তাহা নিয়তই বর্ত্তমান ছিল; তিনি প্রতিদিবসান্তে দিন গণনা করিতে ছিলেন। সংপ্রতি চতুর্থদিবসে মৃত্যু হইবে, ইহা সম্যক্ রূপে চিন্তা করিয়া সেই ভাবিনী ত্রিরাত্র-ব্রত উদ্দেশ করিয়া দিবানিশি উপবাস করিয়া রহিলেন। নরপতি দ্যুমৎসেন সাবিত্রীর সেই নিয়ম শুনিয়া অতিশয় দুঃখান্বিত হইলেন এবং উত্থান-পূর্ব্বক তাঁহারে সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনা করত এই কথা বলিলেন, হে নৃপনন্দিনি! তুমি যে নিয়মের আরম্ভ করিয়াছ, ইহা অতিশয় কঠিন; কারণ তিন রাত্রি উপবাস করিয়া থাকা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

সাবিত্রী কহিলেন, হে তাত! আপনি সন্তাপ করিবেন না, আমি ব্রত সমাপ্তি করিতে পারিব।

ব্রত-সমাপ্তির কারণ কেবল নিশ্চল উৎসাহ; আমিও অবিচলিত উৎসাহ-সহকারে ইহা অবলম্বন করিয়াছি।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, "তুমি ব্রতভঙ্গ কর" একথা তোমাকে বলিতে আমি কোন ক্রমে পারি না; কেননা "ব্রতসমাপ্তি কর" এইকথা বলাই মাদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহামনা দ্যুমৎসেন এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন এবং সাবিত্রীও উপবাস করত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় লক্ষিতা হইতে লাগিলেন। হে ভরতর্ষভ! সত্যবানের প্রাণ ত্যাগ করিবার পূর্ব্ব দিবসে, 'কল্য পতির মৃত্যু হইবে' এই ভাবিয়া দুঃখান্বিতা উপবাস-নিরতা সাবিত্রীর সেইরাত্রি কথঞ্চিৎ অতিবাহিতা হইল। পরদিন প্রভাতে প্রভাকর হস্ত-চতুষ্টয়মাত্র উত্থিত হইলে, সাবিত্রী 'অদ্য সেই দিবস' এই মনে করিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমস্ত সমাধান-পূর্ব্বক প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদানান্তে সমুদয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে যথাক্রমে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি ও নিয়তা হইয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন। তপোবন-নিবাসী সমস্ত তপস্বিগণ সাবিত্রীর নিমিত্তে হিতকর মঙ্গলময় অবৈধব্য-আশীর্ব্বাদ-সমুদায়ের উক্তি করিলেন। ধ্যানযোগ-পরায়ণা রাজনন্দিনী সাবিত্রীও মনে মনে 'ইহাই হউক' বলিয়া তপস্বিগণের সেই বাক্য-সমস্ত প্রতিগ্রহ করিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত নারদ-বাক্য চিন্তা করত সুদুঃখিতা হইয়া সেই কাল ও সেই মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

হে ভরতসত্তম! অনন্তর শ্বশ্রূ ও শ্বশুর একান্তে অবস্থিতা সেই নৃপনন্দিনীকে প্রীতি-পূর্ব্বক এইকথা বলিলেন যে, এই ব্রত তোমার নিকটে যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছিল, তুমি ইহা সেইরূপেই সম্পন্ন করিয়াছ; সংপ্রতি আহার কাল উপস্থিত; অতএব অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।

সাবিত্রী কহিলেন, এই কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আমি অন্তঃকরণে এই সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সূর্য্য অস্তগত হইলে ভোজন করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সাবিত্রী ভোজন-বিষয়ে এইরূপ সম্ভাষণ করিতেছেন এমন সময়ে সত্যবান্ স্কন্ধে কুঠার লইয়া বনে প্রস্থান করিলেন। পরন্তু সাবিত্রী স্বামীকে কহিলেন, আপনি একাকী গমন করিবেন না; আমি আপনকার সঙ্গে যাইব, যেহেতু অদ্য আপনাকে পরিত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না।

সত্যবান্ কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি পূর্ব্বে কখন বনে গমন কর নাই; তাহার পথ অতিক্লেশকর; বিশেষত তুমি ব্রতোপবাসে কৃশা হইয়াছ, সুতরাং পদব্রজে কি প্রকারে যাইবে?

সাবিত্রী কহিলেন, আমার উপবাস জন্য গ্লানি বা পরিশ্রম নাই; আমি গমনে উৎসাহিনী হইয়াছি; অতএব আপনি আমারে নিবারণ করিবেন না।

সত্যবান্ কহিলেন, যদি গমনে তোমার উৎসাহ হইয়া থাকে, তবে আমি তোমার এই প্রিয় কার্য্য করিব; কিন্তু এই দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে এজন্যে তুমি আমার জনক-জননীর অনুমতি গ্রহণ কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাব্রতা সাবিত্রী শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে অভিবাদন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, আমার স্বামী সত্যবান্ ফল আহরণার্থে মহাবনে প্রস্থিত হইতেছেন; অতএব আমি অভিলাষ করি, আপনারা আমারে ইহাঁর সঙ্গে যাইতে অনুমতি করেন; কেননা অদ্য আমার পতিবিরহ উপযুক্ত নহে। আর্য্যপুত্র গুরু ও অগ্নিহোত্রের কার্য্যার্থে প্রস্থিত হইতেছেন, সুতরাং ইহাঁরে নিবারণ করা কর্ত্তব্য নহে; যদি অন্য কোন উদ্দেশে বনে প্রস্থান করিতেন, তাহা হইলে নিবারণীয় হইতেন। সংপ্রতি আপনারা আমারে নিবারণ করিবেন না; আমি ইহাঁর সঙ্গে বনে যাইব। দেখুন, কিঞ্চিদূন

একবৎসর হইল আমি আশ্রম হইতে বহির্গতা হই নাই, সুতরাং কুসুমিত কানন দর্শন করিতে আমার পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, সাবিত্রীর পিতা যে অবধি ইহাঁরে পুত্রবধূরূপে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তদবধি ইহাঁর প্রার্থনা-সম্বলিত কোন বাক্যই আমার স্মরণে আইসে না; অতএব এই বধূ অদ্য অভিলষিত কামনা লাভ করুন।—পুত্রি! পথিমধ্যে যাহাতে সত্যবানের কার্য্যে অনবধান না হয় তাহা করিও!

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, যশস্বিনী সাবিত্রী শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অনুমতি পাইয়া যেন হাস্য করিতে করিতে পতির সঙ্গে গমন করিলেন; কিন্তু তৎকালে তাঁহার হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইতেছিল। সেই বিশাল-নয়না ময়ূরগণ-সেবিত সর্ব্বতোভাবে রমণীয় বিচিত্র বন-সকল অবলোকন করিলেন। সত্যবান্ মধুর বচনে সাবিত্রীকে বলিতে লাগিলেন, "এই পুণ্যজননী নদী ও পুষ্পিত শৈলোত্তম সমস্ত সন্দর্শন কর।" অনিন্দিতা সাবিত্রী স্বামীকে সকল অবস্থাতেই বিশেষ প্রণিধান-পূর্ব্বক দৃষ্টি করিতে থাকিলেন; পরন্তু কালে মুনিবাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহারে মৃত বলিয়াই অবধারণ করিলেন। তিনি হৃদয়কে যেন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, ভর্ত্তার কথার উত্তর প্রদান আর সেই কালের প্রতীক্ষা করিতে করিতে মন্দ মন্দ সঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী-বনগমনে পঞ্চনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৯৫॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর ভার্য্যাসহচর বীর্য্যবান্ সত্যবান্ প্রথমত ফল সকল গ্রহণ করিয়া স্থালী পূর্ণ করিলেন, পরে কাষ্ঠ-সমস্ত পাতিত করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠ ছেদন করিতে করিতে তাঁহার ঘর্ম্ম হইল এবং সেই পরিশ্রমদ্বারা তাঁহার শিরঃপীড়াও জন্মিল। তিনি পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া প্রিয়তমা ভার্য্যার নিকটে গিয়া এই কথা বলিলেন, সাবিত্রি! এই ব্যায়ামদ্বারা আমার মস্তকে বেদনা জন্মিয়াছে এবং অঙ্গ-সমস্ত ও হৃদয়কে অতিমাত্র সন্তাপিত করিতেছে; হে মিতভাষিণি! আমি আপনাকে অস্বস্থের ন্যায় জ্ঞান করিতেছি; আমার অনুভব হইতেছে, এই মস্তক যেন শূল-সমূহ-দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে; অতএব হে কল্যাণি! আমি শয়নের ইচ্ছা করিতেছি, আমার আর দণ্ডায়মান থাকিবার শক্তি নাই।

স্বামীর এই কথায় সাবিত্রী তৎক্ষণাৎ সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহারে অঙ্গে ধারণ-পূর্ব্বক ক্রোড়ের উপরে তাঁহার মস্তক রাখিয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সেই তপস্বিনী নারদের বাক্য চিন্তা করত সেই মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, বেলা ও দিবস যোজনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং মুহূর্ত্তকাল পরেই দেখিতে পাইলেন, রক্তবস্ত্র-পরিধায়ী, বদ্ধ-মুকুট, প্রশস্তকায়, সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী, শ্যাম-গৌরবর্ণ, লোহিতলোচন এক জন ভয়ঙ্কর পুরুষ পাশ হস্তে লইয়া সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহারে দেখিবামাত্র সাবিত্রী ধীরে ধীরে পতির মস্তকটি ভূতলে বিন্যস্ত করিয়া সহসা উত্থান-পূর্ব্বক কম্পমান হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরভাবে এই কথা বলিলেন, আপনাকে দেবতা বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে, যেহেতু আপনকার এই শরীর অলৌকিক; হে দেবেশ! যদি ইচ্ছা হয় তবে বলুন, আপনি কে এবং কি করিতেই বা অভিলাষ করেন।

যম কহিলেন, সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠান-সমন্বিতা, এই নিমিত্তে আমি তোমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছি। হে শুভে! তুমি আমারে 'যম' বলিয়া জান, এবং যে কর্ম্ম করিতে আমার অভিলাষ আছে, তাহাও এই অবধারণ কর; তোমার স্বামী এই রাজকুমার সত্যবানের

আয়ুঃক্ষয় হইয়াছে, একারণ আমি ইহাঁরে বন্ধন-পূর্ব্বক লইয়া যাইব।

সাবিত্রী কহিলেন, ভগবন্! শুনিতে পাই আপনকার দূতেরাই মানবগণকে লইতে আইসেন; অতএব হে প্রভো! আপনি স্বয়ং কি নিমিত্তে আসিয়াছেন?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সাবিত্রীর এইকথায় ভগবান্ পিতৃপতি তাঁহার প্রীতি-নিমিত্তে আপনার সমস্ত অভিপ্রেত তৎসমীপে যথাবৎ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

যম কহিলেন, এই সত্যবান্ ধর্ম্মসংযুক্ত, রূপবান্ ও গুণসাগর, সুতরাং আমার দূতগণ-কর্ত্তৃক নীত হইবার যোগ্য নহেন; এনিমিত্তেই আমি স্বয়ং আসিয়াছি। এই কথা বলিবার পর যম সত্যবানের শরীর হইতে পাশবদ্ধ বশতাপন্ন অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বলপূর্ব্বক নিষ্কর্ষণ করিলেন। অনন্তর প্রাণ বহিষ্কৃত হওয়াতে সত্যবানের সেই শ্বাসরহিত প্রভাহীন ও চেষ্টাশূন্য কলেবর অপ্রিয়-দর্শন হইয়া পড়িল। তদনন্তর যম তাঁহারে বন্ধন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং ব্রতনিয়মসংসিদ্ধা পতিব্রতা মহাভাগা সাবিত্রীও দুঃখপীড়িতা হইয়া যমের অনুগামিনী হইলেন।

যম কহিলেন, সাবিত্রি! প্রতিনিবৃত্তা হও; যাও, ইহাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ কর; ভর্ত্তার নিকটে তোমার আর ঋণ নাই; যত দূর পর্য্যন্ত গমন করা সম্ভব, তুমি তত দূর আসিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার স্বামী যেস্থানে নীত হইতেছেন এবং আপনিও যেস্থানে গমন করিতেছেন, আমারও সেইস্থানে গমন করা কর্ত্তব্য; যেহেতু ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। তপস্যা, গুরুভক্তি, পতিস্নেহ, ব্রত ও আপনকার প্রসাদ-দ্বারা আমার গতি অপ্রতিহতা হইবে। তত্ত্বার্থদর্শী পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, যে সপ্তপদমাত্র ভূমি একত্র সঞ্চরণ করিলেই মিত্রতা হয়; অতএব আমি মিত্রতাকেই অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া কিঞ্চিৎ সম্ভাষণ করিব, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। অজিতেন্দ্রিয় লোকেরা বনে থাকিয়া গার্হস্থ্যবিহিত যজ্ঞাদি ধর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করে না, চিরব্রহ্মচর্য্যও অবলম্বন করে না এবং সন্ন্যাসও আশ্রয় করে না; জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরাই উক্ত আশ্রম-ধর্ম্ম-সকলের আচরণ করিয়া থাকেন; পরন্তু তাঁহারা প্রথমোক্ত ধর্ম্মকেই বিজ্ঞানের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; ধর্ম্মের এইরূপ মাহাত্ম্য বশত সাধুরা ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়াছেন। এই এক জনের ঐ সাধুসম্মত ধর্ম্মানুসারে সকল আশ্রমিকেরাই সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন, কেহই আর দ্বিতীয় বা তৃতীয় পথ বাঞ্ছা করেন না; ধর্ম্মের এইরূপ মাহাত্ম্য-বশত সাধুরা ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়াছেন।

যম কহিলেন, হে অনিন্দিতে! নিবৃত্তা হও; তোমার এই স্বর, বর্ণ ও যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব তুমি বর প্রার্থনা কর; এই সত্যবানের জীবন-ব্যতিরেকে আমি তোমারে সকল বর দিতেই প্রস্তুত আছি!

সাবিত্রী কহিলেন, আমার শ্বশুর স্বীয় রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া বনবাস আশ্রয় করত আশ্রমে অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন; অতএব আমার প্রার্থনা এই যে, আপনকার প্রসাদে সেই নরপতি নয়ন লাভ করত বলবান্ এবং অগ্নি ও সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী হন।

যম কহিলেন, হে অনিন্দিতে! আমি তোমারে সেই বর দিতেছি; তুমি যেরূপ বলিলে, তাহা সেইরূপই হইবে; সংপ্রতি তোমার যেন পথশ্রান্তি হইয়াছে দেখিতেছি, অতএব নিবৃত্তা হও; যাও, আর যেন শ্রম না হয়।

সাবিত্রী কহিলেন, স্বামীর নিকটে থাকিতে আমার শ্রম কোথায়? স্বামীর যে গতি, তাহাই আমার স্থিরগতি হইবে; আপনি যে স্থানে আমার পতিকে লইয়া যাইবেন, আমিও সেই স্থানে

যাইব। হে দেবেন্দ্র! সংপ্রতি আমার আরও কিছু বাক্য শ্রবণ করুন। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে সাধুদিগের সহিত একবারমাত্র সঙ্গ হওয়াও পরম অভিলষিত; তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতা হওয়া তদপেক্ষাও অধিকতর প্রার্থনীয়; সৎপুরুষের সহিত সমাগম কদাচ নিষ্ফল হয় না; অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে সাধুদিগের সংসর্গে বাস করিবেক।

যম কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি ইষ্টসাধন-বিষয়িণী যে বাণীর উক্তি করিলে ইহাতে মনের প্রীতি এবং পণ্ডিতগণেরও বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়; অতএব এই সত্যবানের জীবন-ব্যতিরেকে তুমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী কহিলেন, পূর্ব্বে আমার ধীমান্ শ্বশুরের রাজ্য অপহৃত হইয়াছে; অতএব আমার গুরু সেই নরপতি যেন পুনরায় নিজরাজ্য লাভ করেন এবং স্বীয় ধর্ম্ম-সমস্ত পরিত্যাগ না করেন, এই দ্বিতীয় বর আমি আপনকার নিকটে প্রার্থনা করি।

যম কহিলেন, সেই নরপাল অচিরে নিজরাজ্যই প্রাপ্ত হইবেন এবং স্বধর্ম্ম হইতেও পরিভ্রষ্ট হইবেন না। হে নৃপনন্দিনি! আমি তোমার কামনা পূর্ণ করিয়া দিলাম, এক্ষণে নিবৃত্তা হও; যাও, আর যেন তোমার শ্রম না হয়।

সাবিত্রী কহিলেন, হে দেব! আপনি নিয়ম-দ্বারা এই প্রজা সকলকে সংযত করিয়াছেন এবং নিয়মপূর্ব্বক ইহাদিগকে লইয়া গিয়া থাকেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে, সেই নিমিত্তেই আপনকার নাম 'যম' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে; তথাপি আমার কথিত এই বাক্যটি শ্রবণ করুন। কর্ম্ম, মন ও বাক্য-দ্বারা সর্ব্বভূতের প্রতি অদ্রোহ, অনুগ্রহ ও দান, ইহাই সাধুদিগের সনাতন ধর্ম্ম। এই সংসারের রীতি প্রায়ই এইরূপ; মনুষ্যেরা শক্তি অনুসারে কোমল হইয়া থাকে; পরন্তু সৎপুরুষেরা সমাগত শত্রুদিগের প্রতিও দয়া করেন।

যম কহিলেন হে শুভে! পিপাসু লোকের পক্ষে জল যেরূপ হয়, তোমার সম্ভাষিত এই বাক্যও আমার পক্ষে সেইরূপ হইতেছে; অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তবে এই সত্যবানের জীবন-ভিন্ন তুমি পুনরায় কোন বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার পিতা ভূপতি অশ্বপতি পুত্রহীন আছেন; অতএব কুলের সন্তানকর হইতে পারে, তাঁহার এরূপ এক শত ঔরস পুত্র হউক, এই তৃতীয় বর আমি আপনকার নিকটে প্রার্থনা করি।

যম কহিলেন, হে শুভে! তোমার পিতার কুলসন্তান-কারী উত্তম তেজস্বী এক শত পুত্র হউক। হে রাজনন্দিনি! তোমার কামনা পূর্ণ হইল, এক্ষণে নিবৃত্তা হও; যেহেতু তুমি বহু দূর পথ আসিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, স্বামীর নিকটে থাকায় আমার এ দূর বোধ হইতেছে না; আমার মন ইহা অপেক্ষাও অধিকতর দূর প্রদেশে প্রধাবিত হইতেছে। সে যাহা হউক, সংপ্রতি আপনি গমন করিতে করিতেই আমার সম্ভাষিত এই উপস্থিত বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ করুন। হে ঈশ্বর! আপনি বিবস্বান্ সূর্য্যের প্রতাপবান্ পুত্র; সেই হেতু পণ্ডিতেরা আপনাকে বৈবস্বত বলেন; অপিচ আপনি সমান-ধর্ম্ম-সহকারে প্রজাপুঞ্জকে রঞ্জিত করিয়াছেন, সে নিমিত্তেও আপনকার 'ধর্ম্মরাজ' নাম হইয়াছে। সৎপুরুষদিগের প্রতি লোকের যাদৃশ বিশ্বাস হয়, আত্মার প্রতিও তাদৃশ বিশ্বাস হয় না; অতএব সৎপুরুষ সকলেতে সকলেই বিশেষ রূপে প্রণয় ইচ্ছা করে। সৌহার্দ্দ-প্রযুক্তই সর্ব্বজীবের বিশ্বাস জন্মে; অতএব সৎপুরুষ সকলেতেই লোকে বিশেষরূপে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

যম কহিলেন, হে অঙ্গনে! তুমি যে বাক্যের উক্তি করিলে, আমি তোমাভিন্ন আর কাহারও নিকটে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি নাই; হে শুভে!

আমি ইহার দ্বারা তুষ্ট হইলাম; অতএব তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে চতুর্থ বর প্রার্থনা কর এবং ফিরিয়া যাও।

সাবিত্রী কহিলেন, কুলের সন্তানকর হইতে পারে, বলবীর্য্য-শালী এরূপ এক শত পুত্র আমার গর্ব্ভে এবং সত্যবানের ঔরসে—উভয় হইতেই উৎপন্ন হয়, এই চতুর্থ বর আমি আপনকার নিকটে প্রার্থনা করি।

যম কহিলেন, অবলে! তোমার বলবীর্য্য-শালী প্রীতিকর শত পুত্র হইবে। হে নৃপনন্দিনি! তোমার আর যেন পরিশ্রম না হয়; নিবৃত্তা হও, যে হেতু তুমি বহু দূর পথ আসিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, সাধুলোকদিগের সনাতন ধর্ম্মেতেই সদা কাল আসক্তি থাকে; সাধুলোকেরা অবসন্ন বা ব্যথিত হন না; সাধু-লোকদিগের সাধুসঙ্গ কদাচ নিষ্ফল হয় না এবং সাধুলোকেরা সাধু-সকল হইতে ভয়-সম্ভাবনাও করেন না। হে রাজন্! সাধুরাই সত্য-প্রভাবে সূর্য্যকে পরিচালিত করেন; সাধুরাই তপোবলে পৃথিবীকে ধারণ করেন; সাধুরাই প্রাণিগণের কল্যাণের গতি; অতএব সাধুদিগের মধ্যে থাকিয়া সজ্জনেরা অবসন্ন হন না। এই চিরন্তন ব্যবহার আর্য্যগণের আচরিত, ইহা বিশেষরূপে জানিয়া সাধুরা পরার্থসাধন করত প্রত্যুপকারের প্রতীক্ষা করেন না। সৎপুরুষ সকলেতে প্রসাদ ব্যর্থ হয় না, কার্য্য নষ্ট হয় না এবং মানেরও হানি হয় না; সাধুগণেতে এই নিয়ম যখন নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তখন সাধুরাই রক্ষা কর্ত্তা হন।

যম কহিলেন, হে পতিব্রতে! তুমি সুন্দর-পদযুক্ত, মহার্থ-বিশিষ্ট, ধর্ম্ম-সমন্বিত মনঃপ্রীতিকর বাক্যের যত সম্ভাষণ করিতেছ, তোমার প্রতি আমার ততই উত্তম ভক্তি হইতেছে; অতএব তুমি এরূপ একটি বর প্রার্থনা কর, যাহার আর প্রতিরূপ নাই।

সাবিত্রী কহিলেন, হে মানপ্রদ! আপনি আমার পুণ্য ব্যতিরেকে যেমন অন্য অন্য বর প্রদান করেন নাই, সেইরূপ এই বরটিও পুণ্যব্যতিরেকে প্রদান করিতেছেন না; অতএব আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, এই সত্যবান্ জীবিত হউন, যেহেতু পতি ব্যতিরেকে আমি মৃতার ন্যায় রহিয়াছি। আমি পতি-বিহীনা হইয়া সুখ কামনা করি না, পতি-বিহীনা হইয়া স্বর্গ কামনা করি না, পতি-বিহীনা হইয়া ঐশ্বর্য্য কামনা করি না, পতি-বিহীনা হইয়া জীবন ধারণেও উৎসাহ করিতে পারি না। দেখুন, আপনিই আমার শত পুত্র হইবার বর প্রদান করিলেন, অথচ আমার পতিকে হরিয়া লইয়া যাইতেছেন; অতএব আমি বর প্রার্থনা করিতেছি, এই সত্যবান্ জীবিত হউন, তাহাতে আপনকারই বাক্য সত্য হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সূর্য্য-নন্দন ধর্ম্মরাজ যম তখন অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া "তাহাই হউক" এই বলিয়া সেই পাশ মোচন-পূর্ব্বক সাবিত্রীকে এই কথা বলিলেন, "ভদ্রে! আমি তোমার স্বামীকে এই মুক্ত করিয়া দিলাম; হে কুলনন্দিনি! তুমি স্বচ্ছন্দে ইহাঁরে লইয়া যাইতে পারিবে। এই সত্যবান্ রোগমুক্ত ও সিদ্ধার্থ হইবেন, তোমার সহিত চারি শত বৎসর পরমায়ু লাভ করিবেন, ধর্ম্মসহকারে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লোকে খ্যাতি প্রাপ্ত হইবেন এবং তোমার গর্ব্ভে এক শত পুত্রও উৎপাদন করিবেন। সেই ক্ষত্রিয়পুত্রেরাও সকলে পুত্রপৌত্রাদি-সম্পন্ন ও রাজা হইবে এবং পৃথিবীতে চির কাল তোমার নামে বিখ্যাত হইয়া থাকিবে। তোমার মাতা মালবীর গর্ব্ভে তোমার পিতারও এক শত পুত্র হইবে এবং তোমার সেই দেবতুল্য ক্ষত্রিয় সহোদরেরাও পুত্রপৌত্রাদি-সম্পন্ন হইয়া মালব নামে চির-বিখ্যাত থাকিবে।" প্রতাপবান্ ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীরে এইরূপ বরসমস্ত প্রদান-পূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিয়া স্বীয়ভবনেই প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রীও পতিকে পুনরায় লাভ করিয়া যমের

প্রস্থানান্তে, যেস্থানে সত্যবানের কপিশবর্ণ কলেবর পতিত ছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন। তিনি ভর্ত্তাকে ভূতলে অবলোকন করিয়া নিকটে গমন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোড়ের উপর তাঁহার মস্তক রাখিয়া ভূতলে উপবিষ্টা হইলেন। সত্যবান্‌ও পুনরায় চেতন লাভ করিয়া প্রবাস হইতে আগতের ন্যায় প্রীতিসহকারে সাবিত্রীকে বারংবার নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।

সত্যবান্ কহিলেন, হায়! আমি বহুক্ষণ নিদ্রিত হইয়াছিলাম; তুমি আমারে জাগরিত কর নাই কেন? সেই যে শ্যামবর্ণ পুরুষ আমাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন?

সাবিত্রী কহিলেন, হে পুরুষ-প্রবর! আপনি আমার অঙ্কোপরি বহুক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন; সেই প্রজা-সংযমনকারী ভগবান্ যমদেব প্রস্থান করিয়াছেন। হে মহাভাগ রাজনন্দন! সংপ্রতি আপনি বিশ্রান্ত ও বিনিদ্র হইয়াছেন; অতএব যদি সাধ্য হয় তবে গাত্রোত্থান করুন, দেখুন রাত্রি গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সত্যবান্ চৈতন্য লাভ করিবার পর সুখসুপ্তের ন্যায় উত্থিত হইয়া এবং সমুদায় দিঙ্মণ্ডল বনদ্বারা পরিচ্ছিন্ন রহিয়াছে দেখিয়া সাবিত্রীকে বলিলেন, হে সুমধ্যমে কল্যাণি! আমি ফল আহরণ করিবার নিমিত্তে তোমার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম; পরে কাষ্ঠ ছেদন করিতে করিতে আমার মস্তকের পীড়া হইল; শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত সন্তপ্ত হওয়ায় আমি আর অধিক ক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে না পারিয়া তোমার উৎসঙ্গে শয়ন করিলাম; তুমি আমারে আলিঙ্গন করিয়া থাকিলে নিদ্রা আমার মন অপহরণ করিল; পরে আমি ঘোর অন্ধকার দেখিলাম এবং এক মহাতেজস্বী পুরুষকেও দেখিতে পাইলাম, এই সমস্ত আমার স্মরণ হইতেছে। অতএব হে সুমধ্যমে! যদি তুমি বিশেষরূপে জান তবে তাহা কি, আমার নিকটে বর্ণন কর; আমি কি স্বপ্নযোগে সেই পুরুষকে দেখিয়াছিলাম, না সত্যই সেই ঘটনা হইয়াছিল?

অনন্তর সাবিত্রী তাঁহারে কহিলেন, হে রাজকুমার! রাত্রি ক্রমশ গাঢ় হইয়া আসিতেছে, অতএব যেরূপ ঘটিয়াছিল, আমি কল্য আপনকার নিকটে সমস্ত বর্ণন করিব। হে সুব্রত! উত্থিত হউন উত্থিত হউন; আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি পিতামাতাকে সন্দর্শন করুন, দেখুন দিবাকর অস্তগত হইয়াছেন এবং এই রাত্রিও বিগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। এই নিষ্ঠুর নিনাদকারী নিশাচর সমস্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে এবং বনচারী মৃগ সকলের পদ-সঞ্চারে পত্র-শব্দ-সমস্ত শ্রুত হইতেছে। উগ্রমূর্ত্তি শিবা-সকল দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া এই ঘোর নিনাদ-সমস্ত বিস্তার করিতেছে; ইহাতে আমার মন যেন কম্পিত হইতেছে।

সত্যবান্ কহিলেন, বন নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে; অতএব তুমি পথ জানিতে পাইবে না এবং যাইতেও পারিবে না।

সাবিত্রী কহিলেন, হে অনঘ! আপনাকে কিঞ্চিৎ ব্যথিত দেখিতেছি; বিশেষত অন্ধকারে বন আচ্ছন্ন হওয়াতে আপনি পথ জানিতে পারিবেন না; অতএব যদি গমন করিতে উৎসাহ না করেন তবে কল্য প্রভাতে বন দৃষ্ট হইলে আপনকার অনুমতিক্রমে উভয়ে গমন করিব; সংপ্রতি আপনকার ইচ্ছা হইলে এক রাত্রি এই স্থানেই বাস করি। অদ্য এই বন দগ্ধ হওয়াতে একটা শুষ্ক বৃক্ষ জ্বলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে; উহার কোন কোন স্থানে অগ্নি বায়ুদ্বারা দীপ্যমান হইয়া দৃষ্ট হইতেছে। আমি ঐ বৃক্ষ হইতে এইখানে অগ্নি আনিয়া সর্ব্বদিকে প্রজ্বালিত করিব; এখানে এই কাষ্ঠসমস্ত রহিয়াছে; অতএব আপনার সন্তাপ দূর করুন।

সত্যবান্ কহিলেন, আমার শিরঃপীড়া নিবৃত্তা হইয়াছে এবং অঙ্গসমস্তও স্বস্থ বোধ হইতেছে; অতএব এক্ষণে তোমার প্রসাদে জনকজননীর সহিত মিলন হয়, আমি এই ইচ্ছা করিতেছি; কেননা পূর্ব্বে আর কখন আমি কাল অতিক্রম করিয়া আশ্রমে যাই নাই; সন্ধ্যা না হইতেই মাতা আমারে রুদ্ধ করিয়া রাখেন; আমি দিবসে বহির্গত হইলেও আমার জনক-জননী সন্তাপ করেন; আমার পিতা আশ্রম-বাসীদিগের সঙ্গে আমারে অন্বেষণ করিতে থাকেন। পূর্ব্বে মাতা ও পিতা উভয়েই অতিশয় দুঃখিত হইয়া "তুমি বিস্তর বিলম্বে আগমন কর" এই বলিয়া আমারে বহু বার তিরস্কার করিয়াছিলেন। সংপ্রতি আমি এই চিন্তা করিতেছি যে অদ্য আমার নিমিত্তে তাঁহাদিগের কি অবস্থা হইবে! আমি অদৃশ্য হইলে তাঁহাদের নিশ্চয়ই মহৎ দুঃখ হইবে। পূর্ব্বে একদা রাত্রিযোগে সেই প্রীতিযুক্ত বৃদ্ধদম্পতী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে আমারে বহু বার বলিয়াছিলেন, "বৎস! তোমাহীন হইয়া আমরা মুহূর্ত্তকাল মাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারি না; হে পুত্র! যে পর্য্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে, আমাদের জীবন নিশ্চয়ই সেই পর্য্যন্ত; তুমি এই বৃদ্ধ অন্ধযুগলের যষ্টি-স্বরূপ, তোমাতে বংশ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; আমাদিগের পিণ্ড, কীর্ত্তি ও সন্তান তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে।" হে সাবিত্রি! আমার মাতা ও পিতা উভয়েই বৃদ্ধ; আমি একমাত্র তাঁহাদের যষ্টি-স্বরূপ রহিয়াছি; অতএব রাত্রিকালে আমারে না দেখিলে তাঁহারা কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন! যাহার জন্যে আমার অনপকারী মাতা-পিতা আমার নিমিত্তে সংশয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং আমিও কষ্টতর আপদ্গ্রস্ত হইয়া সংশয়াপন্ন হইলাম, সেই নিদ্রার প্রতিই আমি দোষারোপ করিতেছি, যেহেতু জনক-জননী-ব্যতিরেকে আমি জীবন ধারণে উৎসাহী হইতে পারি না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার প্রজ্ঞাচক্ষু পিতা এত ক্ষণ ব্যাকুল-বুদ্ধি হইয়া আশ্রম-বাসীদিগের প্রত্যেককেই আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে শুভে! আমি পিতার নিমিত্তে এবং পতির অনুগতা সুদুর্ব্বলা মাতার নিমিত্তে যেরূপ অনুশোক করিতেছি, আপনার নিমিত্তে সেরূপ করিতেছি না। ফলত আমার নিমিত্তে অদ্য তাঁহারা পরম সন্তাপ প্রাপ্ত হইবেন, ইহা কোনক্রমে হইবে না; কেননা তাঁহারা জীবিত আছেন বলিয়াই আমি জীবন ধারণ করিতেছি, এবং ইহাও জানিতেছি যে তাঁহারা আমার অবশ্য ভর্ত্তব্য এবং তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করাই আমার কর্ত্তব্য।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, গুরুভক্ত গুরুপ্রিয় ধর্ম্মাত্মা সত্যবান্ এইরূপ কহিয়া বাহুদ্বয় উত্তোলন-পূর্ব্বক দুঃখার্ত্ত হইয়া সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মচারিণী সাবিত্রী স্বামীকে সেইরূপ শোক-কর্ষিত দেখিয়া তদীয় নয়নযুগল হইতে অশ্রু মার্জ্জন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, যদি আমার তপস্যা, দান বা হোম করা থাকে, তাহা হইলে আমার শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও স্বামীর পক্ষে এই শর্ব্বরী কল্যাণকরী হউক। পূর্ব্বে আমি পরিহাস স্থলেও কখন মিথ্যা কথা বলিয়াছি এরূপ স্মরণ হয় না; সেই সত্যদ্বারা আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর অদ্য জীবিত থাকুন।

সত্যবান্ কহিলেন, সাবিত্রি! আমি জনক-জননীর দর্শন কামনা করিতেছি; অতএব চল, আর বিলম্ব করিও না। হে বরারোহে! আমি আত্ম স্পর্শ-পূর্ব্বক শপথ করিতেছি, যদি মাতা বা পিতার অমঙ্গল ঘটনা দেখি, তবে কোন ক্রমে জীবন ধারণ করিব না। অতএব যদি ধর্ম্মে তোমার মতি থাকে, যদি আমাকে জীবিত রাখিতে অভিলাষিণী হও, অথবা আমার প্রিয় কার্য্য করা তোমার যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে চল অবিলম্বে আশ্রমে গমন করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর ভাবিনী সাবিত্রী উত্থান-পূর্ব্বক কেশ বন্ধন করিয়া স্বামীকে বাহু-যুগলে ধরিয়া উত্থাপিত করিলেন। সত্যবান্ও উত্থিত হইয়া হস্ত-দ্বারা অঙ্গ-সমস্ত মার্জ্জন করিয়া সর্ব্বদিক্ অবলোকন-পূর্ব্বক ফলপাত্রে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সাবিত্রী তাঁহারে কহিলেন, আপনি কল্য ফল সকল আহরণ করিবেন; পরন্তু আপনকার যোগ-ক্ষেমের সাধন-ভূত এই কুঠার খানি আমি লইয়া যাই। গজগামিনী বামোরু সাবিত্রী এই কথা বলিয়া পাত্রস্থ ফলভার বৃক্ষশাখায় অবলম্বিত করিয়া কুঠার খানি লইয়া পুনরায় স্বামি-সমীপে আগমন করিলেন, এবং বাম স্কন্ধে পতির বাম হস্ত টি রাখিয়া দক্ষিণ স্কন্ধ-দ্বারা তাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া মন্দ মন্দ সঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন।

সত্যবান্ কহিলেন, হে ভীরু! পুনঃ পুন গতিবিধি থাকাতে পথ সকল আমার বিদিত আছে; আমি বৃক্ষ সকলের মধ্যে অবলোকিত জ্যোৎস্না-দ্বারাও লক্ষ্য করিতেছি, আমরা, যে পথে আসিয়া ফল চয়ন করিয়াছিলাম, সেই পথেই আসিয়াছি; অতএব হে শুভে! তুমি যেপথ দিয়া আসিয়াছ সেই পথেই গমন কর, ইহাতে সন্দেহ করিও না। এই অগ্রবর্ত্তী পলাশতরুষণ্ডে, পথ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; তাহার উত্তরে যে পথ আছে, তুমি সেই পথ দিয়া চল এবং ত্বরান্বিতা হও; আমি এক্ষণে স্বস্থ, বলবান্ ও জনক-জননী-দর্শন-লোলুপ হইয়াছি।

এইরূপ বলিতে বলিতে সত্যবান্ ত্বরাযুক্ত হইয়া আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সত্যবানের আশ্রমাগমনে ষণ্নবত্যধিক দ্বিশত-তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯৬ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এদিকে মহাবল দ্যুমৎসেন ঐ সময়ে লোচন লাভ করিয়া, দৃষ্টি নির্ম্মল হইলে, সমুদয় দেখিতে পাইলেন। হে ভরতর্ষভ! তিনি ভার্য্যা শৈব্যার সহিত সমস্ত আশ্রমে গমন করিয়া পুত্রের নিমিত্তে অতিশয় কাতর হইলেন। সেই রজনীতে ঐ দম্পতী আশ্রম, নদী, বন ও সরোবর-সমস্ত অন্বেষণ করত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; যেকোন শব্দ শুনিতে পান, অমনি পুত্রশঙ্কায় উন্মুখ হইয়া "ঐ সাবিত্রীর সহিত সত্যবান্ আসিতেছেন" এইকথা বলিতে থাকিলেন এবং কুশ ও কণ্টকাবলি-দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ হইয়া ছিন্ন ভিন্ন, কর্কশ, ব্রণযুক্ত ও রক্তাক্ত চরণ-দ্বারা উন্মত্তের ন্যায় ধাবমান হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর আশ্রমবাসী সেই সমুদয় ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইয়া পরিবেষ্টন ও সম্যক্ আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক উভয়কেই স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন। তথায় দ্যুমৎসেন ভার্য্যার সহিত বৃদ্ধ তপোধনগণে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বকালীন রাজাদিগের বিচিত্র-অর্থযুক্ত কথা-প্রসঙ্গ-দ্বারা আশ্বাসিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্র-দর্শনাভিলাষী সেই বৃদ্ধ-দম্পতী আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেও, পুত্রের বাল্যকালীন চরিত্র-সমস্ত স্মরণ করত পুনরায় অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং পুনরায় করুণ-বাক্যের উক্তি করিয়া শোকে কর্ষিত হইয়া তাঁহারা "হা পুত্র! হা সাধ্বি বধু! কোথায় রহিলে! কোথায় রহিলে!" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সুবর্চ্চাপ্রভৃতি তপোধনেরাও দ্যুমৎসেনকে পুনর্ব্বার সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সুবর্চ্চা কহিলেন, সত্যবানের ভার্য্যা সাবিত্রী যেরূপ তপস্যা, দম ও আচার-সংযুক্তা, তাহাতে সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন।

গৌতম কহিলেন, আমি অঙ্গসহ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, মহতী তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি, কৌমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি, গুরুগণ ও অগ্নিকে তুষ্ট করিয়াছি, সমাহিত হইয়া সমুদয় ব্রতেরই অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং সর্ব্বদা বিধি-পূর্ব্বক বায়ু ভক্ষণ ও উপবাসও করিয়াছি; এই তপস্যা-

দ্বারা আমি পরের সমস্ত অভিপ্রেত অবগত আছি, অতএব 'সত্যবান্ জীবিত আছেন' একথা তুমি সত্য বলিয়াই অবধারণ কর।

শিষ্য কহিলেন, আমার উপাধ্যায়ের মুখ হইতে যে বাক্য বিনির্গত হইল, ইহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; অতএব সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন।

ঋষিগণ কহিলেন, সত্যবানের ভার্য্যা সাবিত্রী যেরূপ অবৈধব্য-বিধায়ক সর্ব্বসুলক্ষণ-সংযুক্ত, তাহাতে সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, সত্যবানের ভার্য্যা সাবিত্রী যেরূপ তপস্যা, দম ও আচার-সংযুক্তা, তাহাতে সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন।

দাল্ভ্য কহিলেন, তোমার যখন পুনরায় দর্শন-শক্তি হইয়াছে এবং সাবিত্রী যখন তাদৃশ ব্রতানুষ্ঠানের পর আহার না করিয়া গিয়াছেন, তখন সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন।

মাণ্ডব্য কহিলেন, প্রশান্ত দিঙ্মণ্ডলে মৃগ ও বিহঙ্গগণ যেরূপ রব করিতেছে এবং তোমারও যেরূপ রাজত্ব-যোগ্য ধর্ম্ম, অর্থাৎ দর্শন-শক্তি লাভ হইয়াছে, তাহাতে সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন।

ধৌম্য কহিলেন, তোমার পুত্র সত্যবান্ যেরূপ সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, লোকপ্রিয় ও দীর্ঘায়ু-লক্ষণযুক্ত, তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই সত্যবাদী তপস্বিগণ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে, দ্যুমৎসেন তাঁহাদিগের কথিত সেই সেই বিষয়-সমস্ত বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া পরিশেষে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সাবিত্রী, স্বামী সত্যবানের সহিত রাত্রিকালে আশ্রমে আগমন করিলেন এবং প্রহৃষ্ট-চিত্তে তন্মধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন।

তখন ব্রাহ্মণেরা দ্যুমৎসেনকে কহিলেন, রাজন্! তোমাকে পুত্রের সহিত মিলিত ও চক্ষুষ্মান্ দেখিয়া আমরা সকলেই তোমার বৃদ্ধিপ্রশ্ন করিতেছি। পুত্রের সমাগম, সাবিত্রীর দর্শন ও আপনার চক্ষু লাভ, এই ত্রিবিধ সৌভাগ্য দ্বারা তুমি বর্দ্ধিত হইতেছ। আমরা সকলে যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা সেইরূপই হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অতঃপর শীঘ্রই তোমার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে পার্থ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই তথায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মহীপতি দ্যুমৎসেন-সমীপে উপবেশন করিলেন। শৈব্যা, সাবিত্রী ও সত্যবান্ একদিকে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারাও শোক-শূন্য হইয়া সকলের অনুমতিক্রমে সমুপবিষ্ট হইলেন। হে পার্থ! অনন্তর রাজার সহিত সমাসীন সেই বনবাসী ঋষিগণ সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বিভো! তোমার বহুরাত্রে আগমন করিবার কারণ কি? রাত্রি হইবার পূর্ব্বেই তুমি ভার্য্যার সহিত না আইলে কেন? তোমার কি প্রতিবন্ধ ঘটিয়াছিল? হে রাজনন্দন! তুমি পিতাকে, মাতাকে এবং আমাদিগকেও কি নিমিত্তে সন্তাপযুক্ত করিলে, ইহা আমরা জানিতে পারিতেছি না; অতএব সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

সত্যবান্ কহিলেন, আমি পিতার অনুমতি লইয়া সাবিত্রীর সহিত বনে গিয়াছিলাম; পরে তথায় কাষ্ঠ ছেদন করিতে করিতে আমার শিরঃপীড়া হইল; সেই বেদনায় আমি বহুক্ষণ শয়ন করিয়াছিলাম, এইমাত্র উপলব্ধি হইতেছে; পূর্ব্বে আর কখন আমি তাবৎকাল-পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকি নাই। সংপ্রতি আপনাদিগের সকলেরই সন্তাপ না হয়, এই ভাবিয়া এত অধিক রাত্রে আগমন করিলাম, ইহাতে আর কোন কারণ নাই।

গৌতম কহিলেন, তোমার পিতা দ্যুমৎসেনের যে অকস্মাৎ চক্ষু লাভ হইয়াছে, ইহার কারণ তুমি জান না; অতএব সাবিত্রীই বলুন।—সাবিত্রি! আমি তোমার নিকটে ইহা শুনিতে ইচ্ছা করিতে-

ছি; কারণ তুমি উত্তমাধম সকল বস্তুরই তত্ত্ব জান। হে সাবিত্রি! আমরা তোমাকে তেজে সাক্ষাৎ সাবিত্রী বলিয়াই জানি; এবিষয়ের কারণ অবশ্যই তোমার বিদিত আছে, অতএব সত্য করিয়া বল। যদি তোমার কিছুই গোপনীয় না থাকে, তবে আমাদিগের নিকটে ইহা ব্যক্ত কর।

সাবিত্রী কহিলেন, আপনারা যেরূপ জানেন, ইহা এইরূপই বটে; আপনাদিগের সংকল্প কদাচ অন্যথা হইবার নহে; আমার কিছুই গোপনীয় নাই; অতএব এবিষয়ের যাহা যথার্থ কারণ, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। মহাত্মা নারদ আমার পতির মৃত্যুর কথা বলিয়াছিলেন; সেই দিবস অদ্য উপস্থিত হইয়াছিল, তন্নিমিত্তে আমি ইহাঁরে পরিত্যাগ করি নাই। ইনি শয়ন করিলে যম, কিঙ্করগণের সহিত স্বয়ং ইহাঁর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং ইহাঁরে বন্ধন করিয়া পিতৃগণ-সেবিত দক্ষিণদিকে লইয়া চলিলেন। আমি সত্যবাক্য-দ্বারা সেই বিভু যমদেবকে স্তব করিতে লাগিলাম, তাহাতে তিনি আমারে পাঁচটি বর দিলেন; আপনারা তৎসমুদায় আমার নিকটে শ্রবণ করুন। আমার শ্বশুরের নয়নদ্বয় ও স্বীয় রাজ্যপদ, পিতার শতপুত্র, আপনার শতপুত্র এবং চারিশত বৎসর পরমায়ু-যুক্ত ভর্ত্তা সত্যবান্, এই পাঁচ বর আমার লব্ধ হইয়াছে। ভর্ত্তার জীবনের জন্যেই আমি ত্রিরাত্র উপবাস-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। আমার এই মহৎ দুঃখ যাহাতে উত্তর কালে সুখপ্রদ হইল, সেই সমস্ত কারণ আমি আপনাদিগের নিকটে এই বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সাধ্বি! তুমি মহাকুলসম্ভূতা এবং সুন্দরশীল, ব্রত ও পুণ্য-সমন্বিতা; এই নরেন্দ্র দ্যুমৎসেনের বংশ বিপদ্-রাশি-দ্বারা উপদ্রুত হইয়া তমোময় হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইতেছিল, এক্ষণে তুমিই ইহার উদ্ধার করিলে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সমাগত ঋষিগণ সেই উত্তমাঙ্গনা সাবিত্রীকে সেইরূপ প্রশংসা ও পূজা করিয়া দ্যুমৎসেন ও সত্যবানের নিকটে বিদায় লইয়া হর্ষাবিষ্ট-চিত্তে স্বীয় স্বীয় ভবনে সত্বর শুভ-গমন করিলেন।

সাবিত্রী-সম্ভাষণে সপ্তনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৯৭॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই রাত্রি প্রভাতে সূর্য্য-মণ্ডল উদিত হইলে সেই সমস্ত তপোধন মহর্ষিগণ প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে সমাগত হইলেন। তাঁহারা দ্যুমৎসেনের নিকটে সাবিত্রীর সেই সকল মহাভাগ্যই পুনঃপুন কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তথাপি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। হে রাজন্! অনন্তর শাল্বদেশ হইতে সমুদায় প্রজাগণ আসিয়া কহিল, দ্যুমৎসেনের সেই শক্র স্বীয় অমাত্য-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। মন্ত্রী সেই শক্রকে সসহায়ে ও সবান্ধবে বিনষ্ট করিয়াছেন এবং তাহার সৈন্য-সকল পলায়ন করিয়াছে শুনিয়া প্রজারা সমাগত হইয়া, যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা নিবেদন করিল, এবং "দ্যুমৎসেন চক্ষুষ্মান্ই হউন, বা অন্ধই হউন, তিনিই আমাদিগের রাজা হইবেন" নরপতির প্রতি পৌরজন সকলের এইরূপ যে ঐকমত্য হইয়াছিল, তাহাও নিবেদন করত কহিল, "মহারাজ! আমরা এই নিশ্চয়-সহকারে এস্থানে প্রেরিত হইয়াছি; আপনকার এই যান-সমস্ত ও চতুরঙ্গিণী সেনা উপস্থিত; অতএব হে রাজন্! আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি প্রস্থান করুন; নগরে আপনকার জয়-ঘোষণা হইয়াছে; আপনি পিতৃ-পিতামহাদি-পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরা সমাগত রাজ্যপদে চিরকালের নিমিত্তে অধিষ্ঠান করুন।" এইরূপ নিবেদন করিয়া প্রজাগণ সেই রাজাকে চক্ষুষ্মান্ ও দেহ-সৌষ্ঠবসম্পন্ন দেখিয়া বিস্ময়ে উৎফুল্ল-লোচন হইয়া সকলেই মস্তকদ্বারা নিপতিত হইল।

অনন্তর দ্যুমৎসেন আশ্রমবাসী সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহাদিগের সকলের নিকটেও অভিপূজিত হইয়া নগরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। শৈব্যাও সাবিত্রীর সহিত সেনাদ্বারা পরিবৃতা হইয়া শোভন-আস্তরণ-সমন্বিত সুন্দর-দীপ্তিবিশিষ্ট নরযুক্ত যানযোগে যাত্রা করিলেন। অনন্তর পুরোহিতেরা প্রীতি-সহকারে দ্যুমৎসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহার মহাত্মা পুত্রকেও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াদিলেন। তদনন্তর বহুকাল-সহযোগে যমের নির্দ্দিষ্ট সাবিত্রীর সেই কীর্ত্তিবর্দ্ধন, সমরে অপরাঙ্মুখ, শৌর্য্য-সম্পন্ন একশত পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই রূপ তাঁহার সুমহাবল একশত সহোদর ভ্রাতাও মদ্ররাজ অশ্বপতির ঔরসে ও মালবীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিল। এই প্রকারে সাবিত্রী আপনাকে, পিতাকে, মাতাকে, শ্বশ্রূকে, শ্বশুরকে, এবং ভর্ত্তার কুলকে,—সকলকেই কৃচ্ছ্র হইতে সমুদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই কুলাঙ্গনা কল্যাণী দ্রৌপদীও সাবিত্রীর ন্যায় স্বীয় শীল-সম্পত্তি-সহকারে সেই রূপেই তোমাদিগের সকলকে বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির সেই মহাত্মা মার্কণ্ডেয়-কর্ত্তৃক এইরূপে অনুনীত হওয়ায় শোকশূন্য ও সন্তাপ রহিত হইয়া তৎকালে কাম্যক বনে নিবসতি করিতে লাগিলেন। যে মানব ভক্তিসহযোগে সাবিত্রীর এই উত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধার্থ ও সুখী হইয়া কদাচ দুঃখপ্রাপ্ত হয়েন না।

দ্যুমৎসেন-রাজ্যলাভে দ্রৌপদীহরণ প্রকরণ ও
অষ্ট-নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ২৯৮॥

কুণ্ডলাহরণ প্রকরণ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে জাপকশ্রেষ্ঠ! লোমশমুনি ইন্দ্রের বচনানুসারে পাণ্ডু-তনয় যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া তৎকালে "তোমার যে তীব্র ভয় আছে, তুমি কাহারও নিকটে যাহা ব্যক্ত কর না, ধনঞ্জয় এস্থান হইতে গমন করিলে তোমার সেই ভয় আমি অপনীত করিব" ইন্দ্রের সন্দিষ্ট এইযে মহৎ বাক্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, কর্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের সেই মহৎ ভয় কি ছিল, এবং কি নিমিত্তেই বা সেই মহাত্মা কাহারও নিকটে তাহা ব্যক্ত করেন নাই?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজশার্দ্দূল! আপনার জিজ্ঞাসানুসারে অতঃপর আমি আপনারে এই কথা বলিতেছি, আপনি আস্থান্বিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন। বনবাসের দ্বাদশ বর্ষ বিগমে ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, পাণ্ডবগণের হিতকারী পুরন্দর কর্ণের নিকটে কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর বিভাবসু সূর্য্য মহেন্দ্রের অভিপ্রায় জানিয়া কুণ্ডল রক্ষার্থে কর্ণসমীপে আগমন করিলেন। হে ভরতনন্দন রাজেন্দ্র! ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যবাদী বীর্য্যবান্ কর্ণ রজনীতে মহামূল্য-আস্তরণ-সংবৃত মহার্হ শয়নে অতিবিশ্রম্ভ-সহকারে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে প্রভাকর পুত্রস্নেহে পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া যোগবলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহারে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিলেন, এবং তাঁহার হিতার্থে অতি-মধুর সম্ভাষণে এই কথা বলিলেন, "হে সত্যনিষ্ঠ-প্রবর মহাবাহো বৎস কর্ণ! অদ্য আমি সৌহার্দ্দ-প্রযুক্ত তোমারে পরম হিতকর বাক্য বলিতেছি, তুমি আমার এই সম্ভাষণ শ্রবণ কর। হে কর্ণ! ইন্দ্র পাণ্ডবদিগের হিতার্থী হইয়া কুণ্ডল-অপহরণ-বাসনায় ব্রাহ্মণ বেশে তোমার নিকটে আগমন করিবেন। তুমি যে, সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া দানই কর, যাচ্ঞা কর না, তোমার এই শীলতা তাঁহার এবং জগতীতলস্থ সমস্ত লোকেরই বিদিত

আছে। হে তাত! ব্রাহ্মণেরা তোমার নিকটে ধন বা অন্য কোন বস্তু যাজ্ঞা করিলে তুমি অবশ্যই তাঁহাদিগকে তাহা প্রদান করিয়া থাক, কাহাকেও প্রত্যাখ্যান কর না, তোমার এই-রূপ স্বভাব জানিয়াই স্বয়ং পাকশাসন কুণ্ডল ও কবচ ভিক্ষা করিতে আসিবেন। তিনি যাজ্ঞা করিলে তুমি সাধ্যানুসারে তাঁহারে যথোচিত অনুনয় করিবে, কুণ্ডলদ্বয় কোনক্রমে প্রদান করিবে না, কেননা ইহাই তোমার পরম শ্রেয়। হে তাত! তিনি যখন বহুতর কারণ দর্শাইয়া কুণ্ডলের নিমিত্তে বলিবেন, তখন তুমি অন্য অন্য বহুবিধ অর্থদ্বারা তাঁহারে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিবে। রত্ন, স্ত্রী, গো ও অন্য অন্য বহুতর ধন এবং বহুপ্রকার নিদর্শনদ্বারা তুমি কুণ্ডলার্থী পুরন্দরকে নিবর্ত্তিত করিবে। হে কর্ণ! তুমি যদি সহজাত শোভন কুণ্ডল-যুগল প্রদান কর, তাহা হইলে ক্ষীণায়ু হইয়া মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইবে। হে মানদ! তুমি কবচ ও কুণ্ডল-যুগলে সমাযুক্ত থাকিলে সমরে শত্রুগণের অবধ্য হইবে, আমার এই বাক্য নিশ্চয় অবধারণ কর। হে কর্ণ! এই রত্নময় উভয় বস্তু অমৃত হইতে উত্থিত হইয়াছে; অতএব যদি জীবন তোমার প্রিয় হয়, তবে এ বস্তু রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

কর্ণ কহিলেন, কে আপনি আমারে পরম সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করত এরূপ সম্ভাষণ করিতেছেন? হেভগবন্! যদি ইচ্ছা হয়, তবে দ্বিজবেশধারী আপনি কে বলুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে তাত! আমি সূর্য্য; সৌহৃদ্যপ্রযুক্ত তোমারে উপদেশ দিতেছি, তুমি আমার এই বাক্য রক্ষা কর, যেহেতু ইহা তোমার পরম শ্রেয়।

কর্ণ কহিলেন, প্রভু প্রভাপতি যখন হিতৈষী হইয়া অদ্য আমারে উপদেশ করিতেছেন, তখন আমার অত্যন্তই শ্রেয়; পরন্তু আপনি আমার এই বাক্যটি শ্রবণ করুন। হে বিভাবসো! আমি যে দ্বিজবরদিগকে প্রাণপর্য্যন্তও নিঃসন্দেহ প্রদান করিয়া থাকি, আমার এই ব্রত সকল লোকেরই বিদিত আছে; অতএব আমি বরপ্রদ আপনারে প্রসাদিত করিতেছি এবং প্রণয়-প্রযুক্ত এই কথাও বলিতেছি যে, যদি আমি আপনকার প্রিয় হই, তবে আপনি আমারে এই ব্রত হইতে নিবারিত করিবেন না। হে গগণচারিশ্রেষ্ঠ অমরপ্রবর! ইন্দ্র যদি ব্রাহ্মণবেশে আচ্ছন্ন হইয়া পাণ্ডুপুত্রদিগের হিতার্থে আমার নিকটে ভিক্ষা করিতে আসেন, তাহা হইলে 'আমার ত্রিলোকবিখ্যাত কীর্ত্তি লোপ না হয়,' এই মনে করিয়াই আমি তাঁহারে উত্তম কবচ ও কুণ্ডলযুগল প্রদান করিব; মাদৃশ লোকের পক্ষে লোক-সম্মত যশোযুক্ত মরণও উপযুক্ত, অযশস্কর প্রাণরক্ষা কদাচ উপযুক্ত নহে; অতএব আমি ইন্দ্রকে কবচসহ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিব। বলবৃত্রহন্তা পুরন্দর যদি পাণ্ডবগণের হিতার্থে ভিক্ষার্থী হইয়া কুণ্ডলদ্বয় যাজ্ঞা করিবার নিমিত্তে আমার নিকটে আগমন করেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহারই অকীর্ত্তি হইবে, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা কীর্ত্তিকর হইবে। হে ভানুমন্! আমি জীবনের বিনিময়েও লোকে কীর্ত্তি কামনা করি; যেহেতু কীর্ত্তিমান্ মানব স্বর্গভোগ করেন, কীর্ত্তিহীন ব্যক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। হে লোকেশ্বর বিভাবসো! মনুষ্যের কীর্ত্তিই যে পরমায়ু এবিষয়ে স্বয়ং বিধাতা এই একটি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে

জননীসমান কীর্ত্তি সঞ্জীবিত করে।
জীবিত জীবের প্রাণ অকীর্ত্তিতে হরে॥

বিশুদ্ধাকীর্ত্তি ইহলোকে পুরুষের পরমায়ু বিবর্দ্ধন করে এবং পরলোকে কীর্ত্তিই পরমগতি হয়। অতএব আমি শরীরজাত কবচ ও কুণ্ডল-যুগল দান করিয়া চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিব। অপিচ যে দান বিধিবিহিত হয়, আমি ব্রাহ্মণগণকে তাহা যথাবিধি প্রদান করিয়া, সমর-হুতাশনে শরীর আহুতি দিয়া, সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়া এবং সংগ্রামে শত্রু বি-

জয়ী হইয়া সম্পূর্ণ যশোভাজন হইব। যুদ্ধে ভয়-গ্রস্ত জীবিতার্থী লোকদিগকে অভয় দিয়া এবং বৃদ্ধ, বালক ও ব্রাহ্মণগণকে মহাভয় হইতে বিমুক্ত করিয়াও আমি লোকে অনুত্তম পরম স্বর্গ প্রাপ্ত হইব। ফলত আমি জীবনের বিনিময়েও কীর্ত্তি রক্ষা করিব, ইহাই আমার স্থির ব্রত জানুন। অতএব হে দেব! আমি ব্রাহ্মণ-বেশধারী দেবরাজকে এই অনুত্তমা ভিক্ষা দান করিয়া লোকে পরমগতি প্রাপ্ত হইব।

সূর্য্যাকর্ণসংবাদে একোন-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৯৯॥

সূর্য্য কহিলেন, কর্ণ! তুমি আপনার, সুহৃদ্বর্গের, পুত্রগণের ভার্য্যা-সকলের, মাতার ও পিতার অহিত কর্ম্ম করিও না। হে প্রাণধারি-প্রবর! প্রাণীরা শরীরের অবিরোধেই ইহলোকে যশঃ-প্রাপ্তি এবং স্বর্গে স্থিরকীর্ত্তির অভিলাষ করিয়া থাকে। তুমি প্রাণের বিরোধে যে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তির ইচ্ছা করিতেছ, সেই কীর্ত্তিই তোমার প্রাণ লইয়া গমন করিবে সন্দেহ নাই। হে নরর্ষভ! লোকে জীবিত থাকিলেই পিতা, মাতা, পুত্র ও ইহলোকে অন্য যে কোন বান্ধবেরা থাকে, সকলেই তাহাদের কার্য্য করে। হে পুরুষব্যাঘ্র! রাজারাও পৌরুষ-সহকারে জীবিত প্রজাদিগেরই কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহা তুমি হৃদয়ঙ্গম কর। হে মহাদ্যুতে! কীর্ত্তি জীবিত-পুরুষের পক্ষেই সাধীয়সী হয়; মৃত ও ভস্মীভূত দেহীর কীর্ত্তিতে প্রয়োজন কি? মনুষ্য জীবদ্দশাতেই কীর্ত্তি সম্ভোগ করে, মৃত হইলে তাহা আর জানিতে পারে না; মৃত পুরুষের কীর্ত্তি, গতায়ু ব্যক্তির মালার ন্যায় হয়। তুমি আমার ভক্ত বলিয়া তোমার হিতকামনা নিমিত্তে এবং ভক্তিমান্ মানবগণকে আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য এই কারণেও আমি তোমারে এই কথা বলিতেছি। হে মহাভুজ! 'এব্যক্তি পরম ভক্তি-সহকারে আমার অনুরক্ত হইয়াছে' এই বিবেচনা করিয়া আমারও ভক্তি জন্মিয়াছে; অতএব তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর। ইহাতে দৈবনির্ম্মিত আত্মসম্বন্ধীয় কোন পরম রহস্য বিষয় আছে, এই নিমিত্তেই আমি তোমারে এ কথা বলিতেছি, তুমি বিনা শঙ্কায় ইহা প্রতিপালন কর। হে পুরুষর্ষভ! সেই দেবগুহ্য রহস্য বিষয় এক্ষণে তুমি জানিতে পারিবে না, এইজন্যে আমি ব্যক্ত করিতেছি না; তুমি কালে তাহা জানিতে পাইবে। হে রাধেয়! আমি তোমারে যে কথা বলিলাম, পুনরায় তাহাই বলিতেছি তুমি হৃদয়ঙ্গম কর; ইন্দ্র কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিলে, তুমি কোনক্রমে তাঁহারে তাহা প্রদান করিও না। হে মহাদ্যুতে! মনোহর কুণ্ডল-যুগল-সহকারে তুমি, বিমল নভোমণ্ডলে বিশাখা তারা-যুগলের মধ্যগত শশধরের ন্যায়, শোভা পাইয়াও থাক। হে তাত! কীর্ত্তি জীবিত পুরুষের পক্ষেই সাধীয়সী, ইহা তুমি নিশ্চয় অবধারণ কর; অতএব দেবরাজ কুণ্ডলের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে তুমি তাঁহারে প্রত্যাখ্যান করিও। হে অনঘ! তুমি বহুবিধ হেতুযুক্ত বাক্যের পুনঃপুন সম্ভাষণ-দ্বারা সুরেশ্বরের কুণ্ডললাভ-লালসা বিহত করিতে পারিবে। হে কর্ণ! তুমি যুক্তিযুক্ত, সঙ্গতার্থ ও মাধুর্য্য-বিভূষিত বচনরাজি-দ্বারা পুরন্দরের সেই বুদ্ধি অপনীত করিও। হে নরব্যাঘ্র! তুমি সব্যসাচীর সহিত নিত্যই স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, এবং শৌর্য্য-সম্পন্ন সব্যসাচীও সংগ্রামে তোমার সহিত সমবেত হইবেন, সন্দেহ নাই; পরন্তু যদি স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁহার সহায় হন, তথাপি তুমি কুণ্ডল-যুগলে-সমন্বিত থাকিলে অর্জ্জুন কদাচ তোমারে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব হে কর্ণ! তুমি যদি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে জয় করিতে বাসনা কর, তবে এই শোভন কুণ্ডল-যুগল ইন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিও না।

সূর্য্যকর্ণ সংবাদে ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০০॥

কর্ণ কহিলেন, হে পরম-প্রখরকর প্রভাকর! আপনি আমাকে আপনকার ভক্ত বলিয়া যেমন জানেন সেইরূপ আমার যে, কোন বস্তুই অদেয় নাই, তাহাও আপনকার বিদিত আছে। হে গো-পতে! আমার ভক্তিযোগে আপনি যেমন নিয়ত অভীষ্ট, আমার পুত্র, কলত্র, আত্মা ও সুহৃদেরাও আমার তেমন অভীষ্ট নহে। হে ভাস্কর! মহাত্মা লোকেরা অভীষ্ট ভক্তগণের প্রতি যে অভীষ্ট ভক্তি করিয়া থাকেন, ইহাও আপনকার বিদিত আছে, সন্দেহ নাই। "কর্ণ আমারই অভীষ্ট ভক্ত, স্বর্গ-মধ্যে আর কোন দেবতাকে জানে না" ইহা ভাবিয়া ভগবান্ আমারে হিতোপদেশ করিলেন; কিন্তু হে ভানুমন্! আমি পুনর্ব্বার অবনত মস্তকে যাচ্ঞা করিতেছি এবং বারংবার প্রসাদন-পূর্ব্বক এই কথা বলিতেছি, আপনি আমারে ক্ষমা করুন; আমি মিথ্যা হইতে যাদৃশ ভয় করি, মৃত্যু হইতেও তাদৃশ ভয় করি না; বিশেষত সর্ব্বদা সমুদয় সাধু ব্রাহ্মণগণকে জীবন প্রদান করিতেও আমার কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। হে দেব ভাস্কর! আপনি আমারে পাণ্ডুতনয় ফাল্গুনের কথা যে বলিতেছেন, তদ্বিষয়েও আমার বক্তব্য এই যে, অর্জ্জুন ও আমার প্রতি আপনকার মানসিক-সন্তাপ-জনিত দুঃখ অপনীত হউক; কেননা আমি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নিঃসন্দেহ পরাজিত করিব। হে দেব! আমারও যে মহৎ অস্ত্রবল আছে; আমি মহাত্মা জামদগ্ন্য ও দ্রোণের নিকটে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও আপনকার অবিদিত নাই। হে সুরশ্রেষ্ঠ! সংপ্রতি আপনি আমারে এই ব্রতটি পালন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন যে, আমি ভিক্ষার্থী ইন্দ্রকে আপনার জীবন পর্য্যন্ত দান করিতে পারি।

সূর্য্য কহিলেন, হে তাত! তুমি যদি ইন্দ্রকে এই শোভন কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর, তবে তুমিও বিজয়ের উদ্দেশে তাঁহারে এই কথা বলিও যে, "হে মহাবল শতক্রতো! আমি একটি নিয়ম করিয়া আপনারে কুণ্ডল প্রদান করিব।" হে বৎস! তুমি কুণ্ডল-যুগলে সমন্বিত থাকাতে সর্ব্বভূতের অবধ্য হইয়া আছ, এই নিমিত্তেই দানব-সূদন দেবরাজ সমরে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক তোমার বিনাশ-প্রার্থনা করত তোমার কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করিতে অভিলাষী হইতেছেন। অতএব তুমিও সেই কৃতকার্য্য সুরেশ্বর পুরন্দরকে সুনৃতবচনাবলি-দ্বারা পুনঃপুন আরাধনা করিয়া তৎসমীপে এই প্রার্থনা করিও যে, "হে সহস্রাক্ষ! আপনি আমারে শত্রু-সংহারিণী অমোঘা শক্তি প্রদান করুন, আমি আপনারে কুণ্ডল-যুগল ও উত্তম বর্ম্ম প্রদান করিব।" হে মহাবাহো কর্ণ! তুমি এইরূপ নিয়ম-দ্বারাই ইন্দ্রকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিও; সেই শক্তিদ্বারা তুমি রণস্থলে শত্রুদিগকে সমরে বিনষ্ট করিবে; কেননা দেবরাজের সেই শক্তিটি শত শত, সহস্র সহস্র শত্রু নিপাতিত না করিয়া আর পুনরায় হস্তে আইসে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সূর্য্য এইরূপ কহিয়া সহসা অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে কর্ণ জপাবসানে সূর্য্য-সমীপে স্বপ্নবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রজনীতে উভয়ের যেরূপ দর্শন ও সম্ভাষণ হইয়াছিল, তৎসমুদয় বৃত্তান্তই তিনি আনুপূর্ব্বী-ক্রমে সূর্য্যের নিকটে যথাবৎ বর্ণন করিলেন। রাহু-দমন ভগবান্ ভানুমান্ সূর্য্যদেব তাহা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত কর্ণকে কহিলেন, "তাহা সত্য বটে।" অনন্তর পরবীরহন্তা রাধেয় স্বপ্ন-বৃত্তান্ত যথার্থ জানিয়া শক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষায় বাসবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সূর্য্যকর্ণ-সংবাদে একাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০১ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে সত্তম! প্রভাকর কর্ণের নিকটে যাহা ব্যক্ত করেন নাই সেই রহস্য বিষয় কি, সেই কুণ্ডলদ্বয় কিরূপ, কবচ কি প্রকার এবং

কি কারণেই বা কর্ণের সেই কবচ ও কুণ্ডল-যুগল উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে; অতএব হে তপোধন! আপনি আমার নিকটে তাহা বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অতঃপর আমি সেই বিভাবসুর গুহ্য-বিষয় এই বর্ণন করিতেছি এবং সেই কুণ্ডলদ্বয় যেরূপ ও কবচ যে প্রকার, তাহাও বলিতেছি। হে রাজন্! পূর্ব্বে এক তীব্রতেজস্বী, মহোচ্চদেহ, শ্মশ্রুধারী, দণ্ডী, জটিল-কুন্তল, অনিন্দনীয়-সর্ব্বগাত্র, মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, তেজে প্রজ্বলিতের ন্যায় প্রতীয়মান, তপস্যা ও স্বাধ্যায়রূপ-ভূষণে বিভুষিত, মধুরভাষী, রূপবান্ ব্রাহ্মণ কুন্তিভোজরাজার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সুমহাতেজা ব্রাহ্মণ নরপতি কুন্তিভোজকে এইকথা বলিলেন, "হে বিমৎসর! আমি তোমার গৃহে ভিক্ষাভোজন করিতে ইচ্ছা করি। হে অনঘ! যদি তোমার অভিমত হয়, তবে 'তুমি বা তোমার অনুচর বর্গ আমার ইচ্ছাভঙ্গদ্বারা অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারিবে না' এইরূপ নিয়মে আমি তোমার গৃহে বাস করিব। হে রাজন্! আমি ইচ্ছানুসারে গমন ও আগমন করিতে পারিব; আমার শয়ন ও ভোজন-বিষয়েও কোন ব্যক্তি অপরাধ করিতে পারিবেক না।"

কুন্তিভোজ সেই ব্রাহ্মণকে এই প্রীতিযুক্ত বাক্য বলিলেন, "আপনি যে কথা বলিতেছেন, এইরূপ এবং এতদপেক্ষাও অধিক হউক।" তিনি পুনর্ব্বার তাহারে কহিলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমার পৃথানাম্নী একটি যশস্বিনী কন্যা আছেন; সেই ভাবিনী শীল ও সদাচার-সমন্বিতা, সাধ্বী ও ব্রতপরায়ণা; অতএব তিনিই আপনকার অবমান না করিয়া সমুচিত পূজা-সহকারে উপাসনা করিবেন, এবং আপনিও তাঁহার শীলতায় তুষ্ট হইবেন।" এইরূপ কহিয়া কুন্তিভোজ সেই ব্রাহ্মণকে যথাবিধি পূজা করিয়া কুমারী পৃথু-লোচনা পৃথাসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে! এই মহাভাগ ব্রাহ্মণ আমার গৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছেন এবং আমিও 'তোমার-দ্বারা ব্রাহ্মণের সর্ব্বতোভাবে আরাধনা হইবে' ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া ইহাঁর নিকটে 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি; অতএব হে বৎসে! আমার সেই বাক্য যাহাতে কোনক্রমে মিথ্যা না হয় তুমি তাহা কর। এই তপস্বী স্বাধ্যায়নিরত মহাতেজা ভগবান্ ব্রাহ্মণ যাহা যাহা বলেন, তুমি বিনাদ্বেষে তৎসমুদায় প্রদান করিবে; যে হেতু ব্রাহ্মণই পরম তেজ—ব্রাহ্মণই পরম তপস্যা; ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া সূর্য্য অন্তরীক্ষে বিরাজ করিতেছেন; মহাসুর বাতাপি মানভাজন ব্রাহ্মণগণকে অমান্য করিয়া ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়াছে এবং তালজঙ্ঘও সেইরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব হে বৎসে! এই মহাভাগ ব্রাহ্মণ সংপ্রতি তোমার হস্তে বিন্যস্ত হইলেন; তুমি সর্ব্বদা নিয়মযুক্তা হইয়া ইহাঁর সর্ব্বতোভাবে আরাধনা কর। হে নন্দিনি! তোমার বাল্যকাল অবধি ব্রাহ্মণগণের প্রতি, সমুদয় গুরুজন ও বন্ধুবর্গের প্রতি, সমস্ত ভৃত্যদিগের প্রতি, মিত্র সম্বন্ধি ও মাতৃগণের প্রতি এবং আমারও প্রতি যে বিশেষ প্রণিধান আছে তাহা আমি জানি; তুমি সকলকেই যথাযোগ্য সমাদর করিয়া থাক। হে অনবদ্যাঙ্গি! তোমার সাধু ব্যবহারে এই পুরে কি অন্তঃপুরে কোন মনুষ্যই, এমন কি, ভৃত্যগণের মধ্যেও কেহ অসন্তুষ্ট নাই। হে পৃথে! তুমি বালিকা, বিশেষত আমার দুহিতা, এই মনে করিয়া আমি এই কোপনস্বভাব ব্রাহ্মণের আরাধনা বিষয়ে তোমাকেই নিয়োগ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি। তুমি বৃষ্ণিদিগের কুলে জন্মিয়া শূরসেনের প্রিয়তমা কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী হইয়াও আমার কন্যাগণের মধ্যে প্রধানা হইয়াছ। পূর্ব্বে তোমার পিতা প্রীতিমান্ হইয়া "অগ্রে আমার প্রথমজাত অপত্য তোমারে প্রদান করিব" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া

তোমার শৈশবাবস্থায় তোমারে আমার হস্তে স্বয়ং প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কারণেই তুমি আমার দুহিতা হইয়াছ। তুমি তাদৃশ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার কুলে বিবর্দ্ধিতা হইয়াছ, সুতরাং হ্রদ হইতে হ্রদান্তর গতার ন্যায় এক সুখের অবস্থা হইতে অন্য সুখের অবস্থায় উপনীতা হইয়াছ। হে শুভে! স্ত্রীলোকেরা, বিশেষত দুষ্কুলজাত প্রমদাগণ কোন ক্রমে শাসনের অধীন হইলেও বালস্বভাব-প্রযুক্ত প্রায়ই বিকৃত হইয়া পড়ে। হে পৃথে! তোমার রাজকুলে জন্ম হইয়াছে এবং তোমার রূপও অদ্ভুত; স্ত্রীলোকের যে যে গুণ থাকা সম্ভব, তুমি সে সমুদয় গুণেই সংযুক্তা ও সম্পত্তিশালিনী হইয়াছ; অতএব হে ভাবিনি! তুমি দর্প, দম্ভ ও মান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বরপ্রদ ব্রাহ্মণের আরাধনা করিয়া অবশ্যই কল্যাণের সহিত সংযোজিতা হইবে। হে পাপরহিতে কল্যাণি! তুমি এরূপ করিলে নিঃসন্দেহ কল্যাণ লাভ করিবে; পরন্তু যদি দ্বিজবরের কোপোৎপাদন কর, তাহা হইলে আমার কুল সম্পূর্ণ রূপে দগ্ধ হইয়া যাইবে।

পৃথোপদেশে দ্ব্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০২ ॥

কুন্তী কহিলেন, হে রাজন্! আপনকার প্রতিজ্ঞানুসারে আমি নিয়মযুক্তা হইয়া সমুচিত পূজা-দ্বারা ব্রাহ্মণের উপাসনা করিব; হে রাজেন্দ্র! আমি ইহা মিথ্যা বলিতেছি না। ব্রাহ্মণগণকে পূজা করি, ইহাই আমার স্বভাব; বিশেষত তদ্দ্বারা আপনকার প্রিয় কার্য্য করা হইবে, সুতরাং আমার পক্ষে তাহা পরম শ্রেয়স্কর। এই ভগবান্ যদি সায়াহ্নে, প্রাতঃকালে, নিশাসময়ে বা অর্দ্ধরাত্রে আগমন করেন, তথাপি আমার প্রতি কোপ করিবেন না। হে নরোত্তম রাজেন্দ্র! দ্বিজাতিগণকে পূজা করত আমি যে আপনকার নিদেশবর্ত্তিনী হইয়া হিতানুষ্ঠান করিতে পারি, ইহাই আমার পরম লাভ। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বস্ত হউন; দ্বিজবর আপনকার ভবনে বাস করত কোন অপরাধ পাইবেন না, ইহা আমি আপনাকে সত্যই বলিতেছি। হে অনঘ! এই ব্রাহ্মণের যাহা প্রিয় এবং আপনকার হিতকর হয়, আমি তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইব; অতএব হে রাজন্! আপনকার মানসিক সন্তাপ অপনীত হউক। হে পৃথিবীপতে! মহাভাগ ব্রাহ্মণেরা যে পূজিত হইলে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন এবং অবমানিত হইলে বিনাশের হেতু হইয়া উঠেন, ইহা আমি বিশেষরূপে জানি, সুতরাং এই দ্বিজোত্তমকে সর্ব্বথা পরিতুষ্ট করিব; হে রাজন্! আপনি আমার নিমিত্তে দ্বিজবর হইতে ব্যথা প্রাপ্ত হইবেন না। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে শর্য্যাতি-রাজকন্যা সুকন্যার নিমিত্তে চ্যবন ঋষি যে রূপ হইয়াছিলেন, রাজগণের অপরাধে ব্রাহ্মণেরা সেই রূপ অমঙ্গলের নিদান হইয়া থাকেন। অতএব হে নরেন্দ্র! আপনি ব্রাহ্মণের উদ্দেশে এই যে কথা বলিলেন, আমি এতদনুসারে পরম নিয়মসহকারে দ্বিজোত্তমের উপাসনা করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা এই রূপ বহু প্রকার সম্ভাষমাণা কুন্তীকে আলিঙ্গন ও উৎসাহ-প্রদান করিয়া পরিশেষে, যাহা যাহা করিতে হইবে, তৎসমুদায় আদেশ করিয়া দিলেন এবং এই কথা বলিলেন, "হে শুভে! হে অনিন্দিতে! তুমি কোন শঙ্কা না করিয়া আমার হিতের নিমিত্তে, আপনার নিমিত্তে এবং কুলের নিমিত্তে ইহা এইরূপই করিবে।" দ্বিজপ্রিয় মহাযশা কুন্তিভোজ সেই কুমারী পৃথাকে এইরূপ কহিয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকটে সমর্পণ করিলেন। কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আমার এই কন্যাটি একে বালিকা তাহাতে সুখে বিবর্দ্ধিতা হইয়াছেন; অতএব যদি কোন অপরাধ করেন, তবে আপনি তাহা মনে করিবেন না। বৃদ্ধ, বালক ও তপস্বীরা নিয়ত অপরাধ করিলেও মহাভাগ ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই তাঁহাদিগের প্রতি কোপ প্রকাশ

করেন না। হে দ্বিজোত্তম! অতি মহৎ অপরাধেও ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; এবং কেহ শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে পূজা করিলে তাহাও গ্রহণ করা বিধেয়”। ব্রাহ্মণ “তাহাই হইবে” এই কথা বলিলে, সেই রাজা প্রীতমনা হইয়া তাঁহারে হংস ও চন্দ্র-কিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ একটি সৌধ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, এবং তথায় অগ্নিগৃহ-মধ্যে তাঁহার নিমিত্তে রচিত দীপ্তিযুক্ত আসন ও খাদ্যাদি সমুদয় সামগ্রী নিবেদন করিলেন। রাজপুত্রী কুন্তী আলস্য ও অভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের আরাধনা-বিষয়ে পরম যত্নবতী হইলেন। সেই শৌচাচার-পরায়ণা সাধ্বী পৃথা অগ্নিগৃহে পূজার্হ ব্রাহ্মণের নিকটে গমন করিয়া তাঁহারে দেবতার ন্যায় যথাবিধি পরিতোষিত করিতে লাগিলেন।

পৃথার বিপ্রসেবায় ত্র্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই সংশিতব্রতা কুমারী কুন্তী বিশুদ্ধ মানসে সংশিতব্রত ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই দ্বিজসত্তম কোন দিন ‘প্রাতঃকালে আসিব’ বলিয়া সায়ংকালে আইসেন, কোন দিন বা রাত্রি কালেও আসিয়া উপস্থিত হন; পরন্তু সেই কন্যা সর্ব্বদা সকল বেলাতেই তাঁহারে বর্দ্ধমান ভক্ষ্য ভোজ্য শয়নাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার শয্যা আসন ও অন্নাদি-নিবন্ধন অতিথি-সৎকারের হ্রাস না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতেই থাকে। হে রাজন্! ব্রাহ্মণ তিরস্কার, অন্নাদির দোষ-প্রদর্শন ও অপ্রিয় বাক্যের উক্তি করিলেও পৃথা তৎকালে তাঁহার কোন অপ্রিয় কর্ম্ম করেন নাই। ব্রাহ্মণ বহুবার বিপরীত সময়ে আসিয়াছিলেন, বহুবার অনুপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অতিশয় দুষ্প্রাপ্য হইলেও “অন্ন দাও” একথাও বহুবার বলিয়াছিলেন, পরন্তু পৃথা “তৎসমুদায় প্রস্তুতই রহিয়াছে” বলিয়া তাঁহারে নিবেদন করিয়াছিলেন। হে নরেন্দ্র! সেই অনিন্দিতা কন্যারত্ন শিষ্যার ন্যায়, কন্যার ন্যায় ও ভগিনীর ন্যায় সুসংযতা হইয়া দ্বিজবরের ইচ্ছানুরূপ প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার শীলতা ও সদ্ব্যবহার-দ্বারা দ্বিজবর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার অধিকতর অবধান-বিষয়েও পরম যত্ন করিয়াছিলেন। হে ভারত! পৃথার পিতা তাঁহারে প্রভাতে ও সায়ংকালে জিজ্ঞাসা করিতেন, “পুত্রি! তোমার পরিচর্য্যায় ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইতেছেন ত?” যশস্বিনী কুন্তী তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিতেন, “হাঁ পরম তুষ্ট হইতেছেন;” তাহাতে মহামনা কুন্তিভোজ অতিমাত্র প্রীতি লাভ করিতেন।

অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ হইলে সেই জাপকশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পৃথার সৌহৃদ্যে রত থাকিয়া যখন তাঁহার কিছুমাত্র অপরাধ দেখিতে পাইলেন না, তখন প্রীতমনা হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে ভদ্রে! হে শুভে! তোমার পরিচর্য্যা-দ্বারা আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব হে কল্যাণি! তুমি ইহলোকে মনুষ্যগণের দুষ্প্রাপ্য এরূপ বর সমস্ত কামনা কর, যাহাতে সমুদয় সীমন্তিনীগণকে যশ-দ্বারা অভিভূত করিবে।

কুন্তী কহিলেন, হে বেদজ্ঞতম! আপনি ও পিতা যখন আমার প্রতি প্রসন্ন রহিয়াছেন, তখন আমার সকলই সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব হে বিপ্র! আমার বর-সকলেতে প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ভদ্রে! হে শুচিস্মিতে! যদি তুমি আমার নিকটে বর লইতে ইচ্ছা না কর, তবে দেবগণের আহ্বান নিমিত্তে এই মন্ত্রটি গ্রহণ কর। হে ভদ্রে! তুমি এই মন্ত্র-দ্বারা যে যে দেবকে আবাহন করিবে, সেই সেই দেবকেই তোমার বশবর্ত্তী হইতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, মন্ত্র-প্রভাবে সংশান্ত ও ভৃত্যের ন্যায়

অবনত হইয়া অবশ্যই সেই দেবতা তোমার বশে আসিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তখন অনিন্দিতা পৃথা শাপভয়ে সেই দ্বিজবরকে আর দ্বিতীয় বার প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। হে মহীপতে! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ঐ অনিন্দ্যগাত্রী কুন্তীকে তখন অথর্ব্ববেদের শিরোভাগে কীর্ত্তিত মন্ত্রসমূহ গ্রহণ করাইলেন। হে রাজেন্দ্র! মন্ত্রপ্রদানান্তে তিনি কুন্তিভোজকে কহিলেন, "রাজন্! তোমার কন্যা-কর্ত্তৃক নিয়ত বিধানানুসারে সুন্দররূপে পূজিত ও পরিতোষিত হইয়া আমি তোমার গৃহে সুখে বাস করিয়াছি, এক্ষণে প্রস্থান করিব;" এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। রাজা কুন্তিভোজ তখন ব্রাহ্মণকে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পৃথাকেও সম্যক্‌রূপে পূজা করিলেন।

পৃথার মন্ত্রলাভে চতুরধিক ত্রিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ অন্য কোন কর্ম্মের নিমিত্তে গমন করিলে পর সেই কন্যা মন্ত্রগ্রামের বলাবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। 'সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ আমারে যে মন্ত্রগ্রাম প্রদান করিলেন, তাহা কি প্রকার? আমি অচিরেই তাহার বল পরীক্ষা করিব' এইরূপ চিন্তা করত সেই বালা সহসা ঋতুচিহ্ন দেখিতে পাইলেন, এবং কন্যাকালে রজস্বলা হওয়াতে লজ্জিতা হইলেন। অনন্তর তিনি হর্ম্ম্যতলে মহার্হশয়নে অবস্থিতা হইয়া দেখিলেন, পূর্ব্বদিকে সূর্য্যমণ্ডল সমুদিত হইতেছে। তৎকালে পৃথার দিব্য-দৃষ্টি হইল; তিনি কুণ্ডলযুগলে অলঙ্কৃত, কবচধারী, দিব্যদর্শন সূর্য্যদেবকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মন ও নয়ন, উভয়ই তাঁহাতে সংলগ্ন হইল; যেহেতু সেই সুমধ্যমা প্রাতঃসন্ধ্যা-সমুদিত প্রভাকরের রূপ-দর্শনে আর পরিতৃপ্তা হইতে পারিলেন না। হে নরাধিপ! তৎকালে তাঁহার মন্ত্রের প্রতি কুতুহল হইল। অনন্তর সেই ভাবিনী, সূর্য্যদেবের আহ্বান করিলেন। হে রাজন্! তিনি লোচনাদি ইন্দ্রিয়-সমস্ত আচমনপূর্ব্বক দিবাকরকে যেমন আহ্বান করিয়াছেন, অমনি মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, কম্বুর ন্যায় গ্রীবা-বিশিষ্ট, অঙ্গদধারী, বদ্ধমুকুট, মহাবাহু দিবাকর ত্বরান্বিত হইয়া হাস্যমুখে দিক্-সকল যেন প্রজ্বালিত করত সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি যোগবলে আত্মাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগদ্বারা তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং অপর ভাগ-দ্বারা সমাগত হইলেন; অনন্তর পরম মনোহর মধুর বচনে কুন্তীকে এইরূপ সম্ভাষণ করিলেন, ভদ্রে! আমি মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া তোমার বশবর্ত্তী হইলাম; হে রাজ্ঞি! এক্ষণে অধীন হইয়া তোমার কি করি বল; তুমি যে কর্ম্ম করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব।

কুন্তী কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেস্থান হইতে আগমন করিলেন, সেই স্থানেই গমন করুন; আমি কৌতূহল-প্রযুক্ত আপনারে আহ্বান করিলাম, অতএব হে ভগবন্! প্রসন্ন হউন।

সূর্য্য কহিলেন, হে তনুমধ্যমে! তুমি আমারে যেরূপ বলিতেছ, তদনুসারে আমি গমন করিব; কিন্তু দেবলোককে আহ্বান করিয়া বৃথা প্রেরণ করা ন্যায়ানুগত হয় না। হে সুভগে! তোমার অভিসন্ধি এই যে, সূর্য্য হইতে কবচ ও কুণ্ডল-যুগলধারী, লোকে অতুল্যবীর্য্য-শালী, একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। অতএব হে গজগামিনি অঙ্গনে! তোমার সংকল্পানুরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে, তুমি আমারে আত্মপ্রদান কর; হে ভদ্রে! হে সুস্মিতে! আমি তোমার সহিত সংসর্গ করিয়া প্রস্থান করি। যদি তুমি অদ্য আমার প্রিয় বাক্য রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে, তোমার পিতাকে ও সেই ব্রাহ্মণকে শাপ প্রদান করিব। তোমার

নিমিত্তে আমি তাহাদের সকলকেই দগ্ধ করিয়া ফেলিব, সন্দেহ নাই। তোমার এই অবিনয় যে জানিতে পারে না, তোমার সেই মূঢ় পিতাকেও দগ্ধ করিব, এবং তোমার শীল ও ব্যবহার না জানিয়া তোমাকে যে মন্ত্র দান করিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণেরও অদ্য পরম দণ্ড বিধান করিব।—হে ভাবিনি! তুমি আমারে বঞ্চনা করিতেছ দেখিয়া স্বর্গে ঐ ইন্দ্র-প্রভৃতি সমুদয় দেবগণ আমার প্রতি যেন উপহাস করিতেছেন; তুমি বরং ঐ সুরগণকে নিরীক্ষণ কর, যেহেতু তোমার এই দিব্য চক্ষু হইয়াছে; আমি পূর্ব্বেই তোমারে ইহা প্রদান করিয়াছি, যদ্দ্বারা তুমি আমাকে দেখিতে পাইয়াছ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজকুমারী কুন্তী অদিতিনন্দন মহান্ ভানুমান্‌কে যেমন দীপ্তিমান্ দেখিলেন, গগণে স্বীয় স্বীয় স্থানে অবস্থিত অপর সমুদয় দেবগণকেও সেই রূপ বিরাজমান অবলোকন করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সেই বালা পৃথা দেবী ভীতা ও লজ্জিতার ন্যায় হইয়া সূর্য্যকে এই কথা বলিলেন, "হে গোপতে! আপনি স্বীয় বিমানে গমন করুন; আমার কন্যাভাব-প্রযুক্ত এই অত্যাচার দুঃখকর হইতেছে। পিতা, মাতা ও অন্য যে সমস্ত গুরুজন আছেন, তাঁহারাই এই দেহ প্রদানে সমর্থ; অতএব আমি ধর্ম্মলোপ করিব না, কেননা দেহ-রক্ষাই স্ত্রীলোকদিগের সদাচার বলিয়া লোকে পূজিত হইয়া থাকে। হে বিভাবসো! আমি মন্ত্রবল জানিবার নিমিত্তে বাল-স্বভাব-প্রযুক্ত আপনারে আহ্বান করিয়াছি; অতএব হে বিভো! আপনি বালিকা মনে করিয়া আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।"

সূর্য্য কহিলেন, আমি বালিকা মনে করিয়াই তোমারে অনুনয় দান করিতেছি, নতুবা অন্য স্ত্রীলোক অনুনয় লাভ করিতে পারে না; অতএব হে ভয়শীলে কুমারি কুন্তি! তুমি আত্ম প্রদান কর, ইহাতে তোমারও শান্তি হইবে। হে ভীরু! হে ভাবিনি! তুমি যখন মন্ত্র-দ্বারা আমারে আহ্বান করিয়াছ, তখন তোমার সহিত সংসর্গ না করিয়া প্রবঞ্চিত হইয়া গমন করা আমারও উপযুক্ত হয় না। হে শুভে! হে অনবদ্যাঙ্গি! তাহা হইলে আমি লোকে সর্ব্বতোভাবে হাস্যাস্পদ এবং সমস্ত দেবগণেরও নিন্দাস্পদ হইব। অতএব তুমি আমার সঙ্গে সংসর্গ কর; তাহাতে মৎসদৃশ পুত্র লাভ করিবে এবং সর্ব্বলোকে রমণীগণ-মধ্যে বিশিষ্টা হইবে, সন্দেহ নাই।

কুন্তীর সূর্য্য আহ্বানে পঞ্চাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই বালা মনস্বিনী কুমারী বহুতর মধুর বচনে সম্ভাষণ করিলেও সূর্য্যকে অনুনীত করিতে পারিলেন না। হে রাজন্! তিনি তিমিরাপহারী দিবাকরকে যখন প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিলেন, তখন শাপভয়ে ভীতা হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "আমার নিমিত্তে আমার অনপরাধী পিতা ও ব্রাহ্মণ এই ক্রোধাবিষ্ট প্রভাকর হইতে কি প্রকারে শাপগ্রস্ত না হন। তেজ ও তপস্যা-সমস্ত পাপবিধ্বংসী হইলেও মোহ-প্রযুক্ত তৎসমুদায়কে অত্যন্ত সন্নিহিত করা সৎস্বভাব-সম্পন্ন বালকেরও কর্ত্তব্য নহে। আমিও মোহপ্রযুক্ত তাহাই করিয়া অদ্য অতিমাত্র ভীতা হইয়াছি এবং ইনি আমারে অতিমাত্র হস্তগতাও করিয়াছেন; পরন্তু আমি স্বয়ং আত্মপ্রদান-রূপ অকার্য্য কি প্রকারে করিতে পারি?"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজসত্তম! শাপভীতা পৃথা হৃদয়ে বহুপ্রকার চিন্তা করত মোহব্যাকুলিতাঙ্গী হইয়া কর্ত্তব্য-বিষয়ে বারংবার বিমূঢ়া হইতে লাগিলেন। হে বিশাম্পতে! তিনি অকার্য্য-করণ জন্য বন্ধুগণ হইতে ভীতা, অথচ, সূর্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিলে পাছে তাঁহারা শাপগ্রস্ত হন,

সে ভাবনাতেও ত্রাসযুক্তা হইয়া পরিশেষে লজ্জা-গদ্গদ বচনে সূর্য্যদেবকে এই কথা বলিলেন।

কুন্তী কহিলেন, হে দেব! আমার পিতা, মাতা ও অন্য অন্য বান্ধবগণ জীবিত আছেন; অতএব তাঁহারা জীবিত থাকিতে এই বিধি-লোপ হওয়া উচিত নহে। হে দেব! যদি আপনকার সহিত আমার অবৈধ সংসর্গ হয়, তাহা হইলে আমার নিমিত্তে লোকে এই কুলের কীর্ত্তি-নাশ হইবে। অথবা হে তাপকপ্রবর! আপনি যদি ইহা ধর্ম্ম মনে করেন, তবে বন্ধুগণের প্রদান ব্যতিরেকেও আমি আপনকার মনোরথ সিদ্ধি করি। হে দুর্দ্ধর্ষ! মানবগণের ধর্ম্ম, যশ, কীর্ত্তি ও পরমায়ু আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অতএব আপনকার নিকটে আত্ম-প্রদান করিয়া আমি যেন সতী থাকিতে পারি।

সূর্য্য কহিলেন, হে শুচিস্মিতে বরারোহে! তোমার পিতা, মাতা বা অপর গুরুজনগণ তোমার সম্প্রদানে প্রভু নহেন; তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। হে ভাবিনি সুশ্রোণি বরবর্ণিনি! কন্যা সকলকেই কামনা করিয়া থাকে; বিশেষত কন্যা শব্দটি 'কম' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'কম' ধাতুর অর্থ কামনা; সুতরাং লোক মধ্যে কন্যা স্বাধীনা হইয়াছে। অতএব হে ভাবিনি! আমারে আত্ম-প্রদান করিলে, তোমার কোন অধর্ম্মাচরণ করা হয় না। লোকের হিতকামনায় আমিই বা কি প্রকারে অধর্ম্মাচরণ করিব? হে বরবর্ণিনি! সমুদয় স্ত্রী ও পুরুষ যে অবারিত থাকে, ইহাই লোকদিগের স্বভাব; বিবাহাদি নিয়ম কেবল স্বভাবের বিকার-মাত্র বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। অতএব তুমি আমার সহিত সংসর্গ করিয়া পুনর্ব্বার কুমারীই হইবে এবং তোমার পুত্রটিও মহাবাহু ও মহাযশা হইবে।

কুন্তী কহিলেন, হে সকলতিমিরাপহারিন্! যদি আপনকার ঔরসে আমার পুত্র জন্মে, তবে সেই পুত্র যেন সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী, শৌর্য্য-সম্পন্ন, মহাবাহু ও মহাবলশালী হয়।

সূর্য্য কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পুত্র মহাবাহু ও দিব্য-কবচকুণ্ডল-ধারী হইবে এবং তাহার কবচ ও কুণ্ডল, উভয়ই অমৃত-ময় হইবে।

কুন্তী কহিলেন হে দেব! হে ভগবন্! আপনি আমার গর্ব্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিবেন, তাহার ঐ উত্তম কবচ ও কুণ্ডল-যুগল যদি অমৃতময় হয়, তবে আপনকার আদেশানুসারে আপনকার সহিত আমার সংসর্গ হউক; পরন্তু পুত্রটি যেন ধার্ম্মিক হয় এবং তাহার বীর্য্য, রূপ, সত্ত্ব ও তেজ যেন আপনকার সদৃশ হয়।

সূর্য্য কহিলেন, হে ভীরু! হে মত্তকাশিনি রাজ্ঞি! আমার জননী অদিতি আমারে যে কুণ্ডল-যুগল প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কুণ্ডল ও এই উত্তম বর্ম্ম তোমার পুত্রকে আমি দান করিব।

কুন্তী কহিলেন, এরূপ হইলে উত্তম; হে ভগবন্ গোপতে! আপনি যেরূপ বলিতেছেন, আমার পুত্র যদি এই প্রকার হয়, তবে আপনকার সঙ্গে আমি সংসর্গ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, স্বর্ভানুশক্র যোগাত্মা গগণবিহারী প্রভাকর 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া সেই কুন্তীতে আবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহারে নাভিস্থলে স্পর্শ করিলেন। অনন্তর সেই কুমারী কুন্তীদেবী সূর্য্যের তেজে বিহ্বলার ন্যায় হইলেন এবং পরিশেষে মূঢ়চেতনা হইয়া শয্যায় পতিতা হইলেন।

সূর্য্য কহিলেন, হে সুশ্রোণি! আমি এক্ষণে প্রস্থান করি; তুমি সকল-শস্ত্রধারী-শ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন করিবে, অথচ কুমারীই থাকিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অনন্তর সেই বালা পৃথা লজ্জান্বিতা হইয়া প্রস্থানোন্মুখ ভূরিতেজা সূর্য্যকে কহিলেন, "এইরূপই হউক।" এই প্রকারে সেই সলজ্জা কুন্তিরাজাত্মজা সূর্য্যের

প্ররোচন বচনে তাঁহার নিকটে পুত্র যাচ্ঞা করত মোহাবিষ্টা হইয়া ভজ্যমানা লতার ন্যায় সেই পবিত্র শয্যাতলে পতিতা হইয়াছিলেন, এবং ভানুমান্ সূর্য্য তেজ-দ্বারা তাঁহারে মোহিতা করিয়া যোগ-প্রভাবে তন্মধ্যে আবিষ্ট হইয়া আত্ম-সংস্থাপন, অর্থাৎ তদীয় গর্ব্ভাধান করিয়াছিলেন; পরন্তু তাঁহার কন্যাত্ব লোপ-দ্বারা দোষোৎপাদন করেন নাই। গর্ব্ভাধানান্তে বালা পৃথা পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়াছিলেন।

পৃথাসূর্য্যসমাগমে ষড়ধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মাঘমাসের শুক্ল প্রতিপৎ তিথিতে গগণে তারাপতির ন্যায় পৃথার গর্ব্ভসঞ্চার হইল। সেই সুশ্রোণী বালা বান্ধবগণের ভয়ে ঐ গর্ব্ভ গোপন করত ধারণ করিয়াছিলেন, কোন ব্যক্তিই তাঁহার সেই অবস্থা জানিতে পারে নাই; কারণ কন্যাপুরবর্ত্তিনী, পরিরক্ষণে নিপুণা, বালা ধাত্রীকন্যা ব্যতিরেকে অন্য কোন রমণী তাঁহারে জানিতে পারিত না। অনন্তর কালক্রমে সেই বরবর্ণিনী সূর্য্যদেবের প্রসাদে কুমারী থাকিয়াই অমর-সদৃশ গর্ব্ভ প্রসব করিলেন। পুত্রটি অবিকল পিতার ন্যায় হইল। সূর্য্য যেরূপ বলিয়াছিলেন, সে সেইরূপ কবচসন্নদ্ধ, উজ্জ্বল কনককুণ্ডলধারী, সিংহের ন্যায় নেত্র-যুক্ত এবং বৃষভের ন্যায় স্কন্ধবিশিষ্ট হইল। ভাবিনী কুন্তী প্রসব করিবামাত্র ধাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া সেই গর্ব্ভটিকে মধূচ্ছিষ্টবিলিপ্তা, সর্ব্বদিকে উত্তম আস্তরণ-সমন্বিতা, সুখকরী, সুন্দর-পিধানযুক্তা একটি মনোহারিণী মঞ্জূষা মধ্যে রাখিয়া তখন রোদন করিতে করিতে অশ্বনদীতে বিসর্জ্জন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! তিনি কুমারীর গর্ব্ভধারণ অকর্ত্তব্য জানিয়াও পুত্রস্নেহে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে অশ্বনদীর জলে মঞ্জূষা বিসর্জ্জন করত কুন্তী রোদন করিতে করিতে যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় শ্রবণ করুন। "বৎস! ভূচর, জলচর, খেচর ও স্বর্গচর ভূতগণ হইতে তোমার মঙ্গল হউক। তোমার পথ-সমস্ত শুভ হউক। তোমার প্রস্থানে ব্যাঘাত করে এরূপ শত্রুসকল যেন উপস্থিত না হয়; যদি উপস্থিত হয়, তবে তাহাদের মন তোমার অনিষ্টাচরণে যেন প্রবৃত্ত না হয়। জলাধিপতি বরুণরাজ তোমারে জলে রক্ষা করুন। অন্তরীক্ষবর্ত্তী সমীরণ তোমারে অন্তরীক্ষে সর্ব্বদিক্ হইতে রক্ষা করুন। যিনি দৈববিধানানুসারে তোমারে আমার গর্ব্ভে প্রদান করিয়াছেন, তোমার সেই পিতা তাপকশ্রেষ্ঠ প্রভাকর তোমারে সর্ব্বত্র রক্ষা করুন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, দিক্‌সকল ও দিক্‌পালগণ এবং ইন্দ্রসহ সমুদয় দেবগণ সম ও বিষম সর্ব্বাবস্থায় তোমারে রক্ষা করুন। তুমি বিদেশে থাকিলেও আমি কবচ চিহ্ন দর্শনে তোমারে জানিতে পারিব। হে পুত্র! তোমার নদীমধ্যে প্রবহমাণ হইবার সময়ে, যিনি দিব্য নয়নে তোমারে নিরীক্ষণ করিবেন, তোমার জনক সেই বিভাবসু ভাস্করদেবই ধন্য! হে পুত্র! হে দেবাঙ্গজ! যিনি তোমারে পুত্র বলিয়া কল্পনা করিবেন,—তুমি তৃষিত হইয়া যাঁহার স্তন পান করিবে, সেই প্রমদাও ধন্যা! আহা! যিনি দিব্য-কবচ-সন্নদ্ধ, দিব্য-কুণ্ডল-বিভূষিত, বিস্তৃত পদ্ম-সদৃশ বিশাল-লোচন, তাম্রবর্ণ অভিনব কমলদল-তুল্য সমুজ্জ্বল, সুন্দর ললাটযুক্ত, শোভন কেশাগ্র-সমন্বিত, সাক্ষাৎ আদিত্যের ন্যায় রূপ-সম্পন্ন তোমারে পুত্রত্বে কল্পনা করিবেন, না জানি তিনি কি স্বপ্নই দেখিয়াছেন! হে পুত্র! যাঁহারা তোমারে ধূলিসংবৃতাঙ্গ হইয়া অব্যক্ত মধুর বাক্য সমস্ত উচ্চারণ করিতে করিতে ভূতলে জানু-দ্বারা ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে দেখিবেন, তাঁহারাই ধন্য! হে পুত্র! যাঁহারা তোমারে হিমাচলবন-সম্ভূত কেশরান্বিত কেশরীর ন্যায় যৌবন-

সীমায় উত্তীর্ণ হইতে দেখিবেন, তাঁহারাই ধন্য !”

হে রাজন্! পৃথা করুণস্বরে এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া তৎকালে অশ্বনদীর জলে মঞ্জূষা নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! পুত্রদর্শন-লোলুপা, পুত্রশোক-বিধুরা, কমললোচনা পৃথা ধাত্রীর সহিত রোদন করিতে করিতে নিশীথ সময়ে মঞ্জূষা-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক শোকাতুরা হইয়া, পাছে পিতা জানিতে পারেন, এই ভয়ে পুনরায় রাজভবনে প্রবিষ্টা হইলেন। এদিকে সেই মঞ্জূষা অশ্বনদী হইতে চর্ম্মণ্বতী নদীতে, চর্ম্মণ্বতী হইতে যমুনাতে এবং যমুনা হইতে গঙ্গাতে উপনীতা হইল। মঞ্জূষা-নিহিত সেই গর্ভ গঙ্গার তরঙ্গনিকর-দ্বারা প্রবাহিত হইয়া সূতরাজ্যে চম্পা-পুরী-সন্নিধানে গমন করিল। অমৃতসম্ভূত সেই দিব্য কবচ ও কুণ্ডলযুগল এবং বিধিনির্ম্মিত অদৃষ্ট ঐ গর্ভটিকে জীবিত রাখিয়াছিল।

পৃথার মঞ্জূষা-ক্ষেপণে সপ্তাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ঐ সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের সখা অধিরথ-নামা সূত স্বীয়পত্নী-সমভিব্যাহারে জাহ্নবী-তীরে গমন করিয়াছিলেন। হে রাজন্! তাঁহার ভার্য্যা মহাভাগা রাধা ভূমণ্ডলমধ্যে অনুপম-রূপ-সম্পন্না ছিলেন। তিনি অপত্য লাভের নিমিত্তে বিশেষরূপে পরম যত্ন করিয়াছিলেন, তথাপি পুত্র-লাভ করিতে পারেন নাই। গঙ্গায় গমন করিবার পর তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি মঞ্জূষা যদৃচ্ছাক্রমে প্রবহমাণা হইতেছে; উহাতে রক্ষা প্রতিসর, অর্থাৎ দূর্ব্বা কঙ্কণাদি রক্ষাদ্রব্য-সমস্ত প্রদত্ত হইয়াছে এবং উহা কুঙ্কুমলিপ্ত হস্তচিহ্ন সমুদায়েও শোভিতা রহিয়াছে। ঐ মঞ্জূষা গঙ্গার তরঙ্গরাজী-দ্বারা তৎসমীপে সমানীতা হইল। ভাবিনী রাধা কৌতূহল প্রযুক্ত ঐ সমুপস্থিতা মঞ্জূষাটি গ্রহণ করাইলেন; পরে সূত অধিরথের নিকটে তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অধিরথ জল হইতে সেই মঞ্জূষা উদ্ধৃত করিয়া অন্যস্থানে লইয়া গিয়া যন্ত্র-সমস্তদ্বারা উদ্ঘাটিত করিলেন; দেখিলেন, তন্মধ্যে একটি তরুণ-ভাস্কর-সন্নিভ হেমবর্ম্মধারী বালক রহিয়াছে; উহার মুখমণ্ডল মার্জ্জিত-কুণ্ডল-যুক্ত ও অতিশয় দীপ্তিমান্। সূত অধিরথ ভার্য্যার সহিত বিস্ময়ে উৎফুল্ললোচন হইয়া সেই বালকটিকে ক্রোড়ে লইয়া ভার্য্যাকে এই কথা বলিলেন, “হে ভয়শীলে ভাবিনি! আমি যে কাল অবধি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তন্মধ্যে এই একটি অতি অদ্ভুত পদার্থ দৃষ্টি করিলাম; বোধ হয়, এটি দেবগর্ভ, আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। আমার অপত্য নাই, এই নিমিত্তেই দেবতারা আমারে এই পুত্রটি প্রদান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।”

হে রাজন্! অধিরথ এই কথা বলিয়া সেই পুত্রটিকে রাধার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাধা সেই কমল-গর্ভসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট, শ্রীপরিবৃত, দেবসম্ভূত, দিব্যরূপী পুত্রটিকে যথাবিধি প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক পরিপোষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই বীর্য্যবান্ বালকটিও বর্দ্ধিত হইতে থাকিলেন। সেই সময় অবধি অধিরথের অন্য ঔরস পুত্র-সকলও উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা অধিরথের সেই অধিগত বালকটিকে বসুবর্ম্ম, অর্থাৎ স্বর্ণময় কবচ ও স্বর্ণময় কুণ্ডলধারী দেখিয়া তাঁহার ‘বসুষেণ’ নাম রাখিলেন। অমিত-বিক্রমশালী প্রভাবসম্পন্ন কর্ণ এই রূপে সূতপুত্র হইয়াছিলেন এবং বসুষেণ ও বৃষ নামেও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সূতের সেই বীর্য্যবান্ দিব্যবর্ম্মধারী জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গদেশে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, ইহা চারদ্বারা পৃথার বিদিত হইয়াছিল।

সূত অধিরথ সেই পুত্রকে কালক্রমে বিবর্দ্ধিত দেখিয়া হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন। বীর্য্যবান্ কর্ণ তথায় ধনুর্ব্বিদ্যাশিক্ষার্থে দ্রোণের নিকটে নিবসতি করিলেন এবং এই সুযোগে দুর্য্যোধনের

সঙ্গে মিত্রতা করিয়া লইলেন। তিনি দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরাম হইতে চতুর্ব্বিধ অস্ত্র সমস্ত লাভ করিয়া লোকে মহাধনুর্দ্ধর বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। হে রাজন্! দুর্য্যোধনের সহিত মিত্রতা করিবার পর কর্ণ পৃথাপুত্রগণের অনিষ্টাচরণে রত হইয়া মহাত্মা ফাল্গুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিয়তই অভিলাষী হইতেন; কারণ যে অবধি তিনি দৃষ্ট হইয়াছিলেন সেই অবধিই অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার এবং তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের নিরন্তর স্পর্দ্ধা ছিল। মহারাজ! কর্ণ সূর্য্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ব্ভে উৎপন্ন হইয়া তৎকালে সূতকুলে যে বসতি করিতেন, ইহাই সূর্য্যের গুহ্য বিষয় ছিল, সন্দেহ নাই। যুধিষ্ঠির কর্ণের সহজাত কুণ্ডল ও কবচ দর্শনে তাঁহারে সমরে অবধ্য মনে করিয়াই পরিতপ্ত হইয়াছিলেন।

হে রাজেন্দ্র! মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে কর্ণ জল হইতে উঠিয়া যখন কৃতাঞ্জলিপুটে ভানুমান্ দিবাকরকে স্তব করিতেন, তখন ব্রাহ্মণগণ ধনের নিমিত্তে তাঁহার উপাসনা করিতেন; তৎকালে ব্রাহ্মণগণের প্রতি তাঁহার কিছুই অদেয় থাকিত না। কর্ণের সেই নিয়ম অনুসারে ইন্দ্র ব্রাহ্মণরূপী হইয়া "ভিক্ষা দাও" বলিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন; তাহাতে কর্ণও তাঁহারে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন।

রাধার কর্ণলাভে অষ্টাধিক ত্রিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০৮ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অধিরথনন্দন কর্ণ ব্রাহ্মণছদ্মবেশে আচ্ছন্ন দেবরাজকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, "আপনকার শোভন আগমন হইয়াছে;" পরন্তু তাঁহার অভিপ্রেত কি তাহা জানিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি সেই বিপ্রকে বলিলেন, আপনারে সুবর্ণালঙ্কৃতকণ্ঠী প্রমদাগণ অথবা বহুল-গোকুল-সম্বলিত গ্রাম-সমস্ত, কি প্রদান করিব বলুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হিরণ্যকণ্ঠী প্রমদাগণ অথবা অন্য কোন প্রীতিবর্দ্ধন বস্তু প্রদত্ত হয়, ইহা আমার অভিলষিত নহে; যাহারা সেই সেই বস্তুর প্রার্থনা করে, তাহাদিগকেই তৎসমুদায় প্রদান করিও। হে অনঘ! যদি তুমি সত্যব্রত হও, তবে তোমার এই যে সহজাত কবচ ও কুণ্ডল রহিয়াছে, ইহাই গাত্র হইতে ছেদন করিয়া আমারে দান কর। হে পরন্তপ! সর্ব্বপ্রকার লাভের মধ্যে ইহাই আমার পরম লাভ; অতএব আমি ইচ্ছা করি, তুমি শীঘ্র আমারে এই বস্তু প্রদান কর।

কর্ণ কহিলেন, হে বিপ্র! আমি আপনারে বাস্তুভূমি, প্রমদাগণ, গোসমস্ত, অথবা যাবজ্জীবন জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী ক্ষেত্র প্রদান করিব, কিন্তু বর্ম্ম ও কুণ্ডল প্রদান করিতে পারিব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কর্ণ এইরূপ বহুবিধ বাক্যদ্বারা সেই ব্রাহ্মণের নিকটে অনুনয় করিলেও তিনি অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না; কর্ণ তাঁহারে যথাশক্তি সান্ত্বনা এবং যথাবিধি পূজা করিলেন, তথাপি সেই দ্বিজবর অন্য বর কামনা করিলেন না। দ্বিজসত্তম যখন অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিলেন, তখন রাধেয় যেন হাস্য করিতে করিতে পুনর্ব্বার তাঁহারে বলিলেন; "হে বিপ্র! আমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডলযুগল অমৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তাহাতে আমি সর্ব্বলোকমধ্যে অবধ্য হইয়াছি; অতএব ইহা আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না। হে দ্বিজপুঙ্গব! আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি আমার নিকট হইতে নিষ্কণ্টক শুভময় বিশাল পৃথিবীরাজ্য প্রতিগ্রহ করুন। হে বিপ্রসত্তম! আমি সহজাত কবচ ও কুণ্ডলযুগলে বিরহিত হইলে শত্রুগণের ধর্ষণীয় হইব।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ পাকশাসন যখন অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিলেন, তখন কর্ণ পুনরায় হাস্য করিয়া তাঁহারে এই কথা বলিলেন, হে দেবদেবেশ ভূতধারিন্ প্রভো পুরন্দর! আপনাকে

আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি; পরন্তু আপনারে বৃথা বর দেওয়া আমার ন্যায়ানুগত হয় না; কেননা আপনি সাক্ষাৎ দেবেশ্বর এবং অন্যান্য ভূতগণেরও প্রভু; সুতরাং আপনকারই আমারে বর দেওয়া কর্ত্তব্য। হে দেব শক্র! যদি আমি আপনারে কবচ ও কুণ্ডলযুগল প্রদান করি, তাহা হইলে আমিও শত্রুগণের বধ্য হইব এবং আপনিও হাস্যাস্পদ হইবেন। অতএব হে বাসব! আপনি বরের বিনিময় করিয়া আমার উত্তম কবচ ও কুণ্ডল দ্বয় হরণ করুন, অন্যথা আমি প্রদান করিব না।

শক্র কহিলেন, আমি তোমার নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই সূর্য্যের বিদিত হইয়াছিলাম; বোধ করি, তিনিই তোমারে সমুদয় বলিয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। হে তাত কর্ণ! তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ, সেইরূপই হউক; পরন্তু আমার বজ্রভিন্ন তোমার অন্য যে কোন বস্তু অভিলষিত হয়, প্রার্থনা কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কর্ণ প্রহৃষ্টচিত্তে বাসবের সন্নিহিত হইয়া সংপূর্ণ মানসে অমোঘা শক্তির প্রতি লক্ষ করত প্রার্থনা করিলেন।

কর্ণ কহিলেন, হে বাসব! আমার বর্ম্ম ও কুণ্ডলযুগলের বিনিময়ে আপনি সেনামুখে শত্রু-সমূহের সংহারিণী অমোঘা শক্তি প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপতে! অনন্তর বাসব শক্তির নিমিত্তে মনে মনে মুহূর্ত্ত কাল সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়া পরিশেষে কর্ণকে এই কথা বলিলেন।

ইন্দ্র কহিলেন, কর্ণ! তুমি পশ্চাদুক্ত নিয়মানুসারে শক্তি গ্রহণ করিয়া তোমার শরীর-জাত বর্ম্ম ও কুণ্ডল-যুগল আমারে প্রদান কর। হে সূতাত্মজ! আমি যখন দৈত্যদল-সংহারে প্রবৃত্ত হই, তখন মদীয় কর-বিচ্যুতা অমোঘা শক্তি শত শত শত্রুগণকে নিহত করে এবং পুনরায় আমার হস্তগতা হয়। সেই এই শক্তি তোমার করতলগতা হইয়া গর্জ্জন ও প্রতপন-কারী একজন মাত্র তেজস্বী শত্রুকে বিনষ্ট করিয়া পুনরায় আমার হস্তেই আসিবে।

কর্ণ কহিলেন, যাহা হইতে আমার ভয় হইতে পারে, মহাসমরে গর্জ্জন ও প্রতপন-কারী এরূপ একজন শত্রুকে বিনষ্ট করিতেই আমি ইচ্ছা করি।

ইন্দ্র কহিলেন, তুমি সংগ্রামে গর্জ্জন-কারী এক জন বলশালী শত্রুকে নিহত করিবে; পরন্তু তুমি যে অদ্বিতীয় শত্রুকে নিহত করিবার প্রার্থনা করিতেছ, তাঁহারে মহাত্মা পুরুষ রক্ষা করিতেছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে অপরাজিত বরাহ ও অচিন্ত্য নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই কৃষ্ণ তাঁহারে রক্ষা করিতেছেন।

কর্ণ কহিলেন, ভগবন্! কৃষ্ণ তাহাকে রক্ষা করিতেছেন, করুন, তথাপি আপনি আমারে এক-বীরবিনাশার্থে অমোঘা শক্তি প্রদান করুন, যাহাতে আমি প্রতাপী শত্রুকে নিহত করিতে পারি। অপিচ, আমি অঙ্গ হইতে কুণ্ডল ও কবচ কর্ত্তন করিয়া আপনারে প্রদান করিব, কিন্তু গাত্র-সমস্ত ছিন্ন হইলে আমার যেন কদর্য্যতা না হয়।

ইন্দ্র কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি যখন সত্যপালনে অভিলাষী হইতেছ, তখন কোন প্রকারে তোমার অঙ্গের বিকৃতি হইবে না, এমন কি, তোমার গাত্রে ক্ষতচিহ্নও থাকিবে না। হে বাগ্মিপ্রবর কর্ণ! তোমার পিতার যাদৃশ বর্ণ ও তেজ আছে তুমি পুনর্ব্বার তাদৃশ বর্ণ ও তেজ-বিশিষ্টই হইবে। পরন্তু তোমার প্রাণ-সংশয়-স্থল উপস্থিত না হইলে, অন্য অন্য শস্ত্র-সমস্ত বিদ্যমান থাকিতেও তুমি যদি প্রমত্ত হইয়া এই অমোঘা শক্তি পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে ইহা তোমার উপরেই পড়িবে।

কর্ণ কহিলেন, হে শক্র! আপনি আমারে যেরূপ বলিতেছেন, তদনুসারে আমি পরম সংশয়স্থল প্রাপ্ত হইয়াই আপনকার এই শক্তি বিমোচন করিব, ইহা আপনারে সত্যই বলিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বিশাম্পতে! অনন্তর কর্ণ ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রজ্বলিতা শক্তি প্রতিগ্রহ

করিয়া শাণিত শস্ত্র লইয়া সমুদয় গাত্র ছেদন করিতে লাগিলেন। পরে দেব, মানব ও দানবগণ কর্ণকে এইরূপে স্বীয় গাত্র ছেদনে প্রবৃত্ত দেখিয়া সকলেই সিংহনাদে শব্দ করিতে লাগিলেন, যে হেতু অঙ্গ কর্ত্তন সময়ে কর্ণের কিছুমাত্র মুখ-বিকৃতি হইল না। নরবীর কর্ণ শস্ত্র-দ্বারা গাত্র-সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন, অথচ বারংবার হাস্য করিতে থাকিলেন দেখিয়া দিব্য দুন্দুভিসকল নিনাদিত হইতে লাগিল এবং ভূরি ভূরি দিব্য পুষ্প-বৃষ্টি-সমস্তও পতিত হইতে থাকিল।

অনন্তর কর্ণ অঙ্গ হইতে দিব্য কবচ ছেদন করিয়া সেই আর্দ্র অবস্থাতেই তাহা বাসবকে প্রদান করিলেন এবং সেই কুণ্ডল-যুগলও কর্ণ হইতে উৎকর্ত্তন করিয়া প্রদান করিলেন। সেইরূপে কর্ত্তন করিয়া প্রদান করাতেই তিনি 'কর্ণ' নামে বিখ্যাত হইলেন। অনন্তর ইন্দ্র কর্ণকে বঞ্চনা করিয়া হাস্য করত মনে করিলেন, পাণ্ডবদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইল; পরন্তু তিনি ঐ কর্ম্ম-দ্বারা কর্ণকে লোকমধ্যে যশোভাজনই করিলেন এবং পরিশেষে স্বর্গে উৎপতিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা কর্ণকে প্রবঞ্চিত হইতে শুনিয়া সকলেই বিষণ্ণ ও ভগ্নদর্পের ন্যায় হইলেন; এদিকে কাননস্থ পাণ্ডবেরাও সূতপুত্রের সেই অবস্থা হইয়াছে শুনিয়া হর্ষাবিষ্ট হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! বীর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবেরা তৎকালে কোথায় ছিলেন, কাহার নিকটে সেই প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে কি কর্ম্মই বা করিয়াছিলেন, তৎ সমুদায় বিবরণ আপনি আমার নিকটে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই নরবীর পাণ্ডবেরা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের পরাভব সাধন-পূর্ব্বক কৃষ্ণারে লাভ করিয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকটে দেব ও ঋষিগণের পুরাতন চরিত বিস্তারক্রমে শ্রবণ করত উগ্রতর সমগ্র বনবাসকাল অতিক্রম-পূর্ব্বক সমুদায় রথ, অনুযাত্র, ব্রাহ্মণ, স্তুতিপাঠক ও পাচকগণ-সমভিব্যাহারে কাম্যকবনের আশ্রম হইতে পবিত্র দ্বৈতবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

কর্ণের কবচকুণ্ডল-দানে কুণ্ডলাহরণ প্রকরণ ও নবাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০৯ ॥

আরণেয় প্রকরণ

জনমেজয় কহিলেন, এইরূপে কৃষ্ণা অপহৃতা হইলে পাণ্ডবেরা নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারে পুনর্ব্বার লাভ করিবার পর কি করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে কৃষ্ণা অপহৃতা হইলে অক্ষয়সত্ত্ব-সম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত নিরতিশয় ক্লেশ পাইয়া কাম্যক বন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বহুতর-বিচিত্র-পাদপরাজি-সুশোভিত, সুস্বাদু-ফলমূল-বিশিষ্ট, রমণীয় দ্বৈতবনে আগমন করিলেন। তথায় পাণ্ডবেরা সকলেই ব্রতপরায়ণ, ফলাহরণশীল ও পরিমিতাহারী হইয়া ভার্য্যা দ্রৌপদীর সহিত নিবসতি করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা নিয়তব্রত পরন্তপ কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন ও মাদ্রীতনয় নকুল সহদেব দ্বৈতবনে বাস করিবার সময়ে কোন ব্রাহ্মণের কার্য্যার্থে পরাক্রম প্রকাশ করত উত্তরকাল-সুখাবহ বিপুলতর ক্লেশ পাইয়াছিলেন। কুরুসত্তম পাণ্ডবেরা সেই দ্বৈতবনে পুনর্ব্বার বাস করিবার সময়ে উত্তরকাল-সুখাবহ যে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

একটা হরিণ একজন তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণী অর্থাৎ অগ্নিমথনাধার কাষ্ঠখণ্ড-যুগলের সহিত মন্থন দণ্ড শৃঙ্গ-দ্বারা ওতপ্রোত করাতে ঐ অরণী-সহিত মন্থন দণ্ড উহার শৃঙ্গে সংলগ্ন হয়। হে রাজন্! সেই মহাবেগবান্ মহামৃগ তাহা গ্রহণ করিয়াই ত্বরান্বিত হইয়া লম্ফ প্রদান করিতে করিতে শীঘ্র

আশ্রম হইতে দূরে গমন করে। হে কুরুসত্তম! সেই ব্রাহ্মণ অরণী-সহিত মন্থন দণ্ডটি ম্রিয়মাণ হইতেছে দেখিয়া অগ্নিহোত্র রক্ষণাভিলাষে সত্বর যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে আগমন করিলেন। হে ভূপতে! অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত বনমধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ শীঘ্র তাঁহার নিকটে আসিয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে এইকথা বলিলেন, "রাজন্! আমার অরণী-সহিত মন্থনদণ্ড বৃক্ষে সমাসক্ত ছিল, একটা হরিণ আসিয়া শৃঙ্গ-দ্বারা আকর্ষণ-বিকর্ষণ করাতে তাহার শৃঙ্গে উহা সংলগ্ন হইল। সেই মহাবেগবান্ মহামৃগ তাহা গ্রহণ করিয়াই ত্বরান্বিত হইয়া লম্ফ প্রদান করিতে করিতে শীঘ্র আশ্রম হইতে দূরে গমন করিল। অতএব হে পাণ্ডবগণ! আপনারা সেই মহামৃগের পদচিহ্নানুসারে গমন-পূর্ব্বক তাহারে ধৃত করিয়া আমার অরণী-সহিত মন্থনদণ্ড আনয়ন করুন;— যাহাতে অগ্নিহোত্র বিলুপ্ত না হয়, তাহা করুন।"

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণে সন্তাপযুক্ত হইয়া পরিশেষে ভ্রাতৃগণের সহিত শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। সেই নরপুঙ্গব মহারথ পাণ্ডবেরা সকলেই সন্নাহযুক্ত ও ধনুর্দ্ধারী হইয়া ব্রাহ্মণের কার্য্যার্থে যত্ন করত শীঘ্র মৃগের অনুসরণ করিলেন। তথায় সেই মৃগকে অদূরে দৃষ্টি করত তাঁহারা কর্ণি, নালীক ও নারাচ সমস্ত বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তথাপি তাহারে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা সেইরূপ প্রযত্ন করিতে করিতেই মহামৃগ তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। মনস্বী পাণ্ডবগণ মৃগকে আর দেখিতে না পাইয়া শ্রান্ত, দুঃখপ্রাপ্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া গহন বনমধ্যে শীতল ছায়াবিশিষ্ট কোন ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন। সেই সমুপবিষ্ট পাণ্ডবগণের মধ্যে নকুল তখন দুঃখিত হইয়া অমর্ষপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের কুলে আলস্য প্রযুক্ত ধর্ম্ম-নাশ বা অর্থ-লোপ কদাচ হয় নাই; সমুদয় প্রাণি-বর্গেরপ্রতি আমরা চিরকাল অনুত্তর হইয়া আসিয়াছি, অর্থাৎ যে কোনব্যক্তি আমাদিগের নিকটে যাহা প্রার্থনা করিয়াছে, আমরা তাহারে 'পারিব না' বলিয়া কখনই উত্তর করি নাই; তবে কিনিমিত্তে এক্ষণে সংশয় প্রাপ্ত হইলাম?

পাণ্ডব-মৃগান্বেষণে দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১০ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপদ্ সকলের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই, কি উদ্দেশে তৎসমুদায় সংঘটিত হয় তাহারও স্থিরতা নাই, এবং সংঘটিত হইবার কারণ কি, তাহাও নির্দ্ধারিত নাই; একমাত্র প্রারব্ধ কর্ম্মই পুণ্য ও পাপ, উভয়ের ফল বিভাগ করিয়া দেয়।

ভীম কহিলেন, প্রাতিকামী যখন কৃষ্ণাকে কিঙ্করীর ন্যায় সভামধ্যে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন আমি যে তাহারে সেই স্থানে নিহত করি নাই, তাহাতেই আমরা সংশয়প্রাপ্ত হইলাম।

অর্জ্জুন কহিলেন, সূতপুত্র অস্থিভেদী অতিতীব্র তীক্ষ্ণবাক্যসকলের উক্তি করিলে, তৎসমুদয় আমি যে ক্ষমা করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমরা সংশয় প্রাপ্ত হইলাম।

সহদেব কহিলেন, হে ভারত! যখন শকুনি আপনারে অক্ষদ্যূতে পরাজিত করিয়াছিল, তখন আমি যে তাহারে সেই স্থানে নিপাতিত করি নাই, তাহাতেই আমরা সংশয়প্রাপ্ত হইলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে এইকথা বলিলেন যে, "হে মাদ্রেয়! তুমি বৃক্ষে আরোহণ-পূর্ব্বক দশদিক্ নিরীক্ষণ কর। হে তাত! তোমার এই ভ্রাতৃগণ শ্রান্ত ও পিপাসিত হইয়াছেন; অতএব তুমি, নিকটে জল ও জলাশ্রিত বৃক্ষসকল আছে কি না, দেখ।" নকুল তাঁহারে 'যথা আজ্ঞা' এইকথা বলিয়া শীঘ্র বৃক্ষে আরো-

হণ-পূর্ব্বক সর্ব্বদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন, "রাজন্! আমি জলাশ্রিত বহুল বৃক্ষ-সকল অবলোকন করিতেছি এবং সারসপক্ষি-সকলেরও কলরব শুনিতে পাইতেছি, অতএব এস্থলে জল আছে, সন্দেহ নাই।" অনন্তর সত্যনিষ্ঠ কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির কহিলেন, "সৌম্য গমন কর; তূণসমস্ত-দ্বারা শীঘ্র তথা হইতে পানীয় আনয়ন কর।" নকুল 'যথা আজ্ঞা' এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসন-ক্রমে, যে স্থানে জল আছে, তথায় দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিলেন এবং শীঘ্রই তাহার সন্নিহিত হইলেন। তিনি সারসনিকর-পরিবারিত নির্ম্মল জল অবলোকন করিয়া যেমন পান করিতে সমুৎসুক হইলেন, অমনি অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শুনিতে পাইলেন "তাত মাদ্রেয়! সাহস করিও না; এই জল পূর্ব্বে আমার অধিকৃত হইয়াছে; পরন্তু অগ্রে মদীয় প্রশ্ন-সকলের উত্তর করিয়া পশ্চাৎ পান কর ও লইয়া যাও।" নকুল অতিশয় পিপাসিত ছিলেন, সুতরাং সেই বাক্যের প্রতি অনাদর করিয়া শীতল জল পান করিলেন এবং পান করিয়াই নিপতিত হইলেন।

এদিকে কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির নকুলের বিলম্ব দেখিয়া বীর্য্যসম্পন্ন অরিন্দম ভ্রাতা সহদেবকে বলিলেন, "সহদেব! আমাদিগের ভ্রাতা তোমার অগ্রজাত নকুল বহু ক্ষণ হইল গমন করিয়াছেন; অতএব তুমি সহোদরকেও আনয়ন কর এবং জলও আহরণ কর।" সহদেব 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া তখন সেই দিকে প্রস্থান করিলেন এবং দেখিলেন তাঁহার ভ্রাতা নকুল নিহত হইয়া ভূতলে পতিত আছেন। তিনি ভ্রাতৃশোকে সম্পূর্ণ সন্তাপযুক্ত অথচ তৃষ্ণায় প্রপীড়িত হইয়া জলের দিকে ধাবমান হইলেন। অনন্তর এই আকাশ বাণী হইল, "তাত! সাহস করিও না; এই জল পূর্ব্বে আমার অধিকৃত হইয়াছে; অগ্রে মদীয় প্রশ্ন-সকলের উত্তর করিয়া পশ্চাৎ ইচ্ছানুসারে পানকর ও লইয়া যাও।" সহদেব পিপাসিত ছিলেন, সুতরাং সেই বাক্যের প্রতি অনাদর করিয়া শীতল জল পান করিলেন এবং পান করিয়াই নিপতিত হইলেন।

অনন্তর সেই কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে শত্রুকর্ষণ সব্যসাচিন্! তোমার ভ্রাতৃদ্বয়, বহুক্ষণ গমন করিয়াছেন; অতএব তোমার কল্যাণ হউক, তুমি তাঁহাদিগকেও আনয়ন কর এবং জলও আহরণ কর"। মেধাবী গুড়াকেশ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া খড়্গধারণ ও সশর শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই সরোবরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শ্বেতবাহন জলাহরণে প্রস্থিত সেই পুরুষশার্দ্দূল ভ্রাতৃদ্বয়কে তথায় নিহত দেখিলেন। নরসিংহ কুন্তীতনয় সব্যসাচী তাঁহাদিগকে নিদ্রিতের ন্যায় দেখিয়া অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া শরাসন উত্তোলন-পূর্ব্বক সেই বন অবলোকন করিতে লাগিলেন, পরন্তু ঐ মহাবন-মধ্যে তথায় কোন প্রাণী কেই দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি শ্রান্ত-হইয়া জলের দিকে ধাবমান হইলেন এবং তৎকালে অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শুনিতে পাইলেন, "হে কৌন্তেয়! তুমি জলের নিকটে আসিতেছ কি. বল-পূর্ব্বক ইহা পান করিতে পারিবে না; হে ভারত! আমি যে সমস্ত প্রশ্ন বলিব, যদি তৎ সমুদায়ের উত্তর দিতে পার তাহা হইলে জলপান করিতে ও লইয়া যাইতে পারিবে"।

পার্থ এইরূপে নিবারিত হইয়া কহিলেন, "তুমি দৃশ্যমান হইয়া নিবারণ কর, তাহা হইলে মদীয় বাণজালে খণ্ড খণ্ড হইয়া পুনরায় এরূপ কথা বলিবে না"। এইরূপ কহিবার পর ধনঞ্জয় শব্দবেধিত্ব প্রদর্শন করত অস্ত্র মন্ত্রে অনুমন্ত্রিত শরসমূহ বর্ষণ দ্বারা সর্ব্বদিক্ আচ্ছন্ন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! তিনি কর্ণি, নালীক ও নারাচ-সমস্ত বিসর্জ্জন করত বহুতর শরনিকরদ্বারা অন্তরীক্ষে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অলক্ষিত যক্ষ কহিলেন, পার্থ! তোমার বৃথা প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন কি? প্রশ্ন

সকলের উত্তর দিয়া জল পান কর; যদি প্রশ্নগুলির উত্তর না করিয়া জলপানে প্রবৃত্ত হও, তবে পান করিয়াই পঞ্চত্ব পাইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই রূপ কথিত হইবার পর পৃথাপুত্র সব্যসাচী ধনঞ্জয় সেই বাক্যের প্রতি অবজ্ঞা করিয়াই জল পান করিলেন. এবং পান করিবামাত্র নিপতিত হইলেন। অনন্তর কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, "হে ভারত! বহু ক্ষণ হইল, নকুল, সহদেব ও পরন্তপ বীভৎসু জলের নিমিত্তে গিয়াছেন, অথচ এপর্য্যন্ত আসিতেছেন না; অতএব তোমার কল্যাণ হউক, তুমি তাঁহাদিগকেও আনয়ন কর এবং জলও আহরণ কর।" ভীমসেন 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া, যে স্থানে তাঁহার পুরুষব্যাঘ্র ভ্রাতৃগণ নিপতিত ছিলেন তথায় প্রস্থান করিলেন। মহাবাহু ভীমসেন তাঁহাদিগকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত অথচ তৃষ্ণায় প্রপীড়িত হইয়া বিবেচনা করিলেন, সেই কর্ম্ম যক্ষ ও রাক্ষসগণের হইবে। তখন তিনি চিন্তা করিলেন, অদ্যত নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিতে হইবে, তবে অগ্রে জল পান করিয়া লই। এই ভাবিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দন বৃকোদর পানেচ্ছু হইয়া জলের দিকে ধাবমান হইলেন। তখন যক্ষ কহিলেন, তাত কৌন্তেয়! সাহস করিও না; এই জল পূর্ব্বে আমার অধিকৃত হইয়াছে; পরন্তু অগ্রে মদীয় প্রশ্ন-সকলের উত্তর করিয়া পশ্চাৎ পান কর ও লইয়া যাও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীম অমিততেজা যক্ষকর্ত্তৃক তখন এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া তদীয় প্রশ্ন সকলের উত্তর না করিয়াই জলপান করিলেন এবং পান করিবামাত্র নিপতিত হইলেন। অনন্তর ভ্রাতৃগণ বহু ক্ষণ গমন করিয়াছেন জানিয়া যুধিষ্ঠির তথায় বহু ক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর বারংবার বলিতে লাগিলেন "নকুল ও সহদেব এত বিলম্ব করিতেছেন কেন? গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় তথায় কি নিমিত্তে বিলম্ব করিতেছেন? মহাবলধারী ভীমসেনেরইবা কি কারণে বিলম্ব হইতেছে? আমি ইহাঁদিগের অনুসন্ধানার্থে গমন করি।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ কুন্তীতনয় মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির দহ্যমান হৃদয়ে গাত্রোত্থান করিলেন; পরে প্রকৃষ্টরূপে ঐ বিষয় চিন্তা করত আপনি আপনাকে এই কথা বলিলেন, "সেই নরবরগণ যে প্রত্যাগমন করিতেছেন না, তাহার কারণ কি? এই বন কি দোষাশ্রিত? ইহাতে কি কোন দুষ্ট মৃগ থাকিবেক? সেই বীরপুরুষেরা কোন মহাপ্রাণীকে উপহাস করত তৎ-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া কি নিপতিত হইয়া থাকিবেন? না যেস্থানে তাঁহারা গমন করিয়াছেন, তথায় জল দেখিতে পাইতেছেন না, সুতরাং বনমধ্যে পানীয় অন্বেষণ করত এই দীর্ঘকাল অতিবর্ত্তন করিতেছেন?" এইরূপ বাক্য সমুদায়ের আন্দোলন করিয়া সেই মহাযশা নৃপসত্তম জন-নির্ঘোষ-পরিশূন্য, রুরু বরাহ ও পক্ষিগণ-নিষেবিত, নীলোজ্জ্বলবর্ণ বিচিত্র পাদপরাজি-বিরাজিত, ভ্রমর-নিকরগুঞ্জিত, বিহগকুল-কূজিত মহাবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ কাননে গমন করিতে করিতে শ্রীমান্ ধর্ম্মরাজ কাঞ্চনবর্ণ কেশরজালে অলঙ্কৃত, নলিনী সিন্ধুবার ও বেতসনিচয়ে সমাকীর্ণ, কেতক, করবীর ও পিপ্‌পল-সমুদায়ে সংবৃত সেই সরোবর সন্দর্শন করিলেন। দেখিলে বোধ হয় যেন বিশ্বকর্ম্মা উহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির শ্রমার্ত্ত হইয়া ঐ সরোবর-সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

যুধিষ্ঠিরের সরোবর দর্শনে একাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩১১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ইন্দ্রতুল্য গৌরবান্বিত ভ্রাতৃগণ যুগান্তকাল-বিগলিত লোকপাল-সকলের ন্যায় নিহত রহিয়াছেন। ভীম, অর্জ্জুন নকুল ও সহদেব গতপ্রাণ ও চেষ্টাশূন্য আছেন এবং তাঁহাদিগের ধনুর্ব্বাণ-সমস্ত

ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে দেখিয়া তিনি উষ্ণতর সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শোকজনিত অশ্রু-ধারায় আচ্ছন্ন হইলেন। সেই সমস্ত ভ্রাতৃগণকেই পতিত দেখিয়া মহাবাহু ধর্ম্মতনয় চিন্তাসমন্বিত হইয়া পশ্চাদুক্ত বহুতর বিলাপ করিতে লাগিলেন। "হা মহাবাহো বৃকোদর! তুমি যে সমরে গদা-ঘাতে সুযোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে! হা ভীম! হা কুরুকুল-কীর্ত্তি-বর্দ্ধন! হা মহাবাহো! হা মহাত্মন্! তোমার নিপাতনে অদ্য সে সকলই আমার বৃথা হইল। মানব-সম্ভূত প্রতিশ্রুত বাক্য-সকল মিথ্যা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তোমাদিগের উদ্দেশে যে সকল দৈববাণী হইয়াছিল, তৎসমুদয় মিথ্যা হয় কেন!—হা ধনঞ্জয়! তোমার জন্ম-কালে দেবতারাও "কুন্তি! তোমার এই পুত্রটি ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন নহেন" এই যে কথা বলিয়াছিলেন, এবং উত্তর পারিপাত্র পর্ব্বতে সমুদয় ভূতবর্গও "ইহাঁদিগের রাজ্যলক্ষ্মী অপহৃতা হইয়াছে; কিন্তু ইনিই বলপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহার উদ্ধার করিবেন; সংগ্রামে ইহাঁরে জয় করিতে পারিবে, এমন কেহই নাই এবং যাহারে ইনি জয় করিতে না পারিবেন, এমনও কেহ নাই" এই যে কথার গান করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় মিথ্যা হয় কেন!—হায়, সেই এই মহাবলশালী জিষ্ণু কি প্রকারে মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলেন! যাঁহারে সহায়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া আমরা এই সমস্ত দুঃখ সহ্য করিতেছি, সেই এই ধনঞ্জয় আমার আশা সংহার-পূর্ব্বক ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন! হায়! সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রজাত যাঁহাদিগকে প্রতিহত করিতে পারে না, সমরে অপ্রমত্ত, বীর্য্যসম্পন্ন, মহাবলশালী সেই কুন্তীপুত্র ভীমসেন ও ধনঞ্জয় সতত শত্রু সংহারক হইয়াও কি প্রকারে শত্রুর বশীভূত হইলেন!—হায়! আমি নিতান্ত দুর্হৃদয়! এই যমজ ভ্রাতৃদ্বয়কে অদ্য নিপতিত দেখিয়াও আমার হৃদয় যখন বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই ইহা পাষাণের সারাংশদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে!—হে শাস্ত্রজ্ঞ দেশ-কালজ্ঞ তপোযুক্ত ক্রিয়ান্বিত নরর্ষভগণ! তোমরা আপনাদিগের উপযুক্ত কর্ম্ম না করিয়া শয়ান রহিয়াছ কেন! হে অপরাজিত বীরবৃন্দ! তোমাদের শরীরসমস্ত অক্ষত এবং শরাসনগুলি অসজ্জীকৃত রহিয়াছে, তথাপি তোমরা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমি আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কি নিমিত্তে শয়ন করিয়া আছ!"

মহামতি ধর্ম্মাত্মা নরেশ্বর যুধিষ্ঠির ধরাতল-পতিত শৈলসানু-সমুদায়ের ন্যায় ভ্রাতৃগণকে সুখ-প্রসুপ্তবৎ নিরীক্ষণ করিয়া খেদান্বিত, ঘর্ম্মাক্তদেহ ও কষ্টদশাপ্রাপ্ত হইয়া "ইহা কি এইরূপই হইল!" এই বলিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন ও ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদের মৃত্যুর কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরন্তু সেই দেশকাল-বিভাগজ্ঞ মহামতি মহাবাহু চিন্তা করিয়াও তৎকালে কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় তখন আত্মাকে সুস্থির করিয়া বুদ্ধি-সহকারে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কোন্ ব্যক্তি এই বীরগণকে নিপাতিত করিল! ইহাঁদের শরীরে শস্ত্রপ্রহার নাই এবং এস্থানে কোন ব্যক্তির পদ-চিহ্নও নাই; অতএব বোধ হইতেছে, যে ব্যক্তি আমার ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছেন, তিনি কোন মহাপ্রাণী হইবেন। যাহা হউক, আমি একাগ্র-ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিব;—অথবা জল পান করিয়াই জানিব। হয় ত সতত কুটিলবুদ্ধি দুর্য্যোধন গান্ধার-রাজ শকুনির দ্বারা মারণ-বিধি অনুসারে এই সরোবর বিরচিত করাইয়া থাকিবে। যাহার কার্য্য ও অকার্য্য, উভয়ই সমান হয়, সেই অকৃতাত্মা পাপকর্ম্মার প্রতি কোন্ ধীর ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারেন?—অথবা সেই দুরাত্মা গূঢ় পুরুষ সকলের দ্বারা এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকিবে।" মহাবুদ্ধি যুধিষ্ঠির তদ্বিষয়ে এইরূপ বহুপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরন্তু 'বিষের দ্বারা জল দূষিত

হইয়াছে' তাঁহার এরূপ প্রতীতি হইল না, কেন না তিনি চিন্তা করিলেন, "ইহাঁরা মৃত হইয়াছেন, তথাপি ইহাঁদিগের কিছুমাত্র বিকৃতি হয় নাই; আমার ভ্রাতৃগণের মুখবর্ণ প্রসন্নই রহিয়াছে! এই পুরুষ-সত্তমেরা প্রত্যেকে মহাপ্রবাহ-বেগের ন্যায় বলশালী; অতএব যিনি যথাযোগ্য কালে লোকের অন্ত-বিধান করেন, সেই শমন-ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি ইহাঁদিগের সংহার করিতে পারে!" এইরূপ নিশ্চয় সহকারে যুধিষ্ঠির সেই জলে অবগাহন করিলেন এবং তন্মধ্যে অবগাহন করিবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে বাক্য শুনিতে পাইলেন।

যক্ষ কহিলেন, আমি শৈবল-মৎস্যাদিভোজী বক; তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃচতুষ্টয় আমা হইতেই প্রেতপতির বশবর্ত্তী হইয়াছেন; হে রাজপুত্র! আমি প্রশ্ন করিলে যদি তৎসমুদায়ের উত্তর না কর, তবে তুমিও তাঁহাদের সহচর হইয়া মৃতের একটি সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। তাত কৌন্তেয়! সাহস করিও না; এ জল পূর্ব্বে আমার অধিকৃত হইয়াছে; পরন্তু অগ্রে মদীয় প্রশ্ন-সকলের উত্তর করিয়া পশ্চাৎ জল পান কর ও লইয়া যাও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পক্ষী এ কর্ম্ম করিয়াছে, ইহা কদাচ সম্ভাবিত নহে; অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোন্ দেব? আপনি রুদ্রগণের, কি বসুগণের অথবা মরুদ্গণের প্রাধান্য-ভাজন? হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও মলয়, এই প্রভূত-তেজা শৈলচতুষ্টয়কে কে নিপাতিত করিলেন? হে বলশালিপ্রবর! আপনি অতীব মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন। মহাসংগ্রামে যাঁহাদিগকে না দেব, না গন্ধর্ব্ব, না অসুর, না রাক্ষস, কেহই সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহাদিগকে আপনি যখন নিহত করিয়াছেন, তখন অতিমাত্র অদ্ভুত কর্ম্মই করিয়াছেন। আপনকার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত কি, তাহা আমি জানি না; জানিতে আমার মহৎ কৌতূহল জন্মিয়াছে, অথচ ভয়ও উপস্থিত হইয়াছে। হে ভগবন্! আপনকার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্তে আমার হৃদয় উদ্বিগ্ন হইতেছে এবং শিরঃপীড়া উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, কে আপনি এস্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন?

যক্ষ কহিলেন, তোমার কল্যাণ হউক, আমি যক্ষ, জলচর পক্ষী নহি; তোমার এই মহাতেজস্বী ভ্রাতৃগণকে আমিই নিহত করিয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহীপতে! অনন্তর যুধিষ্ঠির সেই কঠোরাক্ষরযুক্ত অশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, যক্ষের সম্ভাষণ শেষ না হইতে হইতেই তখন তৎসমীপে আগমন-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, তালবৃক্ষের ন্যায় সমুচ্ছ্রিত, অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, পর্ব্বত-সদৃশ, মহাকায়, বিরূপাক্ষ, অধর্ষণীয় যক্ষ বৃক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করত মেঘগম্ভীর-নির্ঘোষে মহাশব্দে তর্জ্জন করিতেছেন।

যক্ষ কহিলেন, রাজন্! তোমার এই ভ্রাতৃগণকে আমি বারংবার নিবারণ করিলেও ইহাঁরা বলপূর্ব্বক জল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই আমি ইহাঁদিগকে নিহত করিয়াছি। হে রাজন্! যে ব্যক্তি প্রাণ পরিরক্ষণে অভিলাষী হয়, তাহার এ সরোবরে জল পান করা কর্ত্তব্য নহে। হে কৌন্তেয়! সাহস করিও না; এ জল পূর্ব্বে আমার অধিকৃত হইয়াছে; পরন্তু অগ্রে মদীয় প্রশ্নসকলের উত্তর করিয়া পশ্চাৎ জল পান কর ও লইয়া যাও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ! আপনকার পূর্ব্বাধিকৃত বস্তুর অধিকার করিতে আমিও অভিলাষী নহি। হে পুরুষপ্রবর! লোকে স্বয়ং স্বীয় আত্মার যে প্রশংসা করে, ইহা সাধু-পুরুষেরা কখনই প্রশংসা করেন না; পরন্তু আমার যেরূপ বুদ্ধি, আমি তদনুসারে আপনকার প্রশ্ন সকলের প্রত্যুত্তর করিব আপনি আমারে জিজ্ঞাসা করুন।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ বস্তু আদিত্যকে উন্নীত

করে? কাহারা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বিচরণ করে? কে তাঁহারে অস্তপ্রাপ্ত করায়? এবং কোন্ বস্তুতে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রহ্ম আদিত্যকে উন্নীত করেন; দেবতারা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বিচরণ করেন; ধর্ম্ম তাঁহারে অস্তপ্রাপ্ত করান এবং তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন; অর্থাৎ শ্রোত্রাদিদ্বারা শব্দাদি আদান করায় আদিত্য নামে অভিহিত জীবাত্মা, আমি স্থূল, আমি গৌরবর্ণ, আমি অন্ধ ইত্যাদি অনুভবপ্রযুক্ত দেহাদি স্বরূপে ভাসমান হওয়াতে বেদ তাঁহারে দেহাদি হইতে পৃথক্ করেন; দেবভাবাপন্ন শম দমাদি তাঁহার সহায় হন; তখন সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-সম্বন্ধে কর্ম্মোপাসনারূপ ধর্ম্ম তাঁহারে অস্তপ্রাপ্ত, অর্থাৎ পবিত্র হৃদয়াকাশরূপ স্বস্থানে নীত করেন; এইরূপে সগুণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া তিনি পরিশেষে জ্ঞানযোগে তাহার বাধ-দ্বারা সর্ব্বাধার অবধিভূত শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ বিলীন হন।

যক্ষ কহিলেন, রাজন্! কোন্ বস্তুর দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়? কোন্ বস্তুর দ্বারা মহৎ পদার্থ লাভ করে? কোন্ বস্তুর দ্বারা দ্বিতীয়বান্ হয়? এবং কোন্ বস্তুর দ্বারাইবা বুদ্ধিমান্ হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, শ্রুতের দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়; তপস্যার দ্বারা মহৎ পদার্থ লাভ করে; ধৃতির-দ্বারা দ্বিতীয়বান্ হয় এবং বৃদ্ধসেবার দ্বারা বুদ্ধিমান্ হয়; অর্থাৎ বেদাধ্যায়ী ব্যক্তি আচার্য্য-প্রমুখাৎ বেদার্থের অবধারণ-দ্বারাই শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হন, কেবল অক্ষর গ্রহণমাত্র-দ্বারা নহে; বেদার্থ অবধারণ করিবার পর তিনি তপস্যা ও যুক্তি-দ্বারা শ্রুতার্থের পর্য্যালোচনা-দ্বারা ব্রহ্ম নিশ্চয় করেন; অনন্তর নিদিধ্যাসন-দ্বারা, প্রত্যগাত্মার অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত অনীশত্বাদি বিশিষ্ট জৈবরূপের বিপরীত বিদ্যাপ্রাপ্য যে দ্বিতীয় রূপ, তদ্বিশিষ্ট হন; এই তিন বিষয়ক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কেবল গুরূপদেশ হইতেই লব্ধ হইয়া থাকে।

যক্ষ কহিলেন, ব্রাহ্মণদিগের দেবভাব কি এবং কোন্ ধর্ম্ম সাধুগণের-সদৃশ? ইহাঁদিগের মানুষভাব কি এবং কোন্ আচরণইবা ইহাঁদের অসৎ লোকদিগের তুল্য?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বাধ্যায় ইহাঁদিগের দেবভাব; তপস্যা ইহাঁদিগের সাধুগণের ন্যায় ধর্ম্ম; মরণ ইহাঁদিগের মানুষ ভাব এবং পরীবাদ ইহাঁদিগের অসৎ লোকদিগের ন্যায় আচরণ; অর্থাৎ বেদাধ্যয়নই বিপ্রদিগের স্বর্গপ্রাপক, শমদমাদিরূপ তপস্যাই সদাচার, দেহাদির অভিমানই জন্মমরণপ্রাপক এবং দেবব্রাহ্মণাদির নিন্দা করাই অসদাচার; ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটির গ্রহণ এবং শেষোক্ত দুইটির পরিত্যাগ করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

যক্ষ কহিলেন, ক্ষত্রিয়দিগের দেবভাব কি এবং কোন্ ধর্ম্ম সাধুগণের সদৃশ? ইহাঁদিগের মানুষ ভাব কি এবং কোন আচরণই বা ইহাঁদের অসৎ-লোকদিগের তুল্য?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধনুর্ব্বেদ ইহাঁদিগের দেবভাব; যজ্ঞ ইহাঁদিগের সাধুগণের ন্যায় ধর্ম্ম; ভয় ইহাঁদিগের মানুষভাব এবং পরিত্যাগ অর্থাৎ শরণাগত আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের রক্ষা না করা ইহাঁদিগের অসৎ লোকদিগের ন্যায় আচরণ।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ অসাধারণ বস্তু যজ্ঞিয় সাম? কোন্ অসাধারণ বস্তু যজ্ঞিয় যজুঃ! কোন্ এক বস্তু যজ্ঞকে বরণ করেন? এবং কোন্ বস্তুকে যজ্ঞ অতিক্রম করেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রাণই যজ্ঞিয় সাম, মনই যজ্ঞিয় যজুঃ; একমাত্র ঋক্ যজ্ঞকে বরণ করেন এবং তাঁহাকেই যজ্ঞ অতিক্রম করেন না; অর্থাৎ সাম ও যজুর্ব্বেদ যেমন যজ্ঞের উপকারক সেইরূপ, প্রাণ ও মন সংযত হইলে, জ্ঞান যজ্ঞের উপকারক হইয়া থাকে; সর্ব্বপ্রধান ঋক্‌বেদ জ্ঞানকে স্বীকার করেন,

তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না।

যক্ষ কহিলেন, আবপনকারী, নিবপনকারী, প্রতিষ্ঠমান ও প্রসবকারীদিগের কোন্ কোন্ বস্তু শ্রেষ্ঠ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আবপনকারীদিগের বৃষ্টি, নিবপনকারীদিগের বীজ, প্রতিষ্ঠমানদিগের গোসমস্ত এবং প্রসবকারীদিগের পুত্র শ্রেষ্ঠ; অর্থাৎ অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা আদিত্যের ভোগ্য হইয়া থাকে, আদিত্য হইতে বৃষ্টি জন্মে, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন হইতেই প্রজাস্থিতি হয়, সুতরাং যাঁহারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান-দ্বারা দেবগণের 'আবপন' অর্থাৎ তৃপ্তি-সম্পাদন করেন, সর্ব্বলোকের উপকারিত্ব প্রযুক্ত বৃষ্টিই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ফল; যাঁহারা 'নিবপন' অর্থাৎ পিতৃতর্পণ করেন, "পিতামহগণ তুষ্ট হইয়া তোমারে পরমায়ু, সন্ততি, ধন, রাজ্য, বিদ্যা, সমুদয় সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষ, প্রদান করুন," স্মৃত্যুক্ত এই আশীর্ব্বচন অনুসারে তাঁহাদের 'বীজ' অর্থাৎ আত্মোপকারক ঐ সমস্ত বস্তুই শ্রেষ্ঠ ফল; যাঁহারা ইহ লোকেই প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছা করেন, অতিথিগণের তৃপ্তি-সম্পাদন-প্রযুক্ত ধেনু-সমস্তই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ফল; এবং যাঁহারা সন্ততি-লিপ্সু হন, তাঁহাদের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়াকলাপে মুখ্যাধিকারিত্ব প্রযুক্ত পুত্রই দৌহিত্রাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল।

যক্ষ কহিলেন, বুদ্ধিমান্, লোকপূজিত ও সর্ব্ব প্রাণীর সম্মত হইয়াও এমন কোন্ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে যে, ইন্দ্রিয়-বিষয় শব্দাদি সমস্ত অনুভব করিতেছে,—নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, অথচ জীবিত নহে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যবর্গের, পিতৃগণের ও আপনার তৃপ্তি-সম্পাদন না করে, সেই ব্যক্তিই নিশ্বাস সত্ত্বেও জীবিত নহে; অর্থাৎ সদসৎ বিচার করিতে পারে, বিপুল ধনের আধিপত্য-প্রযুক্ত লোক-মধ্যে পূজা প্রাপ্ত হয়, দানাদিতে সামর্থ্য থাকায় সকলেরই প্রত্যাশাস্থল হয়, অথচ দেবোদ্দেশে দান করে না, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করে না, অতিথি সেবা করে না, উপযুক্ত ভৃত্যগণকে সমুচিত পুরস্কার দেয় না, এমন কি, আপনাকেও ভোগ-সুখে বঞ্চিত রাখে, এরূপ মনুষ্যের জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র; তাহাকে মৃত বলিয়া অবধারণ করাই উচিত।

যক্ষ কহিলেন, পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কি? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কি? বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর কি? এবং তৃণ অপেক্ষা বহুতর কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা; পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর; মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর; এবং চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহুতরা; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বেদাধ্যয়নাদি সাধন সমুদায়ে অসমর্থ ব্যক্তির পিতৃমাতৃ-সেবা, মনঃসংযম ও চিন্তা-পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

যক্ষ কহিলেন, কে নিদ্রিত হইয়া নয়ন নিমীলন না করে? কে জন্মিয়া স্পন্দিত না হয়? কাহার হৃদয় নাই? এবং কে বেগ-দ্বারা বর্দ্ধিত হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মৎস্য নিদ্রিত হইয়া নয়ন নিমীলন করে না; অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না; অশ্মের হৃদয় নাই এবং নদী বেগ-দ্বারা বর্দ্ধিতা হয়; অর্থাৎ মৎস্য যেমন তীরদ্বয়ে সঞ্চরণ দ্বারা স্বীয় আবাসে নিদ্রিত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করে না, সেইরূপ 'মৎস্য' অর্থাৎ জীব জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় অথবা ইহ লোক ও পরলোকে সঞ্চরণ দ্বারা স্বস্থান-ভূত সৎস্বরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া মনের ন্যায় লুপ্তদৃষ্টি হয় না; অতএব মন বিনষ্ট হইলেও জীবের বিনাশ সম্ভাবনা নাই; অবিনাশিত্ব-প্রযুক্ত জীবের উৎপত্তি হয় না বটে, কিন্তু 'অণ্ড' অর্থাৎ পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হইয়া বিচলিত হয় না, পুরুষ-প্রবর্ত্তিত অহঙ্কারাদি জড় পদার্থ সমুদায়েরই চেষ্টা হইয়া থাকে; এই অনুৎপন্ন ও উৎপন্ন জীব ও পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের সংযোগরূপ যে

দুঃখ, তাহার নিবৃত্তির উপায় কেবল স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীরত্রয়ের আরোপ নিবর্ত্তন; 'অশ্ম' অর্থাৎ উক্ত শরীরত্রয়ের অধ্যাস-পরিশূন্য যোগী ব্যক্তিরই 'হৃদয়' অর্থাৎ শোকস্থান থাকে না; তবে যে সমাধি হইতে যোগীদিগের ব্যুত্থান হয়, সে কেবল চিত্ত-বিক্ষেপ-জন্য; তাঁহাদের চিত্ত 'নদী' বাহ্য-দর্শনাদি আবেগে বর্দ্ধিতা হয়, সুতরাং সুষুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শনবৎ সমাধি হইতে উত্থিত হইলেই তাঁহাদের প্রপঞ্চ বুদ্ধি হইয়া থাকে।

যক্ষ কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র কে? গৃহবাসীর মিত্র কে? আতুরের মিত্র কে? এবং যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার মিত্র কে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র সঙ্গী; গৃহবাসীর মিত্র ভার্য্যা; আতুরের মিত্র চিকিৎসক এবং যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার মিত্র দান; অর্থাৎ সঙ্গী-প্রভৃতি যেমন প্রবাসী-প্রভৃতির হিতকারী, সেই রূপ মনোনিরোধে অসমর্থ মরণ ধর্ম্মশীল ব্যক্তির দানই শ্রেয়স্কর।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সর্ব্ব ভূতের অতিথি কে? সনাতন ধর্ম্ম কি? অমৃত কি? এবং এই সমুদয় জগৎ কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অগ্নি সর্ব্বভূতের অতিথি; গোদুগ্ধ অমৃত; সেই অমৃতই অমৃত সনাতন ধর্ম্ম; এবং বায়ু এই সমুদয় জগৎ; অর্থাৎ দান চিত্তশুদ্ধি দ্বারা যজ্ঞাদির প্রবৃত্তিহেতু এবং যজ্ঞাদি চিত্তৈকাগ্রতা দ্বারা সমষ্টি উপাসনার প্রবর্ত্তক হওয়াতে যজ্ঞ-সাধন আহবনীয়াদি অগ্নিই অতিথির ন্যায় সর্ব্বলোকের আদরণীয়; অমাবাস্যায় চন্দ্র কলামাত্র-অবশিষ্ট হইয়া প্রাতঃকালে সূর্য্য-মণ্ডলে, মধ্যাহ্নে বনস্পতিতে এবং অপরাহ্নে জলে প্রবেশ করত তৃণ গুল্ম লতা বৃক্ষ ও ওষধি সমস্ত নিষ্পাদন করেন; গবীগণ ওষধি-স্থিত ও জলগত ঐ চন্দ্রকে ভক্ষণ ও পান করিয়া থাকে, তাহাতে চন্দ্রের অঙ্গানুগত অমৃত ঐ ধেনুগণ হইতে ক্ষীররূপে পরিণত হয়; সেই অমৃতকে মন্ত্রপূত করিয়া ব্রাহ্মণেরা দেবোদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার চন্দ্রকে বিবর্দ্ধিত করেন; সুতরাং গোদুগ্ধই সোম অর্থাৎ অমৃত এবং মোক্ষের হেতু হওয়াতে ঐ অমৃতই নিত্য ধর্ম্ম; অপিচ "বায়ুই ব্যষ্টি; বায়ুই সমষ্টি" এই শ্রুতি প্রমাণানুসারে বায়ুর পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডময়ত্ব নিরূপিত হওয়াতে উহাকেই মোক্ষের দ্বার বলিতে হইবে।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ বস্তু একাকী বিচরণ করে? উৎপন্ন হইয়া কে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়? হিমের ঔষধ কি? এবং কোন্ বস্তু মহৎ আবপন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন; চন্দ্রমা পুনর্ব্বার উৎপন্ন হন; অগ্নি হিমের ঔষধ; এবং ভূমি মহৎ আবপন; অর্থাৎ পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডময় বায়ুর বিনাশ হইলে, জগৎপ্রকাশক সূর্য্যের ন্যায় চিৎপ্রকাশ-রূপ আত্মাই এক মাত্র বিদ্যমান থাকেন; তথাপি প্রপঞ্চের যে ভান হয় তাহার হেতু কেবল মনের কল্পনা; "চন্দ্রমা মন হইয়া ....." এই শ্রুতি প্রমাণ অনুসারে 'চন্দ্রমা' অর্থাৎ মন অবিদ্যা বশত পুনঃপুন উৎপন্ন হয় এবং দুঃখপ্রদ জগতের কল্পনা করে; "অগ্নি বাক্য হইয়া ....." এই শ্রুতি প্রমাণ অনুসারে 'অগ্নি' অর্থাৎ "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য-সমস্তই উক্ত সূর্য্যের অভিভাবক অবিদ্যা-জাড্য-রূপ 'হিমের' নিবারক হয়; এবং 'ভূমি' অর্থাৎ শরীর 'মহৎ আবপন' অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েরই নিধান পাত্র; এই শরীরেতেই সংসারিত্বের ন্যায় অসংসারী ব্রহ্মভাবও সাক্ষাৎ করা যায়।

যক্ষ কহিলেন, ধর্ম্মের চরম স্থান কি? যশের চরম স্থান কি? স্বর্গের চরম স্থান কি? এবং সুখের চরম স্থান কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মের চরম স্থান দাক্ষ্য; যশের চরম স্থান দান; স্বর্গের চরম স্থান সত্য;

এবং সুখের চরম স্থান শীল ; অর্থাৎ ধর্ম্ম, যশ, স্বর্গ ও সুখ লাভ করা যাহার উদ্দেশ্য হয়, সে উদ্যোগ, দান, সত্য ও শীল অবলম্বন করিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারে, যেহেতু উদ্যোগ প্রভৃতিতেই ধর্ম্ম-প্রভৃতি পর্য্যবসিত হইয়াছে।

যক্ষ কহিলেন, মনুষ্যের আত্মা কে? উহার দৈবকৃত সখা কে? উহার উপজীবন কি? এবং উহার পরম আশ্রয় স্থানই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুত্রই মনুষ্যের আত্মা ; ভার্য্যাই উহার দৈব-কৃত সখা ; পর্জ্জন্যই উহার উপজীবন এবং দানই উহার পরম আশ্রয় স্থান ; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দাক্ষ্য প্রভৃতির মধ্যে দানই সর্ব্বোপরি সেবনীয় ; কারণ আত্মপ্রদানে সমর্থ হওয়ায় উহা পুত্রের ন্যায় আত্মা, উহার ফল অতি রমণীয় হওয়ায় উহা ভার্য্যার ন্যায় সখা এবং "দান না করিলে ভোগ করিতে পায় না" এই বচনানুসারে পরকালের উপজীব্য হওয়ায় উহা পর্জ্জন্যের ন্যায় উপজীবন হইয়াছে।

যক্ষ কহিলেন, ধন-সাধন বস্তু সকলের মধ্যে উত্তম কি? ধন-সকলের মধ্যে উত্তম কি? লাভ-সকলের মধ্যে উত্তম কি? এবং সুখ-সকলের মধ্যেই বা উত্তম কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দাক্ষ্য, ধনসাধন বস্তু সকলের মধ্যে উত্তম ; শাস্ত্র জ্ঞান, ধনসকলের মধ্যে উত্তম ; আরোগ্য লাভ-সকলের মধ্যে উত্তম ; এবং সন্তোষই সুখ-সকলের মধ্যে উত্তম ; অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্যাদি সামান্য ধন-সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানের নিকটে অতি অকিঞ্চিৎকর ; ঐ শাস্ত্র-জ্ঞানরূপ উৎকৃষ্ট ধন উপার্জ্জন করিতে হইলে সমুচিত উদ্যোগ অবলম্বন করা আবশ্যক ; শাস্ত্রজ্ঞানাদির উদ্দেশ্য কেবল ধর্ম্ম-সঞ্চয়, কিন্তু শরীর ও মন রুগ্ন থাকিলে তাহা কোন ক্রমে সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্ম সাধনের প্রধান উপযোগী হওয়ায় আরোগ্যই শ্রেষ্ঠ লাভ ; অপিচ বাসনাই দুঃখের মূল, বাসনা দূর হইলে দুঃখ থাকে না এবং বাসনার নিবৃত্তিই যথার্থ সন্তোষ, সুতরাং সন্তোষই শ্রেষ্ঠ সুখ ; উদ্যোগ অধ্যয়ন ও আরোগ্য কেবল সন্তোষের দ্বারাই জ্ঞানের উপযোগী হয়।

যক্ষ কহিলেন, লোকমধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? কোন্ ধর্ম্ম নিত্যফল বিশিষ্ট? কি সংযত করিয়া লোকে শোক করে না? এবং কাহাদিগের সহিত সন্ধি করিলে তাহা জীর্ণ হয় না?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আনৃশংস্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ; ত্রয়ীধর্ম্ম নিত্যফল বিশিষ্ট ; লোকে মন সংযত করিয়া শোক করে না ; এবং সাধুদিগের সহিত সন্ধি করিলে তাহা জীর্ণ হয় না ; অর্থাৎ বিষয়-পরিত্যাগী ব্যক্তিগণ হইতে কোন প্রাণীর ভয় সম্ভাবনা না থাকায় সন্ন্যাস ধর্ম্মই উত্তম ধর্ম্ম ও সর্ব্বথা আশ্রয়ণীয় ; অকার, উকার ও মকার এই ত্রিমাত্রাত্মক প্রণবই ত্রয়ী, তদাশ্রিত ধর্ম্ম এই যে, উক্ত অকারাদির অর্থভূত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, আত্মার এই উপাধি ত্রয়ের পর পরটিতে পূর্ব্ব পূর্ব্বটির প্রবিলাপন দ্বারা অর্দ্ধমাত্রার্থ তুরীয় ব্রহ্মেতে অবস্থান ; সুতরাং মোক্ষের হেতু হওয়ায় এই ত্রয়ীধর্ম্মের ফলই অবিনাশী ; এ ধর্ম্ম লাভ করিবার উপায় কেবল মনের নিগ্রহ, কেন না তদ্দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া জীব শোক হইতে উত্তীর্ণ হয় ; পরন্তু কি প্রকারে মনকে নিগৃহীত করিতে হইবে তাহা জানিতে হইলে কৃপালু সাধুগণের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহাদিগের প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

যক্ষ কহিলেন, কি ত্যাগ করিয়া প্রিয় হয়? কি ত্যাগ করিয়া শোক করে না? কি ত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হয়? এবং কি ত্যাগ করিয়া সুখী হইতে পারে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অভিমান ত্যাগ করিয়া প্রিয় হয় ; ক্রোধ ত্যাগ করিয়া শোক করে না ; কাম ত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হয় ; এবং লোভ ত্যাগ

করিয়া সুখী হইতে পারে; অর্থাৎ অভিমানাদির পরিত্যাগই মনোনিগ্রহের প্রত্যক্ষ উপায়।

যক্ষ কহিলেন ব্রাহ্মণ, নট-নর্ত্তক, ভৃত্য ও রাজগণকে কি কি নিমিত্তে দান করে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মের নিমিত্তে ব্রাহ্মণগণকে, যশের নিমিত্তে নট-নর্ত্তকদিগকে, ভরণের নিমিত্তে ভৃত্যবর্গকে এবং ভয়ের নিমিত্তে রাজগণকে দান করিয়া থাকে; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অভিমানাদির পরিত্যাগ ধর্ম্মেরই ফল; পরন্তু পূর্ব্বে ধর্ম্ম-সাধন বলিয়া যে দানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলেই কার্য্যকারক হয়, অন্যকে নহে।

যক্ষ কহিলেন, লোক কোন্ বস্তুর দ্বারা আবৃত আছে? এবং কোন্ বস্তুর দ্বারা প্রকাশিত হয় না? কি নিমিত্তে মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে? এবং কি নিমিত্তেই বা স্বর্গে যায় না?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, লোক অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত আছেন এবং তমোগুণের দ্বারা প্রকাশিত হন না; লোকে লোভ বশত মিত্র গণকে পরিত্যাগ করে; এবং সঙ্গ হেতু স্বর্গে যায় না; অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে রজ্জুর স্বরূপ যেমন তিরোহিত থাকে, সেইরূপ জরা মরণ শোক মোহাদির আশ্রয়ভূত অজ্ঞান-কার্য্য স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা 'লোক' অর্থাৎ সাক্ষাৎ কারের বিষয়ীভূত আত্মা তিরোহিত আছেন, অতএব ঐ অজ্ঞান নাশের নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত প্রবিলাপন-রূপ ত্রয়ী-ধর্ম্মের আশ্রয় অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে; "দান-প্রভাবে মানাদির পরাজয় পূর্ব্বক মনকে নিগৃহীত করিলেই আত্যন্তিক দুঃখনাশ হইতে পারিবে, তবে আর ত্রয়ী-ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার প্রয়োজন কি?" এরূপ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে; অপিচ "সুষুপ্তি কালে উক্ত দেহ-দ্বয়ের প্রতীতি থাকে না, সুতরাং আপনা হইতেই অজ্ঞাননাশ হয়, তবে আর ত্রয়ী-ধর্ম্মের প্রয়োজন কি?" এরূপ নিশ্চয় করাও উচিত নহে, কেন না, 'তম' অর্থাৎ মূল অজ্ঞান রূপ মায়ার দ্বারা সুষুপ্তিকালেও আত্মা আবৃত থাকেন, সুতরাং প্রকাশিত হন না; অতএব অজ্ঞান-নাশের নিমিত্তে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই তিনটি শরীরকেই প্রকৃষ্টরূপে বিলীন করিতে হইবে; জ্ঞান ও অজ্ঞান, এই উভয় পদার্থেই যখন সম্পূর্ণ বিরোধ রহিয়াছে, তখন কেবল মনকে নিরুদ্ধ করিলেই অজ্ঞানকৃত সংসারের নাশ হইবে, ইহা কোন ক্রমে সম্ভাবিত হয় না, পরন্তু যেমন সর্পবাধ দ্বারা রজ্জুনিশ্চয় হইলে ভ্রান্তিমূলক ভয়ের সমূলে বিনাশ হয়, সেই রূপ দেহত্রয়-বাধে আত্ম-স্বরূপের প্রতীতি হইলেই সমূল সংসারের নাশ হইয়া থাকে; তবে যে লোকে অজ্ঞানবিনাশের অন্তরঙ্গ-সাধন শম-দমাদির সাহায্য পরিত্যাগ করে এবং সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পায় না, তাহার হেতু কেবল লোভ ও আসক্তি; অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে লোভ ও সঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জ্ঞান সাধন করাই বিধেয়।

যক্ষ কহিলেন, পুরুষ কি প্রকারে মৃত হয়? রাষ্ট্র কি প্রকারে মৃত হয়? শ্রাদ্ধ কি প্রকারে মৃত হয়? এবং কি প্রকারেই বা যজ্ঞ মৃত হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুরুষ দরিদ্র হইলেই মৃত হয়; রাষ্ট্র অরাজক হইলেই মৃত হয়; শ্রাদ্ধ শ্রোত্রিয়-হীন হইলেই মৃত হয়; এবং যজ্ঞ দক্ষিণাহীন হইলেই মৃত হয়; অর্থাৎ প্রাণ ভূমি-পতির সঞ্চার স্থান শরীর-রূপ রাষ্ট্র যেমন প্রাণ বিরহে অকিঞ্চিৎকর হয়, বেদবেদাঙ্গ-বেত্তা ব্রাহ্মণ নিকটে না থাকিলে শ্রাদ্ধ যেমন নিস্ফল হয় এবং দক্ষিণা না দিলে যজ্ঞ যেমন নিরর্থক হয়, সেই রূপ দরিদ্র পুরুষ লুব্ধচিত্ত এবং দানাদিতে অসমর্থ হওয়াতে জীবন্মৃত হইয়াই থাকে।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ কোন্ বস্তু দিক্, জল, অন্ন ও বিষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে? অপিচ শ্রাদ্ধের কাল কি বল, পরে জল পান কর ও লইয়া যাও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সাধু লোকেরাই দিক্, আকা-

শই জল; ইন্দ্রিয়ই অন্ন; প্রার্থনাই বিষ; এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের কাল; হে যক্ষ! আপনিই বা কি বিবেচনা করেন? অর্থাৎ বেদ-প্রমাণ-নিষ্ঠ সাধু ব্যক্তিরাই ব্রহ্মজ্ঞানের যথার্থ উপদেষ্টা, অতএব আচার্য্যের উপদেশ ক্রমে ব্রহ্মকে জানিতে হইবে। শ্রুতি প্রমাণানুসারে 'জল' শব্দে পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডাত্মক কার্য্যের অভিমানী চেতন ব্যষ্টি সমষ্টি জীব, এবং 'আকাশ' শব্দে অব্যাকৃত কারণের অভিমানী ঈশ্বর লক্ষিত হইতেছেন। কেবল উপাধি ভেদেই ইহাঁদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়, নতুবা যেমন "সেই এই দেবদত্ত" এই বাক্যে তদ্দেশ-গত তৎকালীন দেবদত্ত ও এতদ্দেশগত বর্ত্তমান-কালীন দেবদত্তের দেশ কালাদি উপাধি ভাগ পরিত্যাগ করিলেই সমস্ত ভেদ বিনষ্ট হইয়া কেবল দেবদত্তের স্বরূপ মাত্র প্রতীত হয়, তদ্রূপ 'জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব' এই উপাধি অংশ পরিত্যাগ করিলে উভয়ত্রই শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। এই উপাধি-ভেদ অপনীত করিবার উপায় কেবল ইন্দ্রিয়ের বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয় সকলের প্রবিলাপন। সলিলে নিক্ষিপ্ত লবণের ন্যায় উক্ত প্রবিলাপনও অনায়াস-সাধ্য; তবে যে অনায়াসে সিদ্ধ হয় না, তাহার কারণ কেবল 'প্রার্থনা' অর্থাৎ কাম। জন্ম মরণের হেতু হওয়াতে ঐ কামই বিষের ন্যায় অনর্থকর হইয়াছে, অতএব কাম পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক গুরূপদেশ সহকারে প্রপঞ্চ বিলাপিত করিয়া জীব ব্রহ্মের অভেদ সাক্ষাৎ করাই কর্ত্তব্য; কারণ শ্রদ্ধা সহকারে যাহা প্রদান করিতে হয়, তা-হার সময় কেবল 'ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ; যে কোন সময়ে সৎপাত্রলাভ হইবে, তখনই ধর্ম্ম জ্ঞানাদির শিক্ষা ও অনুষ্ঠান করা বিধেয়। হে যক্ষ! আপনি আমারে সাধনের সহিত ব্রহ্ম বিদ্যার কথা যে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যথামতি তাহার উত্তর করিলাম, অতঃপর আপনকার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি না? যদি থাকে, ব্যক্ত করুন।

যক্ষ কহিলেন, তপস্যা, দম, ক্ষমা ও লজ্জার কি কি উৎকৃষ্ট লক্ষণ কীর্ত্তিত হইয়াছে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তী থাকাই তপস্যা; মনের দমনই দম; শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব-সহি-ষ্ণুতাই ক্ষমা; এবং অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়াই লজ্জা।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! জ্ঞান, শম, দয়া ও আর্জ্জবের কি কি উৎকৃষ্ট লক্ষণ উদাহৃত হইয়াছে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তত্ত্বার্থের সম্যক্ বোধই জ্ঞান; চিত্তের প্রশান্ত ভাবই শম; সকলের সুখৈষী হও-য়াই দয়া; এবং চিত্তের সমভাব রাখাই আর্জ্জব।

যক্ষ কহিলেন, পুরুষদিগের দুর্জ্জয় শত্রু কে? এবং অনন্ত ব্যাধি কি? কীদৃশ পুরুষ সাধু বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন এবং কীদৃশ লোকই বা অসাধু বলিয়া স্মৃত হইয়াছে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্রোধই সুদুর্জ্জয় শত্রু; লো-ভই অনন্ত ব্যাধি; সর্ব্বভূতের হিতকর ব্যক্তিই সাধু এবং নির্দ্দয় লোকই অসাধু বলিয়া স্মৃত হই-য়াছে।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! মোহ, অভিমান, আলস্য ও শোকের কি কি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকাই মোহ; আপনাকে পূজ্য জ্ঞান করাই অভিমান; ধর্ম্ম কার্য্যে নিষ্ক্রিয় থাকাই আলস্য; এবং অজ্ঞান-কেই শোক বলা যায়।

যক্ষ কহিলেন, ঋষিরা স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, স্নান ও দা-নের কি কি উত্তম লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বধর্ম্মে নিশ্চল থাকাই স্থৈর্য্য; ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহই ধৈর্য্য; মনের মালিন্য-পরি-ত্যাগই স্নান, এবং প্রাণিগণকে রক্ষা করাই দান।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ পুরুষকে পণ্ডিত বলিয়া জানিতে হইবে? কাহাকে নাস্তিক বলা যায়? মূর্খ কে? কাম কি? এবং কোন্ বস্তুই বা মৎসর বলিয়া স্মৃত হইয়াছে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকেই পণ্ডিত বলিয়া জানিতে হইবে; যে 'পরলোক নাই' বলে সেই ব্যক্তিই নাস্তিক এবং তাহাকেই মূর্খ বলা যায়; সংসার-হেতু বাসনাই কাম; এবং হৃদয়ের তাপই মৎসর বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।

যক্ষ কহিলেন, অহঙ্কার, দম্ভ, দৈব ও পৈশুন্যের কি কি উত্তম লক্ষণ কীর্ত্তিত হইয়াছে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহৎ অজ্ঞানই অহঙ্কার; ধর্ম্ম-ধ্বজের উচ্ছ্রয়, অর্থাৎ লোক-মধ্যে বিখ্যাত হইবার উদ্দেশে ধ্বজের ন্যায় ধর্ম্মচিহ্ন সমস্ত উচ্ছ্রিত করাই দম্ভ; দানের ফলই দৈব; এবং পরের প্রতি দোষারোপ করাই পৈশুন্য; অর্থাৎ দর্প, দম্ভ ও খলতা পরিহার-পূর্ব্বক দৈবাধীন ও যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্ট হইয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের আচরণ করাই বিধেয়।

যক্ষ কহিলেন, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনটিই পরস্পর বিরোধী; নিত্যবিরুদ্ধ এই সকলের একত্র সমাবেশ কি প্রকারে হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পর বশানুবর্ত্তী হয়, তখন ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনটিরই একত্র সমাবেশ হয়; অর্থাৎ যখন অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম পারিব্রজ্য ধর্ম্মের ন্যায় ভার্য্যা-বিরোধী না হয় এবং যখন ভার্য্যা দানাদি বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা দ্বারা ধর্ম্ম-বিরোধিনী না হয়, তখন ধর্ম্মও অর্থ সমস্ত প্রসব করেন এবং ভার্য্যাও কাম পূরণ করে, সুতরাং তৎকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গেরই একত্র সমাগম হয়; অতএব 'ধর্ম্ম-বিরোধী অর্থ কাম সত্ত্বে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দুঃসাধ্য হয়' এরূপ নিশ্চয় করা উচিত নহে, প্রত্যুত 'গৃহস্থ দিগেরও ধর্ম্মদ্বারা মোক্ষাধিকার আছে' এইরূপ স্থির করাই যুক্তি যুক্ত।

যক্ষ কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! কোন্ ব্যক্তি অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়? আমি এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমারে ইহার উত্তর দাও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কোন নির্ধন যাচমান ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া যে 'নাই' এই কথা বলে, সেই ব্যক্তিই অক্ষয় নরকে গমন করে। বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, দেব ও পিতৃধর্ম্ম সমুদায়ে যে মিথ্যা বুদ্ধি করে, সেই ব্যক্তিই অক্ষয় নরকে গমন করে। ধন থাকিতেও যে ব্যক্তি লোভ বশত দান ভোগে বঞ্চিত হয়, এবং পশ্চাৎ 'নাই' এই কথা বলে, সেই ব্যক্তিই অক্ষয় নরকে গমন করে; অর্থাৎ আশা-সংহরণাদি আসুরিক ব্যবহার সমস্তই সংসার বন্ধনের হেতু।

যক্ষ কহিলেন, রাজন্! কুল, চরিত্র, বেদপাঠ বা বেদার্থের অবধারণ, কিসের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব হয়, ইহা সুন্দর রূপ নিশ্চয় করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তাত যক্ষ! শ্রবণ করুন; কুল, বেদপাঠ বা বেদার্থের অবধারণ ব্রাহ্মণত্বের প্রতি কারণ নহে; এক মাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের প্রতি কারণ সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের বিশেষ রূপ যত্ন-সহকারে সম্যক্ প্রকারে চরিত্র রক্ষা করা কর্ত্তব্য; কারণ যাহার চরিত্র ক্ষীণ না হয়, সে কিছুতেই ক্ষীণ হয় না, যে চরিত্রাংশে হত হয়, সেই ব্যক্তিই বাস্তবিক হত। অধ্যেতা, অধ্যাপক ও অপর শাস্ত্র-চিন্তকেরা ব্যসনী হইলে, তাহাদিগের সকলকেই মূর্খ বলা যায়; যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই পণ্ডিত। চতুর্ব্বেদ-বেত্তা ব্যক্তিও দুশ্চরিত্র হইলে শূদ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত হয় না; যিনি অগ্নিহোত্রপরায়ণ ও দান্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন।

যক্ষ কহিলেন, প্রিয়বচনবাদী কি লাভ করে? যে ব্যক্তি বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করে, সে কি লাভ করে? যে অনেকের সঙ্গে মিত্রতা করে, সে কি লাভ করে? এবং যে ধর্ম্মে রত থাকে, সে ব্যক্তিই বা কি লাভ করে বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রিয়বচনবাদী প্রিয় হয়; বিমৃশিতকার্য্য-কারী অধিক জয় করে; বহুমিত্র-কারী সুখে বাস করে; এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মে রত হয়, সে সদ্গতি লাভ করে।

যক্ষ কহিলেন, সুখী কে? আশ্চর্য্য কি? পথ কি? এবং বার্ত্তাই বা কি? আমার এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর কর, তোমার মৃত ভ্রাতৃগণ জীবিত হউক।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে জলচর যক্ষ! যে ঋণগ্রস্ত ও প্রবাসী না হইয়া আপনার গৃহে দিবসের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাগে শাকমাত্রও পাক করে, সেই ব্যক্তিই সুখী; অর্থাৎ অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্ট হওয়াই বিধেয়। সংসারে ভূরি ভূরি প্রাণিগণ প্রতি দিন যমালয়ে গমন করিতেছে, তথাপি অবশিষ্ট লোকেরা চিরস্থায়িত্ব ইচ্ছা করে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক আশ্চর্য্য কি আছে? অর্থাৎ দেহের বিনাশিত্ব অনুসন্ধান করিয়া অধিকৃত ভোগ সমস্তও পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমার্থ সাধনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। তর্কের নির্ণয় নাই; শ্রুতি সকল ভিন্ন ভিন্ন; এবং এমন একজনও ঋষি নাই যাঁহার মতটি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়; সুতরাং ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত রহিয়াছে, অতএব মহাজন যে পথে গিয়াছেন, তাহাই পথ; অর্থাৎ ধর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অভিলাষ হইলে, তর্ক, শ্রুতি ও ঋষিবাক্যসকলকে উপায় স্বরূপ অবলম্বন করিতে হয়; পরন্তু যখন তর্কের স্থিরতা নাই, শ্রুতি-সকল পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-বাদিনী এবং ঋষিগণের মত ভিন্ন ভিন্ন, তখন উক্ত অভিলাষ পূর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য; অতএব ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ-নিমিত্তে ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অনন্ত বিদ্যায় পরিশ্রম না করিয়া বহুজন-সম্মত মার্গেরই অনুসরণ করিবেক। অপিচ কাল এই মহামোহময় কটাহে রাত্রি ও দিবস রূপ ইন্ধন যুক্ত সূর্য্যরূপ অগ্নি দ্বারা মাস ও ঋতুরূপ দর্ব্বীর পরিঘট্টন সহকারে ভূতগণকে পাক করিতেছে, ইহাই বার্ত্তা; অর্থাৎ স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু সমস্ত উপভুক্ত হইলেও কিছুই যখন চিরস্থায়ী হয় না, তখন সর্ব্বথা বৈরাগ্য আশ্রয় করাই বিধেয়।

যক্ষ কহিলেন, হে পরন্তপ! তুমি যথার্থরূপে আমার প্রশ্ন-সকলের ব্যাখ্যা করিলে, এক্ষণে পুরুষের ব্যাখ্যা কর এবং যে মানব সর্ব্বধনের অধিকারী তাঁহারও লক্ষণ বর্ণন কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুণ্যকর্ম্ম-জনিত একটি শব্দ পৃথিবী ও আকাশকে স্পর্শ করে; যাবৎ পর্য্যন্ত সেই শব্দটি থাকে তাবৎ পর্য্যন্তই পুরুষ বলা যায়; আর যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয়, সুখ ও দুঃখ এবং অতীত ও অনাগত উভয়ই তুল্য, সেই মনুষ্যই সর্ব্বধনের অধিকারী; অর্থাৎ জীবের সকাম বা নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যে একটি কীর্ত্তি শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা ভূলোকে ও দ্যুলোকে সঞ্চরণ করে; যেপর্য্যন্ত সেই কীর্ত্তিশব্দের ক্ষয় না হয় সেই পর্য্যন্তই ঐ কর্ম্ম কর্ত্তা 'পুরুষ' অর্থাৎ শরীর-বাসী অথবা সজীব থাকে, পরে কর্ম্ম ফলের অবসানে পুনর্ব্বার ইহ লোকে পূর্ব্ববাসনানুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; তাহাতে সোপানারোহ-ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মকারীর মুক্তি হয়, এবং অবরোহ-ক্রমে সকাম কর্ম্মী বাসনাপাশে অধিকতর বদ্ধ হইতে থাকে; পরন্তু যে মানব সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানীর যথার্থ লক্ষণ ধারণ করেন এবং তিনিই সর্ব্বধনী, অর্থাৎ পূর্ণ-কাম।

যক্ষ কহিলেন, রাজন্! তুমি পুরুষের ব্যাখ্যা করিলে এবং যে মানব সর্ব্বধনের অধিকারী তাঁহারও লক্ষণ কীর্ত্তন করিলে; অতএব তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে একটিকে ইচ্ছা কর, তিনি জীবিত হউন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ! বিশাল-শালশাখীর ন্যায় সমুন্নত এই যে শ্যামবর্ণ লোহিত-লোচন সুদৃঢ়-বক্ষঃস্থল মহাবাহু নকুল, ইনিই জীবিত হউন।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! এই ভীমসেন তোমার প্রীতিপাত্র এবং অর্জ্জুন তোমাদিগের অবলম্ব স্থল; অতএব ইহঁাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি বিমাতৃপুত্র নকুলের জীবন ইচ্ছা করিতেছ কেন? যাঁহার বল দশ সহস্র মাতঙ্গের সহিত তুল্য, সেই ভীমকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি নকুলের জীবন ইচ্ছা করিতেছ? আরও দেখ, লোকে এই ভীম-

সেনকে তোমার প্রীতিভাজন বলিয়া নির্দ্দেশ করে; তবে কি অনুভব হেতু তুমি বিমাতৃপুত্রের জীবন ইচ্ছা করিতেছ? সকল পাণ্ডবেরাই যাঁহার বাহু-বলের সম্যক্ উপাসনা করেন, সেই অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি নকুলের জীবন ইচ্ছা করিতেছ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলেই বিনষ্ট করেন এবং রক্ষিত হইলেই রক্ষা করিয়া থাকেন; অতএব 'ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া আমাদিগকে যেন বিনষ্ট না করেন,' এই মনে করিয়াই আমি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি না। আনৃশংস্য পরমধর্ম্ম, এবং পরমার্থ অপেক্ষাও আমার অধিক্ অভিমত; আমি অবৈষম্যরূপ ঐ দয়া-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেই অভিলাষী হইতেছি; অতএব হে যক্ষ! নকুল জীবিত হউন। মানবেরা আমাকে "রাজা যুধিষ্ঠির সদা ধর্ম্মশীল" এই বলিয়া জানে; অতএব হে যক্ষ! নকুল জীবিত হউন, আমি স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইব না। আমার পিতার, কুন্তী ও মাদ্রী, এইদুই ভার্য্যা; ইহাঁরা উভয়েই পুত্রবতী থাকেন, ইহাই আমার নিশ্চিত অভিপ্রেত। আমার পক্ষে কুন্তী যাদৃশী, মাদ্রীও তাদৃশী; তাঁহাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র বিশেষ নাই; আমি মাতৃদ্বয়ের প্রতি সমান ভাব ইচ্ছা করি; অতএব হে যক্ষ! নকুল জীবিত হউন।

যক্ষ কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! তোমার অর্থ ও কাম, উভয় অপেক্ষাই যখন আনৃশংস্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমত হইল, তখন তোমার সকল ভ্রাতারাই জীবিত হউন।

যক্ষ-যুধিষ্ঠির-প্রশ্নোত্তরে দ্বাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর যক্ষের বচনক্রমে সেই পাণ্ডবেরা উত্থিত হইলেন, এবং সকলের ক্ষুধা ও পিপাসাও ক্ষণকাল-মধ্যে অপগত হইল। তখন যুধিষ্ঠির যক্ষকে সম্বোধিয়া কহিলেন, সরোবরে একচরণে দণ্ডায়মান অপরাজিত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কোন্ দেব? আপনারে যক্ষ বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে না। আপনি বসুগণের অগ্রগণ্য, বা রুদ্রগণের শ্রেষ্ঠ, কিম্বা মরুদ্গণের প্রধান, অথবা দেবরাজ ইন্দ্র হইবেন; কেননা আমার এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রত্যেকেই লক্ষলোকের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, ইহাঁদের সকলকেই একবারে নিহত করিতে পারে, আমি ঈদৃশ যোদ্ধাই দেখিতে পাই না; ইহাঁদিগের ইন্দ্রিয়-সকল এরূপ লক্ষিত হইতেছে, যেন ইহাঁরা নিদ্রান্তে সুখে জাগরিত হইলেন; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কি আমাদিগের কোন সুহৃদ, না আপনি আমাদের পিতা?

যক্ষ কহিলেন, হে তাত ভরতর্ষভ! আমি তোমার পিতা কঠোরপরাক্রম ধর্ম্ম, তোমার দর্শনেচ্ছু হইয়া সমাগত হইয়াছি; তুমি আমারে অবগত হও। যশ, সত্য, দম, শৌচ, আর্জ্জব, হ্রী, স্থৈর্য্য, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য, এই কয়েকটিকে আমার শরীর, এবং অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপস্যা, শৌচ ও অমৎসর এই কয়েকটিকে আমার দ্বার বলিয়া জান, যেহেতু তুমি নিত্যই আমার প্রীতিপাত্র। পূর্ব্বপুণ্যজনিত সৌভাগ্যক্রমে তুমি আত্মদর্শনের সাধনভূত শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধি, এই পঞ্চ-বিষয়ে অনুরক্ত হইয়াছ, এবং দেহীর অনুগত ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু, এই ছয়টিকেও সৌভাগ্যক্রমে জয় করিয়াছ; এই ছয়টির মধ্যে প্রথম দুইটি প্রথম বয়সেই আবির্ভূত হয়, মধ্যের দুইটি মধ্যম বয়সে উৎপন্ন হয় এবং শেষ দুইটি চরম বয়সে পরলোক প্রাপ্ত করাইবার উদ্দেশে উদিত হইয়া থাকে। হে অনঘ! তোমার কল্যাণ হউক, আমি তোমার পিতা ধর্ম্ম, এই নিমিত্তেই তোমারে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে এ স্থানে আগমন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার আনৃশংস্য-দ্বারা তুষ্ট হইলাম, অতএব তোমারে বর দান

করিব। হে নিষ্পাপ রাজেন্দ্র! তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি নিশ্চয়ই তোমারে তাহা প্রদান করিব, কেননা যেসকল পুরুষেরা আমার ভক্ত হন, তাঁহাদের কদাচ দুর্গতি থাকে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মৃগ যে ব্রাহ্মণের অরণীসহিত মন্থনদণ্ড লইয়া যাইতেছে, তাঁহার অগ্নি-সমস্ত বিলুপ্ত না হয়, ইহাই আমার প্রথম বর হউক।

যক্ষ কহিলেন, হে প্রভাব-সম্পন্ন কৌন্তেয়! তোমার পরীক্ষার্থে আমি মৃগবেশে সেই ব্রাহ্মণের অরণী-সহিত মন্থনদণ্ড হরণ করিয়াছিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ ধর্ম্ম "তোমারে এই বর প্রদান করিলাম; হে দেবসদৃশ! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর" ইহাই উত্তর করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমরা অরণ্যে বাস করত দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলাম, এক্ষণে ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত; এই ত্রয়োদশ বর্ষে কোন স্থানে বাস করিবার সময়ে যেন মনুষ্যেরা আমাদিগকে জানিতে না পারে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ ধর্ম্ম "তোমারে এই বর প্রদান করিলাম" ইহাই উত্তর করিলেন, এবং সত্যবিক্রম কুন্তীতনয়কে আরও আশ্বাস দিলেন, "হে ভারত! যদিও তোমরা স্বীয় স্বীয় রূপে এই সমগ্র মহীমণ্ডলে বিচরণ কর, তথাপি ত্রিভুবনমধ্যে কেহই তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে না। হে কুরূদ্বহগণ! তোমরা আমার প্রসাদে বিরাট নগরে গূঢ়ভাবে লোকের অপরিজ্ঞাত থাকিয়া এই ত্রয়োদশ বর্ষ অতিবাহিত করিবে। তোমাদিগের মধ্যে যাহার মনে যে প্রকার রূপ ধারণ করা সঙ্কল্পিত হইবে, তোমরা সকলেই ইচ্ছানুসারে সেই সেই প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারিবে। সংপ্রতি তোমরা অরণীসহিত এই মন্থনদণ্ড ব্রাহ্মণকে প্রদান কর; তোমাদিগের পরীক্ষার্থেই আমি মৃগরূপী হইয়া ইহা হরণ করিয়াছিলাম।—সৌম্য যুধিষ্ঠির! তুমি অপর অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, আমি তোমারে তাহা প্রদান করি; হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তোমারে বর সমস্ত প্রদান করত আমার তৃপ্তি হইতেছে না, অতএব হে পুত্র! তুমি অপ্রতিম মহৎ তৃতীয় বর গ্রহণ কর; হে রাজন্! তুমি আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছ, এবং বিদুরও আমার অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতঃ! আপনি সনাতন দেবদেব; আপনারে আমি যে সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম, ইহাই যথেষ্ট; সংপ্রতি আপনি তুষ্ট হইয়া আমারে যে বর প্রদান করেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব। হে বিভো! আমি যেন নিয়ত লোভ, মোহ ও ক্রোধের জয় করিতে পারি, এবং আমার মন যেন দান, তপস্যা ও সত্যেতে সতত অনুরক্ত হয়।

ধর্ম্ম কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি স্বভাবতই এই সমস্ত গুণে উপপন্ন হইয়াছ; তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, তথাপি এক্ষণে যে রূপ প্রার্থনা করিলে, তাহা পুনর্ব্বার তোমার সম্পন্ন হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, লোকভাবন ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং সুখসুপ্ত মনস্বী পাণ্ডবেরাও পরস্পর আলিঙ্গনাদি দ্বারা সমাগত হইলেন। সেই বীরগণ সকলেই গতক্লম হইয়া আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক সেই তপস্বী ব্রাহ্মণকে অরণীসহিত মন্থনদণ্ড প্রদান করিলেন। ভীমাদির সমুত্থান এবং পিতা ধর্ম্ম ও পুত্র যুধিষ্ঠিরের সমাগমরূপ এই কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহৎ উপাখ্যান পাঠ করিলে মনুষ্য বিজিতেন্দ্রিয়, বশী, পুত্র-পৌত্র-সম্পন্ন ও শতবর্ষ-পরমায়ুশালী হয়। যে মানবেরা এই শুভ উপাখ্যান বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহার মন অধর্ম্মে, সুহৃদ্-বিভেদনে, পরধন-হরণে, পরদার-মর্ষণে ও কৃপণভাবে কদাচ রত হয় না।

নকুলাদির জীবন-লাভে ত্রয়োদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সত্যবিক্রম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ধৃতব্রত মহাত্মা পাণ্ডবেরা ত্রয়োদশ বৎসরে প্রচ্ছন্ন-বেশে অজ্ঞাত বাস করিবার মানসে ধর্ম্মের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদিগের অনুরক্ত যে সমস্ত সংশিত-ব্রত বিদ্যাসম্পন্ন তপস্বিগণ বনবাসে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া একত্র বাস করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নিকটেও উক্ত অজ্ঞাত নিবাস বিষয়ে অনুমতি লইবেন মনে করিয়া সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে তখন এই কথা বলিলেন, "ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা যে কপটতা দ্বারা আমাদিগের রাজ্য হরিয়া লইয়াছে এবং বহু প্রকার অত্যাচার করিয়াছে, তৎসমুদায়ই আপনাদিগের বিদিত আছে। আমরা দ্বাদশ বৎসর অতি কষ্টে বনে বাস করিলাম, সংপ্রতি অজ্ঞাত বাসের নিয়মিত সময় ত্রয়োদশ বৎসর অবশিষ্ট আছে; অতএব আপনারা অনুজ্ঞা করুন, আমরা প্রচ্ছন্ন বাসে সেই ত্রয়োদশ বর্ষটি অতিবাহিত করি। দুষ্টাত্মা সুযোধন, কর্ণ ও শকুনি আমাদিগের অত্যন্ত বৈরী; তাহারা চর সমস্তও নিযুক্ত করিয়াছে এবং আপনারাও অবহিত আছে; অতএব তাহারা জানিতে পারিলে আমাদিগের আশ্রিত পৌর ও স্বজন-গণের বিষম অনিষ্ট করিবেক। হায়! আবার কি আমাদের সে অবস্থা ঘটিবে, যে, আমরা ব্রাহ্মণগণের সহিত সকলে স্বীয় রাষ্ট্রে স্বীয় রাজ্যে অবস্থিত হইব!" বিশুদ্ধস্বভাব ধর্ম্মতনয় রাজা যুধিষ্ঠির তখন এইরূপ কহিয়া দুঃখশোকার্ত্ত ও বাষ্প-গদ্গদ-কণ্ঠ হইয়া সংমূর্চ্ছিত হইলেন। পরে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের সহিত সমুদয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে আশ্বাসিত করিলেন।

অনন্তর ধৌম্য তখন নরপতিকে এই মহার্থযুক্ত বাক্য বলিলেন, "রাজন্! আপনি বিদ্বান্, দান্ত, সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয়; ঈদৃশ গুণসম্পন্ন মানবেরা কোন আপদেই প্রকৃষ্টরূপে মুগ্ধ হন না। মহাত্মা দেবতারাও শত্রুদিগের নিগ্রহার্থে নানা স্থানে প্রচ্ছন্নবেশে থাকিয়া বহুবার আপদ্ সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেখুন, ইন্দ্র শত্রুগণের বিনিগ্রহার্থে নিষধ দেশ প্রাপ্ত হইয়া তখন গিরিপ্রস্থাশ্রমে প্রচ্ছন্ন রূপে বাস করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বিষ্ণু বামনরূপে অদিতির গর্ব্ভে নিবসতি করিবার পূর্ব্বে হয়গ্রীব অবতার হইয়া দৈত্যগণের সংহারার্থে বহু কাল অজ্ঞাত ভাবে বাস করিয়াছিলেন; পরে ব্রহ্ম-রূপী বামনের আকারে প্রচ্ছন্ন হইয়া বিক্রমত্রয় সহকারে যে প্রকারে বলির রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, তাহাও আপনকার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। হুতাশন সলিলে প্রবেশ-পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া দেবগণের যে কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বৃত্তান্তও আপনি শ্রবণ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! হরি অরাতি বিনিগ্রহের উদ্দেশে প্রচ্ছন্নরূপে বাসবের বজ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহাও আপনি শুনিয়াছেন। হে তাত! হে অনঘ! ব্রহ্মর্ষি ঔর্ব্ব তৎকালে জননীর উরুদেশে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া দেবগণের উদ্দেশে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাও আপনকার শ্রুত হইয়াছে। হে তাত! উত্তমতেজা প্রভাকর এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে পৃথিবীর সর্ব্বভাগে বসতি করত সমুদয় শত্রুদিগকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়াছিলেন। অপিচ ভীমকর্ম্মা বিষ্ণু প্রচ্ছন্নরূপে দশরথের গৃহে বাস করত সংগ্রামে দশাননকে নিহত করিয়াছিলেন। মহাত্মারা নানাস্থানে এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়াই যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন; অতএব আপনিও সেইরূপে শত্রু জয় করিবেন।"

ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির ধৌম্যের সেই প্রকার বাক্য সমস্ত দ্বারা পরিতোষিত হইয়া শাস্ত্রবুদ্ধি ও স্ববুদ্ধি সহকারে স্থৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। অনন্তর বলশালিশ্রেষ্ঠ মহাবলসম্পন্ন মহাবাহু ভীমসেন বাক্য দ্বারা রাজাকে সর্ব্বতোভাবে হর্ষান্বিত করত এই কথা বলিলেন, "মহারাজ! গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় ধর্ম্মানুগত বুদ্ধির বশম্বদ হইয়া আপনকার মুখাবেক্ষায় কিছুমাত্র সাহস প্রকাশ করেন নাই। ভীমবিক্রম

নকুল সহদেবও সেই শত্রুদিগের বিধ্বংসনে সমর্থ; পরন্তু আমি ইহাঁদিগকে নিত্যই নিবারিত করিয়া রাখিয়াছি। ফলত, আপনি যাহাতে আমাদিগকে নিযুক্ত করিবেন, আমরা কোনক্রমে তাহা পরিত্যাগ করিব না; অতএব আপনি তৎসমুদায়ের বিধান করুন, আমরা শীঘ্র শত্রুবর্গকে পরাজিত করিব।"

ভীমসেন এই কথা বলিলে পর ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবগণের প্রতি পরম আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। সেই সমুদয় বেদজ্ঞ প্রধান যতি ও মুনিগণ পাণ্ডবদিগের পুনর্দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া যথান্যায়ে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক প্রস্থিত হইলেন। বিদ্যা-ও-বীর্য্য-সম্পন্ন ধনুর্দ্ধারী পঞ্চ পাণ্ডবেরাও উত্থিত হইয়া কৃষ্ণাকে লইয়া ধৌম্যের সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। সেই নরশার্দ্দূলেরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ, সকলেই মন্ত্রবিশারদ, এবং সকলেই সন্ধি ও বিগ্রহের কালজ্ঞ, সুতরাং পরদিন অজ্ঞাত বাসের নিমিত্তে উদ্যত হইয়া বিজনে পরামর্শ করিবার অভিপ্রায়ে সেই স্থান হইতে এক ক্রোশ অন্তরে আগমন-পূর্ব্বক মন্ত্রণার্থে সমুপবিষ্ট হইলেন।

পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাত বাসোদ্যোগে আরণেয় প্রকরণ ও চতুর্দ্দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১৪।

বনপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

7206

বনপর্ব্ব।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহতাব্ চন্দ্ বাহাদুর

কর্ত্তৃক
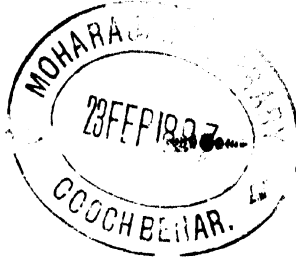
শ্রীযুক্ত গোপালধন চূড়ামণি দ্বারা অনুবাদিত ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ দ্বারা পরিশোধিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৮৭।

মহাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

প্রথমখণ্ডের সূচী সমাপ্ত।

মহাভারত।

বনপর্ব্ব।

MOHARAJAHS LIBRARY
23 FEB 1887
COOCHBEHAR.
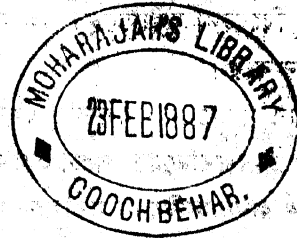
নারায়ণ ও নরোত্তম নর এবং সরস্বতীদেবীকে প্রণাম করিয়া জয় কীর্ত্তন করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও তাহাদিগের অমাত্যগণ-কর্ত্তৃক ছলদ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত ও সাতিশয় শত্রুতা সৃজনকারী সেই দুরাত্মগণের কথিত দুর্ব্বাক্য শ্রবণে কোপিত হইয়া কুরুকুল-বর্দ্ধন পাণ্ডুনন্দন অস্মৎ-প্রপিতামহগণ কি করিয়াছিলেন? এবং ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী সেই পৃথানন্দনেরা সহসা ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট ও অবিসহ্য দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে বনমধ্যে বিহার করিতেন? সেই বিপদ্-সময়ে কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের অনুগামী হইয়াছিল? কিরূপেই বা তাঁহাদিগের আহারাদি নিষ্পন্ন হইত? এবং সেই মহাত্মারা কিরূপ আচার অবলম্বন করিয়া কোথায় বাস করিতেন? হে ব্রাহ্মণবর! সেই শত্রুঘাতী শূর মহাত্মাদিগের কিরূপে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল? কিরূপেই বা নারী-প্রধানা রাজপুত্রী পতিব্রত-পরায়ণা মহাভাগ্যবতী সর্ব্বদা-সত্যভাষিণী সেই দ্রৌপদী দুঃখভোগে অনুপযুক্তা হইয়াও দারুণ বনবাস-জনিত যাতনাভোগে কালাতিপাত করিয়াছিলেন? হে তপোধন বিপ্র! আপনি এই সকল বিষয় আমার প্রতি বিস্তাররূপে বর্ণন করুন, সেই বহুধন বহুবীর্য্য পাণ্ডবগণের সমুদায় চরিত আপনার নিকট শ্রবণ করিতে আমার চিত্ত অত্যন্ত কুতূহলী হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য ও দুরাত্মা পুত্রগণ-কর্ত্তৃক দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত ও প্রকোপিত হইয়া পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুর হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা শস্ত্রধারণ-পুরঃসর দ্রৌপদীর সহিত সমৃদ্ধিযুক্ত পুরদ্বার দিয়া অভিনিষ্ক্রান্ত হইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রসেন-প্রভৃতি পঞ্চদশ জন রাজভৃত্য স্ত্রীগণকে লইয়া রথে আরোহণ-পূর্ব্বক দ্রুতবেগে তাঁহাদিগের পশ্চাদ্গামী হইলেন। পুরবাসী প্রজাগণ, পাণ্ডবেরা বন গমন করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া শোকাকুলচিত্তে পরস্পর মিলিত হইয়া অকুতোভয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুরকে বারংবার নিন্দা করত কহিতে লাগিল যে, যেস্থলে সুবলরাজার পুত্র শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের মতস্থ হইয়া পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন এই রাজ্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, সে স্থলে অস্মদাদি প্রজাগণ ও আমাদিগের এই সকল কুল ও গৃহসম্পত্তি-প্রভৃতি সকলই গিয়াছে। যেখানে পাপিষ্ঠদিগের সাহায্যে পাপী দুর্য্যোধন রাজ্য করিতে অভিলাষী হইয়াছে, সেখানে আমাদিগের কুল, আচার, ধর্ম্ম ও অর্থ, এ সকল কিছুই থাকিবে না, সুতরাং সুখের সম্ভাবনা কি? এই দুর্য্যোধন গুরুদ্বেষী, আচারভ্রষ্ট, সুহৃত্ত্যাগী, অর্থলোভী, গর্ব্বিত এবং নীচ ও নির্দ্দয়-প্রকৃতি; এব্যক্তি যেস্থলে নৃপতি হইল, সেস্থলে এই সম্পূর্ণা পৃথিবীই বিনাশ পাইবে; অতএব জিতে-

প্রিয়, জিতশত্রু, লজ্জাশীল, কীর্ত্তিমান্, ধর্ম্মাচার-পরায়ণ, করুণানিধান, মহাত্মা পাণ্ডবগণ যে দেশে গমন করিতেছেন, আমাদিগের সেই দেশে গমন করাই সাধু বিবেচনা হইতেছে; চল আমরা সেই দেশেই গমন করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রজাগণ এইরূপ কহিয়া কুন্তী ও মাদ্রী-নন্দনদিগের পশ্চাৎ গমন করিল। অনন্তর তাহারা তাঁহাদিগের সমীপস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, আপনাদিগের শুভ হউক, আপনারা এই দুঃখী প্রজাগণকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন? আপনারা যে স্থানে গমন করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন, আমরাও সেই স্থানে গমন করিব। অকরুণ শত্রুরা অধর্ম্মদ্বারা আপনকারদিগের রাজ্য দ্যূতক্রীড়ায় জয় করিয়া লইয়াছে, ইহা শুনিয়া আমরা সকলে অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছি; আমরা আপনকারদিগের ভক্ত, অনুরক্ত, সুহৃৎ এবং প্রিয়কার্য্য ও হিতাচরণে রত, অতএব আমাদিগকে ত্যাগ করা আপনাদিগের উপযুক্ত হয় না। আমরা কোন প্রকারে কুরাজার রাজ্যে বাস করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি না। হে নরশ্রেষ্ঠগণ! শুভাশুভসংসর্গে মনুষ্যদিগের যে গুণদোষ উৎপন্ন হয়, তদ্বিবরণ নিবেদন করি, আপনারা শ্রবণ করুন। যে প্রকার বস্ত্র, জল, তিল ও ভূমি, এই সকল বস্তু পুষ্পসমূহের সহবাসাধীন তত্তৎ পুষ্প-সৌরভে সৌরভান্বিত হয়, সেই প্রকার মনুষ্যের সদসৎসংসর্গে শুভাশুভ গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেহেতু মনুষ্যের মূঢ় ব্যক্তির সহিত নিত্য নিত্য সংসর্গ মোহরাশিকে উৎপন্ন করে, এবং সজ্জনের সহিত নিত্য নিত্য সংসর্গ, ধর্ম্মোৎপত্তির কারণ হয়; সেইহেতু শান্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের প্রাজ্ঞ, সুস্বভাবান্বিত, সাধুচরিত্র, বৃদ্ধ ও তপস্বিগণের সংসর্গ করা বিধেয়। যাঁহাদিগের বিদ্যা, কুল ও কর্ম্ম, এই তিনটি নির্ম্মল, তাঁহাদিগের সংসর্গ শাস্ত্রাধ্যয়ন অপেক্ষাও গরিষ্ঠহেতু তাঁহাদিগকেই সেবা করা বিধেয়। আমরা কোন বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিয়াও পুণ্যশীল সাধুদিগের সংসর্গে থাকিয়া পুণ্য লাভ করিতে পারিব; পাপিষ্ঠের উপসেবনা করিলে আমাদিগের পাপমাত্র লাভ হইবে। মনুষ্যেরা ধর্ম্মাচারী হইয়াও যদি অসাধু ব্যক্তির দর্শন কি স্পর্শন কিম্বা তাহার সহিত কথোপকথন অথবা একত্র বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহারা হীন হন, চিত্তশুদ্ধিরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। পুরুষের বুদ্ধি, নীচ ব্যক্তির সহিত সংসর্গে হীনা হয়, মধ্যম ব্যক্তির সংসর্গে মধ্যমা হয় এবং উত্তম ব্যক্তির সংসর্গে উত্তমা হয়। যে সকল সদ্গুণ বেদোক্ত, লোকাচার-প্রচলিত, শিষ্টসম্মত, ধর্ম্মকামার্থের উৎপাদক এবং লোকপ্রসিদ্ধ আছে, সে সমস্তই সঙ্ক্ষিপ্ত ও বাহুল্যরূপে আপনকারদিগের বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব আমরা স্ব স্ব কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া এতাদৃশ সদ্গুণ-সম্পন্নদিগের সমীপে বাস করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যেহেতু ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণ আপনারা আমাদিগের প্রতি স্নেহ ও কারুণ্যে বদ্ধ হইয়া আমাদিগের কোন গুণ না থাকাতেও আমাদিগকে গুণবান্ বলিয়া বর্ণন করিতেছেন, সেইহেতু আমরা ধন্য হইয়াছি। আমি আপন ভ্রাতৃগণের সহিত আপনকারদিগের প্রতি যাহা বিজ্ঞাপন করিতেছি, তাহা আপনারা আমাদিগের প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পা-বশত অন্যথা করিবেন না। হস্তিনাপুরে আমাদিগের পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, আমাদিগের জননী ও অন্যান্য যে কেহ সুহৃৎ আমাদিগের নিমিত্তে শোকবিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন, আপনারা আমাদিগের হিতকামনার্থ তাঁহাদিগের সকলকে অতিযত্নের সহিত পরিপালন করিবেন। আপনারা আমাদিগের বনসমাগম-নিমিত্ত সন্তাপিত হইয়া বহুদূর আগত হইয়াছেন, অতএব আমার বাক্যে আপনারা সকলে নিবৃত্ত হইয়া গৃহে গমন করত আমাদিগের আত্মীয়গণকে আপনাদিগের

নিকট আমাদিগের ন্যস্তস্বরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি স্নেহান্বিত বুদ্ধি রাখিবেন, তাহাতেই আপনাদিগের-কর্ত্তৃক আমাদিগের মনোগত পরম কার্য্য এবং সৎকার ও সন্তোষ করা হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সমস্ত প্রজা ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অনুমন্ত্রিত হইয়া, হা মহারাজ! হা মহারাজ! এই বলিয়া ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন; কি করিবেন, অনুমতিভিন্ন কেহই সঙ্গে যাইতে পারেন না; সুতরাং পার্থদিগের গুণসমূহ সংস্মরণ করত দুঃখার্ত্ত ও পরমাতুর হইয়া পাণ্ডবদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে বাসনা না থাকিলেও নিবৃত্ত হইতে বাধিত হইলেন। পুরবাসিগণ নিবৃত্ত হইলে পাণ্ডবেরা পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে, যেস্থলে প্রমাণ-নামক মহাবট বৃক্ষ ছিল, তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা যে সময়ে জাহ্নবীতীরবর্ত্তী উক্ত মহাবট-সমীপে আগত হইলেন, সেই সময়ে দিবাবসান হইল, সুতরাং সেই বীরগণ তথায় গঙ্গার শুদ্ধ সলিল স্পর্শ করত সেই রাত্রি সেই স্থানে বাস করিলেন। রাত্রিযোগে তাঁহাদিগের সলিলমাত্র ভিন্ন আর কিছুই আহার হইল না, এতদ্রূপ দুঃখে তাঁহাদিগকে তথায় সে রজনী বঞ্চনা করিতে হইল। তাঁহাদিগের প্রতি স্নেহবশত কতকগুলি সাগ্নি ও নিরগ্নি ব্রাহ্মণ স্ব স্ব শিষ্য ও বান্ধবগণসহ তাঁহাদিগের অনুগামী হইয়াছিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই ব্রহ্মবাদী দ্বিজগণে পরিবৃত হইয়া সাতিশয় সুশোভিত হইলেন। সেই দারুণ সন্ধ্যা সময়ও উক্ত ব্রাহ্মণগণের অনুষ্ঠিত প্রজ্বলিত হোমাগ্নিদ্বারা এবং বেদ ঘোষণা-পূর্ব্বক পরস্পর জল্পনাদ্বারা রমণীয় হইয়া উঠিল। সেই সকল বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ হংসের ন্যায় মধুর স্বরে কুরুপুঙ্গব যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার চিত্ত বিনোদন করত সমস্ত নিশা অতিবাহিত করিলেন।

প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত। ১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই রাত্রি প্রভাতা হইলে ভিক্ষান্নভোজী ব্রাহ্মণগণ উত্থিত হইয়া সেই বন-গমনোদ্যত অক্লিষ্টকর্ম্মা পাণ্ডবদিগের অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে তাদৃশরূপে দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিলেন, আমরা সম্প্রতি হৃতসর্ব্বস্ব, হৃতরাজ্য ও হৃতশ্রী হইয়াছি, এবং ফল, মূল ও আমিষ ভক্ষণ করত দুঃখে বন গমন করিব, অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনারা আমাদিগের সঙ্গে বহুদোষাকর ব্যাঘ্র সর্পাদি হিংস্রজন্তু-সেবিত অরণ্যে গমন করিলে আপনাদিগের তথায় সমূহ ক্লেশ ঘটিবে। ব্রাহ্মণেরা যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হন, তিনি দেবতা হইলেও তাঁহাকে অবসন্ন হইতে হয়, আমি ত মানুষ-ব্যতীত নহি, আমার আশ্রয়ে থাকিয়া আপনারা বনে ক্লেশ প্রাপ্ত হইলে অবশ্যই আমাকে অবসাদ পাইতে হইবে; অতএব আপনারা এই স্থান হইতে নিবৃত্ত হইয়া যথাভিলষিত স্থানে গমন করুন।

ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, মহারাজ! আপনাদিগের যে গতি, আমরাও সেই গতি প্রাপ্ত হইতে উদ্যত হইয়াছি; আমরা সদ্ধর্ম্মদর্শী ও আপনাদিগের ভক্ত, আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনাদিগের উপযুক্ত হয় না; দেখুন, ভক্তদিগের প্রতি দেবতারাও অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন, বিশেষত আমরা সদাচারী ব্রাহ্মণ, আমাদিগের প্রতি আপনাদিগের অনুকম্পা প্রকাশ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজগণ! আমারও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি সর্ব্বদা পরমভক্তি আছে, কিন্তু কি করি, সম্প্রতি সহায়হীন হওয়াতে আমাকে অবসন্ন হইতে হইয়াছে; এই আমার ভ্রাতৃগণ, যাঁহারা আপনকারদিগের পরিচর্য্যার্থ ফল, মূল ও মৃগমাংস-প্রভৃতি আহরণ করিবেন, ইহাঁরা শোকজ দুঃখে মোহিত হইয়াছেন; অন্যকর্ত্তৃক রাজ্যের অপহরণ ও দ্রৌপদীর অপমান-নিমিত্ত দুঃখে অতি কাতর

আছেন; অতএব এক্ষণে ইহাঁদিগকে ফলমূলাদি আহরণজন্য ক্লেশে নিযুক্ত করিতে আমার উৎসাহ হয় না।

ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, মহারাজ! আপনাকে আমাদিগের পোষণের নিমিত্তে চিন্তিত হইতে হইবে না, আমরা আপনাদিগের ভক্ষ্য আহরণ করিয়া কালাতিপাত করিব, ঈশ্বরানুধ্যান ও জপদ্বারা আপনকারদিগের কল্যাণ বিধানে তৎপর থাকিব, এবং অতি রমণীয় কথা কথনদ্বারা আপনকারদিগের সহিত পরিতোষ প্রাপ্ত হইব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ইহা হইলে আমি ব্রাহ্মণগণের সহিত নিরন্তর আমোদে থাকিতে পারি, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ন্যূনতাপ্রযুক্ত আমি আপনাকে যেন ধিক্কারস্থল দেখিতেছি। আপনকারা যে ক্লেশ পাইবার অযোগ্য হইয়াও আমার ভক্তি-বশত ক্লেশ স্বীকার করত স্বয়ং ভক্ষ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া আহার করিবেন, তাহা আমি কিরূপে দেখিতে পারিব? ধৃতরাষ্ট্রের পাপিষ্ঠ পুত্রগণকে ধিক্! যাহাদিগের দুষ্কর্ম্ম-বশত এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির শোকাভিভূত হইয়া ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ও সাঙ্খ্যযোগ-বিশারদ শৌনক-নামা এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ রাজাকে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! সহস্র সহস্র শোকস্থান ও শত শত ভয়স্থান নিত্য নিত্য মূর্খকেই আশ্রয় করে, পণ্ডিতকে আশ্রয় করিতে পারে না। যে কর্ম্ম জ্ঞানের বিরোধী, মোক্ষের বিঘ্নকর ও বহুদোষযুক্ত, এতাদৃশ কর্ম্মে আপনার তুল্য বুদ্ধিমন্ত পুরুষেরা আসক্ত হন না। মহারাজ! পণ্ডিতেরা যে বুদ্ধিকে সর্ব্বদুঃখবিঘাতিনী বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই শ্রুতি স্মৃতিসমবেতা অষ্টাঙ্গা বুদ্ধি আপনাতে অবস্থিতা আছে; সুতরাং ভবৎসদৃশ পুরুষের অর্থকষ্টে বা দুর্গমপথে কিম্বা আত্মীয়জনের আপৎকালে অথবা শারীরিক কি মানসিক দুঃখে বিষাদিত হওয়া উপযুক্ত হয় না। পূর্ব্বকালে মহাত্মা জনক আত্ম-স্থৈর্য্যকর যে সকল শ্লোক গান করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন্। এই জগৎ মন ও দেহ, এতদুভয়-জন্য দুঃখ-দ্বারাই পরিপীড়িত হইয়া থাকে; সেই মানসিক ও দৈহিক দুঃখের শান্ত্যুপায় সংক্ষেপ ও বিস্তারক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করিতে অবহিত হউন্। ব্যাধি, অনিষ্টাপাত, শ্রম এবং ইষ্ট বস্তুর অভাব, এই চতুর্ব্বিধ কারণে শারীরিক দুঃখ জন্মে। ঔষধাদি সেবনরূপ প্রতিকার ক্রিয়া-দ্বারা ব্যাধি, ও সতত চিন্তা পরিত্যাগরূপ যোগদ্বারা আধি নিবৃত্ত হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ বৈদ্যেরা প্রথমেই প্রিয়-কথন ও সুখভোগ্য বস্তু প্রদান-প্রসঙ্গ-দ্বারা রুগ্ন মনুষ্যদিগের মানসিক দুঃখের উপশম করিয়া থাকেন। যেরূপ প্রতপ্ত লৌহ-খণ্ডদ্বারা কলসস্থিত জল সন্তপ্ত হয়, সেইরূপ মানসিক দুঃখ-দ্বারাও শরীর উপতপ্ত হইয়া থাকে; অতএব জ্ঞানাম্বু-দ্বারা মানসিক দুঃখাগ্নি উপশম করাই বিধেয়; মানসিক সন্তাপ নিবারিত হইলেই শারীরিক তাপ উপশম প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যের স্নেহই দুঃখ, ভয়, শোক, হর্ষ, ও রাগ, এই সমস্তের কারণ হয়। স্নেহ হইতে বিষয়-ভাবনা ও বিষয়ানুরাগ, এই দুই মানসিক বিকার জন্মে। ঐ দুইটি বিকার তুল্যরূপে অকল্যাণপ্রদ হইলেও প্রথমোক্ত বিষয়-ভাবনাটি গুরুতর হয়। যেরূপ বৃক্ষের কোটরস্থিত অগ্নি বৃক্ষকে সমূলে নষ্ট করে, সেইরূপ মনুষ্যের অল্প বিষয়ানুরাগও ধর্ম্মার্থকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। মনুষ্য বিষয়-বিযুক্ত হইলে, তাহাকে ত্যাগী বলা যায় না; যে ব্যক্তি বিষয় সমাগমে তাহার দোষ আলোচনা করে, সেই ব্যক্তিকেই ত্যাগী বলা যায়; উক্ত ত্যাগী ব্যক্তিই বিরাগের ভাজন, দ্বেষহীন এবং স্বাধীন হইয়া থাকেন। অতএব ধনসঞ্চয় করিয়া মিত্রগণ হইতে স্নেহ লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে না এবং স্বীয় শরীরোৎপন্ন স্নেহকে জ্ঞানদ্বারা নিবারণ করিবে। যেপ্রকার পদ্ম-

পত্রে জল সংলগ্ন হয় না, সেই প্রকার নিত্য বস্তু প্রাপ্ত হইতে উন্মুক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ ও সংস্কৃতচিত্ত, প্রসিদ্ধ বিবেকী ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে স্নেহ সংলগ্ন হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বিষয়ানুরাগে অভিভূত হয়, সেই ব্যক্তির অন্তঃকরণে অভিলাষ উদিত হইয়া তাহাকে পীড়িত করে; অনন্তর তাহার চিত্তে বিষয়ভোগের ইচ্ছা জন্মে; তৎপরে ক্রমশ বিষয়তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঘোরা পাপীয়সী বিষয়তৃষ্ণাই মনুষ্যের নিত্য নিত্য উদ্বেগ-কারিণী এবং পাপ-কার্য্যে প্রবৃত্তিদায়িনী হয়; এই বিষয়তৃষ্ণাকে দুর্ম্মতি ব্যক্তিরা পরিত্যাগ করিতে পারে না; মনুষ্যের শরীর জীর্ণ হইলেও উহা কদাপি জীর্ণ হয় না; উহাকে প্রাণান্তিক রোগ বলা যায়; যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই সুখী হয়। এই বিষয়তৃষ্ণার আদি নাই, এবং অন্তও নাই; ইহা প্রাণীদিগের অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিয়া অযোনিজ অনলের ন্যায় তাহাদিগকে বিনাশ করে। যে প্রকার কাষ্ঠ স্বীয় অবয়ব হইতে উৎপন্ন অগ্নিদ্বারা বিনাশ পায়, সেই প্রকার অকৃতাত্মা মনুষ্য সহজাত লোভদ্বারা বিনষ্ট হয়। যদ্রূপ মৃত্যু হইতে প্রাণিমাত্রের সর্ব্বদা ভয় হয়, তদ্রূপ তস্কর, নৃপতি, অগ্নি, জল এবং স্বজন হইতে অর্থবান্ ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা ভয় হইয়া থাকে। যে প্রকার আমিষ দ্রব্য আকাশে থাকিলে পক্ষিগণ, ভূমিতে থাকিলে মাংসাশী জন্তুগণ, এবং জলে থাকিলে মৎস্যগণ ভক্ষণ করে, সেই প্রকার ধনাঢ্য ব্যক্তি সর্ব্বত্রই বিপদাপন্ন হয়। অর্থই অনেক মনুষ্যের অনর্থের মূল হইয়া থাকে; অতএব যে ব্যক্তি অর্থকে শ্রেয় বোধ করিয়া তাহাতে আসক্ত হয়, সে প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে মনুষ্যদিগের সমস্ত অর্থাগম লোভ ও মোহ-বৃদ্ধির কারণ, এবং কার্পণ্য, দর্প, অভিমান, ভয় ও উদ্বেগ, এই সকল দুঃখ এক অর্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেখুন, অর্থের উপার্জ্জনে যাদৃশ দুঃখাতিশয্য সহ্য করিতে হয়, তাহার রক্ষণাবেক্ষণে এবং বিনাশেও তাদৃশ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এমন কি, অর্থ অনেকের প্রাণ বিনাশেরও হেতু হইয়া থাকে। অর্থ হইতে দুঃখনিবারণনিমিত্তে যাহাদিগকে প্রতিপালন করা যায়, তাহারাও সেই অর্থহেতু শত্রু হইয়া দুঃখের কারণ হয়; অতএব অর্থনাশ-জন্য চিন্তা করা বিধেয় নহে। যাহারা মূর্খ হয়, তাহারা অসন্তোষে কাল যাপন করে; পণ্ডিতেরা নিয়ত সন্তোষ-সুধায় অন্তঃকরণ আর্দ্র রাখেন; কোন ব্যক্তিই কখন বিষয়তৃষ্ণার পার গমন করিতে পারে না, সুতরাং সন্তোষই পরম সুখ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ, জীবন, যৌবন, রূপ, রত্নসঞ্চয়, ঐশ্বর্য্য ও প্রিয় ব্যক্তির সহবাস, এই সকলকে অনিত্য জানিয়া তাহাতে অভিলাষ করেন না; অতএব ক্লেশ সহ্য করিয়াও অর্থসঞ্চয় পরিত্যাগ করা বিধেয়। যেহেতু সঞ্চয়কারী ব্যক্তিকে কখনই উপদ্রব-রহিত দেখা যায় না; সেইহেতু ধার্ম্মিক পুরুষেরা অর্থনিস্পৃহ ব্যক্তিকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের নিমিত্তে অর্থচেষ্টা করে, তদপেক্ষা বরং তাহার নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত, কেন না গাত্রলগ্ন পঙ্ক প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্ক স্পর্শ না করাই ভাল। যুধিষ্ঠির! যদি আপনার ধর্ম্মে স্পৃহা থাকে, তবে আপনি অর্থে নিস্পৃহ হউন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি কেবল ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণার্থে অর্থ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, লোভপ্রযুক্ত, কি নিজের উপভোগার্থ আমার অর্থকামনা নাই। আমার সদৃশ ব্যক্তি গৃহাশ্রমে থাকিয়া অনুগত ব্যক্তিদিগের ভরণপালন না করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? যেরূপ সমস্ত প্রাণীরই আত্মীয় পরিজনের প্রতি ভক্ষ্যাদি বিভাগ করিয়া দেওয়া প্রশস্ত হয়, সেইরূপ গৃহস্থের যতি ব্রহ্মচারী-প্রভৃতি পাকক্রিয়া-বর্জ্জিত ব্যক্তিদিগকে ভক্ষ্যাদি দ্রব্য প্রদান করা আবশ্যক হয়। যদিও

সাধু ব্যক্তিগণের গৃহে অতিথি ও অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে অন্য কোন দেয় দ্রব্য না থাকে, কিন্তু আসনার্থ তৃণ, বাসার্থ স্থান, পদধৌতাদিজন্য জল এবং সন্তোষার্থে প্রিয় বাক্য, এ সকলের অভাব কদাচ হয় না। গৃহস্থ ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে শয্যা, শ্রান্ত ও দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে আসন, তৃষিত ব্যক্তিকে জল এবং ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভোজন প্রদান করিবে। গৃহে অতিথি সমাগত হইলে তৎপ্রতি স্নিগ্ধনেত্রে দৃষ্টি করা, ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত মনে মনে প্রসন্ন হওয়া, সুমিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা, উত্থিত হইয়া আসন দেওয়া, গাত্রোত্থান করত তাঁহার অভিমুখে গমন করা ও ন্যায়ত তাঁহাকে অর্চ্চনা করা, এই সকল গৃহস্থের নিত্য ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান, বৃষভসংকার এবং পুত্র, কলত্র, ভৃত্য, জ্ঞাতি ও অতিথির ভরণপালন না করে, সেই ব্যক্তি উক্ত অধর্ম্মাচরণ-জন্য পাপে দগ্ধ হয়; অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি কেবল আপনার ভোজনার্থ পাক এবং পিতৃলোক, দেবলোক ও অতিথির উদ্দেশ-ভিন্ন বৃথা পশুবধ ও পিতৃলোক, দেবলোক ও অতিথিকে না দিয়া হিংসিত পশুর মাংস ভোজন করিবে না; প্রত্যুত সায়ং ও প্রাতঃকালে কুক্কুর, চাণ্ডাল ও পক্ষীদিগের নিমিত্তে ভূতলে অন্ন-নির্ব্বপণরূপ বৈশ্বদেব-নামক বলি প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ পিতৃ, দেব ও অতিথির ভোজনাবসানে যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তির অমৃতভোজন করা হয়। এই অতিথি-সেবনরূপ যজ্ঞে অতিথির প্রতি স্নিগ্ধনেত্রে অবলোকন ও মনের প্রসন্নতা এবং সুমিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ও অন্নপানাদি-দ্বারা উপাসনা, এই পঞ্চপ্রকার দক্ষিণা প্রদান করিবে। যে গৃহস্থ অপরিচিত পথশ্রান্ত ব্যক্তিকে বিনা কার্পণ্যে ভোজন করায়, সেই ব্যক্তি মহৎ পুণ্যফল লাভ করে। পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, যিনি গৃহাশ্রমে থাকিয়া এইরূপ সদাচার প্রতিপালন করেন, তাঁহার পরম ধর্ম্ম হয়। হে দ্বিজবর! ইহাতে আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা ব্যক্ত করুন।

শৌনক কহিলেন, হা কষ্ট! হা কষ্ট! এই সংসারের সমুদায় ভাবই বিপরীত; দেখুন, সাধু ব্যক্তি যে কর্ম্মদ্বারা লজ্জিত হন, অসাধু ব্যক্তি তাহাতেই প্রীতি লাভ করে। অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি মোহ ও রাগের বশম্বদ ও ইন্দ্রিয়ের প্রীতিজনক বিষয়ের অনুগামী হইয়া শিশ্ন ও উদরের চরিতার্থতা-নিমিত্তে বহু লোককে অন্নপানাদি প্রদান করিয়া থাকে। সেই অপ্রাজ্ঞ মনুষ্য, দুষ্ট ও উদ্ভ্রান্ত অশ্বগণ-কর্ত্তৃক বিষম পথে পাতিত সারথির ন্যায়, হরণকারী ইন্দ্রিয়গণ-কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ ও পরমার্থজ্ঞান-শূন্য হইয়া হৃত হয়। যখন ছয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় স্বীয় বিষয়ে পতিত হয়, তখন মনুষ্যের অন্তঃকরণে সেই বিষয়ভোগের সঙ্কল্প জন্মে; এইরূপে যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করিতে ধাবিত হয়, সেই ব্যক্তির তদ্বিষয়ভোগে কামনা ও প্রবৃত্তি জন্মে; তখন যেপ্রকার পতঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার রূপ-দর্শনে লুব্ধ হইয়া তাহাতে পতিত হয়, সেই প্রকার মনুষ্য বিষয়ভোগ-সঙ্কল্পের বীজস্বরূপ কামনা-দ্বারা বিষয়রূপ শরে বিদ্ধ হইয়া তত্তদ্বিষয়ভোগের লোভাগ্নিতে পতিত হয়। অনন্তর সেই মুগ্ধ ব্যক্তিরা যথাভিলষিত আহার বিহারদ্বারা মহামোহময় সুখে নিমগ্ন হইয়া আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারে না; সুতরাং অবিদ্যা, কর্ম্ম ও বিষয়তৃষ্ণাদ্বারা চক্রবৎ পরিভ্রান্ত হইয়া এই সংসার-মধ্যে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত ভূচর, খেচর, জলচর-প্রভৃতি ভূতযোনিতে পুনঃপুন জন্মলাভ করে। মহারাজ! অজ্ঞানী জীবদিগের গতি এইরূপই হইয়া থাকে।

যে সকল প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম অনুষ্ঠানদ্বারা মোক্ষলাভের ভাজন, তাঁহাদিগের গতি আমার নিকট শ্রবণ করুন। কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কর্ম্ম ত্যক্তব্য, এই উভয় প্রকার বেদবাক্য আছে, এই হেতু এই সমস্ত ধর্ম্ম অভিমানশূন্য হইয়া আচরণ

করিবে। যজন, বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যা, সত্যাচরণ, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও অলোভ, এই অষ্টপ্রকার পথ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটি পিতৃলোক-পথে নিরিষ্ট, এবিষয়ে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত আছে, তাহা অভিমানশূন্য হইয়া আচরণ করিবে; এবং শেষোক্ত চারিটি দেবযান বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহার অনুষ্ঠান সাধু ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। পরন্তু বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া উক্ত অষ্টাঙ্গরূপ সমুদায় ধর্ম্ম আচরণ করা বিধেয়। অতএব সংসার-বিজিগীষু অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সম্যক্ কামনা, সম্যক্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সম্যক্ ব্রতবিশেষাচরণ, সম্যক্ গুরুসেবন, সম্যক্ আহার-নিয়ম, সম্যক্ বেদাধ্যয়ন, সম্যক্ কর্ম্মসংন্যাস এবং সম্যক্ চিত্তনিরোধ করিয়া কর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। দেবতারা রাগদ্বেষ-রহিত হইয়াই ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন; রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইহাঁরা এই প্রকার যোগরূপ ঐশ্বর্য্যদ্বারাই এই প্রজাসমুদায়কে পালন করেন। হে কুন্তীপুত্র! আপনিও সম্পূর্ণরূপে শমপরায়ণ হইয়া তপঃসিদ্ধি ও যোগসিদ্ধি লাভ করিতে উদ্যুক্ত হউন। আপনি পুত্রোৎপাদনাদি-দ্বারা পিতৃ মাতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া পিতৃমাতৃময়ী সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মময়ী সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; অধুনা দ্বিজগণের ভরণ-নিমিত্তে তপস্যাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করুন। তপঃসিদ্ধ ব্যক্তি যাহা মনে করেন, তপঃপ্রভাবে তাহাই করিতে পারেন; অতএব তপস্যা আশ্রয় করিয়া স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির শৌনকোক্ত এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরোহিতকে আহ্বান-পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের মধ্যে কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! আমি বনগমনে উদ্যত হইলেও এই বেদবিশারদ ব্রাহ্মণগণ আমার সমভিব্যাহারী হইতেছেন, অধুনা ইহাঁদিগকে পোষণ বা দান করিতে আমার সামর্থ্য নাই, ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি; এবং ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিতেও পারি না; অতএব এবিষয়ে আমার কিরূপ কর্ম্ম করা উচিত, তাহা আপনি উপদেশ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধার্ম্মিকবর পুরোহিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের এই প্রস্তাব শ্রবণানন্তর মুহূর্ত্তকাল যোগদ্বারা তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া কহিলেন, পুরাকালে সবিতা রবি উৎপন্ন প্রাণিসকলকে অতিশয় ক্ষুধাপীড়িত দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি পিতার ন্যায় অনুকম্পান্বিত হন; সেই হেতু তিনি উত্তরায়ণে গমন-পূর্ব্বক স্বীয় রশ্মিদ্বারা বারি উদ্ধৃত করিয়া দক্ষিণায়নে প্রত্যাবর্ত্তন করত উষ্মতাদ্বারা পৃথিবীতে অবস্থান করেন। অনন্তর তিনি ক্ষেত্রে উষ্মরূপে অবস্থিত হইলে, ওষধিপতি চন্দ্র, সেই উদ্ধৃত বারিদ্বারা অন্তরীক্ষ হইতে মেঘ উৎপাদন করিয়া বারিবর্ষণ করত ওষধি উৎপন্ন করেন; সুতরাং ক্ষেত্রস্থ রবিই চন্দ্রতেজদ্বারা সিক্ত ও শস্যাঙ্কুররূপে নির্গত হইয়া ষড়্বিধ রসযুক্ত পবিত্র ওষধিরূপে পরিণত হন; ঐ ওষধি পৃথিবীমধ্যে প্রাণিগণের অন্ন হইয়া থাকে। যেহেতু অখিল জীবের প্রাণধারণের উপায়ভূত সমস্ত অন্নই আদিত্যের অনুগ্রহময় এবং সেই আদিত্যই সর্ব্বপ্রাণীর পিতৃস্বরূপ হইয়াছেন, সেই হেতু আপনি তাঁহার শরণাগত হউন। বিশুদ্ধকুলজাত মহাত্মা নৃপতিগণ সম্পূর্ণরূপে তপস্যা আশ্রয় করিয়াই প্রজাসমূহকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। দেখুন, ধৌম্য, কার্ত্তবীর্য্য, পৃথু ও নহুষ, এই সকল রাজারা তপস্যা, যোগ ও সমাধি অবলম্বন করিয়া প্রজাদিগকে আপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনিও বিশুদ্ধকর্ম্মা, আপনি সেই সকল রাজাদিগের ন্যায়, তপস্যা আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মত ব্রাহ্মণগণকে ভরণ করুন।

জনমেজয় কহিলেন, কুরুকুলচূড়ামণি রাজা যুধি-

ষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের নিমিত্তে অদ্ভুতদর্শন সূর্য্যকে কিরূপে আরাধনা করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি উপযুক্ত অবসর অবধারণ করুন, আমি অশেষরূপে তাহা কহিতেছি, আপনি শুচি ও সমাহিত হইয়া একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করুন। হে মহামতে! ধৌম্য-ঋষি, সুমহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট সূর্য্যের যে অষ্টাধিক শতনামাত্মক স্তব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। সূর্য্য, অর্য্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান্, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজ, আকাশ, বায়ু, পরায়ণ, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, শৌরি শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বৈশ্রবণ, যম, বিদ্যুৎ জঠর ও ইন্ধন সম্বন্ধীয় অগ্নি, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, সর্ব্বমলাশ্রয় কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সম্বৎসরকর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, শাশ্বত পুরুষ, যোগী, ব্যক্তাব্যক্ত, সনাতন, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশু, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত ভূতপতি, স্রষ্টা, সম্বর্ত্তক বহ্নি, সর্ব্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, কামপ্রদ ভানু, সর্ব্বতোমুখ, জয়, বিশাল, বরদ, সর্ব্বধাতুনিষেচিতা, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, প্রাণধারণ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, অদিতি-পুত্র আদিদেব, দ্বাদশাত্মা, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিপিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, এবং করুণান্বিত মৈত্রেয়; কীর্ত্তনীয় অপরিমিত-তেজস্বী সূর্য্যদেবের এই অষ্টাধিক শত নাম স্বয়ম্ভু-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। দেব, পিতৃ ও যক্ষগণের সেবিত, অসুর, নিশাচর ও সিদ্ধগণের বন্দিত এবং উত্তম সুবর্ণ ও হুতাশন-সদৃশ প্রভান্বিত ভাস্করকে হিতের নিমিত্তে প্রণিপাত করি। যে পুরুষ সূর্য্যোদয়কালে একাগ্রচিত্ত হইয়া এই স্তব পাঠ করেন, তিনি পুত্র, কলত্র, ধন, রত্নসঞ্চয় ও জাতিস্মরত্ব এবং সর্ব্বদা ধৃতি, ও মেধা প্রাপ্ত হন। মনুষ্য পরমদেব সূর্য্যের এই স্তব বিশুদ্ধ ও অচঞ্চল মনে কীর্ত্তন করিলে শোকরূপ অপার দাবাগ্নি হইতে মুক্তি এবং মনোভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির ধৌম্যের নিকট এইরূপ তৎকালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রতিপালনরূপ ধর্ম্মচিন্তা করত দৃঢ়নিয়ম ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া মনঃসংযমপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি পুষ্পোপহার বলিদ্বারা দিবাকরকে অর্চ্চনা করিয়া জলে অবগাহন করত আদিত্যাভিমুখ হইয়া থাকিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা জিতেন্দ্রিয় হইয়া যোগাবলম্বন ও বায়ুভক্ষণ করিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ-পূর্ব্বক প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানে কিয়ৎ কাল অতিবাহিত করিলেন; অনন্তর শুচি ও সংযত-বাক্ হইয়া আদিত্যের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ভানো! তুমি জগতের চক্ষু, তুমি সমস্ত দেহীর আত্মা, তুমি ভূতনিচয়ের উৎপত্তি-স্থান, এবং তুমিই সমুদায় ক্রিয়ানিষ্ঠগণের আচার। তুমি অখিলজ্ঞানীদিগের গতি, তুমি যোগিগণের পরম আশ্রয়, তুমি মোক্ষাভিলাষীদিগের অনাবৃত মুক্তি-দ্বার, এবং তুমিই সমস্ত লোক ধারণ করিয়া থাক। তোমা হইতে সমস্ত লোক প্রকাশ পায়, তোমা হইতে এই জগৎ শুদ্ধতা লাভ করে এবং তুমিই এই সমস্ত জগৎকে অকপটভাবে পালন করিয়া থাক। ঋষিগণ তোমাকে অর্চ্চনা করেন, এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব শাখোক্ত মন্ত্রদ্বারা যথাকালে তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, গুহ্যক ও পন্নগগণ বরপ্রার্থনায় তোমার গমনশীল দিব্য রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন। ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের সহিত ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্য দেবতা ও বৈমানিকগণ তোমার আরাধনা করিয়াই

সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ বিদ্যাধরগণ দিব্য মন্দার পুষ্পের মাল্যদ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিয়া শীঘ্র মনোরথ লাভ করিয়াছেন। গুহ্যকগণ এবং দিব্য ও মানুষ সপ্তসংখ্যক পিতৃগণ তোমার আরাধনা-প্রভাবেই আশু প্রধানত্ব প্রাপ্ত হন। বসুগণ, মরুদ্গণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরীচিপগণ, সিদ্ধগণ এবং বালিখিল্য-প্রভৃতি সকলেই তোমার নিকট প্রণত হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মলোকপ্রভৃতি সমুদায় সপ্ত লোকের মধ্যে এমত কোন বস্তু দৃষ্ট হয় না যে তাহাকে তোমা হইতে অতিরিক্ত বলা যায়। সংসারের মধ্যে বীর্য্যবিশিষ্ট অন্যান্য অনেক মহৎ প্রাণী আছে; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই তোমার তুল্য প্রভাব ও দীপ্তিশালী দৃষ্ট হয় না। সমস্ত জ্যোতি তোমাতে অবস্থান করে, তুমিই সমস্ত জ্যোতির পতি। সত্য, সত্ত্ব এবং অখিল সাত্ত্বিকভাব তোমাতেই বিদ্যমান আছে। ভগবান্ বিষ্ণু যদ্দ্বারা দৈত্যদিগের দর্প বিনষ্ট করেন, সেই সুনাভ চক্র তোমারই তেজদ্বারা বিশ্বকর্ম্মা-কর্ত্তৃক রচিত হয়। তুমি গ্রীষ্ম কালে স্বীয় রশ্মিদ্বারা সমুদায় দেহী, ওষধি ও রস-সমূহের তেজ আকর্ষণ করিয়া বর্ষা কালে পুনর্ব্বার মোচন কর। তোমার রশ্মিই তাপিত করে, ও দগ্ধ করে, এবং বর্ষা কালে মেঘরূপে পরিণত হইয়া গর্জ্জন, বিদ্যোতন ও বর্ষণ করে। তোমার কিরণ শীতবাতার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ সুখকর হয়, অগ্নি কি প্রাবার কিম্বা কম্বল সেরূপ সুখজনক হয় না। তুমি ত্রয়োদশ-দ্বীপবতী পৃথিবীকে নিজ-করদ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাক, তুমিই একাকী লোকত্রয়ের হিতার্থ প্রবৃত্ত হইতেছ। যদি সংসারে তোমার উদয় না হয়, তবে এই সমুদায় জগৎ একবারে অন্ধ হইয়া পড়ে, এবং মনীষিগণও ধর্ম্মার্থকামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তোমার প্রসাদেই অধ্যাধান, পশুবন্ধ, ইষ্টি, অন্তর্যজ্ঞ ও তপস্যাদি ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সহস্রযুগ-পরিমিত কাল ব্রহ্মার যে এক দিন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কালজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহার আদি ও অন্তরূপে তোমাকেই স্বীকার করেন। তুমি মনু, মনুপুত্র, মানব ও মন্বন্তরসমূহের সহিত সমুদায় জগতের ও সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর। সংহারকালে তোমার ক্রোধনিঃসৃত সম্বর্ত্তক-নামক অগ্নি এই ত্রৈলোক্য ভস্মসাৎ করত অবস্থিতি করে। তোমার রশ্মি হইতে উৎপন্ন নানা বর্ণে সুশোভিত মহামেঘগণ ঐরাবত ও অশনির সহিত উদিত হইয়া সমুদায় সংসার জলপ্লাবিত করিয়া থাকে; এবং তুমিই পুনর্ব্বার দ্বাদশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বীয় রশ্মিদ্বারা একার্ণব সমুদ্রকে সংহারপূর্ব্বক পরিশুষ্ক কর। আচার্য্যেরা তোমাকেই ইন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তন করেন; তুমিই বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, অগ্নি, সূক্ষ্ম মন, প্রভু ও শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপিত হও। পণ্ডিতেরা তোমাকে হংস, সবিতা, ভানু, অংশুমালী, বৃষাকপি, বিবস্বান্, মিহির, পূষা, মিত্র, ধর্ম্ম, সহস্ররশ্মি, আদিত্য, তপন, গোপতি, মার্ত্তণ্ড, অর্ক, রবি, সূর্য্য, শরণ্য, দিনকৃৎ, দিবাকর, সপ্তসপ্তি, ধামকেশী, বিরোচন, আশুগামী, তমোঘ্ন এবং হরিতাশ্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি অনির্ব্বিণ্ণ ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া সপ্তমী বা ষষ্ঠীতে তোমার পূজা করে, লক্ষ্মী তাহাকে ভজনা করেন। যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া তোমার অর্চ্চনা বন্দন করেন, তাঁহাদিগের আধি, ব্যাধি ও অন্য কোন আপৎ থাকে না। যাঁহারা তোমার ভাবে ভক্ত, তাঁহারা সমস্ত রোগ ও পাপ হইতে মুক্ত, সুখী এবং চিরজীবী হন। হে অন্নপতে! আমি সম্পত্তি শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক সকলের আতিথ্য-সৎকার সাধন করিবার নিমিত্তে অন্নকামুক হইয়াছি; তুমি আমাকে সম্পূর্ণরূপে অন্ন প্রদান কর। বিষ্ণুর বায়ুদি-প্রবর্ত্তক মাঠর, অরুণ ও দণ্ডপ্রভৃতি যে সকল অনুচরগণ তোমার পাদমূলাশ্রিত আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে বন্দনা করিতেছি, এবং নিগ্রহানুগ্রহকর্ত্রী ক্ষুভা, মৈত্রী ও গৌরীপ্রভৃতি ভূতমাতৃগণের শরণা-

পন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি, তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ লোকপাবন ভাস্করের স্তুতি করিলে দিবাকর তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া জাজ্বল্যমান হুতাশনের ন্যায় দীপ্যমান শরীরে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন, ও কহিলেন, হে নরাধিপ! তোমার মনের অভিলাষ-সমুদায় সিদ্ধ হইবে; আমি দ্বাদশ-বর্ষকাল তোমাকে অন্ন প্রদান করিব; তুমি আমার নিকট হইতে তাম্রনির্ম্মিতা এই স্থালী গ্রহণ কর; হে সুব্রত! অন্ন, ফল, মূল, শাক ও আমিষ-প্রভৃতি যে কিছু মহানসে সংস্কৃত হইবে, তাহা পাঞ্চালরাজনন্দিনী যে পর্য্যন্ত এই পাত্রদ্বারা পরিবেশন করিবেন, সেই পর্য্যন্ত চর্ব্ব্য চোষ্য-প্রভৃতি চতুর্ব্বিধরূপে অক্ষয় হইবে। তুমি চতুর্দ্দশ বর্ষে রাজ্য প্রাপ্ত হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ সূর্য্যদেব এইরূপ কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। যে ব্যক্তি যে বরের অভিলাষী হইয়া যুধিষ্ঠিরকৃত আদিত্যের এই স্তব সংযত ও একাগ্রচিত্তে পাঠ করে, আদিত্য তাহার প্রতি তাহা দুর্লভ হইলেও প্রদান করেন। যে কোন পুরুষ কিম্বা নারী ইহা নিত্য নিত্য ধারণ করে, কিম্বা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি পুত্রার্থী হইলে পুত্র, ধনার্থী হইলে ধন ও বিদ্যার্থী হইলে বিদ্যা লাভ করিতে পারে। নর কিম্বা নারী যে কেহ প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় এই স্তব পাঠ করে, সে আপদ্গ্রস্ত হইলে আপৎ হইতে ও বদ্ধ হইলে বন্ধন হইতে মুক্তি পায়, এবং সর্ব্বদা সংগ্রামে জয় ও বিপুল ধন প্রাপ্ত ও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং দেহান্তে সূর্য্যলোকে গমন করে। ব্রহ্মা এই স্তব পূর্ব্বে সুমহাত্মা ইন্দ্রকে, ইন্দ্র নারদকে এবং নারদ ধৌম্যকে প্রদান করেন; যুধিষ্ঠির ধৌম্যের নিকট হইতে ইহা লাভ করিয়া এতদ্দ্বারা সমস্ত কাম্য ফল প্রাপ্ত হন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির সূর্য্যের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করত ধৌম্যের চরণদ্বয় বন্দনাপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিলেন। হে প্রভো! অনন্তর তিনি দ্রৌপদীর সহিত রন্ধনশালায় গমন-পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া পাকক্রিয়া সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। যে অন্ন পাকনিষ্পন্ন হয়, তাহা স্বল্প হইলেও চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়রূপে চতুর্ব্বিধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও অক্ষয্য হয়। মহাত্মা যুধিষ্ঠির প্রতিদিন এইরূপে তদন্নদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া থাকেন; ব্রাহ্মণগণের ভোজনান্তে অনুজদিগকে ভোজন করাইয়া পরিশেষে আপনি ভোজন করেন; তাঁহার ভোজন হইলে দ্রৌপদীর ভোজন হয়; দ্রৌপদী ভোজন করিলে অন্নব্যঞ্জনাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়,— আর কিছুই থাকে না। দিবাকরতুল্য তেজস্বী প্রভু যুধিষ্ঠির দিবাকরের নিকট এইরূপ মনোভীষ্ট বরপ্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিলষিত অন্ন প্রদান করিতে লাগিলেন; এবং ভ্রাতৃগণের সহিত পুরোহিতের অনুবর্ত্তী হইয়া বিহিত তিথি, নক্ষত্র ও পর্ব্বে বিধিমন্ত্র-প্রমাণানুসারে যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা ধৌম্য-কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন ও ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া কাম্যক বনে গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ বনপ্রবেশ করিলে সুখোপবিষ্ট অম্বিকা-তনয় প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র সন্তপ্তচিত্ত হইয়া অগাধ-বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মাত্মা বিদুরকে বলিলেন, বিদুর! তুমি ভার্গবতুল্য বিশুদ্ধ-বুদ্ধিমান্, ধর্ম্মের পরমসূক্ষ্ম তাৎপর্য্যজ্ঞাতা এবং তোমার কুরুকুলের মধ্যে কাহারও প্রতি বৈষম্য নাই; অতএব তুমি এক্ষণে কৌরবগণের ও আমার যাহাতে হিত হয়, এমত পরামর্শ প্রদান কর। সম্প্রতি কৌরবদিগের যেরূপ অবস্থা উপস্থিত,

ইহাতে আমাদিগের আশু কর্ত্তব্য কি? পাণ্ডবদিগের বনগমন-জন্য উত্ত্যক্ত পুরবাসিগণ আমাদিগকে কিরূপে ভজনা করে; পাণ্ডবেরাই বা কিরূপে আমাদিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে না পারে, তুমি ইহার সদুপায় উপদেশ কর, কেননা কোন সাধুকর্ম্ম তোমার অবিদিত নাই।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! পুরুষের অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই ত্রিবর্গ ধর্ম্মমূলক হয়, পণ্ডিতেরা রাজ্যকেও ধর্ম্মমূলক বলিয়া থাকেন; অতএব আপনি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বশক্ত্যনুসারে স্বীয় সমস্ত পুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণকে প্রতিপালন করুন। হে কৌরব্য! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ও শকুনিপ্রভৃতি পাপাত্মগণ সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠিরকে সভায় আহ্বান করিয়া যে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় করিয়াছে, তাহাতেই সেই ধর্ম্ম বঞ্চিত হইয়াছেন। আপনার এই দুষ্কৃত-বিনাশের এই মাত্র উপায় দৃষ্ট হয়, যাহা অনুষ্ঠান করিলে আপনকার পুত্র নিষ্পাপ হইয়া লোকে সাধুরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে। আপনি পূর্ব্বে পাণ্ডবগণকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা প্রাপ্ত হইলে আপনার ধর্ম্মরক্ষা হইবে; কারণ, স্বীয় ধনে সন্তুষ্ট থাকা ও পরধনে অভিলাষ না করা রাজাদিগের পক্ষে পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত আছে। আপনি পাণ্ডবদিগের রাজ্য তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করুন, তাহা হইলে আপনাদিগের অযশ ও জ্ঞাতিভেদ নিবারিত হইবে, এবং ধর্ম্মও স্থিরতর থাকিবে। এক্ষণে যাহাতে পাণ্ডবদিগের সন্তোষ ও শকুনির অবমান হয়, এতাদৃশ কর্ম্মই আপনকার সকল কর্ম্মাপেক্ষা প্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; কারণ এরূপ করিলে আপনার পুত্রদিগের নষ্টাবশিষ্ট সৌভাগ্য প্রকাশ পাইবে; অতএব সত্বর হইয়া এই কার্য্য সম্পাদন করুন। যদি মদুপদিষ্ট এই কর্ম্ম না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কুরুকুল বিনাশ হইবে; কারণ, ভীমসেন বা অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে শত্রুকুলের শেষ রাখিবে না। হে রাজন্! যাহাদিগের অস্ত্রবিশারদ যোদ্ধা ফাল্গুন বাম দক্ষিণ উভয়হস্তে সমানরূপে শরাকর্ষণ করিতে সমর্থ, যাহাদিগের ধনু জগতের সার গাণ্ডীব এবং যাহাদিগের যোদ্ধা বাহুশালী ভীম, ত্রিভুবনমধ্যে তাহাদিগের কি কিছু অসাধ্য আছে? মহারাজ! আমি পূর্ব্বে আপনার পুত্রের জন্মমাত্রেই আপনাকে কুলের অহিতকর এই পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলাম, তখন আপনি ঐ হিতকর কার্য্য করেন নাই; এখনও আমি আপনকার হিত চিন্তা করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রাপ্য রাজ্য তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে কহিতেছি; যদি আপনি ইহা না করেন, তবে পশ্চাৎ আপনকাকে পরিতাপ পাইতে হইবে। যদি আপনার পুত্র পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত ও প্রীতিযুক্ত হইয়া রাজ্য করিতে সম্মত হয়, তবে আপনার প্রীতিলাভহেতুক পরিতাপের সম্ভাবনা নাই; নচেৎ আপনি উত্তরকালিক সুখের নিমিত্তে কুলের অহিতকর নিজ পুত্র দুর্য্যোধনকে নিগ্রহ করিয়া পাণ্ডুপুত্রকে রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করুন, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির বিমুক্তরাগ হইয়া ধর্ম্মত এই পৃথিবী শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত পার্থিবেরা সদ্যই বৈশ্যদিগের ন্যায় আমাদিগের উপাসনা করিবে। হে রাজন্! দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি প্রীতির সহিত পাণ্ডবদিগের সেবায় নিযুক্ত হউক, দুঃশাসন সভার মধ্যে ভীমসেন ও দ্রৌপদীর নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করুক, আপনি যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা করিয়া সমাদরের সহিত রাজ্যাভিষিক্ত করুন। মহারাজ! আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে ইহা ভিন্ন আর কি বলিব, আমি যাহা কহিলাম, আপনি এইরূপ করিলেই কৃতকার্য্য হইবেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বিদুর! তুমি এই সভায় পাণ্ডবগণ ও আমার নিমিত্তে তাহাদিগের হিত ও আমাদিগের অহিতজনক যে সমস্ত বাক্য বলিলে,

তাহা আমার মনোগত হইল না। তুমি এইরূপে কি কারণে একপ নিশ্চয় করিলে? তুমি পাণ্ডবদিগের হিতের নিমিত্তে এইরূপ বলাতে অদ্য আমার বোধ হইতেছে যে তুমি আমার হিতকারী নও; আমি তাহাদিগের নিমিত্তে কিপ্রকারে পুত্র ত্যাগ করিব? পাণ্ডবেরা আমারই পুত্র বটে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু দুর্য্যোধন আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সে আমার দেহস্বরূপ; এমতস্থলে পাণ্ডুপুত্র ও আমার পুত্র উভয়কে তুল্য বিবেচনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বলিতে পারে যে, তুমি পরের নিমিত্তে আপনার দেহ পরিত্যাগ কর? বিদুর! আমি তোমাকে অধিক মান্য করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি আমাকে সকলই নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া থাক; অতএব যেরূপ অসতী স্ত্রী নানা প্রিয় বাক্যে সুসান্ত্বিতা হইলেও স্বামীকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর, কিম্বা থাক, অথবা যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানে গমন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইহা কহিয়া সহসা গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর বিদুর, "ইহাঁর কুল আর থাকিল না," ইহা বলিয়া, যেস্থানে পাণ্ডবগণ ছিলেন, সেই স্থান-উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে ভরতকুলরত্ন পাণ্ডবগণ অনুগত-ব্যক্তিব্যূহের সহিত বনবাস-উদ্দেশে জাহ্নবীকূল পরিত্যাগ-পুরঃসর কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। সরস্বতী, দৃশদ্বতী ও যমুনা নদী সেবন করিয়া নিরন্তর বনে বনে পশ্চিমদিকে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পর্ব্বত-সমীপস্থ সমতলভূমিপ্রদেশে সরস্বতী নদীর কূলে মুনিজনপ্রিয় কাম্যকনামক বন দর্শন করিলেন। হে ভারত! অনন্তর তাঁহারা বহুমৃগপক্ষি-সেবিত সেই কাম্যক কাননে মুনিগণ-কর্ত্তৃক নিরন্ত পরিসান্ত্বিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত অধিবসতি করত সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিদুর পাণ্ডবদিগের দর্শন-লালসায় সর্ব্বদা ব্যগ্রচিত্ত হইয়া এক রথে আরোহণ-পূর্ব্বক সমৃদ্ধিযুক্ত সেই কাম্যক বনোদ্দেশে গমন করিলেন। অনন্তর শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত রথে তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, ধর্ম্মরাজ বিবিক্ত স্থানে দ্রৌপদী, ভ্রাতৃগণ ও ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সহিত উপবিষ্ট আছেন। সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠির বিদুরকে সহসা দ্রুত গমনে সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া ভ্রাতা ভীমসেনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! দৃষ্টি কর, বিদুর আবার এখানে অধুনা কি বলিবার নিমিত্তে আসিতেছেন? সুবলপুত্র কি পুনর্ব্বার আমার সহিত দ্যূতক্রীড়া অভিলাষ করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিবার নিমিত্তে ইহাঁকে প্রেরণ করিয়াছে? সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি কি অধুনা দ্যূতক্রীড়া-দ্বারা আমাদিগের অবশিষ্ট ধন অস্ত্রশস্ত্রগুলি জয় করিতে অভিলাষী হইয়াছে? হে ভীমসেন! কেহ আমাকে, এসো, বলিয়া আহ্বান করিলে, আমি গমন করিতে পরাঙ্মুখ হইতে পারি না; কিন্তু যদি আমাদিগের গাণ্ডীবের পক্ষে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে আমাদিগের রাজ্যপ্রাপ্তির আশাও থাকিবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপতে! অনন্তর পাণ্ডুপুত্রেরা সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া বিদুরকে গ্রহণ-পূর্ব্বক যথাযোগ্য সৎকৃত করিলেন। বিদুর পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া যথাযোগ্য রীতিক্রমে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর নরসিংহ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে বিগতশ্রান্তি দেখিয়া তাঁহার আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে বিস্তারক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন, হে অজাতশত্রো! আমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুপালিত, তাঁহাকে তিনি আহ্বান করিয়া যথাযোগ্য সম্মানপুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন

যে তুমি পক্ষপাতশূন্য হইয়া উপস্থিত ঘটনা-বিষয়ে যাহাতে পাণ্ডবদিগের ও আমার হিত হয়, এরূপ উপায় বল। অনন্তর আমি, যাহাতে সমস্ত কৌরব এবং ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে হিত ও পথ্য হয়, এমত উচিত উপদেশ করিলাম, তাহা তাঁহার রুচিকর হইল না; আমিও উক্তপ্রকার উপায়-ব্যতীত অন্য কিছু উপযুক্ত বিবেচনা করিলাম না। হে পাণ্ডু-পুত্রগণ! আমি ধৃতরাষ্ট্রকে যেরূপ উপদেশ-বাক্য কহিয়াছি, তাহাই পরম শ্রেয়স্কর; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। যেপ্রকার রোগার্ত্ত ব্যক্তির পথ্যান্নে রুচি হয় না, সেই প্রকার আমার কথিত-বাক্যে তাঁহার অভিরুচি হইল না। হে অজাত-শত্রো! যেপ্রকার বেদবিৎ ব্যক্তির ভার্য্যা দুশ্চরিত্রা হইলে তাহাকে সৎপথে আনয়ন করা যায় না; সেইরূপ ভরতকুল-প্রদীপ অম্বিকানন্দনকে শ্রেয়স্কর পথে আনয়ন করা নিতান্ত অসাধ্য। ষষ্টি-বর্ষ-বয়স্ক পতির প্রতি কুমারীর ন্যায় কোন প্রকারেই আমার হিতকর মন্ত্রণায় তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। হে রাজন্! যখন পদ্মপত্রে অভিষিক্ত নীরের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তক্ষেত্রে ঐ হিতকর বাক্য সংশ্লিষ্ট হয় নাই, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে কৌরব-কুল বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; রাজা ধৃতরাষ্ট্র কখনই শ্রেয় লাভ করিতে পারিবেন না। হে নরেন্দ্র! অনন্তর তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলিলেন, "হে ভারত! তোমার যে স্থলে শ্রদ্ধা হয়, তুমি সেই স্থলেই গমন কর, আমি এই পৃথিবী কিম্বা পুর রক্ষা করিবার নিমিত্তে আর তোমাকে চাহি না।" অতএব আমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তোমার প্রতি কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্তে এখানে আগমন করিলাম। পূর্ব্বে আমি সভাতে যে সকল উপদেশ-বাক্য তোমাকে কহিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে পুনর্ব্বার কহিতেছি, শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি-পালনে যত্নপর থাকিবে। যে ব্যক্তি শত্রু-কর্ত্তৃক তীব্র ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষমাবলম্বন করত সময় প্রতীক্ষা করে, সেই বুদ্ধিমান্ পুরুষ একাকীই অল্প-পরিমিত অগ্নিকে সম্বর্দ্ধিত করার ন্যায় সমগ্র পৃথিবী ভোগ করে। হে রাজন্! পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে সহায় প্রাপ্তি হইলে পৃথিবী প্রাপ্তি হয়; অতএব সহায় সংগ্রহের উপায় কহিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তির ধন সহায়গণের সহিত বি-ভক্ত করা না হয়, সহায়েরা তাহার দুঃখেরও অংশ গ্রহণ করে। হে পাণ্ডব! সহায়দিগের মঙ্গলে আপনার মঙ্গল বিবেচনা করিবে, এবং সহায়দিগের সহিত সত্য ব্যবহার, অনর্থক-বাক্য পরিত্যাগ ও তুল্য অন্নভক্ষণ এবং তাহাদিগের সমক্ষে আপ-নার গৌরব পরিহার করিবে; যে রাজা এইরূপ ব্যবহার করেন, তিনিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আর্য্য! আপনি যে রূপ কহি-লেন, আমি উৎকৃষ্ট বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া অপ্রমাদ-চিত্তে তৎ সমুদায় প্রতিপালন করিব, এবং দেশ-কা-লোচিত অন্য যে কোন পরামর্শ আপনি কহিবেন, আমি সে সমস্তও প্রতিপালনে যত্ন করিব।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভরতবংশাবতংস নরনাথ বিদুর পাণ্ডবদিগের আশ্রমে গমন করিলে মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পরিতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি বিদুরের সন্ধিবিগ্রহ-বিষয়ে সাতিশয় প্রভাব ও পাণ্ডবদিগের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি আলোচনা করিয়া সভার দ্বারে আগমন-পুরঃসর রাজেন্দ্রগণের সমক্ষে বিদুরকে স্মরণ করত সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর ক্ষণকাল-মধ্যে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া মহীতল হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সমীপস্থিত সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভ্রাতা বিদুর আমার পরম সুহৃৎ ও সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ধর্ম্ম, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শোকে যেন অতিবিদীর্ণ হইতেছে, অতএব তুমি আমার সেই

ধর্ম্মজ্ঞ ভ্রাতাকে আশু আনয়ন কর; ইহা কহিয়া সাতিশয় কাতরভাবে পরিদেবনা করিতে লাগিলেন। তিনি বিদুরকে স্মরণ করত শোকে মোহিত ও অনুতাপদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া ভ্রাতৃস্নেহ-হেতু সঞ্জয়কে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাপিষ্ঠ আমি ভ্রাতা বিদুরকে রোষ-প্রযুক্ত বহিষ্কৃত করিয়াছি; তিনি তাহাতে জীবিত আছেন কি না, তাহা তুমি শীঘ্র গমন করিয়া অবগত হও। অপরিমিত বুদ্ধিশালী পরমপ্রাজ্ঞ আমার সেই ভ্রাতা কখন কিঞ্চিন্মাত্র অল্প অপ্রিয় আচরণও করেন নাই; পরন্তু আমি তাঁহার প্রতি মহৎ অপ্রিয় ব্যবহার করিয়াছি, অতএব হে প্রাজ্ঞ সঞ্জয়! তুমি গমন করিয়া অন্বেষণ করত শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর; নতুবা তাঁহার শোকে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সম্মান করত তাহা স্বীকার-পূর্ব্বক কাম্যক কাননে প্রস্থিত হইলেন। তিনি অনতিবিলম্বে পাণ্ডবদিগের বাসস্থান কাম্যক বন প্রাপ্ত হইয়া তথায় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত, ভ্রাতৃগণ-দ্বারা অভিরক্ষিত, বিদুরের সহিত উপবিষ্ট, মৃগচর্ম্ম-পরিধায়ী যুধিষ্ঠিরকে দেবতা-মণ্ডলীর মধ্যস্থিত মহেন্দ্রের ন্যায় অবলোকন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরের সমীপে প্রত্যাসন্ন হইয়া তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিলে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, ইহাঁরা সকলেই সঞ্জয়কে উপযুক্ত সম্মান করিলেন। অনন্তর সঞ্জয় সুখোপবিষ্ট ও যুধিষ্ঠির-কর্তৃক কুশল জিজ্ঞাসিত হইয়া আগমনের হেতু প্রকাশ করত বিদুরকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! অম্বিকাতনয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন; আপনি অবিলম্বে তথায় গমন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জীবিত করুন; হে সাধূত্তম! আপনি নরশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন পাণ্ডবদিগকে সম্মত করিয়া রাজসিংহ ধৃতরাষ্ট্রের নিয়োগাধীন তাঁহার সন্নিধি গমনে প্রস্তুত হউন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বন্ধুবৎসল ধীমান্ বিদুর তাহা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ-পুরঃসর পুনর্ব্বার হস্তিনায় আগমন করিলেন। মহাতেজস্বী প্রতাপবান্ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে নিকটাগত জানিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া যে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, ইহা আমি স্বীয় সৌভাগ্যের ফল বিবেচনা করিলাম। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিমিত্তে অদ্য সমস্ত দিবা-রজনীতে নিদ্রিত না হইয়া আপনার দেহকে বিচিত্র দেখিতেছিলাম। অনন্তর তিনি বিদুরকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ-পূর্ব্বক পুনশ্চ কহিলেন, হে অনঘ! আমি রোষপ্রযুক্ত তোমার প্রতি যে সকল কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলাম, তাহাতে তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

বিদুর কহিলেন, হে রাজন! আপনি আমার পরম গুরু; আমি যখন আপনকার দর্শন-পরায়ণ হইয়া শীঘ্র এখানে আসিয়াছি, তখনই ক্ষান্ত হইয়াছি। হে নরব্যাঘ্র! ধর্ম্মশীল পুরুষেরা দীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে পক্ষপাতী হইয়া থাকেন, ইহাতে বিচারণা কর্ত্তব্য হয় না। হে ভারত! আমার পক্ষে পাণ্ডুর পুত্রেরা যেরূপ, আপনকার পুত্রেরাও সেইরূপ, কিন্তু সংপ্রতি পাণ্ডবেরা দীনভাবাপন্ন বলিয়াই তাহাদিগের প্রতি আমার বুদ্ধি পক্ষপাতিনী হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর মহাতেজস্বী দুই ভ্রাতা পরস্পর এইরূপ অনুনয় করত পরমাপ্যায়িত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন, বিদুর ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া পুনর্ব্বার হস্তিনায় আগত হইয়াছেন, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া পরিতাপিত হইল; এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইয়া শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিল, সম্প্রতি ধীমান্

ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী বিদ্বান্ বিদুর পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইয়াছেন, ইনি পাণ্ডবদিগের সুহৃৎ ও হিতৈষী; অতএব তিনি পাণ্ডবগণকে প্রত্যানয়ন করাইবার নিমিত্তে যে কাল পর্য্যন্ত মহারাজের বুদ্ধিকে আকর্ষণ না করেন, সেই কাল পর্য্যন্ত তোমরা আমার হিতার্থে কোন এক সুমন্ত্রণা স্থির কর। যদি আমি পাণ্ডবদিগকে হস্তিনায় পুনঃপ্রত্যাগত দেখি, তবে প্রতিবন্ধরহিত হইয়া অনাহারে শুষ্ক হইব; এমন কি, বিষপান কি উদ্বন্ধন কি শস্ত্রাঘাত কিম্বা অগ্নি-প্রবেশ-দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তথাপি এখানে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন দেখিতে পারিব না।

শকুনি কহিলেন, হে রাজন্! তুমি কি নিমিত্তে মূঢ়বুদ্ধি অবলম্বন করিলে? পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বনে গমন করিয়াছে; তাহারা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হইতেই যে আগমন করিবে, এমত কখনই সম্ভবে না। হে তাত! পাণ্ডবেরা সকলেই সত্যভাষী, তাহারা সত্য-রক্ষার্থ তোমার পিতার অনুরোধ-বাক্য কদাচ গ্রহণ করিবে না। যদিও গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করত পুনর্ব্বার হস্তিনাপুরে সমাগত হয়, তবে আমরা এইরূপ ব্যবহার করিব যে, সকলে মধ্যস্থ ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মতানুবর্ত্তী থাকিয়া গোপনে তাহাদিগের নানাপ্রকার ছিদ্রানুসন্ধানে প্রযত্নপর হইব।

দুঃশাসন কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ মাতুল! আপনি যখন যে প্রকার পরামর্শ বলেন, তাহাতে আপনার বুদ্ধিই আমার রুচিকর হয়।

কর্ণ কহিলেন, রাজন্! আমরা সকলেই আপনার অভিপ্রেত কার্য্য আলোচনা করিয়া থাকি, এবং এ বিষয়ে আমাদিগের সকলেরই এক মত হইয়াছে। সেই সকল ধীরগণ কালনিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া হস্তিনায় আগমন করিবেন না; যদিই মোহ-প্রযুক্ত আগমন করেন, তবে আপনি পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে দ্যূতক্রীড়ার জয় করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া অনতিহৃষ্টমনে শীঘ্র তাঁহাদিগের প্রতি পরাঙ্মুখ হইলেন। কর্ণ তাহা জানিতে পারিয়া শোভন নয়ন-যুগল প্রসারণ-পূর্ব্বক ক্রোধে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালন করিয়া দুঃশাসন, শকুনি ও দুর্য্যোধনের প্রতি কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্যগণ! আমার যে অভিপ্রায়, তাহা শ্রবণ কর। আমরা সকলেই রাজা দুর্য্যোধনের নিকট কিঙ্করের ন্যায় কৃতাঞ্জলিহস্ত, অতএব আমাদিগের অবশ্যই ইহাঁর প্রিয়াচরণ কর্ত্তব্য; কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অধীন হওয়াতেই তাহা আমরা করিতে পারিতেছি না; পরন্তু এইক্ষণে তাঁহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই চল আমরা সকলে মিলিত ও বদ্ধসন্নাহ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক বনস্থিত পাণ্ডবদিগকে হনন করিতে রথারোহণে গমন করি। তাহারা আমাদিগের প্রহারে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া অবিদিত গতি প্রাপ্ত ও শান্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও আমরা সকলেই নির্ব্বিবাদে থাকিতে পারিব। আমি বিবেচনা করি যে তাহারা খিন্ন, শোকাভিভূত ও মিত্র-বিহীন থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে জয় করিতে পারা যাইবে।

কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ-পূর্ব্বক পুনঃপুন প্রশংসা করত তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে উৎসাহান্বিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণ-পুরঃসর পাণ্ডবদিগের বিনাশার্থ কৃত-নিশ্চয় হইয়া নির্গত হইলেন। বিশুদ্ধাত্মা প্রভু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিব্যচক্ষুর্দ্বারা দর্শন করত তাঁহাদিগকে পাণ্ডব-বিনাশে গমনোদ্যত জানিয়া তথায় আগমন করিলেন। পরে লোক-পূজিত সেই ভগবান্ তাহাদিগের সকলকে নিষেধ করিয়া সুখোপবিষ্ট প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে আসিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

ব্যাস কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র! সমস্ত

কৌরবের পক্ষে যাহাতে পরম হিত হয়, তাহা তোমার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাবাহো! পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধন-প্রভৃতির প্রতারণা-দ্বারা পরাজিত হইয়া যে বনে গমন করিয়াছেন, তাহাতে আমি প্রীত হই নাই। তাঁহারা ত্রয়োদশ বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে এই সকল ক্লেশ স্মরণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া কৌরবকুলের উপর বিষ বর্ষণ করিবেন, অতএব তোমার পুত্র দুর্য্যোধন কেন তাহাদিগের প্রতি সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ্য-নিমিত্তে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে? সে অতিশয় মন্দবুদ্ধি ও পাপাত্মা; সেই মূঢ়কে তুমি সম্পূর্ণরূপে নিবারণ কর, সে উক্তরূপ নিদারুণ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হউক, নতুবা বনস্থিত পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিতে অভিলাষ করিলে আপনিই বিনষ্ট হইবে। প্রাজ্ঞ বিদুর, ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ, এবং আমরা যেরূপ সাধু, তুমিও সেইরূপ। হে মহাপ্রাজ্ঞ! স্বজনের সহিত যে বিগ্রহ, তাহা অতিগর্হিত, অধর্ম্ম্য ও অযশস্কর; এতাদৃশ কর্ম্ম হইতে তোমার নিবৃত্ত হওয়াই উচিত। হে ভারত! পাণ্ডবদিগের প্রতি দুর্য্যোধনের যেরূপ দৃষ্টি, তাহা তুমি উপেক্ষা করিলে মহতী অনীতি ঘটনা হইবে। অথবা তোমার পুত্র মূঢ়বুদ্ধি দুর্য্যোধন সহায়-রহিত হইয়া একাকীই পাণ্ডবগণের সহিত বনে গমন করুক; তাহাতে যদি তাহাদিগের সংসর্গাধীন তোমার পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মে, তাহা হইলে, তুমি অবিলম্বেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। কিন্তু ইহা দুর্য্যোধনের মনোগত হওয়া অসম্ভব বিবেচনা হইতেছে, কারণ, শ্রুত আছে যে জন্মকালাবধি যাহার যে স্বভাব হয়, সে না মরিলে তাহার তাহা অপগত হয় না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই উপস্থিত-বিষয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর, ইহাঁরা কি বিবেচনা করেন? তুমিই বা কি স্থির করিয়াছ? যাহা উচিত হয়, তাহা অগ্রেই কর্ত্তব্য, নতুবা মহান্ অনর্থ ঘটিবে।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ভগবন্! আমার দ্যূতক্রীড়া-জন্য এই ব্যাপারে অভিপ্রায় ছিল না, বোধ হয়, বিধাতাই আমাকে আকর্ষণ করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। এই দ্যূতক্রীড়ায় ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও গান্ধারী, ইহাঁদিগেরও ইচ্ছা ছিল না; কেবল মোহ-বশতই ইহা সঙ্ঘটিত হইয়াছে। হে ভগবন্ প্রিয়ব্রত! আমি দুর্য্যোধনকে বিমূঢ় জানিয়াও পুত্রস্নেহ-প্রযুক্ত পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

ব্যাস কহিলেন, হে নরনাথ বিচিত্রবীর্য্য-নন্দন! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্যই বটে; আমরাও পুত্রকে উৎকৃষ্ট বলিয়া দৃঢ়রূপে জানি; পুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর নাই। সুরপতি ইন্দ্র সুরভির অশ্রুমোচন দেখিয়া অন্য কোন প্রচুর সমৃদ্ধ অর্থকেও পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। হে নরনাথ! এবিষয়ে ইন্দ্র ও সুরভির সম্বাদরূপ এক উত্তম মহৎ আখ্যান তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একদা দেবলোকস্থিতা গো-মাতা সুরভি রোদন করিতেছিলেন, ইন্দ্র তাঁহাকে রোদন-পরায়ণা দেখিয়া করুণা প্রকাশ-পূর্ব্বক কহিলেন, হে শুভে! তুমি কি নিমিত্তে রোদন করিতেছ? দেবতাদিগের কুশল ত? কিম্বা মনুষ্য কি নাগলোকে কোন অমঙ্গল ত হয় নাই? তোমার এই রোদন অল্পকারণ-সম্ভূত নহে।

সুরভি কহিলেন, হে ত্রিদশাধিপ! আমি তোমার কোন অমঙ্গল দৃষ্টি করি নাই, পরন্তু আমার নিজ-পুত্রের নিমিত্তে শোক উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতেই আমি রোদন করিতেছি। দেখ, কৃষককগণ ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল মৎপুত্রকে লাঙ্গলদ্বারা পীড়িত করিয়া প্রতোদ-দ্বারা প্রহার করিয়া থাকে; হে দেবেন্দ্র! তাহাতে আমার পুত্র বিষণ্ণ ও সোৎকণ্ঠ হইলেও তাহাদিগকে আঘাত করে; এ নিমিত্তে আমার অন্তঃকরণ ঐ পীড়িত পুত্রের প্রতি কৃপান্বিত ও উদ্বিগ্ন হইতেছে। হে বাসব! আরও দেখ, একটি

বৃষ বলিষ্ঠ-হেতু অধিকরূপে ভার বহন করে, অন্যটি দুর্ব্বল, কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত-প্রযুক্ত অতিকষ্টে বহন করিয়া থাকে, কিন্তু কৃষকেরা তাহাকে ঐ বলিষ্ঠ বৃষের সহিত সংযুক্ত করিয়া তুল্যরূপে বহন করাইবার নিমিত্তে প্রতোদ-দ্বারা হনন পীড়ন করিলেও সে তদ্রূপ বহন করিতে পারে না; এই নিমিত্তে আমি তাহার শোকে পীড়িতা ও সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতেছি; ইহাতেই আমার নয়নদ্বয় হইতে করুণাশ্রু-মোচন হইতেছে।

ইন্দ্র কহিলেন, হে শোভনে! তোমার সহস্র সহস্র পুত্র সর্ব্বদা কৃষকগণ-কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া থাকে, ইহাতে তুমি একটি পুত্রকে পীড়িত দেখিয়া কি হেতু কৃপাপরায়ণা হইতেছ?

সুরভি কহিলেন, হে শক্র! যদিও আমার সহস্র সহস্র পুত্রের প্রতিই সমান ভাব আছে, কিন্তু দীন ও সচ্চরিত্র পুত্রের প্রতি অধিক কৃপা জন্মে।

ব্যাস কহিলেন, হে কুরুনন্দন! ভগবান্ পাকশাসন সুরভির ঐ কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন, এবং পুত্রকে জীবন অপেক্ষাও অধিক প্রীতিপাত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন; অনন্তর সহসা ঘোরতর সলিল-বর্ষণদ্বারা কৃষকদিগের কৃষিকার্য্যের বিঘ্নকর হইলেন। হে রাজন্! গোমাতা সুরভি যেরূপ কহিয়াছিলেন, সেইরূপ তোমারও সকল পুত্রের প্রতি সম ভাব এবং তন্মধ্যে যাহারা দীন, তাহাদিগের প্রতি অধিক কৃপা হউক। হে পুত্র! পাণ্ডু আমার যাদৃশ পুত্র, তুমি এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরও আমার তাদৃশ পুত্র; এই নিমিত্তে স্নেহহেতু যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার একশত এক পুত্র, আর পাণ্ডুর পাঁচটি মাত্র পুত্র, তাহারাও চিরকাল মৃদু ও অতিদুঃখী; অতএব তাহারা কিরূপে জীবন ধারণ করিবে, ও কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, ইহা ভাবিয়া তাহাদিগের নিমিত্তে আমার মন অত্যন্ত পরিতাপিত হইতেছে। হে পার্থিব! তুমি যদ্যপি সমস্ত কৌরবের জীবন ইচ্ছা কর, তবে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ শান্তি করুক।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনে! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা আমিও জানি, এবং এই সকল নরাধিপেরাও জানেন। কুরুকুলের হিত বিষয়ে সাধু বলিয়া যাহা আপনার অভিপ্রেত, বিদুর, ভীষ্ম ও দ্রোণ আমাকে তাহাই কহিয়াছেন। যদি আমি আপনার অনুগ্রাহ্য হই, এবং কুরুকুলের প্রতি আপনার দয়া থাকে, তবে আপনি আমার পুত্র দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে শিক্ষাপ্রদান করুন।

ব্যাস কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষি পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে এখানে আসিতেছেন। এই মহর্ষি কুরুকুলের শান্তি-নিমিত্তে তোমার পুত্র দুর্য্যোধনকে সমুচিত শিক্ষাপ্রদান করিবেন। হে কৌরব্য! ইনি যেরূপ বলিবেন, তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, নতুবা ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার পুত্রের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি ব্যাস ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলে মৈত্রেয় ঋষি তথায় উপস্থিত হইলেন। নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্রগণের সহিত মুনিসত্তম মৈত্রেয়কে সম্মান-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অর্ঘ্যদানাদি সমুচিত ক্রিয়া-দ্বারা সৎকার করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে বিশ্রান্ত দেখিয়া প্রণয় বাক্যে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি ত কুরুজাঙ্গল হইতে সুখে আগমন করিয়াছেন? বীর পাণ্ডবেরা পঞ্চভ্রাতাই ত কুশলে আছেন? তাঁহারা প্রতিজ্ঞাপালন করিতে কি অভিলাষী হইয়াছেন? তাঁহাদিগের সহিত কুরুদিগের সৌভ্রাত্র স্থির থাকিবে ত?

মৈত্রেয় কহিলেন, হে প্রভো! আমি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে কুরুজাঙ্গল দেশে গমন করিয়াছিলাম, তথায় কাম্যক বনে হঠাৎ ধর্ম্মরাজকে দেখিতে

পাইলাম। তিনি জটাধারী ও অজিন-পরিধায়ী হইয়া তপোবনে বাস করিতেছেন। মুনিরা অনেকে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্তে তথায় উপনীত হইয়াছেন। মহারাজ! তোমার পুত্রগণের বিশেষ ভ্রান্তি, অবিনয় এবং দ্যূতক্রীড়ারূপ উপস্থিত মহা ভয়জনক ব্যাপার সেই স্থানেই আমি শ্রবণ করিলাম। হে প্রভো! সর্ব্বদা তোমার প্রতি আমার সাতিশয় স্নেহ ও প্রীতি আছে, এই নিমিত্তেই আমি কৌরবগণের কুশল চিন্তা করিয়া তোমার নিকট আগত হইলাম। হে রাজন্ তুমি ও ভীষ্ম জীবিত থাকিতে তোমার পুত্রগণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত হয় না। তুমি নিগ্রহ কি অনুগ্রহ-বিষয়ে স্বয়ং মেধিস্বরূপ হইয়াও এই উৎপন্ন ঘোরতর অনীতিকে কি হেতু উপেক্ষা করিতেছ? হে কুরুনন্দন! সভামধ্যে তোমার আচরণ দস্যুর ন্যায় প্রকাশিত হওয়াতে তুমি তাপসদিগের সমাজে শোভাপ্রাপ্ত হইতে পার না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষি ক্রোধপরায়ণ দুর্য্যোধনের প্রতি অভিমুখ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে মহাবাহু বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মহাভাগ দুর্য্যোধন! আমি তোমার হিতার্থে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তুমি পাণ্ডবদিগের প্রতি বিদ্রোহ ত্যাগ করিয়া তাহাদিগের, আপনার, কুরুকুলের এবং অন্যান্য সমস্ত লোকের প্রিয়কারী হও। পাণ্ডবেরা সকলে অযুত-হস্তিতুল্য-বলবান্, শূর, বিক্রমশীল যোদ্ধা, বজ্রতুল্য-দৃঢ়দেহ, সত্যব্রত, পুরুষাভিমানী এবং দেবশত্রু কামরূপী হিড়িম্ব বক-প্রভৃতি রাক্ষসগণের নিহন্তা। তাঁহারা এখান হইতে যখন রাত্রিযোগে গমন করেন, তখন কির্ম্মীর-নামক অতিভয়ঙ্কর এক রাক্ষস তাঁহাদিগের পথ রোধ করিয়া অচল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর ব্যাঘ্র যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে বিনাশ করে, তাহার ন্যায় বলিশ্রেষ্ঠ সমরশ্লাঘী ভীম তাহাকে স্বীয় বলদ্বারা পশুমারণ-প্রকারে বিনাশ করিলেন। দেখ, সেই ভীম দিগ্বিজয়-কালে অযুতনাগ-সদৃশবলধারী মহাধনুর্দ্ধর জরাসন্ধকে যেরূপে যুদ্ধে নিপাত করিয়াছেন! হে রাজন্! বাসুদেব যাঁহাদিগের সম্বন্ধী, এবং দ্রুপদপুত্রগণ যাঁহাদিগের শ্যালক; এতাদৃশ-সহায়-সম্পন্ন বলশালীদিগের যুদ্ধে জরা-মরণগ্রস্ত কোন্ মনুষ্য অবস্থিত হইতে পারে? অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি ক্রোধের বশম্বদ না হইয়া আমার বাক্য রক্ষা কর, তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মৈত্রেয় ঋষি দুর্য্যোধনকে এই সকল বাক্য কহিলে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন আপনার গজশুণ্ডাকার উরুদেশে করাঘাত-পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করত কোন উত্তর না দিয়া কিঞ্চিৎ অধোমুখে চরণদ্বারা অবনী উল্লেখন করিতে লাগিল। মৈত্রেয় ঋষি, দুর্য্যোধনকে তদ্বাক্য শ্রবণে পরাঙ্মুখ হইয়া চরণদ্বারা অবনী লেখন করিতে দেখিয়া কোপাবিষ্ট হইলেন; তখন মুনিসত্তম যেন বিধিপ্রেরিত হইয়া ক্রোধের বশীভূত হইলেন; তাঁহার অন্তঃকরণ দুর্য্যোধনকে অভিশাপ-প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল। তিনি ক্রোধে সংরক্তলোচন হইয়া বারি উপস্পর্শন-পূর্ব্বক দুষ্টচেতা দুর্য্যোধনকে এই বলিয়া শাপ-প্রদান করিলেন যে তুমি অহঙ্কার-প্রযুক্ত আমাকে অনাদর করিয়া আমার এই বাক্য প্রতিপালন করিতে অভিলাষ করিলে না, এই হেতু ঐ গর্ব্বের ফল তুমি অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবে; পাণ্ডবদিগের প্রতি তোমার বিদ্রোহ-নিমিত্তে মহৎ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে; সেই যুদ্ধে বলবান্ ভীম গদাঘাতে তোমার উরুদেশ ভগ্ন করিবেন। ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষি এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে নানা স্তুতি বাক্যে প্রসন্ন করত ঐ অভিশাপ-নিরাকরণের নিমিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন মৈত্রেয় কহিলেন, মহারাজ! তোমার পুত্র যদি শান্ত হয়, তবে এই

অভিশাপ সফল হইবে না, নতুবা সফল হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন-পিতা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে মহর্ষি মৈত্রেয়ের নিকট অভিশাপের বৈলক্ষণ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ভীমসেন কির্ম্মীর-নামক রাক্ষসকে কিপ্রকারে নিপাত করিয়াছিলেন? মৈত্রেয় কহিলেন, মহারাজ! আমার বাক্যে তোমার পুত্রের শুশ্রূষা নাই, এ নিমিত্তে আমি তোমার নিকট আর কিছুই কহিব না; আমার গমনান্তে বিদুর তোমাকে সমুদায় কহিবেন। মৈত্রেয় ঋষি ইহা কহিয়া যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলে দুর্য্যোধন ভীমের কির্ম্মীর-বধ শ্রবণে উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইয়া তথা হইতে বহির্নির্গত হইলেন।

অরণ্যযাত্রা প্রকরণ ও দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥১০॥

কির্ম্মীর-বধ প্রকরণ॥২॥

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ক্ষত্তঃ! আমি কির্ম্মীর-বধ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কির্ম্মীর রাক্ষসের সহিত ভীমসেনের কি প্রকার সমাগম হইয়াছিল, তুমি তাহা আনুপূর্ব্বিক আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! অলৌকিক-কর্ম্মা ভীমসেনের এই অদ্ভুত কর্ম্ম শ্রবণ কর, আমি ইহা ইতিপূর্ব্বে পুনঃপুন পাণ্ডবদিগের কথাবসানে শ্রবণ করিয়াছি। হে রাজেন্দ্র! পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিয়া তিন অহোরাত্রে কাম্যক বন প্রাপ্ত হন। তথায় রাত্রিকালে লোক-নিদ্রাকর ভয়ানক নিশীথ সময় অতিক্রান্ত হইলে যখন মনুষ্যভক্ষক ঘোরকর্ম্মা রাক্ষসগণের বিচরণ আরব্ধ হইয়া থাকে, তখন তাহাদিগের ভয়ে তপস্বী কি গোপাল-প্রভৃতি বনচারী সকল ব্যক্তিই উক্ত বন পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করে। পাণ্ডবেরা রাত্রিযোগে সেই বনে প্রবিষ্ট হইতেছিলেন, এমন সময়ে প্রদীপ্ত-চক্ষু অতিভয়ানক উক্ত রাক্ষস জ্বলন্ত কাষ্ঠ হস্তে করিয়া তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ রাক্ষস পাণ্ডবদিগকে তথায় প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া মহাবাহুদ্বয় ও ভয়ানক বদন বিস্তার করত তাঁহাদিগের গমনের পথ আবরণ-পুরঃসর দণ্ডায়মান হইল। ঐ কৃষ্ণবর্ণ নরাশনের প্রকাশিত আটটি দন্ত, তাম্র-সদৃশ রক্তিম নয়ন ও দেদীপ্যমান ঊর্দ্ধ-প্রসারিত কেশজাল-দ্বারা তাহাকে বকবীথি-দ্বারা শোভিত, বিদ্যুৎচক্রে আলিঙ্গিত ও সূর্য্যরশ্মি-জালে সংযুক্ত মেঘের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ ক্রূরাত্মা রাক্ষসীমায়া উৎপাদন করিয়া সজল জলদের ন্যায় এমত ঘোরতর বিপুল নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল যে তাহা শ্রবণ করিয়া স্থলজ ও জলজ জীব-সমূহ এবং বিহঙ্গমগণ ভয়বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিতে করিতে নানা দিকে পতিত হইতে লাগিল; এবং মৃগ, ব্যাঘ্র, মহিষ ও ভল্লুকপ্রভৃতি পশুসমস্ত ঐ নিদারুণ শব্দে এতদ্রূপ ধাবন করিতে লাগিল যে তাহাতে উক্ত বন সমাকুল হইয়া বিচলিত-প্রায় হইল। কাননস্থিত লতাসকল সেই রাক্ষসের আগমন-কালীন তাহার ঊরুবেগ-জনিত বায়ুতে অভিহত হইয়া যেন ভয়প্রযুক্ত তাম্রবর্ণ পল্লবরূপ হস্তদ্বারা দূরস্থিত বৃক্ষগণকেও আলিঙ্গন করিতেছিল। সেই সময়ে এতাদৃশ প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল যে তাহাতে ধূলিপটলদ্বারা গগণমণ্ডলস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির জ্যোতি অবরোধ হইয়া গেল। যেপ্রকার মনুষ্যের শোকাবেশ, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দস্পর্শাদি পঞ্চবিষয়ের অনুপম শত্রু, সেইপ্রকার পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাত মহাশত্রু ঐ রাক্ষস তথায় উপস্থিত হইল। সে, কৃষ্ণাজিন-সমাবৃত পাণ্ডবদিগকে দূর হইতে দেখিয়া বনদ্বার অবরোধ করত মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। কমললোচনা দ্রৌপদী অদৃষ্টপূর্ব্ব অতিভয়ানক রাক্ষসকে দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত স্বীয় নেত্রদ্বয় নিমীলন করিলেন। তিনি দুঃশাসনের করস্পর্শাবধি মুক্তকেশী ছিলেন, এবং পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যবর্ত্তিনী থাকিয়া ভয়ব্যাকুলা হইলেন,

হইতে তাঁহাকে যেন পঞ্চপর্ব্বতের মধ্যস্থিতা বেগ-ব্যাকুলা নদীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যে প্রকার বিষয়াসক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয়-বিষয়িকা রতি ধারণ করে, তাহার ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডব অতিশয় ভয়-মোহিতা পাঞ্চালীকে ধারণ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ ধৌম্য ঋষি পাণ্ডবদিগের সাক্ষাতে রাক্ষস-বিনাশক বিবিধ মন্ত্রপ্রয়োগ-দ্বারা সেই উৎপন্ন ঘোরদর্শন রাক্ষসীমায়া-সমস্ত বিনাশ করিলেন। যথাভিলষিত-দেহধারণ-সমর্থ অতি বলবান্ সেই ক্রূর নিশাচর নিজ মায়া নিরাকৃত দেখিয়া ক্রোধ-বিস্ফারিত-নেত্রে কালসদৃশ মূর্ত্তিতে তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে প্রকাশ পাইল। অনন্তর দূরদর্শী রাজা যুধিষ্ঠির ঐ রাত্রিচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কাহার সন্তান? তোমার কি কার্য্য উদ্দেশ্য? রাক্ষস প্রত্যুত্তর করিল, আমি বকের ভ্রাতা, কির্ম্মীর-নামে বিখ্যাত; আমি পুরুষগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া আহার করত এই জনশূন্য কাম্যক বনে স্বচ্ছন্দে নিরন্তর বাস করিয়া থাকি। তোমরা সকলে কে, আমার ভক্ষ্যরূপে নিকটে আগত হইলে? আমি অক্ষুব্ধচিত্তে তোমাদিগের সকলকে যুদ্ধে জয় করিয়া ভক্ষণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! যুধিষ্ঠির সেই দুরাত্মা রাক্ষসের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার নাম গোত্রাদি পরিচয় প্রদান করত কহিলেন, হে নিশাচর! তুমি পাণ্ডুপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবে, আমি সেই পাণ্ডুপুত্র ধর্ম্মরাজ; অধুনা রাজ্যচ্যুত হইয়া ভীমসেন অর্জ্জুন-প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত বনবাসাভিলাষে তোমার অধিকৃত এই ঘোর বনে আগমন করিয়াছি।

বিদুর কহিলেন, কির্ম্মীর যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, অদ্য আমার ভাগ্যবশত দৈবক্রমে চিরকালের মনোগত বিষয় লাভ হইল। আমি যে ভীমসেনের বধাভিলাষে নিরন্তর উদ্যতায়ুধ হইয়া সমুদায় পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছি, কুত্রাপি উহাকে দেখিতে পাই নাই, অদ্য সৌভাগ্যক্রমে চিরাকাঙ্ক্ষিত ভ্রাতৃশত্রু সেই ভীমসেনকে প্রাপ্ত হইলাম। হে রাজন্! ইহার দৈহিক বলমাত্র নাই, এই দুরাত্মা কেবল বিদ্যাবল আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বে বেত্রকীয়-গৃহে ব্রাহ্মণরূপ ছদ্মবেশে আমার প্রিয় ভ্রাতা বককে বিনাশ করিয়াছে, এবং আমার প্রিয়সখা বনচর হিড়িম্বকে বধ করিয়া তাঁহার ভগিনীকে হরণ করিয়াছে; সেই মূঢ়বুদ্ধি ভীম আমার অধিকৃত এই দুর্গম বনে সমান অর্দ্ধ রাত্র থাকিতে আমাদিগের সম্প্রচার-সময়ে অভ্যাগত হইয়াছে, অতএব অদ্য আমি ইহার চিরসম্ভৃত শত্রুতা নিপাত করিব। ইহার ভূরি রুধির-দ্বারা বকের তর্পণ করিব; এই রাক্ষস-কণ্টক বিনাশ করিয়া ভ্রাতা ও সখার ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া পরমা শান্তি লাভ করিব। যুধিষ্ঠির! এই ভীম পূর্ব্বে যদিও বকের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে আমার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবে না, আমি তোমার সাক্ষাতেই ইহাকে ভক্ষণ করিব। যেপ্রকার অগস্ত্য ঋষি মহাসুর বাতাপিকে উদরস্থ করিয়া জীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আমি অদ্য এই বিপুলসত্ত্ব বৃকোদরকে হননপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিব।

ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির ইহা শ্রবণ-পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া, এরূপ হইবে না, ইত্যাদি বাক্যে উক্ত রাক্ষসকে ভর্ৎসনা করিলেন। অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন ত্বরা-পূর্ব্বক দশব্যাম-পরিমিত এক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ঐ উৎপাটিত বৃক্ষকে নিষ্পত্র করিলেন। বিজয় অর্জ্জুনও সেইরূপ নিমেষমধ্যে বজ্র-নিষ্পেষ্য পর্ব্বতের ন্যায় গৌরবাক্রান্ত গাণ্ডীবে জ্যা রোপণ করিলেন। হে ভারত! বলবান্ ভীম জিষ্ণুকে শরাকর্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া সেই মেঘবৎ গর্জ্জনকারী রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হইয়া, থাক থাক, এই বাক্য কহিলেন। তদনন্তর সংক্রুদ্ধ হইয়া পরিহিত বস্ত্র দৃঢ়ীকরণ-পূর্ব্বক হস্তে হস্ত-

নিষ্পেষণ ও দশনে ওষ্ঠপুট দংশন করত বৃক্ষরূপ অস্ত্র হস্তে করিয়া বেগ-পূর্ব্বক তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন; পরে যমদণ্ডের ন্যায় সেই বৃক্ষ ঐ রাক্ষসের মস্তকোপরি, ইন্দ্রের কুলিশ-পাতনের ন্যায়, বেগের সহিত নিপাতন করিলেন; কিন্তু তাহাতে সেই পুরুষাদ রাক্ষসকে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা সত্বর বোধ হইল না; প্রত্যুত সে প্রজ্বলিত অশনির ন্যায় প্রদীপ্ত দগ্ধ কাষ্ঠ ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিল। প্রহারক-প্রধান ভীম সেই উৎক্ষিপ্ত জ্বলৎকাষ্ঠ বাম-পদ-দ্বারা এতাদৃশরূপে ক্ষেপণ করিলেন যে উক্ত জ্বলদিন্ধন পুনর্ব্বার সেই রাক্ষসের দিকেই আগত হইল। তখন কিৰ্ম্মীরও সমরার্থী হইয়া সহসা এক বৃক্ষ উৎপাটন করত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে দণ্ডপাণি যমের ন্যায় ভীমের প্রতি ধাবিত হইল। অনন্তর যে প্রকার পূর্ব্বকালে স্ত্রী-অভিলাষী বালী ও সুগ্রীব উভয় ভ্রাতার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার ন্যায় ভীম ও কিৰ্ম্মীরের পরস্পর বৃক্ষযুদ্ধ আরম্ভ হইল; ঐ বৃক্ষ-যুদ্ধে বনস্থিত বহুতর বৃক্ষ নির্ম্মূল হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের উভয়ের মস্তকোপরি যে সকল বৃক্ষের আঘাত আরম্ভ হইল, সেই সকল বৃক্ষ মত্ত হস্তি-দ্বয়ের উপরি নিক্ষিপ্ত উৎপল-সমূহের ন্যায় অনেকধা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; তাহাতে সেই মহারণ্যমধ্যে অনেক বৃক্ষ মুঞ্জের ন্যায় জর্জ্জরী-ভূত হইয়া উৎক্ষিপ্ত চীরখণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রাক্ষস-প্রধান কিৰ্ম্মীর ও নরপ্রধান ভীমের এইরূপ বৃক্ষযুদ্ধ মুহূর্ত্তকাল হইয়াছিল। তদনন্তর রাক্ষস অতিক্রুদ্ধ হইয়া এক শিলা উত্তোলন করিয়া যুদ্ধে দণ্ডায়মান ভীমের উপর প্রহার করিল; কিন্তু ভীম তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। কিৰ্ম্মীর ভীমকে সেই ভয়ঙ্কর শিলা-তাড়নেও নিশ্চল দেখিয়া, যেপ্রকার রাহু নিজ বাহুদ্বারা সূর্য্যের কিরণ-সমূহ বিক্ষিপ্ত করত তদভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক আকর্ষণ করত উন্নত বৃষভের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অনন্তর নখদন্তায়ুধ-বিশিষ্ট দর্পিত ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় উভয়ে উভয়কে সুতুমুল নিদারুণ প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃকোদর একে স্বভাবতই বাহুবীর্য্যে দর্পিত, তাহাতে আবার দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন, এবং তৎকালে দ্রৌপদী তাঁহাকে অপাঙ্গ দর্শনে দেখিতেছিলেন, ইহাতে তিনি মহাক্রোধে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। মাতঙ্গ যেমন গলিতমদ মাতঙ্গকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় তিনি রাক্ষসকে আক্রমণ করত বাহুদ্বয়ে গ্রহণ করিলেন। পরে বীর্য্যবান্ কিৰ্ম্মীরও তাঁহাকে প্রতিগ্রহণ করিল; তখন বলিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন বলদ্বারা তাহাকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীর্য্যবান্ উভয় বীরের ভুজ-নিষ্পেষণে রণস্থলে বেণুস্ফোট-সদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। অনন্তর ভীমসেন রাক্ষসকে ভর্ৎসনা করত তাহার মধ্যদেশ বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু বৃক্ষকে কম্পিত করে, সেইরূপ আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। কিৰ্ম্মীর মহাবল ভীমসেন-কর্ত্তৃক উক্তরূপে আন্দোলিত হওয়াতে হীনবল হইয়াও যথাশক্তি স্পন্দন-পূর্ব্বক ভীমসেনকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন বৃকোদর তাহাকে পরিশ্রান্ত জানিয়া, রজ্জুদ্বারা পশু-বন্ধনের ন্যায়, বাহুদ্বারা বন্ধন করিলেন; তাহাতে সে ভগ্ন ভেরীর ন্যায় মহাশব্দ করিতে লাগিল, ঐ অবস্থায় বলবান্ ভীম তাহাকে বহুক্ষণ ঘূর্ণিত করাতে সে অচেতন-প্রায় স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। অনন্তর পাণ্ডুনন্দন তাহাকে তাদৃশ বিষাদিত দেখিয়া ভুজদ্বয়-দ্বারা বেগপূর্ব্বক গ্রহণ করত পশুবধের ন্যায় বধ করিলেন। তিনি জানুদ্বারা তাহার কটীদেশ ও হস্তদ্বয়দ্বারা তাহার কণ্ঠ আক্রমণ করিয়া তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত ও নয়ন-পত্র ব্যাবিদ্ধ হইল। অনন্তর তিনি তাহাকে ভূতলে বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন, ও কহিলেন, অরে পা-

পিষ্ঠ! তোমাকে আর হিড়িম্ব ও বকের শোকে অশ্রু মার্জ্জন করিতে হইবে না; কারণ, তুমিও যমালয়ে গমন করিলে। অনন্তর ক্রুদ্ধচিত্ত পুরুষপ্রবীর ভীমসেন রাক্ষসকে বস্ত্রাভরণভ্রষ্ট, উদ্ভ্রান্তচিত্ত ও প্রাণশূন্য দেখিয়া পরিত্যাগ করিলেন। সেই মেঘাকার রাক্ষস নিহত হইলে নরেন্দ্র পাণ্ডুনন্দনেরা হৃষ্ট হইয়া ভীমের নানাবিধ গুণকীর্ত্তন-পূর্ব্বক প্রশংসা করত দ্রৌপদীকে অগ্রে লইয়া দ্বৈতবনাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

বিদুর কহিলেন, হে মনুজাধিপ! ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় উক্তরূপে কিম্মীর রাক্ষসকে সংগ্রামে বধ করিলে সেই বন নিষ্কণ্টক হইল। হে কৌরব! অপরাজিত ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির এইরূপে সেই বন নিষ্কণ্টক করিয়া দ্রৌপদীর সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা সকলেই প্রফুল্লমনে দ্রৌপদীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বৃকোদরকে প্রীতি-পূর্ব্বক বারম্বার প্রশংসা করিলেন। ভীমের বাহুবলে রাক্ষসদেহ নিষ্পিষ্ট ও বিনষ্ট হইলে সেই বন নিহত-কণ্টক হইয়া শুভপ্রদ হইল, ইহাতে সেই বীরগণ তথায় সর্ব্বত্র প্রবেশ আরম্ভ করিলেন। হে ভারত! আমি পাণ্ডবসমীপে যাইতে যাইতে ভীম-বলে নিহত সেই দুষ্টাত্মা রাক্ষসের ভয়ানক দেহ পথিমধ্যে নিপতিত দেখিয়াছিলাম। এবং উক্ত কর্ম্ম যে ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত হইয়াছে, তাহা আমি যুধিষ্ঠিরের সভায় সমবেত ব্রাহ্মণদিগের মুখে শুনিয়াছিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কিম্মীরকে ভীমসেনের যুদ্ধে নিহত শ্রবণ করিয়া পীড়িত-সদৃশ হইলেন ও চিন্তাপরায়ণ হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কিম্মীরবধ প্রকরণ ও একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

অর্জ্জুনাভিগমন প্রকরণ॥ ৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ পাণ্ডবদিগকে বনপ্রব্রজিত ও দুঃখার্ত্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের সমীপে সেই মহাবনে আগমন করিলেন। এবং পাঞ্চালরাজের দায়াদগণ, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ও লোকপ্রসিদ্ধ মহাবীর্য্যান্বিত কেকয়াধিপতি ভ্রাতৃগণ ক্রোধ ও অমর্ষচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন-প্রভৃতিকে নিন্দা করত, আমরা কি করি, এইরূপ কথা বলাবলি করিতে করিতে পাণ্ডবদিগকে দেখিবার নিমিত্তে তথায় আগমন করিলেন। সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়-প্রধান, বাসুদেবকে অগ্রে করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করত উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর কেশব কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন-পুরঃসর কহিলেন, পৃথিবী দুরাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের শোণিত পান করিবেন; আমরা সকলে তাহাদিগকে এবং যাহারা তাহাদিগের পদানুগ, নৃপতিগণের সহিত তাহাদিগের সকলকে সমরে পরাজয় করত বিনাশ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। যাহারা ছলপূর্ব্বক অত্যাচার করে, তাহাদিগকে বধ করাই সনাতন ধর্ম্ম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! জনার্দ্দন পাণ্ডবদিগের দুঃখে এরূপ ক্রোধানলে পরিপূর্ণ হইলেন যে যেন তিনি সমস্ত প্রজাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন; তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে শান্ত করিয়াছিলেন। ফাল্গুন সেই সর্ব্বব্যাপী, ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রমাণাতীত, সত্যস্বরূপ, অমিততেজস্বী, লোকনাথ, প্রজাপতি-পতি, ধীসম্পন্ন, সত্যকীর্ত্তি, মহাত্মা কেশবকে সংক্রুদ্ধ দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্বদেহ-কৃত কর্ম্মসকল কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি পূর্ব্বকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে দশসহস্র বৎসর যত্রসায়ংগৃহ মুনি হইয়া বিচরণ করিয়াছিলে। হে কৃষ্ণ! তুমি একাদশসহস্র বৎসর জলমাত্র ভক্ষণ করিয়া পুষ্কর তীর্থে বাস করিয়াছিলে। হে মধুসূদন! তুমি শত বৎসর বায়ুভক্ষ ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বিশাল বদরিকাশ্রমে এক পদে দণ্ডায়মান ছিলে। হে কৃষ্ণ! তুমি

সরস্বতী নদী-তীরে দ্বাদশবার্ষিক সত্রে উত্তরীয় বসন-বিহীন শিরাবিস্তৃত কৃশ-শরীর হইয়া অবস্থান করিয়াছিলে, এবং পুণ্যজনোপযুক্ত প্রভাস তীর্থে গমন-পূর্ব্বক নিয়ম অবলম্বন করত দেবতাদিগের পরিমিত সহস্র বৎসর এক পদে অবস্থিত ছিলে। তুমি কেবল লোকপ্রবৃত্তি-নিমিত্তে এইরূপ নানা বিধ তপস্যানুষ্ঠান করিয়াছিলে, ইহা আমি মহর্ষি ব্যাসের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। হে কেশব! তুমি সর্ব্বভূতের আদি, অন্ত ও অন্তর্যামী, সকল তপস্যার আধার, যজ্ঞস্বরূপ এবং সনাতন পুরুষ। হে কৃষ্ণ! তোমার প্রথমোৎপাদিত ভূমি-পুত্র নরকাসুরকে তুমি বধ করত মণিকুণ্ডল আহরণ করিয়া যেন যজ্ঞীয় অশ্ব উৎসর্গ করিয়াছ; সেই নরকাসুর বধ-রূপ অশ্বোৎসর্গ কর্ম্ম করিয়া সর্ব্বলোক-জয়ী ও লোকশ্রেষ্ঠ হইয়াছ। হে মহাবাহু কেশব! তুমি যুদ্ধস্থলে মিলিত দৈত্যদানব-সকলকে বিনষ্ট করিয়া শচীপতিকে সর্ব্বাধিপত্য সম্প্রদান করত সম্প্রতি মনুষ্যলোকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। হে পরন্তপ! তুমি কারণ-জলশায়ী হইয়া সমস্ত জগতের অধিষ্ঠান হইয়াছ। হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্মা, সোম, সূর্য্য, ধর্ম্ম, ধাতা, যম, অনল, বায়ু, বৈশ্রবণ, রুদ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী ও দিক্, এ সকল তোমারই মূর্ত্তি। হে মধুসূদন! তুমি চরাচরের গুরু ও সৃষ্টিকর্ত্তা; জীবের ন্যায় তোমার জন্ম নাই। হে কৃষ্ণ! তুমি অতি-তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিতে চৈত্ররথ বনে পরমোৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ দেবকে যজ্ঞ-সমূহদ্বারা যজন করিয়াছিলে; হে জনার্দ্দন! তখন তোমার এক এক যজ্ঞ, শত শত লক্ষ সুবর্ণে ভাগানুসারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। হে যাদব-নন্দন! তুমি বিশ্বব্যাপী বিভু হইয়াও অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রকনিষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ; হে শত্রুতাপন কৃষ্ণ! তুমি তৎকালে শিশু-রূপী হইয়াও স্বপ্রভাবে ত্রিপাদদ্বারা পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ আক্রমণ করিয়াছিলে। হে ভূতাত্মন্! তোমার সেই ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিতে যখন স্বর্গ ও আকাশ ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন তুমি স্বীয় তেজে আদিত্যসদনে অবস্থান করত আদিত্যকে অতি প্রদীপ্ত করিয়াছিলে। হে বিভু কৃষ্ণ! তুমি সংসারমধ্যে সহস্র সহস্র বার যে যে মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ, সেই সেই মূর্ত্তিতেই শত শত অধার্ম্মিক অসুরকে বিনাশ করিয়াছ। তুমি মৌরব ও পাশগণকে সংহার করিয়াছ, নিসুন্দ ও নরকাসুরকে বধ করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষ পুরের পথ শুভ করিয়াছ, এবং জারূথি নগরে আহ্বৃতিকে বিনষ্ট করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! তুমি আত্মপক্ষীয় জনগণের সহিত শিশুপাল, জরাসন্ধ, শৈব্য ও শতধন্বাকে পরাজিত করিয়াছ। তুমি মেঘের ন্যায় গভীর-শব্দকারী আদিত্যতুল্য-তেজোযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া রুক্মীকে রণে পরাজয় করত ভোজকুলোদ্ভবা রুক্মিণীকে মহিষী লাভ করিয়াছ। তুমি কোপহেতু ইন্দ্রদ্যুম্ন ও কসেরুমান্ যবনকে নিহত করিয়াছ; এবং সৌভপতি শাল্বকে বিনষ্ট করত তাহার সৌভ-নামক কামগ নগর ভগ্ন করিয়াছ; ইহারা সকলেই যুদ্ধে হত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! এতদ্ভিন্ন যাহাদিগকে তুমি নিহত করিয়াছ, তাহাদিগের কথাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইরাবতী নগরীতে কার্ত্তবীর্য্যতুল্য-পরাক্রমী ভূপতি ভোজ তোমার বাহুবীর্য্যে নিহত হইয়াছে। তুমিই গোপতি ও তালকেতুকে বিনাশ করিয়াছ। হে জনার্দ্দন! তুমি ঋষিগণ-মনোহারিণী সর্ব্বভোগশালিনী পবিত্রা দ্বারকা নগরী আত্মসাৎ করিয়াছ; অতঃপর তাহা সমুদ্রসলিলে নিমগ্না করিবে। হে দাসার্হ মধুসূদন! তোমার শরীরে ক্রোধ, মাৎসর্য্য, মিথ্যা, বা নৃশংসতা নাই, ইহাতে কৌটিল্য থাকিবার সম্ভাবনা কি? হে অচ্যুত! তুমি দেবায়তন-মধ্যে স্বতেজে দীপ্যমানরূপে উপবিষ্ট থাক, সমস্ত ঋষিরা তোমার নিকট আগমন করিয়া অভয় প্রার্থনা করেন। হে পরন্তপ মধুসূদন! তুমি প্রলয়-কালে আত্মপ্রভাবে সমুদায় ভূতকে সংহরণ করত সংক্ষিপ্তরূপে এই বিশ্বকে আত্মসাৎ করিয়া থাক।

হে বার্ষ্ণেয়! যাঁহার এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড, সেই চরাচর গুরু ব্রহ্মা যুগাদিতে তোমার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; তৎকালে মধু ও কৈটভনামে প্রসিদ্ধ ভয়ানক দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে তুমি তাহাদিগের ব্যতিক্রম দেখিয়া ক্রুদ্ধ হওয়াতে তোমার ললাট হইতে শূলপাণি ত্রিলোচন শম্ভু উৎপন্ন হইলেন। এই প্রকারে ব্রহ্মা ও শম্ভু, এই উভয় দেবেশ্বর তোমার শরীর হইতে উৎপন্ন ও তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হন; ইহা দেবর্ষি নারদ আমাকে কহিয়াছেন। হে নারায়ণ! তুমি পূর্ব্বকালে চৈত্ররথ কানন-মধ্যে ভূরিদক্ষিণ বহু ক্রতুবিশিষ্ট মহাসত্র সম্পন্ন করিয়াছিলে। হে দেব! তুমি বালক হইয়াও মহাবলবীর্য্য অবলম্বন করত বলদেবের সহিত যে সকল কর্ম্ম করিয়াছ, সেই সকল কর্ম্ম কেহ কখন পূর্ব্বে করিতে পারে নাই, এবং পরেও করিতে পারিবে না। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি ব্রাহ্মণ-সমূহের সহিত কৈলাস-ভবনেও বাস করিয়াছিলে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ অর্জ্জুন মহাত্মা কৃষ্ণকে এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি আমারই এবং আমিও তোমারই; যাহারা আমার, তাহারাই তোমার; যে তোমাকে দ্বেষ করে, সে আমাকে দ্বেষ করে; যে তোমার অনুগত, সে আমার অনুগত। হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি নর, আমি নারায়ণ হরি, আমরা উভয়ে নর নারায়ণ ঋষি, কালক্রমে এই লোক প্রাপ্ত হইয়াছি। হে ভরতর্ষভ! তুমি যেমন আমাহইতে ভিন্ন নও, সেইরূপ আমিও তোমাহইতে ভিন্ন নই, আমাদিগের উভয়ের অন্তর নিরূপণ করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিয়া নিবৃত্ত হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি ভ্রাতৃগণে পরিবারিতা পাঞ্চালী সেই বীরমণ্ডলীমণ্ডিত সভায় কোপাকুল রাজগণের মধ্যে যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট শরণ্য পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের শরণার্থিনী হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করত ক্রুদ্ধচিত্তে কহিলেন, হে মধুসূদন! অসিত ও দেবল ঋষি কহিয়াছেন যে পূর্ব্ব-পণ্ডিতেরা তোমাকে প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে সকল লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। হে দুর্দ্ধর্ষ মধুসূদন! যামদগ্ন্য ঋষি কহেন, তুমি বিষ্ণু, এবং তুমিই যজ্ঞ, যজনকর্ত্তা এবং যজনীয়। হে পুরুষোত্তম! ঋষিগণ তোমাকে ক্ষমা ও সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এবং কাশ্যপ ঋষি তোমাকে সত্যসম্ভূত যজ্ঞ বলিয়া অভিধান করেন। হে ঈশ্বর! দেবর্ষি নারদ তোমাকে শিব ও সাধ্য দেব-গণের ঈশ্বর ও ভূতভাবন ভূতেশ বলিয়া নিরূপণ করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি ব্রহ্মা, শঙ্কর ও ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণদ্বারা বালকের ন্যায় পুনঃপুন ক্রীড়া করিয়া থাক। হে প্রভো! তোমার মস্তকদ্বারা স্বর্গ ও পদদ্বয়দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং এই সমুদায় লোক তোমার জঠরস্বরূপ হইয়াছে; তুমিই সনাতন পুরুষ। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি তপঃশুদ্ধচিত্ত, বেদবিহিত-তপোনুষ্ঠায়ী, আত্মজ্ঞান-পরিতৃপ্ত ঋষিদিগের অনশ্বর ফলস্বরূপ; এবং তুমিই যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ সর্ব্বধর্ম্ম-সম্পন্ন পুণ্যশীল রাজর্ষিদিগের গতি। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রভু, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি সকল ভূতের আত্মস্বরূপ এবং তুমিই চৈতন্যরূপে সচেষ্ট। লোকসকল, লোকপাল-সমূহ, দশ দিক্, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রসমূহ তোমাতেই অবস্থিত আছে। হে মহাবাহো! প্রাণিগণের মর্ত্ত্যতা, দেবগণের অমরত্ব এবং লোক-সমূহের অখিল কার্য্য তোমার আশ্রয়েই প্রতিষ্ঠিত আছে। হে মধুসূদন! তুমি কি দিব্য, কি মানুষ, সকল প্রাণীরই নিয়ন্তা, এ নিমিত্তে তোমার নিকট প্রণয়প্রযুক্ত আমি দুঃখ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

হে বিভো! আমি তোমার সখী, পাণ্ডবদিগের পত্নী এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী হইয়াও সভায় আ-

ক্লিষ্টা হইলাম? আমি যখন স্ত্রীধর্ম্মিণী-প্রযুক্ত শোণিতলিপ্তা ও একবস্ত্রা ছিলাম, তখন পাপাত্মা দুঃশাসন সেই অবস্থায় আমাকে কুরুসভায় আকর্ষণ করিলে আমার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত ও কম্পিত হইয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্রের পাপিষ্ঠ পুত্রগণ আমাকে শোণিত-পরিপ্লুতা দেখিয়া সভায় রাজগণসমক্ষে হাসিতে লাগিল। হে মধুসূদন! পাণ্ডব, পাঞ্চাল এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণ জীবিত থাকিতেও তাহারা আমাকে দাসীভাবে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিল! হে কৃষ্ণ! আমি ধর্ম্মতঃ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের স্নুষা, আমাকে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা বল-পূর্ব্বক দাসী করিতে অভিলাষী হইল! আমি যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ মহাবল পাণ্ডবগণকে নিন্দা করি যে তাঁহারা যশস্বিনী স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর তাদৃশ দুরন্ত ক্লেশও দর্শন করিলেন! হে জনার্দ্দন! ভীমসেনের বলে ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে ধিক্ যে তাঁহারা আমাকে ক্ষুদ্রব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক অবমানিতা দেখিয়াও সহ্য করিলেন! ভর্ত্তা দুর্ব্বল হইলেও তাঁহার ভার্য্যাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা সনাতন ধর্ম্ম, সাধুরা সর্ব্বদা এই ধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া থাকেন। ভার্য্যা রক্ষিতা হইলে সন্তান রক্ষিত হয়, সন্তানের রক্ষা হইলেই আপনার রক্ষা হয়; ভর্ত্তার আত্মা ভার্য্যার গর্ভে জন্মে, এই নিমিত্তে ভার্য্যাকে জায়া বলা যায়। ভার্য্যাও, ভর্ত্তা কিরূপে আমার উদরে জন্মিবেন, ইহা ভাবিয়া ভর্ত্তাকে রক্ষা করিবে।

দেখ, যাঁহারা শরণাগত অপর ব্যক্তিকেও কখন পরিত্যাগ করেন না, সেই পাণ্ডবেরা চিরশরণাপন্না আমাকে রক্ষা করিলেন না। হে জনার্দ্দন! ইহাঁদিগের পঞ্চভ্রাতার ঔরস-জাত আমার গর্ভসম্ভূত পাঁচটি পুত্র আছে, তাহাদিগের মুখাপেক্ষাও আমাকে রক্ষা করিতে হয়। হে মধুসূদন! যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের পুত্র সুতসোম, অর্জ্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের পুত্র শতানীক, এবং সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্ম্মা, ইহারা সকলেই তোমার পুত্র প্রদ্যুম্ন-তুল্য অমোঘ-পরাক্রমী, মহারথ, উৎকৃষ্ট-ধনুর্দ্ধর এবং যুদ্ধে সকলেরই অজেয়; ইহারা কিহেতু দুর্ব্বল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের এই অত্যাচার সহ্য করে? ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা অধর্ম্মদ্বারা রাজ্যহরণ, পাণ্ডবদিগকে দাস এবং রজস্বলা একবস্ত্রা আমাকে সভায় আকর্ষণ করিল! হে মধুসূদন! তুমি, ভীমসেন ও অর্জ্জুন-ভিন্ন কেহ যে গাণ্ডীবে গুণসংযোগ করিতে পারে না, এতাদৃশ গাণ্ডীব-সত্ত্বে যে স্থলে দুর্য্যোধন মুহূর্ত্ত মাত্রও জীবিত থাকে, সে স্থলে ভীমসেনের বলে ধিক্! অর্জ্জুনের পৌরুষেও ধিক্!

হে মধুসূদন! সেই দুর্য্যোধন এই অহিংসক অধ্যয়ন-রত ব্রতস্থ পাণ্ডবগণকে বাল্য কালে মাতার সহিত রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল। হে জনার্দ্দন! সেই পাপাত্মা, ভীমসেনের ভোজনদ্রব্য-মধ্যে সঞ্চিত নূতন তীক্ষ্ণ কালকূট বিষ অর্পণ করিয়াছিল, তাহা মনে করিলেও লোমাঞ্চ হয়; হে পুরুষোত্তম! ভীমসেনের আয়ুঃশেষ থাকাতেই সেই বিষ তিনি অবিকৃত ভাবে অন্নের সহিত জীর্ণ করিয়াছিলেন। হে কৃষ্ণ! ভীম প্রমাণকোটিতে একদা নিঃশঙ্কচিত্তে শয়ন করিয়াছিলেন, তখন দুরাত্মা দুর্য্যোধন তাঁহাকে বন্ধন করত গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া হস্তিনায় আসিয়াছিল; পরে মহাবল ভীমসেন যখন চৈতন্য লাভ করিলেন, তখন বন্ধন ছিন্ন করিয়া উত্থিত হইলেন। হে কৃষ্ণ! কোন সময়ে ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধন আশীবিষ সর্পসমূহকে দিয়া নিদ্রিত ভীমসেনের সর্ব্বাঙ্গে দংশন করাইয়াছিল, কিন্তু শত্রুহন্তা ভীমসেন তাহাতেও মৃত হন নাই, প্রত্যুত তিনি জাগরিত হইয়া সর্পসমূহকে বিনষ্ট করিলেন; এবং তৎকর্ম্মে নিযুক্ত সারথিকেও হস্ত-পৃষ্ঠদ্বারা নিহত করিলেন। সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন বারণাবত নগরে আর্য্যা কুন্তী দেবীর সহিত শয়ান ও নিদ্রিত বালক পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তে উদ্যত হইয়াছিল, বল দেখি, এরূপ নিদারুণ কর্ম্ম

করিতে আর কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়? আর্য্যা কুন্তী দেবী তৎকালে আগ্নেয় দ্রব্যে পরিবেষ্টিতা, ভীতা ও মহাবিপদাক্রান্তা হইয়া রোদন করিতে করিতে পাণ্ডবগণকে কহিয়াছিলেন, হা! আমি হত হইলাম! এক্ষণে এই অনল হইতে কি রূপে শান্তি হইবে! হা! অনাথা আমি, শিশু পুত্রগণের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইব! তখন বায়ুবেগতুল্য-পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন মাতা ও ভ্রাতৃগণকে আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, তোমাদিগের ভয় নাই, যেরূপ বিনতানন্দন গরুড়পক্ষী উৎপতন করে, সেইরূপ আমি এখান হইতে উৎপতিত হইব। পরে সেই বলবীর্য্যশালী ভীমসেন আর্য্যা কুন্তীকে বাম ক্রোড়ে, রাজা যুধিষ্ঠিরকে দক্ষিণ ক্রোড়ে, নকুল ও সহদেবকে উভয় স্কন্ধে এবং বীভৎসুকে পৃষ্ঠে লইয়া সহসা বেগের সহিত উৎপতিত হইয়া তাঁহাদিগকে পাবক হইতে বিমুক্ত করিলেন। অনন্তর যশস্বী পাণ্ডবেরা সকলে রাত্রি কালে মাতার সহিত প্রস্থান করত হিড়িম্ব-বনের নিকটস্থ মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা মাতার সহিত নিশা কালে পথ-পর্য্যটনে শ্রান্ত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে তথায় শয়ন করিয়াছিলেন, এমত সময়ে হিড়িম্বানাম্নী রাক্ষসী তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিতা হইল। সে পাণ্ডবগণকে মাতার সহিত ভূমিতে শয়ন-পরায়ণ দেখিয়া ও কামবাণে পীড়িতা হইয়া ভীমসেনকে অভিলাষ করিল। তৎপরে শুভদর্শনা অবলামূর্ত্তি-ধারিণী সেই রাক্ষসী ভীমসেনের চরণদ্বয় স্বীয় অঙ্কে লইয়া হর্ষোৎফুল্ল-চিত্তে কোমল হস্তদ্বারা পরিমর্দ্দন করিতে লাগিল। অমেয়াত্মা অমোঘপরাক্রমী বলবান্ ভীম তাহাকে জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অনিন্দিতে! তুমি এখানে কি অভিলাষ করিতেছ? অনিন্দিতা কামরূপিণী রাক্ষসী মহাত্মা ভীমের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, তোমরা এখান হইতে শীঘ্র পলায়ন কর, আমার এই বলবান্ ভ্রাতা তোমাদিগকে হনন করিতে আসিবে, অতএব গমন কর, ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না। ভীমসেন তাহার এই কথা শুনিয়া গর্ব্বের সহিত কহিলেন, আমি তাহা হইতে উদ্বিগ্ন নহি, সে আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে আগমন করিলে আমি তাহাকে বিনাশ করিব। রাক্ষসাধম হিড়িম্ব ভীমসেন ও হিড়িম্বার পরস্পর এইরূপ কথোপকথন শুনিতে পাইয়া ভীষণ-দর্শন ভয়ানক মূর্ত্তিতে ঘোরতর নাদ করিতে করিতে তথায় আগমন করিয়া হিড়িম্বাকে কহিল, হিড়িম্বে! তুমি কাহার সহিত কথোপকথন করিতেছ, উহাকে আমার নিকট শীঘ্র লইয়া আইস, আমি উহাকে ভক্ষণ করিব। সাধুচিত্তা অনিন্দিতা হিড়িম্বা কৃপাকৃষ্ট-হৃদয় ও স্নেহবশত ভীমসেনের বিষয়ে কোন কথা ঐ রাক্ষসকে বলিতে ইচ্ছা করিল না। তখন সেই পুরুষাদ রাক্ষস ভয়ঙ্কর নিনাদ করত অতিবেগে ভীমের অভিমুখে ধাবিত হইল। সেই বলবান্ রাক্ষস ক্রোধবশত মহাবেগ-ভরে ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় এক হস্তদ্বারা ভীমসেনের হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক অন্য হস্ত ইন্দ্রের অশনির ন্যায় দুঃস্পৃশ্য ও বজ্র মণিতুল্য দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা ভীমের প্রতি সহসা গুরুতর আঘাত করিল। মহাবাহু ভীমসেন রাক্ষস-কর্ত্তৃক গৃহীত-হস্ত হইয়া তাহাকে ক্ষমা না করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন বৃত্রবাসবের ন্যায় সর্ব্বাস্ত্রবিৎ হিড়িম্ব ও ভীমসেনের পরস্পর ঘোরতর তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে অনঘ! মহাবীর্য্যবান্ ভীমসেন রাক্ষসের সহিত বহুক্ষণ ক্রীড়া করিয়া তাহাকে হীনবল করত সংহার করিলেন। অনন্তর তিনি হিড়িম্ব রাক্ষসকে বধ করিয়া, যাহার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়, সেই হিড়িম্বাকে অগ্রে লইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত তথা হইতে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর পরন্তপ পাণ্ডবেরা সকলেই ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া মাতার সহিত একচক্রাভিমুখে গমন করিলেন, পরম হিতৈষী মহর্ষি ব্যাস ইহাঁদিগের

একচক্রা গমনে মন্ত্রী হইয়াছিলেন; এপ্রযুক্ত এই শংসিতব্রত পাণ্ডুতনয়েরা একচক্রা নগরীতে গমন-পূর্ব্বক কিয়ৎকাল বাস করিলেন। ইহাঁরা সেখানেও হিড়িম্বতুল্য বক-নামক ভয়ানক রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছিলেন; প্রহারকবর বৃকোদর ঐ উগ্র-মূর্ত্তি বক রাক্ষসকে নিহত করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দ্রুপদ ভূপতির নগরে গমন করিলেন। সব্যসাচী সেই স্থানে বাস করিয়াই আমাকে লাভ করেন। হে কৃষ্ণ! যেপ্রকার তুমি রুক্মি-প্রভৃতিকে যুদ্ধে পরাভব করত ভীষ্মকরাজ-নন্দিনী রুক্মিণীকে লাভ করিয়াছিলে, সেইরূপ অর্জ্জুন স্বয়ম্বর সভায় অন্যের দুষ্কর মহৎ কর্ম্ম করিয়া রাজগণকে যুদ্ধে পরাজয় করত আমাকে লাভ করিয়াছিলেন।

হে কৃষ্ণ! আমি এই প্রকার বহুতর ক্লেশ ভোগ করত অতি দুঃখিতা হইয়া আর্য্যা কুন্তী দেবীকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুরোহিত ধৌম্যকে অগ্রে করিয়া বনবাসে কাল ক্ষেপণ করিতেছি! পাণ্ডবেরা এতাদৃশ সিংহবিক্রান্ত ও সর্ব্বাধিক-বীর্য্যশালী হইয়া আমাকে হীনশত্রুগণ-কর্ত্তৃক ক্লেশিতা দেখিয়াও উপেক্ষা করিলেন! আমাকে সেই পাপিষ্ঠ পাপাচারী দুর্ব্বল ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের নিমিত্তেও দীর্ঘকাল এতাদৃশ বহুতর দুঃখানল সহ্য করণ-পূর্ব্বক জ্বলিতে হইল! হে কৃষ্ণ! অমানুষ-বিধানানুসারে মহৎবংশে আমার জন্ম হইয়াছে, আমি পাণ্ডবদিগের প্রিয়তমা ভার্য্যা, মহাত্মা পাণ্ডুরাজার পুত্রবধূ, এবং পতিব্রতা; হে মধুসূদন! আমি এতাদৃশী শ্রেষ্ঠা হইয়াও ইন্দ্রকল্প পঞ্চ পতির সমক্ষে অপর ব্যক্তি-কর্ত্তৃক কেশাকৃষ্টা হইলাম! মৃদুভাষিণী কৃষ্ণা ইহা কহিয়া কোমল কর কমলে মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করত রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি রোদন করিতে করিতে অপতিত, শুভলক্ষণাক্রান্ত, পীন ও সংলগ্ন উভয় পয়োধরের উপর দুঃখজ অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং ক্রুদ্ধা হইয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ-সহকারে চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করত বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, হে মধুসূদন! আমি বুঝিয়াছি, আমার স্বামী নাই, আমার পুত্র নাই, আমার বান্ধব নাই, আমার ভ্রাতা নাই, আমার পিতা নাই, এবং আমার তুমিও নাই। তোমরা কেহ আমার পক্ষে থাকিলে ক্ষুদ্র ব্যক্তিদিগের কৃত আমার এই অবমান কি একপ বিশোকের ন্যায় হইয়া উপেক্ষা করিতে পারিতে? তখন কর্ণ যে আমাকে উপহাস করিয়াছিল, সেই দুঃখ আমার অন্তঃকরণ-মধ্যে কোন রূপেই উপশান্ত হইতেছে না। হে কৃষ্ণ! আমার প্রতি তোমার সম্বন্ধ, প্রভুত্ব, সখ্য ও গৌরব ভাব আছে, এই চারিটি কারণে আমাকে রক্ষা করা তোমার সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাসুদেব সেই বীর-সমাজের মধ্যে রোদনপরায়ণা পাঞ্চালীকে কহিতে লাগিলেন, হে ভামিনি! তুমি যাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধা হইয়াছ, তাহাদিগের স্ত্রীসকল স্বীয় স্বীয় বল্লভকে বীভৎসুর শরসমূহে সংছন্ন, নিহত ও ভূরি রুধিরাক্তদেহে ভূতলে শয়ান দেখিয়া অবশ্যই রোদন করিবে। তুমি শোক করিও না, তোমার নিকট আমি সত্যরূপে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার যত দূর সামর্থ্য, তদনুসারে পাণ্ডবদিগের নিমিত্তে যথাবিহিত করিব; তুমি রাজাদিগের রাজ্ঞী হইবে। হে কৃষ্ণে! যদিও অন্তরীক্ষ পতিত, হিমালয় গিরি শীর্ণ, পৃথিবী খণ্ড খণ্ড কিম্বা জলনিধি শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি আমার বাক্য ব্যর্থ হইবে না।

পাঞ্চালরাজ-নন্দিনী কৃষ্ণের নিকট নিজ বাক্যের প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া ভ্রূভঙ্গীক্রমে মধ্যম পতি অর্জ্জুনের প্রতি অবলোকন করিলেন। মহারাজ! অর্জ্জুন তখন দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দেবি বরবর্ণিনি শুভতাম্রাক্ষি! তুমি আর রোদন করিও না, মধুসূদন যাহা কহিলেন, তাহাই হইবে, অন্যথা হইবে না।

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে কৃষ্ণে! আমি দ্রোণাচার্য্যকে বিনষ্ট করিব, এবং শিখণ্ডী ভীষ্মকে, ভীমসেন

দুর্য্যোধনকে ও ধনঞ্জয় কর্ণকে বিনাশ করিবেন। হে ভগিনি! আমরা রাম ও কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া রূপে অজেয় হইয়াছি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগের কথা কি, যদ্যপি ইন্দ্রের সঙ্গেও আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয়, তথাপি আমরা পরাজিত হইব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপ বলিলে তত্রস্থ বীরগণ সকলেই কৃষ্ণাভিমুখ হইলেন, এবং মহাবাহু কেশবও তাঁহাদিগের মধ্যে পশ্চাদুক্ত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

বাসুদেব কহিলেন, হে বসুধাধিপ! যদি আমি পূর্ব্বে দ্বারকায় উপস্থিত থাকিতাম, তবে আপনাকে এরূপ কষ্ট পাইতে হইত না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন কি অন্যান্য কৌরবেরা আমাকে আহ্বান না করিলেও আমি দ্যূতস্থলে আসিতাম; এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বাহ্লীককে আনাইয়া বহুতর দোষপ্রদর্শনদ্বারা দ্যূতক্রীড়া নিবারণ করিতাম। হে প্রভো! আপনকার নিমিত্তে রাজা বিচিত্রবীর্য্য-নন্দনকে সেই স্থলেই কহিতাম যে, হে কৌরব রাজেন্দ্র! তোমার পুত্রদিগের দ্যূতক্রীড়া না হয়। হে নরনাথ যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বকালে দ্যূতক্রীড়নে বীরসেনের পুত্র রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল; দ্যূতক্রীড়াতে অতর্কিত বস্তুরও বিনাশ হয়; এবং দ্যূতক্রীড়ার একবার সঞ্চার হইলে তাহাতে পুনঃপুন প্রবৃত্তি হয়; অধিক কি বলিব, আপনি যে দ্যূতক্রীড়াজন্য-দোষে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া এই ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছেন; এই সমস্ত দোষ যথাতথ ক্রমে উল্লেখ করিতাম। দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া, মদ্যপান ও স্ত্রী-সেবন, এই চারিটিকে পণ্ডিতেরা কামজন্য দুঃখ বলিয়া বর্ণন করেন, ইহাদ্বারা মনুষ্য শ্রীভ্রষ্ট হয়। শাস্ত্রবেত্তারা উক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যাপারকেই নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন, পরন্তু দ্যূতজ্ঞ ব্যক্তিরা দ্যূতক্রীড়াকে বিশেষ রূপে নিন্দনীয় বলিয়া নিশ্চয় করেন; এই দ্যূতক্রীড়ায় এক দিবসেই নিশ্চয়রূপে সমুদায় দ্রব্য নষ্ট ও ব্যসন উপস্থিত হইতে পারে; এবং বিনা উপভোগে অর্থ-বিনাশ ও অবশ্যই বাক্‌পারুষ্য উৎপন্ন হয়। হে কুরুবর্দ্ধন মহাবাহো! আমি দ্যূত-বিষয়ে এই সকল দোষ ও এতদ্ভিন্ন ইহার আনুষঙ্গিক যে কিছু অনিষ্টের সম্ভাবনা, সে সমস্তও অম্বিকাপুত্রের নিকট কহিতাম। তিনি যদি আমার ঐ কথা গ্রহণ করিতেন, তবে কুরুদিগের অনাময় হইত, এবং ধর্ম্মও স্থিরতর থাকিত। হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! যদি তিনি মদুক্ত পথ্যস্বরূপ ঐ মধুর বাক্য গ্রহণ না করিতেন, তবে আমি তাঁহাকে বল-পূর্ব্বক নিগ্রহ করিতাম; তখন তাঁহার সভাসদ্‌গণ, যাহারা তাঁহার সুহৃৎ বলিয়া খ্যাত, অথচ বাস্তবিক দুর্হৃৎ, তাহারা যদি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইত, তবে তাহাদিগকে ও কপট দ্যূতকারীদিগকে শমন-সদন দেখাইতাম। হে কুরুকুলোদ্বহ! আমি সে সময়ে আনর্ত্ত দেশে উপস্থিত না থাকাতেই আপনারা এরূপ দ্যূত-ব্যসনে বাধিত হইয়াছেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন! আমি দ্বারকায় আসিয়া যুযুধানের সমীপে বিস্তারিত শ্রবণ করিলাম যে আপনারা এইরূপ বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! আমি শ্রবণ করিবামাত্র পরমোদ্বিগ্ন-চিত্ত ও সত্বর হইয়া আপনাকে দেখিবার অভিলাষে আগমন করিয়াছি। আহা! আপনারা সকলে ভরতকুলপ্রদীপ হইয়া এতাদৃশ কষ্ট প্রাপ্ত হইলেন! হা! আমি আপনকাকে সহোদরগণের সিহত ব্যসন-মগ্ন দেখিলাম!

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ! তৎকালে কি হেতু তোমার অনুপস্থিতি হইয়াছিল, কোথায় প্রবাস হইয়াছিল, এবং তুমি প্রবাসে কি কর্ম্মই বা সম্পাদন করিয়াছিলে?

কৃষ্ণ কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি শাল্বরাজার

সৌভনগর বিনাশ করিবার নিমিত্তে গিয়াছিলাম। হে কৌরবেন্দ্র! তাহার কারণ বলি, শ্রবণ করুন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দমঘোষের পুত্র মহাবাহু মহাতেজস্বী বীর শিশুপাল আপনকার রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘপ্রদানোপলক্ষে ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়া অসহিষ্ণু হওয়াতে আমি সেই দুরাত্মাকে বিনাশ করি; তাহা শাল্ব রাজা শ্রবণ করিয়া তীব্র ক্রোধে সমন্বিত হইয়া, আমি ভবৎসমীপে থাকাতে দ্বারকা নগর অধিপতিশূন্য পাইয়া তথায় আগত হইল। হে রাজন্! ঐ দুর্ম্মতি, সৌভনামক কামগ যানে আরোহণ-পূর্ব্বক আগমন করিয়াই নৃশংসের ন্যায় যদুকুলশ্রেষ্ঠ কুমারদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনন্তর বহুতর যদুবীর বালককে হনন করিয়া পুরোদ্যানসকল ভগ্ন করিয়া ফেলিল, এবং বলিল, হে আনর্ত্তবাসিগণ! তোমরা সত্য বল, সেই বৃষ্ণিকুলাধম দুষ্টাত্মা বসুদেবসুত কোথায় গিয়াছে, আমি সেখানে গিয়া যুদ্ধে সেই যুদ্ধাভিলাষীর দর্প বিনাশ করিব। আমি অস্ত্র স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেই কংসকেশিঘাতী কৃষ্ণকে বিনাশ করিয়া নিবৃত্ত হইব, তাহাকে বিনাশ না করিয়া ক্ষান্ত হইব না। সৌভপতি ইহা বলিয়া আমার সহিত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা করত, সে কোথায়, সে কোথায়, এইরূপ বাক্য বলিতে বলিতে পুনঃপুন যেখানে সেখানে ধাবমান হইয়াছিল। মহারাজ! সেই দুরাত্মা “বিশ্বাসঘাতী পাপকর্ম্মা ক্ষুদ্রাশয় সেই কৃষ্ণকে শিশুপাল-বধজন্য অমর্ষহেতু অদ্য আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব; যে পাপাত্মা আমার ভ্রাতা শিশুপাল মহীপালকে নিপাত করিয়াছে, তাহাকে আমি মহীতলে নিপাত করিব; আমার বীরভ্রাতা রাজা শিশুপাল বালক এবং সে তৎকালে অনবহিত ছিল, সেই বীরকে বিনা সংগ্রামে যে হনন করিয়াছে, সেই জনার্দ্দনকে আমি হনন করিব।” এই সকল বিলাপ-বাক্যে আমাকে নিন্দা করিয়া সৌভনামক কামগ বিমানে আকাশে অবস্থিত হইয়াছিল।

হে কুরুকুলতিলক! আমি ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্বারকায় গমন করিয়া সেই দুর্ম্মতি মার্ত্তিকাবত-দেশাধিপতি শাল্বের যথাবৎ সমস্ত চরিত্র শ্রবণ করিলাম। সেই দুষ্কর্ম্মশীলের আনর্ত্তদেশে উপদ্রব, আমার প্রতি নিন্দাবাদ ও অতিগর্ব্ব অবগতি-পূর্ব্বক রোষব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া তাহাকে বধ করিবার নিমিত্তে মনে মনে নিশ্চয় করিলাম। অনন্তর তাহার বধের নিমিত্তে যাত্রা করিয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সাগরাবর্ত্ত দেশে দেখিতে পাইলাম। পরে আমি পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করত তাহাকে সমরে আহ্বান করিয়া যুদ্ধের নিমিত্তে তথায় অবস্থিত হইলে দানবেরা আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনন্তর মুহূর্ত্ত কাল দানবগণের সহিত আমার সংগ্রাম হইয়াছিল; তাহাতে তাহারা সকলেই পরাজিত ও নিপাতিত হইল। হে মহাবাহো! তৎকালে আমার এই কার্য্য উপস্থিত থাকায় আমি আগমন করিতে পারি নাই, এক্ষণে হস্তিনাপুরের অন্যায় দ্যূতক্রীড়া ও তজ্জন্য আপনাদিগকে অতি দুঃখিত শ্রবণ করিবামাত্র আপনাদিগকে দেখিবার নিমিত্তে ত্বরায় এখানে আগমন করিলাম।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামতি বাসুদেব! সৌভরাজের বধ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপরূপে শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইল না, অতএব তাহা বিস্তাররূপে বল।

বাসুদেব কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহাবাহো! আমি শিশুপালকে বিনাশ করিলে দুষ্টাত্মা শাল্ব রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া দ্বারবতী পুরীতে আগত হইল। অনন্তর সেই দুষ্টাত্মা আমার সেই আকাশগামী সৌভনগরে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইয়া সেনাদ্বারা ব্যূহরচনা-পূর্ব্বক দ্বারকাপুরীর সর্ব্বদিক্ অবরোধ করিল। মহীপাল শাল্ব উক্ত বৈহায়স পুরে অবস্থিতি করিয়া দ্বারকানগরীর সমস্ত যোদ্ধার সহিত এতাদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল যে তাহাতে

নিবিড়রূপ শরবর্ষণে সর্ব্ব দিক্ সমাবৃত হইয়াছিল।

হে ভরতকুলেন্দ্র নরপাল! তৎকালে দ্বারকাপুরী নীতিশাস্ত্র-বিধানানুসারে সর্ব্বপ্রকারে সুসজ্জিতা হইয়াছিল। ঐ নগর তোরণ, পতাকা, ঘোষপথ, তদাশ্রয়স্থান, শত্রুপ্রহারক যন্ত্রবিশেষ, সুরঙ্গরূপ-গুপ্তপথ-নির্ম্মাতা খনক, লৌহমুখ শঙ্কু-যুক্ত রথ্যা, খাদ্যদ্রব্য-পূরিত অট্টালকযুক্ত পুরদ্বার, চক্রগ্রহণী, বিপক্ষ-প্রক্ষিপ্ত উল্কা ও অলাতের নিবারক আয়ুধ-বিশেষ, মৃচ্চর্ম্মময় পাত্রবিশেষ, ভেরী, পণব ও আনক-প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, তোমর, অঙ্কুশ, শতঘ্নী, লাঙ্গল, ভুশুণ্ডী, বর্তুলীকৃত পাষাণ-সমূহ, পরশ্বধ, লৌহময় চর্ম্ম, আগ্নেয় অস্ত্র-সমূহ, গুলিকোৎক্ষেপক যন্ত্র ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সংযুক্ত হইয়াছিল। এবং যাঁহারা অতিপ্রসিদ্ধ-কুলজাত ও প্রতিপক্ষ নিবারণে সমর্থ এবং যাঁহাদিগের বল বীর্য্য সংগ্রামে দৃষ্ট হইয়াছে, গদ, শাম্ব ও উদ্ধব-প্রভৃতি সেই সকল বীরগণ নানাবিধ বহুসংখ্য রথ, অশ্ব ও পতাকিগণদ্বারা এবং যে স্থানে অবস্থিত হইলে বিপক্ষদিগকে দৃষ্টি ও শরাদি-দ্বারা প্রহার করা যায়, এমত উচ্চস্থানাশ্রিত ও পরকীয় সৈন্য উচ্চাটন করণে সমর্থ রক্ষকগণ-দ্বারা উত্তমরূপে ঐ পুরী রক্ষা করিতেছিলেন। উগ্রসেন ও উদ্ধব-প্রভৃতি, নগরে লোকসকলের অনবধান নিবারণের নিমিত্তে, "কেহ সুরাপান না করে" এরূপ ঘোষণা করিয়াদিলেন। অনবহিত থাকিলে শাল্ব রাজা বিনাশ করিবে, এই বিবেচনায় বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয় সমস্ত ব্যক্তিই সাবধানে থাকিল। বিত্ত-সঞ্চয়-রক্ষাকারী পুরুষেরা সত্বর হইয়া আনর্ত্তবাসী নট, নর্ত্তক ও গায়কগণকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়াদিলেন; নদীর সেতু-সকল ভগ্ন, নৌকা গমনাগমন রহিত ও পরিখা সকল কীলক-সমূহে পরিব্যাপ্ত করিলেন; এবং নগরের চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ পর্য্যন্ত কূপখনন ও স্থানসকলের বৈষম্য করিয়া রাখিলেন। আমাদিগের দুর্গ স্বভাবতই বিষম, সুরক্ষিত ও আয়ুধান্বিত ছিল, তত্রাপি তৎকালে বিশেষরূপে সুরক্ষিত ও আয়ুধান্বিত হওয়াতে বিষমতর হইয়া উঠিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই নগর সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্র-সমন্বিত, সুরক্ষিত ও বিপক্ষকুলের পক্ষে সুগুপ্ত হওয়াতে ইন্দ্রপুরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মহারাজ! সৌভ নগরের সমাগম সময়ে কোন ব্যক্তি বিশ্বাসের চিহ্ন মুদ্রা প্রদর্শন না করিয়া বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের পুরে প্রবেশ করিতে কি তথা হইতে বহির্গত হইতে পারিত না। এবং নগরের অভ্যন্তরমার্গ ও চত্বর-সকল বহুতর গজবাজি-সহিত সৈন্যসমূহ-দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিল। হে মহাভুজ! সৈন্যগণকে বেতন, অন্ন, আয়ুধ ও পরিচ্ছদ প্রদান-দ্বারা বিশেষরূপে বাধিত করা হইয়াছিল। সৈন্য-মধ্যে কোন ব্যক্তিকে সুবর্ণ-ব্যতিরিক্ত কোন দ্রব্য বেতন প্রদান বা বেতন প্রদানে অতিক্রম করা হয় নাই এবং কেহ অদৃষ্টবীর্য্য বা অননুগৃহীত থাকিল না। হে রাজীবলোচন! রাজা উগ্রসেন-কর্তৃক দ্বারকা পুরী এইরূপে বহুতর দাক্ষিণ্যযুক্ত ও সুবিহিত হইয়া সম্যক্ প্রকারে রক্ষিত হইয়াছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫॥

বাসুদেব কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সৌভপতি ভূপতি শাল্ব প্রভূত মনুষ্য, হস্তী ও সৈন্যগণের সহিত উক্ত দ্বারকায় উপস্থিত হইল। তৎপালিত চতুরঙ্গিণী সেনা তথায় আসিয়া প্রচুর জলাশয়-যুক্ত সমান স্থানে সন্নিবেশ করিল। তাহারা শ্মশানভূমি, দেবতালয়, পূজ্য বৃক্ষ ও বল্মীক স্থান-ব্যতীত সকল স্থানেই সন্নিবিষ্ট হইল। তথাকার পথ সকল সৈন্য বিভাগে সম্বৃত হইল এবং গূঢ়ভাবে নির্গমনের পথ সকল ও শাল্বশিবিরে অবরুদ্ধ হইয়াগেল। হে নরেন্দ্র! শাল্ব রাজা সর্ব্বায়ুধযুক্ত, সর্ব্বশস্ত্র-বিশারদ, রথ, হস্তী ও অশ্বগণে সংযুক্ত, পদাতি ও ধ্বজ-দ্বারা সঙ্কুল, বিচিত্র ধ্বজ, কবচ ও শরকার্ম্মুকে ভূষিত, হৃষ্ট পুষ্ট যোধগণে উপেত এবং বীর-লক্ষণে লক্ষিত সৈন্যগণকে দ্বারকাতে সন্নিবেশ করিয়া পক্ষীন্দ্র গরু-

ক্রের ন্যায় বেগপূর্ব্বক নগর-সমীপে চালনা করিয়া আনিল। অনন্তর যদুকুমারগণ শাল্বপতির সৈন্য আপতিত দেখিয়া বহির্নির্গমন-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে কুরুনন্দন! মহারথ চারুদেষ্ণ, শাম্ব ও প্রদ্যুম্ন শাল্বরাজার আক্রমণ সহ্য না করিয়া বিচিত্রাভরণ ও বিচিত্রধ্বজে ভূষিত ও বদ্ধসন্নাহ হইয়া রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শাল্বরাজার বহু যোদ্ধৃ-প্রধানের সহিত যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার পুত্র শাম্ব কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক অতি হৃষ্টমনে শাল্বের এক জন অমাত্য ক্ষেমবৃদ্ধি-নামক সেনাপতির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হে ভরতবংশাবতংস! জাম্ববতী-নন্দন, ইন্দ্রের জলবর্ষণের ন্যায় সেই ক্ষেমবৃদ্ধির প্রতি মহৎ বাণময় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চমূপতি ক্ষেমবৃদ্ধি স্বয়ং শাম্বের সেই তুমুল বাণবৃষ্টি অচল হিমাচলের ন্যায় সহ্য করিয়া শাম্বের প্রতি মায়াবিহিত মহত্তর শরজাল বিমোচন করিতে আরম্ভ করিল। পরে শাম্ব মায়াদ্বারাই সেই মায়াময় শরজাল বিদীর্ণ করিয়া তাহার রথোপরি সহস্র শর বর্ষণ করিলেন। চমূপতি ক্ষেমবৃদ্ধি শাম্ব-শরে বিদ্ধ ও অতিপীড়িত হইয়া দ্রুতগতি অশ্বে আরোহণ-পূর্ব্বক সমরভূমি হইতে পলায়ন-পরায়ণ হইল।

হে রাজেন্দ্র! শাল্বসেনাপতি ক্রূরাত্মা ক্ষেমবৃদ্ধি পলায়ন করিলে বেগবান্-নামক বলবান্ এক দৈত্য শাম্বের অভিমুখে আগমন করিল। বৃষ্ণিকুলোদ্বহ সত্যবিক্রম বীর শাম্ব ঐ বেগবান্ দৈত্যের সম্মুখীন থাকিয়া তাহার বেগ সহ্য করণ-পূর্ব্বক সত্বর হইয়া বেগবতী এক গদা ভ্রামণ করত তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! বেগবান্ দৈত্য সেই গদাদ্বারা অভিহত হইয়া বাতরুগ্ন জীর্ণমূল ক্ষুণ্ণ তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অসুর-প্রধান সেই বীর গদাহত হইলে শাম্ব মহতী সেনা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ! তখন বিবিন্ধ্য-নামক মহাধনুর্দ্ধর বিখ্যাত মহারথ এক দানব আমার পুত্র চারুদেষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর, যেপ্রকার পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের সংগ্রাম হইয়াছিল, সেইরূপ বিবিন্ধ্যের সহিত চারুদেষ্ণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাঁহারা উভয়েই মহাবল পরাক্রান্ত, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের প্রতি সংক্রুদ্ধ হইয়া সিংহের ন্যায় মহানাদ করত বাণ-সমূহদ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ রুক্মিণী-নন্দন চারুদেষ্ণ সক্রোধ হইয়া অগ্নি ও সূর্য্য-সদৃশ তেজোযুক্ত শত্রুনাশন এক বাণ অভিমন্ত্রিত করিয়া মহাশরাসনে সন্ধান-পূর্ব্বক বিবিন্ধ্যকে আহ্বান করত তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে সে গতাসু হইয়া পতিত হইল।

শাল্বরাজা বিবিন্ধ্যকে যুদ্ধে নিহত ও সৈন্যগণকে ক্ষুব্ধ দেখিয়া সৌভনামক কামগ যানে আরোহণ-পূর্ব্বক সংগ্রামস্থলে আগমন করিল। হে মহাবাহু মহারাজ! তখন বৃষ্ণিদিগের দ্বারকাবাসী সৈন্য-সকল শাল্বকে সৌভনামক যানে অবস্থিত দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইল। অনন্তর আমার পুত্র প্রদ্যুম্ন বহির্গমন করিয়া আনর্ত্তবাসী সমস্ত সৈন্যকে আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, হে যাদবীয় সৈন্য-সকল! তোমরা সকলে অবস্থিত হইয়া দেখ, আমি অদ্য সংগ্রামে বলপূর্ব্বক শাল্বের সহিত সৌভ যান নিবারণ করি, এবং ভুজদ্বয়ে ধনুর্মুক্ত লৌহময় শরব্যূহে সৌভপতির সেনাগণকে বিনষ্ট করি। তোমরা উৎসাহী হও, ভয় করিও না, সৌভরাজ অদ্য বিনষ্ট হইবে; ঐ দুষ্টাত্মা যখন সমরে আমার সম্মুখীন হইয়াছে, তখন অবশ্য কালগ্রাসে পতিত হইবে। হে পাণ্ডুনন্দন! প্রদ্যুম্ন হৃষ্ট হইয়া যাদবসেনাগণকে এইরূপ কহিলে তাহারা স্থির হইল, এবং যথাসুখে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রুক্মিণীনন্দন

[illegible] বাণজালে [illegible] করিয়া [illegible] শোভিত ভুবনের [illegible] অত্যদ্ভুত [illegible] উত্তোলন-প্রায় সেই [illegible] অতিবেগে শত্রুপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর সেই শূর গোধাঙ্গুলিত্র পরিধান এবং তূণ ও খড়্গ ধারণ-পূর্ব্বক বিদ্যুদ্বৎ-প্রভাবিত শ্রেষ্ঠ শরাসন বিপুল শক্তিদ্বারা বলিত ও এক হস্ত হইতে অন্য হস্তে বিহরণ করিয়া শত্রুপক্ষকে ব্যাকুল করত সৌভস্থিত সমস্ত দৈত্যদিগকে মোহিত করিলেন। তিনি রণস্থলে বিপক্ষপক্ষকে তুচ্ছ করত কার্ম্মুকে এতাদৃশরূপে পুনঃপুন বাণসন্ধান করিয়া শত্রুহত্যা করিতে লাগিলেন, যে কোন ব্যক্তিই তাঁহার ক্ষণ মাত্র অবকাশ উপলব্ধি করিতে পারিল না। তৎকালে তাঁহার মুখের বিবর্ণতা, কি গাত্রের চাঞ্চল্য, কিছু মাত্র প্রকাশ পাইল না, কেবল সিংহনাদ-সদৃশ উন্নত অদ্ভুতবীর্য্যসূচক মহাগর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রধান ধ্বজে সুবর্ণযষ্টিস্থিত উৎকৃষ্ট রজ তিমিকুল-প্রমথনশীল ব্যাদত্তমুখ জলচর মকরের আকৃতিরূপে বিরাজিত থাকাতে তাহা দেখিয়াও শাল্বের সৈন্যসকল সাতিশয় ত্রাসান্বিত হইতে লাগিল।

হে রাজন্! অনন্তর শত্রুকর্ষণ প্রদ্যুম্ন দ্রুতগমনে [illegible] হইয়া যুদ্ধাভিলাষে শাল্বের নিকটেই উপস্থিত হইলেন। হে কুরুকুলোদ্বহ! শত্রুপুরজয়ী শাল্ব সেই সমরাঙ্গনে বীর প্রদ্যুম্নের অন্যান্য বীরসকলকে অতিক্রম-পূর্ব্বক স্বীয়াভিমুখে যুদ্ধার্থে আগমন সহ্য করিতে না পারিয়া নিদারুণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল, এবং [illegible] হইয়া কামগ সৌভ রথ হইতে অবরোহণ [illegible] প্রদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল। [illegible] [illegible] হইয়া শাল্ব ও বীর প্রদ্যুম্নের [illegible] করিতে থাকিল। হে কৌরব্য! মহাবলশালী শ্রীমান্ শাল্ব তাহার যে রথ, পতাকা, [illegible] হেমমণ্ডিত [illegible] ছিল, সেই রথবরে আরোহণ করিয়া প্রদ্যুম্নের প্রতি বাণ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর প্রদ্যুম্নও রণস্থলে ভুজবেগ-প্রভাবে অনবরত শরবর্ষণ করিয়া শাল্বকে মুগ্ধপ্রায় করিলেন। সৌভরাজ বাণময় বর্ষণে অভিহত হইয়া তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য শরসমূহ প্রদ্যুম্নের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবলী প্রদ্যুম্ন সেই পতনশীল শরজাল সংপূর্ণরূপে ছিন্ন করিলেন। শাল্ব তাহা দেখিয়া পুনর্ব্বার অন্য প্রদীপ্ত শরসকল মৎপুত্রের প্রতি ক্ষেপণ করিল। হে রাজেন্দ্র! রুক্মিণী-নন্দন সংগ্রামে শাল্বের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া ত্বরাপূর্ব্বক তাহার প্রতি মর্ম্মভেদী এক বাণ মোচন করিলেন। মৎসুত-প্রেরিত সেই বাণ আশু তাহার বর্ম্ম ভেদ করিয়া হৃদয়স্থল এমত বিদ্ধ করিল যে তাহাতে সে মূর্চ্ছিত ও পতিত হইল। বীর শাল্বরাজা অচৈতন্য হইয়া পতিত হওয়াতে প্রধান প্রধান দানবেরা ধরণী বিদারণ করত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে পৃথিবীপতে! রাজা সৌভপতি অচৈতন্য হইয়া পতিত হইলে তাহার সৈন্যমধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে চেতন প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থান করত প্রদ্যুম্নের প্রতি সহসা বাণরাশি মোচন করিতে আরম্ভ করিল। সমরস্থ মহাবাহু বীর প্রদ্যুম্ন তখন শাল্ব-নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে কণ্ঠমূলে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় অবসন্ন হইলেন। মহারাজ! শাল্ব রুক্মিণী-তনয়কে বাণবিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করত পৃথিবীতল পরিপূর্ণ করিল, এবং সত্বর হইয়া প্রদ্যুম্নের মূর্চ্ছিতাবস্থাতেই তাঁহার প্রতি অন্য প্রবল দুরাসদ বাণ মোচন করিতে লাগিল। প্রদ্যুম্ন একে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার বহুতর বাণে আহত হওয়াতে [illegible] রণস্থলে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন।

[illegible] অধ্যায়। ১৭।

বাসুদেব কহিলেন, বলিশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন শাল্ববাণে পীড়িত হওয়াতে বৃষ্ণিসেনাগণ ভগ্নসঙ্কল্প হইয়া ব্যথিত হইল। হে রাজন্! প্রদ্যুম্ন মূর্চ্ছিত হইলে বৃষ্ণি ও অন্ধক সৈন্য-সকল হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল, এবং শত্রুপক্ষীয়-সকলে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিল। সুশিক্ষিত সারথি দারুকপুত্র, প্রদ্যুম্নকে তাদৃশ মোহিত দেখিয়া বেগবান্ অশ্ব-দ্বারা রণভূমি হইতে অবসৃত করিল। রথবর-বিলাসী প্রদ্যুম্ন রথ অতিদূরে অপগত না হইতেই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্গ্রহণ-পূর্ব্বক সারথিকে কহিলেন, সূতপুত্র! তুমি মনে কি নিশ্চয় করিয়াছ? কি হেতু রণভূমি হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া গমন করিতেছ? বৃষ্ণিবংশীয় বীরদিগের ত যুদ্ধ-বিষয়ে এরূপ ধর্ম্ম নয়। তুমি কি মহাসংগ্রাম-মধ্যে শাল্বকে দেখিয়া ভয়ে মোহিত হইয়াছ, না, যুদ্ধ দর্শন করিয়া তোমার বিষাদ জন্মিয়াছে, তাহা সত্যরূপে আমাকে বল।

সারথি কহিল, হে জনার্দ্দন-নন্দন! আমি মোহিত বা ভীত হই নাই, পরন্তু শাল্বকে পরাজয় করা আপনকার পক্ষে অতিশয় ভার বোধ করিয়াছি। হে বীর! পাপিষ্ঠ শাল্ব আপনকার অপেক্ষা বলবান্, এই নিমিত্তে আমি আপনকাকে লইয়া রণভূমি হইতে মন্দগতিতে নিঃসৃত হইতেছি। রথী শৌর্য্য-সম্পন্ন হইলেও যদি রণস্থলে মোহিত হন, তবে তাঁহাকে রক্ষা করা সারথির কর্ত্তব্য। হে আয়ুষ্মন্! যেরূপ আমাকে রক্ষা করা আপনকার অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইরূপ আপনি রথী, আপনকাকেও রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়াই আমি সংগ্রামস্থল হইতে অবসৃত হইয়াছি। হে মহাবাহু রুক্মিণীনন্দন! আপনি একক, দানবেরা অনেক, অনেকের সহিত একের যুদ্ধ করা অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া আমি রণাঙ্গন হইতে বহির্গত হইয়াছি।

বাসুদেব কহিলেন, হে কুরুকুল-তিলক! মকরকেতু প্রদ্যুম্ন সারথির এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, দারুক-তনয়! তুমি পুনর্ব্বার রথ নিবৃত্ত কর; আমি জীবিত থাকিতে কদাপি এরূপ আমাকে রণভূমি হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া গমন করিও না। যে ব্যক্তি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, এবং যে ব্যক্তি নিপতিত, আমি তোমার এইরূপ কথনশীল, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, বিরথ, বিক্ষিপ্ত, বা ভগ্নাস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করে, সেই ব্যক্তি কখনই বৃষ্ণিবংশে জাত নয়। দারুক-পুত্র! তুমি সূতকুলে জাত, সারথ্য কর্ম্মে শিক্ষিত এবং যুদ্ধবিষয়ে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের স্বভাবও অবগত আছ; হে সৌতে! যেহেতু তুমি বৃষ্ণিকুলের যুদ্ধস্থলীয় আচার ব্যবহার সমুদায়ই জান, সেইহেতু পুনর্ব্বার যুদ্ধস্থল হইতে কোনক্রমে এরূপ অপগমন করিও না। গদাগ্রজ দুরাধর্ষ মাধব আমাকে যুদ্ধভূমি হইতে অপগত, পৃষ্ঠে হত, রণ-পলায়িত জানিয়া কি বলিবেন? কেশবাগ্রজ নীলাম্বর মদোৎকট বলদেব সমাগত হইয়া আমাকে কি কহিবেন? মহাধনুর্দ্ধর পুরুষসিংহ সাত্যকিই বা আমাকে রণ-পলায়িত জানিলে কি কহিবেন? শাম্ব, সমিতিঞ্জয়, চারুদেষ্ণ, গদ, সারণ ও মহাবাহু অক্রূর, ইহাঁরাই বা কি বলিবেন? বৃষ্ণিবীরদিগের স্ত্রীগণ আমাকে শূর, সম্ভাবিত, শান্ত ও সতত-পুরুষাভিমানী বলিয়া জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই বা সকলে একত্র অবস্থিত হইয়া আমার প্রতি কি বলিবেন? তাঁহারা এই কথাই কহিবেন যে এই প্রদ্যুম্ন মহাযুদ্ধে ভীত হইয়া তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া আসিতেছে, ইহাকে ধিক্! তাঁহারা এই কথা ভিন্ন আর সাধুবাদ করিবেন না। সৌতে! ধিক্কার বাক্যে পরিহাস আমার বা আমার তুল্য ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক, অতএব তুমি পুনর্ব্বার এরূপ যুদ্ধস্থল হইতে আমাকে পরাঙ্মুখ করিও না। মধুহন্তা হরি আমার প্রতি সমস্ত বিষয়ের ভারার্পণ করিয়া ভারত-সিংহ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে গমন করিয়াছেন, অতএব অদ্য আমি ক্ষান্ত হইতে পারিব না। হে সূতজ! বীর কৃতবর্ম্মা শাল্বের সহিত যুদ্ধ-নিমিত্তে গমন করিতে প্রস্তুত হইলে "আমি শাল্বকে নি-

বারণ করিব, আপনি থাকুন," ইহা বলিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছি; হৃদিকাপুত্র কৃতবর্ম্মা আমাকে তদ্বিষয়ে সম্ভাবিত জানিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন; এক্ষণে আমি রণ পরিত্যাগ করিয়া সেই মহারথকে কি বলিব? শঙ্খচক্রগদাধারী পদ্মলোচন মহাভুজ সেই দুরাধর্ষ পুরুষ, সমীপে আগত হইলে তাঁহাকেই বা কি কহিব? সাত্যকি, বলদেব এবং অন্যান্য বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয়, যাঁহারা নিরন্তর আমাকে লইয়া স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহাদিগকেই বা কি বলিয়া উত্তর প্রদান করিব? সৌতে! আমি বিবশ ও শক্রকর্ত্তৃক পৃষ্ঠদেশে শরাহত হইয়াছি বলিয়া তুমি এই রণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাকে রণ হইতে অবসৃত করিলে আমি কোন প্রকারেই জীবন ধারণ করিব না। হে দারুকনন্দন! তুমি শীঘ্র রথ প্রতিনিবৃত্ত কর, আপৎকালেও তুমি কখন এরূপ করিও না, কারণ, আমি ভীত, রণ হইতে অবসৃত ও পৃষ্ঠভাগে শরসমূহে আহত হইয়া এ জীবনকে কোন ক্রমে অধিক বলিয়া বিবেচনা করি না। তুমি আমাকে কাপুরুষের ন্যায় কখন কি ভয়ার্দ্দিত বা সংগ্রাম হইতে অবসৃত হইতে দেখিয়াছ? আমার যুদ্ধেচ্ছাসত্ত্বে তুমি যে সংগ্রামস্থল পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা তোমার উপযুক্ত হয় নাই; যাহা হউক, এক্ষণে যে স্থলে সংগ্রাম হইতেছে, তথায় গমন কর।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

বাসুদেব কহিলেন, হে কুন্তীতনয়! সূতপুত্র, বলিশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্নের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক সংক্ষেপে মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিল, হে আয়ুষ্মন্! আমার সংগ্রামস্থলে অশ্বপরিচালন করিতে ভয় নাই, আমি বৃষ্ণিদিগের যুদ্ধও জ্ঞাত আছি, ইহাতে কিছু মাত্র অন্যথা নাই। হে বীর! সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি এই উপদেশ আছে যে সারথি সর্ব্ব বিষয়ে রথীকে রক্ষা করিবে; বিশেষত আপনি অতি পীড়িত হইয়াছিলেন, এমন কি, আপনি শাল্ব-নিক্ষিপ্ত শরে অত্যন্ত অভিহত হইয়া মোহাভিভূত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তেই রণস্থল হইতে অপগত হইয়াছিলাম। হে সাত্বতমুখ্য কেশব-নন্দন! এক্ষণে আপনি স্বচ্ছন্দে সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, অতএব আপনি আমার অশ্ব-পরিচালন বিষয়ে শিক্ষা-নৈপুণ্য দর্শন করুন। আমি দারুক হইতে উৎপন্ন ও সারথ্য কর্ম্মে যথাবৎ শিক্ষিত হইয়াছি, আমি শাল্বের এই বিখ্যাত সেনামধ্যে প্রবেশ করিতে ভীত নহি।

বাসুদেব কহিলেন, হে নৃপবীর! সারথি ইহা কহিয়া রশ্মিদ্বারা অশ্বসকলকে সংযত ও সমুদ্যত করিয়া বেগপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিল। তাহার রথবাহক উৎকৃষ্ট অশ্বসকল গমনকালে কশাঘাত ও রশ্মি-নিয়মদ্বারা শিক্ষা-কৌশল ও উদ্যম-সহকারে বিচিত্র মণ্ডলাকার, যমক, বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গতি ক্রমে যেন আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া বিচরণ করিল, তৎকালে দারুকনন্দনের লঘুহস্ততা জানিতে পারিয়া যেন দহ্যমান হইয়া পৃথিবীতে খুরস্পর্শ করিল না। পুরুষশ্রেষ্ঠ সারথি অনতিপ্রযত্নে শাল্বের সেনামণ্ডলীকে এমত প্রদক্ষিণ করিল যে সেই কার্য্য সকলের পক্ষে অদ্ভুতরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল। সৌভরাজ শাল্ব তাহা সহ্য না করিয়া সহসা প্রদ্যুম্নের সারথির প্রতি তিনটি বাণ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক তাহাকে ব্যথিত করিল। তখন দারুক-পুত্র সেই বাণবেগ তুচ্ছ করিয়া পুনর্ব্বার সেইরূপ প্রদক্ষিণ ক্রমেই গমন করিতে লাগিল। অনন্তর শাল্ব পুনর্ব্বার প্রদ্যুম্নের প্রতি বহুবিধ বাণসমূহ মোচন করিতে আরম্ভ করিল। বীর-শক্রহন্তা প্রদ্যুম্ন সেই সকল বাণ নিকটাগত না হইতেই ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক লঘু-হস্ততা প্রদর্শন করত শাণিত শরদ্বারা ছেদন করিলেন। সৌভরাজ সেই সকল বাণ প্রদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক ছিন্ন দেখিয়া দারুণ আসুরী মায়া অবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বহুতর বাণ পরিত্যাগ করিল। প্রদ্যুম্ন শাল্বের নিক্ষিপ্ত বলবৎ দৈতেয়াস্ত্র জানিতে পারিয়া

তাহা মধ্য পথেই ব্রহ্মাস্ত্র-দ্বারা ছেদন করিয়া অন্যান্য বাণ সকল তাহার প্রতি বিমোচন করিলেন। প্রদ্যুম্নের নিক্ষিপ্ত রুধিরাশী সেই সকল বাণ তাহার অস্ত্র নিবারণ-পূর্ব্বক আশু তদীয় মস্তক, বক্ষ ও মুখে বিদ্ধ হইল; তাহাতে সে মূর্চ্ছিত ও পতিত হইল। সেই ক্ষুদ্রাশয় শাল্ব বাণ-পীড়িত ও নিপতিত হইলে রুক্মিণীপুত্র শত্রুনাশন অপর এক বাণ শরাসনে সন্ধান করিলেন। সমস্ত দশার্হগণের পূজিত, অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান ও আশীবিষ-তুল্য সেই বাণ ধনুর্গুণে সংযুক্ত হওয়াতে অন্তরীক্ষে হাহাকার ধ্বনি উঠিল।

অনন্তর ইন্দ্র কুবের-প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ, নারদ ও মনঃসদৃশ বেগশীল পবনকে প্রদ্যুম্নের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে প্রদ্যুম্নের নিকট আগমন-পূর্ব্বক দেবগণের অভিপ্রেত এই বাক্য কহিলেন, হে বীর! এই শাল্বরাজা কোন প্রকারেই তোমার বধ্য নহে। হে মহাবাহো! তুমি সংগ্রামে যে বাণ সন্ধান করিয়াছ, কোন পুরুষই ইহার অবধ্য নাই, কিন্তু বিধাতা দেবকিনন্দন কৃষ্ণকে রণস্থলে এই শাল্বের মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা না হয়, এনিমিত্তে শাল্বকে সংহার করা তোমার কর্ত্তব্য নয়, অতএব তুমি এই বাণ পুনর্ব্বার উপসংহরণ কর। প্রদ্যুম্ন ঐ কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক পরম হৃষ্ট হইয়া সেই উৎকৃষ্ট শর কার্ম্মুকশ্রেষ্ঠ হইতে উপসংহরণ করিয়া তূণমধ্যে নিবিষ্ট করিলেন। হে রাজেন্দ্র অনন্তর প্রদ্যুম্ন-শর-পীড়িত শাল্ব কিয়ৎ ক্ষণ পরে উত্থিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে সৈন্যগণের সহিত শীঘ্র রণস্থল হইতে অপগত হইল। সেই ক্রূর-স্বভাব সৌভপতি বৃষ্ণিগণ-কর্ত্তৃক বিষণ্ণ হইয়া সৌভ যানে অবস্থান-পূর্ব্বক দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া আকাশ পথে গমন করিল।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বাসুদেব কহিলেন, হে রাজন্! যখন আনর্ত্ত নগর দৈত্যাক্রমণ হইতে মুক্ত হইয়াছিল, তখন আমি আপনার রাজসূয় মহাযজ্ঞের অবসানে তথায় গমন করিলাম; এবং দেখিলাম দ্বারকার আর সে শোভা নাই; তথায় বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞ রহিত হইয়াছে; বরবর্ণিনীগণের তাদৃশ বেশ ভূষা নাই; এবং উপবনসকল এমত বিরূপ হইয়াছে যে তাহা দেখিলে পূর্ব্বের সেই উপবন বলিয়া বোধ হয় না। আমি এইরূপ সকল দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কাকুল হইয়া হৃদিকাতনয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "হে নরশার্দ্দূল। এই বৃষ্ণি-নগরে নর কি নারী, সকলকেই অত্যন্ত অস্বস্থ দেখিতেছি, ইহার কারণ কি, তাহা যথার্থত শুনিতে অভিলাষ করি।" হে রাজসত্তম! হার্দ্দিক্য আমার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া শাল্ব-কর্ত্তৃক দ্বারকা পুরীর অবরোধ ও বিমোচন বিস্তাররূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। হে ভরতেন্দ্র! আমি হার্দ্দিক্যের নিকট শাল্বরাজের সমস্ত আচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিলাম।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর আমি পুরস্থ জনগণ, রাজা উগ্রসেন, ও বসুদেবকে আশ্বাস প্রদান করিয়া তখন সমুদায় বৃষ্ণি বীরদিগকে হর্ষান্বিত করত কহিলাম যে হে যাদব-শ্রেষ্ঠগণ! তোমরা শ্রবণ কর, আমি শাল্বরাজ-বিনাশের নিমিত্তে প্রস্থিত হইলাম। তোমরা নগরে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে; আমি শাল্বকে বিনাশ না করিয়া দ্বারকা পুরীতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। শাল্বকে তাহার সৌভনগরের সহিত সংহার করিয়া পুনর্ব্বার তোমাদিগকে দর্শন করিব। সম্প্রতি তোমরা তিন বার শত্রুভীষণ সেই দুন্দুভি বাদ্য কর। হে ভরতকুলপ্রদীপ! সেই যদুবীর সকলে মৎকর্ত্তৃক যথাবৎ আশ্বাসিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে আশীর্ব্বচনে আমাকে কহিলেন যে তুমি যাত্রা কর, এবং শত্রুকুলকে হনন কর। হে নরনাথ! আমি সেই হৃষ্টচিত্ত বৃষ্ণিবীরগণের আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া

দ্বিজবরদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া মহাদেবকে নত শিরে প্রণাম-পূর্ব্বক শৈব্য ও সুগ্রীব-নামক অশ্বদ্বয়-যোজিত রথে আরোহণানন্তর রথ-শব্দে ও পাঞ্চ-জন্য শঙ্খধ্বনিতে দিক্ সকল শব্দিত করত সংযত, কাশিদেশ-জয়ী, প্রসিদ্ধ, নিয়মিত, চতুরঙ্গযুক্ত, মহৎ সৈন্য-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলাম।

অনন্তর বহু দেশ, গিরি, পাদপ, সরোবর ও সরিৎ অতিক্রম করিয়া মার্ত্তিকাবত দেশে উপনীত হই-লাম। হে নরেন্দ্র সেখানে শুনিলাম, শাল্ব রাজা সৌভ-নামক বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক সাগর-সমী-পে গমন করিতেছে, তাহা শুনিয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিলাম। হে শত্রুহন্! শাল্ব রাজা মহা-তরঙ্গ-যুক্ত সাগরে গমন করিয়া তাহার গর্ব্বের মধ্য-ভাগে সৌভ যানে আরোহণ-পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া-ছিল। সেই দুষ্টাত্মাই দূর হইতে আমাকে দেখিয়া হাস্যবদন হইয়া যুদ্ধের নিমিত্তে মুহুর্মুহু আহ্বান করিতে লাগিল। অনন্তর আমি স্বীয় শার্ঙ্গ ধনুতে বহুতর মর্ম্মভেদী বাণ সন্ধান করিয়া তাহার সৌভ পুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলে সেই সকল বাণ তদীয় সৌভপুর পর্য্যন্ত আসন্ন হইতে পারিল না, তাহাতে আমি রোষাবিষ্ট হইলাম। সেই দুরাধর্ষ পাপ-প্র-কৃতি নীচ দৈত্যও আমার প্রতি সহস্র সহস্র শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, এবং আমার অশ্ব, সা-রথি ও সৈনিক পুরুষদিগের প্রতিও বাণ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। হে ভারত! আমরা তাহার সেই বাণ বর্ষণ গ্রাহ্য না করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত থাকি-লাম। অনন্তর শাল্বের পদানুগ বীর অসুরগণও সেই যুদ্ধস্থলে আমার প্রতি শত সহস্র নতপর্ব্ব শর সকল এতাদৃশ রূপে নিক্ষেপ করিতে লাগিল যে তখন সেই সকল মর্ম্মভেদী বাণ দ্বারা আমার অশ্ব-সকল, রথ, ও সারথি দারুক আচ্ছন্ন হইল। হে কুরুবীর! আমার অশ্ব সকল, রথ, সারথি দারুক, সৈনিক পুরুষ-সকল ও আমি শরসমূহে আবৃত হওয়াতে আমরা লোকের অদৃশ্য হইয়া পড়ি-লাম। হে কৌন্তেয়! তখন আমিও বহু অযুত বাণ অলৌকিক-বিধানানুসারে শরাসনে অভিমন্ত্রিত করিয়া ক্ষেপণ করিতে লাগিলাম। হে ভারত! শা-ল্বের সেই সৌভ পুর আকাশে ক্রোশ-পরিমিত দূরে থাকাতে ঐ সৌভ নগর আমার সৈনিক পুরুষদিগের অবিষয় হইয়াছিল, এনিমিত্তে তাহারা সকলে দর্শক হইয়া যেন রঙ্গবাটে অবস্থিতি করত সিংহনাদ-সদৃশ মহাকরতলশব্দ-দ্বারা আমাকে হর্ষান্বিত করিতে লাগিল। আমার করাগ্র-নিক্ষিপ্ত মনোহর অপাঙ্গ-যুক্ত বাণ সকল দানবদিগের অঙ্গে শলভ কীটের ন্যায় প্রবিষ্ট হইল। দানবগণ তীক্ষ্ণশর সমূহে নি-হত হইয়া মহাসাগরে পতিত হইতে হইতে সৌভ-মধ্যে হলহলা শব্দ করিতে লাগিল। তাহাদিগের ভুজ ও স্কন্ধ ছিন্ন হওয়াতে তাহারা কবন্ধের ন্যায় দৃশ্য হইয়া ভয়ানক নিনাদ করত পতিত হইতে লাগিল। সমুদ্র-জলনিবাসী জন্তুসকল ঐ সকল পতিত দানবকে ভক্ষণ করিতেছিল। তখন আমি গোক্ষীর, মৃণাল, কুন্দ, ইন্দু, এবং রজতের ন্যায় কান্তি-সম্পন্ন পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রাণ বায়ুতে পূরিত করিলাম। অনন্তর সৌভপতি শাল্ব সেই সকল দানবদিগকে পতিত দেখিয়া মহতী মায়া অবলম্বন-পূর্ব্বক আ-মার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহাতে আকাশ হইতে গদা, হল, প্রাস, শূল, কৌমারীশক্তি, কুঠার, খড়্গ, শক্তি, বজ্র, পাশ, ঋষ্টি, কণপ, বাণ, পট্টিশ এবং ভুশুণ্ডী, এইসকল অস্ত্র প্রচুররূপে অনবরত আমার উপর পড়িতে লাগিল। আমি তাহার সেই মায়া স্বীকার করিয়া মায়াদ্বারাই তাহা আশু বিনাশ করিলাম। তাহার সেই মায়া বিনাশ হইলে সে বহু পর্ব্বত শৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। হে ভারত! কখন অন্ধকার, কখন প্রকাশ, কখন সু-দিন, কখন দুর্দ্দিন, কখন শীত, কখন উষ্ণ, কখন অঙ্গার-বর্ষণ, কখন পাংশুবৃষ্টি এবং কখন অস্ত্র-পতন হইতে লাগিল। সেই শত্রু এইরূপ নানা-বিধ মায়িক কার্য্য ঘটনা করত সংগ্রাম করিতে

প্রবৃত্ত হইল। আমি সেই সকল ব্যাপার মায়িক বিবেচনা করিয়া মায়াদ্বারাই বিনষ্ট করিলাম, এবং যথাকালে শরসমূহে যুদ্ধদ্বারা সর্ব্ব দিক্ ধ্বনিত করিলাম। মহারাজ! অনন্তর আকাশ-মণ্ডলে শত সূর্য্যের উদয় হইল, এবং অযুত সহস্র নক্ষত্রের সহিত শত চন্দ্র প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন দিবা কি রাত্রি এবং দিক্ বা বিদিক্, কিছুই বিদিত হইল না; তাহাতে আমি মোহাপন্ন হইয়া প্রজ্ঞাস্ত্র যোজনা করিলাম। হে কৌন্তেয়! যেরূপ বায়ুদ্বারা তূলরাশি চালিত হয়, সেইরূপ উক্ত অস্ত্রদ্বারা তাহার মায়াস্ত্র দূরীকৃত হইল। অনন্তর আমি আলোক লাভ করিয়া পুনর্ব্বার তাহার সহিত একরূপ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম যে তদ্দৃষ্টে লোকের লোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সেই মহারিপু পুরুষব্যাঘ্র শাল্বরাজ সংগ্রামস্থলে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পুনর্ব্বার আকাশে গমন করিল। অনন্তর মন্দবুদ্ধি শাল্ব ক্রোধ-প্রযুক্ত আমাকে জয় করিবার অভিলাষে আকাশ হইতে মহাগদা, শতঘ্নী, প্রদীপ্ত শূল, মুষল ও অসি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আমি তাহার সেই সকল আকাশগামী আপতিত অস্ত্রগণকে আশু-নিক্ষিপ্ত আশুগ-সমূহদ্বারা আকাশের মধ্যেই আশু নিবারণ করিয়া দ্বিখণ্ড ও ত্রিখণ্ড করত ছেদন করিয়া ফেলিলাম, তাহাতে আকাশে নিনাদ হইতে লাগিল।

অনন্তর সে আমার অশ্ব, রথ ও সারথির প্রতি নতপর্ব্ব শত সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিল। হে কুরুবীর! তদনন্তর সারথি দারুক বিহ্বলপ্রায় হইয়া আমাকে কহিল যে আমি শাল্বের শরাঘাতে একরূপ পীড়িত হইয়াছি ও আমার অঙ্গ একরূপ অবসন্ন হইয়াছে যে কোন রূপেই স্থির হইতে সমর্থ হইতেছি না, তবে যুদ্ধে থাকিতে হয় বলিয়াই এপর্য্যন্ত স্থির রহিয়াছি। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আমি সারথির উক্ত করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শরপীড়িত সেই সারথিকে মনোযোগ-পূর্ব্বক দেখিলাম, তাহার বক্ষ, মস্তক, কায় ও ভুজদ্বয়ে এমত স্থান অন্তর নাই যে, যে স্থানে শরবেধ হয় নাই। যে রূপ মেঘ অতিশয় বর্ষণ করিলে গৈরিক-ধাতুবিশিষ্ট ভূধর হইতে শোণিতবর্ণ নির্ঝরসকল পতিত হয়, সেইরূপ তাহার ক্ষত স্থান হইতে উৎকট শোণিত ধারা নির্গত হইতেছে। হে মহাবাহো! আমি রণস্থলে প্রগ্রহহস্ত সারথিকে শাল্ববাণে অতিপীড়িত ও বিষণ্ণ দেখিয়া রথ পরিচালন করিতে নিবৃত্ত করিলাম। হে ভারত বীর যুধিষ্ঠির! অনন্তর রাজা উগ্রসেনের পরিচারক দ্বারকাবাসী এক পুরুষ ত্বরা-পূর্ব্বক আমার রথে আসিয়া যেন সৌহৃদ্য-প্রযুক্ত দুঃখিত হইয়া রাজা উগ্রসেনের অনুজ্ঞাত বাক্য বিষণ্ণস্বরে যাহা আমাকে কহিল, তাহা আপনি শ্রবণ করুন, "হে কৃষ্ণ! আপনকার পিতৃসখা দ্বারকাধিপতি বীর আহুক আপনাকে বলিয়াছেন যে 'হে কেশব! তুমি দ্বারকায় আগমন কর।' এতদ্ভিন্ন আপনকার পিতৃসখা সেই আহুক যাহা কহিয়াছেন, তাহাও আপনি জ্ঞাত হউন, 'হে দুর্দ্ধর্ষ বৃষ্ণিনন্দন! তুমি এই কার্য্যে আসক্ত থাকাতে শাল্ব রাজা দ্বারকায় উপগত হইয়া অদ্য তোমার জনক বসুদেবকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছে; অতএব হে জনার্দ্দন! তোমার আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে তুমি সংগ্রামে নিবৃত্ত হও, দ্বারকা রক্ষা কর; সংপ্রতি দ্বারকা রক্ষা করাই তোমার মহৎ কার্য্য।'" মহারাজ! আমি তাহার এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইলাম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। উক্ত প্রকার মহৎ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারথ সাত্যকি, বলদেব ও প্রদ্যুম্নকে মনে মনে নিন্দা করিতে লাগিলাম, কারণ, আমি তাঁহাদিগের প্রতি দ্বারকা ও পিতার

রক্ষার ভারার্পণ করিয়া সৌভ বিনাশ করিতে আগত হইয়াছিলাম। আবার ভাবিলাম, শক্রহন্তা মহাবাহু বলদেব, বীর্য্যবান্ সাত্যকি ও প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, শাম্বপ্রভৃতি কুমারগণ জীবিত আছেন কি না, ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইলাম, কারণ, ইহাঁরা জীবিত থাকিতে ইন্দ্রও আমার জনক বসুদেবকে নষ্ট করিতে সমর্থ হন না, ইহাতে যখন আমার পিতা শূরসুত নিহত হইয়াছেন, তখন বলদেব-প্রভৃতি যাদব বীরগণ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। মহারাজ! আমি এইরূপে সকলের বিনাশ পুনঃপুন চিন্তা করত অতি বিহ্বল হইয়া পুনর্ব্বার শাল্বের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মহারাজ! তদনন্তর দেখিলাম, শাল্বের সৌভ বিমান হইতে শূরসুত বসুদেব পতিত হইতেছেন; তাহাতে আমার মনে মোহ আবেশ করিল। হে নরাধিপ! যযাতি রাজার পুণ্য ক্ষয় হইলে স্বর্গ হইতে মহীতলে পতনসময়ে যেরূপ আকৃতি হইয়াছিল, আমার পিতার পতনসময়ে সেইরূপ আকৃতি হইয়াছিল; তাঁহার উষ্ণীশ বিশীর্ণ ও মলিন এবং কেশ ও বসন প্রকীর্ণ হইয়াছে; তাঁহাকে যেন ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় পতিত হইতে দেখিলাম। হে কৌন্তেয়! তখন আমার মহৎ শার্ঙ্গধনু হস্ত হইতে পড়িয়া গেল, আমি মোহাভিভূত হইয়া রথের ক্রোড় স্থানে বসিয়া পড়িলাম। অনন্তর আমার সৈন্যেরা সকলে আমাকে গতচেতন ও মৃতকল্পদেহে রথ-নীড়ে অবস্থিত দেখিয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। হে মহাবাহো! তখন আমার পিতা হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় বিস্তার করিয়া পতিত হওয়াতে তাঁহার আকৃতি যেন পতনশীল পক্ষীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল; এবং শূলপট্টিশহস্ত দানবেরা আমার পিতার সেই পতনশীল শরীরেই আঘাত করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমার চিত্ত অতিশয় কম্পিত হইয়া উঠিল। হে বীরাগ্রগণ্য! অনন্তর সেই বিমর্দ্দনস্থল সমরক্ষেত্রে আমি মুহূর্ত্তকাল-পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তখন দেখিলাম, তথায় সৌভ নাই, বিপক্ষ শাল্ব নাই এবং আমার বৃদ্ধ পিতাও নাই; তাহাতে আমি সেই সমস্ত কার্য্য মায়াকল্পিত বলিয়া মনে মনে নিশ্চয় করিলাম। মহারাজ! তখন আমি বীতমোহ হইয়া পুনর্ব্বার বিপক্ষগণের প্রতি শত শত শরবর্ষণ করিতে লাগিলাম।

একবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

বাসুদেব কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর আমি রুচির ধনু গ্রহণ করিয়া শরসমূহদ্বারা সৌভ হইতে অসুরদিগের মস্তকসমূহ পাতিত করিলাম। এবং আশীবিষ-সদৃশ তীব্রতেজোময় ঊর্দ্ধগ বাণসকল শার্ঙ্গ ধনু হইতে প্রমুক্ত করিয়া শাল্বরাজার প্রতি নিক্ষেপ করিলাম। হে কুরুকুলেন্দ্র! অনন্তর তাহার সৌভ যান মায়াদ্বারা অন্তর্হিত হইয়া অদৃশ্য হইল; তাহাতে আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তৎপরে বিকৃতাস্য বিকৃতকেশ দানবেরা, আমি ভূমিস্থ থাকাতে আমার প্রতি উর্দ্ধে চিৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন সেই রণস্থলে আমি সত্বর হইয়া তাহাদিগের বধের নিমিত্তে শব্দভেদী শরযোজনা করিলাম; তাহাতেই সেই শব্দ নিবৃত্ত হইল। এবং যাহারা শব্দ করিতেছিল, তাহারা সকলেই আমার আদিত্যতুল্য প্রজ্জ্বলিত সেই সকল শব্দভেদী বাণে পরলোকে গমন করিল। মহারাজ! সেই শব্দ নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার অন্য দিকে অপর শব্দ হইতে আরম্ভ হইল, তাহাতেও আমি পূর্ব্ববৎ শব্দভেদী শরসকল প্রহার করিলাম। এইরূপে অসুরগণ ক্রমশ তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও দশদিক্ নিনাদিত করিল, এবং আমিও বিবিধশর ও নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্রসমূহ দিব্যাস্ত্রে প্রতিমন্ত্রিত করিয়া ঐ সকল আকাশস্থ অন্তর্হিত অসুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলে তাহারা নিহত হইল। হে বীর! অনন্তর সেই কা-

মগ সৌভ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গমন করিয়া পুনর্ব্বার দৃশ্য হইয়া আমার চক্ষুকে মোহিত করিল। তৎপরে লোক-বিনাশক দারুণাকৃতি দানব সহসা মহতী শিলা বৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা আমাকে আবৃত করিল। হে রাজেন্দ্র! আমি তাহার পর্ব্বতবর্ষণে পুনঃপুন অভিহত হইয়া বল্মীকের ন্যায় শিলাসমূহে বর্দ্ধিত হইলাম। আমি শিলাসমূহদ্বারা সারথি, ধ্বজ ও অশ্বের সহিত সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া পর্ব্বত-সদৃশ হওয়াতে লোকের দৃষ্টিপথের অতীত হইলাম। তখন বৃষ্ণিবীর সৈনিক-পুরুষেরা সকলেই ভয়ার্ত্ত হইয়া সহসা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে নরনাথ! আমি অদৃশ্য হইলে পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশ হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। আমার সুহৃদ্গণ বিষণ্ণচিত্ত ও দুঃখশোকার্ত্ত হইয়া রোদন করত বিলাপ করিতে লাগিল। হে অক্ষয় বীর! তখন যে আমার শত্রুরা হৃষ্ট ও মিত্রেরা পীড়িত হইয়াছিল, তাহা আমি তাহাকে জয় করিয়া পশ্চাৎ শ্রবণ করিয়াছিলাম। অনন্তর আমি পাষাণভেদক ইন্দ্রপ্রিয় বজ্র উদ্যত করিয়া সেই সমুদায় পাষাণ বিনাশ করিলাম। মহারাজ! আমার অশ্বগণ পর্ব্বতভারে পীড়িত ও শ্বাসমাত্রাবশেষিত হইয়া কম্পিতপ্রায় হইল। আমার বান্ধবেরা সকলে, আকাশে মেঘজাল বিদারণ-পূর্ব্বক উদিত রবির ন্যায় আমাকে পর্ব্বতমুক্ত দেখিয়া পুনর্ব্বার হর্ষান্বিত হইল। তখন সারথি অশ্বগণকে পর্ব্বতভারে পীড়িত ও শ্বাসমাত্রাবশেষিত দেখিয়া আমাকে তৎকালোচিত বাক্যে কহিল, হে বার্ষ্ণেয়! আপনি দেখুন, ঐ সৌভপতি শাল্ব নিঃসঙ্কোচে রহিয়াছে, উহাকে আর উপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি উহার বধের নিমিত্তে উত্তমরূপে যত্ন করুন। হে কেশব! উহার প্রতি মৃদুতা ও মিত্রতা পরিহার করুন, উহাকে সংহার করুন, আর জীবিত রাখিবেন না। হে শত্রুহন্! শত্রুকে সর্ব্বপরাক্রম-দ্বারা বধ করাই বিধেয়, শত্রু যদি দুর্ব্বলও হয়, তথাপি বলবান্ ব্যক্তির তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। হে মহাবাহো! শত্রু যদ্যপি সমরোদ্যতও না হয়, তত্রাপি তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়, ইহাতে ঐ শাল্ব যখন সমরে প্রবৃত্ত আছে, তখন আর উহার প্রতি কথা কি আছে? হে বৃষ্ণিকুলেন্দ্র পুরুষোত্তম! আপনি সর্ব্বতোভাবে যত্ন-পূর্ব্বক ঐ শত্রুকে বধ করুন, আর কালাতিপাত না হয়; ঐ শত্রু মৃদুযুদ্ধ-সাধ্য নহে, এবং উহাকে আপনার সখা বলিয়াও বিবেচনা করা যায় না, কারণ, ও আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে ত্রুটি করে নাই, এবং আপনকার দ্বারকা নগর অবমর্দ্দিত করিয়াছে।

হে কৌন্তেয়! আমি সারথির মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তদুক্ত বাক্য যথার্থ জ্ঞান করত যুদ্ধে মনোনিবেশ করিলাম। হে কুরুবীর! শাল্বের বধ ও সৌভনগর-নিপাতন উদ্দেশে দারুক সারথিকে কহিলাম যে তুমি মুহূর্ত্ত কাল স্থির হও। তদনন্তর আমি সেই রণস্থলে অপ্রতিহত, দিব্য, অভেদ্য, অতিবীর্য্যান্বিত, সর্ব্বসাহ, মহাপ্রভ, দানবান্তকর, মৎপ্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ধনুকে সংযোজিত করিলাম। সংগ্রামে যক্ষ, রাক্ষস, দানব ও বিপরীতাচারী রাজাদিগের ভস্মকর, ক্ষুরধার-সদৃশ-তীক্ষ্ণধার, মহৎ, কালান্তক-যমোপম, শত্রুবিনাশন, অতুল্য, নির্ম্মল চক্রকে অভিমন্ত্রিত করিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলাম যে তুমি আত্মবীর্য্যদ্বারা সৌভ নগর ও তত্রস্থ সমস্ত মৎশত্রুকে সংহার কর, এইরূপ কহিয়া ভুজবলদ্বারা ক্রোধ-পূর্ব্বক তাহা সৌভের প্রতি নিক্ষেপ করিলাম। সুদর্শন মৎপ্রেরিত হইয়া যখন আকাশে উৎপতিত হইল, তখন যুগান্তকালের প্রতাপান্বিত দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সুদর্শন সৌভ নগরে আপতিত হইয়া তাহার শোভা বিনাশ করত করপত্রদ্বারা উচ্ছিত কাষ্ঠ-বিদারণের ন্যায় মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিল। অনন্তর সৌভ নগর সুদর্শন-বলে হত ও দ্বিধাকৃত হইয়া মহেশ্বরের শরোৎক্ষিপ্ত ত্রিপুরের ন্যায় পতিত

হইল। সৌভ নগর নিপাতানন্তর সুদর্শন চক্র আমার করে আগত হইলে পুনর্ব্বার তাহাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক অতিবেগে শাল্বকে আক্রমণ করিতে আদেশ করিয়া নিক্ষেপ করিলাম। শাল্ব সেই মহারণে মহতী গদা নিক্ষেপ করিতেছিল, ঐ সময়ে সুদর্শন চক্র সহসা তাহাকে দ্বিধা করিয়া তেজোদ্বারা প্রজ্বলিত করিল। সেই বীর নিহত হইলে মদীয় শরসমূহে পীড়িত দানবেরা ভগ্নচিত্তে হাহাকার করিতে করিতে দিগ্‌দিগন্তরে পলায়নপর হইল। অনন্তর আমি সৌভসমীপে রথ রক্ষা করিয়া হৃষ্টচিত্তে শঙ্খধ্বনি করত সুহৃদ্গণকে আহ্লাদিত করিলাম। দানব-পত্নীগণ সুমেরুশিখরতুল্য অত্যুচ্ছ্রিত সৌভ নগরকে ভগ্নাট্টালক, ভগ্ন-পুরদ্বার ও দহ্যমান দেখিয়া পলায়ন করিল। আমি সমরে এইরূপে শাল্বকে ও তাহার সৌভ বিমান বিনাশ করিয়া দ্বারকা প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক সুহৃদ্গণের প্রীতি উৎপাদন করিলাম। হে বীর শত্রুবিমর্দ্দন! আমি যে হস্তিনায় আগমন করিতে পারি নাই, তাহার কারণ এই আপনার নিকট জ্ঞাপন করিলাম। আমি আগমন করিলে হয় ত দুর্য্যোধন জীবিত থাকিত না, কিম্বা দ্যূতক্রীড়া হইত না। এক্ষণে আমি কি করিব! সেতু ভগ্ন হইলে পর জল নিবারণ করা অসাধ্য।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবাহু শ্রীমান্ পুরুষোত্তম মধুসূদন যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া পাণ্ডবদিগকে আমন্ত্রণ করত দ্বারকা-গমনে প্রস্তুত হইলেন। তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে অর্জ্জুন আলিঙ্গন, নকুল ও সহদেব অভিবাদন করিলেন। ধৌম্য ঋষি তাঁহার যথাবিহিত সম্মান, এবং দ্রৌপদী তাঁহাকে অশ্রুধারার অর্চ্চনা করিলেন। তিনি এইরূপে পাণ্ডব-পক্ষীয়-কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে কাঞ্চনময় রথে আরোপণপূর্ব্বক স্বয়ং তাহাতে আরোহণ করিলেন। কৃষ্ণ উক্তপ্রকারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া শৈব্য ও সুগ্রীব-নামক অশ্বদ্বয়-যোজিত আদিত্যতুল্য তেজোময় রথে দ্বারকায় প্রস্থিত হইলেন। কৃষ্ণের গমনানন্তর পৃষতসন্তান ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্যান্য দ্রৌপদেয়-গণকে লইয়া স্বীয় নগরে গমন করিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভগিনী-সমভিব্যাহারে রম্য শুক্তিমতী পুরীতে প্রস্থান করিলেন। হে ভারত! কেকয়রাজপুত্রগণ অপরিমিত তেজস্বী যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সকল পাণ্ডবকে আমন্ত্রণা করত স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। হে ভরতকুল-প্রদীপ রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও রাজ্যবাসী অন্যান্য প্রজাগণ যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক ভূয়োভূয় নিবারিত হইয়াও পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিলেন না; সুতরাং কাম্যক বনে সেই সকল মহাত্মাদিগের অতি অদ্ভুত-দর্শন মহা-সমারোহ হইয়াছিল। মহাত্মা যুধিষ্ঠির যথাসময়ে সেই সকল ব্রাহ্মণগণের সম্মান করিয়া অনুবর্ত্তী পুরুষদিগের প্রতি অনুমতি করিলেন যে তোমরা রথ-সকল যোজনা কর।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দশার্হাধিপতি কৃষ্ণ গমন করিলে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্য, সকলে মিলিত হইয়া উত্তম অশ্বযুক্ত মহার্হ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক বনান্তরে প্রস্থান করিলেন। শিবতুল্য-জ্যোতিষ্মান্ বীর পুরুষেরা যাত্রা-কালে বেদবেদাঙ্গবিৎ বিপ্রগণকে বহুল নিষ্ক, সুবর্ণ, বস্ত্র ও গো প্রদান করিলেন। বিংশতি জন শস্ত্রধারী ভৃত্য ধনু, শস্ত্র, প্রদীপ্ত শর, ধনুর্গুণ, যন্ত্র ও খড়্গ লইয়া তাঁহাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করত অনুগামী হইল। ধাত্রী ও দাসীগণ দ্রুপদরাজপুত্রীর বস্ত্র ও আভরণ লইয়া গমন করিল; ইন্দ্রসেন ত্বরাপূর্ব্বক তাহাদিগকে রথে আরোপণ

করিয়া অনুগামী হইল। অনন্তর পুরবাসী মহাসত্ত্ব প্রজাগণ কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং কুরুজাঙ্গলবাসী মুখ্য মুখ্য ব্রাহ্মণ সকল প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভ্রাতৃগণের সহিত মহাত্মা প্রভু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুজাঙ্গলবাসী সেই সকল জনসমূহ অবলোকন করিয়া সেই স্থানে গমনে নিবৃত্ত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পিতা, পুত্রের প্রতি যেরূপ ভাব প্রকাশ করেন, মহাত্মা কুরুশ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগের প্রতি সেইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন; এবং পুত্র, পিতার প্রতি যদ্রূপ ব্যবহার করে, তাঁহারাও সেই ভরত-পুঙ্গবের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিলেন। মহারাজ! অনন্তর সেই সকল মহৎ ব্যক্তি কুরুবীর যুধিষ্ঠিরকে পাইয়া, হা নাথ! হা ধর্ম্ম! এইরূপ কহিতে কহিতে লজ্জিত ও সাশ্রুনেত্র হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, হা ধর্ম্মরাজ! এই সমস্ত পুরবাসী ও দেশস্থ প্রজাপুঞ্জ আমরা মহারাজের পুত্রতুল্য, প্রজাধিপতি পিতৃতুল্য কুরুবর ধর্ম্মরাজ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছেন? হে নরেন্দ্র! আপনি ধর্ম্মপরায়ণ ও সৎস্বভাবান্বিত, ক্রূরাত্মা পাপিষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র, শকুনি ও কর্ণ, আপনকার এবম্বিধ অনর্থ ইচ্ছা করিতেছে! তাহাদিগকে ধিক্! হা! অসীম চরিত্র মহাত্মা ধর্ম্মরাজ কৈলাস-সদৃশ ইন্দ্রপ্রস্থ নগর স্বয়ং স্থাপন করিয়া এইক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করত কোথায় গমন করিতেছেন! মহাত্মা ময় দানব দেব-সভাতুল্য নিরুপমা যে সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, দেব-রক্ষিতা দেবমায়ার ন্যায় সেই সভা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মরাজ কোথায় গমন করিতেছেন!

তদনন্তর ধর্ম্ম কামার্থ তত্ত্বজ্ঞ পরমতেজস্বী বীভৎসু উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদিগের সকলকে কহিলেন, হে দ্বিজাতি-প্রভৃতিগণ! মহারাজ যুধিষ্ঠির এই বনবাসদ্বারা শত্রুদিগের যশ গ্রহণ করিবেন। আপনারা ধর্ম্মার্থবিৎ তপস্বিগণকে একত্র বা পৃথক্ রূপে প্রসন্ন করত তাঁহাদিগের নিকট এমত প্রার্থনা করিবেন যে আমাদিগের পরম প্রয়োজন সিদ্ধি হয়।

হে রাজন্! ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণসকল একত্র অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে হর্ষ প্রকাশ করত ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং বিগত-হর্ষ হইয়া যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও যাজ্ঞসেনীকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পৌর জন সমস্ত গমন করিলে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সকল ভ্রাতাকে বলিলেন, আমাদিগকে এই দ্বাদশ বৎসর নির্জ্জন বনে বাস করিতে হইবে, অতএব যেখানে বাস করিয়া উক্ত পরিমিত কাল সুখে অতিবাহিত করা যায়, মহারণ্য মধ্যে বহু মৃগ-পক্ষিযুক্ত, বহু পুষ্প ফলে পরিপূর্ণ, পুণ্যাত্মা জনগণে আবৃত, মঙ্গলজনক এমত মনোরম্য কোন দেশ অবধারণ কর।

ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক মানবশ্রেষ্ঠ প্রশস্তচিত্ত ধর্ম্মরাজকে গুরুতুল্য সম্মান করিয়া কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মনুষ্য-লোকে আপনকার অজ্ঞাত কিছুই নাই, যেহেতু আপনি বৃদ্ধ ও মহর্ষিগণের উপাসনা করিয়া থাকেন; আপনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রভৃতি মুনি ও ব্রাহ্মণগণের নিয়ত উপাসনা করিয়াছেন। মহারাজ! যিনি স্বচ্ছন্দচারী হইয়া নিত্য নিত্য সর্ব্বলোক-দ্বার ভ্রমণ করেন, বিশেষত দেবলোক হইতে গন্ধর্ব্বলোক, অপ্সরোলোক ও ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন, আপনি সেই দেবর্ষি নারদের উপাসনাও নিয়ত করিয়াছেন; সুতরাং আপনি দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি-প্রভৃতি সমস্ত তপস্বীদিগের অনুভাব ও প্রভাব অবগত আছেন, সংশয় নাই;

এবং কল্যাণ-জনক কোন বিষয়ও আপনার অগোচর নাই; অতএব আপনি যে স্থান অভিলাষ করেন, আমরা সেই স্থানেই বাস করিব। পরন্তু সমীপবর্ত্তী দ্বৈতবন-নামক সরোবর পবিত্র জলাশয়, বহু পুষ্প ফল-সমন্বিত, নানাপক্ষি-নিষেবিত ও সুরম্য, অতএব যদি আপনার সম্মতি হয়, তবে ঐ স্থানে দ্বাদশ বর্ষ কাল অতিবাহিত করা যায়; অথবা অন্য যে স্থান আপনি মনোনীত করেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পার্থ! তুমি যাহা বলিলে তাহা আমারও সম্মত, অতএব চল আমরা বিখ্যাত পুণ্যস্থান সেই মহৎ দ্বৈতবন সরোবরেই গমন করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর ধর্ম্মচারী পাণ্ডবেরা সকলে বহু ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর সহিত পবিত্র দ্বৈতবন সরোবরে যাত্রা করিলেন। বহুসংখ্য বেদজ্ঞ সাগ্নি, স্বাধ্যায়রত নিরগ্নি, ভিক্ষু ও বানপ্রস্থ ব্রাহ্মণেরা রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত পরিবেষ্টিত হইলেন। তৎপরে সিদ্ধ ও সংশিতব্রত শত শত মহাত্মা আসিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা বহু ব্রাহ্মণের সহিত গমন করিয়া পবিত্র রমণীয় দ্বৈতবনে প্রবেশ করিলেন। রাষ্ট্রপতি কুন্তীতনয় গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানে তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, শাল, তাল, আম্র, মধূক, নীপ, কদম্ব, সর্জ্জ, অর্জ্জুন ও কর্ণিকার বৃক্ষে সেই মহাবন বিকীর্ণ হইয়াছে। বর্হিণ, কোকিল, ময়ূর, দাত্যূহ, এবং চকোর পক্ষিগণ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকলের শিখরে অবস্থিতি করিয়া মনোহর ধ্বনি করিতেছে। এবং হস্তিনী-যূথের সহিত অচল-প্রভ মদোৎকট যূথপতি হস্তিগণের মহাযূথ সকল ইতস্তত রহিয়াছে। অপরিমিত তেজস্বী ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির সেই বনে মনোরম ভোগবতী-তীরে উপনীত হইয়া চীরপরিধায়ী জটাধারী পূতাত্মা ধর্ম্মশীলদিগের নিবাসে অনেক সিদ্ধর্ষিদিগকে দর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য জনগণের সহিত রথ হইতে অবরোহণ করিয়া ইন্দ্রের স্বর্গ-প্রবেশের ন্যায় সেই কাননে প্রবেশ করিলেন। চারণ, সিদ্ধ ও বানপ্রস্থগণ সত্যসন্ধ মহানুভাব রাজসিংহের দর্শনাভিলাষে ধাবিত হইয়া আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির সমুদায় সিদ্ধ ও দ্বিজাগ্র্যগণ-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিবাদন করত তাঁহাদিগের সহিত দেবতা ও রাজার ন্যায় কাননমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। পুণ্যশীল মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির পিতা পাণ্ডুর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বিগণের সহিত আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পুষ্পধর এক মহাবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইলেন। দ্রৌপদী এবং ভরত-কুলেন্দ্র ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব রথ যান পরিত্যাগ করিয়া নরেন্দ্র যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ ক্রমে আগমন-পূর্ব্বক পরিক্লান্ত হইয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন। যে প্রকার হস্তি-যূথপ সমূহ-দ্বারা মহাগিরি শোভমান হয়, সেইরূপ বিস্তৃত লতাপুঞ্জে আবৃত সেই মহাবৃক্ষ স্ব-সন্নিহিত ধনুর্দ্ধর মহাত্মা পঞ্চপাণ্ডব-দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইন্দ্রতুল্য সুখোপযোগী নরেন্দ্র-পুত্রগণ কাননে আগমন করিয়া কষ্ট-জনক বনবাস প্রাপ্ত হইয়াও সরস্বতী নদী-সমীপে কল্যাণপ্রদ সেই শালবনেই বিহার করিতে লাগিলেন। কুরুকুলপ্রদীপ মহানুভাব রাজা যুধিষ্ঠির সেই বনে সমস্ত যতি, মুনি ও দ্বিজাতিশ্রেষ্ঠগণকে উত্তমোত্তম ফল মূল-দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। সমৃদ্ধ-তেজস্বী পুরোহিত ধৌম্য, পিতার ন্যায়, মহারণ্য বাসী পাণ্ডবদিগের ইষ্টি, পিত্র্য ও দৈব ক্রিয়া সেই অরণ্যমধ্যে নিষ্পাদন করিতে থাকিলেন।

একদা সমৃদ্ধ-তীব্র-তেজঃপুঞ্জ মার্কণ্ডেয়-নামক পুরাতন ঋষি রাজ্যচ্যুত বনবাসী সেই শ্রীমান্ পাণ্ডবদিগের উক্ত আশ্রমে অতিথিরূপে আগমন করিলেন। অনুপম সত্ত্ব ও বীর্য্য-সম্পন্ন মহানুভাব

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দেব, ঋষি ও মানবগণের অর্চ্চিত ও জাজ্বল্যমান হুতাশনের ন্যায় প্রভাশালী সেই মহামুনিকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার যথা-যোগ্য পূজা করিলেন। অমিত-তেজস্বী সর্ব্বজ্ঞ সেই মহাত্মা ঋষি তপস্বিগণের মধ্যে দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া দাশরথি রামকে মনে মনে স্মরণ করত ঈষৎ হাস্য করিলেন। ধর্ম্ম-রাজ তদ্দৃষ্টে বিমনঃপ্রায় হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, এই সকল তপস্বী আমাকে দেখিয়া লজ্জান্বিত হইয়া আছেন, কেবল আপনিই ইহাঁদিগের সমক্ষে হৃষ্টপ্রায় হইয়া হাস্য করিতেছেন, ইহার কারণ কি?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে তাত! আমি আপনকার আপদবস্থা দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া হাস্য করি নাই, এবং হর্ষজন্য দর্পও আমাকে আশ্রয় করে নাই, অদ্য দশরথ-নন্দন সত্যব্রত রামকে আমার স্মরণ হইল। হে পার্থ! পূর্ব্ব কালে সেই নরনাথ রামকেও পিতার আজ্ঞাক্রমে বনবাসী হইয়া ধনুর্ধারণ-পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সানুতে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। নিষ্পাপ সেই মহাত্মা, যমের নিয়োগ কর্ত্তা ও নমুচি-নামক দানবের হন্তা, সুতরাং দেবরাজ ইন্দ্রের সমান হইয়াও পিতার নিদেশানু-সারে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বনবাস স্বীকার করিয়াছি-লেন। সেই মহানুভব মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রম-শালী ও সমরে অপরাজেয় হইয়াও সমুদায় সুখভোগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছিলেন, অতএব "আমি বলবান্" বলিয়া অধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নয়। হে তাত! নাভাগ ও ভগীরথ-প্রভৃতি নৃপগণ সত্য-দ্বারা সাগরান্তা পৃথিবী জয় করিয়া সকল লোককে জয় করিয়াছিলেন, অতএব "আমি বলবান্" বলিয়া অধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নয়। হে নরেন্দ্র! কাশি ও করূষ দেশের রাজা সাধু চরিত্র ও সত্য-নিষ্ঠা-প্র-যুক্ত রাজ্য ও ধন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে লোকে ক্ষিপ্ত কুক্কুর কহিত, অতএব "আমি বলবান্" বলিয়া অধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নয়। হে নরশ্রেষ্ঠ পার্থ! বিধাতা যেরূপ বিধি বিধান করিয়াছেন, সাধু-স্বভাব সপ্ত ঋষিও পুরাতন বাক্যানুসারে সেই বিধি মান্য করত অন্তরীক্ষে উদয় হইতেছেন, অতএব "আমি বলবান্" বলিয়া অধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নয়। হে নরেন্দ্র! দেখুন, পর্ব্বতশৃঙ্গ-সদৃশ বৃহৎকায় বিপুল-দন্তশালী মহাবল হস্তিগণ বিধাতার নিদেশানু-বর্ত্তী হইয়াই কালাতিপাত করিতেছে, অতএব "আমি বলবান্" বলিয়া অধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নয়। হে নরেন্দ্র! বিধাতা সকল প্রাণীর প্রতি স্ব-স্ব-জন্মানু-রূপ যে প্রকার বিধান করিয়াছেন, তাহারা তদনু-যায়ী কর্ম্মই চির কাল নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে, অতএব "আমি বলবান্" বলিয়া অধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নয়। হে পার্থ! সত্য ধর্ম্ম, যথোচিত বৃত্তি, ও লজ্জা-দ্বারা আপনার যশ ও তেজ বিভাবসু সূর্য্যের ন্যায় সকল প্রাণীকে অতিক্রম করিয়া প্রদীপ্ত রহিয়াছে; অতএব হে মহানুভাব! আপনি স্বীয় প্রতিজ্ঞানু-সারে এই কষ্ট-জনক বনবাস করিয়া এই প্রতিজ্ঞাত বনবাস-জন্য তেজ-দ্বারাই কৌরবদিগের নিকট হইতে উজ্জ্বল শ্রী গ্রহণ করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তপস্বিগণ-মধ্যে সুহৃদ্‌গণের সহিত অবস্থিত যুধিষ্ঠিরকে এই রূপ কহিয়া তাঁহাদিগের সহিত একত্রস্থিত অন্য অন্য পাণ্ডব ও ধৌম্য ঋষিকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক উত্তর দিকে গমন করিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ড-বেরা দ্বৈতবনে বাস করাতে সেই মহারণ্য ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীতে আকীর্ণ হইল। ব্রাহ্মণগণের সতত উচ্চা-রিত বেদধ্বনিদ্বারা সেই দ্বৈতবন সরোবর সর্ব্বতো-ভাবে ব্রহ্মলোক-তুল্য পুণ্য ধাম হইয়া উঠিল। উচ্চা-র্য্যমাণ যজু, ঋক্, ও সামবেদীয় ব্রাহ্মণ-বাক্যের ধ্বনি মনোহর রূপে শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল। তথায় পার্থদিগের জ্যাঘোষ ও ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মঘোষদ্বারা

ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্র উভয় ধর্ম্ম সংসৃষ্ট হইয়া অতিশয় শোভমান হইল।

একদা দাল্‌ভ্য বক ঋষি সন্ধ্যা সময়ে ঋষিগণ-সমাবৃত উপবিষ্ট ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কুরুকুলেন্দ্র পার্থ! দেখুন, দ্বৈতবন-মধ্যে এই হোম-বেলা সায়ং সময়ে তপস্বী ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠিত হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে; সমস্ত জগতের প্রধান উৎকৃষ্ট ব্রতনিষ্ঠ মহাভাগ ভৃগুবংশীয়, অঙ্গিরো-বংশীয়, বশিষ্ঠবংশীয়, কশ্যপবংশীয়, অগস্ত্যবংশীয় ও অত্রিবংশীয় ঋষিগণ আপনকার সহিত সঙ্গত ও আপনকার রক্ষিত হইয়া এই পুণ্য ক্ষেত্রে ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। হে পার্থ! আপনাকে যাহা বলিতেছি, আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত তাহা শ্রবণ করুন, যেরূপ অগ্নি ও বায়ু পরস্পর সংসৃষ্ট হইলে বন সমূহ দগ্ধ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্র ধর্ম্ম পরস্পর সংসৃষ্ট হইলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শত্রুকুল সংহার করিতে সমর্থ হয়; অতএব হে তাত! যে নৃপতি বহু দিন ইহ ও পর লোক জয় করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি কদাপি ব্রাহ্মণ-ব্যতীত থাকিতে অভিলাষ করিবেন না। রাজা ধর্ম্মার্থযুক্ত ও মোহবিহীন ব্রাহ্মণকে লাভ করিয়াই শত্রু নিপাতন করিবেন। বলি রাজা প্রজাপালন-বশত মোক্ষ-সাধন ধর্ম্মের আচরণ করত ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অপর কোন উপায় জানিতেন না, ইহাতেই তাঁহার কামনা পরিপূর্ণ ও সম্পত্তি অক্ষয্য হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যদ্বারা পৃথিবী লাভ করিয়া অবশেষে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অনিষ্ট আচরণ করাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে ভরতকুল বিভূষণ! এই ঐশ্বর্য্যশালিনী পৃথিবী ব্রাহ্মণ-হীন ক্ষত্রিয়কে কদাপি ভজনা করে না। ব্রাহ্মণ, নীতিশাস্ত্র-দ্বারা যে ভূপতিকে শাসন-পূর্ব্বক বিনীত করেন, সমুদ্র-পরিখাবৃত এই ভূমণ্ডল তাঁহারই নিকটে নত হয়। যেরূপ কুঞ্জর সংগ্রামস্থলে হস্তিপক-বিহীন হইলে কার্য্যহীন হয়, সেইরূপ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণহীন হইলে ক্ষীণবল হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের নীতি-বিষয়ে অনুপম দৃষ্টি এবং ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধ-বিষয়ে অপ্রতিম বল-হেতু যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়ে মিলিত হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে কোন লোক অপ্রসন্ন থাকে না। যে প্রকার অগ্নি, বায়ুর সহিত মিলিত হইলে অতিপ্রবৃদ্ধ হইয়া তৃণ কাষ্ঠ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেই প্রকার ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইলে সমুদায় শত্রু বিনাশ করিতে যোগ্য হন। বুদ্ধিমান্ ক্ষত্রিয়ের অলব্ধ ধনের লাভ ও লব্ধ সম্পত্তির বৃদ্ধি-নিমিত্তে ব্রাহ্মণদিগের সমীপে নীতি-বুদ্ধি সংপূর্ণরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অতএব আপনিও অলব্ধ ধনের লাভ, লব্ধধনের বৃদ্ধি ও তাহা যথাযোগ্য পাত্রে প্রতিপাদনের নিমিত্তে বেদজ্ঞ বহুদর্শী যশস্বী পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে সন্নিহিত রাখুন। হে যুধিষ্ঠির! আপনকার ব্রাহ্মণদিগের প্রতি নিরন্তর উৎকৃষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা আছে, এপ্রযুক্তই আপনকার যশ ত্রিভুবন-মধ্যে প্রথিত ও প্রদীপ্ত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর যুধিষ্ঠিরের পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ দাল্‌ভ্য বকঋষিকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার নিকট যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রসন্নচিত্ত হইলেন। যেপ্রকার ঋষিগণ ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করেন, সেই প্রকার দ্বৈপায়ন, নারদ, যামদগ্ন্য, পৃথুশ্রবাঃ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভালুকি, কৃতচেতাঃ, সহস্রপাৎ, কর্ণশ্রবাঃ, মুঞ্জ, লবণাশ্ব, কাশ্যপ, হারীত, স্থূলকর্ণ, অগ্নিবেশ্য, শৌনক, কৃতবাক্, সুবাক্, বৃহদশ্ব, বিভাবসু, ঊর্দ্ধরেতাঃ, বৃষামিত্র, সুহোত্র, হোত্রবাহন ও অন্যান্য প্রশংসিত-ব্রত বহুতর ব্রাহ্মণেরা অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে অর্চ্চনা করিলেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দুঃখশোকাভিভূত বনস্থ পাণ্ডবেরা সায়াহ্ন কালে দ্রৌপদীর সহিত উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

পাণ্ডবদিগের প্রিয়তমা সুদৃশ্যা পতিপরায়ণা পণ্ডিতা দ্রৌপদী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ক্রূরস্বভাব পাপিষ্ঠ দুষ্টাত্মা দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন যখন আপনকাকে আমার সহিত বনে প্রেরণ-পূর্ব্বক অজিন-শায়ী করিয়া অনুতাপিত হয় নাই, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমাদিগের দুঃখে সেই দুরাত্মার কোন দুঃখই হয় নাই। আপনি উঁহার জ্যেষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ, আপনকাকে সেই দুষ্কর্ম্মশীল দুর্য্যোধন যখন বনপ্রয়াণ-সময়ে তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করাইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তাহার হৃদয় লৌহ-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। দুষ্টাশয় পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন সুখ-ভোগযোগ্য ও দুঃখভোগের অযোগ্য ঈদৃশ পুরুষকে দুঃখমগ্ন করিয়া সুহৃদ্গণের সহিত আমোদ করিতেছে! হে ভারত! আপনি যখন চর্ম্ম-বসন-পরিধান-পূর্ব্বক বনবাসার্থে যাত্রা করেন, তখন কেবল দুরাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুর্য্যোধনের দুর্ভ্রাতা উগ্রস্বভাব দুঃশাসন, এই চারিজনের নয়ন হইতে অশ্রুপাত হয় নাই; তদ্ভিন্ন সমুদায় কুরুদিগেরই নয়ন হইতে দুঃখাশ্রু পতিত হইয়াছিল। মহারাজ! আপনি সুখী এবং দুঃখভোগের অযোগ্য, আপনার বসিবার আসন পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, এবং এইক্ষণেও দেখিতেছি, ইহাতে আমার অন্তঃকরণ শোকে ব্যাকুল হইতেছে! সভামধ্যে গজদন্ত-নির্ম্মিত রত্নমণ্ডিত সেই আসন আর এই কুশাসন দৃষ্টে আমার অন্তঃকরণ শোকে মোহিত হইয়াছে! হে রাজন্! পূর্ব্বে যে আপনাকে সভায় রাজগণ-পরিবেষ্টিত দেখিতাম, এক্ষণে তাহা দেখিতে না পাইয়া আমার মনে কি শান্তির উদয় হইতে পারে? হে ভারত! আপনকার সূর্য্যতুল্য তেজঃপুঞ্জ যে শরীর চন্দন-চর্চ্চিত দেখিতাম, তাহা এইক্ষণে পঙ্ক-মলাকীর্ণ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত মোহাকুল হইতেছে! হে রাজেন্দ্র! আমি যে পূর্ব্বে আপনাকে শুভ্র কৌশিক বস্ত্রে আচ্ছাদিত দেখিতাম, এক্ষণে আমাকে আপনকার চীর বস্ত্র পরিধান দেখিতে হইল! হে প্রভু নরপাল! আপনকার গৃহ হইতে যে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্তে বহুবিধ সুবর্ণপাত্রে সমস্ত অভিলাষানুরূপ সংস্কৃত অন্ন আহরণ হইত; যতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহ-মেধীদিগকে যে অতি গুণকারক ভোজন সামগ্রী সকল প্রদান করা হইত; আপনি যে পূর্ব্বে গৃহে থাকিয়া সহস্র সহস্র পরিবেশন-পাত্র সমস্ত অভিলাষানুরূপ দ্রব্য-দ্বারা প্রত্যহ সংস্কৃত করিতেন; এবং ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্ব কামনা সম্পাদন করিয়া যে পূজা করিতেন; এক্ষণে সেই সমস্ত না দেখিয়া আমার মনে কি রূপে শান্তির আবির্ভব হইতে পারে? মহারাজ! যাঁহারা দুঃখভোগের অনুপযোগ্য এবং যাঁহাদিগকে মার্জ্জিত-কুণ্ডলধারী যুবা সূদগণ অতি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত মিষ্টান্ন ভোজন করাইত, আপনার সেই সকল ভ্রাতাকে অদ্য বনমধ্যে বন্য-ফলমূল-জীবী দেখিয়া আমার মন কোন প্রকারেই শান্ত হইতেছে না! এই ভীমসেনকে বনবাসী ও দুঃখিত দেখিয়া আপনার মনে এই সমুচিত কালে কি ক্রোধ-বৃদ্ধি হইতেছে না? সুখোপযোগী অক্ষয় বীর ভীমসেন স্বয়ংই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন, ইহাঁর কর্ম্মে অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করে না, ইহাঁকে দুঃখিত দেখিয়া আপনার মনে কি হেতু ক্রোধবৃদ্ধি হইতেছে না? যিনি সর্ব্বদা বিবিধ যান ও বহুতর উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে সংকৃত ছিলেন, সেই বৃকোদরকে বনচারী দেখিয়া আপনার কি হেতু ক্রোধ-বৃদ্ধি হইতেছে না? এই বৃকোদর সকল বিষয়েই সমর্থ, ইনি সংগ্রামে সমুদায় কুরুকুল বিনাশ করিতে উৎসাহ করেন, কিন্তু কেবল আপনকার প্রতিজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়াই এই দুঃখ সহ্য করিতেছেন। হে মহারাজ! যিনি স্বয়ং দ্বিবাহু হইয়াও শরযুদ্ধে শীঘ্র-হস্ততা-প্রযুক্ত সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের তুল্য, যিনি শত্রুদিগের কালান্তক যম-স্বরূপ, যাঁহার শস্ত্রপ্রতাপে সমুদায় রাজগণ প্রণত হইয়া

আপনার যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, এবং দেব দানবগণ যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, আপনি এতাদৃশ পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে চিন্তিত দেখিয়া কি হেতু ক্রোধ করিতেছেন না? যে অর্জ্জুন একরথ হইয়া দেবতা, মনুষ্য, ও সর্পগণকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাকে বনবাসী দেখিয়া কি হেতু আপনার ক্রোধ হইতেছে না? যে পরন্তপ অদ্ভুতাকার বহুতর রথ, অশ্ব ও হস্তীতে পরিবৃত হইয়া মহীপালদিগের নিকট হইতে বল-পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যিনি এক বেগে পঞ্চশত বাণ মোচন করেন, সেই অর্জ্জুনকে বনবাসী দেখিয়া কি জন্য আপনার মনে ক্রোধবৃদ্ধি হইতেছে না? এবং চর্ম্মিগণের প্রধান শ্যামরূপ বৃহৎকায় এই নকুলকেই বা বনচারী দেখিয়া কি হেতু আপনার ক্রোধবৃদ্ধি হইতেছে না? এবং সুদৃশ্য ও শৌর্য্য-সম্পন্ন এই মাদ্রীপুত্র সহদেবকে বনচারী দেখিয়াও আপনি যে ক্ষান্ত রহিয়াছেন, ইহার কারণ কি? হে মনুষ্যেন্দ্র! নকুল ও সহদেব উভয়ই দুঃখভোগের অযোগ্য, ইহাঁদিগকে দুঃখিত দেখিয়া কি-হেতু আপনার ক্রোধবৃদ্ধি হইতেছে না? মহারাজ! দ্রুপদকুলে আমার জন্ম হইয়াছে; আমি মহাত্মা পাণ্ডুনৃপতির পুত্রবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী ও বীরগণের অনুব্রতা পত্নী, আমাকে বনচারিণী দেখিয়া আপনি কিরূপে ক্ষান্ত রহিয়াছেন? হে ভরতসত্তম! আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, আপনার মনে কিছু মাত্র ক্রোধ নাই, কারণ আপনার ভ্রাতৃগণকে ও আমাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া আপনি ব্যথিত হইতেছেন না। ক্ষত্রিয়, ক্রোধশূন্য হয় না, ইহা লোকে প্রবাদ আছে, কিন্তু সম্প্রতি আপনাতে তাহার বৈপরীত্য দেখিতেছি। হে পার্থ! যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় হইয়া উপযুক্ত সময়ে তেজঃপ্রকাশ না করে, তাহাকে সকলেই সর্ব্বদা অবজ্ঞা করে; অতএব আপনি সেই শত্রুদিগকে কোন ক্রমে ক্ষমা করিবেন না, যেহেতু পরাক্রম-দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। মহারাজ! যে ক্ষত্রিয় ক্ষমার উপযুক্ত কালে ক্ষান্ত না হয়, সেই সকল ক্ষত্রিয়ই লোকের অপ্রিয় ও ইহ ও পর লোকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

সপ্তবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৭॥

দ্রৌপদী কহিলেন, পণ্ডিতেরা এবিষয়ে প্রহ্লাদ ও বলির সম্বাদ-ঘটিত এই পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ করিয়া থাকেন, একদা বলি স্বীয় পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ পরম ধার্ম্মিক দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তাত! ক্ষমা শ্রেয়স্কর, কি তেজঃপ্রকাশ শ্রেয়স্কর, এবিষয়ে আমার সংশয় হওয়াতে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি যথাবৎ আজ্ঞা করুন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! এই উভয়ের মধ্যে যাহাতে শ্রেয় হয়, তাহা নিঃসংশয়-রূপে বলুন, আমি আপনার যথার্থ নির্দেশানুসারেই আচরণ করিব। সকল বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞ প্রজ্ঞাবান্ পিতামহ প্রহ্লাদ, সন্দিগ্ধচিত্ত পৌত্র বলি-কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে তৎসমুদায় কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি এই দুই বিষয়ে ইহা নিশ্চয়রূপে জানিবে, সর্ব্বদা তেজঃপ্রকাশ করাও শ্রেয়স্কর নহে, সর্ব্বদা ক্ষমা করাও শ্রেয়স্কর নহে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্ষমা করিয়া থাকে, সে বহু অনিষ্ট প্রাপ্ত হয়, ভৃত্য, শত্রু ও উদাসীন, সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করে, কোন ব্যক্তি কখন তাহার নিকট নত হয় না, অতএব পণ্ডিতেরা নিরন্তর-ক্ষমাকে মন্দ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। নিরন্তর-ক্ষমাশীল ব্যক্তির ভৃত্যেরা তাহাকে কেবল অবজ্ঞা করে এমত নহে, প্রত্যুত তাহারা বহু দোষ-যুক্ত হয়, ক্ষুদ্রাশয় সেই ভৃত্যেরা তাহার সমুদায় বিত্ত গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়। মন্দচিত্ত অধিকৃত পুরুষেরা তাহার যান, বসন, অলঙ্কার, শয্যা, আসন, পান-ভোজন-দ্রব্য, ও অন্যান্য সমুদায় উপকরণ অভিলাষানুসারে গ্রহণ করে। দেয় বস্তু কাহাকে প্রদান করিতে প্রভুর

আদেশ হইলেও তাহারা প্রদান করে না, এবং প্রভুকে কোন প্রকারে যথোপযোগ্য মান্যও করে না; পুরুষের অবজ্ঞা মরণ অপেক্ষাও অধিক। হে তাত! নিরন্তর-ক্ষমাশীল ব্যক্তির পুত্র, ভৃত্য ও প্রেষ্যগণও তাহাকে কটু বাক্য কহে। উদাসীন ব্যক্তিরা তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া তাহার দারার প্রতি অভিলাষ করে; এবং তদীয় দারাও অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত যথেষ্টাচারে প্রবৃত্ত হয়। এই রূপ নিত্য-আমোদ-প্রিয় ব্যক্তিগণ যদি প্রভুর নিকট অল্প দণ্ডও প্রাপ্ত না হয়, তবে তাহারা দোষান্বিত কর্ম্ম করিতে ক্ষান্ত থাকে না; এবং দুষ্ট ব্যক্তিরা তাহার বিবিধ অপকার করে। ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগের উক্ত সকল দোষ ও এতদ্ভিন্ন অনেক দোষ সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে।

হে বিরোচন-নন্দন! অতঃপর ক্ষমা-রহিত ব্যক্তিদিগের দোষ সকল শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি রজোগুণে আবৃত-প্রযুক্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিরন্তর স্বীয় ক্রোধদ্বারা উপযুক্ত কিম্বা অনুপযুক্ত পাত্রের প্রতি নানাবিধ দণ্ড বিধান করে, তাহার মিত্রদিগের সহিত বিরোধ হয়। কি আত্মীয়, কি অপর, সকলেই নিত্য-ক্রোধী ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে। ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি লোকের অবমান করিয়া থাকে, এজন্য তাহাকে অর্থ-হানি, ভর্ৎসনা, অনাদর, মনস্তাপ, দ্বেষ, ও মোহ-প্রাপ্ত হইতে হয়, এবং সকলেই তাহার প্রতি শত্রুতাচরণ করে। নিত্য-ক্রোধী ব্যক্তি ক্রোধ-প্রযুক্ত মনুষ্যগণের প্রতি নীতি-বহির্ভূত দণ্ড বিধান করাতে বিবিধ বাক্-পারুষ্য লাভ করিতে থাকে, এবং ঐশ্বর্য্য ও স্বজনগণ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়; অপর কি, তাহার প্রাণধারণ করাও শঙ্কট হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি, উপকারী কি অপকারী উভয়ের প্রতিই তেজঃপ্রকাশ-দ্বারা সমান ব্যবহার করে, লোক সকল যে প্রকার গৃহগত সর্প হইতে উদ্বিগ্ন হয়, সেই প্রকার ঐ সম-ব্যবহারী হইতে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হইতে লোকের উদ্বেগ জন্মে, তাহার কল্যাণ কি রূপে হইতে পারে? লোকে তাহার ছিদ্র পাইলেই অবশ্য তাহার অনিষ্টাচরণ করে; অতএব মনুষ্য সর্ব্বদা অতি-তেজঃপ্রকাশ করিবে না, এবং সর্ব্বদা মৃদুতাচরণও করিবে না; সময়ানুসারে মৃদুও হইবে, এবং উগ্রও হইবে। যে ব্যক্তি সময়-বিশেষে মৃদু ও সময়-বিশেষে দারুণ হয়, সেই ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে সুখী হইতে পারে।

হে বৎস! যে যে কালে ক্ষমা করিতে হয়, যাহা কখন উল্লঙ্ঘন করা বিধেয় নয়, তাহা পণ্ডিতেরা যে রূপ কহিয়াছেন, তদনুসারে বিস্তার ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে তোমার উপকার করিয়া পশ্চাৎ গুরুতর অপরাধ করে, সেই অপরাধী ব্যক্তির পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাহার অপরাধ ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যের সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য থাকা সুলভ নহে, এপ্রযুক্ত যদি কেহ অজ্ঞানত অপরাধ করে, তবে তাহার সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধ-বিষয়েও ক্ষমা করা উচিত। যাহারা বুদ্ধি-পূর্ব্বক অপরাধ করিয়া তাহা অবুদ্ধিকৃত বলিয়া প্রকাশ করে, তাহাদিগের অল্প অপরাধেও দণ্ড করা বিধেয়। এইরূপ কুটিল-বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের প্রতিও কদাচ ক্ষমা করা উচিত নয়। সকল প্রাণীর প্রতি এক বার অপরাধ ক্ষমা করা কর্ত্তব্য, দ্বিতীয় বার অপরাধ করিলে তাহা স্বল্প হইলেও ক্ষমা করিবে না। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞান-বশত কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে প্রমাণ-দ্বারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহার সেই অপরাধ অজ্ঞানকৃত বোধ হইলে তাহার প্রতি ক্ষমা করিবে। মনুষ্য মৃদুস্বভাবে দারুণ ও অদারুণ সকলকেই বিনষ্ট করিতে পারে, মৃদু-স্বভাবের অসাধ্য কিছুই নাই, সুতরাং মৃদুস্বভাবই তীব্রতর হয়। মনুষ্য দেশ, কাল ও আপনার বলাবল বুঝিয়া ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি দণ্ড বা ক্ষমা করিবে; অনুপযুক্ত দেশ বা কালে কিছুই প্রয়োজন

সিদ্ধি হয় না, অতএব সকল বিষয়ে দেশ ও কালের প্রতীক্ষা করিবে, এবং লোকভয়েও অপরাধী ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা করিবে।

হে নরাধিপ! পূর্ব্বপণ্ডিতেরা এই সকল পূর্ব্বোক্ত প্রকার কালকে ক্ষমার কাল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহার অন্যথানুবর্ত্তীদিগের প্রতিই তেজঃপ্রকাশের কাল বলিয়া উক্ত হয়, অতএব আমি বিবেচনা করি, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা লুব্ধ ও সতত অপকারী হওয়াতে তাহাদিগের প্রতি আপনকার তেজঃপ্রকাশেরই এই সময় উপস্থিত হইয়াছে; সেই কুরুদিগের প্রতি আর ক্ষমা করিবার কাল কোন ক্রমেই নাই। এই তেজঃপ্রকাশের উপযুক্ত সময়ে আপনি তেজঃপ্রয়োগ করুন। যে ব্যক্তি মৃদু হয়, তাহাকে সকলেই অবজ্ঞা করে, এবং যে ব্যক্তি তীক্ষ্ণ হয়, তাহা হইতে সমুদায় লোক উদ্বেগান্বিত হয়, অতএব যিনি উপযুক্ত সময়ানুসারে এতদুভয়কে অবলম্বন করেন, তাঁহাকেই মহীপতি বলা যায়।

অষ্টাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞে! ক্রোধই মনুষ্যের বিনাশক এবং কল্যাণপ্রদ হয়, সুতরাং কল্যাণ ও অকল্যাণ, এতদুভয়কেই ক্রোধমূলক বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি ক্রোধকে সম্বরণ করিতে পারে, তাহারই কল্যাণ হয়, এবং যে পুরুষ ক্রোধকে সহ্য করিতে না পারে, পরম-দারুণ-স্বভাব ক্রোধ তাহার বিনাশের নিমিত্তেই হয়। যখন ইহ লোকে ক্রোধকে প্রজা-বিনাশক দেখিতেছি, তখন মাদৃশ ব্যক্তি কি রূপে সেই লোকবিনাশক ক্রোধকে প্রকাশ করিতে পারে? ক্রুদ্ধ মনুষ্য হইতে বিবিধ পাপকর্ম্ম হয়; ক্রুদ্ধ ব্যক্তি গুরুগণকেও বিনষ্ট করে; ক্রোধী নর নিষ্ঠুর বাক্য-দ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকেও অবমানিত করে; কুপিত ব্যক্তির কখনই বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান থাকে না; ক্রোধান্ধ মনুষ্যের অকর্ত্তব্য কার্য্য নাই, এবং অবক্তব্য বাক্যও নাই; মনুষ্য ক্রোধপ্রযুক্ত অবধ্যের বধ ও বধ্যের সম্মান করিয়া থাকে; ক্রোধাকুল মনুষ্য আপনিই আপনাকে যম-সদনে প্রেরণ করে; মনীষিগণ এই সকল দোষ দেখিয়া ইহ ও পরলোকে পরমোৎকৃষ্ট কল্যাণের অভিলাষে ক্রোধকে জয় করিয়াছেন। ধীরগণ যে ক্রোধকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, মাদৃশ ব্যক্তি সেই ক্রোধের আচরণ করিতে কি রূপে সমর্থ হয়? হে দ্রৌপদি! আমি এই বিবেচনা করিয়া ক্রোধের বশবর্ত্তী হইতেছি না। যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধের প্রতি ক্রোধ না করে, সেই ব্যক্তি আপনাকে ও অপরকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে, সুতরাং ঐ ব্যক্তিকে আপনার ও অন্যের দোষাপহারক চিকিৎসক বলা যায়। যদি অশক্তিমান্ মনুষ্য বলবান্ মনুষ্য-কর্ত্তৃক ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তবে সেই মূঢ় আত্মাদ্বারাই আত্মাকে পরিত্যাগ করে, সুতরাং অজিতচিত্ত সেই আত্মপরিত্যাগী ব্যক্তির সুখে অবস্থিতির নিমিত্তে কোন লোকই থাকে না, অতএব অশক্ত ব্যক্তির ক্রোধ-সংযম কর্ত্তব্য বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি অন্য-কর্ত্তৃক ক্লিশ্যমান হইলে আপনি সমর্থ হইয়াও ক্লেশদাতাকে বিনাশ না করিয়া পরলোকে সুখী হন। জ্ঞানী পুরুষ সবলই হউন, বা দুর্ব্বলই হউন, তাঁহার সর্ব্বদাই—আপৎ কালেও ক্ষমাবলম্বন কর্ত্তব্য বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। হে কৃষ্ণে! সাধু ব্যক্তিরা ক্রোধ-সংযমকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, ক্ষমাশীল সাধু ব্যক্তির সর্ব্বদাই জয় হয়, ইহা পণ্ডিতেরা নিশ্চয় করিয়াছেন। অনৃত অপেক্ষা সত্য ও নিষ্ঠুরতা অপেক্ষা অনিষ্ঠুরতা শ্রেষ্ঠ হয়, অতএব মাদৃশ ব্যক্তি দুর্য্যোধনের বধার্থে কি রূপে সাধু-বিবর্জ্জিত ও নিষ্ঠুরতাদি বহু দোষের আকর সেই ক্রোধকে অসম্বরণ করিতে পারে? দীর্ঘদর্শী পণ্ডিতেরা যাহাকে তেজস্বী বলেন, তাহার মনে কখনই ক্রোধ থাকে না, ইহা নিশ্চিত আছে। যে ব্যক্তি সমুৎপন্ন ক্রোধকে প্রজ্ঞা-

দ্বারা নিবারণ করিতে পারে, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা তাহাকেই তেজস্বী বলিয়া স্বীকার করেন। হে সুশ্রোণি! ক্রুদ্ধ মনুষ্য কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রকৃতরূপে দেখিতে পায় না; ক্রোধান্ধ ব্যক্তির কার্য্য বা মর্য্যাদার প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি থাকে না; ক্রোধ-পরতন্ত্র ব্যক্তি অবধ্য ব্যক্তিদিগকে বধ ও গুরুগণকেও আঘাত করে; অতএব তেজস্বী ব্যক্তির ক্রোধ দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্রোধাভিভূত হইলে মনুষ্য কর্ম্মদক্ষতা, শত্রুর অপকার-চিন্তন, শূরতা ও আশু-কারিতা, এই সকল তেজোগুণ প্রাপ্ত হইতে পারে না। হে মহাপ্রাজ্ঞে! পুরুষ ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেই সম্যক্‌রূপে তেজঃপ্রাপ্ত হইতে পারে, এবং ক্রোধের বশীভূত হইলে যথোচিত কালে তেজঃপ্রকাশ করিতে পারে না। অপণ্ডিত ব্যক্তিরা সর্ব্বদা ক্রোধকে তেজ বলিয়া নিশ্চয় করে, কিন্তু রজোগুণের পরিণাম সেই ক্রোধ লোক-বিনাশের নিমিত্তেই মনুষ্যের অন্তঃকরণে বিহিত হইয়াছে, অতএব স্বধর্ম্মানতিক্রমশীল পুরুষ ক্রোধের বশীভূত হন না, ইহা নিশ্চিত আছে; সুতরাং সম্যগাচরণশীল ভদ্র ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। যদি বুদ্ধিহীন অনবহিতচিত্ত ব্যক্তিরা সমস্ত অনিন্দিত পথ অতিক্রম করে, তবে সেই দৃষ্টান্তে আমার তুল্য ব্যক্তি কি তাহা করিতে পারে? যদি মনুষ্যদিগের মধ্যে পৃথিবী-তুল্য-ক্ষমাশীল অর্থাৎ ক্রোধ-রহিত মানব-সকল না থাকে, তবে তাহাদিগের পরস্পর সন্ধি হইতে পারে না, কেন না সকলেই ক্রোধাপন্ন হইলে কেবল বিগ্রহেরই সম্ভাবনা হয়। মনুষ্য কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক তাপিত হইলে তাহাকে তাপ প্রদান করিবে, এবং কেহ গুরুজন-কর্ত্তৃক আহত হইলে গুরুজনকে আঘাত করিবে, এরূপ বিধি হইলে সমস্ত প্রাণীর বিনাশ ও অধর্ম্মের প্রথা হয়। দেখ, কোন পুরুষকে কেহ কটু বাক্য কহিলে অনন্তর সেই পুরুষও তাহাকে কটু বাক্য কহিবে, মনুষ্য হত হইলে হনন করিবে, কেহ কাহাকে হিংসা করিলে ঐ হিংসিত ব্যক্তিও তাহাকে হিংসা করিবে, পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, পতি ভার্য্যাকে এবং ভার্য্যা পতিকে হনন করিবে, হে শুভাননে! এইরূপে সমস্ত লোকই কুপিত হইলে সংসারে আর কোন মনুষ্যের জন্মই হইতে পারে না, কেন না প্রজা-পরম্পরার উৎপত্তি কেবল সন্ধি-মূলক হয়। এবং রাজা ক্রোধপরবশ হইলেও সমস্ত প্রজা একেবারে শীঘ্র বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া যায়, অতএব রাজার ক্রোধ কেবল প্রজাবিনাশ ও অনৈশ্বর্য্যের কারণ হয়। দৃষ্ট হইতেছে যে সংসার-মধ্যে পৃথিবীতুল্য-ক্ষমাশীল ব্যক্তি অনেক থাকাতেই প্রাণিগণের উৎপত্তি ও কল্যাণ হইতেছে। হে সুশোভনে! ক্ষমাশীল পুরুষ হইতে প্রাণিসকলের জন্ম হয়, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, অতএব সংসার-মধ্যে সকল-আপৎকালেই পুরুষের ক্ষমা অবলম্বন করা সমুচিত। যে মনুষ্য বলীয়ান্ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক আক্রুষ্ট, তাড়িত বা ক্রুদ্ধ হইয়াও তাহাদিগের প্রতি ক্ষমা করে, এবং যে ব্যক্তি প্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ক্রোধকে সর্ব্ব কালে জয় করিয়াছে, সেই মনুষ্যকেই বিদ্বান্ ও উত্তম পুরুষ বলা যায়, এবং তাহার সুখভোগের নিমিত্ত সনাতন লোক লাভ হয়। আর ক্রোধন মনুষ্যকে অল্পপ্রজ্ঞ কহা যায়, এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ইহ ও পরকাল বিনষ্ট হয়। হে কৃষ্ণে! ক্ষমাশীল মহাত্মা কাশ্যপ ক্ষমা-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে এই সকল গাথা গান করিয়াছেন, পণ্ডিতেরা ইহা সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি ক্ষমাকে ধর্ম্ম, যজ্ঞ, বেদ ও শাস্ত্র বলিয়া জানেন, তিনিই সকল বিষয়ে ক্ষমা করিতে সমর্থ হন। ক্ষমাই ব্রহ্ম, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই ভূত, ক্ষমাই ভবিষ্যৎ, ক্ষমাই তপস্যা, ক্ষমাই শৌচ এবং ক্ষমাই এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া থাকে। অতিযাজ্ঞিক, অতিব্রহ্মজ্ঞ ও অতিতপস্বী ব্যক্তিরা যে সকল লোকে গমন করিয়া থাকেন, ক্ষমাশীল ব্যক্তি সেই সকল লোকে গমন করেন। যজুর্ব্বেদী ও অন্য অন্য কর্ম্মীদিগের এক এক ভিন্ন ভিন্ন লোকে

গমন হয়, কিন্তু ব্রহ্মলোকে যে সকল পরম-পূজিত লোক আছে, ক্ষমাবন্ত ব্যক্তিরা সেই সকল লোকে গমন করিয়া থাকেন। ক্ষমাই তেজস্বীদিগের তেজ, তপস্বীদিগের ব্রহ্ম ও সত্যপরায়ণদিগের সত্য; এবং ক্ষমাই যাগজ ফল ও শান্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে ব্রহ্ম, সত্য, যজ্ঞ ও সমুদায় লোক অধিষ্ঠিত আছে, এতাদৃশী ক্ষমা অস্মদ্বিধ পুরুষ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে পারে? জ্ঞানী পুরুষের সর্ব্বদা ক্ষমা করা উচিত, কারণ পুরুষ যখনই সকল বিষয়ে ক্ষমা করিবেন, তখনই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইবেন। ক্ষমাশীল পুরুষদিগের ঐহিক ও পারত্রিক উভয় রক্ষা হইয়া থাকে, ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে উত্তম গতি লাভ হয়। যে মনুষ্যদিগের ক্রোধ ক্ষমা-দ্বারা সর্ব্বদা বাধিত হয়, তাহাদিগের উৎকৃষ্টতর লোক প্রাপ্তি হয়, সুতরাং ক্ষান্তিই সকলের উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে দ্রৌপদি! মহাত্মা কাশ্যপ ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে এই গাথা সর্ব্বদা গান করিয়াছিলেন, তুমি ক্ষমা-সম্বন্ধীয় এই গাথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট থাক, ক্রোধ-পরবশা হইও না। পিতামহ ভীষ্ম, ক্রোধসংযমকে সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা করিবেন; দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ক্রোধ-সংযমকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন; আচার্য্য দ্রোণ ও ক্ষত্তা বিদুর, ইহাঁরা উভয়ে ক্রোধসংযমের কথাই কহিবেন; কৃপ ও সঞ্জয়, ইহাঁরাও ক্রোধসংযমের উপদেশ করিবেন; এবং সোমদত্ত, যুযুৎসু, অশ্বত্থামা ও পিতামহ ব্যাস, ইহাঁরা সকলেই ক্রোধসংযম করিতে সর্ব্বদা উপদেশ করেন; আমার বোধ হয়, এই সকল মহাত্মারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শান্তি-সংস্থাপন-বিষয়ে নিয়তই উপদেশ করিবেন, তাহাতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র অবশ্যই আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবেন, যদি না করেন, তবে লোভহেতুক বিনষ্ট হইবেন। হে ভাবিনি! ভরতকুলের অমঙ্গলের নিমিত্তে এই দারুণ কাল উপস্থিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই আমি নিতান্ত নিশ্চয় করিয়াছি। সুযোধন রাজ্যভোগের যোগ্য পাত্র নয়, এই হেতু সে ক্ষমা লাভ করিতে পারে নাই, আমি রাজ্যলাভের যোগ্য, এই নিমিত্তে ক্ষমা আমাকে আশ্রয় করিয়াছে। ক্ষমা ও নৃশংসতা অবলম্বন করা জ্ঞানীদিগের কার্য্য ও সনাতন ধর্ম্ম, সেই হেতু আমি যথার্থত তাহাই আচরণ করিব।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ! পরাক্রম-দ্বারা রাজ্যভার-গ্রহণ-পূর্ব্বক বহন করা আপনার পিতৃপৈতামহ ধর্ম্ম, সুতরাং তাহা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তদ্বিষয়ে যখন আপনার অন্যথাবুদ্ধি হইয়াছে, তখন আপনার মোহ উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই, যাঁহারা আপনকার ঈদৃশ মোহ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর ও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকে আমি নমস্কার করি। জীবগণের কর্ম্ম-দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে জন্মগ্রহণ ও পৃথক্ পৃথক্ প্রকার লোকে গমন হইয়া সুখ-দুঃখ-ভোগ হইয়া থাকে, অতএব কর্ম্মফল কোন ক্রমে পরিহার্য্য নহে; লোকে কেবল মোহ-প্রযুক্তই ঐ কর্ম্মফল দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার অভিলাষ করে। হে ভরতকুলতিলক! আপনি ও আপনার এই মহাতেজস্বী ভ্রাতৃগণ দুঃখ ভোগ করিবার অযোগ্য হইলেও যখন আপনাদিগের উপর এই দুঃসহ ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে, এবং যখন কি রাজ্যভোগ-কাল, কি রাজ্য-বিচ্যুতি-কাল, কোন সময়েই আপনকার ইহ লোকে জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর বস্তু ধর্ম্ম-ভিন্ন কিছু মাত্র দেখি নাই, তখন ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পুরুষ কখনই ইহ লোকে ধর্ম্ম, দয়া, ক্ষমা, সরলতা ও লোকাপবাদের ভয়, এই সকল সদ্গুণ-দ্বারা শ্রী লাভ করিতে পারে না। আপনার রাজ্য ও জীবন কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই, তাহা ব্রাহ্মণ, গুরু ও দেবগণও জ্ঞাত আছেন। আমি বিবেচনা করি যে আপনি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, ও সহ-

দেবকে এবং আমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমি আর্য্যগণের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, যে রাজা ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মও সেই রাজাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু সংপ্রতি দেখিতেছি যে, ধর্ম্ম আপনাকে রক্ষা করেন না। হে নরশার্দ্দূল! যেরূপ পুরুষের স্বকীয় ছায়া নিয়তই পুরুষের অনুগামিনী হয়, সেইরূপ আপনার অনন্য-বিষয়া বুদ্ধি নিরন্তর ধর্ম্মেরই অনুগামিনী রহিয়াছে। আপনি এই সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তথাপি দর্প আপনার অন্তঃকরণকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। আপনি আপনা হইতে উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট কিম্বা আপনার সদৃশ কোন ব্যক্তিকে কোন ক্রমেই কখন অবজ্ঞা করেন নাই। আপনি শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ ও যথাবিহিত পূজা-দ্বারা পিতৃ, দেব ও ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদাই সেবা করেন, এবং ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদা সর্ব্বাভিলাষ সম্পাদন-পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করেন। আপনার গৃহে যতি, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থেরা সুবর্ণ-পাত্রে অভিলষিত ভোজন-সামগ্রী ভোজন করেন, আমি পরিচারিকা হইয়া তাঁহাদিগকে ভোজন প্রদান করি। আপনি বানপ্রস্থদিগকেও কাঞ্চন-পাত্র প্রদান করিয়া থাকেন; আপনার গৃহে কোন বস্তু ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অদেয় নাই। আপনি শান্তির নিমিত্তে গৃহে যে বৈশ্বদেব কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাহা অতিথি ও বুভুক্ষু প্রাণীদিগকে সমর্পণ করিয়া তদবশিষ্ট ভোজনে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! ইষ্টি, পশুবন্ধ, গার্হস্থ্যবিহিত যজ্ঞ ও অন্যান্য যজ্ঞ এবং কাম্য ও নৈমিত্তিক যে কিছু বিহিত কার্য্য আছে, সে সমস্তই আপনার গৃহে নিত্য নিত্য নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। আপনি এক্ষণে রাষ্ট্র হইতে অপগত হইয়া এই দস্যুসেবিত নির্জ্জন মহারণ্যমধ্যে বাস করিতেছেন, তথাপি আপনার ধর্ম্ম অবসন্ন হয় নাই। আপনি অশ্বমেধ, রাজসূয়, পুণ্ডরীক ও গোসব, এই সকল ভূরিদক্ষিণ মহাযজ্ঞও সম্পাদন করিয়াছেন। মহারাজ! আপনি এরূপ হইয়াও বিপরীত-বুদ্ধিদ্বারা বিষম-দ্যূত-পরাজয়-সময়ে রাজ্য, ধন, অস্ত্র, ভ্রাতৃগণ এবং আমাকেও পণ রাখিয়া পরাজিত হইয়াছেন। আপনি সরলমতি, মৃদু, বদান্য, লজ্জাশীল ও সত্যবাদী হইলেও আপনার বুদ্ধি কি রূপে দ্যূত-ব্যসনে আপন্ন হইল? আপনার এই দুঃখ ও ঈদৃশ বিপদ্ দেখিয়া আমার সাতিশয় মোহ উপস্থিত হইতেছে, আমার মন দারুণ বিপদ্-সাগরে মগ্ন হইতেছে। মহারাজ! লোক সকল ঈশ্বরেরই বশীভূত হয়, কখনই আত্মবশ হইতে পারে না; পণ্ডিতেরা এবিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ করেন, হে নরবীর! সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতা প্রাণীদিগের প্রাক্তন-কর্ম্ম-বীজের অনুগামী হইয়া জন্মের পূর্ব্বেই সুখ-দুঃখ ও প্রিয়াপ্রিয় সকল বিধান করেন। যেরূপ দারুময়ী নারী সূত্রধর-কর্ত্তৃক সমাহিতা হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা করে, সেইরূপ এই সমস্ত প্রজা ঈশ্বর-কর্ত্তৃক সমাহিত হইয়া সমুদায় ব্যাপার সাধন করিয়া থাকে। ঈশ্বর আকাশের ন্যায় সমুদায় ভূতে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া প্রাণীগণের পবিত্র কল্যাণ বিধান করিতেছেন। সমস্ত প্রাণী ঈশ্বরের বশীভূত হইয়া চলিতেছে; যেপ্রকার তন্তুবদ্ধ পক্ষী স্বাধীন হইতে পারে না, সেই প্রকার কোন প্রাণীই ঈশ্বর-ব্যতীত অন্যের বা আপনার অধীন হইতে পারে না। চিদাত্মার আভাস-স্বরূপ জীব সূত্র-গ্রথিত মণি ও নাসিকা-স্ফুটিত বৃষের ন্যায় সেই চিদাত্ম-স্বরূপ বিধাতার নিয়োগানুসারে কালাতিপাত করে, কারণ যে বস্তু যদাত্মক হয়, সে তদনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। যে প্রকার নদীকূলস্থ বৃক্ষ কূল হইতে পরিচ্যুত হইয়া স্রোতমধ্যে পতিত হইলে স্রোতের অধীনতা-প্রযুক্ত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না, সেই প্রকার এই মনুষ্য ঈশ্বর-পরতন্ত্রতা-প্রযুক্ত স্বাধীন হইয়া কিঞ্চিৎ কালও ক্ষেপণ করিতে সমর্থ হয় না। অজ্ঞ জীব আপনার সুখ-দুঃখ-বিষয়ে অনীশ্বর, এপ্রযুক্ত ঈশ্বর-প্রেরিত

হইয়াই স্বর্গ বা নরকে গমন করে। হে ভারত! যেরূপ তৃণাগ্র-সকল বলবান্ বায়ুর বশীভূত হয়, সেইরূপ সমস্ত প্রাণী ধাতা ঈশ্বরের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে; সুতরাং চিদাত্ম-স্বরূপ ঈশ্বরই শুভ বা অশুভ কর্ম্মে যুক্ত ও সমস্ত চরাচর-ব্যাপী হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করেন, কিন্তু তাঁহাকে "ইনি ঈশ্বর" বলিয়া লক্ষ্য করা যায় না। সেই চিদাত্মস্বরূপ বিধাতার চৈতন্যাভাসের ক্ষেত্রস্বরূপ এই শরীরই শুভাশুভ কর্ম্মের হেতু মাত্র হইয়াছে, বিভু ঈশ্বর ঐ শরীর-দ্বারাই শুভাশুভ কর্ম্ম করাইতেছেন। দেখুন, ঈশ্বর কি বা মায়ার এই প্রভাব করিয়াছেন! তিনি আত্মমায়াতে সমস্ত প্রাণীকে মুগ্ধ করিয়া দেহাভিমানী প্রাণীদিগের দ্বারাই প্রাণিগণকে বিনাশ করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী মুনিরা যে সকল চরাচর বস্তুকে ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়ার কার্য্য বলিয়া একপ্রকার দেখেন, সেই সেই বস্তু-সকল বায়ুবেগের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া মনুষ্যদিগের নিকট অন্যথারূপে দৃষ্ট হয়, প্রভু ঈশ্বরই সেই সকল বস্তুকে ভিন্নরূপে উৎপন্ন ও বিকৃত করেন। যেরূপ চেষ্টা-রহিত অচেতন কাষ্ঠ, প্রস্তর ও লৌহকে চেষ্টা-রহিত অচেতন কাষ্ঠ, প্রস্তর ও লৌহদ্বারা ছেদন করে, সেইরূপ প্রপিতামহ দেব ভগবান্ স্বয়ম্ভু মায়া-সহকারে ভূতদ্বারা ভূতসকলকে বিনাশ করেন। যেরূপ বালক স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়াদ্রব্য লইয়া সংযুক্ত ও বিযুক্ত করত ক্রীড়া করে, তদ্রূপ প্রভু ভগবান্ স্বকীয় ইচ্ছাক্রমে ভূত সকলকে সংযোগ ও বিযোগ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। হে রাজন্! বিধাতা প্রাণীদিগের প্রতি মাতা পিতার ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন না, যেন রুষ্ট হইয়া ইতর ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন; আমি লজ্জাশালী সুশীল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে কষ্টে ও দুশ্চরিত্র নির্লজ্জ অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সুখে জীবন যাপন করিতে দেখিয়া চিন্তার বিহ্বলপ্রায় হইয়াছি। হে পার্থ! আপনার এই আপদ্ ও সুযোধনের সম্পদ্ দেখিয়া বিষম-দর্শী ধাতাকে নিন্দা করি। হে আর্য্য! বিধাতা শাস্ত্রলঙ্ঘনকারী, ধর্ম্মাপচায়ী, ক্রূর ও লুব্ধ ধৃতরাষ্ট্রসুত সুযোধনকে সম্পত্তি প্রদান করিয়া কি ফল ভোগ করিতেছেন! যদি কৃত কর্ম্ম কর্ত্তাকে প্রাপ্ত হয়, অন্যকে প্রাপ্ত না হয়, তবে কর্ম্মের প্রয়োজক ঈশ্বরই সেই কর্ম্মজন্য পাপে লিপ্ত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যদি অনুষ্ঠিত কর্ম্মজন্য পাপ, তৎপ্রয়োজক ঈশ্বরে লিপ্ত না হয়, তবে কর্ম্মের কারণ ঈশ্বরকে বলা যাইতে পারে না, বলকেই কর্ম্মের কারণ বলা যাইতে পারে; সুতরাং বলবান্ ব্যক্তিই ধন্য; দুর্ব্বল ব্যক্তিরা কেবল শোকেরই বিষয় হয়।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যাজ্ঞসেনি! তুমি বিচিত্র-পদবিন্যস্ত যে সকল মনোহর বাক্য কহিলে, তাহা শ্রবণ করিলাম, কিন্তু ইহা নাস্তিক-সম্মত। রাজপুত্রি! আমি কর্ম্মফলান্বেষী হইয়া কোন কর্ম্ম করি না; দান বা যজ্ঞ, কর্ত্তব্য বলিয়া করিয়া থাকি। হে কৃষ্ণে! গৃহস্থ পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কোন ফল থাকুক, বা নাই থাকুক, আমি তাহা যথা-শক্তি অনুষ্ঠান করি। হে সুশ্রোণি! আমি ধর্ম্মের ফল-নিমিত্তে ধর্ম্মাচরণ করি না, সাধু-দিগের আচরণ দেখিয়া আগম-বিধির অনতিক্রমেই ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকি, আমার মন স্বভাবতই ধর্ম্মের অনুগামী। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে দোহন করত ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে ধর্ম্মবণিক্ বলা যায়, সে ধর্ম্মবাদীদিগের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, সুতরাং তাহাকে নীচ বলা যায়, এমত ব্যক্তি ও যে পাপবুদ্ধি ব্যক্তি নাস্তিকতা-প্রযুক্ত ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস না করে, তাহারা উভয়েই ধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয় না। আমি বেদের প্রবল-প্রামাণ্য-প্রযুক্ত কহিতেছি, তুমি ধর্ম্মের প্রতি কোন প্রকারে সন্দেহ করিও না, ধর্ম্ম-সন্দেহকারী পুরুষের তির্য্যগ্ যোনিতে গমন হয়। পুরুষের চিত্ত বিবেকাক্ষম-প্রযুক্ত ধর্ম্ম বা

ঋষি-বাক্যে সংশয় হইলে, তাহার শূদ্রের বেদে অনধিকারের ন্যায় জরামরণ-রহিত লোকে অধিকার থাকে না। হে মনস্বিনি! সংকুলজাত বালক হইয়াও যদি বেদাধ্যায়ী ও ধর্ম্ম-পরায়ণ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মচারী রাজারা তাহাকে স্থবির-মধ্যে গণিত করিবেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি আশঙ্কা করে, সেই শাস্ত্রাতিক্রমকারী মন্দবুদ্ধি পাপীয়ান্ ব্যক্তিকে শূদ্র ও তস্কর হইতেও অপকৃষ্ট বলা যায়। তুমি অপ্রমেয়াত্মা মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয় ঋষিকে গমন করিতে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ, তিনি ধর্ম্ম-বলেই চিরজীবিত্ব লাভ করিয়াছেন। ব্যাস, বশিষ্ঠ, মৈত্রেয়, নারদ, লোমশ, শুক এবং অন্যান্য সমস্ত ঋষি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়াছেন। তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, ইহাঁরা দিব্যযোগ-সম্পন্ন, দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং অভিশাপ বা অনুগ্রহ করণে সমর্থ হইয়াছেন। হে রাজ্ঞি অনঘে! অমর-সদৃশ এই সকল ঋষিরা বেদোক্ত বিষয়কে প্রত্যক্ষ-রূপে দেখেন; ইহাঁরা সর্ব্বদাই অগ্রে ধর্ম্মকর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া বর্ণন করেন; অতএব বিধাতা বা ধর্ম্মের প্রতি মুগ্ধ-চিত্তে তোমার নিন্দা বা সংশয় করা উচিত হয় না। ধর্ম্মসন্দেহী মুগ্ধ ব্যক্তিরা স্ববুদ্ধি-মাত্র প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া গর্ব্ব-পূর্ব্বক কল্যাণ-কর ধর্ম্মের অবমান করত সমস্ত অনাগত বিষয়ের নিশ্চায়ক পণ্ডিত-দিগকে উন্মত্ত বলিয়া জ্ঞান করে, স্বকীয় বুদ্ধিব্যতীত অপর হইতে প্রমাণ লাভ করে না; সুতরাং লোক-প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-প্রীতি-সম্বন্ধ যে কিছু বিষয়, তাহাই মানে, তদ্ভিন্ন অতীন্দ্রিয় বস্তু-বিষয়ে মোহান্ধ হইয়া কিছুই বোধ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, সেই পাপশীল দীন ব্যক্তিকে চিন্তান্বিত হইতে হয়, তাহার নিমিত্তে কোন লোকই থাকে না। প্রমাণের অবমন্তা, বেদশাস্ত্রার্থ-নিন্দক কামলোভাভিভূত সেই মূঢ় ব্যক্তি নরকে গমন করে। হে কল্যাণি! যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সংশয়-রহিত হইয়া ধর্ম্মকে সেবা করে, সেই বুদ্ধিমান্ পুরুষ পর লোকে অনন্ত-সুখ-ভোগী হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম প্রতিপালন না করে, সর্ব্বশাস্ত্রের অতিক্রম-কারী সেই মূঢ় ঋষি-প্রণীত প্রমাণ উল্লঙ্ঘন-প্রযুক্ত কোন জন্মেই কল্যাণ লাভ করিতে পারে না। হে ভাবিনি! যাহার নিকট ঋষি-প্রণীত বাক্য বা শিষ্টাচার প্রমাণ বলিয়া মান্য না হয়, তাহার যে ইহলোক ও পরলোক নাই, তাহাতে সংশয় নাই। হে কৃষ্ণে! সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণের অভিহিত পুরাতন ধর্ম্ম, যাহা শিষ্টগণ আচরণ করিয়া থাকেন, তাহার প্রতি তুমি আশঙ্কা করিও না। ধর্ম্মই স্বর্গগামী পুরুষদিগের সাগর-পার-গমনাভিলাষী বণিকের নৌকার ন্যায় প্লব হইয়াছে। হে অনিন্দিতে! যদি ধার্ম্মিকদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম বিফল হয়, তবে এই জগৎ নিরাধার অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া যায়। ধর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্ফল হইলে কেহ নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হইত না, কেহ বিদ্যাভ্যাসেও নিযুক্ত হইত না, এবং কাহারও অর্থলাভ হইত না; সুতরাং সকলেই পশু-জীবিকায় জীবন যাপন করিত। যদি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান বা সরলতা নিষ্ফল হইত, তবে লোক-পরম্পরাক্রমে কেহই ধর্ম্মাচরণ করিত না; ক্রিয়া-সকল বিফল হইলে এইরূপ অত্যন্ত বিষম্বাদ উপস্থিত হইত। ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসগণ স্বাধীন হইয়াও কি হেতু আদর-পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন? তাঁহারা বিধাতাকে কল্যাণ-বিষয়ে নিশ্চিত ফলদাতা জানিয়াই ইহ লোকে ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন; ধর্ম্মই সনাতন মঙ্গল। যখন বিদ্যা ও তপস্যার ফল দৃষ্ট হইতেছে, তখন ধর্ম্ম বা অধর্ম্মকে নিষ্ফল বলা যায় না। হে কৃষ্ণে! তুমি আপনার যে রূপ জন্ম-বিবরণ শুনিয়াছ, তাহা বিবেচনা কর, এবং প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্নেরও জন্মবৃত্তান্ত মনে কর, হে স্মিতমুখি! তোমাদিগের জন্মই ধর্ম্মফল-প্রাপ্তির পর্য্যাপ্ত দৃষ্টান্ত। ধীর ব্যক্তি কর্ম্মফল প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্তেই তিনি অল্প-লাভে পরিতুষ্ট হইয়া

থাকেন। বুদ্ধিহীন অধার্ম্মিক ব্যক্তিরা যে অধিক প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট হয় না, তাহার কারণ এই যে তাহাদিগের পর লোকে আর কিছু মাত্র ধর্ম্মজন্য সুখ লাভ হয় না। হে ভাবিনি! বেদবিহিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল, কর্ম্মোৎপত্তির হেতু অবিদ্যা ও কর্ম্ম-বিনাশের হেতু বিদ্যা, এই সকল দেবগুহ্য; যে সে ব্যক্তি এ সকল জানিতে পারে না; সাধারণ জনগণ এই সকল বিষয়ে মুগ্ধ রহিয়াছে; পরন্তু দেবতারা তৎ সমস্তই পালন করিয়া থাকেন, কারণ দেবতাদিগের মায়া কাহারও বোধগম্যা হয় না। যাঁহাদিগের সামান্য আশা-বিনাশ ও ব্রতনিয়মেই আশা হইয়াছে, এবং তপস্যা-দ্বারা সমস্ত পাপ দগ্ধ ও চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, এতাদৃশ ব্রাহ্মণেরাই উক্ত কর্ম্ম-ফলাদি সমস্ত জানিতেছেন; অতএব প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে না পাইলেও ধর্ম্ম বা দেবতার প্রতি সংশয় করিবে না, অসূয়া পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রযত্ন-সহকারে যাগ ও দান করিবে। ইহলোকে কর্ম্মের ফল ও ধর্ম্মের শাশ্বত স্বভাব যে আছে, তাহা ব্রহ্মা স্বীয় পুত্রগণের নিকট কহিয়াছিলেন, কশ্যপ ঋষিও তাহা অবগত আছেন। অতএব হে কৃষ্ণে! তোমার সংশয় নীহারের ন্যায় বিনষ্ট হউক, তুমি সকল বিষয় আলোচনা-দ্বারা নিশ্চয় করিয়া আস্তিকী বুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক নাস্তিক্য ভাব পরিত্যাগ কর; সমস্ত চরাচরের ধাতা ঈশ্বরকে নিন্দা করিও না, তাঁহাকে জানিবার উপায় শিক্ষা কর, তাঁহাকেই নমস্কার কর; তোমার ঈদৃশী নাস্তিকী বুদ্ধি আর না হয়। মরণশীল মনুষ্য যাঁহার ভক্ত হইলে যাঁহার প্রসাদে অমর্ত্ত্যতা লাভ করে, এতাদৃশী পরম দেবতাকে কোন প্রকারে অবজ্ঞা করিও না।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্রৌপদী কহিলেন, হে পার্থ! আমি ধর্ম্মকে কোন প্রকারে অবজ্ঞা বা নিন্দা করি না, আমি প্রজাপতি ঈশ্বরকে কি নিমিত্তে অবজ্ঞা করিব? আপনি আমাকে এইরূপ জানুন যে আমি দুঃখার্ত্তা হইয়া প্রলাপ করিতেছি। হে ভারত! আমি পুনর্ব্বার বিলাপ করি, আপনি ইহাও অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন, হে শত্রুকর্ষণ! জীবের ইহ লোকে কর্ম্ম অবশ্যই কর্ত্তব্য, কেন না, স্থাবর-ভিন্ন কোন জীব কর্ম্ম-রহিত হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। মন্ত্রপ্রয়োগাদি-দ্বারা কোন শত্রু ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কণ্টক বেধ করিলে ঐ শত্রু ব্যক্তির তাহা দৃষ্ট না হওয়াতেও দুঃখানুভব হইয়া থাকে, এবং গো-প্রভৃতি পশুগণের সদ্যোজাত শাবককেও মাতৃ-স্তন্য পান করিতে দেখা যাইতেছে, ইহাতে ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, জীব মাত্রই জন্মান্তরীণ কর্ম্ম-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জঙ্গম জীবের মধ্যে মনুষ্যদিগের বিশেষ এই যে তাহারা কর্ম্ম-দ্বারা ইহ লোক ও পর লোক উভয়ত্র জীবিকা-প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছু হয়। হে ভারত! সমস্ত প্রাণীই প্রাক্তন কর্ম্মজন্য সংস্কার-বশত লোকপ্রত্যক্ষ সেই কর্ম্ম-ফল ভোগ করে। যে প্রকার বক পক্ষী পূর্ব্ব-সংস্কার-হেতুই সলিলে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ সকল প্রাণী স্ব স্ব প্রাক্তন কর্ম্মানুসারেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ঈশ্বর বা ধর্ম্ম, ইহাঁরাও অনাদিসিদ্ধ-সংস্কার-বশতই সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। জীবগণ কর্ম্মহীন হইলে তাহাদিগের কোন জীবিকাই সম্ভবে না, অতএব কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবে, কখনই কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। আপনিও কর্ম্মানুষ্ঠান করুন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গ্লানি-ভাজন হইবেন না, কর্ম্মরূপ বর্ম্মে শরীর আচ্ছাদিত করুন; যেহেতু কর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি সহস্রের মধ্যে এক জনও আছেন কি নাই। অর্থের রক্ষা ও বৃদ্ধি-নিমিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কেন না অর্থের আদান না করিয়া কেবল মাত্র উপভোগ করিলে তাহা হিমালয় গিরির তুল্য হইলেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যদি পৃথিবীতে কেহ কর্ম্ম না করিত, তবে সকল

প্রজাই উৎসন্ন হইয়া যাইত; এবং কর্ম্মের ফল না থাকিলে এই সকল প্রজা বৃদ্ধি হইত না। দেখিতেছি যে, লোক-সকল নিষ্ফল কর্ম্মও করিতেছে, যেহেতু কর্ম্ম-ভিন্ন কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে পারে না। সংসার-মধ্যে যে ব্যক্তি ভাগ্যের প্রতি নির্ভর করে, ও যে ব্যক্তি হঠবাদী অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্ম না মানে, ইহারা উভয়েই অধম। পরন্তু যে ব্যক্তি কর্ম্ম-দ্বারা ইষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত, সেই ব্যক্তিই প্রশংসনীয়। যে ব্যক্তি চেষ্টা-রহিত হইয়া সুখে শয়ন করত ভাগ্যের উপাসনায় নিবিষ্ট থাকে, সেই দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি সলিলস্থ আম ঘটের ন্যায় অবসন্ন হয়। এইরূপ যে ব্যক্তি হঠনিষ্ঠ অর্থাৎ কর্ম্মে সমর্থ হইয়াও কর্ম্ম না করিয়া বসিয়া থাকে, ঐ ব্যক্তি সামর্থ্যহীন অনাথ ব্যক্তির ন্যায় অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে না।

মহারাজ! কোন পুরুষ ইহ লোকে কোন কারণ-ব্যতীত অর্থ প্রাপ্ত হইলে তাহা হঠাৎপ্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার করে, যেহেতু তাহা কাহারও যত্ন-নিষ্পন্ন নহে। কোন পুরুষ দেবারাধন-বিধানক্রমে যাহা কিছু সৌভাগ্য লাভ করে, তাহাই দৈব বলিয়া নিশ্চিত হয়। কোন পুরুষ ইহ লোকে স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া যে কিছু ফল প্রাপ্ত হয়, যাহা লোকে প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাই পৌরুষ বলিয়া কথিত হয়। হে পুরুষসত্তম! মনুষ্য স্বভাবত প্রবৃত্ত হইয়া কোন কারণ-ব্যতিরেকে যে অর্থ প্রাপ্ত হয়, যেমন নষ্ট কপর্দ্দক অন্বেষণে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পথ লাভ, তাহা স্বাভাবিক ফল বলা যায়। পুরুষের এইরূপ হঠাৎ, দৈবাৎ, স্বভাবত বা কর্ম্ম-বশত যে সকল ফল লাভ হয়, তৎ সমস্তই প্রাক্তন কর্ম্মের ফল। ধাতা ঈশ্বর ইহ লোকে মনুষ্যদিগের পূর্ব্ব-জন্মকৃত স্ব স্ব কর্ম্ম বিভাগ করিয়া সেই সেই কর্ম্ম-হেতুই ফল বিধান করেন। যদিও যে কোন পুরুষই শুভাশুভ কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু তাহা উহার পূর্ব্ব-কৃত কর্ম্মানুসারে বিধাতা বিধান করিয়া দেন। এই দেহ বিধাতার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এই নিমিত্তে এই দেহকে সেই কর্ম্মের কারণ বলা যায়। বিধাতা এই দেহকে যেরূপ কর্ম্মে নিয়োগ করেন, অনাত্মবশ দেহ সেইরূপ কর্ম্মই করে। হে কৌন্তেয়! সমস্ত প্রাণী আপনার বশ নহে, মহেশ্বর তাহাদিগের সেই স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োক্তা হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। হে বীর! পুরুষ স্বয়ং মনে মনে চিন্তা-দ্বারা বিষয় নিশ্চয় করিয়া পশ্চাৎ বুদ্ধি-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া তাহা প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্তে সেই পুরুষকে তদ্বিষয়ে কারণ বলা যায়। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! কর্ম্মের সংখ্যা করা অসাধ্য, যেহেতু আগার ও নগর পুরুষের কর্ম্মাধীনই সিদ্ধ হইয়াছে। ধীর ব্যক্তি বুদ্ধি-দ্বারা তিলে তৈল, গবীতে দুগ্ধ ও কাষ্ঠে অগ্নি জানিতে পারেন; পরে তৎ সমস্তের সিদ্ধি-নিমিত্তে উপায়ও জ্ঞাত হন; তদনন্তর উপায়-দ্বারা তদ্বিষয়-সাধনের নিমিত্তে প্রবৃত্ত হন; জীবগণ ইহ লোকে এইরূপ কর্ম্ম-সিদ্ধি-দ্বারা উপজীব্য লাভ করিয়া থাকে। নিপুণ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক কোন কর্ম্ম উত্তমরূপে কৃত হইলেও তাহার ফল-ভেদ দেখিয়া উক্ত কর্ম্ম অনিপুণ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। যদি পুরুষ কর্ম্মসাধ্য-বিষয়ে কারণ না হইত, তবে তাহার যজ্ঞ বা তড়াগাদি কর্ম্মের ফল লাভ হইত না, এবং কেহ কাহারও শিষ্য বা গুরু হইত না। লোক সকল ইহ লোকে কর্ম্ম মাত্রে পুরুষের কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে তাহার কর্ত্তাকে প্রশংসা করে, ও অসিদ্ধ হইলে তাহার কর্ত্তাকে নিন্দা করে, কিন্তু ইহার কর্ত্তা ছিল না, এরূপ বলে না।

কেহ কেহ কহেন, সকলই হঠদ্বারা লাভ হয়, কেহ কেহ কহেন, সকলই দৈবদ্বারা লাভ হইয়া থাকে, এবং কেহ কেহ কহেন, পুরুষের প্রযত্ন-জন্যই অর্থ লাভ হইয়া থাকে; অর্থ প্রাপ্তির প্রতি পৃথক্ পৃথক্ মনুষ্য পৃথক্ পৃথক্ রূপে এইরূপ ত্রিবিধ কারণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। অপর কেহ কেহ এই সকল কারণ-দ্বারা অর্থসিদ্ধি স্বীকার করেন না, তাঁহারা ইহা স্বী-

কার করেন যে দৈবাৎ বা হঠাৎ প্রাপ্ত বলিয়া যাহা কথিত হয়, তাহা শুভাশুভ সমস্ত প্রাক্তন কর্ম্মেরই ফল। পরন্তু যাঁহারা বুদ্ধি-কৌশল-প্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহারাই এইরূপ বিবেচনা করেন যে, যখন হঠাৎ বা দৈবাৎ অর্থ-সিদ্ধি হওয়া দেখা যাইতেছে, তখন ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, পুরুষেরা দৈব বা হঠ অথবা প্রযত্ন-জন্যই ফল লাভ করিয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন কারণে ফল লাভ করে না। এইরূপ বাদীদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, যদি ঐ রূপই সিদ্ধান্ত হয়, তবে বিধাতাকে প্রাণিগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে ইষ্টানিষ্ট-ফলদাতা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু বিধাতা কোন প্রাণীকে তাহার প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ ফল প্রদান না করিলে, এই সংসারে কেহ দীনভাবাপন্ন থাকিত না। প্রাণীদিগের প্রাক্তন কর্ম্ম না থাকিলে, পুরুষ যে যে বিষয়ের অভিলাষী হইয়া কর্ম্ম করিত, তাহা অবশ্যই সফল হইত। অতএব যাহারা উক্ত হঠ-প্রভৃতি তিনটিকে অর্থসিদ্ধি বা অনর্থসিদ্ধির দ্বার মাত্র ও প্রাক্তন কর্ম্মকে কারণ বলিয়া না জানে, তাহাদিগকে দেহের ন্যায় জড় বলা যায়। ভগবান্ মনুও কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, কেন না পুরুষ একান্ত হঠ-বাদীর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইলে পরাভব প্রাপ্ত হয়।

হে মহারাজ! কর্ম্মানুষ্ঠায়ীদিগের প্রায়ই ফলপ্রাপ্তি হয়, আলস্য-পরবশ ব্যক্তি একান্তই কখন ফলসিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। কর্ম্ম করিলে যদি অঙ্গবৈকল্য-প্রযুক্ত ফলোৎপত্তি না হয়, তবে প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম্ম ঐ ফলের হেতু-স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তদনুষ্ঠানে যত্নপর হইবে। সমুদায় অঙ্গের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও যদি ফলপ্রত্যক্ষ না হয়, তথাপি সেই কর্ম্মদ্বারা দেবাদির নিকট অঋণী হইবে। অলসাকুল শয়ান ব্যক্তিকে অলক্ষ্মী আশ্রয় করে, এবং কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তি অবশ্যই ফল লাভ করিয়া সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকে। সংশয়-রহিত কর্ম্ম-রত ধীর ব্যক্তিরা সংশয়াপন্ন ব্যক্তিকেই অর্থ-রহিত বলিয়া জানেন, নিঃসংশয় ব্যক্তিকে কদাচ অর্থ-রহিত বলিয়া বোধ করেন না। সম্প্রতি আমাদিগের একান্ত এই অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি এই অনর্থ নিবারণের কার্য্য করিলে তাহা অবশ্যই দূরীকৃত হইবে। যদিই আপনার অনুষ্ঠিত ঐ কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে তাহাই ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের এবং আপনারও রাজ্য অপ্রাপণের সংপূর্ণরূপে প্রমাণ বলিয়া বোধগম্য হইবে, তাহা হইলে রাজ্যের আশা বিনাশ-পূর্ব্বক উদ্বেগ-শূন্য হইতে পারি। অন্যান্য ব্যক্তিদিগের কর্ম্ম সফল হওয়া দৃষ্ট হইতেছে, সেই রূপ আমাদিগেরও হইতে পারে, পরন্তু কর্ম্ম না করিয়া অগ্রে তাহা কি রূপে নিশ্চয় বোধ হইবে? কৃতকর্ম্মা ব্যক্তিই কর্ম্ম করণান্তে তাহার যথা-ফল জানিতে পারে। কর্ষক ব্যক্তি লাঙ্গল-দ্বারা ভূমিকর্ষণ ও বীজ-বপন করিয়া তূষ্ণীভাবে বসিয়া থাকে, কিন্তু শস্যোৎপত্তি-বিষয়ে পর্জ্জন্যই কারণ হয়; যদি বৃষ্টির আনুকূল্য না হয়, তবে ফলোৎপত্তি না হওয়া জন্য কর্ষক অপরাধী হইতে পারে না, সে এইরূপ বিবেচনা করে যে, অন্য ব্যক্তি শস্যোৎপত্তির নিমিত্তে যেরূপ কর্ম্ম করে, আমিও তাহাই করিয়াছি, তাহাতেও যদি আমার কৃত কর্ম্ম বিফল হইল, তবে আমার কোন অংশে অপরাধ হইতে পারে না, ইহা ভাবিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করে, কিন্তু তদ্বিষয়ে আপনাকে নিন্দা করে না। হে ভরতকুল-প্রদীপ! আমি কর্ম্ম করিতেছি, কিন্তু আমার ফলসিদ্ধি হইতেছে না, ইহা বলিয়া নির্ব্বেদ করা কর্ত্তব্য নয়, কেন না ফলোৎপত্তির প্রতি পুরুষকার-ব্যতিরেকেও অন্য দুইটি কারণ আছে। সিদ্ধিই হউক, কিম্বা অসিদ্ধিই হউক, কিন্তু কর্ম্ম করিতে কাহারও যেন অপ্রবৃত্তি না হয়, কেন না বহু কারণের সমবায় হইলে কর্ম্মসিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রধান অঙ্গের বাধ হইলে ফলের অল্পতা হয়, এবং কোথাও বা কিছু মাত্র ফলোদয় হয় না; কিন্তু কর্ম্ম একেবারে অনা-

রব্ধ হইলে, না ফল, না শৌর্য্যাদিগুণ, কিছুই দেখা যায় না। ধীর ব্যক্তি কল্যাণ-বৃদ্ধি-নিমিত্তে বুদ্ধি-দ্বারা জ্ঞান, শক্তি ও বল অনুসারে দেশ, কাল ও সাম-দানাদি মঙ্গল-কর উপায়ের নিয়োগ করিয়া থাকেন; পুরুষের পরাক্রম থাকিলে ঐ পরাক্রমই কর্ম্ম-প্রয়োগে সংপূর্ণরূপে উপদেশক হইয়া থাকে, এই হেতু প্রমাদ-রহিত হইয়া উক্ত দেশ কালাদি নিয়োগ করিবে, তাহা হইলে পরাক্রম-দ্বারা অর্থসিদ্ধি অবশ্যই হইবে। ধীমান্ ব্যক্তি শত্রুকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট দেখিলে, সাম-দ্বারা তাহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবে, তন্নিমিত্তে উপযুক্ত কর্ম্ম-প্রয়োগও করিবে; এবং তাহার ব্যসন বা বিবাসের নিমিত্তেও অভিলাষ করিবে। মরণধর্ম্মী মনুষ্যের কথা থাকুক, সিন্ধু বা শৈল অনিষ্টকারী হইলে তাহা-দিগেরও ব্যসন বা বিবাসের চেষ্টা করিবে। মনুষ্য শত্রুদিগের ছিদ্রান্বেষণে সতত উদ্যমশালী হইলে আপনার ও অমাত্যাদির নিকটে অঋণী হয়। পুরুষ কখনই আপনাকে অবজ্ঞা করিবে না, আপনা-কর্ত্তৃক আপনি অবজ্ঞাত হইলে তাহার সম্পত্তি শোভা পায় না। হে ভরতকুলতিলক! লোকের অর্থ-সিদ্ধির এইরূপ ব্যবস্থা, ইহাতে বিভাগক্রমে কাল ও অবস্থার আনুকূল্যই উক্ত সিদ্ধির উপায়-মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমার পিতা পূর্ব্বে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে নিকটে রাখিয়াছিলেন, ঐ ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি-প্রণীত এই সমস্ত নীতি আমার পিতাকে কহিয়াছিলেন, এবং আমার ভ্রাতৃগণকেও শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমি তৎকালে পিতৃগৃহে ভ্রাতৃগণের নিকটে ইহা শুনিয়াছিলাম। মহারাজ! আমি কর্ম্মে রত থাকিয়াও ঐ সকল নীতি শ্রবণার্থে রাজসভায় গিয়া পিতার ক্রোড়ে বসিতাম, তখনও ঐ ব্রাহ্মণ আমাকে সান্ত্বনা-পূর্ব্বক ঐ নীতি সমস্ত কহিতেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধাকুলচিত্তে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত যুধিষ্ঠিরের নিকটাসন্ন হইয়া বলিলেন, মহা-রাজ! সৎপুরুষেরা রাজ্য-বিষয়ক যে রূপ ধর্ম্ম্য পথে চলিয়া থাকেন, আপনি সেই পথ অবলম্বন করুন, ধর্ম্মকামার্থহীন হইয়া তপোবনে বাস করিবার প্রয়োজন কি? দুর্য্যোধন, ধর্ম্ম কি সারল্য অথবা পরাক্রম-দ্বারা আমাদিগের রাজ্য গ্রহণ করে নাই, কেবল কপট দ্যূতের অনুষ্ঠান করিয়া হরণ করি-য়াছে। যে প্রকার উচ্ছিষ্ট-ভুক্ কোন শৃগাল বলিষ্ঠ সিংহদিগের ভোগ্য মাংস ছলক্রমে গ্রহণ করে, সেই রূপ দুর্য্যোধন আমাদিগের রাজ্য হরণ করিয়াছে। মহারাজ! আপনি কিহেতু প্রতিজ্ঞা পালন-রূপ অল্প মাত্র ধর্ম্মে আবৃত হইয়া ধর্ম্মকামের উৎপাদক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখে পরিতপ্ত হইতেছেন? যে রাজ্য গাণ্ডীব-ধন্বা অর্জ্জুনের রক্ষিত হওয়াতে ইন্দ্রেরও হরণ করিতে সামর্থ্য ছিল না, তাহা কেবল আপনার অনবধানেই আমাদিগের সমক্ষে দুর্য্যোধন হরণ করিয়া লইল। আমরা জীবিত থাকিতেও সে হস্তবিকল ব্যক্তির নিকট হইতে বিল্ব ফল হরণ ও পঙ্গু ব্যক্তির নিকট হইতে ধেনু হরণের ন্যায় আপন-কার নিমিত্তেই আমাদিগের ঐশ্বর্য্য হরণ করিল। হে ভারত! আপনি ধর্ম্মকামনায় প্রতীত, আপনার প্রীতি-নিমিত্তেই আমরা ঈদৃশ মহাব্যসন-গ্রস্ত হই-য়াছি। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমরা আপনকার শাসনে থাকিয়াই আত্ম-নিগ্রহ করিয়া মিত্রগণকে দুঃখিত ও শত্রুগণকে আনন্দিত করিতেছি। আপনকার মতানুবর্ত্তী হইয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে যে তখনই বিনাশ করি নাই, সেই দুষ্কৃত কর্ম্মই এক্ষণে আমা-দিগকে অনুতাপিত করিতেছে। হে মহারাজ! মৃগচর্য্যার ন্যায় আপনার এই বন-চর্য্যা আলোচনা করিয়া দেখুন, ইহা কখন বলবান্ ব্যক্তিরা স্বীকার করেন না, কেবল দুর্ব্বলেরাই আচরণ করিয়া থাকে। আপনার এই চর্য্যাতে কৃষ্ণ, কি অর্জ্জুন, কি

অভিমন্যু, কি সৃঞ্জয়, কি নকুল, কি সহদেব, কিম্বা আমি, আমরা কেহই অনুমোদন করিতেছি না। মহারাজ! আপনি সর্ব্বদা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ব্রত-কর্ষিত হইয়া বৈরাগ্যহেতু কি ক্লীব জীবিকা প্রাপ্ত হইলেন? কাপুরুষেরাই স্বীয় সম্পত্তি আহরণ করিতে অশক্ত হইয়া স্বার্থঘাতক নিষ্ফল বৈরাগ্য অবলম্বন-পূর্ব্বক আপনাদিগের প্রীতি উৎপাদন করে। আপনি সমর্থ ও চক্ষুষ্মান্ হইয়া আমাদিগের পৌরুষ দেখিয়াও কেবল অনৃশংসতা-প্রযুক্তই এই উপস্থিত অনর্থ বুঝিতে পারিতেছেন না। আমরা সমর্থ হইয়াও ক্ষমাবলম্বী হইয়াছি, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সেই পুত্রেরা যে তাহা বিবেচনা না করিয়া আমাদিগকে অশক্তের ন্যায় বোধ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা যুদ্ধস্থলে মরণও আমাদিগের অধিক ক্লেশকর নয়। হে ভরতর্ষভ! যদ্যপি আমরা অকপটভাবে রণস্থলে যুদ্ধ করিতে করিতে পরাঙ্মুখ না হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হই, তাহা হইলে সেই মৃত্যু আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর হয়, কারণ তাহাতে পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে পারি। অথবা যদি আমরাই তাহাদিগকে নিপাত করিয়া সমগ্রা পৃথিবী গ্রহণ করি, তাহা হইলেও আমাদিগের মঙ্গল হয়। যখন আমাদিগের বৈরনির্যাতন ও বিপুলকীর্ত্তি সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে আস্থা আছে, তখন আমাদিগের সর্ব্বথাই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। যে স্থলে অন্য ব্যক্তি রাজ্য হরণ করিয়াছে, সে স্থলে যদি আমরা আপনাদিগের নিমিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তবে আমাদিগের কার্য্য-চিহ্ন লোক-বিদিত হইলে আমাদিগের প্রশংসাই হইবে, নিন্দা হইবে না।

হে রাজন্! যে ধর্ম্ম আপনার ও মিত্রদিগের পীড়াকর হয়, তাহা ধর্ম্মই নহে, তাহাকে কুধর্ম্ম-প্রকাশক ব্যসন বলা যায়। ধর্ম্ম-দুর্ব্বল পুরুষই সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বপ্রকারে রত থাকে। যেপ্রকার সুখ দুঃখ মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, সেই প্রকার ধর্ম্ম ও অর্থ ধর্ম্মদুর্ব্বল পুরুষকে পরিত্যাগ করে। যে ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি ক্লেশভাগী হয়, তাহাকে পণ্ডিত বলা যায় না, যেহেতু সে ব্যক্তি অন্ধের সূর্য্যপ্রভা-দর্শনের ন্যায় ধর্ম্মের প্রয়োজন জানিতে পারে না। যাহার অর্থ কেবল আপনার নিমিত্তেই হয়, তাহাকে অর্থবিষয়ে পণ্ডিত বলা যায় না, সেই ব্যক্তি অরণ্যস্থ গো-রক্ষক ভৃত্যের ন্যায় গণ্য হয়। যে মনুষ্য সাতিশয় অর্থার্থী হয়, ধর্ম্মকামের অনুষ্ঠান করে না, সেই মনুষ্য ব্রহ্মঘাতক ব্যক্তির ন্যায় নিন্দিত ও সকল প্রাণীরই বধ্য হয়। এবং যে ব্যক্তি নিরন্তর কামভোগাভিলাষী হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থের অনুষ্ঠান না করে, তাহার কেহ মিত্র থাকে না, এবং সে ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বঞ্চিত হয়। যেরূপ মৎস্য জলক্ষয় হইলে নিধনপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সেই ধর্ম্মার্থহীন যথেষ্ট-কামরত ব্যক্তির কামভোগান্তে অবশ্যই নিধন হয়। অতএব পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকেন, কারণ যে প্রকার অরণি কাষ্ঠ অগ্নির প্রকৃতি, সেই প্রকার ধর্ম্ম অর্থ উভয় কামের প্রকৃতি হয়। যে রূপ মেঘের কারণ সমুদ্র ও সমুদ্রেরও কারণ মেঘ, সেই রূপ ধর্ম্মের কারণ অর্থ ও অর্থের কারণ ধর্ম্ম; ইহাদিগকে এইরূপ পরস্পরাশ্রিত জানিবেন। স্রক্ চন্দনাদি সুখভোগ্য দ্রব্যস্পর্শ ও সুবর্ণাদি অর্থ লাভ হইলে যে প্রীতি জন্মে, তাহাকেই কাম বলিয়া নিশ্চয় করা যায়, তাহার কখন শরীর দৃষ্ট হয় না, সে কেবল চিত্তের সঙ্কল্প মাত্র। মহারাজ! ধর্ম্ম হইতে অর্থলাভ হয়, এনিমিত্তে পুরুষ অর্থার্থী হইয়া প্রচুর ধর্ম্ম ইচ্ছা করে, এবং অর্থ হইতে কামনা পূর্ণ হয়, এই নিমিত্তে পুরুষ কামার্থী হইয়া অর্থ ইচ্ছা করে, কিন্তু কাম হইতে আর অন্য কামনা সিদ্ধ হয় না, সুতরাং পুরুষের কাম হইতে অন্য কামনা করিবার সম্ভাবনাই নাই। পণ্ডিত ব্যক্তি কহেন, যেপ্রকার কাষ্ঠ হইতে ভস্ম উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভস্ম হইতে আর

ভস্মান্তর করা কাহারও সাধ্য হয় না, সেই প্রকার কামদ্বারা অন্য কাম সাধন করা যায় না, কারণ কামভোগ-জন্য যে প্রীতি, তাহাই কামনার ফল। মহারাজ! যে প্রকার বৈতংসিক ব্যক্তি পক্ষীদিগকে হিংসা করে, সেইরূপ অধর্ম্মও প্রাণীদিগের সংপূর্ণ-রূপে হিংসক হয়। যে ব্যক্তি কাম বা লোভ-প্রযুক্ত ধর্ম্মের প্রকৃতি না দেখে, সেই দুর্ম্মতি ইহ ও পর লোকে সকল প্রাণীর বধ্য হয়। হে রাজন্! গো, স্ত্রী, ধন, হস্তী, অশ্ব-প্রভৃতি দ্রব্য-দ্বারা কাম সম্পাদন হয়, ইহা যে আপনি অবগত আছেন, তাহা ব্যক্তই আছে, এবং আপনি উক্ত দ্রব্য সকলের ভূয়সী-প্রকৃতি বা বিকৃতিও জ্ঞাত আছেন। ঐ সকল গো-প্রভৃতি দ্রব্যের অভাবে বা বিনাশে কিম্বা জরা অথবা মরণ হইলে তাহাকেই পণ্ডিতেরা অনর্থ বলিয়া মানেন; উক্ত অনর্থই সংপ্রতি আমাদিগের উপস্থিত হইয়াছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও চিত্ত, ইহারা বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া যে প্রীতি প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই কাম বলিয়া বিবেচনা করি, এবং তাহাই শুভ কর্ম্মের ফল। মনুষ্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে এই রূপ পৃথক্ পৃথক্ বোধ করিয়া কেবল ধর্ম্মপর কিম্বা কেবল অর্থপর অথবা কেবল কামপর হইবে না; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনকেই সর্ব্বদা সেবা করিবে। দিবসের প্রথমে ধর্ম্ম, মধ্যে অর্থ ও অন্তে কাম আচরণ করিবে, এই প্রকার দিবারাত্রির অনুগামী হইয়া বিচরণ করা উচিত, ইহা শাস্ত্রকারেরা বিধান করিয়াছেন। এইরূপ বয়ঃক্রমের প্রথম ভাগে কাম, মধ্য ভাগে ধন ও অন্ত্য ভাগে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে, এই প্রকার বয়সের অনুগামী হইয়া বিচরণ করা উচিত, ইহাও শাস্ত্রকারেরা বিধান করিয়াছেন। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! পণ্ডিত ব্যক্তির কালজ্ঞ হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকে যথাবিহিত কালে বিভাগ করিয়া সেবা করাই বিধেয়। হে রাজন্! সুখার্থীদিগের পক্ষে এই ধর্ম্মার্থকামের পরিত্যাগ পরম শ্রেয়স্কর, কি তাহার লাভ শ্রেয়স্কর, ইহা সোপায় বুদ্ধি-দ্বারা নিশ্চয় করিয়া, হয় তাহার পরিত্যাগ, না হয় তাহার লাভ, এই দুইটির মধ্যে একটি আচরণ করুন, কেন না, সংশয়বর্ত্তী ব্যক্তির জীবন আতুর ব্যক্তির জীবনের ন্যায় দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। আপনি ধর্ম্ম জ্ঞাত আছেন, এবং নিরন্তর তাহার আচরণও করিয়া থাকেন, এজন্য জ্ঞানবন্ত সুহৃদেরা আপনার প্রতি কর্ম্ম-বিধিই কীর্ত্তন করিতেছেন। দান, যজ্ঞ, সাধুসেবা, বেদার্থধারণ ও সরলতা এই সকল পরম ধর্ম্ম ইহ ও পর লোকে বলবান্ হয়। হে পুরুষব্যাঘ্র! মনুষ্যের অন্য অখিল গুণ-সত্ত্বেও অর্থ-ব্যতিরেকে উক্ত পরম ধর্ম্ম সম্পাদন করিতে শক্য হয় না। হে রাজন্! অর্থও ধর্ম্মমূলক হয়, ধর্ম্ম-ভিন্ন অর্থের উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই, এবং ধর্ম্মও প্রচুর অর্থ-দ্বারাই অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়; কিন্তু উপযুক্ত অর্থ কখন ভিক্ষা-বৃত্তি বা অপৌরুষ-দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং সতত কেবল ধর্ম্মজ্ঞানী হইলেও অর্থের লাভ হয় না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণেরা যে যাচ্ঞা করিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিয়া থাকেন, তাহা আপনার প্রতি নিষিদ্ধ, অতএব আপনি অর্থ লাভের অভিলাষে তেজঃ-প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হউন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ভিক্ষা-বৃত্তি বা বৈশ্য ও শূদ্র-জীবিকা বিহিত নহে, পরন্তু ক্ষত্রিয়ের ঔরস বলই বিশেষ রূপে বৃত্তি। অতএব হে পার্থ! আপনি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করত উপস্থিত শত্রুদিগকে বিনাশ করুন, আমার ও অর্জ্জুনের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের সৈন্য সংহার করুন। মনীষী বিদ্বানেরা ঐশ্বর্য্যকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন, অতএব আপনি ঐশ্বর্য্য লাভ করুন, অনৈশ্বর্য্য অবলম্বন করা আপনার উপযুক্ত হয় না। হে রাজেন্দ্র! আপনার জাতীয় সনাতন ধর্ম্ম আপনার অবিদিত নাই, আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, মনুষ্যগণ যাহা হইতে উদ্বিগ্ন হয়, এতাদৃশ নৃশংস-স্বভাব ক্ষত্রিয়-বংশে আপনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার পক্ষে প্রজাপালন-জন্য ফল নিন্দিত নহে,

প্রত্যুত, তাহাই বিধাতা-কর্ত্তৃক আপনার সনাতন ধর্ম্ম-রূপে বিহিত হইয়াছে; হে পার্থ! আপনি ইহা হইতে পরাঙ্মুখ হইলে লোকের হাস্যাস্পদ হইবেন, কেন না মনুষ্যদিগের স্বধর্ম্ম হইতে বিরতি প্রশংসিত হয় না। হে কৌরব্য! আপনি মনের শৈথিল্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মনকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে আক্রান্ত করিয়া বীর্য্যকে আশ্রয় করত ধুর্য্যের ন্যায় রাজ্যভার বহন করুন।

হে রাজন্! কোন নৃপতি কেবল ধর্ম্মাত্মা হইয়া ঐশ্বর্য্য বা শ্রী লাভ করেন নাই। যে প্রকার শল্লক জন্তু লুব্ধচিত্ত বহু মধুমক্ষিকাদিগকে জিহ্বা প্রদান করিয়া ছল-দ্বারা তাহাদিগকে বহির্নিঃসারণ করত আহার লাভ করে, সেই রূপ রাজা ছল-দ্বারাও রাজ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে রাজসত্তম! অসুর-সকল দেবতাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা ও সর্ব্বপ্রকারে সুসমৃদ্ধ হইলেও দেবতারা তাহাদিগকে ছল-দ্বারা পরাজয় করিয়াছেন। হে মহাবাহু মহীপাল! বলবান্ ব্যক্তিরই সমুদায়, ইহা জানিয়া আপনি উৎকৃষ্ট ছল আশ্রয়-পূর্ব্বক শত্রু সকলকে বিনষ্ট করুন। সংগ্রামে অর্জ্জুনতুল্য ধনুর্দ্ধর এবং আমার তুল্য গদাধর যোদ্ধা কেহই হইবে না। মহারাজ! সুবলবান্ ব্যক্তি সাহস-হেতুই যুদ্ধ করিয়া থাকে, পুরুষ-সমূহ-দ্বারা বা শত্রুদিগের কোন অনুসন্ধান প্রাপ্তে তৎসূত্র-দ্বারা যুদ্ধ করে না। আপনিও সাহস করুন, সাহসই অর্থের মূল, সাহস-ব্যতীত অন্য যে কিছু সমুদায়ই মিথ্যা। যে রূপ শীত-কালীন বৃক্ষচ্ছায়া উপকারকত্ব-রূপে প্রসক্ত হয় না, সাহস-ব্যতীত সকলই সেই রূপ।

হে কৌন্তেয়! যে প্রকার বীজের অভিলাষে ভূমিতে বীজ ত্যাগ করিতে হয়, সেই প্রকার প্রশস্ত অর্থ ইচ্ছা করিয়া অর্থ পরিত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাতে আপনার সংশয় নাই। কিন্তু যে স্থলে অর্থের বৃদ্ধি বা সমানও লাভ না হয়, সে স্থলে বাণিজ্য কর্ত্তব্য নহে, এতাদৃশ বাণিজ্য গর্দ্দভের গাত্র-কণ্ডুয়নের ন্যায় পরিণামে কষ্টদায়ক হয়। হে মনুষ্যেন্দ্র! যে মনুষ্য পূর্ব্বোক্তরূপ বীজ-পরিত্যাগের ন্যায় অল্প ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রচুর ধর্ম্ম লাভ করে, সেই মনুষ্যকে জ্ঞানবান্ বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। পণ্ডিত ব্যক্তি মিত্রসম্পন্ন শত্রুর মিত্র ভেদ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মিত্রেরা তাহাকে পরিত্যাগ করে, সুতরাং সে বলহীন হয়, তখন অনায়াসে তিনি তাহাকে বশীভূত করেন। হে রাজন্! মহাবলশালী ব্যক্তি সাহস-দ্বারাই যুদ্ধ করিয়া থাকে, উদ্যম কিম্বা প্রিয়বাক্যে সমুদায় প্রজাকে আত্মসাৎ করে না। যেরূপ বহুতর মধুকর সর্ব্বপ্রকারে একত্রিত হইয়া মধুহারক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ বহুতর দুর্ব্বল ব্যক্তিও সর্ব্বপ্রকারে সমবেত হইলে বলবান্ শত্রুকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। যেমন সূর্য্য প্রজা-সকলকে রশ্মিদ্বারা পালন ও সংহার করিয়া থাকেন, আপনি সেইরূপ করিয়া সূর্য্য-সাদৃশ্য লাভ করুন। হে রাজন্! বিধি-পূর্ব্বক পৃথিবীর পালন, যাহা আমাদিগের পিতৃপিতামহগণ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও তপস্যা বলিয়া বেদে শ্রুত হইয়াছে। মহারাজ! যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের বিহিত ধর্ম্ম, তদ্দ্বারা বিজয়ই হউক বা, পরাজয়ই হউক, তাহাতে যাদৃশ লোকপ্রাপ্তি হয়, তপস্যা-দ্বারা তাদৃশ লোকপ্রাপ্তি হয় না।

মহারাজ! লোকে আপনার এই কষ্ট দেখিয়া, সূর্য্য হইতে প্রভা ও চন্দ্র হইতে শোভা অপগত হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চয় করিয়াছে। এবং পৃথক্ পৃথক্ সমস্ত সভাসদ্ ব্যক্তিরা একত্রিত হইয়া আপনার প্রশংসা ও দুর্য্যোধনাদির নিন্দা বাক্যে কথোপকথন করিতেছে। বিশেষ এই যে ব্রাহ্মণ ও কুরুগণ সমবেত হইয়া আনন্দিতচিত্তে আপনার সত্যসন্ধতা কীর্ত্তন করিতেছেন; যেহেতু আপনি মোহ, কার্পণ্য, লোভ, ভয়, কাম কিম্বা অর্থহেতু কখন কিছু অনৃত বাক্য কহেন নাই। হে রাজন্! রাজা ভূমি-লাভ করিতে যে কিছু পাপ করেন, সে সমুদায়

পাপ পশ্চাৎ বিপুল-দক্ষিণ যজ্ঞ-সমস্ত-দ্বারা দূরীকৃত করেন; এবং ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর গ্রাম ও সহস্র সহস্র গো দান করিয়া তমোমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। হে কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির! পুরস্থ ও দেশস্থ কি বৃদ্ধ কি বালক, সকলেই প্রায় আপনাকে প্রশংসা করিতেছে। হে ভারত! যেরূপ কুক্কুর-চর্ম্ম-কোষে দুগ্ধ, শূদ্রে বেদ, তস্করে সত্য এবং নারীদেহে বল, সেইরূপ দুর্য্যোধনে রাজ্য বলিয়া লোকে জল্পনা করিতেছে। স্ত্রী ও বালকেরা বেদাভ্যাসের ন্যায় নিয়তই ঐ রূপ কথোপকথন করিতেছে। হে শত্রুসূদন! আপনি আমাদিগকে লইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে উপস্থিত বিপদে আমরা সকলেই আপনকার নিমিত্তে নষ্ট হইলাম; অতএব আপনি সত্বর হইয়া বিপ্রশ্রেষ্ঠগণকে জয়লব্ধ অর্থ প্রদান করিবার নিমিত্তে তাঁহাদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া মরুদ্গণ-পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় আশীবিষ-সদৃশ অস্ত্রবিশারদ দৃঢ়ধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সমস্ত যুদ্ধোপকরণে সুসজ্জিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অদ্যই হাস্তিন পুরে গমন করুন। যেরূপ দেবরাজ অসুরগণকে মর্দ্দন করিয়া শ্রী লাভ করেন, সেই রূপ আপনি তেজঃপ্রকাশ করিয়া পরম শত্রু ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দিগকে মর্দ্দন করত শ্রী লাভ করুন। হে ভারত! কোন ব্যক্তিই গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত, গৃধ্রপক্ষময় পুঙ্খে শোভিত, আশীবিষ-সমপ্রভ শরপুঞ্জের সংস্পর্শ সম্যক্ সহ্য করিতে পারিবে না। এবং আমি যুদ্ধস্থলে ক্রুদ্ধ হইলে আমার গদার বেগ সহ্য করে, এমত অশ্ব, কি মাতঙ্গ, কি কোন বীরই নাই। আমরা সৃঞ্জয় ও কেকয়গণ এবং বৃষ্ণি-প্রবর কৃষ্ণের সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলে কি জন্য রাজ্যপ্রাপ্ত হইব না? হে রাজন্! আপনি মহতী সেনাতে সমন্বিত হইয়া এ বিষয়ে যত্নপর হউন, তাহা হইলে কি জন্য শত্রুহস্তগত পৃথিবীমণ্ডল শত্রুহস্ত হইতে আহরণ না করিবেন?

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুকুলোদ্বহ! অজাতশত্রু সত্যব্রত মহানুভব রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে ভরতবংশধর! তুমি যাহা কহিলে, ইহা সত্য, তাহাতে সংশয় নাই; তুমি বাক্য-শল্য-দ্বারা যে আমাকে পীড়াপ্রদান করত বিদ্ধ করিতেছ, তাহাতে আমি তোমাকে নিন্দা করিতে পারি না; কারণ আমার অনীতি-জন্যই তোমাদিগের প্রতিকূলে এই ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। আমি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের নিকট হইতে রাষ্ট্রের সহিত রাজ্য হরণ করিবার নিমিত্তে দ্যূত-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হই, সেই হেতু কপট-দ্যূতকারী সুবল-পুত্র, সুযোধনের নিমিত্তে আমার সহিত ক্রীড়া আরম্ভ করে। হে ভীমসেন! পর্ব্বতদেশীয় শকুনি মহাকাপট্য-পরায়ণ, আমিও নিষ্কপট, সুতরাং সে কাপট্য-দ্বারা সভামধ্যে অক্ষ-সকল পাতন-পুরঃসর আমাকে পরাজয় করিল, তাহাতেই আমাকে এ রূপ বিপদ্ অনুভব করিতে হইয়াছে। আমি দ্যূতক্রীড়াকালে যখন অক্ষ-সকলকে শকুনির কামনার অনুকূল-রূপে যথাবৎ সম ও বিষম দেখিয়াছিলাম, তখন মনকে সংযত করিতে পারিতাম, কিন্তু পুরুষের ক্রোধ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। এবং মন পুরুষত্ব, বীর্য্য বা অভিমানে আবদ্ধ হইলে তাহাকে নিয়মে রাখা অসাধ্য, সুতরাং ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক উক্ত দ্যূতক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না; অতএব আমি তোমার বাক্যের প্রতি অসূয়া করি না, ইহা ভবিতব্য ছিল বলিয়াই স্বীকার করি।

সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র রাজা সুযোধন, রাজ্যাভিলাষী হইয়া আমাদিগকে ব্যসনাপন্ন ও দাস-ভাব-প্রাপ্ত করিয়াছিল, তখন দ্রৌপদী সেই বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার আমরা দ্যূতক্রীড়া-নিমিত্তে আহূত হইয়া সভায় আগত হইলে ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন ভরতবংশীয় সকলের সমক্ষে

আমাকে দ্যূতক্রীড়ায় একটি পণ-বিষয়ক যাহা বলিয়াছিল, তাহা তুমি ও অর্জ্জুন জ্ঞাত আছ যে "হে অজাতশত্রো রাজপুত্র! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইলে সকল ভ্রাতার সহিত দ্বাদশ বৎসর লোকের বিদিত-রূপে যথাভিলষিত বনে বাস করিবে, এবং তৎপরে এক বৎসর লোকের অবিদিত-রূপে ছদ্মভাবে গুপ্ত হইয়া বিচরণ করিবে, তাহাতে যদি ভরতবংশীয়দিগের দূতেরা অন্বেষণ-দ্বারা তোমাকে জানিতে পারে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ঐ রূপ অপর দ্বাদশ বৎসর বিদিত-রূপে বনে ও তৎপরে এক বৎসর অবিদিত-রূপে বিচরণ করিবে, তুমি নিশ্চয় করিয়া এই রূপ প্রতিজ্ঞা কর। হে ভারত নৃপতে! আমি কুরু-সভায় ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি উক্ত প্রতিজ্ঞা-পালনে নিযুক্ত হইয়া আমাদিগের চরগণকে মুগ্ধ করত তাহাদিগের অজ্ঞাত থাকিয়া উক্ত কাল ক্ষেপণ করিতে পার, তবে এই পঞ্চনদী-বিশিষ্ট দেশ তোমারই হইবে। আর যদি তুমি আমাদিগকে পরাজিত কর, তাহা হইলে আমরা সকলে সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ করিয়া ঐ রূপে উক্ত ত্রয়োদশ বৎসর কাল ক্ষেপণ করিব," সুবোধন কুরুসভায় এই রূপ কহিলে আমিও তাহাকে তথাস্তু বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছিলাম। অনন্তর তথায় আমাদিগের ঐ রূপ অপকৃষ্ট দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে আমরা তাহাদিগের নিকট পরাজিত হইয়া রাজ্য হইতে প্রব্রজিত হইলাম; এই প্রকারে আমরা কষ্টজনক বন ও নানাদেশে কৃচ্ছ্র-রূপে ভ্রমণ করিতেছি। আমাদিগের প্রব্রজিত হইবার সময়ে সুযোধনও শান্তির অভিলাষ না করিয়া ক্রোধেরই বশীভূত হইল; যাহারা তাহার বশবর্ত্তী, তাহাদিগকে এবং কুরুদিগকে আমাদিগের ব্যসন-নিমিত্তক অনুমোদনে উদযুক্ত করিল। অতএব কোন্ ব্যক্তি সাধু-সকলের সমীপে সেই রূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া ইহ লোকে রাজ্যের নিমিত্তে পুনর্ব্বার তাহা পরিত্যাগ করিবে? যে হেতু ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজ্য শাসন করা আর্য্য ব্যক্তির পক্ষে মরণ অপেক্ষাও গুরুতর। হে বীর ভীমসেন! তুমি দ্যূতক্রীড়া-কালে আমার বাহুদ্বয় দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে অর্জ্জুন তোমাকে নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তুমি গদা মার্জ্জন করিয়াছিলে, তখন যদি সেই কর্ম্ম করিতে, তবে কি এই দুষ্কৃত কার্য্য হইত? তুমি স্বীয় পৌরুষ জ্ঞাত থাকিয়া প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বেই কি জন্য এ রূপ বল নাই? এইক্ষণে উপস্থিত বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে অত্যর্থ বাক্য বলিলে আর কি হইবে! হে ভীমসেন! যাজ্ঞসেনীকে পরিক্লিষ্টা দেখিয়াও যে ক্ষান্ত থাকিতে হইয়াছে, তাহাতেই আমার অন্তঃকরণ যেন বিষরস-পান-জন্য অধিকতর সন্তাপে সন্তপ্ত হইতেছে; কিন্তু কি করি, কুরু-বীরদিগের মধ্যে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছি, তাহা এক্ষণে উল্লঙ্ঘন করা উচিত হয় না; অতএব তুমি বীজবাপী ব্যক্তির ফল-প্রতীক্ষার ন্যায় সুখোদয়ের কাল প্রতীক্ষা কর। কোন পুরুষ কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইলে যদি ঐ বঞ্চক ব্যক্তির বৈর কার্য্য সপুষ্প ও সফল জানিয়া পশ্চাৎ তাহাকে নিকৃন্তন করে, তাহা হইলে সেই বীর পৌরুষ-দ্বারা মহদ্গুণ আহরণ করত জীব লোকে জীবন ধারণ ও সমগ্র সম্পত্তি লাভ করেন; এবং শত্রু-সকল তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ-রূপে নত হয়। এবং যে প্রকার দেবতারা ইন্দ্রকে ভজনা করিয়া উপজীব্য নির্ব্বাহ করেন, সেই প্রকার তাঁহার মিত্রগণ তাঁহার আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। ভীমসেন! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে আমার প্রতিজ্ঞা অসত্য হইবার নহে, আমি জীবন কি দেবত্ব হইতেও ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করি; রাজ্য, পুত্র, যশ ও ধন, এই সমস্ত সত্যের ষোড়শাংশের একাংশও হয় না।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৪॥

ভীম কহিলেন, মহারাজ! আপনি মরণধর্ম্মী, কাল-বশম্বদ ও ফেনতুল্য অসার এবং ফলসদৃশ পতনশীল হইয়া বাণ-সদৃশ দ্রুতগামী, স্রোতের ন্যায় অনবরত প্রবাহশালী, অনন্ত, অপ্রমেয়, সর্ব্বসংহারক অন্তক-স্বরূপ কালের সহিত সন্ধি করিয়াই কালকে প্রত্যক্ষ মানিতেছেন। হে কৌন্তেয়! যে রূপ অঞ্জন-চূর্ণ সূচীদ্বারা গৃহীত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ নিমেষে নিমেষে যাহার আয়ুঃক্ষয় হইতেছে, সে ব্যক্তি কি রূপে কালের প্রতীক্ষা করিবে? যাহার আয়ু নিঃসংশয়-রূপে অপরিমিত, কিম্বা যে আপনার আয়ুর পরিমাণ নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়াছে, সেই সর্ব্বপ্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিই কালের প্রতীক্ষা করিতে পারে। আমরা ত্রয়োদশ বর্ষ কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলে ঐ কাল আমাদিগের আয়ুঃক্ষয় করিয়া আমাদিগকে মৃত্যু-সমীপে উপনীত করিবে। যে হেতু মৃত্যু শরীরীদিগের শরীরে সর্ব্বদা আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, সেই হেতু মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমরা রাজ্যের নিমিত্তে চেষ্টা করিব। যে ব্যক্তি বৈর-নির্যাতন না করা, কি তদ্বিষয়ে সংস্রব-রহিত হওয়া-প্রযুক্ত সাধুকীর্ত্তি প্রাপ্ত না হয়, সে লোকে অসমর্থ বলীবর্দ্দের ন্যায় পৃথিবীর ভার মাত্র ও অবসন্ন হয়। যে পুরুষ অল্পবল ও অল্প-উদ্যমশীল হইয়া বৈর-নির্যাতন না করে, আমি সেই কুজন্মগামী পুরুষের জন্ম নিষ্ফল বলিয়া জ্ঞান করি। আপনার বাহুদ্বয় সুবর্ণ-সম্বন্ধীয় ও কর্ণদ্বয় পৃথিবী-সম্বন্ধীয়, অতএব আপনি সংগ্রামে শত্রু বিনাশ করিয়া বাহুবলার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য ভোগ করুন। হে অরিন্দম নরনাথ! পুরুষ যদি প্রবঞ্চককে সদ্য বিনাশ করিয়া নরকেও গমন করে, তথাচ সেই নরক তাহার স্বর্গসমান হয়; যে হেতু ক্রোধ-জনিত মনস্তাপ, অগ্নি অপেক্ষাও প্রদীপ্ততর, যদ্দ্বারা আমি সন্তপ্ত হইয়া দিবা রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিতেছি না। মহারাজ! এই বীভৎসু জ্যাকর্ষণ-বিষয়ে বরিষ্ঠ, ইনি যে পরম সন্তপ্ত হইয়া গহ্বরস্থ সিংহের ন্যায় স্তব্ধভাবে রহিয়াছেন, তাহাতে সংশয় নাই; যিনি একাকী পৃথিবীতে সকল ধনুর্দ্ধরকে হনন করিতে ইচ্ছা করেন, সেই বীভৎসু মহাহস্তীর ন্যায় আপনার উষ্মা আপনি সম্বরণ করিতেছেন। নকুল, সহদেব ও বীর-প্রসূতি বৃদ্ধা মাতা আপনকার প্রিয় ইচ্ছা করিয়াও জড় ও মূকের ন্যায় মৌনী হইয়া রহিয়াছেন। সৃঞ্জয়গণের সহিত সকল বান্ধবেরাই আপনার প্রিয় ইচ্ছা করিতেছেন। মহারাজ! আমি ও প্রতিবিন্ধ্যের মাতা, আমরা সন্তপ্ত হইয়া আপনাকে যাহা কিছু বলিতেছি, ইহা সকলেরই প্রিয় হইবে, সন্দেহ নাই, যেহেতু ইহাঁরা সকলেই ব্যসনাপন্ন হইয়া যুদ্ধ অভিনন্দন করিতেছেন। মহারাজ! নীচ ও অল্পবল ব্যক্তিরা যে আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া রাজ্য ভোগ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আর আমাদিগের পাপতর আপদ্ কি হইবে? হে পরন্তপ! আপনি শীল-দোষ-প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞা-পরিত্যাগ-জন্য লজ্জায় আবিষ্ট হইয়া দয়ালু-স্বভাব-হেতু যে ক্লেশসমূহ সহ্য করিতেছেন, ইহাকে অন্য কেহই প্রশংসা করিতেছে না। হে রাজন্! যে রূপ অবিদ্বান্ কুৎসিত শ্রোত্রিয়ের বুদ্ধি শ্রুতি-বিশেষ-দ্বারা নিহত হওয়াতে তত্ত্বার্থ দর্শন করিতে পারে না, সেই রূপ আপনার এই বুদ্ধি তত্ত্বার্থদর্শিনী নহে। আপনি ক্ষত্রিয়কুলে কি রূপে ব্রাহ্মণের ন্যায় দয়ালু হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? ক্ষত্রিয়-যোনিতে প্রায়ই ক্রূরবুদ্ধি ব্যক্তি-সকল জন্মিয়া থাকে। মহারাজ! ভগবান্ মনু রাজধর্ম্মকে ক্রূরতা, ধূর্ত্ততা ও অশমতাতে সম্পন্ন ও বিহিত বলিয়া যে রূপ কহিয়াছেন, আপনি তাহাও জ্ঞাত আছেন, অতএব ধৃতরাষ্ট্রের দুরাত্মা পুত্রগণকে কি জন্য ক্ষমা করিতেছেন? হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনার পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, বুদ্ধি ও বীর্য্য থাকিতে আপনি কর্ত্তব্য কর্ম্মে অজগর সর্পের ন্যায় কি জন্য মৌনভাবে রহিয়াছেন? আপনি আমাদিগকে যে গোপন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহাতে যেন তৃণমুষ্টিদ্বারা হিমা-

লয় পর্ব্বতকে আবৃত করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। হে পার্থ! যে প্রকার সূর্য্য গোপনে আকাশে বিচরণ করিতে পারেন না, সেই রূপ পৃথিবী-বিখ্যাত আপনি গুপ্ত-রূপে অজ্ঞাতচর্য্যা করিতে পারিবেন না। যে রূপ সজল-দেশস্থ শাখাপুষ্পপত্রযুক্ত বৃহৎ বৃক্ষ অপ্রকাশিত থাকে না, সেই রূপ ঐরাবত-হস্তি-সদৃশ বিশ্ববিজয়ী অর্জ্জুন কি রূপে লোকের অজ্ঞাত থাকিয়া বিচরণ করিবেন? সিংহতুল্য শিশু এই নকুল সহদেব ভ্রাতৃদ্বয় একত্র কি রূপে বিচরণ করিবেন? এবং এই পুণ্যকীর্ত্তি বীরপ্রসূ রাজপুত্রী দ্রৌপদী বিশেষ রূপে বিখ্যাতা, ইনিই বা কি রূপে অজ্ঞাত-চর্য্যা করিবেন? মহারাজ! এই প্রজাগণ সকলেই আমাকে কৌমার কাল অবধি বিজ্ঞাত আছে, অতএব সুমেরু পর্ব্বত গোপনের ন্যায় আমার অজ্ঞাত-চর্য্যা কি রূপে হইবে, আমি তাহার উপায় দেখি না। বিশেষত আমরা অনেক রাজা ও রাজপুত্র-দিগকে রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বঞ্চিত ও পরা-জিত করাতে তাহারা ধৃতরাষ্ট্রের অনুগত হইয়াছে, এবং আমাদিগের প্রতিও শান্ত হয় নাই, অতএব তাহারা দুর্য্যোধনের প্রিয়-চিকীর্ষু হইয়া অবশ্যই আমাদিগের অনিষ্ট করিবে। যদি তাহারা আমা-দিগের অজ্ঞাতচর্য্যা-সময়ে অন্বেষণ-নিমিত্তে বহুতর গুপ্ত চর নিযুক্ত করে, এবং সেই চরগণ যদি আমা-দিগকে জানিতে পারিয়া প্রকাশ করে, তবে আবার মহাভয় উপস্থিত হইবে। আমরা যে ত্রয়োদশ মাস সম্যক্ প্রকারে বনে বাস করিলাম, আপনি ঐ ত্রয়োদশ মাসকে পরিমাণ-দ্বারা ত্রয়োদশ বৎসর বিবেচনা করুন। যে প্রকার সোম-লতার প্রতিনিধি পূতিকা, সেই রূপ বৎসরের প্রতিনিধিও মাস হয়, ইহা মনীষিগণ কহিয়াছেন, অতএব আপনি এস্থলে সেই রূপ ব্যবহার করুন। অথবা সাধু-শীল ও সাধুবাহক বৃষভকে পরিতৃপ্তি-জনক ভোজন প্রদান করিয়া এই অনৃত-জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন; অতএব হে রাজন্! আপনি শত্রুবধ-বিষয়ে কৃত-নিশ্চয় হউন, যে হেতু সমস্ত ক্ষত্রিয়েরই যুদ্ধ অপেক্ষা অন্য কোন ধর্ম্ম নাই।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভীম-সেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্বাস-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে "আমি রাজধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি, পরন্তু যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে ঐ রাজধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম দেখে, সেই সর্ব্বদর্শী। আমি ধর্ম্মের সুদুর্জ্জেয় মুখ্য গতি জানিয়াও বল-দ্বারা সুমেরুকে মর্দ্দন করার ন্যায় তাহা কি রূপে মর্দ্দন করিব?" তিনি মুহূর্ত্তকাল এই রূপ চিন্তা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় করত ভীমসেনের প্রতি বাক্যান্তর-ব্যবধানের পূর্ব্বেই বলিলেন, হে বাক্যবিশারদ মহাবাহু ভারত! তুমি ইহা যথার্থই কহিলে বটে, পরন্তু আমার স্থানে আর একটি কথা মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ কর, হে ভারত! কেবল সাহস মাত্র অবলম্বন করিয়া মহা-পাপ-জনক যে সকল কর্ম্ম আরব্ধ হয়, সেই সকল কর্ম্ম পীড়াকর হইয়া থাকে। হে মহাবাহো! যে কর্ম্ম সুমন্ত্রণা, সুবিচার ও সুবিক্রম-দ্বারা সুন্দর-রূপে কৃত হয়, সেই কর্ম্মেরই ফল সিদ্ধি হয়, এবং দৈবও তাহাতে অনুকূল হইয়া থাকে। বৃকোদর! তুমি স্বয়ং বলদর্পে উচ্ছ্রিত হইয়া যে কার্য্য আরব্ধব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, তদ্বিষয়ে আমার নিকট কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। হে কৌরব্য! ভূরিশ্রবাঃ, শল, বীর্য্যশালী জলসন্ধ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বীর্য্যবান্ অশ্বত্থামা এবং ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন-প্রভৃতি পুত্রগণ, ইহাঁরা সকলেই কৃতাস্ত্র, দুরাধর্ষ ও নিয়ত আততায়ী; এবং তদ্ভিন্ন আমরা যে সকল রাজগণকে উপ-তাপিত করিয়াছি, তাঁহারা যে রূপ কৌরব-পক্ষ অবলম্বন করত ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি স্নেহ-পরায়ণ হইয়া দুর্য্যোধনের হিতসাধনে উদ্যুক্ত হইবেন, সে রূপ আমাদিগের প্রতি হইবেন না। সেই সকল বলবান্

রাজারা দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক পূর্ণ-ধনাগার হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা যুদ্ধ-স্থলে দুর্য্যোধনের পক্ষেই বিশেষ প্রযত্ন করিবেন। এবং দুর্য্যোধন কুরুসেনার সমস্ত সৈনিক বীর পুরুষদিগকে তাহাদিগের পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত বিভাগক্রমে সর্ব্বপ্রকার ভোগ-দ্বারা বিভক্ত ও বিশেষ-রূপে সম্মানিত করিয়াছে, অতএব তাহারা তাহার নিমিত্তে সংগ্রামস্থলে প্রাণ-পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিবে। হে মহাবাহো! মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের যদিও আমা-দিগের ও দুর্য্যোধনাদির প্রতি তুল্য বৃত্তি বটে, তথাপি তাঁহারা রাজদত্ত অর্থভোগের পরিশোধ-করণার্থ অবশ্যই সংগ্রামস্থলে দুস্ত্যাজ্য প্রাণও পরিত্যাগ করিবেন, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ হই-তেছে। তাঁহারা সকলেই দিব্যাস্ত্র-বিশারদ ও ধর্ম্ম-পরায়ণ; আমার বোধ হয়, সমস্ত সুরাসুরও তাঁহা-দিগকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন না। তাহাতে আ-বার কর্ণ অমর্ষণশীল, নিত্য-ক্রুদ্ধ, মহারথ, সর্ব্বাস্ত্র-বেত্তা, অভেদ্য-কবচাবৃত এবং দুরাধর্ষ। এই সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগকে পরাজিত না করিলে দুর্য্যোধন পরাজিত হইবে না। অতএব তুমি অসহায় হইয়া কি রূপে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে? বৃকোদর! সমস্ত ধনুর্দ্ধরের অতিক্রম-কারী কর্ণের হস্ত-লাঘব চিন্তা করিয়া আমার নিদ্রা হয় না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অত্যন্ত অসহনশীল ভীম-সেন যুধিষ্ঠিরের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া ত্রাসা-ন্বিত ও বিমনা হইয়া কিছুই উত্তর করিলেন না। মহারাজ! যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন দুই পাণ্ডবের ঐ রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে সত্যবতীপুত্র মহাযোগী ব্যাস তথায় আগমন করিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগের অভিমুখে উপনীত হইলে তাঁহারা যথান্যায়ে তাঁহাকে পূজা করিলেন। অনন্তর বাগ্মি-বর মহর্ষি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নরসিংহ মহাবাহু যুধিষ্ঠির! আমি স্বীয় বুদ্ধি-দ্বারা তোমার মনের ভাব জ্ঞাত হইয়াছি, এ নি-মিত্তে শীঘ্র আগমন করিলাম। হে শত্রুনিসূদন ভারত! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, রাজপুত্র দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন হইতে তোমার মনে যে ভয় রহিয়াছে, তাহা আমি বিধিদৃষ্ট কর্ম্ম-দ্বারা বিনাশ করিব। হে রাজেন্দ্র! তুমি আমার নিকট শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক কর্ম্ম-দ্বারা তাহা প্রতি-পন্ন করিয়া মানসিক জ্বর শীঘ্র নিবারণ কর।

বাগ্মিবর পরাশরনন্দন ইহা কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে নির্জ্জনে আনিয়া উপপন্নার্থ বাক্য কহিতে আরম্ভ করিলেন, হে ভরতসত্তম! পার্থ ধনঞ্জয় যে কালে শত্রুদিগকে রণে পরাভব করিবেন, তোমার কল্যাণ-কর সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি তো-মাকে প্রপন্ন জানিয়া প্রতিস্মৃতি-নাম্নী সিদ্ধি-স্বরূপ মূর্ত্তিমতী-প্রায় এই বিদ্যা বলিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর। অর্জ্জুন এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অভীষ্ট সাধন করিবেন। হে পাণ্ডব! অর্জ্জুন মহেন্দ্র, রুদ্র, বরুণ, কুবের ও ধর্ম্মরাজের নিকট অস্ত্রের নিমিত্তে গমন করুন; ইনি তপস্যা ও বিক্রম-দ্বারা দেব-গণকে দর্শন করিতে পারিবেন; যে হেতু ইনি পুরা-তন ঋষি, মহাতেজস্বী, নারায়ণ-সখা, শাশ্বত দেব, জয়শীল এবং অক্ষয় পুরুষ; ইহাঁকে জয় করিতে কাহারও সাধ্য নাই। এই মহাবাহু ইন্দ্র, রুদ্র ও লোকপালদিগের নিকট হইতে অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া মহৎ কর্ম্ম নিষ্পাদন করিবেন। হে পৃথ্বীনাথ কৌ-ন্তেয়! তুমি এই বন পরিত্যাগ করিয়া বাস করিবার উপযুক্ত অন্য কোন বন নির্দ্ধারিত কর; কেন না চির দিন এক স্থানে বাস করা প্রীতিজনক হয় না; এবং তাহা সমস্ত তপস্বীদিগের উদ্বেগকর হয়। বিশেষত তুমি বহুল বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণদিগকে ভরণ করিয়া থাক, তাহাতে এক স্থানে বহু কাল বাস করিলে তত্রস্থ মৃগদিগের বিনাশ ও লতা ওষধি-সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, লোক-তত্ত্বজ্ঞ যোগী প্রভু ভগবান্ ব্যাস ঐ রূপ বলিয়া প্রপন্ন ও বিশুদ্ধচিত্ত

ধর্ম্মরাজকে অত্যুৎকৃষ্ট সেই বিদ্যা উপদেশ করিলেন। অনন্তর ধীমান্ সত্যবতী-তনয় কুন্তীপুত্রকে অনুজ্ঞা করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা মেধাবী যুধিষ্ঠির যত্নশীল হইয়া তদুপদিষ্ট বিদ্যা লাভ-পূর্ব্বক কালে কালে অভ্যাস করত চিত্তে ধারণা করিলেন। অনন্তর তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্যাস-বাক্যে মুদিত হইয়া দ্বৈতবন হইতে সরস্বতী-তীরে সেই কাম্যক বনে গমন করিলেন। মহারাজ! বেদাঙ্গ-শিক্ষাক্ষর-বিশারদ তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রের পশ্চাদ্গামী ঋষিগণের ন্যায় ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিলেন। ভরতবংশাবতংস মহাত্মা পাণ্ডবেরা কাম্যক কাননে উপনীত হইয়া অমাত্য-সঙ্ঘ ও পরিচ্ছদের সহিত পুনর্ব্বার তথায় বাস করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ধনুর্ব্বেদ-পরায়ণ মনস্বী সেই সকল বীর তথায় নিত্য নিত্য বেদধ্বনি-শ্রবণ ও মৃগার্থী হইয়া বিশুদ্ধ বাণ-দ্বারা মৃগয়াচরণ এবং পিতৃ, দেব ও ব্রাহ্মণ উদ্দেশে যথাবিহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করত কিয়ৎ কাল বাস করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কিয়ৎ-কাল-পরে মুনিবর ব্যাসের আদেশ স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্ত কাল আপনাদিগের বনবাস চিন্তা করত বিখ্যাত-বুদ্ধিমান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নির্জ্জনে লইয়া হস্ত-দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করত সান্ত্বনা-পুরঃসর ঈষৎ হাস্য-মুখে কহিলেন, হে ভারত! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও অশ্বত্থামাতে চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং তাঁহারা পর-প্রযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রের প্রতীকার-সহিত ঐন্দ্র বারুণ-প্রভৃতি দৈব, ব্রাহ্ম, বায়ব্য ও মানুষ অস্ত্র এবং ঐ সমস্ত অস্ত্রের প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত আছেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র তাঁহাদিগকে পরিসান্ত্বিত এবং ধনাদি-দ্বারা বিভক্ত ও সন্তুষ্ট রাখিয়াছে, এবং তাঁহাদিগের প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। সকল যোধগণের প্রতিই দুর্য্যোধনের উৎকৃষ্ট প্রিয় ব্যবহার করা আছে। আচার্য্যগণ তৎ-কর্ত্তৃক মানিত ও পরিতুষ্ট হইয়া তাহার প্রত্যুপকার-রূপ শান্তি ব্যবহার করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহারা সমুচিত সময়ে তৎ-কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া স্ব স্ব সামর্থ্য সমুদ্দীপন করিবেন। হে পার্থ! এইক্ষণে গ্রাম, নগর, বন, আকর ও সাগরের সহিত এই সমস্ত পৃথিবীই তাহার বশে আছে; কেবল এক মাত্র তুমিই আমাদিগের প্রিয় সহায় আছ; তোমার উপর এই ভার অর্পিত হইয়াছে; তন্নিমিত্তে তোমাকে এই সময়োচিত কার্য্য বলিতেছি, শ্রবণ কর, বৎস! আমি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নিকট হইতে যে রহস্য বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি তাহা প্রয়োগ করিলে সমুদায় জগৎ সম্যক্ দৃষ্ট হইবে। হে তাত! তুমি সুসমাহিত হইয়া সেই বিদ্যায় সংযুক্ত হও; অনন্তর যথাকালে দেবতাদিগের প্রসন্নতা লাভ কর। হে ভরতেন্দ্র! তুমি আত্মাকে উগ্র তপস্যায় যোজনা কর, এবং খড়্গ, ধনু ও কবচ ধারণ-পূর্ব্বক সাধুব্রতে অবস্থিত ও মননশীল হইয়া কাহাকেও পথ প্রদান না করত উত্তর দিকে গমন কর। হে ধনঞ্জয়! সমস্ত দিব্য অস্ত্র ইন্দ্রের নিকটে আছে; পূর্ব্বে দেবতারা বৃত্রাসুর হইতে ভীত হইয়া সমস্ত অস্ত্র দেবরাজের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন; একত্রিত সেই সমস্ত অস্ত্র তুমি ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে; অতএব তুমি ইন্দ্রের শরণাপন্ন হও; তিনি তোমাকে তাহা প্রদান করিবেন। তুমি অদ্যই দীক্ষিত হইয়া পুরন্দর-দর্শনার্থে যাত্রা কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অগ্রজ ভ্রাতা প্রভু ধর্ম্মরাজ ইহা কহিয়া কায়মনোবাক্য-বিষয়ে সংযত বীর ভ্রাতা অর্জ্জুনকে যথোক্ত বিধানে দীক্ষিত করিয়া সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করাইলেন, এবং সেই সময়েই তাঁহাকে গমনের নিমিত্তে অনুজ্ঞা করিলেন। অনন্তর মহাভুজবাহু-শোভিত অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের নিদেশানুসারে ইন্দ্র-দর্শনাভিলাষী হইয়া যথাবিহিত

হোম কর্ম্ম নিষ্পাদন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে বহুল নিষ্ক প্রদান করত তাঁহাদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া কবচ, করতলত্রাণ, গোধা ও অঙ্গুলিত্র পরিধান-পুরঃসর গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় মহাতূণদ্বয় গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। গৃহীত-শরাসন অর্জ্জুন যাত্রা-কালে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের বধনিমিত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-সহকারে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অন্তর্হিত প্রাণি-সকল তথায় কুন্তীপুত্রকে শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক যাত্রা করিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, কুন্তী-তনয়! তুমি অচির কালেই মনোভীষ্ট লাভ কর। ব্রাহ্মণেরা জয়াশীর্ব্বাদ করিয়া ইহাও কহিলেন, কুন্তীপুত্র! তোমার নিশ্চয় বিজয় হউক, তুমি কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও।

দ্রৌপদী শালস্কন্ধ-সদৃশ ঊরু-দ্বারা সুশোভিত বীর অর্জ্জুনকে তথাবিধ প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করত কহিলেন, হে মহাবাহু ধনঞ্জয়! তুমি জন্মিবার পরে কুন্তী দেবী যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এবং তুমিও স্বয়ং যাহা ইচ্ছা করিতেছ, তৎসমুদায় সিদ্ধ হউক। আমাদিগের মধ্যে কেহ যেন ক্ষত্রিয়কুলে আর জন্ম গ্রহণ না করে, যাঁহাদিগের ভিক্ষামাত্র জীবিকা, সেই ব্রাহ্মণদিগকেই আমি নিত্য নমস্কার করি। সেই পাপ সুযোধন রাজসভা-মধ্যে আমাকে দেখিয়া গোরু অর্থাৎ বহুপুরুষ-ভোগ্যা বলিয়া যে উপহাস করিয়াছিল, তাহা আমার পরম দুঃখ; তদ্ভিন্ন সভা-মধ্যে অন্য যে সকল অযুক্ত বাক্য কহে, তাহা তদপেক্ষাও গরিষ্ঠ; কিন্তু এইক্ষণে তোমার বিয়োগ-জন্য এই দুঃখ উক্ত সকল দুঃখাপেক্ষা অধিক গুরু বোধ হইতেছে। তুমি প্রবাসে গমন করিলে অবশ্যই তোমার ভ্রাতারা জাগরণ-সময়ে তোমার বীরত্ব-কর্ম্ম-সকল পুনঃপুন কীর্ত্তন করিয়া ত্বদীয় কথাতেই রত থাকিবেন। হে পার্থ! তুমি দীর্ঘ কাল প্রবাস করিলে ভোগ, ধন বা জীবনে আমাদিগের সন্তোষ বা মতি থাকিবে না। হে পার্থ! আমাদিগের সকলের জীবন, মরণ, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুখ বা দুঃখ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। হে কৌন্তেয় ভারত! আমি তোমাকে সম্ভাষণ করিলাম, তুমি মঙ্গল লাভ কর। হে অনঘ! তুমি এই কার্য্য বলবান্ ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধেও সংসাধন করিতে পারিবে; তুমি বিজয়ের নিমিত্তে নির্ব্বিঘ্নে অবিলম্বে গমন কর। আমি ধাতা ও বিধাতাকে প্রণাম করি, তুমি অনাময় স্বস্তি প্রাপ্ত হও। হে ধনঞ্জয়! হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি, উমা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী তোমার গমনের পথ রক্ষা করুন, যেহেতু তুমি জ্যেষ্ঠের অর্চ্চনা ও আজ্ঞা পালন করিয়া থাক। আমি তোমার শান্তির নিমিত্তে বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ, বিশ্বদেব ও সাধ্যগণকে প্রণিপাত করি। হে ভারত! অন্তরীক্ষস্থ, পৃথিবীস্থ, স্বর্গস্থ ও অন্য অন্য বিঘ্নকর ভূতগণ হইতে তোমার শুভ হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যশস্বিনী কৃষ্ণা এই রূপ আশীর্ব্বাক্য কহিয়া বিরতা হইলে পর পাণ্ডুপুত্র মহাবাহু অর্জ্জুন পুরোহিত ধৌম্য ও ভ্রাতৃগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া মনোহর ধনু গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসন্নতা-লাভে প্রযত্ন-পরায়ণ পরাক্রমশীল তেজঃপুঞ্জ অর্জ্জুনের গমন-পথ হইতে সমস্ত ভূতগণ স্থানান্তরিত হইতে লাগিল। হে তাত! তিনি তপোধনগণের নিষেবিত বহু-পর্ব্বত প্রদেশে গমন করিলেন। পরন্তপ মহাত্মা অর্জ্জুন যোগযুক্ত হইয়া বায়ুতুল্য বা মনঃসদৃশ দ্রুত গতিতে এক দিবসের মধ্যেই দেবগণ-সেবিত অতিপবিত্র দিব্য হিমালয় পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। অনন্তর দিবা রাত্রি অলস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হিমালয় ও গন্ধমাদন পর্ব্বত অতিক্রম করত সুদুর্গম স্থান সকল উত্তীর্ণ হইয়া ইন্দ্রকীল-নামক স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি অন্তরীক্ষ হইতে "তিষ্ঠ" এই বাক্য স্পষ্টরূপে শুনিলেন। পাণ্ডুপুত্র সব্যসাচী ঐ শব্দ শ্রবণ মাত্র সর্ব্ব দিক্ অবলোকন করিয়া কোন বৃক্ষমূলে পিঙ্গলবর্ণ, জটিল, কৃশ এবং ব্রাহ্মী শ্রীতে

দীপ্যমান এক তপস্বীকে দেখিতে পাইলেন। সেই মহাতপস্বী, অর্জ্জুনকে তত্রস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কে তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের অনুগামী হইয়া ধনু, শর, কবচ, তলত্রাণ ও অসি ধারণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইলে? এখানে অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন নাই, ইহা ক্রোধ-হর্ষ-রহিত শান্ত-স্বভাব তপস্বী ব্রাহ্মণদিগের আলয়। বৎস! এ স্থানে কখন সংগ্রাম-সম্ভাবনা হয় না, অতএব ধনুতে প্রয়োজন নাই, তুমি ধনু পরিত্যাগ কর; তুমি এখানে আসিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ। হে বীর! তোমা-ভিন্ন কোন পুরুষ বীর্য্য ও তেজঃ-সম্পন্ন কোথাও নাই।

সেই ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকে হাস্য-পূর্ব্বক এইরূপ কহিলেন; পরন্তু দৃঢ়নিষ্ঠ অর্জ্জুনকে ধৈর্য্য হইতে বিচলিত করিলেন না। তদনন্তর সেই দ্বিজ প্রীত হইয়া হাস্য-বদনে কহিলেন, হে অরিসূদন! আমি ইন্দ্র, তোমার ভদ্র হউক, তুমি আমার নিকটে বর প্রার্থনা কর। কুরুকুলোদ্বহ শৌর্য্যসম্পন্ন ধনঞ্জয় ইহা শ্রবণ করিয়া প্রণতি-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সহস্র-লোচনকে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকটে সমুদায় অস্ত্র জানিতে ইচ্ছা করি, ইহাই আমার অভিপ্রেত কামনা, অতএব আমাকে এই বর প্রদান করুন। মহেন্দ্র অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক প্রীত হইয়া হাস্য করত কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি যখন এখানে আগমন করিয়াছ, তখন তোমার অস্ত্রে আর প্রয়োজন কি? তুমি সম্প্রতি পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব উত্তম লোকে বাস প্রার্থনা কর। ধনঞ্জয় ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ত্রিদশাধিপ! আমি উত্তম লোক কিম্বা কাম্য ভোগ বা দেবত্ব বাঞ্ছা করি না, অন্য সুখের কথা কি! আমি সকল দেবগণের উপর আধিপত্য-প্রাপ্তিরও কামনা করি না। আমি বৈর-নির্য্যাতন না করিয়া এবং ভ্রাতৃগণকে বিপিনে পরিত্যাগ করিয়া সকল লোকে চির কালের নিমিত্তে অকীর্ত্তি-ভাজন হইব? সর্ব্বলোক-পূজ্য বৃত্রহা অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মধুর-বাক্যে পরিসান্ত্বনা করত কহিলেন, বৎস! যখন তুমি ভূতপতি শূলধর ত্রিলোচন শিবকে দর্শন করিবে, তখন আমি তোমাকে সমুদায় দিব্য অস্ত্র প্রদান করিব। হে কৌন্তেয়! তুমি সেই পরমেষ্ঠী দেবকে দর্শন করিবার নিমিত্তে যত্ন-পরায়ণ হও, তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইলে সমুদায় প্রাপ্ত হইবে। শক্র দেব ফাল্গুনকে ইহা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ফাল্গুনও যোগযুক্ত হইয়া সেই স্থানে থাকিলেন।

অর্জ্জুনাভিগমন প্রকরণ ও সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥
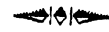
কিরাত প্রকরণ ॥ ৪ ॥

জনমেজয় কহিলেন হে ভগবন্! অক্লিষ্ট-কর্ম্মা পার্থের এই কথা আমি বিস্তার-ক্রমে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছি; সেই পুরুষ-প্রবর দীর্ঘ-বাহু ধনঞ্জয় যে রূপে অস্ত্র-সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই তেজস্বী পুরুষ ভয়-রহিতের ন্যায় হইয়া মনুষ্য-শূন্য বনে যে রূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মবিত্তম দ্বিজোত্তম! তিনি সেই স্থানে বসতি করিয়া যে কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং যে রূপে তিনি ভগবান্ মহাদেব ও ইন্দ্রকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, আমি আপনকার প্রসাদে সেই সকল কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, যে হেতু সর্ব্বজ্ঞ আপনি দিব্য ও মানুষ সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছেন। হে ব্রহ্মন্! সংগ্রামে অপরাজিত প্রহারক-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যে পূর্ব্ব কালে মহাদেবের সহিত লোকের লোমাঞ্চ-জনক উপমা-রহিত অত্যন্ত অদ্ভুততম সংগ্রাম করিয়াছিলেন, যাহা শ্রবণ করিয়া শৌর্য্যসম্পন্ন নর-সিংহ পাণ্ডবদিগের দৈন্য, হর্ষ ও বিস্ময়-প্রযুক্ত হৃৎ-কম্প হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন সেই পার্থ অপর যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আপনি বলুন। সেই শূর অর্জ্জুনের অত্যল্প কার্য্যও নিন্দিত বলিয়া

লক্ষ্য হয় না, অতএব তাঁহার সমুদায় চরিত আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বৎস কৌরব-শার্দ্দূল! মহাত্মা পার্থের মহাদেবের সহিত যে গাত্র-সংস্পর্শ ও সম্যক্ সমাগম হইয়াছিল, তদ্বিষয়িকী অদ্ভুতোপমা মহতী দিব্য-কথা আপনার নিকট কহিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে রাজন্! সর্ব্বলোক-মধ্যে মহারথ মহাবল-সম্পন্ন অমিত-বিক্রম মহাবাহু কুরুনন্দন ইন্দ্রতনয় অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্তে সংযত-চিত্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবদেব শঙ্করের দর্শনাভিলাষে সেই দিব্য ধনু ও স্বর্ণমুষ্টি-যুক্ত খড়্গ ধারণ-পূর্ব্বক হিমালয়-শিখর উদ্দেশে উত্তর দিকে গমন করিলেন। তিনি তপস্যার নিমিত্তে কৃতনিশ্চয় ও পরম ত্বরান্বিত হইয়া একাকীই কণ্টক-যুক্ত, নানাপুষ্প-ফলান্বিত, নানাপক্ষি-নিষেবিত, নানামৃগগণাকীর্ণ ও সিদ্ধচারণগণ-সেবিত ঘোর অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সেই নির্ম্মনুষ্য বনমধ্যে প্রবেশ করিলে স্বর্গে শঙ্খ ও পটহের বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল; মহীতলে মনোহর মহৎ পুষ্পবর্ষণ আরম্ভ হইল; এবং মেঘ-জাল বিস্তৃত হইয়া সর্ব্বত্র আচ্ছাদন করিল। তিনি তৎকালে মহাগিরির সন্নিহিত বন-দুর্গ-সকল অতিক্রম করিয়া হিমালয় গিরি-পৃষ্ঠে অবস্থান করত সুশোভিত হইলেন। তিনি তথায় দেখিলেন, বহুবিধ বৃক্ষ-সকল প্রফুল্ল হইয়া শোভা পাইতেছে; ঐ সকল বৃক্ষোপরি বিহঙ্গমগণ মনোহর স্বরে রব করিতেছে; এবং বৈদুর্য্যমণি-সদৃশ বিমল প্রভা-বিশিষ্ট, বিপুল আবর্ত্তযুক্ত, পবিত্র নির্ম্মল শীতল সলিলযুক্ত নদী-সকল বিরাজ করিতেছে; তাহাতে হংস, কারণ্ডব ও সারসপক্ষি-সকল মধুর স্বরে গান করিতেছে; ঐ সকল নদীর সন্নিকৃষ্ট মনোহর কাননে ময়ূর, পুংস্কোকিল ও বক-কুলের কলঘোষ মনোরম্যরূপে শ্রুত হইতেছে। অতিরথ পার্থ এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া প্রীত-চিত্ত হইলেন। উগ্রতেজস্বী মহাত্মা অর্জ্জুন তখন সেই রমণীয় বন-স্থলে উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত হওত রমণশীল হইয়া তৃণময় বাস পরিধান এবং দণ্ড ও অজিন-রূপ ভূষণ ধারণ-পূর্ব্বক শীর্ণ ও পতিত পর্ণ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথম মাসে ত্রিরাত্র অন্তর এক দিন ও দ্বিতীয় মাসে ছয় রাত্রি অন্তর এক দিন এবং তৃতীয় মাসে পক্ষান্তে এক দিন ফল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভরতসত্তম মহাবাহু পাণ্ডু-নন্দন চতুর্থ মাস প্রাপ্ত হইলে বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি নিরালম্ব ও ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়া পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ-দ্বারা অবনীতে অধিষ্ঠান করত অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অপরিমিত-তেজস্বী মহাত্মা অর্জ্জুনের শিরোরুহ জটা-সকল সর্ব্বদা স্নান-জন্য বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত ও সরোরুহের ন্যায় মনোহর হইল।

অনন্তর সমস্ত মহর্ষি পার্থকে উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত দেখিয়া পিনাকী দেবের সমীপে তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার অভিলাষে গমন করিলেন। তাঁহারা মহাদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট অর্জ্জুনের সেই কর্ম্ম কহিতে লাগিলেন, হে দেবনাথ! মহাতেজস্বী অর্জ্জুন হিমালয়-গিরিপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া অপার উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার তপস্যার তেজে চতুর্দ্দিক্ ধূম-সমূহে আচ্ছাদিত হইয়াছে। তিনি যে কি অভিপ্রায়ে এরূপ তপস্যা করিতেছেন, তাহা আমরা কেহই অবগত নহি। তিনি ঐ তপস্যা-দ্বারা আমাদিগের সকলকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছেন; আপনি তাঁহাকে সাধুরূপে নিবারণ করুন।

ভূতপতি উমাপতি, মহাত্মা মুনিদিগের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুনের নিমিত্তে তোমাদিগের কোন প্রকার বিষাদ করা কর্ত্তব্য নয়, তোমরা যেখান হইতে আগমন করিয়াছ, হৃষ্ট ও অতন্দ্রিত হইয়া তথায় আশু গমন কর। আমি অর্জ্জুনের মনোগত সঙ্কল্প জানিতেছি, তাঁহার স্বর্গ, ঐশ্বর্য্য বা পরমায়ুর কামনা নাই; তাঁহার যাহা

অভিলষিত, তৎসমস্ত আমি অদ্য সম্পন্ন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যবাদী ঋষিগণ মহাদেবের সেই সমুদায় কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত-চিত্তে স্ব স্ব আলয়ে পুনরাগমন করিলেন।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সকল মহাত্মা তপস্বী গমন করিলে সর্ব্বপাপহর ভগবান্ পিনাকধারী হর সুবর্ণবৃক্ষ-সন্নিভ কিরাত-বেশ ধারণ-পূর্ব্বক দ্বিতীয় বিপুল সুমেরু গিরি ও মূর্ত্তিমান্ অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া শ্রীযুক্ত ধনু ও আশীবিষ-সদৃশ শরসমূহ ধারণ করত মহাবেগে অর্জ্জুন-সন্নিধানে যাত্রা করিলেন। কিরাত-বেশে সংচ্ছন্ন সেই শ্রীমান্ শঙ্কর সমান-বেশ ও সমান-ব্রত-ধারিণী উমা দেবী ও নানাবেশধর হৃষ্টচিত্ত ভূতগণ এবং সহস্র সহস্র অঙ্গনার সহিত অর্জ্জুন-সন্নিধানে অবতীর্ণ হইলেন। হে ভারত মহারাজ! তখন সেই স্থান অতীব শোভমান হইল। ক্ষণ কালের মধ্যে সেই বনের সর্ব্ব স্থল নিস্তব্ধ হইল; প্রস্রবণ-ধ্বনি ও বিহঙ্গম-রব একে বারে উপরত হইয়া গেল। মহাদেব উক্ত প্রকারে কিরাত-বেশ ধারণ-পূর্ব্বক অক্লিষ্টকর্ম্মা অর্জ্জুনের নিকট আগমন করিয়া মূক-নামক অদ্ভুতদর্শন এক দানবকে দেখিতে পাইলেন। সেই দানব বরাহ-রূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে বধ করিবার নিমিত্তে ইচ্ছা করিতেছিল; নির্দ্দোষ-স্বভাব অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু ও আশীবিষ-সদৃশ শরসমূহ ধারণ এবং ঐ ধনুতে টঙ্কারধ্বনি-পূর্ব্বক জ্যারোপণ করত সেই দানবকে সম্বোধন করিয়া উত্তম-রূপে কহিলেন, আমি এখানে আগমন করিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, তথাপি তুমি আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ, অতএব আমি তোমাকে অগ্রেই যমালয়ে প্রেরণ করি। কিরাতরূপী শঙ্কর দৃঢ়ধন্বী ফাল্গুনকে সেই দানবকে প্রহার করিতে উদ্যত দেখিয়া সহসা তাঁহাকে এই বলিয়া নিবারণ করিলেন যে আমি পূর্ব্বে এই ইন্দ্রনীল মণির তুল্য-প্রভা-যুক্ত দানবকে বধ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ফাল্গুন তাঁহার ঐ কথা অনাদর করিয়া সেই বরাহের প্রতি প্রহার করিলেন। এবং কিরাত-বেশ-ধারী মহাদ্যুতি মহাদেবও সেই সময়ে উক্ত দানবকে লক্ষ্য করিয়া অগ্নিশিখা-সদৃশ ও অশনি-তুল্য এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। পার্থ ও কিরাতের নিক্ষিপ্ত শরদ্বয় মূকের শৈল-সদৃশ দৃঢ় ও বিস্তীর্ণ দেহে এক সময়েই পতিত হইল। যে রূপ পর্ব্বতে এক কালীন ইন্দ্রাস্ত্র বজ্র ও মেঘজাত অশনির নির্ঘোষ হয়, সেই রূপ তখন অর্জ্জুন ও কিরাতরূপী মহাদেবের শর-দ্বয়ের সংযোগে ভীষণ শব্দ হইল। অনন্তর সেই মূক দানব দীপ্তমুখ-সর্প-সদৃশ বহুল বাণে আহত হইয়া পুনর্ব্বার ভয়ানক রাক্ষস-রূপ ধারণ করত প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর অমিত্রহা কুন্তীপুত্র জিষ্ণু কিরাত-বেশে প্রচ্ছন্ন বহুল-স্ত্রীসহায় সেই কাঞ্চনবর্ণ পুরুষকে অবলোকন-পূর্ব্বক প্রীতচিত্ত হইয়া হাস্যবদনে কহিলেন, হে কনকপ্রভ! তুমি কে এই শূন্য কানন-মধ্যে স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতেছ? তুমি কি এই ঘোর অরণ্য-মধ্যে ভীত হইতেছ না? এই বরাহ-রূপ রাক্ষস স্বেচ্ছা-বশতই হউক বা আমাকে অভিভব করিবার নিমিত্তেই হউক এখানে আসিয়াছিল, এজন্য আমি ইহাকে বধ করিতে লক্ষ্য করিয়াছিলাম; তুমি কি জন্য ইহাকে শর-বিদ্ধ করিলে? তুমি আমার নিকট হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্ত হইতে পারিবে না। হে পর্ব্বতাশ্রিত! অদ্য তুমি আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছ, তাহা মৃগয়ার ধর্ম্ম নহে, এই নিমিত্তে আমি তোমাকে জীবনশূন্য করিব।

কিরাত-বেশধারী মহাদেব সব্যসাচীর এই কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্য মুখে মৃদু বাক্যে কহিলেন, হে বীর! আমার বনবাস-জন্য তুমি ভয় করিও না,

আমরা বনবাসী, আমাদিগের এই বনান্তিক ভূমিই সর্ব্বদা বাসের উপযুক্ত; তুমি কি জন্য এই স্থানে দুষ্কর বাস মনোনীত করিয়াছ? হে তপোধন! এই বহুজন্তু-সমাকীর্ণ স্থানে আমরা ত বাস করিয়া থাকি, তুমি অগ্নি-সদৃশ-কান্তি-সম্পন্ন, সুকুমার ও সুখ-ভোগার্হ হইয়া একাকী এই জনশূন্য দেশে কি রূপে বিচরণ করিবে?

অর্জ্জুন বলিলেন, হে বনচর! আমি গাণ্ডীব ও অগ্নিতুল্য প্রভাবান্বিত নারাচ-সকল আশ্রয় করিয়া দ্বিতীয় অগ্নিকুমার কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় এই মহারণ্যে বাস করিতেছি। দেখ, এই মহাজন্তু ভীমরূপ রাক্ষস পশুরূপ ধারণ করিয়া আমাকে বিনষ্ট করিতে আসিয়াছিল, আমি ইহাকে নিহত করিলাম।

কিরাত কহিলেন, এই রাক্ষস অগ্রে আমার ধনুর্ম্মুক্ত বাণ-সমূহে তাড়িত ও অভিহত হইয়া শয়ন করত শমন-সদনে গমন করিয়াছে। এই রাক্ষস আমারই লক্ষ্যভূত ও আমারই পূর্ব্ব-স্বীকৃত এবং আমার প্রহারেই গতজীবিত হইয়াছে। হে মন্দবুদ্ধে! তোমার স্বীয় দোষ অন্যের প্রতি আরোপিত করা উপযুক্ত হয় না, তুমি স্বীয় বলদর্পে দর্পিত হইয়া ঐ দোষে অবলিপ্ত হইয়াছ, অতএব তুমি আমার হস্ত হইতে জীবিত থাকিয়া পরিত্রাণ পাইবে না; তুমি থাক, আমি তোমার প্রতি অশনি-তুল্য বাণ-সকল নিক্ষেপ করি, তোমার যত শক্তি থাকে, তদনুসারে তুমিও আমার প্রতি শরসমূহ নিক্ষেপ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন অর্জ্জুন কিরাতের সেই কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া বহু শরদ্বারা তাঁহাকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন। কিরাতও হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহার সেই শর-সকল স্বীকার করিয়া পুনঃপুন কহিলেন, অরে মন্দ! অরে মন্দ! তুই মর্ম্মভেদী নারাচ-সমূহ আমার প্রতি প্রহার কর্। অর্জ্জুন ইহা শুনিয়া সহসা তাঁহার উপর বৃষ্টি-ধারার ন্যায় বাণ-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিরাত ও অর্জ্জুন উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করত উভয়ের প্রতি মুহুর্মুহু আশী-বিষ-তুল্য বাণসকল আঘাত করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন কিরাতের প্রতি যত শরবৃষ্টি করেন, কিরাত-রূপী শঙ্কর প্রসন্ন মনে তৎসমুদায় গ্রহণ করেন। পিনাকী এইরূপে এক মুহূর্ত্ত কাল অর্জ্জুনের শরবর্ষণ অঙ্গীকার করত অক্ষত শরীরে গিরির ন্যায় অচল-রূপে দণ্ডায়মান রহিলেন। ধনঞ্জয় আপনার বাণ-বর্ষণ বিফল দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন, ও তাঁহাকে পুনঃপুন সাধুবাদ করিতে লাগিলেন, এবং বিবেচনা করিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই ব্যক্তি হিমা-লয়-শিখরবাসী, ইহার শরীর অতি সুকুমার, এ ব্যক্তি আমার গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত নারাচ-সমূহ অব্যা-কুল চিত্তে স্বীকার করিতেছে; এ ব্যক্তি কে? সাক্ষাৎ রুদ্রদেব, কি অন্য কোন দেবতা, কিম্বা যক্ষ বা কোন অসুর হইবে, কেন না এই গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়-পৃষ্ঠে দেবতাদিগেরও সমাগম হইয়া থাকে; কিন্তু পিনাকপাণি মহাদেব-ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিই আমার নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র শরজাল সহ্য করিতে পারে না। এ ব্যক্তি যক্ষই হউক বা রুদ্র-ব্যতিরিক্ত কোন দেবতাই হউক, আমি ইহাকে তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব। জিষ্ণু এইরূপ ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে মর্ম্মভেদী বাণসকল ভাস্করের কিরণ-বিকীরণের ন্যায় শতধা মোচন করিলেন। লোকভাবন ভগবান্ শূলপাণি প্রসন্নচিত্ত হইয়া পর্ব্বতের শিলাবৃষ্টি-গ্রহণের ন্যায় সেই শর-বৃষ্টি গ্রহণ করিলেন। ফাল্গুন এইরূপে বাণবৃষ্টি করাতে ক্ষণ কালের মধ্যে তাঁহার বাণ-সকল ক্ষয়-প্রাপ্ত হইল। তখন তিনি আপনার শরক্ষয় দেখিয়া তীব্র ভয়ে ভীত হইলেন, এবং যিনি পূর্ব্বে খাণ্ডব বনে তাঁহাকে অক্ষয় তূণদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ হুতাশনকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমার সমুদায় বাণ-ক্ষয় হইল, অতএব ধনুর্দ্বারা আর কি নিক্ষেপ

করিব ! এই পুরুষ কে ! এ যে আমার সমুদায় বাণ গ্রাস করিয়া ফেলিল! যাহা হউক, এক্ষণে শূলাগ্র-দ্বারা কুঞ্জর-বিনাশের ন্যায়, ইহাকে ধনুষ্কোটিদ্বারা বিনষ্ট করিয়া দণ্ডধর যমের নিকেতনে প্রেরণ করি। মহাদ্যুতি অর্জ্জুন ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহাকে ধনুষ্কোটিদ্বারা গ্রহণ ও জ্যাপাশে আকর্ষণ করিয়া বজ্রতুল্য কঠিন মুষ্টিদ্বারা পুনঃপুন প্রহার করিলেন। বীর-শক্রহন্তা ধনঞ্জয় যখন ধনুষ্কোটিদ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তখন কিরাতবেশধারী মহাদেব তাঁহার সেই দিব্য ধনু তাঁহার হস্ত হইতে বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন শরাসন-রহিত হইয়া হস্তে খড়্গ ধারণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ-শেষ করিবার অভিলাষে কিরাতের অভিমুখে বেগে ধাবিত হইলেন। তদনন্তর তিনি পর্ব্বতাঘাতেও অকুণ্ঠিত ও শাণিত সেই খড়্গ বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক ভুজবীর্য্য-দ্বারা তাঁহার মস্তকে প্রহার করিলেন। কিন্তু সেই মহাখড়্গ কিরাতের মস্তকে স্পৃষ্ট হইবা মাত্র বিশীর্ণ হইয়া গেল। তখন অর্জ্জুন, বৃক্ষ ও শিলা-দ্বারা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিরাত-রূপী ভগবান্ স্বীয় বৃহৎকায়ে সেই বৃক্ষশিলাঘাতও সহ্য করিলেন। পরে মহাবল পার্থ ক্রোধপ্রযুক্ত মুখে ধূম উৎপাদন করত কিরাতরূপ-ধারী দুরাধর্ষ মহাদেবের প্রতি পুনঃপুন বজ্রকল্প মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিলেন। পরে কিরাতরূপী মহাদেবও ইন্দ্রের অশনি-সম অতিদারুণ মুষ্টি-দ্বারা পাণ্ডবকে ভূয়োভূয় পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যুধ্যমান পাণ্ডব ও কিরাত উভয়ের মুষ্টিপ্রহারে ঘোরতর চট চটা শব্দ উত্থিত হইল। তাঁহাদিগের সেই ভুজ-প্রহার-যুদ্ধ মুহূর্ত্ত কাল বৃত্র-বাসবের যুদ্ধতুল্য লোমাঞ্চজনক ও অত্যন্তরূপ হইল। অনন্তর বলবান্ জিষ্ণু বক্ষোদ্বারা কিরাতকে হনন করিলে, বলশালী কিরাতও বিচেষ্টমান অর্জ্জুনকে বক্ষোদ্বারা হনন করিলেন। তাঁহাদিগের পরস্পর হস্ত-নিষ্পেষণ ও বক্ষঃস্থল-সঙ্ঘর্ষণে উভয়ের গাত্রে অঙ্গার-ধূমযুক্ত অগ্নি উৎপন্ন হইতে লাগিল। অনন্তর মহাদেব রোষবশত স্বীয় তেজে দেহ-দ্বারা বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে পীড়ন করিয়া তাঁহার চেতনকে বিমোহিত করিলেন। হে ভারত! তৎপরে ফাল্গুন দেবদেব-কর্ত্তৃক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-চালনায় অসমর্থ হইয়া অতিপীড়িত-হস্ত-পাদাদি-দ্বারা পিণ্ডীকৃতের ন্যায় হইলেন। তিনি মহাত্মা শঙ্কর-কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হওয়াতে শ্বাস-রহিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া প্রাণ-বিযুক্তের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

পাণ্ডুনন্দন ঐ রূপ অবস্থায় মুহূর্ত্ত কাল থাকিয়া রুধিরাক্ত দেহে পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভূতল হইতে উত্থিত হইলেন ; অনন্তর শরণ্য ভগবান্ পিনাক-পাণি মহাদেবের শরণাগত হইয়া মৃন্ময় স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করত তাহাতে মাল্য-দ্বারা মহাদেবের পূজা করিলেন। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ঐ মাল্য কিরাতের মস্তক-স্থিত দেখিয়া হর্ষ-দ্বারা স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। ভগবান্ ভব অর্জ্জুনের বিস্ময়-প্রাপ্তি ও তপস্যা-দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষীণ দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর-স্বরযুক্ত বাক্যে কহিলেন, ভো ভো ফাল্গুন! তোমার অনুপম কার্য্য-দ্বারা আমি তুষ্ট হইয়াছি, শৌর্য্য ও ধৈর্য্যে তোমার তুল্য কোন ক্ষত্রিয় নাই। হে নিষ্পাপ ভরতশ্রেষ্ঠ মহাবাহো! তোমার তেজ ও বীর্য্য আমার তেজ ও বীর্য্যের সমান ; আমি অদ্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। হে বিশাললোচন! তুমি আমাকে দর্শন কর, আমি তোমাকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করিতেছি। তুমি পুরাতন ঋষি, যদি সমুদায় দেবগণও তোমার শত্রু হয়েন, তথাচ তুমি তাঁহাদিগকে যুদ্ধে জয় করিবে। আমি অন্যের অনিবারিত অস্ত্র তোমাকে প্রীতি-পূর্ব্বক প্রদান করিব, তুমি অচির কালেই আমার সেই অস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পরপুরঞ্জয় পার্থ দেবীর সহিত মহা-দ্যুতিমান্ মহাদেব শূলপাণি

গিরীশকে দর্শন করিলেন, এবং জানুতে ভূমিস্পর্শ-পূর্ব্বক মস্তক দ্বারা প্রণিপাত করিয়া হরকে প্রসন্ন করিলেন, অনন্তর কহিলেন, হে কপর্দ্দিন্! হে সর্ব্ব-দেবেশ! হে ভগনেত্র-নিপাতন! হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে নীলকণ্ঠ! হে জটাধর! আমি তোমাকে সমস্ত কারণের মধ্যে পরম কারণ, সমস্ত দেবতার গতি, ত্র্যম্বক ও সর্ব্বব্যাপক বলিয়া জানি। হে দেব! তোমা হইতেই এই সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি সুর, অসুর ও মানুষ, এই লোকত্রয়ের অজেয়; তুমি বিষ্ণুরূপী শিব এবং শিবরূপী বিষ্ণু; তোমাকে নমস্কার। তুমি রুদ্ররূপ সংহারক মূর্ত্তিতে দক্ষ-যজ্ঞ বিনাশ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেব! তুমি ললাটনেত্র, সর্ব্বস্বরূপ ও সকলের অর্চ্চনীয়; তোমাকে নমস্কার। হে শূলপাণে! তুমি পিনাকধারী, সূর্য্য স্বরূপ, বিশুদ্ধ-দেহ, এবং তুমিই সকলের বিধাতা; তোমাকে নমস্কার। হে ভগবন্! হে সর্ব্বভূত-মহেশ্বর! তুমি গণের অধিপতি, বিশ্বের কল্যাণ তুমি, লোক-কারণের কারণ, প্রকৃতি-পুরুষাতীত, শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্মতর, এবং সংহারকর্ত্তা; আমি তোমার প্রসন্নতা লাভ করিতে প্রার্থনা করি। হেভগবন্! হে শঙ্কর! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে সমর্থ। হে দেবনাথ! আমি তোমার দর্শনাভিলাষেই তোমার প্রিয় তাপসালয় এই উত্তম মহাগিরিতে আগমন করিয়াছি। হে ভগবন্ মহাদেব! তুমি সর্ব্ব দেবের নমস্কৃত, তোমাকে বিনতি করিতেছি; আমি অজ্ঞান ও অতি সাহস প্রযুক্ত যে তোমার সহিত সংগ্রাম করিয়াছি, তজ্জন্য যেন আমার অপরাধ না হয়। হে কল্যাণকর! আমি তোমার শরণাগত, তুমি অদ্য আমার সেই অপরাধ ক্ষমা কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাতেজস্বী বৃষভধ্বজ শিব হাস্য করিয়া অর্জ্জুনের মনোহর বাহু ধারণ-পূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। ভগবান্ বৃষভধ্বজ হর প্রীতচিত্তে পার্থকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করিয়া পুনর্ব্বার সান্ত্বনা-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৯॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্থ! তুমি পূর্ব্বজন্মে নারায়ণ-সহায় নর-নামক ঋষি থাকিয়া বদরিকাশ্রমে বহু অযুত বৎসর উগ্র তপস্যা করিয়াছিলে। তুমি ও পুরুষোত্তম বিষ্ণু, উভয়ে পরম তেজস্বী ও পুরুষপ্রধান; তোমরা তেজ দ্বারা জগৎকে ধারণ করিতেছ। হে প্রভো! ইন্দ্রের অভিষেক সময়ে তুমি ও নারায়ণ, উভয়ে মেঘের ন্যায় শব্দায়মান ধনু গ্রহণ করিয়া দানবগণকে শাসন করিয়াছিলে। হে পুরুষসত্তম পার্থ! সেই ধনু এই গাণ্ডীব, ইহা তোমারই হস্তের উপযুক্ত, যাহা আমি মায়াবলম্বন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। হে কুরুনন্দন পার্থ! এই তূণদ্বয় তোমারই উপযুক্ত, ইহা পুনর্ব্বার অক্ষয় হইবে, এবং তোমার শরীর রোগ-শূন্য হইবে। হে পুরুষোত্তম পার্থ! তুমি সত্য-পরাক্রমী, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি আমার নিকট মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। হে মানপ্রদ অরিন্দম! মর্ত্ত্য কি স্বর্গলোকেও তোমার তুল্য কোন পুরুষ এবং তোমা হইতে প্রধান কোন ক্ষত্রিয় নাই।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভগবন্ মহাদেব! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন, তবে, ব্রহ্মশির-নামক ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী যে রৌদ্র অস্ত্র, দারুণ যুগান্তকালে সমুদায় জগৎ সংহার করে; যখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপের সহিত আমার মহাযুদ্ধ হইবে, তখন তোমার প্রসাদে যদ্দ্বারা যথোক্ত বিধানে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারি; যাহা দ্বারা দানব, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগগণকে সংগ্রামে দগ্ধ করিতে পারি; এবং যাহা মন্ত্রপূত করিলে সহস্র সহস্র শূল, উগ্রদর্শন গদা ও আশীবিষ-তুল্য বাণ উৎপন্ন হয়; হে প্রভো! আমি সেই নিদারুণ দিব্য পাশুপত

অস্ত্র কামনা করি, আমাকে তাহাই প্রদান করুন। হে ভগনেত্র-বিনাশক! আমি যাহাতে সংগ্রামে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও নিত্য কটুভাষী সূতপুত্র কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া কৃত-কৃত্য হইতে পারি, তাহাই আমার মুখ্য অভিলষিত।

ভব কহিলেন, হে বিভো! মৎপ্রিয় পাশুপত অস্ত্র ধারণ, মোচন ও সংহরণ করিতে তুমিই সমর্থ, অতএব তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি; এই অস্ত্র ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও বায়ু, ইহাঁরাও অবগত নহেন, মনুষ্যেরা কি প্রকারে জ্ঞাত হইবে? হে পার্থ! তুমি এই অস্ত্র সহসা কোন পুরুষের প্রতি প্রয়োগ করিও না; অল্প তেজস্বী ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ করিলে সমুদায় জগৎ বিনাশ হইবে। যদি মনে মনে সংকল্প ও চক্ষু দ্বারা দর্শন-পূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ করিয়া ধনুতে সংযোগ-দ্বারা এই অস্ত্র নিপাতিত করা যায়, তবে সচরাচর ত্রৈলোক্য মধ্যে কেহ ইহার অবধ্য থাকে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পার্থ এই কথা শ্রবণ করিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক শুচি ও সমাহিত হইয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট গমন-পূর্ব্বক, উপদেশ করুন, ইহা কহিলেন। তদনন্তর মহাদেব পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে রহস্য ও উপসংহরণের সহিত সেই অস্ত্রের উপদেশ করিলেন। মূর্ত্তিমান্ যম-সদৃশ সেই অস্ত্র যেপ্রকার উমাপতি ত্রিলোচনের উপাসনায় প্রবৃত্ত ছিল, সেই প্রকার পার্থের উপাসনায় নিযুক্ত হইল। পার্থও প্রীতিযুক্ত হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! তখন পর্ব্বত, বন, বৃক্ষ, গ্রাম, নগর, আকর, সাগর ও তৎসমীপস্থ বনোদ্দেশের সহিত সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল কম্পিত হইল; সহস্র সহস্র শঙ্খ, দুন্দুভি ও ভেরীর শব্দ হইতে লাগিল; এবং মুহুর্মুহু নির্ঘাত শব্দও শ্রুতি-গোচর হইল। অনন্তর দেব ও দানবগণ সেই ভীষণ অস্ত্রকে অমিত-তেজস্বী পাণ্ডবের নিকট জাজ্বল্যমান মূর্ত্তিমান্‌রূপে অবস্থিত অবলোকন করিলেন। অসীম-তেজস্বী অর্জ্জুনের দেহে যে কিছু অশুভ ছিল, তৎসমুদায় ভগবান্ ত্র্যম্বকের সংস্পর্শে বিনষ্ট হইয়া গেল। হে রাজন্! তখন মহাদেব অর্জ্জুনকে, তুমি স্বর্গে গমন কর, এই রূপ অনুজ্ঞা করিলে, অর্জ্জুন শিরো-নমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর অমরগণের প্রভু নিয়ন্তা মহাদ্যুতি ভব গিরিশ উমাপতি শিব দৈত্য ও পিশাচগণের নিসূদন মহাধনু গাণ্ডীব পুরুষ-প্রবর অর্জ্জুনকে দিলেন। তৎপরে উমার সহিত মহাদেব শুভ্রবর্ণ তট, সানু ও কন্দর বিশিষ্ট, অন্তরীক্ষচর মহর্ষিগণ সেবিত শুভ সেই গিরিবর পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের সমক্ষেই আকাশ পথে গমন করিলেন।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥
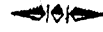
বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতপ্রবীর! যে রূপ ভানু লোক সকলের সমক্ষে অস্তগত হন, সেই রূপ পিনাকপাণি বৃষভধ্বজ, অর্জ্জুনের সাক্ষাতে, অন্তর্হিত হইলেন। তখন বীর-শত্রুহন্তা অর্জ্জুন, আমি সাক্ষাৎ মহাদেবকে দর্শন করিলাম, এই বলিয়া পরম বিস্মিত হইলেন; এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম, যে হেতু পিনাকপাণি ত্র্যম্বক বরপ্রদ মূর্ত্তিমান্ হরকে প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্বহস্তে স্পর্শন করিলাম। আমি আপনাকে উৎকৃষ্ট ও কৃতার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি; আমার যুদ্ধস্থলে সমস্ত শত্রুকে পরাজিত বলিয়া বোধ হইতেছে; আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। অমিত-তেজস্বী পার্থ এই রূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে বৈদূর্য্য মণিতুল্য কান্তিমান্ জলাধিপতি শ্রীমান্ বরুণদেব যাদোগণে পরিবৃত হইয়া স্বীয় কান্তিতে সর্ব্ব দিক্ প্রকাশ করত তাঁহার সমীপে যাত্রা করিলেন। যাদোগণের ভর্ত্তা ও নিয়ন্তা বরুণদেব নদ, নদী, নাগ, দৈত্য ও সাধ্যদেবগণের সহিত তৎপ্রদেশে সমাগত হইলেন। অনন্তর যক্ষগণের

সহিত সুবর্ণ-বর্ণ-দেহধারী অদ্ভুতোপম রূপবান্ ধনাধিপতি শ্রীমান্ কুবের মহাপ্রদীপ্ত বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক যেন আকাশ মণ্ডলকে বিদ্যোতিত করত অর্জ্জুনকে দেখিবার নিমিত্তে তথায় আগমন করিলেন। সেই রূপ, লোকান্তকর শ্রীমান্ প্রতাপবান্ সর্ব্বপ্রাণি-সংহারক সূর্য্যসুত অচিন্ত্যাত্মা ধর্ম্মরাজ সাক্ষাৎ দণ্ডপাণি যম মূর্ত্তিমান্ ও অমূর্ত্তিমান্ পিতৃগণের সহিত বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল, গন্ধর্ব্ব, গুহ্যক ও পন্নগ লোক প্রকাশিত করত যুগান্তকালীন উদিত দ্বিতীয় মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহারা সকলে মহাগিরির বিচিত্র ও দীপ্যমান শিখরসকল আশ্রয় করিয়া তথা হইতে তপস্বী অর্জ্জুনকে দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত কাল পরে সুরগণ-পরিবৃত ভগবান্ মহেন্দ্র মহেন্দ্রাণীর সহিত ঐরাবতোপরি আরোহণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার মস্তকে পাণ্ডর বর্ণ আতপত্র ধৃত হওয়াতে তিনি যেন শুভ্রবর্ণ মেঘস্থিত নক্ষত্রপতি সুধাকররূপে শোভমান হইয়াছেন; এবং গন্ধর্ব্ব ও তপোধন ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতেছিলেন; তিনি গিরি শৃঙ্গের আশ্রয়ে উদিত আদিত্যের ন্যায় অবস্থিত হইলেন।

অনন্তর দক্ষিণ দিক্-স্থিত পরম ধর্ম্মজ্ঞ ধীমান্ যম মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে শুভ বাক্যে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! তুমি দর্শন কর, অদ্য আমরা লোকপাল সকল সমাগত হইয়াছি, তোমাকে চক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি আমাদিগকে দর্শন করিতে ক্ষমতা লাভ কর। বৎস! তুমি নরনামে মহাবলবান্ অমিতাত্মা পুরাতন ঋষি ছিলে, ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে এক্ষণে মর্ত্ত্যদেহ ধারণ করিয়াছ। হে অনঘ! পরম ধার্ম্মিক মহাবীর্য্যবান্ বসুসন্তান তোমার পিতামহ ভীষ্মকে ও ভরদ্বাজনন্দনের সংরক্ষিত অগ্নিতুল্য দুস্পৃশ্য সমস্ত ক্ষত্রিয়কে তুমি রণে পরাজয় করিবে। হে কুরুনন্দন! যে সকল মহাবলশালী দানব মানব-দেহ ধারণ করিয়াছে, তাহারা এবং নিবাতকবচ দানবেরা তোমার বধ্য। এবং যিনি সর্ব্বলোক-প্রতাপী মৎপিতা সূর্য্যদেবের অংশ, সেই অতিবীর্য্যবান্ কর্ণও তোমার বধ্য। হে শত্রু-কর্ষণ! দেব, দানব ও রাক্ষসের অংশে যাহারা নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা তোমা-কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিপাতিত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম ফলানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হইবে; হে ফাল্গুন! লোকে তোমার অক্ষয়া কীর্ত্তি থাকিবে। যখন তুমি মহাসংগ্রামে সাক্ষাৎ মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়াছ, তখন তুমি বাসুদেবের সহিত পৃথিবীকে ভারশূন্যা করিবে। হে মহাবাহো! তুমি আমার নিকট হইতে অনিবার্য্য এই দণ্ডাস্ত্র গ্রহণ কর, এই অস্ত্র দ্বারা সুমহৎ কার্য্যও সাধন করিতে পারিবে।

হে কুরুনন্দন জন্মেজয়! পার্থ ইতি-কর্ত্তব্যতা প্রয়োগ ও উপসংহারের বিধির সহিত যাম্য অস্ত্র মন্ত্রসমেত গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর জলজন্তুগণের অধীশ্বর জলধরতুল্য শ্যামবর্ণ প্রভু বরুণদেব পশ্চিম দিক্ হইতে কহিলেন, হে বিশাল-তাম্র-লোচন পার্থ! তুমি ক্ষত্রিয়-কুলের মুখ্য ও ক্ষত্রধর্ম্ম-পরায়ণ; আমি জলাধিপতি বরুণদেব, আমাকে দর্শন কর। হে কুন্তীনন্দন! রহস্য, মন্ত্র ও উপসংহারের বিধির সহিত আমার সমুদ্যত এই অনিবার্য্য বারুণাস্ত্র পাশ-সমূহ গ্রহণ কর। হে বীর মহাসত্ত্ব! পূর্ব্বে বৃহস্পতি-পত্নী তারকা যাহাতে আময়ের ন্যায় বিনাশ-হেতু হয়েন, সেই সংগ্রামে আমি এই সকল পাশ দ্বারা সহস্র সহস্র বৃহৎকায় দৈত্যকে বন্ধন করিয়াছিলাম; অতএব তুমি আমার প্রসাদে এই সকল পাশ গ্রহণ কর। তুমি ইহাদ্বারা আততায়ী হইলে, যমও তোমার নিকট হইতে নিস্তার পাইবেন না। তুমি যখন সংগ্রামে এই অস্ত্র লইয়া বিচরণ করিবে, তখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

যম ও বরুণ দিব্যাস্ত্র প্রদান করিলে পর, কৈলাস-

নিবাসী কুবের তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রাজ্ঞ মহাবল পাণ্ডবেয়! কৃষ্ণের সহিত সমাগম হইলে আমার যে রূপ প্রীতি হয়, তোমার সহিত সমাগম হওয়াতে সেই রূপ প্রীতি হইয়াছে। হে মহাবাহু সব্যসাচিন্! তুমি সনাতন পূর্ব্বদেব, তুমি পূর্ব্ব কল্পে আমাদিগের সহিত সর্ব্বদা তপস্যা করিয়াছিলে। হে নরশ্রেষ্ঠ! তোমার দর্শন-হেতু তোমাকে এই দিব্য আদেশ করিতেছি, তুমি দুর্জ্জয় অমানুষ শত্রু-সকলকেও জয় করিবে; তুমি আমার নিকট হইতে অত্যুত্তম অস্ত্র আশু গ্রহণ কর। এই শত্রু-বিনাশক অস্ত্র দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে পারিবে; অন্তর্দ্ধান-নামক এই অস্ত্র আমার প্রিয়; ইহা তোমার বল ও তেজের উদ্দীপন করিবে; এবং ইহা হইতে শত্রুদিগের মোহ জন্মিবে; অতএব ইহা প্রতিগ্রহ কর। যখন মহাত্মা শঙ্কর ত্রিপুরকে নিহত করিয়াছিলেন, তখন এই অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়, ইহা দ্বারা মহাসুর সকল দগ্ধ হইয়াছিল। হে সত্য-পরাক্রম! তুমি সুমেরু-সদৃশ গৌরবান্বিত, তুমিই এই অস্ত্র ধারণ করিবার যোগ্যপাত্র, অতএব তোমার নিমিত্তে এই অস্ত্র উপস্থিত করিয়াছি।

অনন্তর মহাবাহু বলসম্পন্ন কুরুনন্দন অর্জ্জুন কুবেরের নিকট হইতে উক্ত দিব্যাস্ত্র বিধি-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তৎপরে দেবরাজ ইন্দ্র অক্লিষ্ট কর্ম্মা অর্জ্জুনকে মেঘ ও দুন্দুভি-সদৃশ গভীর স্বরে মৃদুল বাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে মহাবাহু কুন্তীপুত্র! তুমি পূর্ব্বতন ঈশান, ইহলোকে পরম সিদ্ধি ও সাক্ষাৎ দেবগতি প্রাপ্ত হইয়াছ। হে অরিন্দম! দেবতাদিগের প্রয়োজনীয় সুমহৎ কার্য্য সিদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য, তন্নিমিত্তে তোমাকে স্বর্গারোহণ করিতে হইবে। হে মহাদ্যুতে! তুমি স্বর্গারোহণ করিবার নিমিত্তে সজ্জীভূত হও, তোমার নিমিত্তে মাতলির সহিত রথ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমন করিবে। হে কৌরব্য! আমি তোমাকে দিব্য অস্ত্র সকল সেই স্বর্গেই প্রদান করিব।

ধীমান্ ধনঞ্জয় সেই সকল লোকপাল দেবতাকে গিরিমস্তকে সমাগত দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তেজঃপুঞ্জ অর্জ্জুন সমাগত লোকপালদিগকে ফল, জল, ও স্তুতিবাদ-দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিলেন। তৎপরে যথাভিলষিত মনঃসদৃশ বেগগামী দেবতা-সকল ধনঞ্জয়কে প্রতিসম্মানিত করিয়া, যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর পুরুষেন্দ্র অর্জ্জুন অস্ত্র লাভ করিয়া হর্ষহেতু আপনাকে পূর্ণ-মনোরথ ও কৃতার্থ বলিয়া মানিলেন।

কিরাতপ্রকরণ ও এক চত্বারিংশ
অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪১ ॥

ইন্দ্রলোক গমন প্রকরণ॥ ৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! লোকপাল দেবগণের গমনান্তে শত্রুনিহন্তা অর্জ্জুন, কতক্ষণে দেবরাজের রথ আসিবে, ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধীমান্ গুড়াকেশ ঐ রূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মাতলির সহিত মহাপ্রভাবান্বিত রথ যেন জলদ পটলী দ্বিধা করণ-পূর্ব্বক আকাশ মণ্ডল তিমির-শূন্য ও মহামেঘ-রব-তুল্য-শব্দে দিক্ সকল পূরণ করিয়া তথায় আগমন করিল। সেই রথে ভীষণ অসি, শক্তি, ভয়ানক গদা, দিব্য প্রভাবান্বিত প্রাস, মহাপ্রভাবান্বিত বিদ্যুৎ, অশনি, নির্ঘাত ও মহামেঘ-সদৃশ নিঃস্বন কারী বায়ুস্ফোটক চক্র-যুক্ত পাষাণাদি-গোলক নিক্ষেপ যন্ত্র, প্রজ্বলিত মুখ মহাকায় সুদারুণ সর্প সকল ও শুভ্র মেঘ রাশির ন্যায় সংহত শিলা রাশি, এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে। বায়ু তুল্য বেগশীল দশ সহস্র অশ্ব সেই মায়াময় দিব্য রথ বহন করিয়া এমত বেগে আগমন করিতেছে যে তাহা নেত্র দ্বারা লক্ষ্য করা যায় না। রথের উপরিভাগে ইন্দীবর সদৃশ শ্যাম বর্ণ উজ্জ্বল-প্রভান্বিত কনক-ভূষণ-ভূষিত বংশদণ্ড-নির্ম্মিত মহানীল সদৃশ বৈজয়ন্ত-নামক ধ্বজ

দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবাহু পার্থ ঐ রথে অবস্থিত, তপ্তহেম-ভূষিত, মাতলি-নামক ইন্দ্রের সারথিকে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ রূপ বিতর্ক করিতেছেন, এমত সময়ে মাতলি বিনীত ও অবনত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভো ভো শ্রীমান্ ইন্দ্রাত্মজ! ইন্দ্র আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব আপনি তাঁহার প্রেরিত এই রথে শীঘ্র আরোহণ করুন। আপনার পিতা অমর-প্রবর শতক্রতু আমাকে কহিয়াছেন, "তুমি কুন্তীপুত্রকে এখানে আনয়ন কর, দেবতারা তাঁহাকে দেখুন।" শক্রদেব ইহা কহিয়া দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া আপনাকে দেখিবার নিমিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছেন; অতএব আপনি পাকশাসনের আদেশানুসারে আমার সহিত মনুষ্যলোক হইতে স্বর্গ লোকে আরোহণ করুন; তথায় অস্ত্র লাভ করিয়া পুনর্ব্বার মর্ত্য লোকে আগমন করিবেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মাতলে! তুমি শত শত রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারাও সুদুর্লভ এই উৎকৃষ্ট রথে শীঘ্র গিয়া আরোহণ কর; এই উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করা সুমহাভাগ্যবান্ ভূরিদক্ষিণাপ্রদ যাজ্ঞিক নৃপতিদিগের বা দেব দানব দিগেরও দুর্লভ। যাহারা কখন তপোনুষ্ঠান করে নাই, তাহাদিগের এই দিব্য মহারথে আরোহণ করিতে পারা দূরে থাকুক, তাহারা ইহা স্পর্শন বা দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। হে সাধো! তুমি রথে আরূঢ় হইয়া অধিষ্ঠিত হইলে অশ্ব সকল স্থির হইবে, তখন আমি সুকৃতী পুরুষের সৎপথে আরোহণের ন্যায় ঐ রথে আরোহণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইন্দ্রসারথি মাতলি অর্জ্জুনের উক্ত বাক্য শ্রবণ মাত্র ত্বরা-পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া রশ্মি দ্বারা অশ্বগণকে সংযত করিলেন। অনন্তর কুরুনন্দন কুন্তীপুত্র হৃষ্টচিত্তে গঙ্গায় অবগাহন করত শুচি হইয়া জপ্য মন্ত্র যথাবিধি জপ করিলেন; পরে বিধিপূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া মন্দর গিরিকে যথান্যায়ে সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, হে শৈল! তুমি স্বর্গপথাভিলাষী পুণ্যশীল সাধু ও পুণ্যকর্ম্মা মুনিগণের নিত্য আশ্রয়। হে শৈল! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকল তোমার প্রসাদে স্বর্গ প্রাপ্ত ও ক্লেশরহিত হইয়া দেবগণের সহিত সর্ব্বদা বিচরণ করেন। হে অদ্রিরাজ মহাশৈল! হে মুনিগণাশ্রয়! তীর্থ সকল তোমাকেই অবলম্বন করিয়া আছে। আমি তোমার আশ্রয়ে সুখে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকে আমন্ত্রণ করিয়া গমন করিতেছি। আমি তোমার সানু, কুঞ্জ, নদী, প্রস্রবণ ও পুণ্যতীর্থ সকল অনেকশ দর্শন করিয়াছি। সেই সেই স্থানে সুগন্ধি ফল ভোজন এবং তোমার শরীর-নিঃসৃত সুগন্ধি জলসমূহ ও অমৃততুল্য সুস্বাদু প্রস্রবণ-বারি বহুশ পান করিয়াছি। হে প্রভু অচল শৈলরাজ! যে প্রকার, শিশু পিতার ক্রোড়ে উত্তম রূপে সুখে বাস করে, সেই প্রকার, আমি তোমার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিয়াছি। হে শৈল! আমি অপ্সরোগণ-সমাকীর্ণ ও বেদধ্বনি-নিনাদিত তোমার সানুতে সর্ব্বদা সুখে বাস করিয়াছি।

বীর শত্রুহন্তা অর্জ্জুন এই রূপে শৈলরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া ভাস্করের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ করত দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ধীমান্ কুরুনন্দন সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে আদিত্য-সদৃশ-প্রভাবিশিষ্ট অদ্ভুত-কার্য্য দিব্য রথে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিলেন। তিনি ভূমিচারী মনুষ্যদিগের দর্শনপথের অতীত হইয়া সহস্র সহস্র অদ্ভুত-দর্শন বিমান অবলোকন করিলেন। সেখানে সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করেন না, লোক সকল স্ব স্ব পুণ্যলব্ধ প্রভাদ্বারাই প্রকাশ পায়েন। যে সকল অতি বৃহৎ পদার্থ ইহলোক হইতে দূরতা প্রযুক্ত দীপের ন্যায় দীপ্তিমান্ ক্ষুদ্র তারা-রূপ দৃষ্ট হয়, পাণ্ডু-নন্দন ফাল্গুন তাহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব জ্যোতির্দ্বারা

দীপ্যমান, রূপবান্ ও সাতিশয় প্রভাসম্পন্ন দেখিলেন। তথায় সংগ্রামহত শত শত সিদ্ধ বীর রাজর্ষিরা স্ব স্ব তপস্যাবিজিত সুরলোকে গমন করিতেছিলেন, অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে এবং আত্ম-প্রভায় জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যসদৃশ দীপ্ত-তেজস্বী সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব, গুহ্যকগণ, ঋষিগণ, অপ্সরোগণ ও লোক-সমুহকে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া মাতলিকে প্রীতি-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতলি কহিলেন, হে বিভু পার্থ! ইহাঁরা সুকৃতী পুরুষ, স্বকৃত পুণ্যদ্বারা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতেছেন, আপনি ভূতলে থাকিয়া ইহাঁদিগকেই তারা-রূপ দেখিয়াছেন। অনন্তর কুরু-পাণ্ডব-সত্তম অর্জ্জুন সশৃঙ্গ কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় চতুর্দ্দন্তযুক্ত, বিজয়ী, শুভদর্শন ঐরাবত গজকে ইন্দ্রলোকের দ্বারে অবস্থিত অবলোকন করিলেন। অনন্তর রাজীবলোচন পাণ্ডুনন্দন সিদ্ধ পথ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বতন নৃপোত্তম মান্ধাতার ন্যায় সুশোভিত হইয়া পুণ্যশীল রাজগণের স্থান অতিক্রম করিলেন। সেই মহাযশস্বী এই রূপে স্বর্গলোক পরিভ্রমণ করিয়া পশ্চাৎ অমরাবতীনাম্নী ইন্দ্র-পুরী দেখিতে পাইলেন।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন সিদ্ধচারণগণ-সেবিত, সমস্ত-ঋতুকালজ-কুসুম-বিভূষিত পবিত্র পাদপগণে উপশোভিত, রম্য পুরী দর্শন করিলেন। সেই অমরাবতী-মধ্যে তিনি অপ্সরোগণ-সেবিত নন্দন কানন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গ, সৌগন্ধিক পুষ্প-সমুহের পবিত্র-সৌরভ-মিশ্রিত পবিত্র গন্ধযুক্ত সমীরণে বীজ্যমান হওয়াতে, তত্রস্থ দিব্য কুসুমান্বিত বিটপিগণ তাঁহাকে যেন আহ্বান করিতে লাগিল। সেই স্থান পুণ্যবান্দিগেরই প্রাপ্য; অতপস্বী, অনগ্নিহোত্রী, যুদ্ধপরাঙ্মুখ, অযাজ্ঞিক, ব্রতবিহীন, বেদশ্রুতিরহিত, তীর্থস্নান-বিবর্জ্জিত, যজ্ঞদান-বহিষ্কৃত, যজ্ঞঘাতী, ক্ষুদ্র, মদ্য-পানরত, গুরুতল্পগ, বৃথামাংসভোজী বা দুরাত্মা ব্যক্তিরা কখন দর্শন করিতে পারে না। মহাবাহু অর্জ্জুন দিব্যগীতনিনাদিত উক্ত নন্দন বন দেখিতে দেখিতে ইন্দ্রপ্রিয় দিব্য পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তথায় গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল। তিনি পুষ্প-সৌরভান্বিত পবিত্র বায়ুদ্বারা অনুবীজিত হইতে লাগিলেন, এবং তথায় দেখিলেন, সহস্র সহস্র কামগ দেব-বিমান অবস্থিত আছে; ও অযুত অযুত কামগ দেব-বিমান গমনাগমন করিতেছে। অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ হৃষ্ট হইয়া অক্লিষ্টকর্ম্মা পার্থকে সংকৃত করিলেন। মহাবাহু পার্থ আশীর্ব্বাক্যে স্তুত হইয়া দিব্য বাদিত্রের সহিত শঙ্খ দুন্দুভি ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে স্তুয়মান হইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞায় সুরবীথিনামে প্রসিদ্ধ বিপুল নক্ষত্রমার্গে গমন করিলেন। অরিন্দম কুরুনন্দন সেখানে সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, পবিত্র ব্রহ্মর্ষিগণ, দিলীপ-প্রভৃতি বহু রাজর্ষিগণ, তুম্বুরু, নারদ ও হাহা হুহু-নামে গন্ধর্ব্বদ্বয়ের সহিত যথাবিধি সমাগত হইয়া পশ্চাৎ দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মহাবাহু পার্থ উৎকৃষ্ট রথ হইতে অবতরণ করিয়া স্বীয় পিতা দেবরাজকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। দেবরাজ হেমদণ্ডমণ্ডিত পাণ্ডুরবর্ণ আতপত্রে শোভিত রহিয়াছেন, দিব্য গন্ধযুক্ত ব্যজনদ্বারা বীজিত হইতেছেন, এবং বিশ্বাবসু-প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব, স্তুতিবন্দী ও দ্বিজমুখ্যগণকর্ত্তৃক ঋক্‌যজুঃসাম-বেদোক্ত স্তুতি বাক্যে স্তূয়মান হইতেছেন। বলশীল কুন্তীপুত্র এবম্বিধ মহেন্দ্রের অভিমুখে গমন করিয়া শিরোনমন-পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। দেবরাজ অর্জ্জুনকে বর্ত্তুল ও স্থূল বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করিলেন; তদনন্তর পার্থের হস্ত গ্রহণ করিয়া দেবর্ষিগণ-সেবিত পবিত্র ইন্দ্রাসন সমীপে তাঁহাকে বসাইলেন। বীর শত্রুহন্তা দেবেন্দ্র স্নেহাবনত অর্জ্জুনের মস্তকাঘ্রাণ লইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে

গ্রহণ করিলেন। অমেয়াত্মা অর্জ্জুন ইন্দ্রের নিয়োগানুসারে ইন্দ্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর বৃত্রশত্রু ইন্দ্র স্নেহ বশত তাঁহাকে সান্ত্বনা করত পবিত্র গন্ধযুক্ত কর দ্বারা তাঁহার মুখ স্পর্শ করিলেন। বজ্রধারী সহস্র-লোচন ইন্দ্র বজ্র-গ্রহণের চিহ্নযুক্ত কর দ্বারা গুড়াকেশ অর্জ্জুনের শরনিক্ষেপ-প্রযুক্ত জ্যাকর্ষণ-কঠিন, শুভলক্ষণাক্রান্ত, সুবর্ণ-স্তম্ভ-সদৃশ, দীর্ঘ বাহুদ্বয় শনৈঃশনৈ পুনঃপুন মার্জ্জনা ও আস্ফোটন করত ঈষৎ হাস্য-সহকারে তাঁহাকে পরিসান্ত্বনা-পূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ল সহস্র নয়ন দ্বারা দর্শন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। যে প্রকার চতুর্দ্দশী তিথিতে সূর্য্য ও চন্দ্রমা উদিত হইয়া গগনমণ্ডল শোভিত করে, সেই প্রকার ইন্দ্র ও অর্জ্জুন একাসনে উপবিষ্ট হইয়া দেবসভার শোভা সম্পাদন করিলেন। সামগান-বিশারদ তুম্বুরু-প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ পরম মনোহর সামগাথা গান করিতে লাগিলেন। ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, পূর্ব্বচিত্তি, স্বয়ম্প্রভা, উর্ব্বশী, মিশ্রকেশী, দণ্ডগৌরী, বরূথিনী, গোপালী, সহজন্যা, কুম্ভযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেনা, চিত্রলেখা, সহা, মধুরস্বনা ও অন্য অন্য সহস্র সহস্র বিপুল-নিতম্বিনী কমল-নয়না নর্ত্তকীগণ পয়োধর কম্পন ও কটাক্ষ হাব মাধুর্য্য দ্বারা সভাস্থদিগের মন, চিত্ত ও বুদ্ধি হরণ এবং সিদ্ধগণের চিত্ত সন্তোষ করত স্থানে স্থানে নৃত্য করিতে লাগিল।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দেব ও গন্ধর্ব্বগণ ইন্দ্রের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া সত্বরে উত্তম অর্ঘ্য গ্রহণ-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা রাজপুত্র অর্জ্জুনকে পূজা করিলেন; অনন্তর তাঁহাকে পাদ্য ও আচমনীয় প্রদান করিয়া ইন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করাইলেন। জিষ্ণু এই রূপে পিতার ভবনে পূজিত হইয়া মহাস্ত্রসকল উপসংহারের সহিত শিক্ষা করত বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ইন্দ্রপ্রিয় দুঃসহ বজ্রাস্ত্র এবং মেঘ ও ময়ূর লক্ষণাক্রান্ত মহাশব্দোৎপাদক অশনি সকল ইন্দ্রের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইলেন। কুন্তীসুত পাণ্ডব ঐন্দ্র অস্ত্র প্রাপ্ত হইলে তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার স্মরণপথে অধিরূঢ় হওয়াতেও তিনি পুরন্দরের আদেশানুসারে পঞ্চ বৎসর কাল তথায় সুখে বাস করিলেন।

সুররাজ কোন সময়ে শিক্ষিতাস্ত্র অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! তুমি চিত্রসেনের নিকট নৃত্য গীত শিক্ষা কর; দেববিহিত বাদিত্র বিদ্যা, যাহা নরলোকে নাই, তাহা উপার্জ্জন কর; তাহাতে তোমার শ্রেয় হইবে। পুরন্দর ইহা কহিয়া চিত্রসেনকে অর্জ্জুনের সখা করিয়া দিলেন। অর্জ্জুন নিরাময় হইয়া চিত্রসেনের সহিত একত্র ক্রীড়া করত নৃত্য গীত বাদ্যও শিক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সুবলপুত্র শকুনির দ্যূতক্রীড়া স্মরণ করিয়া ত্রস্তচিত্ত ও দুঃশাসন-বধ-জন্য অমর্ষান্বিত হইয়া তাহাতে সুখ লাভ করিতে পারেন নাই। পরন্তু নৃত্যগীতাদি-দ্বারা যে কখন কখন অতুল-প্রীতি লাভ করিতেন, সেই হেতুই সেই সেই সময়ে অতুল্য গান্ধর্ব্ববিদ্যা নৃত্য বাদিত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেকবিধ সমস্ত নৃত্য বাদিত্র গীতার্থ গুণ শিক্ষা করিয়াও জননী কুন্তী ও ভ্রাতাদিগকে স্মরণ করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর একদা দেবরাজ বাসব, অর্জ্জুনের দৃষ্টি উর্ব্বশীর প্রতি আসক্ত জানিয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকে নির্জ্জনে কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি অদ্য মৎপ্রেরিত হইয়া অপ্সরঃ-প্রধানা উর্ব্বশীর নিকটে গমন কর; উর্ব্বশী যেন পুরুষশ্রেষ্ঠ ফাল্গুনকে সেবা করে। তুমি যে রূপ আমার নিয়োগানুসারে গৃহীতাস্ত্র অর্জ্জুনকে সম্মানিত করিয়া বিদ্যাবান্ করিয়াছ, সেইরূপ স্ত্রীসংসর্গ বিষয়েও

তাঁহাকে নিপুণ করিবে। দেবরাজ গন্ধর্ব্বরাজকে এইরূপ কহিলে গন্ধর্ব্বরাজ, তথা, এই বাক্যে তাহা স্বীকার করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে প্রধানা অপ্সরা উর্ব্বশীর নিকটে গমন করিলেন। পরে চিত্রসেন উর্ব্বশীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে উর্ব্বশী তাঁহাকে জানিতে পারিয়া স্বাগত প্রশ্নদ্বারা সম্মানিত করিল। অনন্তর চিত্রসেন সুখোপবিষ্ট হইয়া সুখোপবিষ্টা উর্ব্বশীকে ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুশ্রোণি! শ্রবণ কর, সুরলোকের একাধিপতি ইন্দ্র তোমার প্রসন্নতায় অভিনন্দন করিয়া থাকেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্তে আমি এখানে আগমন করিলাম। যিনি শ্রী, রূপ, শীল, ব্রত, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সহজ গুণসমূহ, বল ও বীর্য্যদ্বারা বিখ্যাত; যিনি স্বর্গ মর্ত্য লোকে কাহারও অবিদিত নহেন; যিনি সাধুসম্মত, জ্ঞানসম্পন্ন, তেজস্বী, প্রতাপবান্, ক্ষমাশীল ও মৎসররহিত; যিনি অষ্টাঙ্গসংযুক্ত মেধা ও গুরুশুশ্রূষা অবলম্বন করিয়া অঙ্গ, উপনিষৎ ও ইতিহাস পুরাণের সহিত চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন; যিনি একাকী ব্রহ্মচর্য্য, দক্ষতা, আভিজাত্য ও বয়ঃক্রমদ্বারা ইন্দ্রের ন্যায় এই স্বর্গ লোক রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন; যিনি আত্মশ্লাঘা-রহিত, প্রিয়বাদী ও লোকের সম্মান কর্ত্তা; যাঁহার লক্ষ্য অতি সূক্ষ্ম হইলেও স্থূল রূপে উপলব্ধ হয়; যিনি সুহৃদ্গণের প্রতিপালন নিমিত্তে বিবিধ অন্নপান বর্ষণ করিয়া থাকেন; যিনি সত্যভাষী, সর্ব্বলোক-পূজিত, সুবক্তা, রূপবান্, অনহঙ্কৃত, শরণাগত-পালক, লোকমনোহর, সর্ব্বপ্রিয় ও যুদ্ধে অচল; এবং যিনি প্রার্থনীয় গুণগ্রামে মহেন্দ্র ও বরুণদেবের সদৃশ; সেই বীরবর অর্জ্জুনকে তুমিও অবগত আছ; তিনি অদ্য স্বর্গ ফল প্রাপ্ত হউন। হে কল্যাণি! তিনি ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে অদ্য যাহাতে তোমার শরণাপন্ন হইয়া ত্বদীয় চরণযুগল প্রাপ্ত হন, তাহা কর।

অনিন্দিতা উর্ব্বশী চিত্রসেনের এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করত তদুক্ত বাক্য সম্মানপূর্ব্বক বহু মান্য করিয়া প্রীতচিত্তে কহিলেন, হে সাধো! তুমি আমার নিকট সেই পুরুষ-প্রবর অর্জ্জুনের যে গুণানুবাদ করিলে, তাহা শুনিয়াই আমার মন মন্মথবাণে ব্যথিত হইয়াছে, অতএব আমি কি জন্য তাঁহাকে বরণ না করিব? সম্প্রতি মহেন্দ্রের আজ্ঞা ও তোমার সহিত আমার প্রণয় এবং ফাল্গুনের গুণসমূহে আমার অন্তঃকরণে কন্দর্পের উদয় হইয়াছে; অতএব তুমি যথাভিলষিত স্থানে গমন কর, আমি অর্জ্জুনের নিকট সুখে গমন করিব।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উর্ব্বশী ঈষৎ হাস্য-সহকারে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বকে কৃতকার্য্য করত বিদায় করিয়া অর্জ্জুন-কামনায় অতি অভিলাষিণী হইয়া স্নানক্রিয়া সমাপন-পূর্ব্বক বহুবিধ সুপ্রভান্বিত মনোহর স্নানালঙ্কার গন্ধমাল্য পরিধান করিল। তাহার স্বীয় অন্তঃকরণ ধনঞ্জয়ের রূপ চিন্তায় মন্মথ-প্রেরিত পঞ্চশরদ্বারা অতিবিদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন ব্যতীত অন্যের প্রতি অননুরক্ত হওয়াতে, ঐ পৃথুনিতম্বা ললনা মন্মথ সন্তাপে উদ্দীপিতা হইয়া চিত্তসঙ্কল্প-ভাবস্বরূপ মনোরথদ্বারাই যেন অর্জ্জুনকে লাভ করিয়া পল্লবাদি-বিরচিত বিস্তীর্ণ উৎকৃষ্ট শয্যায় তাঁহাকে রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করিল; এবং প্রদোষ সময়ে প্রগাঢ় চন্দ্রোদয় হইলে স্বীয় আলয় হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক পার্থের ভবন উদ্দেশে গমন করিতে লাগিল। সেই বরাঙ্গনা কান্তি, প্রিয় দৃশ্যতা ও কুসুম-স্তবক-ভূষিত কুঞ্চিত দীর্ঘ কোমল কেশপাশে শোভমানা হইয়া বক্ত্রচন্দ্রে ভ্রূক্ষেপ-স্বরূপ আলাপ-মাধুর্য্যদ্বারা যেন শশাঙ্ককে আহ্বান করিতে করিতে পদ বিন্যাস করিতে লাগিল। গমন কালে তাহার হারশোভিত, উত্তম অঙ্গরাগযুক্ত, দিব্য চন্দনচর্চ্চিত, সুমুখ, স্তনযুগল বিচলিত হইতে লাগিল। স্তনভারবহনজন্য ক্লেশপ্রযুক্ত পদে পদে নত হইয়া গমন করাতে

তাহার মধ্যদেশ ত্রিবলীদামে অদ্ভুত ও অতীব শোভিত হইল। তাহার নিতম্বদ্বারা উন্নত ও পীবর, উপত্যকার ন্যায় বিস্তীর্ণ, অনবদ্য, স্বচ্ছরূপ জঘন স্থল সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃত ও রশনাদামে বিভূষিত হওয়াতে দিব্য ঋষিদিগেরও চিত্ত-হরণশীল হইয়া মন্মথের আবির্ভাব-স্থান রূপে শোভা পাইতে লাগিল। এবং তাহার তাম্রবর্ণ আয়ততল ও তাম্রবর্ণ অঙ্গুলিদ্বারা শোভিত, কিঙ্কিণী-পরিধান-জনিত-কিণযুক্ত, কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ-সদৃশ উন্নত চরণ-যুগলও মনোজ্ঞ-রূপে শোভমান হইল। ঐ রমণী অল্প-পরিমিত মদ্যপানে সানন্দভাব ও মদনের আবির্ভাব-প্রযুক্ত বিবিধ-হাব-বিশেষ দ্বারা সাতিশয় সুদৃশ্যা হইল। বিলাসিনী-রূপে গমনশীলা উর্ব্বশীর আকৃতি বহুবিধ আশ্চর্য্যময় স্বর্গ মধ্যেও সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্বদিগের দর্শনীয়তম হইল। এবং উজ্জ্বল মেঘবর্ণ অতিসূক্ষ্ম উত্তরীয় বস্ত্রে তাহার অর্দ্ধাঙ্গ আবৃত হওয়াতে যেন গগণস্থ চন্দ্রলেখার ন্যায় তাহাকে বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর অপ্সরঃপ্রবরা উর্ব্বশী মন বা পবনের তুল্য দ্রুত গতিতে হাস্য-বদনে ক্ষণকালের মধ্যে ফাল্গুন-ভবনে উপনীত হইল।

হে নরশ্রেষ্ঠ! শুভলোচনা উর্ব্বশী অর্জ্জুনের ভবন-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারপাল দ্বারা নিবেদন-পূর্ব্বক অতি মনোহর পরিষ্কৃত নিকেতন-মধ্যে প্রবেশ করিল। হে রাজন্! অর্জ্জুন রাত্রিকালে নিজ নিকেতনে উর্ব্বশীকে দেখিবামাত্র সশঙ্ক চিত্তে তাহার নিকট প্রত্যুদ্গমন করিলেন; এবং লজ্জাবৃত লোচনে তাহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক গুরুর ন্যায় পূজা করিলেন। অনন্তর কহিলেন, হে দেবি অপ্সরঃ-প্রধানে! আপনাকে আমি মস্তক দ্বারা অভিবাদন করিতেছি, আপনি কি অভিলাষ করিতেছেন, আজ্ঞা করুন; আমি আপনকার ভৃত্য উপস্থিত আছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন উর্ব্বশী অর্জ্জুনের ঐ কথা শুনিয়া সংজ্ঞা-শূন্যা হইল, এবং অর্জ্জুনকে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের কথিত বাক্য আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিতে আরম্ভ করিল, হে মনুজোত্তম! চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব আমাকে যে রূপ বলিয়াছেন, যদনুসারে আমি এখানে আসিয়াছি, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে নরোত্তম! তোমার আগমন-জন্য স্বর্গের যে মনোরম মহোৎসব সভা হইয়াছিল, যাহাতে স্বয়ং মহেন্দ্রের উপস্থিতি হয়; যে সভায় রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বসুগণ, মহর্ষিগণ, প্রধান রাজর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, যক্ষগণ ও মহোরগগণ-প্রভৃতি সকলের সমাগম হয়; যে সভায় অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য-প্রভৃতি সমস্ত দেবতা স্ব স্ব ঋদ্ধিদ্বারা জাজ্বল্যমান মূর্ত্তিতে স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব মান ও প্রভাব অনুসারে উপবিষ্ট হইলে গন্ধর্ব্বগণ বীণাবাদ্য ও মনোরম দিব্য গান এবং প্রধান প্রধান সমস্ত অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল। হে বিশালনেত্র শক্রনন্দন পার্থ! ঐ সভায় তুমি অন্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমাকেই অনিমিষ নয়নে অবলোকন করিয়াছিলে। অনন্তর দেবগণের সেই মহোৎসব যজ্ঞের অবসানে দেবতারা তোমার পিতার অনুজ্ঞানুসারে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট সমস্ত অপ্সরা ও অন্য অন্য সকলেই তোমার পিতার আজ্ঞাক্রমে নিজ নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিল। হে কমল-পত্রলোচন! অনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন দেবরাজের আদেশানুসারে আমার নিকট আসিয়া কহিলেন, "হে বরবর্ণিনি! আমি সুরেশ্বর মহেন্দ্র-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি; সুরপতি আমাকে তোমারই নিমিত্তে প্রেরণ করিয়াছেন; তুমি সুরপতির ও আমার এবং তোমার আপনার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন কর। "হে সুশ্রোণি! পৃথানন্দন অর্জ্জুন সংগ্রামে শৌর্য্য-সম্পন্ন, সর্ব্বদা ঔদার্য্যগুণে অলঙ্কৃত এবং ইন্দ্র-তুল্য; তাঁহাকে তুমি অভিলাষ কর।" হে অনঘ অরিন্দম! চিত্রসেন এই রূপ বলাতে তাঁহার কথানু-

সারে তোমার পিতার অনুজ্ঞাক্রমে আমি তোমার শুশ্রূষা করিবার নিমিত্তে সমাগত হইয়াছি। হে বীর! আমি অনঙ্গের বশতাপন্ন হইয়াছি, তোমার গুণসমূহে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে; অতএব তোমাকে শুশ্রূষা করা আমারও চিরাভিলষিত মনোরথ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন স্বর্গ ধামে উর্ব্বশীর এই কথা শ্রবণ করত সাতিশয় লজ্জাবৃত হইয়া হস্তদ্বয়ে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন-পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, হে ভামিনি বরাননে শুভগে! আপনি যাহা আমাকে বলিলেন, তাহা আমার দুঃশ্রোতব্য, কারণ আপনি নিশ্চয়ই আমার গুরুপত্নী-তুল্য। হে কল্যাণি শুচিস্মিতে! আমি আপনাকে যে বিস্পষ্ট ও বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহার কারণ আপনাকে সত্য রূপে বলি, আপনি শ্রবণ করুন। দেবসভায় আমি আপনাকে, এই মুদিতা অঙ্গনাই পৌরব-বংশের জননী, এই ভাবিয়া প্রফুল্ল নয়নে দর্শন করিয়াছিলাম। হে কল্যাণি! আপনি আমার বংশবর্দ্ধিনী, সুতরাং আমার গুরু অপেক্ষাও গুরুতরা, অতএব আপনি আমার প্রতি অন্য প্রকার চিন্তা করিবেন না।

উর্ব্বশী কহিলেন, হে বীর দেবরাজনন্দন! আমরা সকলে কাহারও আবৃতা নহি, অতএব আমাকে গুরুস্থানে নিযুক্ত করা তোমার উচিত হয় না। পুরু রাজার বংশে যে সকল পুত্র বা নপ্তা তপস্যা-দ্বারা এখানে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, আমাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের ব্যতিক্রম ভাব নাই। অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে মানপ্রদ! আমি মন্মথানলে সন্তপ্তা ও পীড়িতা হইয়াছি, আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না। আমি তোমার ভক্ত, আমাকে ভজনা কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অনিন্দিতরূপবতি বরারোহে! আমি সত্য বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন, এবং দিক্, বিদিক্ ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতারাও শ্রবণ করুন। হে অনঘে! যে প্রকার, আমার পক্ষে কুন্তী, মাদ্রী ও শচী গরীয়সী, সেই প্রকার, আমার বংশজননী আপনিও এক্ষণে আমার গরীয়সী। হে বরবর্ণিনি! আপনি এখান হইতে গমন করুন, আমি নতশিরে আপনকার চরণদ্বয়ে প্রপন্ন হইতেছি। আপনি আমার মাতৃবৎ পূজ্যা, অতএব আমাকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উর্ব্বশী অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া ক্রোধমূর্চ্ছিতা ও কম্পিতা হইয়া ভ্রূকুটীবক্তে ধনঞ্জয়ের প্রতি এই বলিয়া শাপ প্রদান করিল যে, হে পার্থ! আমি তোমার পিতার অনুজ্ঞা-হেতু স্বয়ং তোমার গৃহে আসিয়াছি, বিশেষত আমি কন্দর্পের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি, এমত স্থলে তুমি আমার প্রতি অভিনন্দন করিলে না, অতএব তুমি পুরুষত্ব-বিহীন রূপে বিখ্যাত, মানহীন ও নর্ত্তক হইয়া স্ত্রীগণমধ্যে ক্লীবের ন্যায় বিচরণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উর্ব্বশী ওষ্ঠকম্পন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করত স্বগৃহে পুনঃ প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর পাণ্ডুনন্দন অরিন্দম অর্জ্জুন ত্বরায় চিত্রসেনের সমীপে গমন করিয়া উর্ব্বশীর রজনীবৃত্তান্ত সমস্ত আদ্যোপান্ত আনুপূর্ব্বিকক্রমে নিবেদন করিলেন। পরে চিত্রসেন, উর্ব্বশী-কর্তৃক অর্জ্জুনের প্রতি অভিশাপ প্রদান ও অন্য যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, তৎসমুদায় শক্র সমীপে জানাইলেন। তদনন্তর হরিবাহন ইন্দ্র নিজ তনয়কে নির্জ্জনে আনাইয়া শুভ বাক্যে সান্ত্বনা করত হাস্যমুখে কহিলেন, হে বৎস মহাভুজ! তোমার জননী পৃথা তোমাকে পুত্র পাইয়া অদ্য সুপুত্রিণী হইলেন। হে সত্তম! সম্প্রতি ঋষিগণও তোমার ধৈর্য্য দ্বারা পরাজিত হইয়াছেন। হে মানদ! উর্ব্বশী তোমাকে যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছে, সেই অভিশাপ তোমার পক্ষে অর্থকর ও কল্যাণ-সাধক

হইবে। হে অনঘ! যখন তোমরা ত্রয়োদশ বর্ষে পৃথিবীতে অজ্ঞাত বাস করিবে, তখনই তুমি উর্ব্বশীর ঐ শাপ ভোগ করত যাপিত করিবে। ঐ এক বৎসর কাল তুমি পুরুষত্বহীন-রূপে নর্ত্তক-বেশে বিহার করিয়া পরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইবে। বীর শক্রহন্তা ফাল্গুন ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন, উর্ব্বশীর শাপজন্য আর চিন্তিত হইলেন না। তিনি যশস্বী চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের সহিত স্বর্গভবনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি পাণ্ডুপুত্রের এই চরিত্র নিয়ত শ্রবণ করে, তাহার অভিলাষ, পাপকর কামে প্রবৃত্ত হয় না। মানবেন্দ্রগণ, অমরবর-নন্দন ফাল্গুনের এই ভয়ানক পবিত্র চরিত্র শ্রবণ করিলে মদ, দম্ভ ও রাগ-দোষ হইতে অপগত হইয়া ত্রিদিব গমন-পূর্ব্বক বিহার করিতে থাকেন।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কোন সময়ে লোমশ-নামক মহর্ষি ভ্রমণ করিতে করিতে পুরন্দর-দর্শনে অভিলাষী হইয়া অমরাবতী গমন করিলেন। সেই মহামুনি দেবরাজের সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করত পাণ্ডবকে তদীয় অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট দেখিলেন। তত্রত্য মহর্ষিগণ সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠের সম্মান করিলে, তিনি দেবরাজের আজ্ঞাক্রমে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি পার্থকে ইন্দ্রাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই পার্থ ক্ষত্রিয় হইয়া কিরূপে ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হইলেন, ইনি এমত কি সুকৃত কর্ম্ম করিয়াছেন, এবং কর্ম্মদ্বারা কোন্ কোন্ লোক জয় করিয়াছেন যে দেব-নমস্কৃত এই ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হইলেন? বৃত্রনিসূদন শচীপতি শক্র, মুনিবরের মানসিক ভাব জানিতে পারিয়া হাস্য করত কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! আপনকার মনে যাহা বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তাহার উত্তর আমার নিকট শ্রবণ করুন। হে মহর্ষে! ইনি মনুষ্যই নহেন, কুন্তীর গর্ভজাত এই মহাভুজ আমার পুত্র, কোন কারণ বশত অস্ত্র শিক্ষা করিবার নিমিত্তে এখানে আগমন করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! আপনি এই পুরাতন ঋষিসত্তমকে জানেন না! ইহাঁর পরিচয় ও যে কারণে ইনি আমার নিকটে আসিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। নর ও নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ যে দুই ঋষিসত্তম, তাঁহারাই অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ত্রিলোক-বিখ্যাত নর নারায়ণ ঋষিদ্বয় প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্তে পুণ্যধাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে বিপ্র! দেবগণের কি মহাত্মা ঋষিগণের দর্শনাশক্য বদরীনামে বিশ্রুত যে আশ্রম আছে, সিদ্ধচারণ-সেবিতা গঙ্গা যে স্থান হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই আশ্রমই বিষ্ণু ও জিষ্ণু উভয়ের বাস স্থান। হে ব্রহ্মর্ষে! সেই মহাতেজস্বী মহাবীর্য্যবান্ ঋষিদ্বয় আমার নিয়োগানুসারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারাই ভূমির ভার অবতরণ করিবেন। অতিরিক্ত কতক গুলি অসুর, যাহারা নিবাত কবচ-নামে প্রসিদ্ধ, আমাদিগের অপ্রিয়াচরণে প্রবৃত্ত থাকিয়া বর প্রাপ্তিহেতুক মোহিত ও বলদর্পান্বিত হইয়া দেবতাদিগকে বিনাশ করিতে তর্ক করিতেছে; সেই বরদর্পিত অসুরেরা দেবতাদিগকে গণ্যই করে না; উক্ত মহাবল অতি-ভয়ানক দানবেরা পাতালে বসতি করে; সমুদায় দেবতারাও তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন না। সকলের অপরাজিত ভগবান্ মধুসূদন বিষ্ণু, যিনি পৃথিবীর অন্তর্গত থাকিয়া কপিল দেব নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন; হে বিভো! পূর্ব্বে সগর-রাজার মহাত্মা পুত্রেরা যাঁহার দর্শন মাত্রে নিহত হইয়াছিল; হে দ্বিজসত্তম! সেই শ্রীমান্ হরি, কিম্বা পার্থ, অথবা ইহাঁরা উভয়ে মিলিত হইয়া মহাযুদ্ধে আমাদিগের মহৎ কার্য্য করিবেন, সংশয় নাই। সেই ভগবান্ হরি, মহাহ্রদে নাগগণের ন্যায়, অসু-

চরগণের সহিত সমস্ত নিবাত কবচ অসুরদিগকে দর্শন মাত্র সংহার করিতে পারেন, কিন্তু অল্প কার্য্যের নিমিত্তে তাঁহাকে অনুরোধ করা উপযুক্ত হয় না, কারণ মহাতেজোরাশি প্রবৃদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা সমস্ত জগৎ দগ্ধ হইতে পারে। এই শূর পার্থ সেই সমস্ত নিবাত কবচ দানবদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে শক্ত, অতএব ইনি যুদ্ধস্থলে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার মর্ত্য লোকে গমন করিবেন। আপনি আমার নিয়োগানুসারে পৃথিবীতে গমন করুন। বীর যুধিষ্ঠির কাম্যক বনে বাস করিতেছেন, আপনি তথায় গমন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এবং আমার আদেশানুসারে সত্যসঙ্গর ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিবেন, " আপনি অর্জ্জুনের নিমিত্তে উৎকণ্ঠিত হইবেন না, তিনি কৃতাস্ত্র হইয়া শীঘ্র পৃথিবীতে আগমন করিবেন, কারণ, সংস্কৃত-বাহুবীর্য্য ও কৃতাস্ত্র না হইলে ভীষ্ম দ্রোণ-প্রভৃতির সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে সামর্থ্য হইবে না। মহাত্মা মহাবাহু গুড়াকেশ অস্ত্রবিশারদ হইয়া দিব্য নৃত্য গীত বাদিত্রে পারগ হইয়াছেন। হে অরিন্দম মনুজেশ্বর! আপনিও সমীপস্থ সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত বিবিক্ত তীর্থ সকল দর্শন করিতে উদ্যোগী হউন। হে রাজেন্দ্র! পুণ্যতীর্থে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ ও সন্তাপ-রহিত হইলে বিশুদ্ধ চিত্তে সুখে রাজ্য ভোগ করিতে পারিবেন।" হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন, আপনি বিপ্রপ্রধান ও তপোবল-সমন্বিত, অতএব আপনি তাঁহাকে রক্ষা করিবার যোগ্য পাত্র; গিরিদুর্গ ও বিষম দেশে সর্ব্বদা ভয়ানক রাক্ষস সকল বাস করে, তৎসমস্ত হইতে আপনি তাঁহাকে রক্ষা করিবেন।

মহেন্দ্র, লোমশ ঋষিকে ঐরূপ কহিলে বীভৎসুও সংযত হইয়া মহর্ষি লোমশকে কহিলেন, হে সত্তম মহামুনে! আপনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবেন, তিনি যাহাতে আপনকার রক্ষিত হইয়া তীর্থ-পর্য্যটন ও বিপ্রদিগকে দান করিতে পারেন, এমত করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুমহাতপস্বী লোমশ "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার-পূর্ব্বক কাম্যক বনোদ্দেশে মহীতলে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিনি কাম্যক বনে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতা ও তাপসগণে পরিবেষ্টিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাইলেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্র! মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র অপরিমিত-তেজস্বী পার্থের সেই অত্যদ্ভুত কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া কি বলিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা অম্বিকা-নন্দন পার্থের ইন্দ্রলোক গমন বৃত্তান্ত ঋষিপ্রবর দ্বৈপায়নের নিকট শ্রবণ করিয়া সঞ্জয়কে বলিলেন, হে সূত! আমি ধীসম্পন্ন পার্থের যে সমুদায় কর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত তুমি কি জ্ঞাত আছ? হে সারথে! আমার পুত্র দুর্য্যোধন গ্রাম্য ধর্ম্মে প্রমত্ত, মন্দস্বভাব, অতি দুর্ব্বুদ্ধি ও পাপাত্মা; সে পৃথিবী নষ্ট করিবে। যে মহাত্মার বাক্য সর্ব্বদা স্বাধীন অবস্থাতেও সত্য, এবং যাঁহার যোদ্ধা ধনঞ্জয়, তাঁহারই ত্রৈলোক্য। অর্জ্জুন শিলাশাণিত সুতীক্ষ্ণাগ্র কর্ণি ও নারাচাস্ত্র-সমূহ নিক্ষেপ করিলে কোন্ ব্যক্তি জরামরণ-রহিত হইলেও তাহার অগ্রে থাকিতে সমর্থ হইবে? যখন দুরাধর্ষ পাণ্ডবদিগের সহিত মৎপুত্রদিগের যুদ্ধ উপস্থিত, তখন এই দুরাত্মারা সকলেই মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছে। আমি নিরন্তর চিন্তা করিয়াও এমত কোন রথীকে দেখিতে পাই না যে অর্জ্জুনের রণ সমীপে উদিত হইতে পারে। দ্রোণ, কর্ণ কিম্বা ভীষ্ম যদ্যপি তাহার রণে প্রতিগমন করেন, তাহা হইলে লোক রক্ষার প্রতি মহা সংশয় উপস্থিত হইবে; কিন্তু তাহাতে যে আমাদিগের জয় হইবে, এমত বোধ হয় না, কারণ কর্ণ কৃপালু ও অবধান-রহিত; আচার্য্য

স্থবির এবং গুরু; অর্জ্জুন অসহিষ্ণু, উৎসাহী ও দৃঢ়-বিক্রম। পরন্তু ইহাঁদিগের পরস্পর অপরাজিত তুমুল সংগ্রাম হইবার সম্ভাবনা, কারণ ফাল্গুন ও কর্ণ-প্রভৃতি সকলেই অস্ত্রবিশারদ ও শূর; এবং লোকে ইহাঁদিগের মহাযশ আছে; ইহাঁরা পরাজিত হইয়া সর্ব্বাধিপত্যও বাঞ্ছা করেন না; অতএব ইহাঁদিগের কিম্বা ফাল্গুনের মৃত্যু ব্যতীত আর যুদ্ধ-শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অর্জ্জুনকে বধ বা পরাজয় করিতে পারে, এমত কোন ব্যক্তিই নাই; এবং তাঁহার ক্রোধ আমাকেই প্রতিসন্ধান করে, সেই ক্রোধই বা কি রূপে শান্ত হয়, তাহার উপায় দৃষ্ট হয় না। ইন্দ্রতুল্য সেই বীর খাণ্ডবে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত ও রাজসূয় মহাযজ্ঞে সকল নৃপতিকে পরাজয় করিয়াছেন। হে সঞ্জয়! বজ্র পর্ব্বত-মস্তকে পতিত হইয়া তাহার শেষ রাখে, কিন্তু কিরীটীর কর-নিক্ষিপ্ত শরসমূহ শত্রুর প্রতি পতিত হইয়া তাহার শেষ রাখে না। যে প্রকার সূর্য্যের কিরণ চরাচর বিশ্বকে সন্তপ্ত করে, সেই প্রকার পার্থের ভুজ-নিক্ষিপ্ত শরসমূহ আমার পুত্র-দিগকে সন্তপ্ত করিবে। সমস্ত ভারতীসেনা যেন সব্য-সাচীর রথ নির্ঘোষে ভয়ার্ত্ত ও বিদীর্ণ রূপে প্রকাশ পাইতেছে। বিধাতা যেমন সেই কিরীটীকে সর্ব্ব-সংহারক অন্তক রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই রূপ কিরীটীও আততায়ী হইয়া সমরক্ষেত্রে বাণ উদ্বমন ও প্রবপণ করত অবস্থান করিবেন, অতএব তাঁহাকে পরাভব করা কাহারও সাধ্য নহে।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! আপনি দুর্য্যোধনের বিষয় যাহা বলিলেন, তাহা সকলই যথার্থ, কিছু মাত্র মিথ্যা নয়। মহাবলবীর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবেরা ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী কৃষ্ণাকে সভায় আনীতা দেখিয়া এবং দুঃশাসন ও কর্ণের সেই নিদারুণ দুর্ব্বাক্য শুনিয়া যে রূপ ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে আমার বোধ হয়, তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন না। মহারাজ! আমি শুনিয়াছি, ধনঞ্জয় যুদ্ধস্থলে ধনুর্দ্ধারা একাদশমূর্ত্তি রুদ্রকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। সর্ব্ব-দেবেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ সেই কপর্দ্দী, ফাল্গুনকে জানিবার নিমিত্তে কিরাত বেশ ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। এবং সেই স্থলে লোক-পালগণ সেই তপঃপরাক্রান্ত অক্ষয় বীর অর্জ্জুনকে অস্ত্র প্রদান করিবার নিমিত্তে দর্শন দিয়াছেন। অর্জ্জুন-ব্যতীত কোন্ মনুষ্য পৃথিবী-মণ্ডলে সেই সকল লোকেশ্বরদিগকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবার নিমিত্তে উৎসাহ করিতে পারে? হে রাজন্! অষ্ট-মূর্ত্তি মহেশ্বর যাঁহাকে ক্ষীণ-বল করিতে পারেন নাই, সেই ব্যক্তিকে কোন্ বীর পুরুষ ক্ষীণবল করিতে উৎসাহ করিবে? আপনার পুত্রগণ সভাতে দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিয়াই পাণ্ডবদিগের ক্রোধ জন্মাইয়া এই লোমাঞ্চ-জনক দারুণ তুমুল সঙ্কট উপস্থিত করিয়াছেন। যখন দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে উরুদ্বয় দর্শন করাইয়াছিলেন, তখন ভীমসেন তাহা দেখিয়া ওষ্ঠ স্ফুরণ পূর্ব্বক এই কথা বলিয়াছিলেন, "অরে পাপ! তুই যেমন কপট দ্যূতক্রীড়া দ্বারা জয় কামনা করিয়াছিস্, আমি ত্রয়োদশ বৎসরান্তে ভীষণ বেগ পূর্ব্বক গদাঘাতে তোর উরুদ্বয় ভগ্ন করিব," তাঁহার এই বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে। পাণ্ডবেরা সকলেই প্রহারক-প্রধান, সকলেই অপ-রিমিত-তেজস্বী, এবং সকলেই সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ; অতএব তাঁহারা দেবতাদিগেরও দুর্জ্জেয়। আমার বোধ হয়, তাঁহারা যখন ভার্য্যার অপমান-জন্য অসহ্য ক্রোধে কম্পিত হইয়াছেন, তখন যুদ্ধে আপ-নার পুত্রগণকে জীবিত রাখিবেন না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূত! কর্ণ পাণ্ডবগণকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া কি অকার্য্যই করিয়াছেন! কৃষ্ণাকে যে সভামধ্যে আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহাতেই পাণ্ডবদিগের সহিত বৈর ভাব পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। যাহাদিগের গুরুতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

নীতিপথে থাকে না, সেই মন্দবুদ্ধি মদীয় পুত্রগণ সম্প্রতি কি রূপে নীতিপথে থাকিবে? হে সঞ্জয়! মন্দভাগ্য দুর্য্যোধন আমাকে দৃষ্টিহীন ও নিশ্চেষ্ট দেখিয়া অজ্ঞান বোধ করিয়া আমার বাক্যও শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে না; তাহার কর্ণ ও শকুনি-প্রভৃতি যে সকল মন্ত্রী আছে, তাহারাও মন্দবুদ্ধি; তাহারা জ্ঞানহীনতা-প্রযুক্ত তাহার দোষ-সমূহকেই অধিক রূপে বৃদ্ধি করিয়া দেয়। অপরিমিত-তেজস্বী অর্জ্জুন যদি সহজে বাণ নিক্ষেপ করেন, তাহাতেই আমার পুত্রেরা দগ্ধ হইয়া যাইবে, পরন্তু ক্রোধ দ্বারা নিক্ষেপ করিলে তাহার আর কথা কি আছে? বাণ সকল দিব্যাস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইয়া পার্থের বাহুবল দ্বারা মহাকার্ম্মুক হইতে বিনিঃসৃত হইলে দেবতাদিগকেও পীড়ন করিতে সমর্থ হইবে। ত্রৈলোক্যনাথ জনার্দ্দন সেই হরি যাঁহার সুহৃৎ, মন্ত্রী ও রক্ষক, তাঁহার অজেয় কি আছে? হে সঞ্জয়! ইহ লোকে অর্জ্জুনের এই এক অতি মহাশ্চর্য্য কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে যে, তিনি মহাদেবের বাহুযুগলে সমবেত হইয়াছেন, ইহা শ্রুত হইয়াছে। এবং তিনি দামোদরের সহিত পূর্ব্ব কালে অগ্নির সাহায্য নিমিত্তে খাণ্ডবে যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বলোকেরই প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ভীম, অর্জ্জুন ও সাত্বত বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইলে আমার পুত্রেরা সুবল-বংশীয় শকুনি-প্রভৃতির ও সমস্ত অমাত্যের সহিত একত্র হইলেও যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনে! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অগ্রে পাণ্ডুপুত্রদিগকে বন প্রব্রাজিত করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার অনুতাপ করা বৃথা। তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধন যে, মহারথ পাণ্ডবদিগের কোপোৎপাদন করিয়াছিলেন, ঐ অজ্ঞান দুর্য্যোধনকে তিনি কি জন্য উপেক্ষা করিলেন? সে যাহা হউক; পাণ্ডুপুত্রদিগের বনে কি রূপ ভোজন হইত? তাঁহারা বনজাত সামগ্রী ভোজন করিতেন, কি কৃষিজাত বস্তুদ্বারা ভোজন নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পুরুষেন্দ্র পাণ্ডবেরা বিষলেপবর্জ্জিত বাণ দ্বারা মৃগ বধ করিয়া তাহার মাংস ও নীবারাদি বন্য শস্যের অগ্র ভাগ ব্রাহ্মণদিগকে নিবেদন করিয়া অবশিষ্ট ভাগ ভোজন করিতেন। মহাধনুর্দ্ধর শূর পাণ্ডবদিগের বন-বাস কালে দশ সহস্র সাগ্নি ও নিরগ্নি মোক্ষবিৎ মহাত্মা স্নাতক ব্রাহ্মণ সঙ্গী হইয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই অরণ্যমধ্যেও তাঁহাদিগকে প্রতি-পালন করিতেন। তিনি বিবিধ বাণদ্বারা রুরু, কৃষ্ণ-সার মৃগ ও অন্যান্য পবিত্র বন্য পশু উন্মথিত করিয়া তাঁহাদিগকে নিবেদন করিতেন। তথায় কোন ব্যক্তি দুর্ব্বর্ণ, কি ব্যাধিত, কি কৃশ, কি দুর্ব্বল, কি দীন, কিম্বা ভীত দৃষ্ট হয় নাই। কৌরব-বর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে প্রিয় পুত্রের ন্যায় ও জ্ঞাতি গণকে সহোদরের ন্যায় পোষণ করিতেন। তখন যশস্বিনী দ্রৌপদী মাতার ন্যায় স্নেহ-পূর্ব্বক দ্বি-জাতিগণ ও পতিদিগকে অগ্রে ভোজন করাইয়া আপনি অবশিষ্ট ভোজন করিতেন। রাজা যুধি-ষ্ঠির পূর্ব্ব দিকে, ভীমসেন দক্ষিণ দিকে, নকুল সহদেব পশ্চিম বা উত্তর দিকে ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক গমন করিয়া মাংসের নিমিত্তে নিত্য নিত্য পশু বিনাশ করিতেন। পাণ্ডবগণ এই রূপে তথায় বসতি করত অর্জ্জুন-বিহীন হইয়াও অধ্যয়ন, জপ ও হোমের অনুষ্ঠানে ঔৎসুক্য-পূর্ব্বক ব্যাপৃত থাকাতে পঞ্চ বর্ষ কাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

পঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পুরুষ-প্রধান! অম্বিকা-নন্দন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের অলৌকিক ও অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করিয়া চিন্তা ও শোকে আকুল হইয়া দীন চিত্তে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক

সঞ্জয়কে সম্বোধন করত কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি পুত্রদিগের অনুষ্ঠিত দ্যূত জনিত ঘোরতর দুর্নীতি এবং অসহ্যবীর্য্য পাণ্ডুকুমারদিগের শূরতা, ধীরতা, অতি ধৈর্য্য ও পরস্পর অলৌকিক অনুরাগ চিন্তা করিয়া দিবা রাত্রি মধ্যে ক্ষণ মাত্রও শান্তি লাভ করিতে পারি না। ইন্দ্রতুল্য-তেজস্বী মহাভাগ দেবপুত্র নকুল সহদেব দুইটি পাণ্ডব স্বভাবত যুদ্ধ-দুর্ম্মদ, দৃঢ়ায়ুধ, দূর লক্ষ্যভেদী, যুদ্ধে দৃঢ়নিষ্ঠ, লঘু-হস্ত, প্রগাঢ়-ক্রোধান্বিত, নিত্যোদ্যোগী, বেগশীল, সিংহবিক্রান্ত ও অশ্বিনী-কুমারদ্বয়-সদৃশ দুঃসহ; উহারা যখন ভীমার্জ্জুনকে অগ্রে করিয়া রণ-মুখে দাঁড়াইবে, আমি দেখিতেছি যে তখন আমার সৈন্যদিগের শেষ থাকিবে না। যুদ্ধে প্রতিরথি-রহিত অতি ক্রোধী মহারথ দেবপুত্রদ্বয় দ্রৌপদীর সেই ক্লেশ স্মরণ করিয়া কখনই ক্ষমা করিবে না। মহাধনুর্দ্ধর মহাতেজস্বী বৃষ্ণিগণ, পাঞ্চালগণ ও পৃথানন্দনেরা যুদ্ধস্থলে সত্যাভিসন্ধ বাসুদেব-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমার পুত্রদিগের বাহিনী দগ্ধ করিবেন। হে সূতনন্দন! যুদ্ধস্থলে বৃষ্ণি বীরগণ রাম ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রণীত হইলে, ইহারা সকলে একত্র হইলেও তাঁহাদিগের বেগ সহ্য করিতে পারিবে না। তাঁহাদিগের মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর ভীমপরাক্রম ভীম যখন বীরঘাতিনী লোহময়ী গদা হস্তে করিয়া বিচ-রণ করিবেন, এবং গাণ্ডীবের অশনি-তুল্য মহা-নির্ঘোষ হইবে, তখন রাজগণের মধ্যে কেহই তাহা সহিতে পারিবেন না; তখন আমাকে স্মরণীয় সুহৃদ্বাক্য সকল স্মরণ করিতে হইবে, যেহেতু আমি পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের বশানুগ হইয়া তাহা প্রতিপালন করি নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার এইটিই মহাব্যতিক্রম ভাব যে আপনি সমর্থ হইয়াও মোহ প্রযুক্ত আপনার পুত্রকে উপেক্ষা করত নিবারণ করেন নাই। অচ্যুত মধুসূদন পাণ্ডবদিগের দ্যূতে পরাজয় শুনিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক কাম্যক বনে গমন করত তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়াছেন। হে রাজন্! ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি দ্রুপদপুত্রগণ, বিরাট, ধৃষ্টকেতু ও কেকয়াধিপতি মহারথ রাজগণ পাণ্ডব-দিগকে পরাজিত দেখিয়া যাহা বলিয়াছেন, তৎ-সমস্ত আমি চরদ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি, এবং তাহা আপনাকেও জানাইয়াছি। মধুসূদন তথায় সমা-গত ও পাণ্ডবগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ স্থলে অর্জ্জু-নের সারথ্যকর্ম্মে "তথা" বলিয়া স্বীকার করিয়া-ছেন; এবং পাণ্ডবদিগকে তাদৃশ দুরবস্থাপন্ন ও উত্তরীয়-কৃষ্ণাজিন-পরিধায়ী দেখিয়া ক্রোধ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছেন যে "ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞে পার্থদিগের যে সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলাম, যাহা অন্য রাজাদিগের অতিদুর্লভ; যে যজ্ঞে অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র ওড়্র, চোল, দ্রবিড়, অন্ধক, সাগর, অনুপ, পত্তন, সিংহল, বর্ব্বর, ম্লেচ্ছ, লঙ্কা, শত শত পশ্চিম রাষ্ট্র, সাগর-সন্নিহিত পহ্লব, দরদ, কিরাত, যবন, শক, হারহূণ, চীন, তুখার, সৈন্ধব, জাগুড়, রমঠ, মুণ্ড, স্ত্রীরাজ্য, তঙ্গণ, কেকয়, মালব ও কাশ্মীর দেশীয় মহীপালদিগকে পার্থদিগের অস্ত্রতেজের ভয়ে অর্দ্দিত ও আহূত হইয়া পরিচর্য্যা করিতে দেখিয়াছি; হে কুরুনন্দন! দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশা-সন ও সুবল-পুত্র শকুনি, ইহারা যে সেই চপলা ও নীচগামিনী সমৃদ্ধি আপনকার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, ইহাদিগকে এবং অপর যে কোন ব্যক্তি ইহাদিগের সাহায্যার্থে আমাদিগের সহিত প্রতি-যুদ্ধ করিবে, তাহাদিগকে রাম, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, অক্রুর, গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, আহুক, বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিশুপাল-পুত্র ধৃষ্টকেতুর সহিত মিলিত হইয়া আমি যুদ্ধে সদ্য হনন করিয়া তাহাদিগের জীবন গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই সমৃদ্ধি আহরণ করিব। অনন্তর আপনি দুর্য্যোধনের সেই সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া হাস্তিনপুরে ভ্রাতৃগণের সহিত বসতি-পূর্ব্বক এই পৃথিবী প্রশাসন করিবেন।" তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সেই বীরসমাজে ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতির সমক্ষে কৃষ্ণকে

কহিলেন, হে মহাবাহু জনার্দ্দন! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম, কিন্তু ত্রয়োদশ বৎসর পরে তুমি আমার শত্রুগণকে তাহাদিগের বান্ধবগণের সহিত বিনাশ করিও; হে কেশব! তুমি এইরূপ করিয়া আমার সত্য রক্ষা কর; যেহেতু আমি রাজগণমধ্যে ত্রয়োদশ বর্ষকাল বনবাসাদি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি সেই সকল সভাসদ্গণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ঐ কথায় সম্মত হইয়া অমর্ষাপন্ন কেশবকে সময়োচিত মধুর বাক্যে ঝটিতি সান্ত্বনা করিলেন, এবং তাঁহার সমক্ষেই দুঃখার্ত্তা পাঞ্চালীকে কহিলেন, "হে দেবি বরবর্ণিনি! তোমার ক্রোধ হেতুই দুর্য্যোধন জীবন পরিত্যাগ করিবে। এবং আমরাও সত্য করিয়া তাহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অতএব তুমি শোক করিও না। হে কৃষ্ণে! যাহারা দ্যুতক্রীড়ায় তোমাকে জয় করিয়া তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করত যে রূপ হাস্য করিয়াছে, বৃক ও পক্ষিগণ তাহাদিগের মাংস ভোজন করিয়া সেই রূপ হাস্য করিবে। যাহারা তোমাকে রাজসভায় আকর্ষণ করিয়াছে, গৃধ্র ও শৃগালগণ তাহাদিগের মস্তক আকর্ষণ করিতে করিতে শোণিত পান করিবে; তুমিও মাংসাশী জন্তুসকলকে তাহাদিগের শরীর ভূতলে পুনঃ পুন আকর্ষণ ও ভক্ষণ করিতে দেখিবে। এবং যাহারা সেই সভায় তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছে ও ঘৃণিত বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছে, তাহারা ছিন্ন-মস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হইবে, পৃথিবী তাহাদিগের শোণিত পান করিবেন।" হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধলক্ষণাক্রান্ত তেজস্বী সেই সকল শূর এই রূপ বহুবিধ বাক্য কহিয়াছেন; অতএব সেই সকল মহারথ ত্রয়োদশ বৎসর পরে ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক বৃত হইয়া বাসুদেবকে অগ্রে করিয়া উপস্থিত হইবেন। রাম, কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি, ভীম, নকুল, সহদেব, মৎস্যরাজ এবং কেকয় ও পাঞ্চাল দেশীয় রাজপুত্রগণ, এই সকল মহাত্মারা অপরাজেয় ও লোক-প্রসিদ্ধ বীর; ইহাঁরা স্ব সম্পর্কীয় বন্ধু বান্ধব ও সৈন্যগণের সহিত সমরোদ্যত হইলে জীবিতার্থী কোন্ ব্যক্তি, ক্রুদ্ধ কেশরী সিংহের সম্মুখ গমনের ন্যায়, ইহাঁদিগের সম্মুখ রণে অগ্রসর হইবে?

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্যুতক্রীড়া কালে বিদুর আমাকে বলিয়াছিলেন যে "হে নরেন্দ্র! যদি আপনি পাণ্ডবদিগকে দ্যুতক্রীড়ায় পরাজয় করেন, তবে নিশ্চয়ই কুরুদিগের শোণিত-সমূহ দর্শনরূপ মহাভয়-জনক অন্তকাল উপস্থিত হইবে।" এক্ষণে আমি বিবেচনা করিতেছি যে বিদুর পূর্ব্বে ঐ কথা যাহা আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিবে; পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞাত কাল অতীত হইলেই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, সংশয় নাই।

একপঞ্চাশ অধ্যায় ও ইন্দ্রলোকাভিগমন প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

নলোপাখ্যান প্রকরণ ॥ ৬ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মহাত্মা অর্জ্জুন অস্ত্র নিমিত্তে ইন্দ্রলোকে গমন করিলে যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি পাণ্ডবেরা কি রূপে কালাতিপাত করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পার্থ অস্ত্র নিমিত্তে ইন্দ্রলোকে গমন করিলে ভরতেন্দ্র পাণ্ডবেরা কৃষ্ণার সহিত কাম্যক বনে বাস করিয়া থাকেন। দুঃখার্ত্ত পাণ্ডবেরা একদা কৃষ্ণার সহিত তৃণমণ্ডিত পরিষ্কৃত নির্জ্জন স্থলে ধনঞ্জয়ের নিমিত্তে অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে শোক প্রকাশ করিতে করিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলেই অর্জ্জুন-বিয়োগ জন্য শোকে আচ্ছন্ন হইয়া সন্তপ্ত হইলেন। রাজ্য বিনাশ ও ভ্রাতৃ বিরহে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ নিতান্ত দুঃখিত হইল। ঐ সময়ে মহাবাহু ভীম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডুপুত্রগণের প্রাণ দেহে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যিনি বিনষ্ট হইলে

পাঞ্চালগণ, বাসুদেব, সাত্যকি এবং সপুত্র আমরা বিনষ্ট হইব, সংশয় নাই; এতাদৃশ অর্জ্জুনকে আপনি এখান হইতে অপগত করিয়াছেন। সেই ধর্ম্মাত্মা যে বহু ক্লেশ চিন্তা করিতে করিতে আপনার নিদেশানুসারে গমন করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে? আমরা সকলে সেই মহাত্মার বাহুবল আশ্রয় করিয়াই রাজ্য প্রাপ্ত ও শক্রদিগকে রণে পরাজিত বলিয়া মনে করিতেছি। এবং আমি সেই ধনুর্দ্ধরের প্রভাব হেতু সভা মধ্যে শকুনির সহিত ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রকে পর লোকে প্রেরণ করি নাই। আমাদিগের মনে যে ক্রোধ উদিত হইয়াছে, তাহার মুল আপনি; সুতরাং আমরা বাহুবল শালী ও বাসুদেবের রক্ষিত হইয়াও ঐ ক্রোধ সম্বরণ করিয়া রহিয়াছি, নতুবা কৃষ্ণের সাহায্যে কর্ণ প্রভৃতি শক্রদিগকে বিনাশ করিয়া স্বীয় বাহুবিজিত কৃৎস্ন ধরামণ্ডল শাসন করিতে পারি। আমরা পৌরুষান্বিত হইয়াও আপনকার দ্যূত দোষে এই উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মূর্খ পুত্রেরা অধীন নৃপতিদিগের নিকট হইতে উপহার গ্রহণ দ্বারা বলবত্তর হইতেছে। মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করুন, বনবাস ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয়, পণ্ডিতগণ রাজত্বকেই ক্ষত্রিয়দিগের পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানেন; অতএব আপনি ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞ ক্ষত্রিয় হইয়া ধর্ম্ম্য পথ নষ্ট করিবেন না। হে রাজন্! আমরা দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বেই বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণ ও পার্থকে আনাইয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে সংহার করি। হে মহামতি মহারাজ! তাহারা সৈন্যব্যূহ মধ্যে থাকিলেও বেগ দ্বারাই তাহাদিগকে পর লোকে প্রেরণ করিব। আমি একাকীই ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র হনন করিব; দুর্য্যোধন বা কর্ণ অথবা অন্য যে কেহ প্রতিযুদ্ধ করিবে, তৎসমুদায়কেই শমন ভবনের অতিথি করিব। হে নরপতে! আমা দ্বারা শক্রকুল প্রশমিত হইলে পশ্চাৎ আপনি পুনর্ব্বার বনে আগমন করিবেন; তাহা হইলে আপনার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গজন্য দোষ হইবে না। হে অরিন্দম নরপাল! যদিই আমাদিগের এই রূপে শক্র বধ জন্য পাপ জন্মে, তবে বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা তাহা প্রক্ষালন করিয়া উৎকৃষ্ট স্বর্গে গমন করিতে পারিব; যদি আমাদিগের রাজা অপণ্ডিত ও দীর্ঘসূত্রী না হন, তবে এরূপ হইতে পারে; বিশেষত আপনি ধর্ম্মপরায়ণ। ইহা নিশ্চয় আছে যে ধূর্ত্ত ব্যক্তিদিগকে ধূর্ত্ততা দ্বারা বিনাশ করা উচিত; ধূর্ত্ত ব্যক্তিকে ধূর্ত্ততা দ্বারা বিনাশ করিলে পাপই হয় না। মহারাজ! ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এক অহোরাত্র কালকে সম্বৎসর-তুল্য জ্ঞান করেন। হে বিভো! সেই রূপ বেদবাক্যও সর্ব্বদা শ্রুত হইতেছে যে কৃচ্ছ্র-সাধ্য কর্ম্ম দ্বারাও সম্বৎসর পূর্ণ হয়। যদি আপনার নিকট বেদ-বাক্য প্রমাণ হয়, তবে তদনুসারে দিবসের ঊর্দ্ধ কালকে ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ বলিয়া জ্ঞান করুন। হে শক্রনিসূদন! মদুক্ত এই কালই সসহায় দুর্য্যোধনের বিনাশের উপযুক্ত কাল; নচেৎ সে অগ্রেই সমস্ত পৃথিবী বশবর্ত্তী করিবে। হে রাজেন্দ্র! আপনি দ্যূতপ্রিয় হইয়া যে অজ্ঞাতচর্য্যা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রায় নিপাতিত হইয়াছি; কারণ এমত কোন দেশ দেখিতে পাই না যে, সেখানে আমরা থাকিলে দুষ্টাত্মা দুর্য্যোধন চর দ্বারা আমাদিগকে জানিতে না পারিবে; সেই প্রতারক পুরুষাধম আমাদিগের সকলকে অজ্ঞাত বাস কালে জানিতে পারিয়া পুনর্ব্বার এই রূপে বনে প্রেরণ করিবে। মহারাজ! যদি সেই পাপাত্মা আমাদিগকে অজ্ঞাত বাস হইতে উত্তীর্ণ দেখিতে পায়, তাহা হইলেও সে পুনর্ব্বার আহ্বান করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইবে; আপনিও পুনরাহূত হইয়া পুনর্ব্বার দ্যূত দ্বারা অপনীত হইবেন। মহারাজ! আপনার দ্যূতে তাদৃশ নিপুণতা নাই এবং তখন তদ্বিষয়ে জ্ঞানশূন্য হইবেন, সুতরাং পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার বনে বসতি করিবেন। হে নরপাল! আপনি যদি আমাদিগকে

যাবজ্জীবন দুঃখিত করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে বেদবিহিত ধর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে দৃষ্টি করুন, তাহাতে ইহাই নিশ্চয় আছে যে, ধূর্ত্ত ব্যক্তিদিগকে ধূর্ত্ততা দ্বারা বধ করা কর্ত্তব্য। আমি আপনকার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তথায় গমন করিয়া, যে রূপ বায়ুসখা উৎসৃষ্ট হইলে তৃণ কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, সেই রূপ স্বীয় শক্ত্যনুসারে মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট করিব; অতএব আপনি আমাকে অনুজ্ঞা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্তকাঘ্রাণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের সহিত ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্যই সুযোধনকে বিনাশ করিবে। হে পার্থ! তুমি যে কহিতেছ "হে প্রভো! কালপূর্ণ হইয়াছে" এস্থলে এরূপ বাক্য সত্য বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না, অতএব আমি অনৃত বলিতে উৎসাহ করি না। তুমি ছলাচরণ ব্যতিরেকেই সেই দুর্দ্ধর্ষ পাপিষ্ঠকে তাহার সহায়গণের সহিত বিনাশ করিবে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে ঐ রূপ কহিতেছেন, এমত সময়ে মহাভাগ মহর্ষি বৃহদশ্ব আগমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ সেই ধর্ম্মচারী ঋষিকে সমাগত দেখিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মধুপর্ক দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। তিনি আসনে উপবিষ্ট ও স্বস্থ হইলে মহাবাহু যুধিষ্ঠির তাঁহার সমীপে বসিয়া তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বহুল সকরুণ বাক্যে কহিলেন, হে ভগবন্! নিকৃতিমতি দ্যুতবিশারদ ধূর্ত্তগণ আমাকে আহ্বান করিয়া দ্যুতক্রীড়া দ্বারা আমার রাজ্য ও ধন অপহরণ করিয়াছে। আমি অক্ষক্রীড়ায় অজ্ঞ, পাপিষ্ঠেরা প্রথম বার আমাকে কপট দ্যূতে পরাজয় করিয়া আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে সভা মধ্যে লইয়া গিয়াছিল; দ্বিতীয় বার আমাকে দ্যুতক্রীড়ায় পরাভব করিয়া অজিন পরাইয়া সুদারুণ মহারণ্যে প্রব্রজিত করিয়াছে; আমি দুঃখ-জনক বনবাসে পরম দুঃখিত হইয়াছি। বিশেষত তাহারা দ্যূতক্রীড়া সময়ে আমাকে যে সুদারুণ দুর্ব্বাক্য কহিয়াছিল, এবং সুহৃদ্গণ আর্ত্ত হইয়া দ্যূত-বিষয়ক ও অন্যান্য-বিষয়ক যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা আমার হৃদয়ে জাগরূক হইয়া রহিয়াছে; তাহা স্মরণ করিয়া আমার সমস্ত রাত্রি চিন্তায় অতিবাহিত হইতেছে। আমাদিগের সকলের প্রাণ, যে গাণ্ডীবধর অর্জ্জুনকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, আমি সেই মহাত্মা ব্যতীত মৃতকল্প হইয়া আছি। হা! আমি কবে সেই প্রিয়বাদী, অক্ষুদ্রচিত্ত, দয়ালু, নিরলস বীভৎসুকে কৃতাস্ত্র ও প্রত্যাগত দেখিব! হে মহর্ষে! আপনি কি দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন যে, আমা অপেক্ষা অল্পভাগ্য কোন রাজা এই পৃথিবীতে পূর্ব্বে কখন ছিলেন? আমার বোধ হয়, আমা অপেক্ষা দুঃখিততর কোন পুরুষ নাই।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! আপনি বলিতেছেন, "আমা অপেক্ষা অল্প ভাগ্যধর পুরুষ কুত্রাপি কেহ নাই" হে অনঘ পৃথ্বীনাথ! যে রাজা আপনা অপেক্ষাও অধিক দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদি আপনি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তদ্বৃত্তান্ত এক্ষণে আপনার নিকটে বর্ণন করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, হে ভগবন্! কোন্ রাজা এই রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি বলুন।

বৃহদশ্ব বলিলেন, হে রাজন্! আপনা অপেক্ষাও যে দুঃখিততর রাজা ছিলেন, তদ্বিবরণ আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। নিষধ দেশে বীরসেন নামে প্রসিদ্ধ এক মহীপতি ছিলেন। তাঁহার নল নামে ধর্ম্মার্থকোবিদ এক পুত্র ছিল। আমরা শুনিয়াছি যে, সেই নল রাজা পুষ্কর-কর্ত্তৃক প্রতারণা দ্বারা দ্যূতে পরাজিত ও সাতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া ভার্য্যার সহিত বনে বাস করিয়াছি-

লেন। হে রাজন্! বনবাস কালে তাঁহার সঙ্গে দাস কি ভ্রাতা কি বান্ধব কিম্বা রথ, ইহার কিছুই ছিল না। আপনি ত দেব-সদৃশ বীর ভ্রাতৃগণ ও ব্রহ্ম-কল্প তেজস্বী দ্বিজপ্রধানগণে পরিবৃত আছেন; আপনার শোক করা উপযুক্ত হয় না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বাগ্মিবর! অতি মহাত্মা সেই নল রাজার চরিত্র বিস্তার রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা আমার নিকটে বর্ণন করুন।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫২॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, বীরসেনের পুত্র নল নামে এক মহীপাল ছিলেন। তিনি রূপ, বল ও উৎকৃষ্ট গুণ-সমূহে উপপন্ন হইয়াছিলেন; এবং অশ্বের পরীক্ষা ও পরিচালন বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি তেজে আদিত্য-সদৃশ হইয়া দেবপতি ইন্দ্রের ন্যায় সমস্ত রাজার প্রতি আধিপত্য করত যেন তাঁহা-দিগের মস্তকে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদজ্ঞ, শৌর্য্যসম্পন্ন, সত্যবাদী, সংযতে-ন্দ্রিয়, উদারস্বভাব, ধন্বিপ্রধান, সর্ব্বরক্ষিতা, অক্ষৌ-হিণীপতি, মহাত্মা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও যেন সাক্ষাৎ মনু রূপে বিরাজমান ছিলেন। অক্ষক্রীড়ায় তাঁহার বিলক্ষণ আসক্তি ছিল, এবং নর ও নারী উভয়েই তাঁহাকে ভাল বাসিত। ঐ মহাত্মা নিষধ দেশের অধিপতি ছিলেন।

সেই মহাত্মার সম কালে সর্ব্বগুণযুক্ত, শৌর্য্য-সমন্বিত, ভীষণ-পরাক্রম ভীম নামে এক ভূমি-পতি বিদর্ভ দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি নিঃ-সন্তান জন্য সন্তান কামনায় সুসমাহিত হইয়া সাতিশয় যত্নপর হইলেন। হে ভারত! একদা দমন-নামক মহর্ষি তাঁহার সমীপে আগমন করি-লেন। ধর্ম্মজ্ঞ ভীম, মহিষীর সহিত অপত্যকাম হইয়া সুতেজস্বী সেই মহর্ষিকে সৎকার দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। মহাযশস্বী দমন প্রসন্ন হইয়া সস্ত্রীক ভীম ভূপতিকে এক কন্যা রত্ন ও উদারস্বভাব তিন পুত্র বর দিলেন।

অনন্তর বিদর্ভাধিপতি যথাকালে দময়ন্তী নাম্নী এক কন্যা এবং দম, দান্ত ও দমন নামক সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন সুকান্তিমান্ ভীষণ-পরাক্রমশালী ভীমরূপ তিন পুত্র লাভ করিলেন। সুমধ্যমা দময়ন্তী সৌ-ভাগ্য প্রযুক্ত রূপ, তেজ, যশ ও শ্রী দ্বারা লোকে অতি-শয় সুখ্যাতি লাভ করিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অলঙ্কার-ভূষিত শত শত দাসী ও শত শত সখী ইন্দ্রাণীর ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। অনবদ্যাঙ্গী ভীম-দুহিতা সর্ব্বাভরণ ভূষিতা হইয়া সেই সখীগণমধ্যে দ্যুতিমান্ বিদ্যুতের ন্যায় বি-রাজমানা হইলেন। আয়তনয়না সেই বালা লক্ষ্মীর ন্যায় এমত সুরূপ-সম্পন্না ছিলেন যে, দেব, যক্ষ, মনুষ্য কি অন্য কোন লোক মধ্যে তাঁহার তুল্য দৃষ্টি-গোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই। সেই সুন্দরীকে দর্শন করিলে দেবগণেরও চিত্ত-প্রসন্নতা জন্মিত।

এদিকে নরশার্দ্দূল নল রাজাও ত্রিলোক মধ্যে অনু-পম-রূপ-সম্পন্ন ছিলেন; তাঁহার রূপ দ্বারা স্বয়ং কন্দর্প যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। লোকে কুতূহল প্রযুক্ত পুনঃ পুন দম-য়ন্তী সমীপে নলের প্রশংসা ও নল সমীপে দময়ন্তীর প্রশংসা করিতে লাগিল। হে কৌন্তেয়! দময়ন্তী ও নল উভয়ে উভয়ের গুণ নিরন্তর শ্রবণ করাতে তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কামনা গূঢ় রূপে উৎপন্ন হইল; এবং অন্তঃকরণ মধ্যে মনোজের আবির্ভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যখন নল বর্দ্ধমান মদনানল হৃদয়ে ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন অন্তঃপুর-সমীপস্থ কানন মধ্যে নির্জ্জনে অধিবসতি করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি উক্ত বিপিন মধ্যে সুবর্ণ-পক্ষভূষিত কতকগুলি হংসকে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহা-দিগের মধ্যে একটি হংসকে ধরিলেন। পরে ঐ হংস তাঁহার নিকট বাক্য প্রয়োগ-পূর্ব্বক কহিল, মহা-

রাজ! আপনি আমাকে হনন করিবেন না, আমি আপনার প্রিয় কর্ম্ম করিব। হে নিষধাধিপতে! আমি দময়ন্তীর নিকটে গমন করিয়া আপনার বিষয় এরূপ বর্ণন করিব যে, তিনি কখনই আপনা ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতি রূপে মনন করিবেন না। পরে মহীপতি হংসের ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর হংসগণ আকাশে উৎপতিত হইয়া বিদর্ভদেশে গমন করিল; তথায় উপনীত হইয়া দময়ন্তী সমীপে তাঁহার দৃষ্টি-পথে নিপতিত হইল। দময়ন্তী সখীদিগের সহিত অদ্ভুত-রূপ হংসদলকে সমীপে দেখিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে ত্বরা পূর্ব্বক উহাদিগকে ধরিতে উপক্রম করিলেন। হংসগণ সেই প্রমদা-বনমধ্যে চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পলায়ন-পর হইল। তখন কুমারীগণ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ হংসের প্রতি ধাবিত হইল। দময়ন্তী যে হংসের সমীপে গমন করিতেছিলেন, সেই হংস মানবীয় বাক্যে তাঁহাকে কহিল, হে দময়ন্তি! নিষধ দেশে নল নামে যে এক মহীপতি আছেন, তিনি রূপে অশ্বিনীকুমার তুল্য, তাঁহার সদৃশ কোন মনুষ্য নাই; তাঁহার রূপ দ্বারা স্বয়ং কন্দর্প যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়াছেন। হে সুমধ্যমে বরবর্ণিনি! যদি তুমি তাঁহার ভার্য্যা হও, তবে তোমার জন্ম ও রূপ সফল হয়। আমরা পূর্ব্বে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষসকে দেখিয়াছি, কিন্তু কাহাকেও নলসদৃশ রূপবান্ দেখি নাই। তুমিও নারীশ্রেষ্ঠ এবং নলও নরশ্রেষ্ঠ, অতএব বিশিষ্টের সহিত বিশিষ্টার সংসর্গ গুণযুক্ত হয়। হে মহারাজ! দময়ন্তী হংসের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি গিয়া নলকেও এই রূপ বল। হে নরনাথ! হংস বিদর্ভরাজের কন্যাকে, তথা, এই বাক্য কহিয়া পুনর্ব্বার নিষধ দেশে আসিয়া নলের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে ভারত! দময়ন্তী হংসের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি নলের প্রতি একাগ্রচিত্তা হইলেন; ক্ষণ কালের মধ্যে তাঁহার মনে মনোভূর আবির্ভাব হওয়াতে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ সহকারে চিন্তাপরায়ণা, দীনা, বিবর্ণবদনা ও কৃশা হইতে লাগিলেন; এবং উন্মত্তের ন্যায় দর্শন-পরায়ণা হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত নিরন্তর নলধ্যানে আসক্ত হওয়াতে শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইল। তিনি শয্যা, আসন বা অন্য কোন ভোগ্য বস্তুতে ক্ষণ মাত্রও স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিলেন না; কি দিবা, কি রাত্রি, কোন সময়েই তিনি নিদ্রা যাইতে পারেন না, কেবল হাহাকার শব্দে পুনঃপুন রোদন করেন। হে নরেশ্বর! সখীগণ তাঁহার অস্বাস্থ্য ও ঐরূপ অবস্থা জানিতে পারিয়া তদ্বৃত্তান্ত বিদর্ভাধিপতিকে ইঙ্গিত দ্বারা নিবেদন করিল। নৃপতি ভীম দময়ন্তীর সখীগণমুখে তাহা শ্রবণ করিয়া স্বীয় কন্যার প্রতি ঐ ঘটনা অতিগুরুতর বলিয়া ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার দুহিতাকে এই ক্ষণে কি জন্য অতি অসুস্থা বোধ হইতেছে!" পরে স্বয়ং মহীপাল নিজ কন্যা দময়ন্তীকে প্রাপ্ত-যৌবনা বিবেচনা করিয়া তাঁহার স্বয়ম্বর কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিলেন।

হে প্রভো! সেই নরপতি মহীপালদিগকে এই বলিয়া নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন যে, হে বীরগণ! আপনারা এই স্বয়ম্বর অবগত হউন। সমস্ত পার্থিবেরা ভীম রাজার আদেশানুসারে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর শ্রবণ করিয়া হস্তী, অশ্ব ও রথের নির্ঘোষে বসুন্ধরা পরিপূরিত করত বিচিত্র মাল্যাভরণধারী সুসজ্জিত সুদৃশ্য সৈন্যগণের সহিত তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। মহাবাহু ভীম সেই সকল মহাত্মা পার্থিবদিগের যথাযোগ্য সৎকার করিতে থাকিলেন। তাঁহারা পূজিত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ মহাব্রত মহাত্মা দেবর্ষিসত্তম নারদ ও পর্ব্বত ভ্রমণ করিতে করিতে

ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন; অতিমান্য ঋষিদ্বয় তথায় দেবরাজের ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। বিভু ইন্দ্র তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া পরে সমস্ত বিষয়ের অক্ষয় অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ কহিলেন, হে বিভু দেবেশ্বর মঘবন্! আমাদিগের সর্ব্বত্রই কুশল, এবং সকল লোকে নৃপতিগণও কুশলে আছেন।

বৃহদশ্ব কহিলেন, বলবৃত্রহা ইন্দ্র নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে সকল ধর্ম্মজ্ঞ পার্থিবগণ জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করত অপরাঙ্মুখ হইয়া উচিত সময়ে শস্ত্র দ্বারা নিধনপ্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের নিমিত্তে মদীয় লোক-সদৃশ অভীষ্টদায়ক এই অক্ষয় লোক রহিয়াছে, সেই সকল শূর ক্ষত্রিয়েরা কোথায়? আমার প্রিয় অতিথি সেই রাজাদিগকে এক্ষণে দেখিতে পাই না।

নারদ ইন্দ্র কর্ত্তৃক এই রূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, হে মঘবন্! আপনি যে নিমিত্তে নৃপতিগণকে দেখিতেছেন না, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। বিদর্ভ রাজার দময়ন্তী নামে এক কন্যা আছে, সে রূপে পৃথিবীস্থ সমস্ত যোষাকে অতিক্রম করিয়াছে। হে শক্র! অচির কালেই তাহার স্বয়ম্বর হইবেক, সেই নিমিত্তে রাজা ও রাজপুত্রেরা তথায় গমন করিতেছেন; হে বলবৃত্রনিসূদন! রাজারা লোকরত্ন স্বরূপ সেই কন্যাকে বিশেষ রূপে অভিলাষ করত প্রার্থনা করিতেছেন। নারদ ইন্দ্রকে এই রূপ কহিতেছেন, এমত সময়ে অগ্নি প্রভৃতি অমরপ্রবর লোকপালেরা দেবরাজের সমীপে আগমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা নারদের ঐ মহৎ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, আমরাও সকলে তথায় গমন করি। হে মহারাজ! পরে তাঁহারা স্ব স্ব গণ ও বাহনের সহিত, যে স্থানে মহীপতিগণ গমন করিতেছিলেন, সেই বিদর্ভদেশে যাত্রা করিলেন। হে কৌন্তেয়! এদিকে মহাত্মা নল রাজাও স্বয়ম্বর সভায় রাজাদিগের সমাগম শ্রবণ করিয়া দময়ন্তীর প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া গমন করিলেন। অনন্তর সেই লোকপাল দেবতারা পথি মধ্যে মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ কন্দর্প সদৃশ রূপসম্পন্ন নল রাজাকে ভূতলস্থ অবলোকন করিলেন। এবং সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান নলকে নিরীক্ষণ করিয়া তদীয় রূপসম্পদে বিস্মিত হইয়া দময়ন্তী লাভে হতাশ্বাস হইলেন। হে রাজন্! পরে দেবতারা স্ব স্ব বিমান অন্তরীক্ষে রাখিয়া তথা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নৈষধকে কহিলেন, ভো ভো নিষধরাজেন্দ্র নল! তুমি সত্য-পরায়ণ, অতএব আমাদিগের প্রতি সহায়তা কর, হে নরোত্তম! তুমি আমাদিগের দূত হও।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে ভারত! নল দেবগণের নিকট দৌত্য কর্ম্ম "করিব" বলিয়া স্বীকার করিলেন; পরে সমীপস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে, যিনি আমাকে দূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইনিই বা কে, আপনাদিগের কি কর্ম্মই বা আমাকে করিতে হইবে, তাহা যথার্থ রূপ আজ্ঞা করুন। নিষধপতি এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে মঘবান্ কহিলেন, আমরা দেবতা, দময়ন্তীর নিমিত্তে আগমন করিয়াছি। আমি ইন্দ্র, ইনি অগ্নি, ইনি জলাধিপতি বরুণ, এবং ইনি মনুষ্যদিগের শরীরান্তকারী যম। হে পার্থিব! তুমি দময়ন্তীকে আমাদিগের আগমন সংবাদ জ্ঞাত কর এবং বল যে, মহেন্দ্র প্রভৃতি লোকপালেরা স্বয়ম্বর দর্শনাভিলাষী হইয়া সভায় আগমন করিতেছেন। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম তোমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, অতএব তুমি তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনকে পতি রূপে বরণ কর। ইন্দ্র নলকে এই রূপ কহিলে তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আপনারা যদর্থ সমাগত হইয়াছেন, আমিও তদর্থই আগত হইয়াছি, সুতরাং আমাকে প্রেষ্য কার্য্যে নিয়োগ করা আপনাদিগের উচিত হয় না। হে প্রভুগণ! কোন্ পুরুষ স্ত্রীর প্রতি কৃতসঙ্কল্প হইয়া

তাহাকে পরের নিমিত্তে এরূপ কহিতে উৎসাহ করে? অতএব আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। দেবতারা কহিলেন, হে নিষধরাজ! তুমি পূর্ব্বে আমাদিগের নিকট "করিব" বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া এক্ষণে কি জন্য করিবে না, তাহা অবিলম্বে বল।

বৃহদশ্ব কহিলেন, দেবতারা এই রূপ কহিলে নল পুনর্ব্বার কহিলেন, দময়ন্তীর আলয় সকল দ্বারপালেরা উত্তম রূপে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাতে আমি প্রবেশ করিতে কি প্রকারে উৎসাহী হই? ইন্দ্র কহিলেন, তুমি তথায় প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। অনন্তর তিনি "তথা" বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক দময়ন্তীর ভবনে গমন করিলেন; এবং তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, সখীগণে পরিবৃতা, অতিসুকুমারাঙ্গী, ক্ষীণমধ্যা, সুলোচনা, বরবর্ণিনী দময়ন্তী অঙ্গ ও কান্তি দ্বারা দেদীপ্যমানা হইয়া স্বীয় তেজে যেন শশি শোভা তিরস্কার করিতেছেন। সেই চারুহাসিনীকে বিলোকন করিবা মাত্র তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে কন্দর্পের আবির্ভব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কিন্তু তিনি দেবতাদিগের নিকট যে সত্য করিয়াছিলেন, তাহা পালনের নিমিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বন দ্বারা অন্তঃকরণকে সংযত করিলেন। অনন্তর সেই সকল উৎকৃষ্ট অঙ্গনারা নৈষধকে দেখিয়া তাঁহার তেজ দ্বারা পরাভূত হওত সসম্ভ্রমে স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইল। তাহারা তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীত ও বিস্মিত হইয়া বাক্য দ্বারা কোন সম্বর্দ্ধনা করিতে না পারিয়া কেবল মনে মনে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল, এই মহাত্মার কি আশ্চর্য্য রূপ! কি আশ্চর্য্য কান্তি! কি আশ্চর্য্য ধীরতা! ইনি কে! কোন দেবতা, কি যক্ষ, কিম্বা গন্ধর্ব্ব হইবেন! যখন সেই সকল বরাঙ্গনা তাঁহার তেজে পরাভূত ও লজ্জাবতী হইয়া তাঁহাকে কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না, তখন দময়ন্তী বিস্মিতা হইয়াও বিস্ময়ান্বিত বীর নলকে ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, হে পবিত্র-দর্শন বীর! আপনার অঙ্গ সর্ব্ব প্রকারে অনিন্দিত দেখিতেছি; দেব-তুল্য আপনি কে আমার মনোজ-বর্দ্ধন হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন? হে অনঘ! আপনার নিকটে তাহা অবগত হইতে ইচ্ছা করি। এস্থলে আপনার কি প্রকারে আগমন হইল? আমার গৃহ সর্ব্ব প্রকারে রক্ষিত, রাজাও উগ্রশাসন, এমত স্থলে রক্ষকেরা কেহ আপনাকে কি হেতু লক্ষ্য করিতে পারিল না? বিদর্ভ-রাজনন্দিনী তাঁহাকে এই রূপ কহিলে তিনি কহিলেন, হে কল্যাণি! আমার নাম নল, আমি দেবতাদিগের দূত হইয়া এখানে আসিয়াছি। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম এই দেবতারা তোমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন; হে শোভনে! তাঁহাদিগের এক জনকে তুমি পতি রূপে বরণ কর। আমি তাঁহাদিগের প্রভাবেই লোকের অলক্ষিত হইয়া তোমার ভবনে প্রবেশ করিয়াছি, সুতরাং প্রবেশ কালে কেহই আমাকে দর্শন করিতে পারে নাই, নিবারণও করে নাই। হে ভদ্রে! দেবতারা যে প্রয়োজন নিমিত্তে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, হে শুভে! তাহা তুমি শ্রবণ করিলে; এক্ষণে তোমার যে রূপ ইচ্ছা হয়, তদনুসারে কার্য্য কর।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৫॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, দময়ন্তী দেবতাদিগের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া নলকে হাস্যমুখে কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আপনার স্পৃহানুসারে আমার প্রতি প্রণয় করুন, আমি আপনকার কি কার্য্য করিব, আজ্ঞা করুন; হে ঈশ্বর! আমি এবং আমার অন্য যে কিছু সম্পত্তি আছে, তৎসমস্ত নিতান্তই আপনকার অধীন; আপনি প্রণয় প্রকাশ করুন। হে পার্থিব! হংসগণের বাক্য আমাকে দগ্ধ করিতেছে। হে বীর! আপনকার নিমিত্তেই আমি রাজগণকে একত্রিত করিয়াছি। হে মানদ! আপনি আমাকে

আপনার ভক্ত দেখিয়াও যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমি আপনার নিমিত্তে বিষ, অগ্নি, জল কিম্বা রজ্জু অবলম্বন করিব। বিদর্ভরাজ-নন্দিনী নৃপতি নলকে এইরূপ কহিলে, নল প্রত্যুত্তর করিলেন, হে অনিন্দিতাঙ্গি! লোকপাল দেবতারা উপস্থিত থাকিতে তুমি মনুষ্যকে কি জন্য অভিলাষ করিতেছ? আমি যে মহাত্মা লোকপাল ঈশ্বরদিগের চরণ-রেণুরও সমযোগ্য নহি, তুমি তাঁহাদিগের প্রতি মনকে প্রবৃত্ত কর। মনুষ্য দেবতাদিগের অপ্রিয় আচরণ করিলে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, অতএব তুমি আমাকে রক্ষা কর; সুরোত্তমদিগকেই বরণ কর। তুমি দেবতাদিগকে লাভ করিয়া নির্ম্মল বসন, দিব্য বিচিত্র মাল্য ও উৎকৃষ্ট ভূষণ সকল উপভোগ কর। যিনি সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার সংহার করেন, সেই দেবেশ্বর হুতাশনকে কোন্ কামিনী পতিত্বে বরণ না করে? সমস্ত প্রাণী যাঁহার দণ্ড ভয়ে ধর্ম্মের প্রতি অভিমুখ হইয়া অনুগামী হয়, সেই ধর্ম্মরাজকে কোন্ কামিনী পতিত্বে বরণ না করে? এবং সমস্ত দৈত্য দানবের মর্দ্দনকারী, সর্ব্বদেবের অধিপতি ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা মহেন্দ্রকে প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে কোন্ কামিনী পতিত্বে বরণ না করে? অথবা যদি তোমার মন হয়, তবে লোকপালদিগের মধ্যে বরুণ দেবকে নিঃশঙ্ক চিত্তে বরণ কর; তুমি এই সুহৃদ্বাক্য গ্রহণ কর। নিষধরাজ দময়ন্তীকে এইরূপ কহিলে দময়ন্তী শোকজ বারি দ্বারা প্লাবিত-নয়না হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে পৃথিবীপতে! আমি সকল দেবকে নমস্কার করিয়া আপনার নিকট সত্য কহিতেছি, আপনাকেই পতিরূপে বরণ করিব। দময়ন্তী নিষধরাজকে এই বলিয়া কম্পমানা ও কৃতাঞ্জলি হইলেন। বিদর্ভাধিপতি নল দেবগণের দৌত্য কর্ম্মে আগত হইয়া দময়ন্তীকে ঐরূপ দেখিয়া কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমিই তোমার অভিলষিত নিষ্পাদন কর, আমি দেবতাদিগের নিকটে বিশেষ রূপে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাদিগের কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমত স্থলে আমি কি প্রকারে স্বার্থ সম্পাদনে উৎসাহ করিতে পারি? হে ভদ্রে! যদি আমার পক্ষে এই স্বার্থ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে আমি এইরূপ স্বার্থে সম্মত হইতে পারি, এবং তুমি ইহা নিষ্পাদন করিলে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধও হয় না, অতএব তুমি যথাভিলষিত বিধান কর। অনন্তর দময়ন্তী ঈষৎ হাস্য সহকারে বাষ্পাকুল বাক্যে শনৈঃশনৈ নল রাজাকে কহিলেন, হে নরেশ্বর! যাহাতে কোন প্রকারে আপনার দোষ না হয়, এমত এই এক নিরপায় উপায় দেখিতেছি; হে নরোত্তম! আমার স্বয়ম্বর সভায় আপনি ও ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা সকলে মিলিত হইয়া আগমন করিবেন, পরে আমি লোকপাল-দিগের সমীপে আপনাকে বরণ করিব, এই প্রকার হইলে আপনার দোষ হইবে না।

বিদর্ভনন্দিনী নিষধরাজ নলকে এইরূপ কহিলে নিষধরাজ, যে স্থানে দেবগণ ছিলেন, পুনর্ব্বার সেই স্থানে আগমন করিলেন। মহেশ্বর লোকপাল দেবতারা তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অনঘ ভূমিপাল! তুমি কি শুচিস্মিতা দময়ন্তীকে দেখিয়াছ? সে আমাদিগের সকলকে কি বলিয়াছে, বল। নল কহিলেন, আমি আপনাদিগের আদেশ ক্রমে দণ্ডধারী স্থবির রক্ষকগণে পরিবৃত মহাকক্ষান্বিত দময়ন্তী-ভবনে প্রবেশ করিলাম। আপনাদিগেরই প্রভাবে আমাকে তথায় প্রবেশ করিতে সেই বিদর্ভরাজ-কুমারী ব্যতীত অপর কোন মনুষ্য দেখিতে পাইল না। পরে আমি সখীদিগকে অবলোকন করিলে তাহারাও আমাকে জানিতে পারিল। হে বিবুধেশ্বরগণ! তাহারা সকলে আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। হে সুরোত্তমগণ! আমি রুচিরাননা দময়ন্তীর সমক্ষে আপনাদিগের কথা বর্ণনা করিলেও সে আপনাদিগের প্রতি গতসংকল্পা হইয়া আমাকেই বরণ করিতে উদ্যত হইল, এবং কহিল, "হে নিষধ-

নাথ! দেবতারা ও আপনি একত্রিত হইয়া আমার স্বয়ম্বর সভায় আগমন করুন, আমি তাঁহাদিগের সমীপে আপনাকে বরণ করিব; হে মহাবাহো! তাহা হইলে আপনার দোষ হইবে না।” হে ত্রিদশেশ্বর দেবগণ! আমি এই সমস্ত যথাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম, অতঃপর আপনাদিগের ইচ্ছাই বলবতী।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, অনন্তর রাজা ভীম শুভ কালে পবিত্র ক্ষণ ও তিথিতে মহীপালগণকে স্বয়ম্বর সভায় আহ্বান করিলেন। ভূপতি সকল তাহা অবগতি পূর্ব্বক কন্দর্পবাণে ব্যথিত হইয়া দময়ন্তী লাভের অভিলাষে স্বয়ম্বর সমাজে সত্বর গমন করিলেন। যে প্রকার মহাসিংহ সকল, পর্ব্বতে প্রবেশ করে, সেই প্রকার তাঁহারা তোরণ-বিরাজিত কনকস্তম্ভ-মণ্ডিত রঙ্গ-সমাজে প্রবেশ করিলেন। সুমার্জ্জিত মণিকুণ্ডল বিভূষিত, সুরভি মাল্যধারী নৃপগণ বিবিধ আসনে উপবিষ্ট হইলে সমাজের শোভা অতীব সুদৃশ্য হইল। নাগগণে পরিপূর্ণ ভোগবতীর ন্যায় ও ব্যাঘ্রদলে পরিপূর্ণ গিরিগুহার ন্যায় পুরুষেন্দ্র সমূহে পরিপূর্ণ সেই রাজসভায় তাঁহাদিগের পরিঘ সদৃশ, পীন, সুমনোহর, প্রশস্তাকৃতি বাহু সকল, পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। এবং যেরূপ অন্তরীক্ষে নক্ষত্র সকল শোভমান হয়, সেই রূপ নরপালদিগের মনোহর সুদৃশ্য কেশ, নাসিকা, নয়ন ও ভ্রূযুক্ত মুখ সকল শোভা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর শুভাননা দময়ন্তী স্বীয় কান্তি ও লাবণ্য দ্বারা রাজগণের চক্ষু ও মন সন্তপ্ত করত রঙ্গ স্থলে প্রবেশ করিলেন। সেই সকল মহাত্মা রাজাদিগের দৃষ্টি দময়ন্তীর যে যে অঙ্গে পতিত হইল, সেই সেই অঙ্গেই আসক্ত হইয়া রহিল, তথা হইতে আর বিচলিত হইল না। হে ভারত! তদনন্তর সভাস্থ রাজগণের নাম কীর্ত্তন হইলে পর দময়ন্তী তুল্যাকৃতি পাঁচটি পুরুষকে সভা মধ্যে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহাদিগের সকলকেই নির্ব্বিশেষ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সন্দেহ প্রযুক্ত নল রাজাকে জানিতে পারিলেন না। ভাবিনী বিদর্ভরাজনন্দিনী সেই পঞ্চ জনের মধ্যে যাঁহার প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করেন, তাঁহাকেই নল বলিয়া বোধ করেন; সুতরাং তিনি চিন্তান্বিতা হইলেন এবং বুদ্ধি দ্বারা বিতর্ক করিতে লাগিলেন, “আমি কিরূপে দেবতাদিগকে জানিব, কি রূপেই বা নল নৃপতিকে জ্ঞাত হইব।” হে ভারত! বিদর্ভকুমারী এই রূপ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। তিনি পূর্ব্বে দেবতাদিগের যে সকল চিহ্ন শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন, “বৃদ্ধগণ সকাশে দেবতাদিগের যে সকল চিহ্ন আমার শ্রুত হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণ ভূমিস্থিত দেবগণের মধ্যে এক জনেরও দেখিতে পাই না।” তিনি পুনঃপুন বহুধা বিচার ও নিশ্চয় করিয়া দেবতাদিগের শরণাপন্ন হওয়াই তৎকালোচিত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন, এবং কম্পমানা হইয়া মন ও বাক্যে দেবতাদিগের প্রতি নমস্কার প্রয়োগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি যে, হংসদিগের উক্তি শুনিয়া অবধি নিষধরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, দেবতারা আমার সেই সত্য রক্ষার্থ আমার নিকট তাঁহাকে বিদিত করিয়া দিউন। আমি যে, মনে কিম্বা বাক্যেও ব্যভিচার আচরণ করি নাই, দেবতারা আমার সেই সত্য রক্ষার্থ আমার নিকট তাঁহাকে বিদিত করিয়া দিউন। দেবতারা যে, নলকে আমার পতি বিধান করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই সত্য রক্ষার্থ তাঁহারা আমার নিকট তাঁহাকে বিদিত করিয়া দিউন। এবং আমি যে, নলের আরাধনা নিমিত্তই এই স্বয়ম্বর ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছি, দেবতারা আমার সেই সত্য রক্ষার্থ আমার নিকট তাঁহাকে বিদিত করিয়া দিউন। মহেশ্বর লোকপালেরা স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করুন,

তাহা হইলে আমি পুণ্যশ্লোক নৃপতিকে জানিতে পারিব।

দেবগণ বিদর্ভরাজ দুহিতার শোক বিলাপের সহিত ঐ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং নিষধ-নাথের প্রতি তাঁহার পরা নিষ্ঠা, যথার্থ অনুরাগ, মনঃ-শুদ্ধি, বুদ্ধি, ভক্তি ও প্রবৃত্তি জানিয়া সামর্থ্যানুসারে যথাপ্রসিদ্ধ স্ব স্ব চিহ্ন ধারণ করিলেন। অনন্তর দময়ন্তী দেবতাদিগকে ছায়া-বিহীন, স্বেদরহিত, নির্নিমেষ-লোচন, অম্লান-মাল্যধারী, রজোহীন-কলেবর ও ভূমিস্পর্শ ব্যতিরেকে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। এবং নরপাল নল ছায়ান্বিত-দেহ, ম্লান-মাল্যধারী, ঘর্ম্মবিন্দু ও রজোযুক্ত-কলেবর, সনিমেষ-লোচন এবং ভূমিস্পর্শ-পূর্ব্বক অবস্থিতই থাকিলেন। হে ভারত পাণ্ডব! দময়ন্তী তখন দেবতাদিগকে ও নিষধনাথ পুণ্যশ্লোককে জানিতে পারিয়া ধর্ম্মত নলকে বরণ করিলেন। আয়তলোচনা রাজকুমারী লজ্জান্বিতা হইয়া তাঁহার বস্ত্রের অগ্রভাগ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার গল দেশে পরম সুশোভন মাল্য প্রদান করিলেন। হে ভারত! বরবর্ণিনী দময়ন্তী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলে সভাস্থ মহীপালেরা সহসা হাহাকার ধ্বনি করিয়া উঠিলেন; এবং দেবতা ও মহর্ষিগণ বিস্মিত হইয়া নল রাজাকে প্রশংসা করত সাধু সাধু ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। হে কুরুনন্দন! বীরসেননন্দন আনন্দিত চিত্তে বরারোহা দময়ন্তীকে আশ্বাস করত কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি দেবতাদিগের সমাগমেও যে আমাকে বরণ করিলে, সেই হেতু তুমি আমাকে তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী পতি বলিয়া জ্ঞান করিবে। হে শুচিস্মিতে! আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকিবে, তাবৎপর্য্যন্ত আমি তোমারই হইলাম। দময়ন্তীও কৃতাঞ্জলি হইয়া সেইরূপ বাক্য দ্বারা নল নৃপতিকে অভিনন্দন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রতি প্রীত হইয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে দর্শন করিয়া মনে মনে তাঁহাদিগের শরণাগত হইলেন। ভীমনন্দিনী নল নৃপতিকে বরণ করিলে, মহাপ্রভাব লোকপাল দেব সকল আনন্দিত হইয়া নল রাজাকে আটটি বর দিলেন। শচীপতি শক্র প্রীত হইয়া, যজ্ঞে প্রত্যক্ষ দর্শন প্রদান ও উত্তম শুভ গতি বর দিলেন। হুতাশন, নল রাজা যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেই স্থলেই অগ্নির আবির্ভাব এবং অগ্নিসদৃশ দীপ্যমান লোক সকল বর প্রদান করিলেন। যম অন্নের বিশিষ্ট রস ও ধর্ম্মে উৎকৃষ্ট মতি বর দান করিলেন। এবং জলাধিপতি বরুণদেব, নল রাজা যেখানে মানস করিবেন, সেই স্থলেই জলের আবির্ভাব এবং উত্তম গন্ধান্বিত মাল্য সকল বর দিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে উক্ত প্রকার দুই দুই বর প্রদান করিলেন। সুর-চতুষ্টয় এইরূপে তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন।

ভূপতিগণ, নল-দময়ন্তীর বিবাহ দেখিয়া বিস্মিত ও মুদিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। পার্থিবেন্দ্রগণের গমনানন্তর, মহাত্মা নৃপতি ভীম প্রীত চিত্তে নলের সহিত দময়ন্তীর বিবাহ দিলেন। মানবপ্রবর নিষধরাজ স্বীয় অভিলাষানুসারে তথায় কিয়দ্দিন বাস করিয়া নরপতি ভীমের অনুজ্ঞা লইয়া নিজ নগরে আগমন করিলেন। হে রাজন্! যেরূপ, দেবরাজ শচীর সহিত বিলাস করেন, তাহার ন্যায়, নরপাল পুণ্যশ্লোক নল দময়ন্তীর সহিত বিলাস করিতে লাগিলেন। প্রভাকর-সদৃশ প্রতাপশালী বীর নৃপতি নল প্রজাদিগকে ধর্ম্ম পূর্ব্বক পরিপালন করত তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে থাকিলেন। সেই ধীমান্, নহুষপুত্র রাজা যযাতির ন্যায় অশ্বমেধ ও অন্যান্য সদক্ষিণ যজ্ঞ সকল সম্পাদন করিলেন, এবং ত্রিদিবেশ্বরের ন্যায় বন উপবন প্রভৃতি রমণীয় স্থানে গমন পূর্ব্বক প্রিয়তমা দময়ন্তীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। সেই মহাত্মা মহীপতি হইতে দময়ন্তীতে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল; পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন এবং কন্যার নাম

ইন্দ্রসেনা হইল। সেই বসুধাধিপ নরনাথ যথা সময়ে যজ্ঞ ক্রিয়া ও যথা সময়ে বিহার ক্রিয়া করত বসুপূর্ণা বসুধা প্রতিপালন করিতে থাকিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৭ ॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, ভীমদুহিতা নিষধরাজকে বরণ করিলে পর, যখন মহাতেজস্বী লোকপালগণ স্বর্গে গমন করেন, তখন তাঁহারা পথি মধ্যে কলির সহিত দ্বাপরকে আসিতে দেখিলেন। বলবৃত্রহা ইন্দ্র কলিকে দেখিয়া কহিলেন, হে কলে! তুমি দ্বাপরের সহিত কোথায় গনন করিবে, বল। অনন্তর কলি ইন্দ্রকে কহিলেন, আমার মন দময়ন্তীর প্রতি রত হইয়াছে, এই নিমিত্তে আমি তাহার স্বয়ম্বর সভায় গমন করিয়া তাহাকে লাভ করিব। ইন্দ্র হাস্য করিয়া তাহাকে কহিলেন, সেই স্বয়ম্বর সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, ভীমনন্দিনী আমাদিগের সমীপে নল রাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। ইন্দ্র কলিকে ইহা কহিলে, কলি কোপ-সমন্বিত হইয়া সেই সকল দেবতাকে সম্বোধন করত কহিল, সে দেবগণ উপস্থিত থাকিতে মনুষ্যকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, এই নিমিত্তে তাহার বিপুল দণ্ড ভোগ করাই ন্যায্য হয়। কলি এইরূপ কহিলে সেই সমস্ত দেবতারা প্রত্যুত্তর করিলেন, দময়ন্তী আমাদিগের অনুজ্ঞানুসারেই নলকে বরণ করিয়াছে; বল দেখি, কোন্ কামিনী সর্ব্বগুণসম্পন্ন নলকে প্রার্থনা না করে? যিনি সমস্ত ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, যথাবৎ ব্রতাচরণ করিয়াছেন, ইতিহাসের সহিত চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন ও যাঁহার গৃহে ধর্ম্মত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতারা নিত্য নিত্য পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, এবং যিনি অহিংসারত, সত্যবাদী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও লোকপাল সদৃশ, এবং যে পুরুষব্যাঘ্র রাজাতে সত্য, ধৈর্য্য, জ্ঞান, তপস্যা, শৌচ, দম ও শম এই সমস্ত গুণ সর্ব্বদা অবাধিত রূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, হে কলে! এতাদৃশ পুরুষকে অভিশাপ দিতে যে অভিলাষ করে, সেই মূঢ় আপনাকেই অভিশাপ দেয়, এবং আপনি আপনাকে বিনষ্ট করে। হে কলে! তাদৃশ গুণপুরুষকে যে ব্যক্তি অভিশাপ প্রদান করিতে ইচ্ছা করে, সে কষ্টপ্রদ অগাধ নরক হ্রদে নিমগ্ন হয়।

দেবতারা কলি ও দ্বাপরকে ঐ রূপ বাক্য কহিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর, তাঁহারা গমন করিলে, কলি দ্বাপরকে কহিল, হে দ্বাপর! নলের প্রতি আমার যে ক্রোধ জন্মিয়াছে, তাহা আমি সম্বরণ করিতে পারিব না; আমি তাহাকে রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট ও দময়ন্তী-সঙ্গ হইতে বিরত করিব। তুমি অক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া আমার সাহায্য করিতে যত্নবান্ হও।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৮ ॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, অনন্তর কলি দ্বাপরের সহিত এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিষধরাজ সমীপে আগমন করিল, এবং নলের দোষ দর্শনে অভিলাষী হইয়া বহু কাল নিষধ নগরে বাস করিয়া থাকিল। অনন্তর দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে, নল রাজার এই এক দোষ দেখিতে পাইল যে, নিষধরাজ একদা প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া পাদ প্রক্ষালন ব্যতীত আচমন পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করিয়াছিলেন। কলি তাঁহার এই মাত্র ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল। সে এক রূপে নলের দেহে আবিষ্ট হইয়া অন্য রূপে নলের ভ্রাতা পুষ্করের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিল, হে পুষ্কর! তুমি নলের সহিত দ্যূত ক্রীড়া কর। তুমি আমার সাহায্যে অক্ষ ক্রীড়ায় নলকে জয় করিতে পারিবে, অতএব তাহাকে জয় করিয়া নিষধ দেশের রাজত্ব লাভ কর। কলি পুষ্করকে এই রূপ কহিলে, পুষ্কর নলের অভিমুখে গমন করিলেন, এবং কলিও গোবৃষ হইয়া পুষ্করের সন্নিহিত হইল। মহাবীরহন্তা ভ্রাতা পুষ্কর, বীর নলের সমীপে উপস্থিত হইয়া পুনঃপুন

কহিতে লাগিলেন, আসুন, আমরা উভয়ে বৃষকে পণ রাখিয়া দ্যূত ক্রীড়া করি। অনন্তর মহাত্মা নল নৃপতি দময়ন্তীর সমক্ষে পুষ্করের পুনঃপুন আহ্বান সহ্য করিতে পারিলেন না, সুতরাং সেই সময়কেই দ্যূতক্রীড়ার কাল বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কলি কর্ত্তৃক আবিষ্ট নল তখন দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পুষ্করের নিকট ক্রমে ক্রমে সুবর্ণ, রজত, যান ও বস্ত্র পণ রাখিয়া পরাজিত হইতে লাগিলেন। অরিন্দম নৃপতি অক্ষ মদে মত্ত হইয়া ক্রীড়ায় অনুরক্ত হইলে, তাঁহার সুহৃদ্গণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে তাহা হইতে নিবারণ করিতে পারিলেন না। হে ভারত! পুরবাসী ও মন্ত্রিগণ ক্রীড়াতুর রাজাকে উক্ত ব্যসন হইতে নিবৃত্ত করণার্থ রাজভবন দ্বারে আগমন করিলেন। অনন্তর সারথি দময়ন্তীর নিকটে আসিয়া কহিল, হে দেবি! কর্ম্মচারী ও পুরবাসী জন দ্বারে উপনীত হইয়াছেন, অতএব আপনি মহারাজের নিকট নিবেদন করুন যে, ধর্ম্মার্থদর্শী সমুদায় প্রজা রাজার ব্যসন সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বারে উপস্থিত রহিয়াছেন। পরে ভীমনন্দিনী শোকে হতচেতনা ও দুঃখার্ত্তা হইয়া বাষ্পপূর্ণ বাক্যে নিষধরাজকে কহিলেন, মহারাজ! মন্ত্রিগণের সহিত পুরবাসী প্রজারা রাজভক্তির অনুগামী হইয়া আপনাকে দর্শন করিবার অভিলাষে দ্বার দেশে দণ্ডায়মান আছে, অতএব তাহাদিগের সহিত আপনার সাক্ষাৎ করা উচিত। রুচিরাপাঙ্গবতী দময়ন্তী পুনঃপুন বিলাপের সহিত এই রূপ কহিলে, রাজা কলি কর্ত্তৃক আবিষ্ট হওয়াতে বিলাপশীলা তথাবিধা দময়ন্তীকেও কোন উত্তর করিলেন না। তখন সেই সকল অমাত্য ও পুরবাসী "ইনি নাই।" বলিয়া দুঃখার্ত্ত ও লজ্জিত হইয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! নল ও পুষ্করের বহুতিথ মাস দ্যূতক্রীড়া হইল, কিন্তু তাহাতে নলই পরাজিত হইলেন।

একোনষষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে রাজন্! স্থির-বুদ্ধি ভীমতনয়া দময়ন্তী নরাধিপ পুণ্যশ্লোককে দ্যূতক্রীড়ায় উন্মত্তের ন্যায় হতচেতন দেখিয়া ভয় ও শোকে আকুল হইয়া সেই কার্য্য রাজার পক্ষে অতিগুরুতর বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি নলকে হৃতসর্ব্বস্ব দেখিয়া তাঁহার অনিষ্ট ঘটনা আশঙ্কা করত প্রিয়চিকীর্ষা বশত অতিযশস্বিনী হিতকারিণী সর্ব্বকার্য্য-কুশলা অনুরক্তা সুভাষিনী পরিচারিকা বৃহৎসেনা-নাম্নী ধাত্রীকে কহিলেন, হে বৃহৎসেনে! তুমি গমন কর এবং রাজার শাসনানুসারে অমাত্যদিগকে আনাইয়া, দ্রব্য ও ধন যত দ্যূতে হৃত হইয়াছে ও যত অবশিষ্ট আছে, তাহা জিজ্ঞাসা কর। ধাত্রী তদনুযায়ী কার্য্য করিলে, মন্ত্রিগণ তাহা মহারাজ নলের আজ্ঞা জানিয়া "ইহা আমাদিগের সৌভাগ্য!" বলিয়া নলের নিকট গমন করিলেন। ভীমনন্দিনী সেই সমস্ত মন্ত্রীকে দ্বিতীয় বার আগত দেখিয়া তদ্বৃত্তান্ত রাজার নিকট নিবেদন করিলেন; কিন্তু নিষধরাজ তাঁহার বাক্যে পূর্ব্ববৎ অভিনন্দন করিলেন না; তাহাতে তিনি লজ্জিতা হইয়া পুনর্ব্বার নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন; এবং দ্যূতক্রীড়ায় অক্ষ সকলকে নলের প্রতি নিয়ত পরাঙ্মুখ শুনিয়া ও তাঁহার সর্ব্বস্ব হৃত হইয়াছে জানিয়া ধাত্রীকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে কল্যাণি বৃহৎসেনে! সম্প্রতি নিদারুণ গুরুতর ব্যাপার ঘটনা হইল, অতএব তুমি মহারাজের শাসন হেতু পুনশ্চ গমন করিয়া সারথি বার্ষ্ণেয়কে শীঘ্র আনয়ন কর। বৃহৎসেনা দময়ন্তীর আদেশানুসারে বিশ্বস্ত পুরুষ দ্বারা সারথিকে আনয়ন করাইল। তদনন্তর দেশ কাল তত্ত্বজ্ঞা প্রশংসিতা দময়ন্তী তৎকালোচিত মধুর বাক্যে সান্ত্বনা পূর্ব্বক সারথিকে কহিলেন, বার্ষ্ণেয়! মহারাজ তোমার প্রতি সর্ব্বদা যে রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা তোমার বিদিত আছে, তিনি সম্প্রতি বিষমাবস্থ হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে তাঁহার সাহায্য করা তোমার উচিত। পুষ্করের নিকট

তিনি যতই পরাজিত হইতেছেন, ততই তাঁহার দ্যূতক্রীড়ায় অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে। অক্ষ সকল যেমন পুষ্করের বশীভূত হইয়া পতিত হইতেছে, সেই রূপ মহারাজের পক্ষেও বিপর্য্যয় ক্রমে পতিত হইতে দৃষ্ট হইতেছে। মহারাজ মোহিত হইয়া যে রূপ সুহৃৎ বা স্বজনগণের উচিত বাক্য শুনিতেছেন না, সেই রূপ আমার বাক্যেও অনুমোদন করিতেছেন না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, মহাত্মা নিষধনাথের কোন দোষ নাই, কারণ, তাঁহার অন্তঃকরণ মোহে আচ্ছন্ন হওয়াতেই তিনি আমার বাক্যে অভিনন্দন করিতেছেন না। হে সারথে! আমার মনঃপ্রাশস্ত্য হইতেছে না, এই রাজা কদাচিৎ বিপন্ন হইতে পারেন, অতএব আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, আমার কথা রক্ষা কর। তুমি মহারাজের প্রিয়তম ও মনঃসদৃশ বেগশীল অশ্ব সকল রথে যোজনা করিয়া তাহাতে আমার এই পুত্র ও কন্যাকে লইয়া কুণ্ডিন নগরে গমন কর। তথায় আমার জ্ঞাতিদিগের নিকটে এই দুইটি সন্তান, রথ ও অশ্ব সকল রাখিয়া তুমি আপনি তথায় বাস করিও, কিম্বা ইচ্ছামত অন্য কোথাও গমন করিও। নলসারথি বার্ষ্ণেয় বিদর্ভ রাজনন্দিনীর ঐ কথা নল রাজার প্রধান প্রধান অমাত্যদিগকে নিবেদন করিল। হে মহীপতে! তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া পরামর্শ পূর্ব্বক তাহাই স্থির করিয়া সারথির প্রতি অনুমতি প্রদান করিলে, সারথি রাজকুমার ও রাজকুমারীকে রথে আরোহণ করাইয়া বিদর্ভ দেশে প্রস্থিত হইল; অনন্তর, অতি দুঃখার্ত্ত হইয়া সেই রথ, অশ্বসকল এবং রাজকুমার ইন্দ্রসেন ও রাজকুমারী ইন্দ্রসেনাকে তথায় রাখিয়া রাজা ভীমকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক নল মহীপতির নিমিত্তে অনুশোচনা করত ভ্রমণ করিতে করিতে অযোধ্যা নগরী গমন করিল; এবং সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে ঋতুপর্ণ নামক অযোধ্যাধিপতি ভূপতির উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল; পরে তাঁহার সারথ্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়া উপজীব্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিল।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬০।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! বার্ষ্ণেয়ের গমনানন্তর, পুষ্কর, দ্যূতক্রীড়াসক্ত নিষধাধিপের রাজ্য ও অন্যান্য যে কিছু ধন ছিল, তৎ সমুদায় পণে হরণ করিয়া লইলেন। নিষধেশ্বর সর্ব্বস্বান্ত হইলে, পুষ্কর তাঁহাকে হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, আপনি পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হউন; আপনার পণের উপযুক্ত আর কি আছে? আপনার এক মাত্র মহিষী দময়ন্তী অবশিষ্ট আছে, তদ্ভিন্ন সকলই আমি জয় করিয়া লইয়াছি, যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহাকেই পণ করুন। পুষ্কর এই বাক্য কহিলে, পুণ্যশ্লোকের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ প্রায় হইল; কিন্তু তিনি তাঁহাকে আর কিছুই বলিলেন না। অনন্তর মহাযশস্বী রাজা নল পুষ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পরম ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সর্ব্বাঙ্গ হইতে ভূষণ সকল পরিত্যাগ করত এক মাত্র বস্ত্র পরিধায়ী ও অনাবৃতাঙ্গ হইয়া সুহৃদ্গণের শোক বৃদ্ধি করত অতি বিপুল সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন। পরে, দময়ন্তী পতিকে গমন করিতে দেখিয়া এক খানি বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। নিষধরাজ নগরের বহিঃপ্রদেশে ভার্য্যা দময়ন্তীর সহিত তিন রাত্রি বাস করিয়া থাকিলেন।

মহারাজ! এদিকে পুষ্কর, নগর মধ্যে ঘোষণা প্রকাশ করিলেন, যে, যে ব্যক্তি নলের প্রতি সম্যক্ আস্থা করিবে, সে আমার বধ্য হইবে। হে যুধিষ্ঠির! পৌরজন পুষ্করের এই ঘোষণা দ্বারা নলের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ বিবেচনা করিয়া নলকে আর কোন রূপে সমাদর করিল না। রাজা নল নগরের বহিঃপ্রদেশে ত্রিরাত্র বাস করিয়া থাকিলেন, কিন্তু তিনি সৎকারার্হ হইয়াও কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সৎকৃত না হইয়া ত্রিরাত্র কাল কেবল জল মাত্র আহারে

জীবন ধারণ করিলেন। তিনি ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া ফল মূল অন্বেষণ করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দময়ন্তীও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ক্ষুধার্ত্ত নল বহু দিন গতে সুবর্ণ-সদৃশ-পক্ষ-বিশিষ্ট কতক গুলি পক্ষী দেখিলেন। নিষধাধিপতি বলশালী নল তখন ভাবিলেন, অদ্য ইহা আমার ভক্ষ্য উপস্থিত হইল, এবং ইহাই আমার অর্থ হইবে, এই ভাবিয়া তিনি পরিধেয় বস্ত্র লইয়া পক্ষীদিগকে আচ্ছাদন করিলেন। অনন্তর পক্ষী সকল তাঁহার সেই বস্ত্র সমেত আকাশ পথে গমন করিল। তাহারা উৎপতন কালে নল রাজাকে দিগম্বর, দীন ও অধোমুখে ভূমিস্থিত অবলোকন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে অতিদুর্ব্বুদ্ধে! আমরা সেই অক্ষ, তুমি বস্ত্র পরিধান করিয়া গমন করাতে আমাদিগের সন্তোষ না হওয়া প্রযুক্ত তোমার বস্ত্র হরণ করিবার মানসে আগমন করিয়াছিলাম। হে রাজন্! তখন পুণ্যশ্লোক আপনাকে বিবস্ত্র দেখিয়া ও অক্ষ সকলের গমন অবগত হইয়া দময়ন্তীকে কহিলেন, হে অনিন্দিতে! আমি যাহাদিগের কোপ হেতু ঐশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি; এবং ক্ষুধাপীড়িত দেহে অতি কষ্টেও প্রাণ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেছি না; হে ভীরু! যাহাদিগের নিমিত্তে নিষধবাসী প্রজা সকল আমার সমাদর করে নাই, তাহারাই পক্ষী হইয়া আমার বস্ত্র হরণ করিল। প্রিয়ে! আমি জ্ঞানশূন্য হইয়াছি, এবং পরম বিষমাবস্থা প্রাপ্ত ও দুঃখিত হইয়াছি, এবং আমি তোমার ভর্ত্তা, অতএব তোমার আত্ম হিতকর বাক্য আমার নিকট শ্রবণ কর, এই সকল পথ, অবন্তী দেশ ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথে গমন করিয়াছে। এই স্থানে মহাশৈল বিন্ধ্য, পয়োষ্ণী নামে নদী ও মহর্ষিগণের বহু ফল মূল সমন্বিত আশ্রম সকল রহিয়াছে। এবং এই পথ বিদর্ভ দেশের, ও এই পথ অযোধ্যাপুরে গমন করিয়াছে; ইহার পর দক্ষিণে ঐ দক্ষিণাপথ দেশ।

হে ভারত! দুঃখার্ত্ত নল রাজা যত্নবান্ হইয়া ভীমকুমারী দময়ন্তীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বারম্বার ঐ রূপ কহিলে, ভীমনন্দিনী দুঃখে আকর্ষিতা হইয়া বাষ্পকলাকুল সকরুণ বাক্যে নিষধনাথকে বলিলেন, মহারাজ! আপনার মনের ভাব চিন্তা করিয়া আমার অঙ্গ সকল অবসন্ন ও হৃৎকম্প হইতেছে। আমি আপনকাকে হৃতরাজ্য, হৃতদ্রব্য, বিবস্ত্র, ক্ষুধিত এবং শ্রান্ত দেখিয়া কিপ্রকারে এই নির্জ্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি? মহারাজ! আপনি যখন ঘোর বন মধ্যে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পূর্ব্ব সুখ স্মরণ পূর্ব্বক কাতর হইবেন, তখন আমি আপনকার শ্রান্তি নিবারণ করিব। মহারাজ! আমি সত্য বলিতেছি যে, বৈদ্যদিগের মতে সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ বিষয়ে ভার্য্যা তুল্য কোন ঔষধ নাই।

নল কহিলেন, হে সুমধ্যমে দময়ন্তি! তুমি যে কহিলে, দুঃখার্ত্ত নরের ভার্য্যা তুল্য মিত্র ও ঔষধ নাই, তাহা যথার্থই। হে ভীরু! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে অভিলাষ করি না, তুমি সে আশঙ্কা কেন করিতেছ? হে অনিন্দিতে! আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাচ তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।

দময়ন্তী কহিলেন, মহারাজ! যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে কি নিমিত্তে বিদর্ভ নগরের পথ উপদেশ করিতেছেন? হে নৃপতে! আমিও জানি যে, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবার যোগ্য নহেন, কিন্তু যখন আপনার চিত্ত বিকৃত হইয়াছে, তখন পরিত্যাগ করিতে পারেন। হে অমরোপম নরোত্তম! আপনি আমার নিকট পুনঃপুন পথ উপদেশ করিয়া আমার শোক বৃদ্ধি করিতেছেন। হে মানপ্রদ! যদি আমার জ্ঞাতিগণের নিকট আমার গমন করা আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে আপনার মত হইলে আমরা উভয়েই বিদর্ভ নগরে গমন করি; বিদর্ভরাজ আপনাকে সমাদর পূর্ব্বক রাখিবেন। আপনি তথায়

তৎকর্তৃক সম্মানিত হইয়া আমাদিগের গৃহে সুখে অবস্থান করিবেন।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

নল কহিলেন, আমার পক্ষে আমার রাজ্য যে প্রকার, তোমার পিতার রাজ্যও সেই প্রকার, সংশয় নাই; তথাপি আমি এরূপ দুরবস্থায় কোন ক্রমে তথায় যাইব না; আমি সমৃদ্ধি অবস্থায় তোমার হর্ষ-বর্দ্ধন হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলাম, এক্ষণে এরূপ দুরবস্থায় তোমার শোক-বর্দ্ধন হইয়া কি প্রকারে গমন করিতে পারি?

বৃহদশ্ব কহিলেন, নল রাজা অর্দ্ধবস্ত্র-পরিধানা কল্যাণলক্ষণা দময়ন্তীকে পুনঃপুন ঐরূপ বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে একবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ইতস্তত পর্য্যটন করত ক্ষুধাতৃষ্ণায় পরিক্লান্ত হইয়া কোন সভাস্থলে (যাত্রিকদিগের উপবেশনাদি যোগ্য স্থান বিশেষে) উপস্থিত হইলেন। নিষধাধিপতি তথায় উপনীত হইয়া বৈদর্ভীর সহিত ভূতলে উপবেশন করিলেন। তিনি দময়ন্তীর সহিত এক বস্ত্র পরিধায়ী ও শ্রান্ত হইয়া ধূলিগুণ্ঠিত, মলিন ও বিকৃত বেশে ধরণীতলে শয়ন করিলেন। পতিব্রতনিষ্ঠা সুকুমারাঙ্গী শুভরূপা দময়ন্তীও দুঃখ ভোগে পরিক্লান্তা হইয়াছিলেন, তিনি সহসা নিদ্রার বশবর্ত্তিনী হইলেন। হে নরপতে! নল রাজার হৃদয়ে নিদারুণ শোকানল প্রজ্বলিত হইতেছিল, তন্নিমিত্তে তিনি, দময়ন্তী নিদ্রিতা হইলে, পূর্ব্বের ন্যায় নিদ্রা যাইতে পারিলেন না; তাদৃশরূপে রাজ্যাপহরণ, সর্ব্বপ্রকারে সুহৃদ্বিয়োগ ও বন মধ্যে তথাবিধ ক্লেশ আলোচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার এরূপ করিলে আর কি হইবে, ইহা না করিলেই বা কি হয়, এক্ষণে কি আমার মরণই শ্রেয়, কি পরিজন পরিত্যাগ করাই বিধেয়; ইনি আমার প্রতি অনুরক্তা, এজন্যই আমার নিমিত্তে এই দুঃখ ভোগ করিতেছেন; কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়া হইলে কোন না কোন সময়ে আপনার স্বজন সমীপে যাইতে পারেন। ইনি আমার সঙ্গে থাকিলে ইহাঁকে অবশ্যই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, আর আমি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিলে, ইহাঁকে যে দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে, এমত নিশ্চয় নাই, কেননা কখন না কখন ইহাঁর সুখ লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে।" হে নরাধিপ! তিনি পুনঃপুন বহুধা বিচার পূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বোধ করিলেন, এবং ইহাও ভাবিলেন, "এই বালা যশস্বিনী, মহাসৌভাগ্যবতী ও আমার ভক্তা, এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্মে ইহাঁর প্রকৃত নিষ্ঠা আছে, সেই তেজে পথি মধ্যে কেহ ইহাঁর অনিষ্ট করিতে পারিবে না।" হে রাজন্! তখন তাঁহার দময়ন্তী বিষয়ক বুদ্ধি, দেহাবিষ্ট দুষ্টস্বভাব কলি কর্ত্তৃক উক্ত প্রকারে উদ্ভাবিত হইয়া দময়ন্তী পরিত্যাগেই প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর তিনি আপনার বিবস্ত্রতা ও দময়ন্তীর এক বস্ত্র পরিধান মনে করিয়া তাহার অর্দ্ধ খণ্ড কর্ত্তন করিয়া লইবার অভিপ্রায় করিলেন, কিন্তু "কি প্রকারে বসন কর্ত্তন করি, অথচ প্রিয়ার নিদ্রা ভঙ্গ না হয়," এই ভাবিয়া তখন সভা স্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তিনি ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে তথায় কোষমুক্ত এক খানি উত্তম খড়্গ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর শক্রনিসূদন রাজা নল ঐ খড়্গদ্বারা বস্ত্রের অর্দ্ধ ভাগ ছেদন করিয়া সেই খড়্গ নিক্ষেপ করত নিদ্রাগতা বৈদর্ভীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। পরে তাঁহার অন্তঃকরণ গমনে নিবৃত্ত হওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার তথায় আগমন পূর্ব্বক দময়ন্তীকে দেখিয়া এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বে বায়ু ও আদিত্য যাঁহাকে দৃষ্টি গোচর করেন নাই, আমার সেই প্রেয়সী অদ্য অনাথার ন্যায় সভা স্থলে ভূশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন! চারুহাসিনী এই বরারোহা ছিন্ন বস্ত্র পিহিতা হইয়া এক্ষণে নিদ্রা

যাইতেছেন, কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গ হইলে না জানি উন্মত্তার ন্যায় কি রূপই হইবেন! ভীম-রাজ-নন্দিনী সতী এই কল্যাণী আমা ব্যতিরেকে একাকিনী পশু সর্প সেবিত এই ঘোর অরণ্য মধ্যে কি প্রকারে বিচরণ করিবেন! "হে মহাভাগে! তুমি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পরায়ণা, অতএব তোমাকে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, মরুদ্গণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় রক্ষা করুন।" হে ভারত! নল রাজার বুদ্ধি কলি কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়াতে তিনি অতুল্য রূপ সম্পন্না প্রিয়তমা ভার্য্যাকে এই রূপ কথন পূর্ব্বক উদ্যম সহকারে প্রস্থান করিলেন; এবং পুনর্ব্বার তথায় প্রত্যাগত হইলেন; এবং আবার তথা হইতে প্রস্থিত হইলেন; তাঁহার চিত্তকে এক বার কলি আকর্ষণ করে, ও এক বার প্রণয়িনীর প্রণয়ে আকর্ষণ করে, ইহাতে তিনি বারম্বার যাতায়াত করিতে লাগিলেন; তখন সেই দুঃখার্ত্ত রাজার অন্তঃকরণ যেন দ্বিধা হইয়া গেল; তিনি দোলার ন্যায় গমনাগমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে কলি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট ও মোহিত হইয়া তাদৃশ প্রণয়িনী ভার্য্যাকে নিদ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া বহুল করুণ বিলাপ করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থিত হইলেন। তিনি কলি-স্পৃষ্ট হওয়াতে তাঁহার বুদ্ধি একান্ত বিনষ্ট হইয়াছিল, এ প্রযুক্ত তিনি জন-শূন্য কাননে ভার্য্যা দময়ন্তীকে একাকিনী রাখিয়া তাঁহার ভাবী শুভাশুভ ঘটনা আলোচনা করিতে করিতে দুঃখিত চিত্তে তথা হইতে গমন করিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে রাজন্! নল রাজা গমন করিলে পর, বরারোহা দময়ন্তীর ক্লান্তি দূর হইলে, তিনি সেই জন-শূন্য বনে জাগরিতা ও ত্রস্তা হইলেন। মহারাজ! শোক দুঃখ সমন্বিতা দময়ন্তী নিষধপতি পতিকে দেখিতে না পাইয়া ভয়-বিহ্বলা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করত রোদন করিতে লাগিলেন। হা নাথ! হা মহারাজ! হা স্বামিন্! আপনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? আমি এই বিজন বিপিনে ভয়ার্ত্তা হইয়াছি! হা! আমি হতা হইলাম! আমি বিনাশ প্রাপ্তা হইলাম! মহারাজ! আমি নিদ্রিতা ছিলাম, এমত স্থলে, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী হইয়া পূর্ব্বে তথাবিধ সত্য করিয়া, এক্ষণে কি প্রকারে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন? আমি আপনার অনুব্রতা ও দক্ষা ভার্য্যা এবং আমি আপনার কোন অপকারও করি নাই, অন্যে আপনার অপকার করিয়াছে, এমত স্থলে কি রূপে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন? হে নরেশ্বর! আপনি পূর্ব্বে লোকপালদিগের সমীপে আমার প্রতি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সফল করাই আপনার উচিত। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি কান্তাকে পরিত্যাগ করিলেও যে আপনার কান্তা মুহূর্ত্ত কাল জীবিত আছে, তাহার কারণ এই যে, বিধাতা মনুষ্যদিগের অকাল মৃত্যু বিধান করেন নাই। হে দুরাধর্ষ! হে পুরুষ-প্রবর! হে প্রভো! আপনি যে এতাবৎ কাল পরিহাস করিলেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে আমি ভয়ার্ত্তা হইয়াছি, আমাকে দর্শন দিউন। মহারাজ! আমি আপনকাকে এই যে দেখিলাম, এই যে দেখিতেছি, এই দেখিতেছি, আপনি লতাপুঞ্জে আবৃত হইয়া কি জন্য আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর করিতেছেন না? হে রাজেন্দ্র! আমি এ রূপ অবস্থাপন্না হইয়া বিলাপ করিতেছি, তথাচ আপনি আসিয়া যে আমাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন না, ইহাতে আপনার নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ পাইতেছে। হে নৃপ! আমি আপনার কি অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্তে শোক করি না, কেবল আপনি একাকী কি রূপে থাকিবেন, সেই নিমিত্তেই শোকার্ত্তা হইয়াছি। হে রাজন্! আপনি তৃষিত, ক্ষুধিত ও শ্রমকর্ষিত হইয়া সায়াহ্ন কালে আমাকে না দেখিয়া বৃক্ষ মূলে কি রূপে অবস্থিতি করিবেন?

হে ভারত! অনন্তর, দময়ন্তী তীব্র শোকে আর্ত্তা ও শোকানলে প্রজ্বলিতা হইয়া অতি দুঃখিত চিত্তে রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবন করিতে লাগিলেন। কখন উত্থিতা হন, কখন বিহ্বলা হইয়া স্তম্ভিতা হন, কখন ভয়ার্ত্তা হইয়া ভূপৃষ্ঠে লীন প্রায় হন, কখন রোদন করিয়া উঠেন, কখন বা মুক্ত কণ্ঠে বিলাপ করেন। অনন্তর, অত্যন্ত শোক-সন্তপ্তা পতি পরায়ণা ভীম-নন্দিনী তথা হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন, যে প্রাণীর অভিশাপে নিষধ-নাথ এই ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহার আমাদিগের অপেক্ষাও সমধিক দুঃখ হইবে। যে পাপিষ্ঠ, নিষ্পাপ চিত্ত নলকে এ রূপ দুরবস্থাপন্ন করিয়াছে, সেই দুরাত্মা, নল অপেক্ষাও অধিক দুঃখিত হইয়া অসুখ-জীবিকা অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করুক।

মহাত্মা নল রাজার তাদৃশী ভার্য্যা এই রূপে বিলাপ করত ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সেবিত সেই বন মধ্যে স্বামীকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভীম-নন্দিনী উন্মত্তার ন্যায়, হা মহারাজ! হা মহারাজ! বলিয়া মুহুর্মুহু বিলাপ করিতে করিতে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি শুষ্ক-কায়া হইয়া কুররী পক্ষিণীর ন্যায় অতিশয় শব্দ পূর্ব্বক পুনঃপুন বহুল সকরুণ শোক বিলাপ করত সহসা এক মহাকায় অজগর সর্পের অভিমুখে গমন করিয়া তাহার সমীপে ইতস্তত বিচরণ করিতেছিলেন, তখন সেই গ্রাহ অজগরও ক্ষুধার্ত্ত ছিল, সুতরাং সে তাঁহাকে গ্রাস করিল। অজগর শোক পরিপ্লুতা নল-মহিষীকে গ্রহণ করিলে, তখন তিনি তাহার মুখ মধ্যে গ্রস্যমানা হইয়াও নিষধনাথের নিমিত্তে যাদৃশ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আপনার মরণ উপস্থিত জন্য তাদৃশ শোক করিলেন না। তিনি আর্ত্ত স্বরে কহিলেন, হা নাথ! এই অজগর বিজন বন মধ্যে অনাথার ন্যায় আমাকে পাইয়া গ্রাস করিতেছে, আপনি কি হেতু ইহা অনুধাবন করিতেছেন না? হে প্রভু নিষধনাথ! আপনি কি জন্য আমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন? আপনি শাপ-মুক্ত হইয়া পূর্ব্ববার বুদ্ধি, চৈতন্য ও রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, তখন আমাকে অনুস্মরণ করিয়া কি প্রকারে থাকিবেন? হে বিশুদ্ধচিত্ত নিষধ-নাথ রাজসিংহ! আপনি শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও ম্লান হইলে, কে আপনার ক্লেশ শান্তি করিবে?

অনন্তর কোন মৃগব্যাধ দুর্গম বনে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া তথায় সত্বর আগত হইল, এবং আয়ত-নয়না ললনাকে সর্প-গ্রস্তা দেখিয়া সত্বর হইয়া বেগে সম্মুখ গমন পূর্ব্বক নিশিত শস্ত্র দ্বারা সর্পের মুখ ছেদন করিয়া ফেলিল। পরে সেই মৃগজীবী, ভুজঙ্গমকে শস্ত্রাঘাতে হনন পূর্ব্বক নির্ব্বিচেষ্ট করিয়া নিষধ-রাজ-মহিষীকে উরগ মুখ হইতে বিমুক্ত করিল। হে ভারত! অনন্তর ব্যাধ তাঁহাকে জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কিছু আহার করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মৃগ শাব নয়নে! তুমি কাহার কামিনী? কি নিমিত্তে বনে আগমন করিয়াছ? হে ভাবিনি! তুমি কেনই বা এ রূপ মহৎ কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছ? হে নরপাল ভারত! সেই ব্যাধ দময়ন্তীকে এই রূপে জিজ্ঞাসা করিলে দময়ন্তী তাহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ কহিলেন। অনন্তর সেই মৃগব্যাধ, মধুর ভাষিণী দময়ন্তীর নয়ন-পক্ষ্ম কুটিল, আনন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভমান, নিতম্ব ও পয়োধর পীন, এবং সমস্ত অঙ্গ সুকুমার, অনির্ব্বচনীয় ও অর্দ্ধবস্ত্রাবৃত দেখিয়া মদনের বশতাপন্ন হইল। লুব্ধক তখন কামার্ত্ত হইয়া তাদৃশ রূপবতী দময়ন্তীকে মৃদুল মধুর বচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। পতিব্রতা সেই ভাবিনী ঐ ব্যাধকে দোষ-ভাবান্বিত জানিতে পারিয়া তীব্র রোষে আবিষ্টা হইয়া যেন প্রজ্বলিতা হইয়া উঠিলেন। পাপাত্মা মৃগব্যাধও কামাতুরতা প্রযুক্ত ক্রোধের বশবদ হইয়া দুর্দ্ধর্ষণীয় প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাকে আক্রম করণের ন্যায়,

দময়ন্তীর প্রতি বল প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় করিল। দময়ন্তী একে রাজ্য ও পতি বিয়োগে নিতান্ত দুঃখার্ত্তা ছিলেন, বাক্ পথের অতীত তাদৃশ দুঃসময়ে আবার ব্যাধকে ধর্ষিতাচরণে উদ্যত দেখিলেন, ইহাতে তিনি রোষান্বিতা হইয়া এই বলিয়া ব্যাধকে শাপ প্রদান করিলেন, যেহেতু আমি নৈষধ ভিন্ন অন্য পুরুষকে মনে চিন্তাও করি না, সেই হেতুই এই নীচ মৃগজীবী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া পতিত হউক। হে ভারত! তিনি এই রূপ বাক্য কহিবা মাত্র ব্যাধ গতপ্রাণ হইয়া অগ্নি-দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৩॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! কমললোচনা দময়ন্তী মৃগব্যাধকে বিনাশ করিয়া ঝিল্লিকাগণ-নিনাদিত, জন-শূন্য, অতি ভীষণ কাননে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ বন সিংহ, মহিষ, ঋক্ষ, বিবিধ ব্যাঘ্র ও নানাবিধ মৃগগণে সংযুক্ত, নানা বিহঙ্গকুলে সমাকীর্ণ ও ম্লেচ্ছ তস্কর দলে অভিসেবিত, এবং সাল, বেণু, ধব, অশ্বত্থ, তিন্দুক, ইঙ্গুদ, কিংশুক, অর্জ্জুন, নিম্ব, তিনিশ, শাল্মল, জম্বু, আম্র, লোধ্র, খদির, বেত্র, পদ্মক, আমলক, প্লক্ষ, কদম্ব, উড়ুম্বর, বদর, বিল্ব, বট, পিয়াল, তাল, খর্জ্জুর, হরীতক ও বিভীতক বৃক্ষ সমূহে সমাচ্ছন্ন ছিল। বিদর্ভ-কুমারী সেই ঘোর অরণ্য মধ্যে গমন করিতে করিতে বহুবিধ শত শত ধাতু দ্বারা সংনদ্ধ বিবিধ পর্ব্বত, নানা পক্ষিগণ কূজিত নিকুঞ্জ, অদ্ভুত-দর্শন গিরিগহ্বর, নদী, সরোবর, বাপী, পল্বল, তড়াগ, গিরিকূট, অদ্ভুত-দর্শন নির্ঝর রূপ সরিৎ সকল, ভীষণাকার বহু সংখ্য পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসগণ এবং যূথে যূথে মহিষ, বরাহ, শৃগাল, ভল্লুক, বানর ও পন্নগ সকল দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি একাকিনী হইয়াও ধর্ম্মবল, যশস্কর ক্রার্য্য, অলৌকিক শ্রী ও ধৈর্য্য দ্বারা তথায় নলকে অন্বেষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বামীর বিপদে পরিপীড়িতা হইয়া সেই নিদারুণ অটবী স্থলে কাহারও নিকট ভীতা হইলেন না। হে রাজন্! তিনি পতিশোকে পরীতাঙ্গী ও নিরতিশয় দুঃখার্ত্তা হইয়া এক শিলা তল আশ্রয় করত বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে পৃথুলহৃদয় মহাবাহু নিষধনাথ! আপনি অদ্য আমাকে এই বিজন বনে বিসর্জ্জন করিয়া কোথায় গমন করিলেন? হে বীর নরেন্দ্র! আপনি ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হইয়া কি নিমিত্তে আমার প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করিলেন? হে নরসিংহ! হে ক্ষত্রিয়বর! হে মহাদ্যুতে! আপনি পূর্ব্বে আমার সমক্ষে যাহা বলিয়াছিলেন, হে মঙ্গলালয়! তাহা স্মরণ করা আপনার উচিত। হে ভূমিপ! বিহগ হংসগণ আপনার সমীপে ও আমার সমক্ষে যাহা কহিয়াছিল, আপনি তাহাও মনে করুন। হে শত্রুঘ্ন নরেশ্বর! সুন্দররূপে বিস্তারক্রমে অধীত সাঙ্গোপাঙ্গ চতুর্ব্বেদ এক দিকে, আর এক সত্য এক দিকে; অতএব, আপনি পূর্ব্বে মৎসকাশে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য করা আপনার উচিত। হা বীর! হা নল! আমি আপনকার হইয়া এই ঘোর অরণ্য মধ্যে মরিলাম, আপনি কি জন্য আমাকে সম্ভাষণ করিতেছেন না? ভীষণাকৃতি রৌদ্র রূপ এই সিংহ ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক এই আমাকে ভক্ষণ করে, এ সঙ্কট হইতে আমাকে পরিত্রাণ করা আপনার কি উচিত নয়? হে মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে যে সর্ব্বদা বলিতেন, "তোমা ভিন্ন আমার আর কেহই প্রিয়া নাই," হে মঙ্গলাস্পদ! এক্ষণে সেই কথা সত্য করুন। হে নরাধিপ! আমি আপনার প্রিয় ভার্য্যা এবং আপনিও আমার প্রিয় পতি, অতএব আপনি প্রিয় ভার্য্যাকে উন্মত্তার ন্যায় বিলাপ করিতে দেখিয়াও কি নিমিত্তে প্রত্যুত্তর করিতেছেন না? হে বসুধাধিপ! আমি একাকিনী, দীনা, বিবর্ণা, কৃশা ও অর্দ্ধবস্ত্র-পরিহিতা হইয়া অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতেছি, হে অরি-

কর্ষণ! হে মানার্হ! হে পৃথু-লোচন! আমি যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় একাকিনী মহারণ্যে রোদন করিতেছি, আপনি কি হেতু আমাকে অবজ্ঞা করিতেছেন? হে মহারাজ! আমি আপনার অনুব্রতা সেই দময়ন্তী একাকিনী ভীষণ বন মধ্যে পড়িয়া আপনাকে ডাকিতেছি, আপনি কি হেতু আমাকে উত্তর প্রদান করিতেছেন না? হে নরোত্তম! আপনি সেই মনোহর-সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও কুলশীলসম্পন্ন, আমি যে আপনাকে অদ্য দেখিতে না পাইয়া শোক দুঃখে কাতরা হইয়াছি! হে নিষধনাথ! এই পর্ব্বত মধ্যে বা সিংহ ব্যাঘ্র সেবিত এই মহাভয়ানক বিপিন মধ্যে আপনি কোন স্থানে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, কি উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান আছেন, কিম্বা এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, হে মদীয়-শোক-বর্দ্ধন মহারাজ! তাহা জানিবার নিমিত্তে আমি কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব যে, "তুমি এই অরণ্য মধ্যে কোথাও নল রাজাকে কোন গতিকে দেখিয়াছ কি না?" এবং কে অদ্য আমাকে শত্রু-ব্যূহ বিনাশক সাক্ষাৎ মহাত্মা নলকে এই বনে অবস্থিত বলিয়া সংবাদ দিবে! এবং এই মধুর বাক্য কাহার নিকট শুনিব যে, "তুমি যে পদ্ম-নিভ-লোচন নল রাজাকে অন্বেষণ করিতেছ, তিনি এই।" মহাহনু যুক্ত চতুর্দন্তধারী এই যে অরণ্য-রাজ শ্রীমান্ শার্দ্দূল আমার অভিমুখে আসিতেছেন, আমি নিঃশঙ্কা হইয়া ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করি। হে মৃগেন্দ্র! তুমি মৃগ সকলের অধিপতি ও এই বনের রাজা; আমি বিদর্ভরাজের তনয়া ও শত্রুঘাতী নিষধাধিপতি নলের ভার্য্যা, আমার নাম দময়ন্তী; সম্প্রতি পতি-বিরহিণী হইয়া শোক-কর্ষিতা, দীনা ও একাকিনী এখানে পতি অন্বেষণ করিতেছি; অতএব যদি তুমি কোথাও নলকে দেখিয়া থাক, তবে তাহা বলিয়া আমাকে আশ্বাস প্রদান কর। হে বননাথ মৃগপতে! যদি তুমি নলের সংবাদ না বল, তবে আমাকে খাও, এই দুঃখ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর। এই মৃগরাজ অরণ্য মধ্যে আমার বিলাপ শ্রবণ না করিয়াই সাগর-গামিনী নির্ম্মল-সলিলা ঐ নদীর দিকে গমন করিতেছে; তবে এক্ষণে এই মহারণ্যের ধ্বজ রূপে উত্থিত, গগণ-স্পর্শী উচ্ছ্রিত বিবিধ-বর্ণ মনোহর বহুল শৃঙ্গে শোভমান, গৈরিকাদি নানা ধাতুতে সমাকীর্ণ, বিবিধ রত্নচয়-বিভূষিত, সিংহ, ব্যাঘ্র, মাতঙ্গ, বরাহ, ভল্লুক ও মৃগ সমূহের আবাস স্থল, চতুর্দ্দিকে বহুবিধ বিহগগণে অনুনাদিত, কিংশুক, অশোক, বকুল, পুন্নাগ, কর্ণিকার, ধব, প্লক্ষ, ও পুষ্পিত বৃক্ষ সমূহে উপশোভিত, জলচর বিহঙ্গগণ শোভিত নদী সমূহে বিরাজিত এবং শিখর সমূহে সমাকুল এই পুণ্য গিরিরাজকে নলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। হে অচলশ্রেষ্ঠ! হে ভগবন্! হে দিব্য-দর্শন! হে লোকপ্রসিদ্ধ! হে শরণ্য! হে বহুকল্যাণালয়! হে পৃথ্বীধর! তোমাকে নমস্কার; আমি তোমার সম্মুখে আসিয়া তোমাকে প্রণাম করিতেছি; আমি রাজপুত্রী, রাজার স্নুষা ও রাজার ভার্য্যা; আমার নাম দময়ন্তী; আমার পিতা বিদর্ভ দেশের অধিপতি; তিনি মহারথ, তাঁহার নাম ভীম; সেই ক্ষিতিপতি চতুর্বর্ণের রক্ষিতা, ভূরি দক্ষিণা যুক্ত বহুল বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, এবং পার্থিব-প্রধান; সেই মনোহর-বিশাল-লোচন রাজা ব্রহ্মনিষ্ঠ, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, অসূয়া-রহিত, সুশীল, বীর্য্যশালী, বিপুল-সম্পত্তি-বিশিষ্ট, স্বাধীন, ধর্ম্মজ্ঞ ও শুচি; তিনি সম্পূর্ণ রূপে বিদর্ভ দেশ রক্ষা করিয়া থাকেন, এবং অরিকুল জয় করিয়াছেন; হে ভগবন্! আমি তাঁহার কন্যা, তোমার উপাসনা করিতেছি; আমার শ্বশুর নিষধ দেশের অধিপতি; তিনি বীরসেন নামে সুবিখ্যাত; সেই নরোত্তমের নাম স্মরণীয়; ঐ রাজার পুত্র শ্রীমান্ নল, পুণ্যশ্লোক বলিয়া বিখ্যাত; তিনি সত্য পরাক্রম, বীর, সুপুরুষ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদজ্ঞ, বাক্‌পটু, পুণ্যকৃৎ, সোমপ, সাগ্নি, যজ্ঞানুষ্ঠাতা, দাতা, যোদ্ধা, এবং সম্যক্ শাসন কর্ত্তা; এবং

তিনি ক্রমপ্রাপ্ত পৌতৃক রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া সম্যক্ প্রকারে অনুশাসন করিয়া থাকেন; আমি তাঁহারই অনুব্রতা অবলা ভার্য্যা। হে পর্ব্বত-সত্তম! আমি শ্রীভ্রষ্টা, পতি-বিহীনা, অনাথা, ও বিপদাক্রান্তা হইয়া পতি অন্বেষণ করিতে করিতে এখানে আসিয়াছি। হে অচল-প্রবর! তোমার শত শত উচ্চ শৃঙ্গ আকাশে রেখা করিতেছে, অতএব তদ্দ্বারা তুমি কি এই বিশাল অরণ্য মধ্যে কোন স্থানে নল রাজাকে দেখিয়াছ? তুমি কি উচ্ছ্রিত শৃঙ্গ সমূহ দ্বারা এই দারুণ বন মধ্যে আমার সেই ভর্ত্তা, সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী, ধীমান্, দীর্ঘবাহু, অমর্ষণশীল, সত্ত্ববান্, বীর, বিক্রমশীল, মহাযশস্বী নিষধনাথ নলকে দেখিয়াছ? হে গিরিবর! আমি দুঃখিত হইয়া একাকিনী এই বন মধ্যে বিহ্বল চিত্তে বিলাপ করিতেছি, তুমি আমাকে স্বীয় দুহিতার ন্যায় কি জন্য আশ্বাস প্রদান করিতেছ না? হে রাজন্! হে বীর! হে বিক্রমশীল! হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে সত্যসন্ধ! হে পৃথ্বীনাথ! আপনি যদি এই কানন মধ্যে থাকেন, তবে দর্শন দিউন। হা! আমি কবে সেই মহাত্মা নিষধ রাজের মেঘস্বন-সন্নিভ, সুস্নিগ্ধ, গম্ভীর, অমৃত-তুল্য, বেদানুসারী, মদীয় শোক নাশক সম্পাত্তি স্বরূপ "বিদর্ভ-নন্দিনি!" এই রূপ সুস্পষ্ট শুভ বাক্য শ্রবণ করিব! হে ধর্ম্মবৎসল ধরা নাথ! আমি ভীতা হইয়াছি, আপনি আমাকে আশ্বাস দান করুন।

পরমাঙ্গনা রাজনন্দিনী দময়ন্তী পর্ব্বতের নিকট এই রূপ কহিয়া পুনর্ব্বার উত্তর দিকে গমন করিলেন। তিনি তিন অহোরাত্র পর্য্যটন করিয়া দিব্য কাননে সুশোভিত অতুল্য এক তপোবন দেখিতে পাইলেন, এবং তথায় দেখিলেন, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও অত্রির ন্যায় নিয়ম-স্থিত, সংযতাহার, দমযুক্ত, শৌচসমন্বিত, জলমাত্রভোজী, পবনাহারী, পর্ণাশী, জিতেন্দ্রিয়, মহাভাগ, স্বর্গপথদিদৃক্ষু, বল্কল ও অজিন পরিধারী, সংযত-চিত্ত তাপস গণ অধিবাস করিতেছেন। শোভন ভ্রূযুক্তা, সুকেশী, সুশ্রোণী, সুস্তনী, সুদন্তবতী, সুমুখী, সুকান্তিমতী, সুপ্রতিষ্ঠা, শোভন-বিশাল-নীল-নয়না দময়ন্তী তাদৃশ তাপসগণে বিরাজিত, বহুবিধ মৃগ সঙ্ঘ সেবিত ও শাখামৃগকুল-সমন্বিত সেই আশ্রম মণ্ডল অবলোকন করিয়া আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন। বীরসেন-সুত-প্রণয়িনী মহাভাগা রত্নরূপ দময়ন্তী পতি অন্বেষণ তপস্যায় তপস্বিনী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি বিনয়াবনতা হইয়া তপোবৃদ্ধ ঋষিদিগকে প্রণাম করত দণ্ডায়মানা থাকিলেন। তপোধন ঋষিগণ তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা ও যথাযোগ্য সম্মান পূর্ব্বক বলিলেন, উপবেশন কর, এবং বল, তোমার কি কার্য্য আমরা সম্পাদন করিব। বরারোহা দময়ন্তী তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বিশুদ্ধভাব ভগবান্ মহাভাগগণ! মৃগপক্ষি-বিষয়ে ও তপস্যা, অগ্নি, ধর্ম্ম, ও স্বধর্ম্মাচরণে আপনাদিগের ত কুশল? তাঁহারা কহিলেন, হে ভদ্রে যশস্বিনি! আমাদিগের সর্ব্বত্র কুশল। হে অনবদ্যসর্ব্বাঙ্গি! তুমি কে? তোমার অভিলাষ কি? তোমার পরম রূপ ও পরম কান্তি দেখিবা মাত্র আমরা বিস্মিত হইয়াছি; পরন্তু তুমি আশ্বস্তা হও, শোক করিও না। হে অনিন্দিতে! তুমি কি এই অরণ্য, পর্ব্বত বা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? তাহা সত্য বল। তিনি কহিলেন, হে তপোধন বিপ্রগণ! আমি এই অরণ্য কি পর্ব্বত কিম্বা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী নহি, আমি মানবকন্যা; আমি আপনার পরিচয় সমুদায় বিস্তার রূপে বলি, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন, হে দ্বিজসত্তমগণ! বিদর্ভ দেশে ভীম নামে যে মহীপতি আছেন, আমি তাঁহার তনয়া, এবং নিষধ দেশের অধিপতি, নল নামে মহাযশস্বী, ধীমান্, সংগ্রামবিজয়ী, বিদ্বান্, বীর নৃপতি আমার ভর্ত্তা। নল নামে সুবিখ্যাত, দেবার্চ্চন-পরায়ণ, ব্রাহ্মণ-বৎসল, নিষধ বংশের রক্ষক, মহাতেজস্বী, মহাবল, সত্য-

বাদী, অস্ত্রজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সত্যসন্ধ, শত্রুমর্দ্দন, ব্রহ্মনিষ্ঠ, দেবভক্ত, শ্রীযুক্ত, শত্রুপুর-জয়ী, ইন্দ্রতুল্য-দ্যুতি-মান্, বিশাল-লোচন, পূর্ণচন্দ্রানন সেই নৃপতি-শ্রেষ্ঠ আমার স্বামী। সেই মহাত্মা বেদ বেদাঙ্গ পারগ, মুখ্য মুখ্য যজ্ঞের আহর্ত্তা ও যুদ্ধে বিপক্ষ হন্তা, এবং তাঁহার প্রভা রবি সোম সদৃশ। ক্ষুদ্রাশয়, দ্যূত-নিপুণ, কুটিল কোন নীচ-প্রকৃতি প্রবঞ্চকেরা সেই সত্য-ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজাকে আহ্বান পূর্ব্বক অক্ষ ক্রীড়ায় পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য ও সম্পত্তি হরণ করিয়া লইয়াছে; আমি সেই নৃপবরের ভার্য্যা হইয়া তাঁহার দর্শন লালসায় এখানে আগমন করিয়াছি, আমার নাম দময়ন্তী; আমি দুঃখিতা হইয়া স্বীয় পতি সেই কৃতাস্ত্র, রণ-বিশারদ, মহাত্মা নল রাজাকে বন, গিরি, সরোবর, সরিৎ, পল্বল, ও সমস্ত অরণ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছি। হে মহানুভাবগণ! উক্ত নিষধাধিপতি মহারাজ নল কি আপনাদিগের এই সুরম্য তপোবনে আগমন করিয়াছেন? যাঁহার নিমিত্তে আমি মৃগশার্দ্দূল-সেবিত এই অতি দারুণ ঘোর ভয়ানক বনে আগমন করিয়াছি; যদি কতিপয় দিবসে তাঁহাকে দেখিতে না পাই, তবে আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপনার কল্যাণ বিধান করিব; সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ব্যতিরেকে আমার জীবনে কি কার্য্য? আমি ভর্ত্তৃ শোকে পরিপীড়িতা হইয়া কি রূপে জীবিতা থাকিব?

সত্যদর্শী তাপস গণ অরণ্য মধ্যে একাকিনী রোদন-পরায়ণা ভীম-দুহিতা দময়ন্তীকে কহিলেন, হে কল্যাণি! আমরা তপস্যা দ্বারা দেখিতেছি, উত্তর কাল তোমার কল্যাণ হইবে, তুমি শীঘ্র নিষধাধিপতিকে দেখিতে পাইবে। হে শুভে ভীম-নন্দিনি! তুমি সেই শত্রুকুল-মর্দ্দন ধার্ম্মিক-প্রধান নিষধনাথ নলকে ব্যসন-মুক্ত দেখিবে। হে কল্যাণি! তুমি তোমার সেই পতিকে সর্ব্ব পাপ বিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বরত্ন-সমন্বিত ও কল্যাণ ভাজন দেখিবে; এবং সেই অরিন্দমকে পুনর্ব্বার সেই নগর শ্রেষ্ঠের শাসন, শত্রুকুলের ভয় বর্দ্ধন ও সুহৃদ্গণের শোক বিমোচন করিতে দেখিবে।

তাপস গণ নল রাজার প্রিয় মহিষী নৃপনন্দিনী দময়ন্তীকে এই রূপ কহিয়া অগ্নিহোত্র ও আশ্রমের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। তখন বীরসেন-স্নুষা নির্দ্দোষাঙ্গী দময়ন্তী তথাবিধ মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম! এখানে এ কি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল! সেই সকল তাপসগণ কোথায়! তাঁহাদিগের সেই আশ্রম মণ্ডলই বা কোথায়! সেই বিহঙ্গম সেবিত পবিত্র জল যুক্ত মনোহর নদীই বা কোথায়! এবং ফলপুষ্পোপশোভিত সেই সকল পবিত্র মহীরুহই বা কোথায় গমন করিল! ভীম-তনয়া শুচিস্মিতা দময়ন্তী বহু ক্ষণ এই রূপ চিন্তা করত ভর্ত্তৃ শোকে কাতরা হইয়া দীনা ও বিবর্ণ-বদনা হইলেন।

অনন্তর তিনি সেখান হইতে স্থানান্তর গমন করিয়া এক প্রকাণ্ড অশোক বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। সেই তরু পুষ্পপল্লবাবলি দ্বারা বিভূষিত ও বিবিধ বিহঙ্গগণ কর্ত্তৃক অনুনাদিত হইয়া মনোহর রূপে দৃষ্ট হইতেছিল। অশ্রুপূর্ণ-নয়না দময়ন্তী তাহার সন্নিধানে গমন করিয়া বাষ্পাকুল বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন, আহা! এই কানন মধ্যে এই তরুবর শিরোভূষণরূপ পুষ্প পুঞ্জে শোভিত হইয়া যেন পর্ব্বত-রাজের ন্যায় বিরাজ করিতেছে; হে প্রিয়দর্শন অশোক! তুমি আমার শোকাপনয় কর; তুমি কি রাজাকে শোক ভয় রহিত ও স্বচ্ছন্দ দেখিয়াছ? আমার নাম দময়ন্তী; তুমি আমার প্রিয় পতি অরিন্দম নিষধাধিপতি সুকুমার-শরীর বীর নল রাজাকে ব্যসন-পীড়িত ও অর্দ্ধখণ্ড বসন পরিহিত হইয়া এই অরণ্যে আগমন করিতে দেখিয়া থাকিবে! হে অশোক নগ! আমি যে রূপে বিশোক হইয়া গমন করিতে পারি, তুমি এরূপ

কর; তোমার শোক-নাশক অশোক নাম সার্থ কর। শোকার্ত্তা বরাঙ্গনা ভীমকুমারী এই রূপ বিলাপ করত সেই অশোক তরুকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া অতিভীষণ স্থানে গমন করিতে লাগিলেন।

সেই সতী পতি অন্বেষণ করত বহুতর বৃক্ষ, পর্ব্বত, সরিৎ, মনোহর মৃগ, পক্ষী, কন্দর, গিরি-নিতম্ব ও অদ্ভুত-দর্শন নদী সকল অবলোকন করিলেন। শুচিস্মিতা ভীমনন্দিনী গমন করিতে করিতে এক প্রশস্ত পথ প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে বিপুল দ্বীপ শোভিত, কূর্ম্ম, কুম্ভীর ও মৎস্য সমূহে সমাকীর্ণ, ক্রৌঞ্চ, কুরর ও চক্রবাক পক্ষিগণে উদ্ঘোষিত, বেতস বনে সমাবৃত, সুশীতল নির্ম্মল সলিলান্বিত, মনোরম্য, শোভমান বিস্তীর্ণ এক নদী দেখিতে পাইলেন। এক দল সার্থ (বাণিজ্য ব্যবসায়ী) হস্তী, অশ্ব, রথ ও জন সমূহে সমবেত হইয়া ঐ নদী হইতে উত্তীর্ণ হইতেছে। যশস্বিনী নলপত্নী শোকার্ত্তা হইয়া উন্মত্তার ন্যায় অর্দ্ধ বস্ত্র পরিধানে ও ধূলিধূষরিত কেশে এবং কৃশ, মলিন ও বিবর্ণ বেশে বণিক্‌দিগকে দেখিবা মাত্র তাহাদিগের সমীপে গমন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বণিকেরা তাঁহাকে তথায় তদাকৃতি দেখিয়া কেহ কেহ ভীত হইয়া পলায়ন পরায়ণ ও কেহ কেহ সাতিশয় চিন্তান্বিত হইল। কেহ কেহ হাস্য করিতে লাগিল। কেহ কেহ চিৎকার শব্দে রোদন, ও কেহ কেহ অসূয়া করিতে আরম্ভ করিল। হে ভারত! কেহ কেহ দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে কল্যাণি! তুমি কে? কাহার বনিতা? এই বন মধ্যে কি অন্বেষণ করিতেছ? আমরা এখানে তোমাকে দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি। হে কল্যাণি! তুমি মানুষী কি এই বন বা পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কিম্বা দিক্ সকলের অধিদেবতা, তাহা সত্য করিয়া বল। হে অনিন্দিতে! তুমি যক্ষী বা রাক্ষসী কিম্বা দেবাঙ্গনা, যে হও, আমরা তোমার শরণাগত হইলাম; তুমি আমাদিগের সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণ কর; এবং আমাদিগকে রক্ষা কর; হে শুভে! আমাদিগের এই বণিক্‌পতি যে রূপে সর্ব্বপ্রকারে কুশলী হইয়া শীঘ্র এই স্থান হইতে গমন করিতে পারেন, এমত বিধান কর; তাহা হইলে আমাদিগের সকলেরই কল্যাণ হয়। বণিকেরা ভর্ত্তৃ ব্যসন পীড়িতা নৃপকুমারী সাধ্বী দময়ন্তীকে ঐ রূপ কহিলে, দময়ন্তী, ঐ সার্থের যে সকল যুবা, বৃদ্ধ ও বালক মনুষ্য তথায় ছিল, তাহাদিগকে ও সার্থ-পতিকে কহিলেন, তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আমি রাজার কন্যা, রাজার পুত্রবধূ ও রাজার ভার্য্যা; আমি এখানে পতিদর্শন-লালসা হইয়া ভ্রমণ করিতেছি; মহারাজ বিদর্ভ-রাজ আমার পিতা এবং নল নামে মহাভাগ নিষধরাজ আমার ভর্ত্তা; আমি সেই অপরাজিত নল নৃপতিকে অন্বেষণ করিতেছি; যদি তোমরা আমার প্রিয় সেই শত্রুসূদন পুরুষশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া থাক, তবে আমার নিকট শীঘ্র বল। বণিক্ দলের প্রভু, শুচি-নামক সার্থবাহ সেই অনিন্দিতাঙ্গীকে কহিল, হে শুচিস্মিতে! আমার কথা শ্রবণ কর, আমি সার্থবাহ, আমি এই সার্থগণের নেতা; হে যশস্বিনি! আমি নল-নামক মনুষ্যকে দেখি নাই; এই মনুষ্য-বর্জ্জিত বনে সর্ব্বত্র কুঞ্জর, ব্যাঘ্র, মহিষ, শার্দ্দূল, ভল্লুক ও মৃগ সকল দেখিতে পাই। অদ্য এই মহা বন মধ্যে তোমা ভিন্ন কোন মানবী বা মানবকে দেখি নাই। যক্ষরাজ মণিভদ্র এই অরণ্য মধ্যে যে রূপ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই রূপ প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকেও রক্ষা করুন। অনন্তর দময়ন্তী সকল বণিককে ও সেই সার্থবাহকে বলিলেন, এই সার্থ কোথায় গমন করিবে, আমাকে বল। সার্থবাহ কহিল, হে মানবেন্দ্র-সুতে! ইহারা লাভের নিমিত্তে সত্যদর্শী চেদিরাজ সুবাহুর জনপদে শীঘ্র গমন করিবে।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৪।

বৃহদশ্ব কহিলেন, অনবদ্য-সর্ব্বাঙ্গী দময়ন্তী সার্থবাহের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া পতি-লালসা হইয়া তাহাদিগের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। বণিক্ গণ বহু দিন পরে সুদারুণ কানন মধ্যে সর্ব্ব শোভাকর, পদ্ম-সৌগন্ধিক, এক, রম্য, সুমহৎ সরোবর দেখিতে পাইল। তাহাদিগের বাহন সকল অতি পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, এবং ঐ তড়াগও বহুল তৃণ কাষ্ঠ ও প্রচুর পুষ্প ফলে সমন্বিত, নানা পক্ষি নিষেবিত, নির্ম্মল সুস্বাদু শীতল সলিলযুক্ত ও মনোহর স্থান ছিল, এপ্রযুক্ত তাহারা তথায় অবস্থান করিতে অভিলাষী হইল। বণিক্ গণ সার্থবাহের সম্মতি ক্রমে সেই তড়াগ-সন্নিহিত উৎকৃষ্ট বন মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহারা সকলেই সায়ং সময়ে তথায় উত্তীর্ণ হইয়া অধিবাস করিল। অনন্তর অর্দ্ধরাত্র সময়ে সমুদায় নিঃশব্দ হইয়া স্তব্ধ ও পরিশ্রান্ত বণিক্ গণ নিদ্রিত হইলে, আরণ্য হস্তিযূথ জল পানার্থ মদকলুষিত গিরিসম্ভূত নদীতে গমন করিতে আরম্ভ করিল, এবং যাইতে যাইতে বণিক্দিগকে ও তাহাদিগের পালিত হস্তি-সমূহকে অবলোকন করিল। তখন মদোৎকট সেই সকল বন্য হস্তী গ্রাম্য হস্তিসমূহ দেখিয়া তাহাদিগকে হিংসা করত বেগে ধাবিত হইল। যে প্রকার পর্ব্বতাগ্র হইতে শীর্ণ শৃঙ্গ সকল পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহার ন্যায়, সেই সকল বন্য হস্তী দুঃসহ বেগে আপতিত হওয়াতে তাহাদিগের বন্য পথ সকল বিনষ্ট হইয়া গেল, এবং বণিকেরা পদ্ম সরোবরের পথ অবরোধ করত মহীতলে নিদ্রায় হত-চেতন হইয়া শয়ন করিয়াছিল, সুতরাং সেই সকল বন্য হস্তী তথায় গমন করত তাহাদিগকে সহসা মর্দ্দন করিতে লাগিল। বণিক্ গণ নিদ্রান্ধ ছিল, হঠাৎ কুঞ্জর দলের উপদ্রবে ব্যাকুল হইয়া হাহাকার শব্দ করত সেই মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ-মানসে বন গুল্ম দিকে ধাবিত হইল। কেহ কেহ সেই সকল বন্য হস্তীর দন্তাঘাতে, কেহ কেহ শুণ্ডাস্ফালনে, কেহ কেহ বা পদস্পর্শে হত হইল। তখন বহুল গো, খর, উষ্ট্র ও অশ্ব সকল, পদাতি গণ সহ মনুষ্য সমূহে সঙ্কুল ও ভয়ার্ত্ত হইয়া ধাবিত হওয়াতে পরস্পর দ্বারা আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করত ধরণী তলে পতিত হইল; অনেকে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ভ্রষ্ট হইল; এবং অনেকে বিষম স্থলে পতিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সমস্ত সার্থ মণ্ডল দৈব প্রযুক্ত হস্তিযূথ কর্ত্তৃক এই রূপ বহুল প্রকারে নিহত হইয়াগেল।

হে নরাধিপ! তদনন্তর হতাবশিষ্ট বণিকেরা পর দিবস সেই দেশ হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া গত রাত্রির উপদ্রবে মৃত স্ব স্ব পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, ও সখার নিমিত্তে শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। এবং বিদর্ভ-রাজ-নন্দিনীও তন্নিমিত্ত অনুশোচন করিতে লাগিলেন, হা! আমি কি পাপই করিয়াছিলাম! এই নির্জ্জন বন মধ্যে যে সকল মনুষ্যের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলাম, তাহারাও যে, হস্তিযূথ কর্ত্তৃক হত হইল, ইহা আমারই দুর্ভাগ্য বশত; আমাকে অবশ্যই সুদীর্ঘ কাল দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, সংশয় নাই। বৃদ্ধগণের নিকট শুনিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি কালপ্রাপ্ত না হইলে মরে না, সেই নিমিত্তেই হস্তিযূথ এই দুঃখিনীকে মর্দ্দন করে নাই। মনুষ্যদিগের কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট ব্যতিরেকে শুভ বা অশুভ হয় না; কিন্তু আমি মন কি বাক্য কিম্বা কর্ম্ম দ্বারা বাল্য কালেও এমত কোন পাপ কর্ম্ম করি নাই যে, তৎপ্রযুক্ত দুরদৃষ্ট জন্য আমার এ রূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব বোধ হয়, আমার স্বয়ম্বরার্থ যে লোকপাল দেবতারা আগমন করিয়াছিলেন, আমি নলের নিমিত্তে তাঁহাদিগকে যে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, তাহাতে সেই লোকপালদিগের প্রভাবেই এই পতি-বিয়োগ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইলায়, সংশয় নাই।

হে রাজ-শার্দ্দূল! সেই বরাঙ্গনা তখন উক্ত প্রকারাদি দুঃখ বিলাপ করত হতাবশিষ্ট বেদ পারগ ব্রাহ্মণদিগের সহিত শারদী চন্দ্রলেখার ন্যায় গমন

করিতে লাগিলেন। তিনি অবিলম্বে গমন করত সায়াহ্ন কালে সত্যদর্শী চেদিরাজ সুবাহুর মহতী নগরী প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর, অর্দ্ধ বসন পরিহিতা সেই বালা রম্য নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুর-বাসিগণ তাঁহাকে বিহ্বলা, কৃশা, দীনা, মুক্তকেশী, অপরিষ্কৃতাঙ্গী, ও উন্মত্তার ন্যায় গমনশীলা নিরী-ক্ষণ করিতে লাগিল। নগরীয় বালকেরা তাঁহাকে চেদিরাজ-পুরীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কৌতুক প্রযুক্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিল। তিনি যখন বালক মণ্ডলীতে পরিবৃতা হইয়া রাজ-নিকেতন সমীপে গমন করিতেছেন, তখন রাজমাতা প্রাসাদে ছিলেন; তিনি তথা হইতে বালকবৃন্দে সমাবৃতা দময়ন্তীকে দেখিয়া ধা-ত্রীকে কহিলেন, তুমি গমন কর, ঐ যে আয়ত-নয়না নারী নগরীয় জন গণ দ্বারা ক্লেশ ভোগ করি-তেছে, বোধ হয়, ঐ কামিনী অনাথা, দুঃখিতা ও শরণার্থিনী হইবে, উহার রূপে আমার প্রাসাদ প্রদীপ্ত হইতেছে, উহার যে প্রকার রূপ দেখিতেছি, যেন উন্মত্ত বেশ দ্বারা লক্ষ্মী প্রচ্ছন্না হইয়াছেন, উহাকে তুমি আমার নিকট আনয়ন কর।

হে রাজন্! ধাত্রী দময়ন্তীর সমীপে গমন করিয়া পরিবেষ্টিত জন বৃন্দ নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই উৎকৃষ্ট প্রাসাদোপরি আনিয়া বিস্মিত চিত্তে জি-জ্ঞাসা করিল, হে দেবপ্রভে! তুমি এরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও পরম সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছ, এমন কি, যেন জলধর পটলী মধ্যে বিদ্যুৎ রূপে প্রকাশ পাইতেছ; তুমি কে, কাহার সধর্ম্মিনী, তাহা বল; তোমার কোন ভূষণ না থাকাতেও মানুষ রূপ বোধ হয় না! তুমি সহায় হীনা হইয়াও কোন মনুষ্য হই-তে ভীতা হইতেছ না?

ভীম-নন্দিনী ধাত্রীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি-লেন, আমি পতিব্রত পরায়ণা, সদ্বংশোদ্ভবা মা-নবী; আমাকে পরিচারিণী সৈরিন্ধ্রী বলিয়া জা-নিবে। আমি স্বেচ্ছানুসারে যথা তথা বাস ও ফল মূল ভোজন করিয়া থাকি, যেখানে সায়ং কাল হয়, সেই স্থান আমার আশ্রয় স্থান। আমার ভর্ত্তা বীর ও অসংখ্যেয় গুণান্বিত; তিনি আমার প্রতি সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকিতেন, আমিও তাঁহার নিকট ভক্তি ভাবে ছায়ার ন্যায় অনপগামিনী থাকিতাম। দৈব বশত তাঁহার দ্যূত ক্রীড়ায় অতি মাত্র আসক্তি হইয়াছিল, তাহাতে তিনি দ্যূতে পরাজিত হইয়া একাকী বন গমন করেন। আমি সেই বীর ভর্ত্তাকে এক বস্ত্র পরিধায়ী ও উন্মত্তের ন্যায় বিহ্বল দেখিয়া আশ্বাস প্রদান করত তাঁহার সঙ্গে বন গামিনী হই। একদা সেই বীর ক্ষুৎ পীড়িত ও বিকৃত চিত্ত হইয়া কোন বন মধ্যে কোন কারণান্তর বশত সেই পরি-হিত বস্ত্র খানিও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অনন্তর তিনি নগ্ন ও উন্মত্তের ন্যায় হতবুদ্ধি হই-লেন, আমিও এক বসন পরিধানে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম; তৎকালে বহুল রাত্রি নিদ্রা যাইলাম না। অনন্তর বহু দিন পরে এক দিবস আমি নিদ্রার বসবর্ত্তিনী হইয়া শয়ন করিলে, তিনি আমার পরিহিত বস্ত্রের অর্দ্ধভাগ কর্ত্তন করিয়া লইয়া আমাকে বিনা অপরাধে পরি-ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; অতএব আমি সেই প্রিয়-মূর্ত্তি, কমল-গর্ভ-বর্ণ, হৃদয়-প্রিয়, দেবসদৃশ প্রভু পতিকে অন্বেষণ করত দেখিতে না পাইয়া দিবা নিশি দহ্যমানা হইয়াছি; তাঁহাকে অদ্যাপি প্রাপ্ত হইলাম না।

রাজমাতা, ভীমনন্দিনীকে আর্ত্তা ও অশ্রু-পূর্ণ-নয়না হইয়া আর্ত্ত স্বরে বহুতর বিলাপ করিতে দেখিয়া স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, তুমি আমার নিকট বাস কর। হে ভদ্রে! আমার কিঙ্কর-গণ তোমার পতিকে অন্বেষণ করিবে; অথবা তোমার পতি ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া আপনিই এখানে আসিবেন। হে ভদ্রে! তুমি এই স্থানে থাকিয়াই স্বীয় পতিকে পাইবে।

দময়ন্তী রাজমাতার কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বীর-প্রসু! আমি এই নিয়মে আপনকার নিকট বাস করিতে উৎসাহ করি, আমি কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিব না, কাহারও পাদ ধাবন করিব না এবং অন্য পুরুষদিগকে কোন প্রকারে সম্ভাষণ করিব না। যদি কোন পুরুষ আমাকে কদাচিৎ এক বার প্রার্থনা করে, তবে আপনি তাহাকে দণ্ড দিবেন; এবং কোন দুর্ব্বুদ্ধি পুরুষ যদি আমাকে বারংবার প্রার্থনা করে, তাহা হইলে আপনি তাহাকে বধ করিবেন; এই সমস্ত কথিত বিষয় আমার আরব্ধ ব্রত বলিয়া আপনি বোধ করুন। আর আমার পতি অন্বেষণার্থ যে ব্রাহ্মণেরা গমন করিবেন, তাঁহাদিগের সহিত আমার যেন সাক্ষাৎ হয়; এরূপ হইলে আমি আপনার নিকট বাস করিব, সন্দেহ নাই; ইহার অন্যথা হইলে কোন স্থানেই বাস করিতে আমার মনে প্রবৃত্তি হয় না। অনন্তর রাজমাতা তাঁহাকে প্রহৃষ্ট হৃদয়ে কহিলেন, তোমার সৌভাগ্য হেতুই এতাদৃশ ব্রত সঙ্কল্পিত হইয়াছে, আমি এ সমস্তই রক্ষা করিব।

হে ভরত-নন্দন নৃপতে! রাজমাতা দময়ন্তীকে এরূপ কহিয়া তাঁহার সুনন্দা নাম্নী দুহিতাকে কহিলেন, হে সুনন্দে! তুমি এই সৈরিন্ধ্রীকে দেবরূপিণী বলিয়া জ্ঞান কর, ইনি তোমার সমবয়স্কা, অতএব ইনি তোমার সখী হউন। তুমি সর্ব্বদা নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে ইহাঁর সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে থাক। অনন্তর সুনন্দা পরম হর্ষে দময়ন্তীকে গ্রহণ করিয়া সখীগণের সহিত স্ব ভবনে আগমন করিলেন। দময়ন্তী তথায় সমাদর সহকারে যথোচিত সমস্ত কামনা পরিপূরণ দ্বারা আনন্দিতা হইলেন, এবং নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বাস করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে নরপতে! নল রাজা দময়ন্তীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গহন বন মধ্যে গত হইয়া দেখিলেন, মহা দাব দাহ হইতেছে; এবং সেই প্রজ্বলিত দাবানল মধ্যে কোন প্রাণীর উচ্চৈঃস্বরে "হে নল! হে পুণ্যশ্লোক! দ্রুত আগমন কর," এই রূপ শব্দ বারংবার শুনিতে পাইলেন। পরে নিষধ-রাজ "মাভৈঃ" বলিয়া সেই অগ্নি মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কুণ্ডলীকৃত সুপ্ত এক মহানাগ দেখিতে পাইলেন। তখন ঐ নাগ কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহাকে কহিল, হে রাজন্! আমি নাগ, আমার নাম কর্কোটক; আমি সুমহাতপস্বী মহর্ষি নারদকে প্রতারণা করিয়াছিলাম, তৎ প্রযুক্ত তিনি ক্রোধ-পরবশ হইয়া আমার প্রতি এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, "যে কাল পর্য্যন্ত রাজা নল তোমাকে এখান হইতে কোন স্থানে না লইয়া যান, তাবৎ তুমি স্থাবরের ন্যায় এই স্থানে থাক, নল তোমাকে যে স্থানে লইয়া যাইবেন, তুমি সেই স্থানে আমার এই শাপ হইতে মুক্ত হইবে।" আমি তাঁহার ঐ শাপ হেতু এ স্থান হইতে এক পদও গমন করিতে পারি না, অতএব তুমি আমাকে ত্রাণ কর; আমি তোমার শ্রেয় উপদেশ করিব, এবং তোমার সখা হইব। আমার সমান আর পন্নগ নাই, তুমি আমাকে শীঘ্র লইয়া গমন কর; আমি তোমার নিকট আত্ম শরীর লাঘব করিব, আমাকে বহন করিতে তোমার ভার বোধ হইবে না। নাগবর এই রূপ কহিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইলেন। পরে নল তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া দাবানল-বর্জ্জিত স্থানে প্রয়ান করিলেন; কিয়দ্দূর গমন করত বহ্নি বিমুক্ত আকাশ প্রদেশ পাইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছু হইলে, তিনি পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহু নিষধ-নাথ! তুমি তোমার কতিপয় পদ বিক্ষেপ গণনা করিতে করিতে গমন কর, আমি তদবসরে তোমার পরম শ্রেয় বিধান করিব। অনন্তর নিষধাধিপ নিজ পদ বিক্ষেপ গণনা করিতে করিতে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন; যখন দশম বার পদ বিক্ষেপ করেন, তখন

সেই নাগরাজ তাঁহাকে দংশন করিলেন। কর্কোটক দংশন করিবা মাত্র তাঁহার শারীরিক রূপ তিরোহিত হইল; তাহাতে তিনি আপনাকে বিরূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সেই নাগকে স্বরূপধারী অবলোকন করিলেন। অনন্তর কর্কোটক নাগ তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, মহারাজ! লোকে আপনাকে না জানিতে পারে এই নিমিত্তেই আমি আপনাকে দংশন করিয়া আপনকার প্রকৃত রূপ তিরোহিত করিলাম। হে নল! আপনি যাহার নিমিত্তে প্রবঞ্চিত হইয়া মহাকষ্টে পতিত হইয়াছেন, সে মদীয় বিষ দ্বারা কষ্ট ভোগ পূর্ব্বক আপনার শরীরে বাস করিবে। হে মহারাজ! যাবৎ সে আপনাকে পরিত্যাগ না করিবে, তাবৎ তাহাকে বিষ-সংবৃত দেহে অতি কষ্টে আপনকার শরীরে অধিষ্ঠান করিতে হইবে। হে জনাধিপ! যে, ক্রোধ-প্রযুক্ত অসূয়া পরবশ হইয়া আপনাকে নিরপরাধে প্রবঞ্চিত করিয়াছে, আমি তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। হে নরাধিপ নরেন্দ্র! আমার প্রসাদাৎ দংষ্ট্রী, শত্রু ও বেদবিৎ ব্যক্তি গণ হইতে আপনার ভয় থাকিবে না; মদীয় বিষ জন্য আপনার কষ্টও হইবে না; এবং আপনি সংগ্রামে নিরন্তর জয় লাভ করিবেন। হে রাজেন্দ্র! আপনি অদ্যই এখান হইতে রম্য অযোধ্যা নগরীতে ঋতুপর্ণ রাজার সমীপে গমন করিয়া "আমি বাহুক নামে সারথি" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবেন। সেই রাজার অক্ষ ক্রীড়ায় নৈপুণ্য আছে; তিনি আপনার স্থানে অশ্ব পরিচালন রহস্য পরিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া আপনাকে অক্ষ ক্রীড়া রহস্য পরিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। ইক্ষ্বাকু কুলজ শ্রীমান্ সেই রাজা আপনার মিত্র হইবেন। আমি সত্য বলিতেছি, আপনি যখন অক্ষ ক্রীড়ায় কুশল হইবেন, তখনই শ্রেয় লাভ করিবেন; এবং রাজ্য, দারা ও সন্তান দুইটির সহিত মিলন লাভ করিবেন; অতএব শোকে আর মনোভিনিবেশ করিবেন না। হে নরাধিপ! আপনার যখন নিজ রূপ লাভ করিতে ইচ্ছা হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন, এবং এই বস্ত্র পরিধান করিবেন; এই বস্ত্র পরিধান করিলেই নিজ রূপ প্রাপ্ত হইবেন। হে কৌরব! কর্কোটক ইহা বলিয়া তখনই তাঁহাকে দিব্য বস্ত্র যুগল প্রদান করিলেন। তিনি নলকে উক্তরূপে আদেশ ও বস্ত্র প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! নাগরাজের অন্তর্দ্ধানের পর, নিষধাধিপতি নল তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, পরে দশম দিবসে ঋতুপর্ণ নৃপতির নগরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি ঋতুপর্ণ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার নাম বাহুক, পৃথিবী মধ্যে অশ্ব পরিচালন বিষয়ে উপযুক্ত আমার তুল্য কেহই নাই। এবং অর্থ কৃচ্ছ্র, কোন বিষয়ে নৈপুণ্য, অন্ন সংস্কার ও তদ্ভিন্ন সংসারে যে কিছু শিল্প কার্য্য আছে, এ সকল আমি অন্যাপেক্ষা বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছি; এতদ্ব্যতীত কোন কার্য্য অন্যের সুদুষ্কর হইলেও আপনি আজ্ঞা করিলে আমি সম্পাদন করিতে প্রযত্ন পর হইব; অতএব আপনি আমাকে প্রতিপালন করুন।

রাজা ঋতুপর্ণ কহিলেন, বাহুক! তোমার শুভ হউক, তুমি এখানে বাস কর; তুমি যাহা যাহা কহিলে, সে সমস্তই করিবে। পরন্তু শীঘ্র গমন বিষয়ে আমার বিশেষ রূপে মানস, অতএব যাহাতে আমার অশ্বগণ শীঘ্রগামী হয়, তুমি এমত উপায়ে যত্ন কর, আমার অশ্বাধ্যক্ষ হও; তোমার বেতন দশ সহস্র পরিমিত সুবর্ণ নির্দ্ধারিত হইল। হে বাহুক! সারথি বার্ষ্ণেয় ও জীবল সর্ব্বদা তোমার অধীন থাকিবে; তুমি ইহাদিগের সহবাসে আপ্যায়িত থাকিতে পারিবে; অতএব আমার এখানেই থাক।

বৃহদশ্ব কহিলেন, নল রাজা রাজা ঋতুপর্ণের আ-

দেশানুসারে সম্মানিত হইয়া তাঁহার নগরে বার্ষ্ণের ও জীবলের সহিত বাস করিয়া থাকিলেন। তিনি তথায় প্রতি দিন সায়ং সময়ে বিদর্ভ-রাজ-নন্দিনীকে স্মরণ করত এই একটি শ্লোক বলিতেন,

ক্ব নু সা ক্ষুৎপিপাসার্ত্তা শ্রান্তা শেতে তপস্বিনী।
স্মরন্তী তস্য মন্দস্য কং বাসাদ্যোপতিষ্ঠতি॥

অর্থাৎ

সেই তপস্বিনী শ্রান্তা ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতরা হইয়া সেই মূঢ়কে স্মরণ করত কোথায় শয়ন করিয়া আছে! কাহারই বা উপাসনা করিতেছে!

একদা নিষধনাথ নিশা কালে এই রূপ বলিতেছেন, তাহা শুনিয়া জীবল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে বাহুক! তুমি প্রতি দিন কোন্ কামিনীর নিমিত্তে এরূপ অনুশোচনা কর, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। হে আয়ুষ্মন্! তুমি যদর্থ এরূপ শোক করিয়া থাক, সে কাহার কামিনী?

নল রাজা কহিলেন, কোন মন্দপ্রজ্ঞ মনুষ্যের বহুজন-বিশ্রুতা সত্যবাদিনী এক ভার্য্যা ছিল। কোন কারণ বশত ঐ মন্দপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সহিত তাহার বিয়োগ হয়। উক্ত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি তাহা হইতে বিযুক্ত হইয়া দুঃখার্ত্ত চিত্তে ভ্রমণ করিয়া থাকে, এবং দিবা রাত্রি শোকানলে দহ্যমান ও অধৈর্য্য হইয়া নিশা কালে তাহাকে স্মরণ করত উক্ত শ্লোক গান করে। সে তদ্রূপ অধিকতর দুঃখ ভোগের অযোগ্য হইয়াও সমস্ত মহীমণ্ডল ভ্রমণ করিয়া কোন স্থানে কোন এক আশ্রয় পাইয়া প্রিয়াকে স্মরণ করত তথায় বাস করিয়া থাকে। সেই নারী ঐ অল্পপুণ্য পতির দুরবস্থা কালে অনুগামিনী হওয়াতেও ঐ দুর্বুদ্ধি পুরুষ তাহাকে বন মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে ঐ নারীর জীবন রক্ষা হওয়া দুষ্কর। হে মারিষ! একে সেই বালা একা[illegible]নী, পথ বিষয়ে অনভিজ্ঞা, তাদৃশ দুঃখ ভোগে অনুপযোগ্যা এবং ক্ষুৎপিপাসার্ত্তা, তাহাতে আবার তাহাকে সেই অল্পভাগ্য মন্দপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সতত ব্যাঘ্র সেবিত ভয়ানক মহারণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করা হইয়াছে, ইহাতে তাহার জীবিত থাকা দুষ্কর। নিষধরাজ এই রূপে দময়ন্তীকে অনুস্মরণ করত ঋতুপর্ণ মহীপতির আলয়ে অজ্ঞাত বাস করিয়া থাকেন।

সপ্ত ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৭॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, নল-মহিষী এবং হৃতরাজ্য নল রাজা দাসত্ব প্রাপ্ত হইলে, বিদর্ভাধিপতি ভীম তাঁহাদিগের দর্শন কামনায় ব্রাহ্মণদিগকে প্রেরণ করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন প্রদান করিয়া কহিলেন, তোমরা নল ও আমার কন্যা দময়ন্তীকে অন্বেষণ কর। তোমাদিগের মধ্যে যিনি এই কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, অর্থাৎ নিষধেশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের উভয়কে এখানে আনয়ন করিবেন, তাঁহাকে আমি নগর তুল্য গ্রাম, বহুল ক্ষেত্র ও সহস্র পরিমিত গো প্রদান করিব; আর যদি তাঁহাদিগকে এখানে আনিতে না পারেন, কেবল, তাঁহারা যে স্থানে আছেন, তাহা জানিয়া আইসেন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাকে দশ শত গো ধন প্রদান করিব। ভীম ভূপতি ব্রাহ্মণদিগকে ঐ রূপ কহিলে, তাঁহারা হৃষ্ট হইয়া ভার্য্যা সহ নৈষধকে নানা রাষ্ট্র ও নগর অন্বেষণ করিতে করিতে সকল দিকেই গমন করিলেন; কিন্তু নল বা দময়ন্তীকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর সুদেব নামে এক দ্বিজ রমণীয় চেদি নগরীতে অন্বেষণ করিতে করিতে চেদিরাজের পুণ্যাহ বাচন কালে রাজ নিকেতন মধ্যে দময়ন্তীকে সুনন্দার সহিত অবস্থিতা ও তাঁহার অনুপম রূপ ধূম জালে আবৃত বিভাবসু-প্রভার ন্যায় ঈষৎ প্রকাশিত ঈক্ষণ করিলেন। সুদেব সেই বিশাল-নয়না দময়ন্তীকে অধিক রূপে মলিনা ও কৃশাঙ্গী দেখিয়া নানা কারণে প্রতিপন্ন করত তাঁহাকে দময়ন্তী বলিয়াই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, আমি এই অঙ্গনাকে পূর্ব্বে যে রূপ

দেখিয়াছিলাম, এখনও সেই রূপই দেখিতেছি; অদ্য আমি লক্ষ্মীর ন্যায় লোক-কান্তা এই অঙ্গনাকে দেখিয়া কৃতকার্য্য হইলাম। চারু-বৃত্ত-স্তনী, বিশিষ্ট-গুণ-সম্পন্না, পূর্ণ-চন্দ্র-সদৃশী এই দেবী অঙ্গ প্রভা দ্বারা সমস্ত দিক্ তিমির শূন্য করিতেছেন। কন্দর্পের রতি তুল্য রূপবতী চারু-পদ্ম-বিশাল-নয়না এই রমণী পূর্ণ চন্দ্রের প্রভার ন্যায় সর্ব্বজন-প্রিয়া হইয়াছেন। যেন সেই বিদর্ভ রূপ সরোবরের মৃণাল দৈব দোষ বশত তথা হইতে উদ্ধৃত হইয়া মল পঙ্ক অনুলিপ্ত হইয়াছে। নিশাকর রাহুর গ্রাসে পতিত হইলে পৌর্ণমাসীর রাত্রি যে রূপ হয়, এবং নদী শুষ্কস্রোতা হইলে যদ্রূপ অবস্থায় প্রকাশ পায়, ইনিও পতি শোকে আকুল হইয়া দীন ভাবে সেই রূপ হইয়াছেন। যে রূপ পদ্ম সরোবর, করি কুল কর নিকরে পরিমর্দ্দিত হইলে তত্রস্থ কমল দল বিধ্বস্ত ও বিহঙ্গম গণ বিত্রাসিত হওয়াতে ঐ সরোবর শ্রী হীন হয়, ইনিও সেই রূপ হইয়াছেন। মৃণাল স্বস্থান হইতে উদ্ধৃত হইয়া অর্ক কিরণে দগ্ধ হইলে যে রূপ হয়, রত্নগর্ভ গৃহে বাস করিবার উপযুক্ত এই সুজাতাঙ্গী সুকুমারীও সেই রূপ হইয়াছেন। এবং রূপ ও ঔদার্য্য গুণে বিভূষিতা এই বালা ভূষণের উপযুক্ত হইয়াও ভূষণ ব্যতিরেকে আকাশস্থ নীল-জলদাবৃত নব শশি-লেখার ন্যায় হইয়াছেন। ইনি বন্ধু জন বিরহে কাম্য প্রিয় বস্তুর উপভোগে রহিত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া কেবল পতি দর্শন লালসাতে দেহ ধারণ করিতেছেন। ইনি যে, শোভমানা হইয়াও শোভা পাইতেছেন না, তাহার কারণ পতি-বিরহ, অতএব নারীদিগের বিনা ভূষণেও পতিই পরম ভূষণ হয়। রাজা নল যখন ইহাঁ হইতে বিযুক্ত হইয়া শোকে অবসন্ন হইতেছেন না, এবং দেহ ধারণ করিয়া আছেন, তখন তিনি অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিতেছেন। এই অসিত-কেশাগ্রবতী কমলায়ত-নয়না সুখভোগ-যোগ্যা অবলাকে দুঃখিত দেখিয়া আমারও মন ব্যথিত হইতেছে। এই শুভ-লক্ষণা সাধ্বী কবে পতি সমাগমে রোহিণীর চন্দ্র লাভের ন্যায় দুঃখের পার গমন করিবেন! যে প্রকার রাজ্যভ্রষ্ট রাজা পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, সুপ্রীত হন, সেই প্রকার নিষধাধিপতি ইহাঁকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলে আপ্যায়িত হইবেন, সন্দেহ নাই। নিষধাধিপতি নলের যে রূপ শীল, যে রূপ বয়ঃক্রম ও যে রূপ আভিজাত্য, এই বিদর্ভকুমারীরও তদুপযুক্ত শীল, বয়ঃক্রম ও আভিজাত্য, অতএব নিষধরাজ ইহাঁরই উপযুক্ত; এবং এই অসিত-লোচনাও তাঁহারই উপযুক্ত। ইনি সেই বলবীর্য্যশালী অপ্রমেয়াত্মার ভার্য্যা, ইহাঁর পতি দর্শনে নিতান্ত অভিলাষ আছে, অতএব ইহাঁকে আশ্বাস প্রদান করা আমার উচিত। পূর্ণেন্দুবদনা এই বালা পতিধ্যান-পরায়ণা হইয়া অদৃষ্ট-পূর্ব্ব দুঃখ ভোগ করিতেছেন, এই দুঃখিনীকে আমি সমাশ্বাসিত করি।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! সুদেব ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত বিবিধ কারণ ও লক্ষণ দ্বারা আলোচনা করিয়া ভীম-দুহিতার সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিদর্ভ-রাজ-নন্দিনি! আমি সুদেব, তোমার ভ্রাতার প্রিয়তম সখা; আমি মহারাজ ভীমের আদেশানুসারে তোমাকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্তে এখানে আসিয়াছি। হে রাজ্ঞি! তোমার পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃগণ কুশলে আছেন; তোমার আয়ুষ্মান্ সন্তান দুইটি সেখানে থাকিয়া কুশলে আছেন; এবং তোমার বন্ধুবর্গ তোমার নিমিত্তে জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন; তোমাকে অন্বেষণ করণার্থ শত শত ব্রাহ্মণ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! শোকার্ত্তা দময়ন্তী সুদেব নামক ব্রাহ্মণকে জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট ক্রমে ক্রমে আত্মীয় সুহৃদ্ সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং স্বীয় ভ্রাতৃ-সুহৃদ্ সুদেব দ্বিজোত্তমকে সহসা দেখিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! অনন্তর সুনন্দা

তাঁহাকে সুদেবের নিকট নির্জ্জন স্থানে সাতিশয় রোদন ও কথোপকথন করিতে দেখিয়া শোকাকুলা হইয়া জননী সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! সৈরিন্ধ্রী এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহার নিকট অত্যন্ত রোদন করিতেছে, যদি আপনার মত হয়, তাহা অবগত হউন।

অনন্তর চেদিপতি-জননী তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর হইতে, যেখানে দময়ন্তী ও ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। হে নরনাথ! পরে রাজমাতা সুদেবকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্র! এই বামলোচনা ভাবিনী কাহার ভার্য্যা ও কাহার তনয়া, এবং কি রূপেই বা ইনি জ্ঞাতিগণ ও পতির নিকট হইতে বিযুক্ত হইয়াছেন, এবং তুমিই বা এরূপ অবস্থাপন্ন এই সতীকে কি রূপে জ্ঞাত হইয়াছ, আমি তোমার নিকটে এই দেবরূপিণী বালার সমুদায় বৃত্তান্ত অশেষ রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার নিকট যথার্থ রূপে তাহা বর্ণন কর। হে রাজন্! রাজমাতা দ্বিজসত্তম সুদেবকে এই রূপ কহিলে, সুদেব সুখোপবিষ্ট হইয়া দময়ন্তীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

সুদেব কহিলেন, বিদর্ভ দেশের অধিপতি ভীম নামে প্রসিদ্ধ মহাদ্যুতি ধর্ম্মাত্মা যে রাজা আছেন, এই কল্যাণী তাঁহার কন্যা, ইহাঁর নাম দময়ন্তী। ইনি পুণ্যশ্লোক ও নল নামে বিশ্রুত, বীরসেনসুত, ধীমান্ নিষধাধিপতির ভার্য্যা। সেই মহীপতি, ভ্রাতা কর্ত্তৃক দ্যুতে পরাজয় পূর্ব্বক হৃতরাজ্য হইয়া দময়ন্তীর সহিত যে, কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহা কাহারও বিদিত নাই। আমরা দময়ন্তীর অন্বেষণার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলাম, সম্প্রতি এখানে আসিয়া আপনার পুত্রের নিকেতনে ইহাঁকে দেখিতে পাইলাম। এই বালার রূপের সদৃশী কোন মানবী নাই; লক্ষণ দ্বারা ইহাঁকে শ্যামা বলা যায়। ইহাঁর ভ্রূ যুগলের মধ্য স্থলে পদ্ম সদৃশ যে স্বাভাবিক এক জটুল আছে, তাহা মলাচ্ছাদিত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র মণ্ডলের ন্যায় অপ্রকাশিত থাকাতেও, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। বিধাতা ইহাঁর ঐশ্বর্য্য ভোগার্থ চিহ্ন স্বরূপ ঐ জটুল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চন্দ্ররেখা প্রতিপদ্ তিথিতে যে, বিনষ্ট হয়, এমত নহে, তবে, কলুষিত হইয়া অতি প্রকাশিতই হয় না, সেইরূপ ইহাঁর কলেবর সংস্কার বিরহে মলাচ্ছাদিত হইয়াছে বলিয়া যে, ইহাঁর কাঞ্চন সদৃশ রূপ বিনষ্ট হইয়াছে, এমত নহে, প্রত্যুত, সুস্পষ্ট রূপেই প্রকাশ পাইতেছে। যে প্রকার আচ্ছাদিত অগ্নি উষ্ণতা দ্বারা লক্ষ্য করা যায়, সেই প্রকার এই বালা ঈদৃশ বপু ও এই জটুল দ্বারা সূচিত হওয়াতে, ইহাঁকে আমি চিনিতে পারিয়াছি।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে নরনাথ! রাজ-ভগিনী সুনন্দা সুদেবের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া দময়ন্তীর ভ্রূমধ্যস্থিত জটুলাচ্ছাদক মল প্রক্ষালন করিলেন। অনন্তর দময়ন্তীর জটুল-মালিন্য নিরাকৃত হইলে, সেই জটুল মেঘমুক্ত নভঃস্থ নিশাকরের ন্যায় প্রকাশিত হইল। হে ভারত! তখন রাজভগিনী সুনন্দা ও রাজমাতা দময়ন্তীর জটুল চিহ্ন দেখিয়া রোদন করত মুহূর্ত্ত কাল তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিলেন। অনন্তর রাজমাতা শনৈঃ শনৈ বাষ্প বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দময়ন্তীকে কহিলেন, হে চারুদর্শনে! তুমি আমার ভগিনীর দুহিতা, আমি তোমার ভ্রূমধ্যস্থিত এই জটুল দেখিয়া তোমাকে জানিতে পারিলাম। আমি ও তোমার মাতা উভয়েই দশার্ণ দেশাধিপতি মহাত্মা সুদাম নামক মহীপতির কন্যা। আমাদিগের পিতা তোমার মাতাকে ভীমভূমিপতিরে এবং আমাকে বীরবাহু রাজারে দান করেন। দশার্ণ দেশে আমার পিতার গৃহে তোমার জন্ম হয়, তখন আমি তোমাকে তথায় দেখিয়াছিলাম। হে ভাবিনি দময়ন্তি! তোমার পিতার গৃহ

তোমার পক্ষে যে রূপ, আমার গৃহও সেই রূপ জানিবে; এবং আমার যে সকল ঐশ্বর্য্য, তৎসমস্তই তোমার।

হে নরনাথ! তখন দময়ন্তী তাঁহার মাতৃভগিনীকে আপ্যায়িত চিত্তে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে মাতঃ! আমি অপরিচিত হইয়াও আপনার নিকটে সুখে বাস করিতেছিলাম, আপনি আমার সর্ব্বদা সমুদায় কামনা পূরণ পূর্ব্বক পালন করিয়াছেন; আমি এখানে থাকিলে সুখ অপেক্ষাও সুখতর রূপে বাস করিতে পারিব, সন্দেহ নাই; পরন্তু আমি চির প্রবাসিতা হইয়াছি, অতএব আপনি আমাকে বিদর্ভ নগর গমনে অনুমতি প্রদান করুন। আমার সন্তান দুইটিকে বিদর্ভ নগরে প্রেরণ করাতে, তাহারা পিতৃ মাতৃ বিহীন হইয়া শোকাকুল চিত্তে কি রূপে তথায় বাস করিতেছে! তজ্জন্য আমার বিদর্ভ নগর গমনে নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে; যদি আপনি আমার কিঞ্চিৎ প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার নিমিত্তে ত্বরায় এক খানি যান আনিতে আদেশ করুন। হে নৃপতি ভারত! দময়ন্তী মাতৃষ্বসা রাজমাতাকে এইরূপ কহিলে পর, রাজমাতা আহ্লাদ পূর্ব্বক "বাঢ়ং" বলিয়া তাহা স্বীকার করত পুত্রের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দময়ন্তীকে সুন্দর রূপে অন্ন পান পরিচ্ছদ ও এক দল মহৎ সৈন্য সঙ্গে দিয়া নরবাহী এক শ্রীযুক্ত যান দ্বারা প্রেরণ করিলেন। ভীমনন্দিনী অবিলম্বে বিদর্ভ নগরে উপনীত হইলেন। তত্রত্য সমস্ত বন্ধুজন পরমাপ্যায়িত হইয়া তাঁহার সমাদর করিলেন। হে বৎস নরনাথ! যশস্বিনী দময়ন্তী মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, সমস্ত সখী ও অন্যান্য বান্ধব গণকে কুশলী দেখিয়া উৎকৃষ্ট বিধিপূর্ব্বক দেবতা ও ব্রাহ্মণ গণের পূজা করিলেন। রাজা ভীম, তনয়াকে দেখিয়া সাতিশয় প্রীতিযুক্ত হইয়া সুদেব ব্রাহ্মণকে সহস্র গো, গ্রাম ও দ্রবিণ প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

হে রাজন্‌! ভাবিনী দময়ন্তী পিতৃগৃহে সেই রাত্রি বাস পূর্ব্বক বিশ্রাম করিয়া জননীকে বলিলেন, হে মাতঃ! আমি আপনার নিকট সত্য বলিতেছি, যদি আপনি আমাকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন, তবে সেই নরবীর নলকে আনয়ন করিতে যত্ন করুন। দময়ন্তী, রাজ্ঞী দেবীকে ঐ রূপ কহিলে, তিনি সাতিশয় দুঃখিতা ও বাষ্পসম্বৃতা হইয়া ভাল মন্দ কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। তখন সমস্ত অন্তঃপুর তাঁহাকে তথাবিধ অবস্থাপন্ন দেখিয়া হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল, এবং তত্রস্থ সকলেই রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর রাজমহিষী মহারাজ ভীমকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার তনয়া দময়ন্তী পতি নিমিত্তে অনুশোচন করিতেছে এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আপনিই আমাকে কহিয়াছে; অতএব আপনার দূতগণ পুণ্যশ্লোকের অন্বেষণ নিমিত্তে প্রবৃত্ত হউক। রাজমহিষী রাজাকে এই রূপ কহিলে, রাজা বশবর্ত্তী ব্রাহ্মণদিগকে "তোমরা নলের অন্বেষণে সযত্ন হও" বলিয়া সর্ব্ব দিকে প্রেরণ করিলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা রাজার নিয়োগানুসারে নলান্বেষণে যাত্রা করিয়া দময়ন্তী সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর দময়ন্তী তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনারা সকল দেশে তত্তৎ জনসমাজে পুনঃ পুন এই কথা কহিবেন যে, "হে প্রিয়! হে কিতব! আমি আপনার অনুরক্তা ও প্রিয় ভার্য্যা, আমাকে আপনি বন মধ্যে নিদ্রিত দেখিয়া আমার পরিহিত বস্ত্রার্দ্ধ ছেদন পূর্ব্বক আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন? সেই অর্দ্ধবস্ত্রপরিহিতা বালা আপনার নিকট যে রূপ শিক্ষিতা হইয়াছে, তদনুসারেই আপনার প্রতীক্ষা করিয়া আছে, এবং সাতিশয় দহ্যমান দেহে জীবিতা আছে। হে বীর! হে মহারাজ! সে সেই শোকে নিরন্তর রোদন করিতেছে, আপনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হউন, এবং তাহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করুন।" এতদ্ভিন্ন আপনারা যাহা ভাল বুঝেন,

তাহাও কহিবেন, যাহাতে তিনি আমার প্রতি কৃপা করেন; যে হেতু অগ্নি বন দাহ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে পবনের সাহায্য অপেক্ষা করে। এবং আপনারা ইহাও কহিবেন যে, "পত্নীকে পতির সর্ব্বদাই প্রতিপালন ও রক্ষণ কর্ত্তব্য, কিন্তু আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও সুশীল হইয়া কি হেতু তদুভয়কে বিনষ্ট করিলেন? আপনি প্রাজ্ঞ, কুলীন ও সর্ব্বদা সদয়-হৃদয় বলিয়াই বিখ্যাত, কিন্তু আমার এই আশঙ্কা হইতেছে যে আমার ভাগ্য ক্ষয় বশতই আপনি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছেন। হে মানবোত্তম! হে নরসিংহ! অনিষ্ঠুরতাই পরম ধর্ম্ম, ইহা আমি আপনার নিকটেই শুনিয়াছি, অতএব আপনি আমার প্রতি সদয় হউন, নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করুন।" হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা এই রূপ বলিলে যদি কোন ব্যক্তি আপনাদিগকে ইহার কোন প্রত্যুত্তর বাক্য কহে, তবে সেই ব্যক্তি কে, ও কোথায় থাকে, তাহা আপনারা সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন। এবং যে ব্যক্তি এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর বাক্য কহিবে, আপনারা তাহার ঐ প্রত্যুত্তর বাক্য আমার নিকটে আসিয়া বলিবেন। আর আপনারা যে আমার আদেশানুসারে ঐ সকল বাক্য কহিবেন এবং আমার নিকটে যে পুনর্ব্বার আসিবেন, তাহা সে ব্যক্তি যাহাতে জানিতে না পারে, আপনারা সাবধান হইয়া এমত করিবেন। অপর, সে ব্যক্তি সমৃদ্ধি সম্পন্ন, কি দরিদ্র, কি অসমর্থ, এবং সে কি কার্য্য করিয়া থাকে, এ সমস্তও জ্ঞাত হইবেন। হে রাজন্! দময়ন্তী ব্রাহ্মণ দিগকে এই রূপ কহিলে, তাঁহারা তৎ ক্ষণাৎ তাদৃশ ব্যসনাপন্ন নলকে অন্বেষণ করিতে সর্ব্ব দিকে যাত্রা করিলেন। হে রাজন্! তাঁহারা দেশ, নগর, গ্রাম, আভীর-পল্লী ও ঋষিদিগের আশ্রম সকল অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি নিষধাধিপতি নলের অনুসন্ধান পাইলেন না। হে নরপতে! ব্রাহ্মণেরা যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানেই, দময়ন্তী যে রূপ বাক্য বলিতে বলিয়াছিলেন, তাহাই সকলকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

একোন সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, অনন্তর বহু দিন পরে পর্ণাদ নামে দ্বিজ নিষধ নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভীমনন্দিনীকে কহিলেন, দময়ন্তি! আমি নল নৃপতিকে অন্বেষণ করিতে করিতে অযোধ্যা নগর গমন করিয়াছিলাম। হে বরবর্ণিনি! অযোধ্যাধিপতি ভঙ্গাসুর-সুত মহাভাগ্যধর রাজা ঋতুপর্ণ মহাজন সমাজে উপবিষ্ট ছিলেন, আমি তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার কথিত বাক্য সকল কহিলাম, কিন্তু তিনি কিছু মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। এবং তাঁহার পারিষদ্ গণকে পুনঃপুন ঐ কথা বলাতেও তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কোন কথা কহিলেন না। সেই নরপতির বাহুক নামে বিকৃতাকৃতি হ্রস্ববাহু এক পুরুষ আছে, সে সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত ও দ্রুত গতিতে যান পরিচালন করণে নিপুণ এবং সুস্বাদু ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করণেও পারগ; কেবল ঐ ব্যক্তি, আমি রাজার অনুজ্ঞানুসারে বিজন স্থানে গমন করিলে, আমাকে কয়েক টি কথা কহিল। সে বহু বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনঃ পুন রোদন করত আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পশ্চাৎ এই কথা বলিল, "পতি-পরায়ণা কুলস্ত্রীরা বিষমাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও আপনা দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিয়া থাকে, সেই হেতুই তাহারা স্বর্গ লাভ করে, সংশয় নাই। পতি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেও তজ্জন্য তাহারা কখনই ক্রোধ করে না, চরিত্র রূপ কবচ দ্বারাই প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে। সেই পুরুষ সুখ-ভ্রষ্ট, বিষমাবস্থ ও বুদ্ধিহীন হইয়াই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাতে তাহার ক্রোধ করা উপযুক্ত হয় না। যে ব্যক্তি প্রাণ যাত্রা রক্ষার্থ চেষ্টা করত পক্ষি-গণ কর্ত্তৃক হৃতবস্ত্র হইয়া নানাবিধ মানসিক পীড়ায়

দগ্ধ হয়, তাহার প্রতি ক্রোধ করা শ্যামা স্ত্রীর উচিত নয়। শ্যামা স্ত্রী পতি কর্ত্তৃক সৎকৃতাই হউক বা অসৎকৃতাই হউক, তাহার পতিকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীহীন ও তথাবিধ ব্যসনাতুর দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ করা উচিত হয় না।" রাজনন্দিনি! আমি তাহার এই কথা শুনিয়া ত্বরায় এখানে আগমন করিলাম; এক্ষণে আপনি ইহা শ্রবণ করিলেন, যথাভিলষিত বিধান করুন, এবং যদি মত হয়, রাজ সমীপেও নিবেদন করুন।

হে নরপতে! দময়ন্তী পর্ণাদের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে জননীর নিকটে গমন করত নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিলেন, হে মাতঃ! আপনি আমার অভিপ্রেত এই কার্য্য কদাচ মহারাজের সমীপে জানাইবেন না; আমি দ্বিজসত্তম সুদেবকে আপনার সমীপেই নিযুক্ত করি; আপনি যদি মদীয় প্রিয়াচরণে ইচ্ছা করেন, তবে যাহাতে মহারাজ আমার অভিপ্রেত এই কার্য্য জানিতে না পারেন, তাহাতে আপনি বিশেষ রূপে যত্ন করিবেন। হে মাতঃ! সুদেব যে মঙ্গল-বিধানানুসারে আমাকে বান্ধবগণের সমীপে আশু আনয়ন করিয়াছেন, তিনিই সেই রূপ মঙ্গল-বিধানানুসারে নিষধেশ্বর নলকে আনয়ন করিবার নিমিত্তে অযোধ্যা নগরীতে গমন করুন। অনন্তর বিদর্ভরাজ-নন্দিনী কৃতবিশ্রাম দ্বিজসত্তম পর্ণাদকে ধনদ্বারা সাতিশয় সন্তুষ্ট করিলেন, এবং কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! রাজা নল এখানে আগমন করিলে আপনাকে অধিক ধন প্রদান করিব; আপনি আমার বহু উপকার করিয়াছেন, যাহা অন্যের অসাধ্য; আপনা হইতেই আমার অচির কালে পতি মিলন হইবে। দময়ন্তী পর্ণাদ ব্রাহ্মণকে এ রূপ কহিলে, সেই মহাত্মা কৃতার্থম্মন্য হইয়া তাঁহাকে সুমঙ্গল-বিধায়ক আশীর্ব্বাদ দ্বারা আশ্বাস প্রদান করত গৃহে গমন করিলেন।

হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর দুঃখ শোক সমন্বিতা দময়ন্তী সুদেব ব্রাহ্মণকে মাতৃসমীপে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে সুদেব! আপনি কামগামী পক্ষীর ন্যায় অযোধ্যা নগরী গমন করিয়া ঋতুপর্ণ রাজার সমীপে বলুন যে, "ভীম-দুহিতা দময়ন্তী পুনর্ব্বার স্বয়ম্বর করিবেন। তাহাতে রাজা ও রাজপুত্র সকল তথায় গমন করিতেছেন, আমি দিন গণনা করিয়া দেখিলাম, কল্য ঐ স্বয়ম্বর কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। হে অরিন্দম! যদি আপনার তথায় গমন সম্ভাবনা থাকে, তবে শীঘ্র গমন করুন। বীর নল রাজা জীবিত আছেন কি না, তাহা দময়ন্তী জানিতে পারেন নাই, সুতরাং তিনি পতির অনুদ্দেশ বশত অদ্যকার রজনী প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলেই দ্বিতীয় পতি স্বীকার করিবেন।" হে মহারাজ! ভীমকুমারী সুদেব ব্রাহ্মণকে এই রূপ কহিয়া দিলে, সুদেব অবিলম্বে অযোধ্যা নগরী যাত্রা পূর্ব্বক রাজা ঋতুপর্ণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥
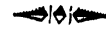
বৃহদশ্ব কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! নরাধিপতি ঋতুপর্ণ সুদেবের কথা শ্রবণ করিয়া বাহুককে প্রিয় বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, হে হয়তত্ত্বজ্ঞ বাহুক! যদি তুমি স্বীকার কর, তবে আমি বিদর্ভ নগরে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে এক দিবসেই গমন করিতে ইচ্ছা করি। রাজা ঋতুপর্ণ নলকে ইহা কহিলে, নলের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইল। সেই মহাত্মা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, দময়ন্তী দুঃখে মোহিতা হইয়াই এরূপ কার্য্য করিতেছে। অথবা আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে এই মহদুপায় চিন্তা করিয়াছে। পাপাত্মা ও ক্ষুদ্রাশয় আমি দুর্ব্বুদ্ধি দ্বারা সেই তপস্বিনীকে প্রবঞ্চনা করাতেই সে এই নৃশংস কার্য্য করিতে অভিলাষিণী হইয়াছে। একে স্ত্রীজাতির স্বভাব সহজেই চঞ্চল, তাহাতে আবার তাহার নিকটে আমার দারুণ দোষ হইয়াছে,

ইহাতে আমার প্রতি তাহার সৌহৃদ্য দুরীভূত হওয়াতে সে বিবশা হইয়া এরূপ কার্য্য করিতেছে। কিন্তু সেই ক্ষীণ-মধ্যা অপত্যবতী, সে যে এই রূপ কার্য্য করিবে, ইহা কোন ক্রমে সুসঙ্গত হয় না, বিশেষত সে আমার প্রতি নিরাশা হইয়া আমার শোকে উদ্বিগ্নই আছে; যাহা হউক, ইহা সত্য কি অসত্য, তাহা সেখানে গমন করিলেই নিশ্চয় জানিতে পারিব, অতএব আত্ম প্রয়োজনের নিমিত্তে ঋতুপর্ণের অভিলাষ পূর্ণ করি। বাহুক মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দীন চিত্তে ঋতুপর্ণ নৃপতিকে কহিলেন, হে মহারাজ পুরুষেন্দ্র! আমি আপনার বাক্য স্বীকার করিলাম, এক দিবসেই বিদর্ভ নগরী গমন করিব।

হে রাজন্! অনন্তর সেই বাহুক ভঙ্গাসুর-নন্দন ঋতুপর্ণ রাজার আদেশানুসারে অশ্বশালায় গমন পূর্ব্বক অশ্ব সকলের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি অশ্ব পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঋতুপর্ণ তাঁহাকে সত্বর হইতে বহু বার আজ্ঞা করিলেও তিনি পুনঃপুন বিচার করিয়া কৃশ অথচ সমর্থ, পথ পর্য্যটনে সক্ষম এবং তেজ, বল, কুল ও শীল যুক্ত, হীন লক্ষণ রহিত, বিশাল নাসিকা ও মহা হনু বিশিষ্ট, হৃদয়াবর্ত্ত প্রভৃতি দশ আবর্ত্ত বিষয়ে নির্দ্দোষ, সিন্ধু দেশীয়, বায়ু তুল্য বেগ-শীল অশ্বদিগকে যোজনা করিতে নিশ্চয় করিলেন। রাজা ঋতুপর্ণ তাদৃশ অশ্ব সকল দেখিয়া ঈষৎ কুপিত হইয়া কহিলেন, বাহুক! তুমি এ কি রূপ কার্য্য করিতে অভিলাষ করিয়াছ? আমাকে বঞ্চনা করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না, আমার এই সকল অল্প-বল ও অল্পপ্রাণ অশ্ব কি রূপে বহন করিবে? এবং কি রূপেই বা এই সকল অশ্ব দ্বারা অতি দূর পথে গমন করা যাইবে?

বাহুক কহিলেন, মহারাজ! এই সকল অশ্ব বিদর্ভ দেশ গমন করিবে, সন্দেহ নাই, তবে আপনি অন্য যে সকল অশ্ব মনোনীত করেন, আদেশ করুন, তাহাদিগকে আপনার আজ্ঞানুসারেই যোজনা করি। রাজা কহিলেন, বাহুক! তুমি অশ্বতত্ত্বজ্ঞ ও তৎপরিচালনে দক্ষ, অতএব তুমিই যে সকল অশ্ব সমর্থ বিবেচনা কর, তাহাদিগকে শীঘ্র নিযোজিত কর। অনন্তর অশ্বতত্ত্ব বিশারদ নল কুল-শীলসমন্বিত বেগ-শীল সদশ্বচতুষ্টয়কে রথে নিযোজিত করিলেন। পরে রাজা ঋতুপর্ণ সত্বর হইয়া সেই অশ্ব-যোজিত রথে আরোহণ করিলেন। রাজা রথোপরি আরোহণ করিলে, সেই উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল নিজ নিজ জানু দ্বারা ভূতলে পতিত হইল। হে নরপতে! অনন্তর নরবর শ্রীমান্ নল সেই তেজো বল সমন্বিত অশ্বদিগকে সান্ত্বনা করিলেন, এবং রশ্মি দ্বারা সংযত করিয়া বার্ষ্ণেয় সারথিকে রথে আরোহণ করাইয়া অতি বেগ পূর্ব্বক গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। সেই সকল অশ্বশ্রেষ্ঠ বাহুক কর্ত্তৃক বিধিবৎ প্রযোজিত হইয়া রথীকে মুগ্ধপ্রায় করত শূন্যে উত্থিত হইল। অযোধ্যাধিপতি শ্রীমান্ ঋতুপর্ণ বায়ু তুল্য বেগ-শালী সেই অশ্বদিগকে তাদৃশ রূপে রথ বহন করিতে দেখিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন। বার্ষ্ণেয় তাদৃশ রথ নির্ঘোষ ও উক্ত রূপ অশ্ব সংযমন দেখিয়া বাহুকের অশ্বতত্ত্বজ্ঞতা চিন্তা করিতে লাগিল, এই বাহুক কি ইন্দ্রসারথি মাতলি! কেননা মাতলির অশ্ব পরিচালনা বিষয়ে যে মহৎ লক্ষণ আছে, সেই রূপ লক্ষণ বীর বাহুকে পরিদৃষ্ট হইতেছে। কিম্বা অশ্বকুলতত্ত্ববেত্তা শালিহোত্র পরম শোভিত মানব দেহ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। অথবা ইনি সেই শত্রুকুল মর্দ্দনকারী রাজা নলই হইবেন, তিনিই এই বেশে এখানে আসিয়াছেন। কিম্বা নিষধনাথ যে বিদ্যা জানিতেন, এই বাহুকও সেই বিদ্যা জানেন, কেননা নল রাজার অশ্বতত্ত্ব বিষয়ে যে রূপ নৈপুণ্য দেখিয়াছি, বাহুকেরও তত্তুল্য নৈপুণ্য দেখিতেছি। এবং ইহাঁর বয়ঃক্রমও নল রাজার তুল্য, অতএব তদীয় বিদ্যা বিশারদ এই বাহুক নল রাজাই হইবেন,

যেহেতু মহাত্মা ব্যক্তিরা দৈব বিধি ও শাস্ত্রোক্ত নিরূপণানুসারে প্রচ্ছন্ন রূপে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন; অতএব ইহাঁর দেহের বিরূপতা বলিয়া নল বিবেচনা পক্ষে আমার মতিভেদ হইতে পারে না, কেননা তিনি শারীরিক প্রমাণ হইতেও পরিহীন হইতে পারেন। যখন ইহাঁকে বয়ঃ পরিমাণে এবং সর্ব্ব গুণেও নলের তুল্য দেখা যাইতেছে, কেবল এক আকৃতির বিপর্য্যয় মাত্র, তখন অন্তত ইহাঁকে নল বলিয়াই আমি স্বীকার করি। মহারাজ! পুণ্যশ্লোকের সারথি বার্ষ্ণেয় মনে মনে এই রূপে বহুতর বিচার করত সাতিশয় চিন্তিত হইল। রাজেন্দ্র ঋতুপর্ণ বাহুকের অশ্বতত্ত্ব-বিচক্ষণতা চিন্তা করিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি বাহুকের একাগ্রতা, উৎসাহ, তথাবিধ অশ্বসংগ্রহ ও পরম যত্ন দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেম।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে ভরতকুল ভূষণ! নল রাজা আকাশ গামী পক্ষীর আকাশ গমনের ন্যায় নদী, সরোবর, বন ও শৈল সকল অচির কালেই অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সেই রথ উক্ত প্রকার বেগে প্রয়াণ করিতেছে, এমত সময়ে অরিকুলমর্দ্দন রাজা ভঙ্গাসুর-নন্দন দেখিলেন তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র ভূতলে পতিত হইয়াছে। উত্তরীয় বসন পতিত হওয়াতে তখন মহাত্মা ঋতুপর্ণ "তাহা গ্রহণ করিব" মনে করিয়া নলকে কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে! বার্ষ্ণেয় যে কালের মধ্যে আমার উত্তরীয় বস্ত্র আনয়ন করে, তাবৎ কাল তুমি এই মহাবেগ-শীল অশ্বদিগকে স্থির কর। অনন্তর নল তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনার বস্ত্র দূরে নিপতিত হইয়াছে, এমন কি, এক যোজন অন্তরে রহিয়াছে, অতএব তাহা আর গ্রহণ করিতে পারা যাইবে না। হে রাজন্! নল ভঙ্গাসুর-সুত নৃপতিকে ঐ রূপ কহিলে পর, তিনি কাননের মধ্যে এক ফলিত বিভীতক তরুর সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহা দেখিয়া ত্বরা পূর্ব্বক বাহুককে কহিলেন, হে সূত! তুমি আমারও গণিত বিষয়ে মহীয়সী শক্তি দেখ, হে বাহুক! সকলে সকল জানে না, কোন ব্যক্তিই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না, অতএব কোন এক পুরুষে সমুদায় বিষয়ক জ্ঞানের পরিনিষ্ঠা হয় না। হে বাহুক! এই বৃক্ষে পত্র ও ফল যত আছে, তদপেক্ষা এক শত এক অধিক পত্র ও এক শত এক অধিক ফল বৃক্ষতলে পতিত রহিয়াছে, উহার দুই শাখায় সমুদায়ে পঞ্চ কোটি পত্র ও দুই সহস্র পঞ্চ নবতি ফল আছে; তুমি এই বৃক্ষের উক্ত শাখাদ্বয় ও অন্যান্য প্রশাখা সকল চয়ন করিয়া দেখ। অনন্তর বাহুক রথ অবস্থিত করিয়া রাজা ঋতুপর্ণকে কহিলেন, হে শক্রকর্ষণ ভূপতে! বুঝি আপনি ইহা আমার অপ্রত্যক্ষ বলিয়াই আত্ম-শ্লাঘা করিতেছেন? হে রাজন্! আমি ইহা প্রত্যক্ষ করিব। এই বিভীতক বৃক্ষকে ছেদন করিয়া ঐ সকল পত্রাদি গণনা করিলে আমার আর অপ্রত্যক্ষ থাকিবে না। মহারাজ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা নিশ্চয় কি না, আমি জানি না; অতএব আমি আপনার সাক্ষাতে এই বিভীতক বৃক্ষকে ছেদন করি। হে জনাধিপ! বার্ষ্ণেয় মুহূর্ত্ত কাল অশ্বদিগের রশ্মি সংযত করুক, আমি আপনার সমক্ষে এই বৃক্ষের ফল গণনা করি। রাজা ঐ বাহুক সারথিকে বলিলেন, এক্ষণে বিলম্ব করিবার সময় নয়। তদনন্তর বাহুক পরম প্রযত্নপর হইয়া কহিলেন, আপনি মুহূর্ত্ত কাল প্রতীক্ষা করুন, নতুবা, যদি ত্বরা করেন, তবে আপনি বার্ষ্ণেয়কে সারথি করিয়া গমন করুন, ঐ শুভ পথ দেখা যাইতেছে। হে কুরুনন্দন! অনন্তর রাজা ঋতুপর্ণ বাহুককে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে বাহুক! তুমিই অশ্ব পরিচালন বিষয়ে পারদর্শী, তদ্বিষয়ে তোমার তুল্য কেহ পৃথিবী মধ্যে নাই। হে হয়-কোবিদ! তোমা হইতেই আমি বিদর্ভ দেশ গমনের অভিলাষ করি-

তেছি, অতএব তোমার শরণাপন্ন হইলাম, এ বিষয়ে তোমার বিঘ্ন করা উচিত হয় না। হে বাহুক! যদি তুমি অদ্য বিদর্ভ নগরী গমন করিয়া সূর্য্য দেখাইতে পার, তবে তুমি যাহা আমাকে বলিবে, তোমার সেই কামনাই আমি পরিপূর্ণ করিব। অনন্তর বাহুক কহিলেন, আমি ঐ বিভীতক ফল গণনা করিয়া পশ্চাৎ বিদর্ভ নগরী গমন করিব, আপনি আমার এই কথা রক্ষা করুন। অনন্তর রাজা ঋতুপর্ণ যেন অনিচ্ছু হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তবে গণনা কর।

বাহুক তৎ ক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ করিয়া সেই মহীরুহ ছেদন করিলেন, এবং রাজা যত ফল বলিয়াছিলেন, গণনা দ্বারা তাহাই নিশ্চয় করত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার এ অদ্ভুত সামর্থ্য দেখিলাম। হে নৃপ! আপনি যে বিদ্যা দ্বারা ইহা জানিতে পারেন, আমি সেই বিদ্যা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছি। তৎকালে গমন-সত্বর রাজা ঋতুপর্ণ তাঁহাকে কহিলেন, আমি দ্যূতক্রীড়ায় নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ, এ প্রযুক্ত তুমি আমাকে গণনা বিষয়ে বিশারদ জানিবে। পরে বাহুক বলিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে ঐ বিদ্যা প্রদান করুন, এবং আমার নিকট হইতে অশ্ব বিদ্যা গ্রহণ করুন। অনন্তর রাজা ঋতুপর্ণ অশ্ব বিদ্যার লোভ ও কার্য্যগৌরব হেতু তাঁহাকে "তথা" বলিয়া স্বীকার করত কহিলেন, হে বাহুক! তুমি আমার স্থানে যথোক্ত পরম অক্ষ বিদ্যা গ্রহণ কর, এবং আমার অশ্ব বিদ্যা এক্ষণে তোমার নিকট গচ্ছিত থাকুক। তিনি ইহা বলিয়া নলকে অক্ষ বিদ্যা প্রদান করিলেন। নিষধনাথ নল অক্ষ বিদ্যা জ্ঞাত হইলে, কলি কর্কোটকের তীক্ষ্ণ বিষ মুখ হইতে সতত বমন করিতে করিতে তাঁহার কলেবর হইতে নিঃসৃত হইল। সে দময়ন্তীর শাপানলে পীড়িত হইয়া নল শরীরে বাস করিতেছিল, এই ক্ষণে নল শরীর হইতে নিঃসৃত হইলে, তাহার সেই শাপাগ্নিও নির্গত হইয়া গেল; সুতরাং সে বিষ-বিমুক্ত হইয়া নিজ রূপ ধারণ করিল। নিষধাধিপতি নল দীর্ঘ কাল কলি কর্তৃক কর্ষিত হইয়া অস্বস্থ ছিলেন, তন্নিমিত্তে তিনি কুপিত হইয়া সেই কলিকে শাপ প্রদান করিতে মনঃস্থ করিলেন। তখন কলি ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাকে কহিল, হে নৃপতে! আপনি কোপ সম্বরণ করুন, আমি আপনাকে মহীয়সী কীর্ত্তি ভাজন করিব। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে আপনি ইন্দ্রসেন-জননীকে পরিত্যাগ করিলে, তিনি কুপিতা হইয়া যে সময়ে আমাকে অভিশাপ দিয়াছেন, হে অপরাজিত! সেই অবধিই আমি নাগরাজের বিষজ্বালায় দিবারাত্র দগ্ধ ও অতি পীড়িত হইয়া নিদারুণ দুঃখ ভোগ পূর্ব্বক আপনার শরীরে বাস করিয়াছিলাম। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমার এই বাক্য টি শ্রবণ করুন, আমি ভয়ার্ত্ত হইয়া শরণাগত হইয়াছি, অতএব যদি আপনি আমাকে শাপ প্রদান না করেন, তবে যে সকল মনুষ্য নিরলস হইয়া আপনাকে কীর্ত্তন করিবে, তাহাদিগের আমা হইতে কখন ভয় থাকিবে না। কলি নল রাজাকে এই রূপ কহিলে, তিনি আপনার ক্রোধ সম্বরণ করিলেন। অনন্তর শাপ-ভয়ে পীড়িত কলি অবিলম্বে এক বিভীতক বৃক্ষে প্রবিষ্ট হইল। পরন্তু কলি যখন নিষধাধিপতির সহিত কথোপকথন করিল, তখন অন্য কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। হে রাজন্! কলি বীর-শত্রুহন্তা তেজস্বী নল রাজার শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিলে, নিষধরাজ বিগত-জ্বর ও পূর্ব্ববৎ পরম তেজোযুক্ত হইলেন, এবং বিভীতক বৃক্ষের ফল গণনান্তে পরমানন্দিত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক বেগ শীল অশ্ব দ্বারা অতি বেগে গমন করিতে লাগিলেন। বিভীতক বৃক্ষ কলি-স্পৃষ্ট হওয়া অবধি লোকে অপ্রশস্ত হইল। মহাযশস্বী রাজা নল হৃষ্ট চিত্তে পক্ষীর ন্যায় উৎপতন-শীল অশ্বদিগকে পুনঃ

পুন উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। তিনি বিদর্ভ দেশাভিমুখে গমন করত বহু দূরে সমতিক্রান্ত হইলে, কলি গৃহে গমন করিল। মহারাজ! পৃথিবী-পতি নল নৃপতি কলি কর্ত্তৃক বিমুক্ত হওয়াতে বিগতজ্বর হইলেন, কেবল তাঁহার স্বীয় রূপ বিযোজিত রহিল।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, অনন্তর ঋতুপর্ণ সায়ং কালে বিদর্ভ নগরীতে উপনীত হইলে, তত্রস্থ জনেরা তাহা বিদর্ভাধিপতি ভীমের সুগোচর করিল। রাজা ঋতুপর্ণ বিদর্ভাধিপতির আদেশানুসারে কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করত রথ নির্ঘোষে দিক্ বিদিক্ নিনাদিত করিলেন। তাহাতে নল রাজার তত্রস্থ অশ্ব সকল সেই রথ নির্ঘোষ শুনিতে পাইল, এবং পূর্ব্বে নল সন্নিধানে যে রূপ হৃষ্ট হইত, এই ক্ষণে ঐ রথ নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া সেই রূপ হৃষ্ট হইল। দময়ন্তীও নল রাজার সেই রথ নির্ঘোষ জলদাগম সময়ে শব্দায়মান মেঘের গম্ভীর শব্দের ন্যায় শুনিতে পাইলেন। তিনি ঐ রথ নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময়ান্বিতা হইলেন, এবং পূর্ব্বে নল রাজার নিজ অশ্বের রশ্মি তৎ কর্ত্তৃক স্বয়ং গৃহীত হইলে যেরূপ রথ নির্ঘোষ শুনিতেন, এই রথ নির্ঘোষও তৎ সদৃশ বোধ করিলেন; এবং নল রাজার তত্রস্থ অশ্ব সকলেও ঐ রূপ বোধ করিল। প্রাসাদ-স্থিত শিখি-গণ ও শালা-স্থিত হস্তী ও হয় সকল ঋতুপর্ণের সেই রথ নিস্বন শুনিতে পাইল। হে রাজন্! হস্তী ও শিখিগণ মেঘ নিনাদের ন্যায় সেই রথ নিনাদ শ্রবণ করিয়া উৎসুক চিত্তে তন্মুখ হইয়া শব্দ করিতে লাগিল।

দময়ন্তী কহিলেন, যেপ্রকার ঐ রথ নির্ঘোষ মেদিনী পরিপূরণ করত আমার চিত্তকে আহ্লাদিত করিতেছে, সেই প্রকারে ইনি নল মহীপতি হইবেন। অদ্য যদি সেই বীর অসংখ্য গুণশালী চন্দ্রানন নলকে দেখিতে না পাই, তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব, সংশয় নাই। অদ্য যদি সেই বীরের সুখস্পর্শ বাহু দ্বয়ের অন্তরালে প্রবেশ করিতে না পাই, তবে আমি নিশ্চয়ই জীবিত থাকিব না। অদ্য যদি সেই মেঘ-গম্ভীর-স্বর নল আমার সমীপস্থ না হন, তবে আমি অদ্য কাঞ্চন বর্ণ হুতাশনে প্রবেশ করিব। অদ্য যদি সিংহ ও মত্ত বারণ তুল্য বিক্রম শালী সেই নৃপবর আমার সম্মুখে না আইসেন, তবে আমি অবশ্যই জীবন বিসর্জ্জন করিব, তাহাতে সংশয় নাই। তাঁহার অনৃত ব্যবহার কি তৎ কর্ত্তৃক কাহারও অপকার বা পরিহাসাদি স্থলেও কখন তাঁহার অনৃত বাক্য আমার স্মরণ হয় না। আমার নিষধেশ্বর সমর্থ, ক্ষমাশীল, বীর, দাতা, সমস্ত নৃপতি অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে মহৎ এবং তিনি রহঃস্থলেও ক্লীবের ন্যায় অনীচানুবর্ত্তী। দিবা নিশি তদেকাগ্র চিত্তে তদীয় গুণ রাশি স্মরণ করিয়া আমার এই হৃদয় সেই প্রিয় ব্যতিরেকে শোকে বিদীর্ণ হইতেছে।

হে ভারত! তিনি এই রূপ বিলাপ করিতে করিতে অচেতন-প্রায় হইয়া পুণ্যশ্লোককে দেখিবার বাসনায় বৃহৎ অট্টালিকার উপর আরোহণ করিলেন। তদনন্তর পুরীর মধ্যম কক্ষায় রাজা ঋতুপর্ণকে বার্ষ্ণেয় ও বাহুকের সহিত রথে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। পরে বাহুক ও বার্ষ্ণেয় উৎকৃষ্ট রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অশ্ব গণকে মোচন করত রথ অবস্থিত করিলেন। রাজা ঋতুপর্ণও রথ হইতে অবরোহণ করিয়া ভীম-পরাক্রম মহারাজ ভীমের সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর বিদর্ভাধিপতি ভীম তাঁহাকে মহাসমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন, যেহেতু মনুষ্য কারণ ব্যতিরেকে শ্রীমান্ ব্যক্তিকে সহসা সমাগত লাভ করিতে পারে না। হে ভারত! অযোধ্যাধিপতি রাজা ঋতুপর্ণ যে, বিদর্ভরাজের দুহিতার নিমিত্তে আগমন করিয়াছেন, তাহা বিদর্ভরাজ জানেন না, সুতরাং তিনি অযোধ্যা-

ধিপতিকে আপনার আগমন শুভ হউক, এই রূপে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্য-পরাক্রম ধীমান্ রাজা ঋতুপর্ণও তথায় রাজা কি রাজ-পুত্র কিংবা ব্রাহ্মণদিগের সমাগম দর্শন বা স্বয়ম্বরের কোন কথা শ্রবণ করিলেন না, তৎপ্রযুক্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, আমি আপনাকে অভিবাদন করিবার নিমিত্তে আগমন করিয়াছি। মহীপতি ভীম ঋতুপর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করত বিস্মিত হইয়া তাঁহার অধিক পথ, এমন কি, শত যোজন দুর পথ আগমনের কারণ কি, ইহা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইনি যে বহু গ্রাম অতিক্রম করিয়া অন্যান্য রাজা সকলকে লঙ্ঘন করত কেবল আমাকে অভিবাদন করিবার নিমিত্তে আগমন করিয়াছেন, ইহা যথার্থ হইতে পারে না। ইনি ইহাঁর আগমনের কারণ যাহা নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা অল্প কার্য্য, তন্নিমিত্তে এতাদৃশ দুর পথ আগমন করা সঙ্গত বোধ হয় না; যাহা হউক, ইহার কারণ উত্তর কাল জানা যাইবে। বিদর্ভাধিপতি এই রূপ বিচার করিয়া তাঁহাকে, আপনি পথ পর্য্যটনে ক্লান্ত আছেন এক্ষণে বিশ্রাম করুন, ইহা পুনঃ পুন বলিলেন, এবং সম্মানের সহিত বিদায় করিলেন। বিদর্ভাধিপতি ভীম প্রীত চিত্তে রাজা ঋতুপর্ণকে সম্মানিত করিলে, তিনি হৃষ্টচিত্ত ও প্রীত হইয়া রাজার আদেশ ক্রমে রাজকিঙ্করের সহিত বাস ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

হে রাজন্! রাজা ঋতুপর্ণ বার্ষ্ণেয়ের সহিত গমন করিলে, বাহুক রথ লইয়া রথ শালায় গমন করিলেন। তিনি স্বয়ং অশ্ব সকলের মোক্ষণ, যথা শাস্ত্রত পরিচর্য্যা ও তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া রথ-ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন।

এ দিকে শোকার্ত্তা দময়ন্তী রাজা ঋতুপর্ণ, সূতপুত্র বার্ষ্ণেয় ও বাহুককে তথাবিধ দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, নল রাজাকে দেখিতেছি না, তবে তাঁহার রথ নির্ঘোষ সদৃশ কাহার সেই মহান্ রথ নির্ঘোষ হইয়াছিল? বুঝি বার্ষ্ণেয় তাঁহার নিকট সেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকিবে, তাহাতেই এই রথের নির্ঘোষ মহাত্মা নল রাজার রথ নির্ঘোষ-তুল্য হইয়াছিল। কিম্বা নল রাজা যে রূপ কৃতবিদ্য, এই ঋতুপর্ণ রাজাও বা সেই রূপ হইবেন, এই নিমিত্তেই রথ নির্ঘোষ নলের রথ নির্ঘোষের ন্যায় হইয়াছিল। হে নরনাথ! দময়ন্তী এই রূপ বিতর্ক করিয়া নলের অন্বেষণার্থ এক জন ভাল দুতী প্রেরণ করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

দময়ন্তী কেশিনী নাম্নী সহচারিণীকে কহিলেন, কেশিনি! তুমি গমন কর, ঐ হ্রস্ব-বাহু বিকৃতাকার এক ব্যক্তি রথ-ক্রোড়ে উপবিষ্ট রহিয়াছে, ঐ ব্যক্তি কে, তাহা জ্ঞাত হও। হে ভদ্রে অনিন্দিতে! তুমি ঐ পুরুষের সম্মুখে উপনীত হইয়া সাবধান পূর্ব্বক মৃদু বাক্যে উহাকে যথাতথ্য কুশল জিজ্ঞাসা কর। আমার যে রূপ মনের তুষ্টি ও হৃদয়ের নির্ব্বৃতি হইতেছে, তাহাতে ঐ ব্যক্তিকে নল বলিয়াই আমার মহতী আশঙ্কা হইতেছে। হে সুশ্রোণি! হে অনিন্দিতে! আমি পর্ণাদ ব্রাহ্মণকে যে রূপ কথা কহিতে কহিয়াছিলাম, তুমিও কুশল জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কথান্তে সেই রূপ কথা সকল কহিবে। এবং তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাহা প্রত্যুত্তর করিবে, তাহা অবগত হইবে।

অনন্তর দুতী কেশিনী অবহিতা হইয়া বাহুকের নিকটে গমন পূর্ব্বক কথোপকথন করিতে লাগিল। এবং কল্যাণী দময়ন্তীও প্রাসাদে থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কেশিনী কহিল, হে মনুষ্যেন্দ্র! তোমার আগমন শুভ হউক, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দময়ন্তী কুশল জনক সাধু বাক্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি বলি, শ্রবণ কর। তোমরা কোন্ দিবস বাটী হইতে যাত্রা করিয়াছিলে, কি প্রয়োজনেই বা এখানে আসিয়াছ, তাহা যথা ন্যায়ে

বল, বিদর্ভ-রাজ-নন্দিনী শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

বাহুক কহিলেন, মহাত্মা কোশলাধিপতি এক ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন যে, কল্য দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর হইবে, ইহা শুনিয়া তিনি শত যোজন-গামী বায়ুতুল্য মহাবেগশীল উৎকৃষ্ট অশ্ব দ্বারা এখানে আগমন করিয়াছেন, আমি তাঁহার সারথি।

কেশিনী কহিল, তোমাদিগের মধ্যে তৃতীয় যে ব্যক্তি, সে কে, ও কাহার সন্তান, এবং সেই ব্যক্তি কি নিমিত্তেই বা আগমন করিয়াছে? অপর, তুমি কে, কাহার সন্তান এবং তোমার প্রতি কি প্রকারেই বা এই কর্ম্মের ভারার্পণ হইয়াছে?

বাহুক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি যে তৃতীয় ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার নাম বার্ষ্ণেয়, সে পুণ্যশ্লোক নলের সারথি, নল বিপদাপন্ন হইলে, সে এই ভঙ্গাসুর-সুত নৃপতির নিকটে আছে। আমিও অশ্ব বিদ্যায় নিপুণ, এ জন্য রাজা ঋতুপর্ণ স্বয়ং আমাকে সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়াছেন এবং ভোজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্তেও বৃত করিয়াছেন।

কেশিনী কহিল, হে বাহুক! নল রাজা যে, কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহা বার্ষ্ণেয় জ্ঞাত থাকিতে পারেন, তোমার নিকট তাহা কোন রূপে কহিয়া থাকিবেন।

বাহুক বলিলেন, ঐ ব্যক্তি শুভকর্ম্মা নলের সন্তান দুইটিকে এখানে রাখিয়া তৎ পরেই স্বেচ্ছানুসারে গমন করিয়াছিল, সুতরাং সে নলের সংবাদ অবগত নহে। হে যশস্বিনি! এই পৃথিবীতে মহীপালেরা বিকৃতাকারে গূঢ় রূপেও বিচরণ করিয়া থাকেন, অতএব অন্য কোন ব্যক্তিই নল রাজার সমাচার জানেন না। কেবল আত্মাই সেই নলকে জানেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার অনন্তরা প্রকৃতিও তাঁহাকে জানেন। তিনি আপন চিহ্ন সকল কখনই প্রকাশ করেন না।

কেশিনী কহিল, যে ব্রাহ্মণ প্রথমে অযোধ্যা নগরী গিয়া তখন পুনঃ পুন এই সকল নারী-কথিত বাক্য কহিয়াছিলেন যে, "হে কিতব! হে প্রিয়! আমি তোমার প্রিয়া ও অনুরক্তা, বিশেষত আমি নিদ্রিতা ছিলাম, এমত অবস্থায় আপনি আমার বস্ত্রার্দ্ধ ছেদন পূর্ব্বক আমাকে বিপিনে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন? আপনি তাহাকে যে রূপ আদেশ করিয়াছেন, সে তদনুসারেই বস্ত্রার্দ্ধ পরিহিতা হইয়া দিবা নিশি দহ্যমান দেহে আপনার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে।" হে পৃথিবীপতে! সেই আমি ঐ দুঃখে নিরন্তর রোদন করিতেছি; হে বীর! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, মদ্বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করুন। হে মহামতে! আপনি তাহার প্রিয়কর বাক্য বলুন, অনিন্দিতা বিদর্ভরাজ-নন্দিনী তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন।" পূর্ব্বে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনি যে তাহার প্রত্যুত্তর বাক্য বলিয়াছিলেন, বিদর্ভরাজ-নন্দিনী সেই প্রত্যুত্তর বাক্য পুনর্ব্বার আপনকার নিকট শুনিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে কুরুনন্দন! কেশিনী নলকে এই রূপ কহিলে, নলের হৃদয় ব্যথিত ও নয়ন যুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। সেই মহীপতি দহ্যমান হইয়াও দুঃখ সম্বরণ করিয়া বাষ্পসিক্ত বাক্যদ্বারা পুনর্ব্বার এই কথা কহিলেন, সতী কুলস্ত্রীরা দুরবস্থাপন্না হইয়াও আপনাদ্বারাই আপনাকে রক্ষা করেন এবং তাঁহারা তজ্জন্যই স্বর্গ জয় করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। স্বামীরা পরিত্যাগ করিলেও বরস্ত্রীরা কখন ক্রোধ করেন না, তাঁহারা চরিত্ররূপ কবচে প্রাণ ধারণ করেন। সেই ব্যক্তি বিষমাবস্থা প্রাপ্ত, সুখভ্রষ্ট ও মোহিত হইয়া যে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার ক্রোধ করা উপযুক্ত হয় না। যে মনঃপীড়ায় দগ্ধীভূত হয় এবং প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহে অভিলাষী হওয়াতে পক্ষীরা যাহার পরিধেয় বস্ত্র হরণ করে, এমত ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ

করা শ্যামা স্ত্রীর সমুচিত হয় না। পতি তাঁহাকে সমাদর বা অনাদর করিয়া থাকুক, তিনি পতিকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীহীন, ক্ষুধিত ও তথাবিধ ব্যসনাপন্ন দেখিয়া,—

হে ভারত! নল রাজা এই রূপে সেই সকল বাক্য বলিতে বলিতে পরম দুর্ম্মনা হইয়া নয়নে আর বাষ্প সম্বরণ করিতে পারিলেন না, একে বারে রোদন করিয়া উঠিলেন। অনন্তর কেশিনী দময়ন্তীর নিকটে গমন করত বাহুকের কথিত সমস্ত কথা ও তাঁহার তথাবিধ বৈকল্য ভাব সমুদায় নিবেদন করিল।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, দময়ন্তী ঐ কথা শ্রবণ করত সাতিশয় শোকাকুলা হইয়া সেই বাহুককে নল আশঙ্কা করিয়া কেশিনীকে এই কথা কহিলেন, হে কেশিনি! তুমি পুনর্ব্বার গমন কর এবং বাহুককে পরীক্ষা কর, তাঁহাকে আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহার অনতি দূরে অবস্থিতি করত তাঁহার আচরিত কার্য্য সকল লক্ষ্য কর। হে ভাবিনি! বাহুক তথায় যখন যে কোন কৌশল কর্ম্ম করিবেন, তুমি তাঁহার চেষ্টিত সেই সমস্ত কার্য্য উত্তম রূপে দেখিবে। তিনি জল কি অগ্নি চাহিলে, তুমি প্রতিবন্ধ সত্ত্বেও ত্বরান্বিতা হইয়া তাঁহাকে তাহা কোন প্রকারে দিবে না; তাহাতে তিনি যে রূপ ব্যবহার করেন, তৎ সমস্ত দেখিয়া আমাকে জানাইবে; এবং তদ্ভিন্ন অন্য যাহা কিছু দেখিতে পাও, তাহাও আমাকে কহিবে।

দময়ন্তী কেশিনীকে এই রূপ কহিলে, কেশিনী তথায় শীঘ্র গমন করিল এবং তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক তাঁহার কার্য্য সকল যথা ন্যায়ে প্রত্যক্ষ করিয়া পুনর্ব্বার আগমন করিল, এবং বাহুকের লৌকিক ও অলৌকিক যে যে কার্য্য দেখিয়াছিল, যথাবৃত্ত তৎ সমুদায় দময়ন্তীকে নিবেদন করিল, হে রাজনন্দিনি! তিনি দৃঢ় রূপে স্থল, জল ও বহ্নি জয় করিয়াছেন, সুদৃঢ় শুচিপর তথাবিধ মনুষ্য কোথাও আমি দেখি নাই ও শুনি নাই। কোথাও হ্রস্ব দ্বার প্রাপ্ত হইলে নত হন না, হ্রস্ব দ্বার দেখিয়াও যথা সুখে যথা গতি ক্রমে গমন করেন, সঙ্কীর্ণ দ্বার তাঁহার নিকট অধিক রূপে প্রসারিত হয়। অপর, মহারাজ রাজা ঋতুপর্ণের ভোজন নিমিত্তে অনেক প্রকার বহু পশু মাংস তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং তথায় যে সমস্ত কুম্ভ ছিল, বাহুক ঐ সকল মাংস প্রক্ষালন করিবার নিমিত্তে ঐ সকল কুম্ভ দর্শন মাত্র করিলেন, তাহাতেই কলস সকল সলিলপূর্ণ হইল। অনন্তর তিনি সেই জলে মাংস ধৌত করত পাক করণে প্রবৃত্ত হইয়া এক মুষ্টি তৃণ গ্রহণ পূর্ব্বক কাষ্ঠ মধ্যে দিলেন, তাহাতে সহসা অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। আমি সেই অদ্ভুততম ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া এখানে আইলাম। হে শুভে! তথায় অন্য এক মহাশ্চর্য্য কার্য্য দেখিলাম, অগ্নি সংস্পর্শ করিয়াও তিনি দগ্ধ হন না। এবং জল তাঁহার ইচ্ছা মাত্রেই নিক্ষিপ্ত হইয়া দ্রুত বহন করিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন আরও অতীব সুমহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম, তিনি কতক গুলি পুষ্প লইয়া অল্পে অল্পে হস্ত দ্বয়ে মর্দ্দন করিলেন, কিন্তু সেই সকল পুষ্প কর দ্বয়ে মৃদ্যমান হইলেও অন্য প্রকার হইল না, প্রত্যুত, সমধিক হৃষ্ট ও সুগন্ধি হইল। আমি এই সমস্ত অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া শীঘ্র এখানে আগমন করিলাম।

বৃহদশ্ব কহিলেন, দময়ন্তী পুণ্যশ্লোক নলের সেই সকল চরিত শ্রবণ করত তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া প্রাপ্ত বলিয়াই বিবেচনা করিলেন। তিনি ইঙ্গিত দ্বারা বাহুককেই পতি বলিয়া আশঙ্কা করত রোদন করিতে করিতে মধুর বাক্যে পুনর্ব্বার কেশিনীকে কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি পুনর্ব্বার গমন কর এবং বাহুকের অনবধান কালে রন্ধনাগার হইতে তৎপাচিত উপসংস্কৃত কিঞ্চিৎ মাংস আমার নিকট আনয়ন কর।

হে কুরুনন্দন! প্রিয় কারিণী সেই কেশিনী তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করত বাহুককে ব্যগ্র দেখিয়া সত্বরে অতি উষ্ণ কিঞ্চিৎ মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক আসিয়া দময়ন্তীকে প্রদান করিল। দময়ন্তী পূর্ব্ব হইতে নল রাজার বহু প্রকার সংস্কৃত মাংসের স্বাদু গ্রহণের উপযুক্তা ছিলেন, এই ক্ষণে তিনি কেশিনীর আনীত সেই মাংস ভক্ষণ করিয়া সারথি বাহুককে নল নিশ্চয় করত সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। হে ভারত! তিনি পরম ব্যাকুল চিত্তেই মুখ প্রক্ষালন করিয়া কেশিনীর সহিত সন্তান দুইটিকে বাহুকের সমীপে প্রেরণ করিলেন। বাহুক নামে বিখ্যাত রাজা নল ইন্দ্রসেনা কন্যাকে তাহার ভ্রাতার সহিত আসিতে দেখিয়া তাহাদিগকে জানিতে পারিয়া সম্মুখে দ্রুত গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে আলিঙ্গন করত ক্রোড়ে লইলেন এবং সুর সুত সদৃশ অপত্য দ্বয়কে প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় দুঃখাকুল চিত্তে সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নিষধনাথ তখন পুনঃ পুন এই রূপ স্বভাব বৈকল্য প্রকাশ করিয়া পশ্চাৎ অপত্য যুগলকে সহসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেশিনীকে এই কথা কহিলেন, হে ভদ্রে! এই কন্যা পুত্র দুইটি আমার কন্যা পুত্রের তুল্য, এই নিমিত্তে ইহাদিগকে দেখিয়া আমার নয়ন হইতে বাষ্প নিঃসৃত হইয়াছে। পরন্তু আমরা বিদেশীয় অতিথি, তুমি আমাদিগের নিকট বহু বার আগমন করাতে লোকে তোমার প্রতি দোষের আশঙ্কা করিতে পারে, অতএব তুমি এখান হইতে যথাসুখে গমন কর।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, কেশিনী ধীমান্ পুণ্যশ্লোকের বৈকল্য ভাব সকল দেখিয়া দময়ন্তীর নিকটে আগমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল। তদনন্তর দময়ন্তী নলের সহিত সাক্ষাৎ করণের অভিলাষে কেশিনীকে মাতৃ সমীপে প্রেরণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন, হে মাতঃ! আমি বাহুককে নল শঙ্কা করিয়া বহুতর রূপে পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু তাহাতে কেবল তাঁহার রূপের প্রতি আমার এক মাত্র সংশয় আছে, অতএব আমার ইচ্ছা হয়, আমি স্বয়ং তাঁহাকে পরীক্ষা করি; আপনি আমার পিতার জ্ঞাত সারে বা অজ্ঞাত সারেই হউক, হয় তাঁহাকে অন্তঃপুরে আসিতে, না হয় আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে অনুমতি করুন, এই দুই কল্পের মধ্যে এক কল্প বিধান করুন। রাজকুমারী রাজ্ঞীকে এই রূপ কহিয়া পাঠাইলে, রাজ্ঞী বিদর্ভরাজের নিকট তাহা জানাইলেন। রাজা ভীম দুহিতার ঐ অভিপ্রায়ে অনুজ্ঞা করিলেন।

হে ভরতর্ষভ! দময়ন্তী পিতা মাতার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া নলকে আপন আলয়ে আনাইলেন। নল রাজা দময়ন্তীকে সহসা দর্শন করিয়া শোক দুঃখে আকুল হইলেন, তাঁহার নয়ন যুগল অশ্রুতে প্লাবিত হইল। তখন বরবর্ণিনী দময়ন্তীও সেইরূপ শোকাশ্রু যুক্ত নলকে অবলোকন করিবা মাত্র তীব্র শোকে ব্যাকুলা হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর কাষায় বসন পরিধানা জটাধারিণী মলপঙ্কযুক্তাঙ্গী সেই দময়ন্তী বাহুককে এই কথা কহিলেন, হে বাহুক! তুমি কি পূর্ব্বে এমত কোন ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকে দেখিয়াছ যে, সে কানন মধ্যে নিদ্রিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছে? পুণ্যশ্লোক নল ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি শ্রম-মোহিতা প্রিয় ভার্য্যাকে নিরপরাধে বিজন বনে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে পারে? আমি বাল্য কালাবধি সেই মহীপালের নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে, তিনি আমাকে কাননে নিদ্রার্ত্তা দেখিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিয়াছেন? আমি পূর্ব্বে সাক্ষাৎ দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে বরণ করিয়াছি এবং আমি যাঁহার অভিলাষিণী ও অনুবর্ত্তিনীই থাকি এবং আমি পুত্রবতীও হইয়াছি, এ বিধায় তিনি আমাকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিলেন? অগ্নি

সমীপে দেবতাদিগের সমক্ষে আমার পাণিগ্রহণ করিয়া সত্য করিয়াছিলেন যে, আমি তোমারই থাকিব, পরে সেই সত্য কোথায় রহিল ? হে অরিন্দম! দময়ন্তী এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়ন যুগল হইতে শোকজনিত বহুল অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। নিষধনাথও দময়ন্তীকে শোকার্ত্তা দেখিয়া তাঁহার কৃষ্ণসার সদৃশ শ্যামল অথচ অন্তিম ভাগ রক্তবর্ণ, এতাদৃশ নয়ন যুগল হইতে সেই রূপ শোকাশ্রুধারা অতীব প্রস্রবণ করিতে করিতে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ভীরু! আমার যে, রাজ্য নষ্ট হয়, এবং আমি যে, তোমাকে পরিত্যাগ করি, এসকল আমি স্বয়ং করি নাই, কলি করিয়াছে। হে ধর্ম্মনিষ্ঠে! পূর্ব্বে তুমি বন মধ্যে আমাকে বিবস্ত্র মনে করিয়া দুঃখিত চিত্তে শোক করিতে করিতে যে শাপ প্রদান করিয়াছিলে, কলি সেই শাপে দহ্যমান হইয়া আমার শরীরে বাস করিয়াছিল। যে রূপ অগ্নি মধ্যে অগ্নি আহিত হয়, সেই রূপ সে তোমার শাপাগ্নিতে নিরন্তর দগ্ধ হইয়াছিল। হে শুভে! আমাদিগের দুঃখের অবসান হইবে, এই নিমিত্তে সেই পাপ আমার আচরণ ও তপস্যা দ্বারা নির্জ্জিত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তৎপ্রযুক্তই আমি তোমার নিমিত্তে এখানে আগমন করিয়াছি; হে বিপুলশ্রোণি! আমার আর এখানে অন্য কোন প্রয়োজন নাই। হে ভীরু! যে রূপ তুমি অনুরক্ত ও অনুব্রত পতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ, অন্য নারী কি কখনও কোন প্রকারে সে রূপ করিতে পারে ? দূতগণ রাজার নিদেশানুসারে পৃথিবীময় ভ্রমণ করিতেছে এবং তাহারা, যে রূপ স্বেচ্ছাচারিণী নারী অভিলাষানুসারে আপনার অনুরূপ পতি বরণ করে, সেই রূপ ভাবের কথা বলিয়া বেড়াইতেছে যে, ভীম নন্দিনী দ্বিতীয় পতি বরণ করিবেন।

দময়ন্তী নলের এই রূপ পরিদেবিত বাক্য শ্রবণ করত ভীতা ও বেপমানা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মঙ্গলালয় নিষধনাথ! যে স্থলে আমি দেবতাগণকে উপেক্ষা করিয়া আপনাকে বরণ করিয়াছি, সে স্থলে আমার দোষ আশঙ্কা করা আপনার উচিত হয় না। আপনাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে ব্রাহ্মণেরা মদুক্ত বাক্য গাথা সকল গান করত সর্ব্বত্র দশ দিকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। হে পার্থিব! অনন্তর পর্ণাদ নামক এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ কোশলা নগরীতে ঋতুপর্ণ রাজার নিকেতনে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে নিষধাধিপতে! আপনি মদুক্ত বাক্যের সম্যক্ প্রকারে প্রত্যুত্তর করিলে, আমি আপনাকে আনাইবার নিমিত্তে এই উপায় দেখিলাম, যে হেতু পৃথিবীতে আপনা ব্যতীত অন্য কেহ অশ্ব দ্বারা এক শত যোজন পথ এক দিবসে গমন করিতে সমর্থ হয় না। হে নরাধিপ মহীপতে! আমি মনেতেও কখন কিছু মাত্র অসৎ কর্ম্ম করি না, এই সত্য বাক্য বলিয়া আমি আপনকার এই চরণ যুগল স্পর্শ করিতে পারি। আমি যদি পাপ কর্ম্ম করিয়া থাকি, তবে সর্ব্বত্র গামী ভূত সাক্ষী স্বরূপ এই বায়ু আমার প্রাণ বায়ুকে দেহ হইতে বিমুক্ত করুন। সেই রূপ, ভূত সাক্ষী সূর্য্য দেবও তৎপর হইয়া জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন, আমি যদি পাপাচরণ করিয়া থাকি, তবে তিনি আমার প্রাণ বায়ুকে দেহ হইতে বিমুক্ত করুন। এবং চন্দ্রমা সকল প্রাণীর অন্তরে সাক্ষীর ন্যায় হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন, আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তবে তিনি আমার প্রাণ বায়ুকে দেহ হইতে বিমুক্ত করুন। উক্ত তিন দেবতা ত্রৈলোক্য সমুদায় ধারণ করিতেছেন, ইহাঁরা যথার্থ বলুন, অথবা আমাকে পরিত্যাগ করুন।

দময়ন্তী ঐ রূপ বলিলে, বায়ু দেবতা অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, হে নল! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, এই দময়ন্তী পাপ কর্ম্ম করেন নাই। হে রাজন্! ইনি আপনার শীল স্ফীত করিয়া উত্তম

রূপে যে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী আমরা, আমরাই তিন বৎসর কাল ইহাঁকে রক্ষা করিয়াছি। ইনি তোমাকে পাইবার নিমিত্তেই এই প্রকার স্বয়ম্বর বার্ত্তা প্রচার স্বরূপ অতুল্য উপায় বিধান করিয়াছিলেন, যেহেতু ইহ লোকে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কোন পুরুষ এক দিবসে শত যোজন পথ গমন করিতে সমর্থ নহে। হে রাজন্! এই ক্ষণে তুমি ভীম নন্দিনীকে লাভ করিয়াছ, ভীম নন্দিনীও তোমাকে লাভ করিয়াছেন, অতএব তুমি শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হও। যখন বায়ু এই রূপ কহিলেন, তখন পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত, দেব দুন্দুভি নিনাদিত এবং শুভ লক্ষণ সমীরণ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। হে ভারত! অরিন্দম নিষধরাজ সেই বিস্ময় জনক ব্যাপার দর্শন করিয়া দময়ন্তীর প্রতি আশঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন, অনন্তর সেই নাগরাজকে স্মরণ পূর্ব্বক তৎ প্রদত্ত নির্ম্মল বসন পরিধান করিয়া স্বকীয় আকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। তখন অনিন্দিতা দময়ন্তী পতি পুণ্যশ্লোককে স্বীয় রূপ প্রাপ্ত দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নল রাজাও পূর্ব্বের ন্যায় ভজমানা ভৈমীকে ও স্বীয় অপত্য যুগলকে আলিঙ্গন করিলেন এবং যথাবৎ আনন্দিত হইলেন। আয়ত-নয়না শুভাননা দময়ন্তী পুণ্যশ্লোকের বিরহ যাতনায় অতীব দুঃখিনী ছিলেন, তৎকালে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে বদন বিন্যস্ত করত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এবং সেই পুরুষেন্দ্র নিষধপতিও শোক-ব্যাকুল চিত্তে মলিনাঙ্গী শুচিস্মিতা দময়ন্তীকে বহু ক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। হে নৃপ! অনন্তর দময়ন্তীর জননী নল ও দময়ন্তীর উক্ত সমুদায় বৃত্তান্ত রাজা ভীমের নিকটে প্রীতি পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন। পরে মহারাজ ভীম কহিলেন, নল অদ্য সুখে বিশ্রাম করুন, আমি কল্য প্রাতে পবিত্রবেশ নল ও দময়ন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিব। হে রাজন্! তদনন্তর নল ও দময়ন্তী উভয়ে একত্রিত হইয়া প্রমুদিত চিত্তে পরস্পর বন বাসের পুরাতন বৃত্তান্ত সমুদায় কথোপকথন করত সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। তাঁহারা ভীম নৃপতির গৃহে পরস্পর সুখার্থী হইয়া হৃষ্ট মনে বাস করিতে লাগিলেন। নিষধাধিপতি তিন বৎসর কাল ব্যসন ভোগ করিয়া চতুর্থ বর্ষে ভার্য্যার সহিত মিলিত ও সমস্ত কামনা পরিপূরণ পূর্ব্বক সুসিদ্ধার্থ হইয়া পরমানন্দ অনুভব করিলেন। যে রূপ অর্দ্ধসঞ্জাত-শস্যা বসুন্ধরা তোয় লাভ করিলে সাতিশয় আপ্যায়িতা হন, দময়ন্তীও পতি লাভ করিয়া সেই রূপ আপ্যায়িতা হইলেন। যে প্রকার শীতাংশুর উদয়ে যামিনী বিরাজিতা হয়, সেই প্রকার ভীম-দুহিতা উক্ত প্রকারে পতি মিলন লাভ করিয়া উপশান্ত সন্তাপ ও হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে বিগত-তন্দ্রা ও পূর্ণমনোরথা হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৬॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, নল রাজা সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পর দিবস প্রাতে কৃতবেশভূষণ হইয়া দময়ন্তীর সহিত একত্রে বিদর্ভাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, পরে প্রযত্নপর হইয়া শ্বশুরকে অভিবাদন করিলেন। তৎ পশ্চাৎ শুভ রূপা দময়ন্তীও পিতাকে বন্দনা করিলেন। প্রভু ভীম পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করিলেন, এবং নলের সহিত পতিব্রতা দময়ন্তীকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া আশ্বাসিত করিলেন। নল রাজাও তাঁহার কৃত সৎকার যথাবিধি প্রতিগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিজ পরিচর্য্যা যথাবিধি প্রতিবেদন করিলেন। তদনন্তর নগরীয় জনগণ নল রাজাকে তথাবিধ দেখিয়া এমত হর্ষান্বিত হইল যে, নগর মধ্যে তাহাদিগের হর্ষ জনিত সুমহান্ ধ্বনি শ্রুতি গোচর হইতে লাগিল। নগরীর লোকেরা ধ্বজ, পতাকা ও মাল্য দ্বারা নগরের শোভা সম্পাদন

করিল। রাজমার্গ সকল জলসিক্ত, সুমৃষ্ট পুষ্পে সুশোভিত ও সুন্দর রূপে অলঙ্কৃত হইল। এবং পুরবাসীদিগের দ্বারে দ্বারে পুষ্পমাল্যাদি প্রকম্পিত ও দেবায়তন সকল পুষ্প সমূহে অর্চ্চিত হইল।

এ দিকে রাজা ঋতুপর্ণ শুনিলেন যে, নল রাজা বাহুক রূপে ছদ্ম বেশী ছিলেন, অধুনা দময়ন্তীর সহিত মিলিত হইয়াছেন, ইহাতে তিনি আহ্লাদিত হইয়া নিষধরাজকে সমীপে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধিশালী নল রাজাও তাঁহার সমীপে বহুতর হেতু দ্বারা ক্ষমা প্রার্থী হইলেন। তত্ত্বদর্শী বাগ্মিবর রাজা ঋতুপর্ণ নল কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহার প্রতি বিস্ময়োৎফুল্ল বদনে কহিলেন, আপনি ভাগ্য ক্রমেই ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। হে নৈষধ বসুধাধিপ! আপনি যখন আমার আলয়ে অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন, তখন আমি আপনার নিকট ত কোন অপরাধ করি নাই? যদি আপনার নিকট জ্ঞানত বা অজ্ঞানত কোন অকার্য্য করিয়া থাকি, তাহা আপনি ক্ষমা করুন। নল কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আমার নিকট কোন স্বল্প অপরাধও করেন নাই, যদিই করিয়া থাকেন, তাহাতে আমার ক্রোধ নাই, যেহেতু আপনার প্রতি আমার ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। হে জনাধিপ! আপনি পূর্ব্ব হইতে আমার সখা ছিলেন, এবং আপনার সহিত আমার সম্বন্ধও আছে, অতএব এক্ষণ অবধি আপনি আমার অধিক প্রীতি ভাজন হইলেন। হে রাজন্! আমি আপনকার গৃহে সর্ব্বদা সুবিহিত সমস্ত কামনা পরিপূরণ পূর্ব্বক যে প্রকার সুখে বাস করিয়াছিলাম, আমার নিজ গৃহেও সে রূপ হয় না। হে পার্থিব! আপনার এই অশ্ব তত্ত্ব জ্ঞান যে আমার নিকটে ন্যস্ত আছে, যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে তাহা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। নিষধাধিপতি ইহা বলিয়া ঋতুপর্ণকে সেই বিদ্যা প্রদান করিলেন। ঋতুপর্ণও বিধি বোধিত কার্য্য দ্বারা তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন। হে রাজন্! ভঙ্গাসুর সুত রাজা ঋতুপর্ণ নল রাজাকে অক্ষ বিদ্যা প্রদান এবং তাঁহার নিকট হইতে অশ্ব তত্ত্ব জ্ঞান গ্রহণ করিয়া অন্য সারথি আনাইয়া নিজ পুরে প্রস্থিত হইলেন। হে মহারাজ নরনাথ! রাজা ঋতুপর্ণ গমন করিলে, নল রাজা কুণ্ডিন নগরে অতি দীর্ঘ কাল বাস করিলেন না।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে কৌন্তেয়! নিষধরাজ নল এক মাস কাল বিদর্ভরাজ পুরে অধিবসতি করিয়া ভীম ভূপতিকে সম্ভাষণ করত অল্প পরিকর লইয়া তথা হইতে নিষধাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই মহাত্মা মহীপতি ষোড়শ হস্তী, পঞ্চাশৎ ঘোটক ও ছয় শত পদাতি সমভিব্যাহারে এক শুক্ল বর্ণ রথে আরোহণ পূর্ব্বক ত্বরমাণ হইয়া পৃথিবীকে কম্পিত প্রায় করত সুসংরব্ধ চিত্তে অবিলম্বে নিষধ পুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর বীরসেন-কুমার বলবান্ নল পুষ্করের নিকটে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে পুষ্কর! আমি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি, অতএব আইস, আমরা পুনর্ব্বার দ্যূত ক্রীড়া করি। আমার দময়ন্তী ও অন্য যে কোন বস্তু আছে, তৎ সমুদায় এবং তোমার রাজ্য পণ থাকিল। তোমার শুভ হউক, তুমি পুনর্ব্বার দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হও, আমি এই নিশ্চয় করিয়াছি যে, আমরা উভয়ে এক বারেই প্রাণের সহিত সমস্ত বস্তু পণ রাখিব। পরের রাজ্য বা ধন জয় পূর্ব্বক হরণ করিয়া প্রতি পণ প্রদান করা পরম ধর্ম্ম, ইহা পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। হে রাজন্য! যদি দ্যূত ক্রীড়া করিতে অভিলাষ না কর, তবে দ্বৈরথ বিধানে যুদ্ধ দ্যূতে প্রবৃত্ত হও, তাহাতে হয় তোমার, না হয় আমার, এক জনের শান্তি হউক। বংশ পরম্পরা ক্রমে ভোগ্য এই রাজ্য যে কোন উপায়ে বা যে কোন প্রকারে আকাঙ্ক্ষা করা কর্ত্তব্য,

এ বিষয়ে বৃদ্ধগণেরও শাসন আছে। হে পুষ্কর! তুমি অদ্য আমার সহিত কপট দ্যূত ক্রীড়া, অথবা যুদ্ধে ধনুঃ প্রণমন, এই দুইয়ের মধ্যে একতরে প্রবৃত্ত হও।

নিষধপতি নল পুষ্করকে এই রূপ কহিলে, পুষ্কর আপনার নিশ্চয় জয় হইবে মনে করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, হে নৈষধ! তুমি ভাগ্য ক্রমেই প্রতি পণের নিমিত্তে অর্থোপার্জ্জন করিয়াছ এবং ভাগ্য ক্রমেই দময়ন্তীর দুরদৃষ্ট ক্ষয় হইয়াছে। হে মহাভুজ নৃপতে! ভাগ্য ক্রমেই অদ্যাপি তুমি দারার সহিত জীবিত রহিয়াছ। তোমার অর্জ্জিত ধন সকল আমার জয়লব্ধ হইলে, দময়ন্তী তদ্দ্বারা সমলঙ্কৃতা হইয়া, স্বর্গে অপ্সরা কর্ত্তৃক ইন্দ্রের উপাসনার ন্যায়, স্পষ্ট রূপে আমার উপাসনা করিবে। হে নৈষধ! সুহৃদ্ ভিন্ন অপরের সহিত দ্যূত ক্রীড়ায় আমার প্রীতি জন্মে না, এই নিমিত্তে আমি নিত্য নিত্য তোমাকে স্মরণ করিয়া থাকি এবং প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। আমি অদ্য অনিন্দিতা দময়ন্তীকে জয় পূর্ব্বক লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইব, যেহেতু সেই বরারোহা আমার হৃদয়ে সতত বাস করিয়া থাকে।

নিষধনাথ নল বহু অসম্বন্ধ প্রলাপ ভাষী সেই পুষ্করের উক্ত সকল বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কুপিত হইয়া খড়্গ দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিতে অভিলাষ করিলেন, কিন্তু ক্রোধে তাম্রনেত্র হইয়া হাস্য পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, আইস, আমরা দ্যূত ক্রীড়া করি, এক্ষণে কি জন্য এরূপ বলিতেছ? আমাকে পরাজয় করিয়া পশ্চাৎ যাহা বক্তব্য হয়, বলিও। তদনন্তর পুষ্কর ও নলের দ্যূত ক্রীড়া আরম্ভ হইল। বীর নল এক মাত্র পণেই রত্নকোষ ও প্রাণের সহিত পণিত পুষ্করকে পরাজিত করিলেন। রাজা নল জয়ী হইয়া তাঁহাকে হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়াধম! এখন এই অবিচলিত সমুদায় অকণ্টক রাজ্য আমার হইল, হে মূঢ়! এক্ষণে তুমি দময়ন্তীর প্রতি অবলোকনও করিতে পারিবে না, তুমি সপরিবারে দময়ন্তীর দাসত্ব প্রাপ্ত হইলে। আমি পূর্ব্বে যে তোমার নিকটে পরাজিত হইয়াছিলাম, তাহা তোমার নিজ শক্তি দ্বারা হয় নাই, কলি সেই কার্য্য করিয়াছিল, তুমি মূঢ়তা প্রযুক্ত তাহা বোধ করিতে পার নাই। আমি পরকৃত দোষ কোন প্রকারে তোমার প্রতি আরোপ করিব না, অতএব তুমি যথাসুখে জীবন ধারণ কর, আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিলাম। হে বীর! পূর্ব্বে তোমার পৈতৃক বিষয়ে যে স্বীয় অংশ ছিল, তাহা সর্ব্বসম্ভারের সহিত তোমাকে দিলাম। এবং আমার সহিত তোমার যে রূপ প্রণয় ছিল, তাহাও থাকিবে, সংশয় নাই। হে পুষ্কর! তুমি আমার ভ্রাতা, অতএব আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি শত বৎসর জীবিত থাক; তোমার প্রতি আমার সৌভ্রাত্র কদাচিৎ পরিত্যাগ হইবে না। সত্যবিক্রম নল এই রূপে ভ্রাতা পুষ্করকে পরিসান্ত্বিত করিয়া পুনঃপুন আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার নিজ পুরে প্রেরণ করিলেন। পুষ্কর পুণ্যশ্লোক নল কর্ত্তৃক এই রূপে পরিসান্ত্বিত হইয়া তাঁহার চরণে অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি যে আমার জীবন রক্ষা ও আমাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন, ইহাতে আপনার কীর্ত্তি অক্ষয়া হউক এবং আপনি অযুত বর্ষ সুখ সম্ভোগ করত জীবিত থাকুন। হে পুরুষেন্দ্র! রাজা পুষ্কর নল রাজা কর্ত্তৃক তাদৃশ রূপে সৎকৃত হইয়া হৃষ্টচিত্তে এক মাস কাল স্বজন গণের সহিত তথায় অবস্থিতি করত তৎপরে মহৎ সৈন্য ও বিনীত পরিচারকগণ সমভিব্যাহারে আদিত্যের ন্যায় প্রদীপ্ত বেশে স্বপুরে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীমান্ নিষধরাজ পুষ্করকে অনাময় ও ধনশালী করিয়া প্রস্থাপন করত সাতিশয় শোভান্বিত পুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পুরপ্রবেশান্তে পৌর জন গণকে পরিসান্ত্বিত করিলেন। পুরস্থ, দেশস্থ ও অমাত্য প্রভৃতি সকলে হর্ষ জনিত লোমাঞ্চিত কলেবরে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিল, মহা-

রাজ! আমরা অদ্য নির্বৃত হইলাম, যে প্রকার দেবগণ ইন্দ্রকে উপাসনা করেন, সেই রূপ আমরা এই দেশে ও নগরে আপনাকে উপাসনা করিতে পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৮।

বৃহদশ্ব কহিলেন, পুরবাসী জনগণ প্রশান্ত ও আনন্দিত এবং নগর মধ্যে মহা আনন্দোৎসব সংপ্রবৃত্ত হইলে, রাজা নল মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দময়ন্তীকে আনয়ন করিলেন। দময়ন্তীর পিতা বীর-শত্রুমর্দ্দন অমেয়াত্মা ভীম-পরাক্রম ভীম দময়ন্তীকে সৎকার পূর্ব্বক পাঠাইলেন। বিদর্ভ-রাজনন্দিনী দময়ন্তী তনয়ের সহিত আগমন করিলে, মহীপতি নল আনন্দিত হইয়া, নন্দন কাননে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়, কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাযশস্বী নল জম্বুদ্বীপে রাজগণ মধ্যে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাহৃত স্বীয় রাজ্য পুনশ্চ শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দক্ষিণা প্রদান সহকারে বিধিবৎ অনেক বিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

হে রাজেন্দ্র! সেই প্রকার আপনিও সুহৃদ্গণের সহিত অচির কালেই প্রদীপ্ত হইবেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ নরপাল! শত্রু পুর বিজয়ী নল দ্যূত ক্রীড়া জন্য ভার্য্যার সহিত এতাদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে পৃথ্বীনাথ! নল রাজা একাকীই সুমহৎ ঘোর দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন এবং পুনর্ব্বার অভ্যুদয় লাভও করিয়াছিলেন। হে পাণ্ডব! আপনি ত ভ্রাতৃগণ ও ভার্য্যার সহিত এই মহারণ্য মধ্যে ধর্ম্মের অনুশীলন করত সুখে ক্রীড়া করিতেছেন। মহারাজ! যে স্থলে বেদ বেদাঙ্গ পারগ মহাভাগ ব্রাহ্মণগণের সহিত আপনার নিত্য সহবাস হইতেছে, সে স্থলে আপনার পরিদেবনার বিষয় কি আছে? হে অচ্যুত নরপাল! কলি-বিনাশন এই ইতিহাস ভবাদৃশ ব্যক্তি শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারেন। হে নৃপতে! পুরুষার্থ কখনই স্থায়ী নহে এই ভাবিয়া তাহার উৎপত্তি বা বিনাশে আপনার চিন্তা করা উচিত হয় না। আপনি এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হউন, শোক করিবেন না। দৈব বৈষম্য প্রযুক্ত পুরুষকার বিফল হইলে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী ব্যক্তিরা আত্মাকে বিষাদিত করেন না। যাহারা নলের এই মহৎ চরিত্র পুনঃপুন কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিবে, অলক্ষ্মী তাহাদিগকে ভজনা করিবে না ও তাহাদিগের অর্থ উৎপন্ন হইবে এবং তাহারা ধন্যতা লাভ করিবে। মনুষ্য এই পুরাতন উৎকৃষ্ট ইতিহাস অসকৃৎ শ্রবণ করিলে পুত্র, পৌত্র, পশু, মনুষ্য মধ্যে প্রাধান্য, আরোগ্য ও প্রীতি লাভ করিবে, সংশয় নাই। হে ভারত! আপনি যে ভয় করিতেছেন যে, "অক্ষজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিবে," আপনার সেই ভয় আমি বিনাশ করি। হে সত্যপরাক্রম কৌন্তেয়! আমি সংপূর্ণ রূপে অক্ষ বিদ্যা জানি, প্রসন্ন মনে তাহা আপনাকে বলিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া বৃহদশ্বকে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি দ্যূত ক্রীড়ায় নৈপুণ্য লাভ করিতে অভিলাষ করি। তদনন্তর মহাতপা বৃহদশ্ব মহাত্মা পাণ্ডবকে অক্ষ বিদ্যা প্রদান করিয়া স্নানার্থ হয়শীর্ষ তীর্থে গমন করিলেন। বৃহদশ্ব প্রস্থিত হইলে, দৃঢ়ব্রত যুধিষ্ঠির তীর্থ, শৈল ও বন হইতে সমাগত ও ইতস্তত নানা স্থান হইতে আপতিত তপস্বী ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে শ্রবণ করিলেন যে, পৃথানন্দন সব্যসাচী বায়ুভক্ষ হইয়া মনঃসংযম পূর্ব্বক উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; মহাবাহু ধনঞ্জয়, নিয়তব্রত মৌনী ও একাগ্রচিত্তে তপঃপরায়ণ হইয়া মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় শোভা ধারণ করত যে রূপ দুষ্কর তপস্যা অবলম্বন করিয়াছেন, তদ্রূপ উগ্র তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে পূর্ব্বে আর কাহাকেও দৃষ্টি করা

যায় নাই। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির প্রিয় ভ্রাতা অর্জ্জুনকে মহারণ্যে তপস্যা করিতে শ্রবণ করিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিলেন এবং মহাবন মধ্যে দহ্যমান হৃদয়ে শরণার্থী হইয়া বিবিধ-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

নলোপাখ্যান প্রকরণ ও নবসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

তীর্থযাত্রা প্রকরণ ॥ ৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! আমার প্রপিতামহ পার্থ কাম্যক কানন হইতে গমন করিলে, সেই সব্যসাচী ব্যতিরেকে পাণ্ডবেরা কি রূপে কালাতিপাত করিয়াছিলেন? আমার বিবেচনায়, যে রূপ বিষ্ণু দেবগণের গতি, সেই রূপ মহাধনুর্দ্ধর সৈন্য-বিজয়ী অর্জ্জুন পাণ্ডবদিগের গতি ছিলেন, অতএব সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ইন্দ্র তুল্য বীর্য্যশালী সেই অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আমার প্রপিতামহ বীরগণ কি প্রকারে বন মধ্যে বাস করিতেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে তাত! সত্য বিক্রম ধনঞ্জয় কাম্যক বন হইতে গমন করিলে, সেই সকল পাণ্ডু-পুত্রেরা শোক দুঃখ পরায়ণ হইলেন। তাঁহারা সকলেই অপ্রীত-চিত্ত হইয়া ছিন্ন-সূত্র মণিমাল্য ও ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় হইলেন; এবং কুবের ব্যতিরেকে চৈত্ররথ বন যে রূপ হয়, অক্লিষ্ট কর্ম্মা অর্জ্জুন ব্যতিরেকে সেই কাম্যক বন তদ্রূপ হইল। হে জনমেজয়! তখন সেই নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা অর্জ্জুন ব্যতীত অসুখী হইয়াই কাম্যক বনে বাস করিয়াছিলেন। হে ভরতবংশাবতংস! সেই পরাক্রমশীল মহারথেরা ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্তে বিশুদ্ধ বাণ দ্বারা বহুবিধ মেধ্য মৃগ সকল বিনাশ করিতেন। সেই অরিন্দম পুরুষসিংহেরা নিত্য নিত্য বন্য আহার আহরণ করিয়াও তৎ সমস্ত সংস্কার করত ব্রাহ্মণদিগকে নিবেদন করিতেন। হে মহারাজ! ধনঞ্জয়ের গমনান্তে সেই পুরুষ-প্রবরেরা সকলেই শোকার্ত্ত ও বিষণ্ণ-চিত্ত হইয়া উক্ত কাম্যক বন মধ্যে অধিবসতি করিতে লাগিলেন; বিশেষত পাঞ্চাল-রাজ-নন্দিনী কোন সময়ে মধ্যম পতি অর্জ্জুনকে স্মরণকরত উদ্বিগ্ন-চিত্ত যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, যিনি দ্বিবাহু হইয়াও সহস্রবাহু অর্জ্জুনের তুল্য, সেই পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ব্যতিরেকে এই বন আমার নিকট সুশোভিত হইতেছে না! আমি এই পৃথিবীর যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, সেই দিক্ই শূন্য প্রায় দেখিতেছি! এই বন কুসুমিত তরুগণে সমাবৃত ও বহুল আশ্চর্য্যময় হইয়াও সেই সব্যসাচী ব্যতিরেকে তাদৃশ রমণীয় হইতেছে না! সেই নিবিড় নীলাম্বুদ শ্যামল বর্ণ, মত্ত মাতঙ্গ-বিক্রম কমললোচন ব্যতীত এই কাম্যক কানন আমার নিকট শোভা পাইতেছে না! হে রাজন্! অশনি স্বন সদৃশ যাঁহার শরাসন নিস্বন শ্রুতিগোচর হয়, সেই সব্যসাচীকে স্মরণ করিয়া আমি সুখ লাভ করিতে পারিতেছি না!

হে মহারাজ! বীর শত্রু-মর্দ্দন ভীমসেন দ্রৌপদীকে এই রূপ পুনঃপুন বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে সুমধ্যমে! হে ভদ্রে! তুমি মনঃপ্রীতিকর যে বাক্য বলিতেছ, তাহা অমৃত ভোজনের ন্যায় আমার অন্তঃকরণকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। যাহার ভুজদ্বয় সম, সুদীর্ঘ, পীন, পরিঘ সদৃশ, বর্ত্তুল, জ্যাকর্ষণ জনিত কিণযুক্ত, সুবর্ণ বলয় ভূষিত, খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণে সমর্থ, এবং পঞ্চ-শীর্ষ সর্পের তুল্য; সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আকাশ মণ্ডল যেন সূর্য্য হীন হইয়াছে! পাঞ্চাল ও কুরুগণ যে মহাবাহুকে আশ্রয় করিয়া যত্নশীল দেবগণের সৈন্য সমীপেও ভীত হন না এবং যে মহাত্মার বাহুদ্বয় আশ্রয় করত আমরা সকলে শত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজিত ও মেদিনী মণ্ডল প্রাপ্ত বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকি, সেই বীর ফাল্গুন বিরহে কাম্যক কাননে আর ধৈর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না! পৃথিবীর সর্ব্বত্রই শূন্য

প্রায় দেখিতেছি এবং দিক্ সকল শূন্য ও তিমিরাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে!

তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন নকুল, সাশ্রু কণ্ঠে কহিলেন, যাঁহার সমরাঙ্গনের দিব্য কর্ম্ম সকল দেবগণও কীর্ত্তন করেন, সেই যোধ-প্রধান সব্যসাচী ব্যতিরেকে এই কাননে আর কি মনঃপ্রীতি আছে! যে মহাদ্যুতি অর্জ্জুন উত্তর দিক্ গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ স্থলে শত শত মহাবল গন্ধর্ব্ব-প্রধানকে জয় করিয়া তিত্তিরি পক্ষীর ন্যায় বিচিত্র বর্ণ, সমীরণ তুল্য বেগশীল, শোভমান অশ্ব সমূহ লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সমুদায় অশ্ব প্রীত চিত্তে রাজসূয় মহামখ কালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজকে প্রদান করেন, সেই অমর তুল্য ভীমধন্বা ভীমানুজ ব্যতিরেকে অধুনা আর কাম্যক বনে বাস করিতে আমার অভিলাষ হয় না!

সহদেব কহিলেন, যিনি পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তে রাজসূয় মহাক্রতু উপলক্ষে যুদ্ধে মহারথ গণকে জয় করিয়া বহু ধন ও কন্যা গণকে আহরণ করিয়াছিলেন, যে অমিতদ্যুতি একাকী সমর ক্ষেত্রে মিলিত যদুকুলকে পরাজয় পূর্ব্বক বাসুদেবের সদনে সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন, হে ভারত! যিনি মহাত্মা দ্রুপদ মহীপতির রাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়া আচার্য্য দ্রোণকে গুরু দক্ষিণা দিয়াছিলেন, হে মহারাজ! সেই জিষ্ণুর কুশাসন আমার নিকেতনে শূন্য রহিয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয় ক্ষণমাত্রও শান্ত হইতেছে না! হে অরিন্দম! আমি এই বন হইতে বিবাসিত হইতে অভিলাষ করিতেছি, যে হেতু সেই বীর ব্যতীত এই বন আমাদিগের মনোরম্য হইতেছে না!

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়োৎসুক ভ্রাতৃগণের ও কৃষ্ণার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া উন্মনা হইলেন। অনন্তর তিনি হুতশিখ অনলের ন্যায় ব্রাহ্মী শ্রী দ্বারা দীপ্যমান মহাত্মা দেবর্ষি-নারদকে দেখিতে পাইলেন। ধর্ম্মরাজ মহাত্মা দেবর্ষিকে সম্মুখে সমাগত অবলোকন করত ভ্রাতৃ গণের সহিত উত্থিত হইয়া যথান্যায়ে তাঁহার পূজা করিলেন। অতি দীপ্ত-প্রভাব সেই শ্রীমান্ কুরুসত্তম ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া দেবগণ পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। যে প্রকার সূর্য্য প্রভা সুমেরুকে ও সাবিত্রী বেদ সকলকে পরিত্যাগ করেন না, সেই প্রকার যাজ্ঞসেনী পাণ্ডব পতি দিগকে ধর্ম্মানুসারে পরিত্যাগ করেন না, সুতরাং তখন তিনিও তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তিনী ছিলেন। হে অনঘ! ভগবান্ নারদ ঋষি, মহাত্মা ধর্ম্মনন্দনের সেই পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! তোমার কি প্রয়োজন? আমি তোমাকে কি প্রদান করিব, তাহা বল। অনন্তর ধর্ম্মসুত রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবমান্য নারদকে প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুব্রত মহাভাগ! আপনি সর্ব্ব লোক পূজিত, আপনি যখন আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমি আপনার প্রসাদাৎ আত্মাকে কৃতকৃত্য বলিয়া মানিতেছি। হে বিশুদ্ধাত্মন্ মুনিবর! যদি আমি ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার অনুগ্রাহ্য হইয়া থাকি, তবে আপনি আমার অন্তঃকরণস্থ সন্দেহ ছেদন করুন; যে ব্যক্তি তীর্থ-তৎপর হইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল হয়, তাহা আপনি অশেষ রূপে অভিধান করুন।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বে ধীমান্ ভীষ্ম এই সকল বিবরণ পুলস্ত্য সকাশে যে রূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা তুমি অবহিত হইয়া আমার নিকট শ্রবণ কর। পুরা কালে ধার্ম্মিকবর ভীষ্ম পিত্র্য ব্রত অবলম্বন করত মুনিগণের সহিত ভাগীরথী তীরে বাস করিয়াছিলেন। হে রাজন্! সেই মহাতেজা পরম দ্যুতি ভীষ্ম দেব, গন্ধর্ব্ব ও দেবর্ষিগণের পরিষেবিত শুভ প্রদেশে সুপবিত্র গঙ্গাদ্বারে বিধিবোধিত কর্ম্ম দ্বারা দেব, ঋষি ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করি-

তেন। একদা সেই মহাযশস্বী জপ করিতেছিলেন, তৎকালে তিনি ঋষিসত্তম পুলস্ত্যকে অদ্ভুতের ন্যায় দেখিতে পাইলেন এবং কান্তি দ্বারা দেদীপ্যমান সেই উগ্রতপস্বী ঋষিকে দেখিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন ও অতুল আনন্দ লাভ করিলেন। হে ভারত! ধার্ম্মিক-বরেণ্য ভীষ্ম মহাভাগ ঋষিকে উপনীত দেখিয়া বিধিবোধিত কৃত্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং শুচি ও সংযত-চিত্ত হইয়া মস্তকে অর্ঘ্য গ্রহণ করত সেই ব্রহ্মর্ষিসত্তমের সমীপে নিজ নাম কীর্ত্তন করত কহিলেন, হে সুব্রত! আপনকার শুভ! আমি আপনকার দাস ভীষ্ম; আমি আপনাকে দর্শন করিবা মাত্র সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! ধার্ম্মিকোত্তম ভীষ্ম এই রূপ কহিয়া বাক্য সংযম পূর্ব্বক তুষ্ণীভূত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিলেন। ঋষিসত্তম পুলস্ত্য কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে নিয়ম ও বেদাধ্যয়নে আকর্ষিত দেখিয়া প্রীত-চিত্ত হইলেন।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে সুব্রত ধর্ম্মজ্ঞ মহাভাগ! আমি তোমার বিনয়, জিতেন্দ্রিয়তা ও সত্যনিষ্ঠা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে বৎস অনঘ! তুমি পিতৃভক্তি হেতু যে এতাদৃশ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছ, তৎপ্রযুক্তই তুমি আমার দর্শন পাইলে, এবং তোমার প্রতি আমারও প্রীতি জন্মিয়াছে। হে বিশুদ্ধাত্মন্ কুরুকুল-তিলক ভীষ্ম! আমি অমোঘদর্শী, অতএব তোমার কি কার্য্য করিব, তাহা বল, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই তোমাকে প্রদান করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি সর্ব্বলোক পূজিত, আপনি যখন আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন, এবং আমি যখন প্রভুকে নয়নগোচর করিয়াছি, তখনই আমার সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। হে ধর্ম্মধারি-প্রবর! যদি আমি আপনার অনুগ্রাহ্য হইয়া থাকি, তবে আমার মনের সন্দেহ আপনাকে নিবেদন করি, আপনি তাহা ছেদন করুন। হে ভগবন্! আমার অন্তঃকরণে তীর্থ বিষয়ে যে কিছু ধর্ম্ম সংশয় আছে, আপনি তাহা পৃথক্ রূপে খণ্ডন পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; হে অমরোপম বিপ্রর্ষে! যে ব্যক্তি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল হয়, তাহা আমার নিকটে সুনিশ্চিত রূপে বর্ণন করুন।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে বৎস! ঋষিগণের পরম অবলম্বন যে তীর্থ ফল, তাহা তোমাকে বলি, তুমি একাগ্র চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। যাঁহার কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় বশীভূত, বিদ্যা অভিচারাদি কর্ম্মে নিবৃত্ত, তপস্যা দাম্ভিকতাদি রহিত ও কীর্ত্তি সৎকার্য্য জন্য হয়, তিনি তীর্থের ফল উপভোগ করেন। যিনি প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত ও যৎ কিঞ্চিৎ বিষয় ভোগেও সন্তুষ্ট এবং অহঙ্কার হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি তীর্থের ফল উপভোগ করেন। এবং যিনি নির্ম্মল-চিত্ত, সঙ্কল্প রহিত, লঘুভোজী, জিতেন্দ্রিয় ও সমস্ত পাপ কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত, তিনি তীর্থের ফল উপভোগ করেন। হে রাজেন্দ্র! যিনি ক্রোধ রহিত, সত্যশীল, ও দৃঢ়ব্রত হন এবং সর্ব্ব ভূতকে আত্মতুল্য দৃষ্টি করেন, তিনি তীর্থের ফল উপভোগ করেন। ঋষিগণ বেদ মধ্যে যথাক্রমে যে সকল যজ্ঞ কহিয়াছেন, এবং যাহার যাথার্থ্যানুসারে ঐহিক ও পারত্রিক ফল সমস্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন, হে মহীপতে! দরিদ্র ব্যক্তিরা বহুতর উপকরণান্বিত ও নানা সম্ভারবিস্তর সেই যজ্ঞ সকল অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না, কেবল নৃপতিরা কোথাও বা সমৃদ্ধ ব্যক্তিরাও অনুষ্ঠান করিতে পারেন; হে নরেশ্বর! যেহেতু তাহা অল্পার্থ, অল্প সহায়, অসহায়, ও বিহিত সাধনহীন ব্যক্তিরা অনুষ্ঠান করিতে পারে না, সেই হেতু যে বিধি ঐ পবিত্র যজ্ঞ ফলের তুল্য ফলজনক অথচ নির্ধন ব্যক্তি দিগেরও অনুষ্ঠান করণে শক্য হয়, তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। হে ভরতসত্তম! ঋষিদিগের পরম গুহ্য ও পুণ্যপ্রদ যে তীর্থ সেবন,

তাহা যজ্ঞ অপেক্ষাও বিশিষ্ট হয়। মনুষ্য তীর্থাভিগমন, ত্রিরাত্র উপোষণ এবং গো ও কাঞ্চন দান না করিলে দরিদ্র হয়! এবং তীর্থাভিগমন দ্বারা যে ফল লব্ধ হইয়া থাকে, তাহা বহুল-দক্ষিণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারাও লব্ধ হয় না।

হে মহামতে! মর্ত্ত্য লোকে দেবদেবের ত্রৈলোক্য বিখ্যাত যে পুষ্কর তীর্থ আছে, মনুষ্য তাহা সেবন করিলে দেবদেবের সমান হয়। হে কুরুনন্দন! দশ কোটি সহস্র সংখ্য যে তীর্থ আছে, এক পুষ্কর তীর্থে তিন সন্ধ্যাতেই সেই সমস্ত তীর্থের সান্নিধ্য রহিয়াছে। হে বিভো! তথায় আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সর্ব্বদা সন্নিহিত রহিয়াছেন। হে মহারাজ! দেব, দৈত্য ও ব্রহ্মর্ষি গণ সে স্থলে তপস্যা করত মহাপুণ্য লাভ করিয়া দিব্য যোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে মনস্বী ব্যক্তি মনে মনেও পুষ্কর তীর্থের অভিলাষ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ অনুতাপিত হইতে থাকে এবং তিনি স্বর্গ লোকে পূজিত হন। হে মহারাজ! ভগবান্ কমলাসন পিতামহ পরম প্রীত হইয়া এই তীর্থে নিয়তই বাস করিয়াছেন। হে মহাভাগ! পুরা কালে দেব ও ঋষিগণ পুষ্কর তীর্থে মহা পুণ্যান্বিত হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যিনি দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনে রত হইয়া উক্ত তীর্থে অভিষিক্ত হন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং ব্রহ্ম লোকে পূজিত হন। যিনি পুষ্করারণ্য আশ্রয় করিয়া একটি ব্রাহ্মণকেও ভোজন করান্, হে ভীষ্ম! তিনি সেই কর্ম্মের প্রভাবেই ইহ ও পরলোকে আনন্দ ভোগ করেন। প্রাজ্ঞ মনুষ্য ফল, মূল ও শাক অথবা যে কোন দ্রব্য ভোজন দ্বারা স্বয়ং জীবন ধারণ করেন, শ্রদ্ধান্বিত ও অসূয়া রহিত হইয়া তাহাই ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবেন, তাহাতেই তিনি অশ্বমেধ ফল প্রাপ্ত হইবেন। হে রাজসত্তম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বা শূদ্র, ইহাঁদিগের মধ্যে যে মহাত্মারা পুষ্কর তীর্থে স্নান করেন, তাঁহারা আর মাতৃ জঠরে জন্মগ্রহণ করেন না। বিশেষত যে মনুষ্য কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে পুষ্কর তীর্থে গমন করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মার আলয়ে অক্ষয় লোক সকল লাভ করে। হে ভারত! যে ব্যক্তি সায়ং ও প্রাতঃকালে কৃতাঞ্জলি হইয়া পুষ্কর তীর্থ স্মরণ করে, তাহার সর্ব্ব তীর্থে স্নান করা হয়। স্ত্রী বা পুরুষ যদি জন্মাবধি কোন পাপ করে, তাহা হইলে পুষ্করে স্নান মাত্র করিলেই তাহার সেই সমুদায় পাপই প্রণষ্ট হইয়া যায়। হে রাজন্! যে প্রকার মধুসূদন সমস্ত দেবের আদি, সেই প্রকার পুষ্কর তীর্থ সমস্ত তীর্থের আদি বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি সংযত ও শুচি হইয়া দ্বাদশ বর্ষ কাল পুষ্কর তীর্থে বাস করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্ম লোকে গমন করে। যে ব্যক্তি পূর্ণ শত বৎসর কাল অগ্নিহোত্র উপাসনা করে, আর যে ব্যক্তি এক মাত্র কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে পুষ্কর তীর্থে বাস করে, তাহাদিগের উভয়েরই সমান ফল লাভ হয়। শুভ্র বর্ণ তিন শৃঙ্গ ও তিন প্রস্রবণ, আদি কালাবধি যে কি জন্য পুষ্কর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহার কারণ আমরা জ্ঞাত নহি। পুষ্করে গমন করা দুষ্কর, পুষ্করে তপস্যাচরণ করা দুষ্কর; পুষ্করে দান করা দুষ্কর, এবং পুষ্করে বাস করাও সুদুষ্কর।

তীর্থসেবী ব্যক্তি নিয়ত ও নিয়তাহার হইয়া পুষ্করে দ্বাদশ রাত্রি বাস পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া পরে জম্বুমার্গ তীর্থে প্রবেশ করিবে। দেব, ঋষি ও পিতৃ গণ সেবিত জম্বুমার্গে গমন করিয়া মনুষ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও সমস্ত কাম্য ফল লাভ করে এবং তথায় পঞ্চ রজনী অধিবসতি করিলে পূতাত্মা হয় ও উত্তম সিদ্ধি লাভ করে, দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। জম্বুমার্গ হইতে উপাবৃত্ত হইয়া তণ্ডুলিকাশ্রমে গমন করিবে, তথায় গমন করিলে দুর্গতি খণ্ডন ও ব্রহ্ম লোক লাভ হয়। হে রাজন্! যে ব্যক্তি অগস্ত্য সরোবরে গমন পূর্ব্বক দেব ও পিতৃ গণের অর্চ্চনা করত ত্রিরাত্র

উপবাস করে, সেই ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পায় এবং তথায় শাক বা ফল দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকিলে, কৌমার পদ প্রাপ্ত হয়। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর লোক পূজিত শ্রীযুক্ত কণ্বাশ্রমে গমন করিবে। ঐ ধর্ম্মারণ্য পবিত্র আশ্রম আদি কালাবধি প্রসিদ্ধ, ঐ স্থানে প্রবেশ মাত্র করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সংযত ও নিয়তাহার হইয়া তথায় দেব ও পিতৃ লোকের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্ব কাম সমৃদ্ধ যজ্ঞের ফল ভোগী হয়। অনন্তর তাহা প্রদক্ষিণ করিয়া যযাতিপতনে গমন করিবে, তথায় গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ইন্দ্রিয় সংযম ও আহার সংযম করত মহাকালে যাত্রা করিবে, তথায় কোটিতীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি তথা হইতে উমাপতির ভদ্রবট নামক, ত্রিলোক বিখ্যাত পুণ্য স্থানে গমন করিবে, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সেই স্থলে মহাদেব ঈশানকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রসাদে সহস্র গোদানের ফল এবং নিঃসপত্ন, শ্রীযুক্ত ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন গাণপত্য পদ লাভ করেন। পরন্তু ত্রিলোক-বিশ্রুত নর্ম্মদা নদীতে গমন করিয়া দেব ও পিতৃ লোকের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া দক্ষিণ সিন্ধুতে গমন করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয় ও বিমানে আরোহণ করিতে পারে এবং সংযত ও সংযতাশী হইয়া চর্ম্মণ্বতী নদীতে গমন করিলে রন্তিদেবের অনুজ্ঞানুসারে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! অনন্তর, হিমবৎসুত অর্ব্বুদ তীর্থে গমন করিবে, যেখানে পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিদ্র ছিল এবং বশিষ্ঠের ত্রিলোক বিদিত আশ্রম ছিল, সেই স্থানে এক রজনী বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। হে নরাধিপ! ব্রহ্মচারী হইয়া পিঙ্গা তীর্থে অবগাহন করিলে শত কপিলা দানের ফল ভোগ করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে প্রভাস নামক উৎকৃষ্ট তীর্থে গমন করিবে, সে স্থানে দেবতাগণের মুখ স্বরূপ অনিল-সারথি হুতাশন অগ্নি স্বয়ং সতত সন্নিহিত আছেন; মনুষ্য শুচি ও সংযত-চিত্ত হইয়া উক্ত তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। হে ভরতর্ষভ! পরে সরস্বতী ও সাগরের সঙ্গম স্থলে গমন করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করিয়া স্বর্গ লোকে পূজিত হয় এবং সর্ব্বদা প্রভা দ্বারা অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান হইয়া থাকে। তীর্থসেবী ব্যক্তি সংযত-চিত্ত হইয়া সলিল রাজের তীর্থে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস পূর্ব্বক দেব ও পিতৃ লোকের তর্পণ করিলে শশি-তুল্য প্রভাশালী ও বাজিমেধের ফল-ভোগী হয়। হে ভরতসত্তম! তথা হইতে বরদান তীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে দুর্ব্বাসা বিষ্ণুর প্রতি বর প্রদান করিয়াছিলেন; ঐ বরদানে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। অনন্তর দ্বারবতী গমন পূর্ব্বক সংযত-চিত্ত ও সংযতাশন হইয়া পিণ্ডারকে স্নান করিলে বহু সুবর্ণ দান জন্য ফল লাভ হয়। হে মহাভাগ কুরুনন্দন! উক্ত পিণ্ডারক তীর্থে এক আশ্চর্য্য এই যে, তথায় অদ্যাপি পদ্ম চিহ্নে অঙ্কিত মুদ্রা সমূহ ও ত্রিশূলাঙ্কিত পদ্ম সমূহ দৃষ্ট হয়; হে পুরুষর্ষভ! ঐ তীর্থে মহাদেবের সান্নিধ্য আছে। হে ভারত! প্রযত-চিত্ত হইয়া সাগর ও সিন্ধুর সঙ্গমে গমন পূর্ব্বক সলিলরাজ বরুণ দেবের তীর্থে স্নান করত দেব, ঋষি ও পিতৃ গণের তর্পণ করিলে স্বীয় তেজে দীপ্যমান হইয়া বরুণ লোক প্রাপ্ত হয় এবং শঙ্কুকর্ণেশ্বর দেবকে অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধের দশ গুণ ফল লাভ হয়, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। হে কুরুবরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ঐ সলিলরাজের তীর্থকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ত্রৈলোক্য বিখ্যাত সর্ব্ব পাপ প্রমোচন দ্রিমী নামক তীর্থে গমন করিবে, যে স্থলে ব্রহ্মাদি দেবগণ মহেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন; তথায় স্নান পূর্ব্বক দেবগণ-পূজিত মহাদেবের পূজা করিলে আজন্মার্জ্জিত সমুদায় পাপ

প্রনষ্ট হয়। হে নরশ্রেষ্ঠ! ঐ স্থানে সমস্ত দেবতা ত্রিদেবীকে সর্ব্বতোভাবে স্তব করিয়াছিলেন; ঐ স্থলে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লব্ধ হইয়া থাকে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু পূর্ব্ব কালে দৈত্য দানব বিনাশ করত ঐ স্থলে গমন করিয়া শুচিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! অনন্তর, সর্ব্ব জন বন্দিত বসুধারা তীর্থে গমন করিবে, তথায় গমন মাত্রই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে কুরুবরোত্তম! সংযতাত্মা ও সমাহিত হইয়া তথায় স্নান করত দেব ও পিতৃ লোকের তর্পণ করিলে বিষ্ণু লোকে পূজিত হয়। হে ভরতর্ষভ! ঐ তীর্থে বসু গণের এক পবিত্র সরোবর আছে, মনুষ্য তাহাতে অবগাহন ও তাহার জল পান করিলে বসুগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হয়। হে নরেন্দ্র! সিন্ধূত্তম নামে প্রসিদ্ধ, সর্ব্ব পাপ বিনাশক এক তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে বহুতর সুবর্ণ দানের ফল হয়। শুচি ও সদাচার হইয়া ভদ্রতুঙ্গে গমন করিলে ব্রহ্মলোক ও পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। হে নরশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রের কুমারিকাদিগের যে, সিদ্ধগণ সেবিত তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে ইন্দ্র লোক লাভ হয়। ব্রাহ্মণ তত্র স্থিত সিদ্ধ গণ সেবিত রেণুকা তীর্থে স্নান করিলে চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হয়। অনন্তর সংযত ও সংযতাহার হইয়া পঞ্চনদ তীর্থে গমন করিলে, শাস্ত্রে যে পঞ্চ যজ্ঞ ক্রমশ উক্ত হইয়াছে, তৎ-ফল লাভ হয়।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মনুষ্য, ভীমার উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিবে, হে ভরতেন্দ্র! তত্রস্থ যোনি তীর্থে স্নান করিলে রত্নকুণ্ডল-ধারী দেবী-পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং শত সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হয়। ত্রৈলোক্য বিখ্যাত শ্রীকুণ্ডে গমন করিয়া ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলে সহস্র গোদানের ফল লব্ধ হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর উৎকৃষ্ট বিমল তীর্থে গমন করিবে,যেখানে অদ্যাপি সৌবর্ণ ও রাজত মৎস্য সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে; মনুষ্য তথায় স্নান করিলে শীঘ্র ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্ব পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করত পরম গতি লাভ করে। হে ভারত! মনুষ্য বিতস্তায় গমন করিয়া পিতৃ ও দেব গণের তর্পণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। বিতস্তা নামে খ্যাত সর্ব্ব পাপ প্রমোচন ঐ তীর্থ কাশ্মীর দেশে অবস্থিত; উহা তক্ষক নাগের আলয়; উহাতে স্নান করিলে মনুষ্যের নিশ্চয়ই বাজপেয় যজ্ঞের পুণ্য লাভ ও সর্ব্ব পাপের শান্তি হইয়া পরম গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে রাজন্! তদনন্তর ত্রিলোক বিখ্যাত বড়বা তীর্থে গমন করিবে এবং সায়ং সন্ধ্যা কালে তথায় যথাবিধি স্নান করিয়া হুতাশনকে শক্ত্যনুসারে চরু নিবেদন করিবে। পণ্ডিত গণ বলেন যে, ঐ স্থানে পিতৃ লোকের উদ্দেশে দান করিলে তাহা অক্ষয় হয়। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, গুহ্যকগণ, কিন্নরগণ, যক্ষগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, নরগণ, রাক্ষসগণ, দৈত্যগণ, রুদ্রগণ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণুর প্রসন্নতার্থ সংযত হইয়া সহস্র বর্ষ-ব্যাপিনী পরম দীক্ষা অবলম্বন পূর্ব্বক চরু শ্রপণ করত প্রত্যেক আহুতিতে সপ্ত সপ্ত ঋক্ পাঠ করিয়া বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। হে মহীপতে! ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অষ্ট বিধ ঐশ্বর্য্য ও তাঁহাদিগের অভিলষিত অন্যান্য কাম্য বিষয় প্রদান করত, মেঘ মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায়, অন্তর্হিত হইলেন; হে ভারত! এই নিমিত্তই ঐ তীর্থ সপ্তচরু নামে খ্যাত হয়। ঐ স্থানে হুতাশন উদ্দেশে চরু প্রদান করিলে, তাহা শত সহস্র গোদান, এক শত রাজসূয় এবং সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয়।

হে রাজেন্দ্র! বড়বা হইতে নিবৃত্ত হইয়া রৌদ্রপদে গমন করিবে, তথায় মহাদেবকে দর্শন করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। হে রাজন্! অনন্তর মণিমান্ তীর্থে গমন পূর্ব্বক তথায় ব্রহ্মচারী ও সমাহিত-চিত্ত হইয়া এক রাত্রি বাস করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। তৎপরে

লোক বিখ্যাত দেবিকা তীর্থে গমন করিবে, শ্রুত আছে যে, তথায় ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হইয়াছে; ঐ তীর্থে ত্রিশূলপাণি মহাদেবের অধিষ্ঠানও লোক মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। হে ভরতর্ষভ! যে ব্যক্তি উক্ত দেবিকা তীর্থে স্নান করত মহাদেবকে অর্চ্চনা করিয়া শক্ত্যনুসারে চরু নিবেদন করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্ব কাম সমৃদ্ধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তথায় রুদ্র দেবের দেব-নিষেবিত কামাখ্য নামে তীর্থ আছে, মনুষ্য তাহাতে স্নান করিলে শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং তত্র স্থিত যজন, যাজন, ব্রহ্ম-বালুক ও পুষ্পাম্ভে উপস্পর্শন করিলে, পর কালে শোক রহিত হয়। পণ্ডিতেরা দেবগণ সেবিত ঐ পুণ্যপ্রদ দেবিকা তীর্থকে অর্দ্ধ যোজন বিস্তৃত ও পঞ্চ যোজন আয়ত বলিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর যথাক্রমে দীর্ঘসত্রে গমন করিবে, যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ নিয়ত-ব্রত ও দীক্ষিত হইয়া দীর্ঘসত্র উপাসনা করেন; হে অরিন্দম! মনুষ্যের দীর্ঘসত্রে গমন মাত্র রাজসূয় ও অশ্বমেধ অপেক্ষাও অধিক ফল লাভ হয়। তদনন্তর সংযত ও সংযতাহার হইয়া বিনশনে গমন করিবে, যেখানে সরস্বতী অন্তর্হিতা হইয়া মেরুপৃষ্ঠে গমন করেন এবং চমসে, শিবোদ্ভেদে ও নাগোদ্ভেদে প্রত্যক্ষ হন; চমসোদ্ভেদে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল, শিবোদ্ভেদে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল এবং নাগোদ্ভেদে স্নান করিলে নাগ লোক প্রাপ্তি হয়। হে রাজেন্দ্র! যে স্থানে সারস পক্ষি-গণ শশ রূপে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল, এবং তাহারা প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে সরস্বতীতে স্নান করিয়া থাকে; মনুষ্য সেই দুর্লভ শশযান তীর্থে গমন পূর্ব্বক তথায় স্নান করিলে সর্ব্বদা শশিতুল্য দ্যুতিমান্ হয় এবং সহস্র গোদানের ফল লাভ করে। হে কুরুনন্দন! মনুষ্য সংযত হইয়া কুমারকোটীতে গমন পূর্ব্বক তথায় স্নান করত পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে অযুত গোদানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং কুল উদ্ধার করে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর সমাহিত হইয়া রুদ্রকোটীতে গমন করিবে, যেখানে পূর্ব্ব কালে কোটিসংখ্য মুনি সমাগত হইয়াছিলেন; তাঁহারা প্রত্যেকে মহা হর্ষাবিষ্ট হইয়া রুদ্র দেবকে দর্শন করিবার নিমিত্তে "আমি অগ্রে বৃষভধ্বজকে দর্শন করিব, আমি অগ্রে বৃষভধ্বজকে দর্শন করিব," এই রূপ বলিয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। হে ভূপতে! তৎপরে যোগীশ্বর রুদ্র দেব সেই বিশুদ্ধাত্মা ঋষিগণের মন্যু নিবারণার্থ যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার কোটি মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমক্ষে যুগপৎ অবস্থিত হইলেন; তাহাতে মুনিরা প্রত্যেকে "আমি অগ্রে মহাদেবকে দর্শন করিলাম," ইহা মনে করিলেন। হে রাজন্! মহাদেব সেই বিশুদ্ধাত্মা ঋষিগণের পরম ভক্তি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করত কহিলেন, অদ্যাবধি তোমাদিগের ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে। হে নরেন্দ্র! মনুষ্য শুচি হইয়া ঐ রুদ্রকোটী তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র! তৎপরে লোকবিশ্রুত মহাপুণ্যপ্রদ সরস্বতী সঙ্গমে গমন করিবে, যে স্থানে চৈত্র মাসীয় শুক্ল চতুর্দ্দশীতে ব্রহ্মাদি দেব গণ ও তপোধন ঋষি গণ কেশবকে দর্শন ও উপাসনা করেন; হে নরনাথ! মনুষ্য তথায় স্নান করিলে বহু সুবর্ণ দানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্ব পাপ হইতে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। হে নরাধিপ! যে স্থানে ঋষিগণের বহু সত্র সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই সত্রাবসানে গমন করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮২॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর সর্ব্ব লোক বন্দিত কুরুক্ষেত্রে গমন করিবে, সকল প্রাণীই উক্ত তীর্থ দর্শন মাত্রে পাপ সমূহ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি, "কুরুক্ষেত্রে গমন করিব, কুরুক্ষেত্রে

বাস করিব,” এই রূপ সতত কীর্ত্তন করে, সে ব্যক্তিও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। কুরুক্ষেত্রের পাংশু সকলও বায়ু-কর্ত্তৃক উদ্ধূত হইয়া দুষ্কর্ম্মশীল ব্যক্তিকে পরম গতি লাভ করিয়া দেয়। যাহারা সরস্বতী নদীর দক্ষিণ ও দৃষদ্বতী নদীর উত্তর স্থিত কুরুক্ষেত্রে বাস করে, তাহারা স্বর্গে বাস করে। হে বীর যুধিষ্ঠির! সেই কুরুক্ষেত্রে মহা-পুণ্যজনক ব্রহ্মক্ষেত্র সরস্বতী তীরে এক মাস কাল বাস করিবে, যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেব, ঋষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ ও পন্নগ গণ অভিগমন করিয়া থাকেন। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি কুরুক্ষেত্র গমনে মনে মনেও অভিলাষ করে, তাহার পাপ সকল বিনষ্ট ও ব্রহ্মলোক লাভ হয়। হে কুরুকুল-তিলক! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করে, সে তৎক্ষণাৎ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর মঙ্কনক নামে দ্বারপাল মহাবল যক্ষকে অভিবাদন করিলে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর পরমোত্তম বিষ্ণু স্থানে গমন করিবে, যে স্থানে হরি সতত সন্নিহিত রহিয়াছেন; তথায় স্নান করিয়া ত্রিভুবন-কারণ হরিকে নমস্কার করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও বিষ্ণু লোক লাভ হয়। হে ভারত! তৎপরে ত্রৈলোক্য বিদিত পারিপ্লব তীর্থে গমন করিবে; তথায় গমন করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র অপেক্ষাও অধিক ফল লাভ হয় এবং পৃথিবী তীর্থে গমন করিলে সহস্র গোদানের ফল জন্মে। হে নরাধিপ! অনন্তর তীর্থসেবী ব্যক্তি শালূকিনীতে গমন করিয়া দশাশ্বমেধে স্নান করিলে দশ অশ্বমেধের ফল লাভ করিতে পারে। নাগ গণের উত্তম তীর্থ সর্পদেবীতে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল ও নাগ লোক প্রাপ্তি হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তৎপরে তরন্তুক দ্বারপালে গমন করিবে, তথায় এক রাত্রি বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লব্ধ হয়। তদনন্তর সংযত ও সংযতাহার হইয়া পঞ্চনদে গমন পূর্ব্বক তত্রস্থ কোটিতীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল লব্ধ হইয়া থাকে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তীর্থে গমন করিলে রূপবান্ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তৎপরে বারাহ নামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে, যেখানে বিষ্ণু পূর্ব্বে বরাহ রূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত ছিলেন; হে নরশ্রেষ্ঠ! ঐ বারাহ তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর জয়ন্তীতে সোম তীর্থে প্রবেশ করিবে, মনুষ্য তথায় স্নান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।

হে নরাধিপ! তীর্থসেবী মনুষ্য একহংসে স্নান করিয়া সহস্র গোদানের ফল লাভ করে এবং কৃতশৌচে গমন করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত ও কৃতশৌচ হয়। অনন্তর মহাত্মা মহাদেবের স্থান মুঞ্জবটে এক দিন উপবাস করিলে গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! উক্ত তীর্থে স্নান করিয়া তত্রস্থ লোক বিশ্রুত যক্ষিণীকে দর্শন করিলে সমুদায় কামনা সিদ্ধি হয়। হে ভরতর্ষভ! ঐ স্থান কুরুক্ষেত্রের দ্বার বলিয়া প্রসিদ্ধ; উহা সুমহাত্মা জামদগ্ন্য রাম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও পুষ্কর তুল্য; তীর্থসেবী ব্যক্তি সমাহিত হইয়া উক্ত স্থান প্রদক্ষিণ করত তথায় স্নান পূর্ব্বক পিতৃ ও দেব গণের অর্চ্চনা করিলে কৃত কৃত্য ও অশ্বমেধ ফল প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তৎপরে সমাহিত-চিত্ত হইয়া রামহ্রদে গমন করিবে, প্রসিদ্ধ আছে যে, দীপ্ততেজস্বী বীর রাম বল পূর্ব্বক ক্ষত্রকুল উৎসন্ন করিয়া তাহাদিগের রুধির দ্বারা পঞ্চসংখ্য হ্রদ পূর্ণ করত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং ঐ হ্রদে পিতৃ পিতামহ গণের তর্পণ করেন। হে নরাধিপ! তাহাতে তাঁহার পিতৃগণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে রাম! হে রাম! হে মহাভাগ! হে ভৃগুকুল-তিলক! হে প্রভো! হে মহাদ্যুতে! আমরা তোমার এই পিতৃভক্তি ও বিক্রম দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমার কল্যাণ হউক, তুমি কি ইচ্ছা করিতেছ, বর প্রার্থনা কর। হে রাজেন্দ্র! পিতৃগণ গগণে থাকিয়া প্রহারক-

পূর্ব্বজ রামকে এই রূপ কহিলে, তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতৃগণকে কহিলেন, আপনারা যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমি যদি আপনাদিগের অনুগ্রাহ্য হই, তবে আমি পিতৃ গণের প্রসন্নতা ইচ্ছা করি ও পুনর্ব্বার যেন আমার তপস্যায় প্রীতি জন্মে এবং আমি রোষাভিভূত হইয়া যে, ক্ষত্রকুল উৎসাদিত করিয়াছি, আপনাদিগের প্রভাবে যেন সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি; আর আমার এই হ্রদ সকল যেন পৃথিবীতে তীর্থ স্বরূপ হইয়া বিখ্যাত হয়। তখন পিতৃগণ রামের এই শুভাশয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরম প্রীত হইয়া হর্ষ সহকারে কহিলেন, বৎস! তোমার পিতৃ ভক্তি হেতু তোমার তপস্যা পুনর্ব্বার বিশেষ রূপে বৃদ্ধি হউক এবং তুমি ক্রোধান্ধ হইয়া যে, ক্ষত্রকুল উৎসাদিত করিয়াছ, তৎ পাপ হইতে মুক্তই আছ, যে হেতু ক্ষত্রিয়গণ স্বীয় দুষ্কৃত কর্ম্ম দ্বারাই নিহত হইয়াছে; আর তোমার হ্রদ সকল তীর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি এই সকল হ্রদে স্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিবে, পিতৃ গণ তাহার প্রতি প্রীত হইয়া তাহাকে মর্ত্য লোকের দুর্ল্লভ অভিলষিত মনোরথ ও অক্ষয় স্বর্গ প্রদান করিবেন। পিতৃগণ রামকে এই সকল বর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ তাঁহাকে প্রীতি পূর্ব্বক সম্ভাষণ করত তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা ভার্গবের রাম হ্রদ সকল এই রূপে পুণ্য জনক হইয়াছে। মনুষ্য শুভব্রত ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া রাম হ্রদে স্নান করত রামের অর্চ্চনা করিলে বহু সুবর্ণ দানের ফল লাভ করিতে পারে।

[illegible] তীর্থসেবী ব্যক্তি বংশমূলক [illegible] পূর্ব্বক তথায় স্নান করিলে স্বীয় বংশ উদ্ধার [illegible]। হে ভরতসত্তম! কায়শোধন তীর্থে গমন করিয়া তথায় স্নান করিলে শরীর [illegible] [illegible] শুদ্ধদেহ হইয়া নিঃসন্দেহ উৎকৃষ্ট [illegible] লোকে গতি প্রাপ্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! অনন্তর বিষ্ণু বর বিক্রান্ত লোকোদ্ধার তীর্থে গমন করিবে, যেখানে পূর্ব্ব কালে প্রভাবশালী বিষ্ণু লোক সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হে রাজন্! সেই ত্রৈলোক্য পূজিত তীর্থ প্রধান লোকোদ্ধারে গমন পূর্ব্বক স্নান করিলে স্বকীয় লোক উদ্ধার হয়। এবং শ্রীতীর্থে গমন পূর্ব্বক সংযত-চিত্ত হইয়া তথায় স্নান করত পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে উৎকৃষ্ট শ্রী লাভ হয়। মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া কপিলা তীর্থে গমন করত তথায় স্নান এবং নিজ পিতৃলোক ও দৈবতগণকে অর্চ্চনা করিয়া সহস্র কপিলা দানের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সূর্য্যতীর্থে গমন পূর্ব্বক নিয়ত-চিত্ত ও উপবাস পরায়ণ হইয়া স্নান করত পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা করে, সে অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ ও সূর্য্য লোকে গমন করে।

তীর্থসেবী ব্যক্তি গোভবনে যথাক্রমে গমন করিয়া তথায় স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হয়। হে কুরুবর! তীর্থসেবী মনুষ্য শঙ্খিনী তীর্থে গমন করিয়া দেবীর তীর্থে স্নান করত উৎকৃষ্ট রূপ লাভ করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর তরন্তুক দ্বারপালে গমন করিবে, সেই তীর্থ সরস্বতীর সন্নিহিত ও মহাত্মা যক্ষেন্দ্রের অধিকৃত; হে রাজন্! মনুষ্য তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ নরাধিপ! তৎপরে ব্রহ্মাবর্ত্তে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় [illegible] করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অত্যুত্তম সুতীর্থকে যাত্রা করিবে, ঐ তীর্থে দেবগণের সহিত পিতৃগণ নিত্য সন্নিহিত থাকেন; হে ধর্ম্মজ্ঞ! তথায় পিতৃ ও দেবগণের আরাধনায় রত ও স্নাত হইলে [illegible] যজ্ঞের ফল ও পিতৃলোক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। হে [illegible] [illegible] তীর্থে স্নান করিলে সমস্ত [illegible] [illegible] পূজিত হইয়া

থাকে। হে ভারত! ঐ স্থানেই মাতৃ তীর্থ আছে, যাহাতে স্নান করিলে মনুষ্যের বংশ বৃদ্ধি ও বিপুল সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। তদনন্তর সংযতাহার ও সংযত-চিত্ত হইয়া শীতবন তীর্থে গমন করিবে, হে মহারাজ! সে স্থানে অন্যত্র দুর্লভ এক মহৎ ফল এই দৃষ্ট হয় যে, তথায় গমন মাত্রই মনুষ্য পবিত্রতা লাভ করে। সেই তীর্থে কেশ সকল অভ্যুক্ষণ করিলে পবিত্র হয়। মহারাজ! উক্ত স্থানে শ্বাবিল্লোমাপহ নামে প্রসিদ্ধ যে এক তীর্থ আছে, তীর্থতৎপর পণ্ডিত বিপ্রগণ সেই শ্বাবিল্লোমাপনয়ন তীর্থে স্নান করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হন এবং আপন লোম সকল দূরীকরণ করত প্রাণায়াম দ্বারা পূতাত্মা হইয়া পরম গতি লাভ করেন। হে মহীপতে! সেই তীর্থে দশাশ্বমেধিক তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে পরম গতি প্রাপ্তি হয়। হে রাজেন্দ্র! তীর্থসেবী ব্যক্তি তদনন্তর লোকবিখ্যাত মানুষ তীর্থে গমন করিবে, যে স্থলে পূর্ব্বে কৃষ্ণসার মৃগ সকল ব্যাধ কর্ত্তৃক শরদ্বারা পীড়িত হইয়া সেই সরোবরে অবগাহন করত মানুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল; মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সমস্ত পাপ হইতে বিশুদ্ধ-চিত্ত ও স্বর্গ লোকে পূজিত হয়। হে মহীপতে! মানুষ তীর্থের পূর্ব্ব দিকে ক্রোশ মাত্র দূরে আপগা নামে বিখ্যাতা সিদ্ধগণ-সেবিতা এক নদী আছে, যে মনুষ্য তথায় দেব ও পিতৃগণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে শ্যামাক ভোজন প্রদান করে, তাহার মহৎ ধর্ম্ম ফল হয়; এবং এক বিপ্রকে ভোজন করাইলে কোটি বিপ্র ভোজনের ফল জন্মে। ঐ নদীতে স্নান করত দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা এবং তথায় এক রজনী বাস করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে ভারত রাজেন্দ্র! তৎপরে পৃথিবীতে ব্রহ্মোডুম্বর নামে প্রকাশিত, ব্রহ্মার উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিবে। হে নরেন্দ্র! শুচি ও সংযত-চিত্ত হইয়া তত্রস্থিত সপ্তর্ষিকুণ্ডে ও মহাত্মা কপিলের কেদারে স্নান এবং ব্রহ্মাকে দর্শন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্তি ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কপিষ্ঠল ঋষির লোক দুর্লভ কেদারে গমন করিয়া তথায় তপস্যা দ্বারা দগ্ধপাপ হইয়া অন্তর্দ্ধান লাভ করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র! তাহার পর, লোক বিশ্রুত সরক তীর্থে গমন করিবে, তথায় কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাদেবকে দর্শন করিলে সমস্ত কামনা সিদ্ধি ও স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। হে কুরুনন্দন! ঐ সরক তীর্থে এবং রুদ্রকোটি, কূপ ও হ্রদ সমূহে তিন কোটি তীর্থের অধিষ্ঠান আছে। হে ভরতসত্তম! সেই স্থানেই ইলাস্পদ নামে এক তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করত দেবগণ ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিলে দুর্গতি নিবৃত্তি ও বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। হে মহীপতে! কিন্দান ও কিংজপ্য নামক তীর্থদ্বয়ে স্নান করিলে অপরিমিত দান ও জপের ফল লাভ হয়। যে মানব শ্রদ্ধান্বিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কলশী তীর্থের জলে উপস্পর্শন করে; সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! সরক তীর্থের পূর্ব্বে মহাত্মা নারদের অনাজন্ম নামে প্রসিদ্ধ শুভ তীর্থ আছে, যে মনুষ্য সেই তীর্থে স্নান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি নারদের অনুজ্ঞানুসারে অত্যুৎকৃষ্ট লোক সকল প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! তীর্থসেবী মনুষ্য শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে পুণ্ডরীক তীর্থে গমন পূর্ব্বক তথায় স্নান করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ত্রিলোক বিখ্যাত ত্রিপিষ্টপ তীর্থে যাইবে, তথায় পাপপ্রণাশিনী ও পুণ্যজনিকা বৈতরণী নদী আছে, তাহাতে স্নান করিয়া শূলপাণি মহাদেবকে অর্চ্চনা করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর উৎকৃষ্ট ফলকী বনে গমন করিবে, ঐ স্থানে দেবগণ নিরন্তর ফলকী বনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বহু সহস্র বৎসর বিপুল

তপস্যাচরণ করেন। হে ভারত! যে নর দৃষদ্বতীতে স্নান করত দেবতাদিগের তর্পণ করে, সে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞাপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। হে ভরতসত্তম রাজেন্দ্র! মনুষ্য সর্ব্ব দেবের তীর্থে স্নান করিয়া সহস্র গো দানের ফল লাভ করে। হে ভারত! পাণিখাতে স্নান ও দেবতাদিগের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞ হইতেও অধিক এবং রাজসূয় যজ্ঞের ফল ও ঋষিলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! তাহার পর, লোক-বিশ্রুত মিশ্রক তীর্থে গমন করিবে, আমরা শুনিয়াছি, মহাত্মা ব্যাস দ্বিজগণের নিমিত্তে ঐ স্থানে বহু তীর্থ মিশ্রিত করিয়াছেন। হে নৃপশার্দ্দূল! যে নর ঐ মিশ্রক তীর্থে স্নান করে, তাহার সর্ব্ব তীর্থে স্নান করা হয়। তদনন্তর সংযত চিত্ত ও সংযতাহার হইয়া ব্যাসবনে গমন করিবে, সে স্থানে মনোজবে স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হয়। যে মানব শুচি হইয়া মধুবটীতে দেবীর তীর্থে গমন করত তথায় স্নান পূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃ লোকের অর্চ্চনা করে, সেই পুরুষ দেবীর অনুজ্ঞানুসারে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হয়। হে ভারত! যে মনুষ্য সংযতাহার হইয়া কৌশিকী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গমে স্নান করে, সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। অনন্তর, ব্যাসস্থলী নামে যে তীর্থ আছে, যে স্থানে ধীমান্ ব্যাস পুত্র শোকে অভিতপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তৎকালে দেবগণ তাঁহাকে উত্থাপন করেন; সেই ব্যাসস্থলীতে গমন করিলে সহস্র গো দানের ফল লাভ হয়। হে কুরূদ্বহ! যে ব্যক্তি কিন্দত্ত কূপে গমন পূর্ব্বক তথায় এক প্রস্থ তিল প্রদান করে, সেই ব্যক্তি ঋণত্রয় হইতে মুক্ত ও পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য বেদী তীর্থে স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। অহঃ এবং সুদিন নামে লোক বিখ্যাত যে তীর্থদ্বয় আছে, তাহাতে স্নান করিলে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়। হে নৃপসত্তম! তীর্থসেবী ব্যক্তি তৎপরে ত্রিলোক বিশ্রুত মৃগধূম তীর্থে গমন করিবে, তথায় গঙ্গা-স্নান ও মহাদেবকে পূজা করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য দেবীর তীর্থে স্নান করিয়া সহস্র গো দানের ফল লাভ করিতে পারে। তাহার পর ত্রিলোক বিখ্যাত বামনক তীর্থে গমন করিবে, তথায় বিষ্ণুপদে স্নান ও বামন দেবের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া বিষ্ণু লোকে গমন করে। মনুষ্য কুলম্পুন তীর্থে স্নান করিয়া নিজ কুল পবিত্র করিয়া থাকে। হে নরশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর মরুদ্গণের উৎকৃষ্ট তীর্থ পবন হ্রদে গমন পূর্ব্বক তাহাতে স্নান করিলে বায়ুলোকে পূজিত হয় এবং অমরগণের হ্রদে স্নান করিয়া অমরাধিপতি ইন্দ্রকে পূজা করিলে অমরদিগের প্রভাবে স্বর্গলোকে সম্মান প্রাপ্ত হয় ও প্রধান বিমানে আরোহণপূর্ব্বক অমরগণের সহিত গমন করে। হে রাজশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি শালিহোত্রের শালিসূর্য্য নামক তীর্থে যথা-বিধি স্নান করে, তাহার সহস্র গোদানের ফল লব্ধ হয়। হে ভরতসত্তম! সরস্বতী তটে শ্রীকুঞ্জ তীর্থ আছে, মনুষ্য তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। হে কুরুকুলনন্দন! তদনন্তর নৈমিষকুঞ্জে গমন করিবে, হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্ব কালে নৈমিষ কানন বাসী তপস্বী ঋষিগণ তীর্থ যাত্রা পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে গমন করিতেন, তথায় যে রূপে ঋষিদিগের তুষ্টিকর অবকাশ স্থান হইতে পারে, এরূপ এক মহাকুঞ্জ সরস্বতী তীরে নির্ম্মিত হইয়াছিল; মনুষ্য সেই কুঞ্জে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম-ফল প্রাপ্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তাহার পর, কন্যা তীর্থে গমন করিবে, যে নর উক্ত তীর্থে স্নান করে, সে সহস্র গো দানের ফল লাভ করে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর ব্রহ্মার উৎকৃষ্ট তীর্থে যাইবে, ঐ তীর্থে নিকৃষ্ট জাতি মনুষ্য স্নান করিলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মণ স্নান করিলে বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। হে নরশ্রেষ্ঠ!

অনন্তর অতি উৎকৃষ্ট সোম তীর্থে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় স্নান করিলে সোম লোকে গমন করে। হে নরাধিপ! তৎপরে সপ্তসারস্বত তীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে লোক বিখ্যাত মঙ্কণক ঋষি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! আমাদিগের শ্রুত আছে যে, পুরা কালে মঙ্কণক ঋষির হস্ত কুশাগ্র দ্বারা ক্ষত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার হস্ত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইল; মহাতপস্বী বিপ্রর্ষি মঙ্কণক সেই শাকরস দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচন হইয়া হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। হে বীর! তিনি নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে স্থাবর জঙ্গম উভয়ই তাঁহার প্রভাবে মোহিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। হে রাজন্! ব্রহ্মাদি দেবতা ও তপোধন ঋষিগণ ঐ ঋষির নিমিত্তে মহাদেবকে বিজ্ঞাপন করিলেন যে, হে দেব! যাহাতে এই ঋষি নৃত্য না করেন, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। মহাদেব দেবগণের হিত কামনায় হর্ষাবিষ্ট চিত্তে নৃত্যকারী ঋষির নিকটে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষে! তুমি কি নিমিত্তে নৃত্য করিতেছ? হে মুনীন্দ্র! অদ্য কি কারণে তোমার হর্ষের বিষয় উপস্থিত হইল? ঋষি কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমি ধর্ম্মপথে স্থিত তপস্বী, এই নিমিত্তে যে আমার কর হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতেছে, তাহা কি তুমি দৃষ্ট করিতেছ না? হে ব্রহ্মন্! আমি ইহা দেখিয়াই মহাহর্ষে নৃত্য করিতেছি। মহাদেব সেই রাগান্ধ ঋষির প্রতি হাস্য করত কহিলেন, হে বিপ্র! আমি ইহাতে বিস্মিত হই না; তুমি আমাকে এই দেখ। হে নরেন্দ্র! মহাদেব ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নিজ অঙ্গুষ্ঠ তাড়ন করিলেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষত অঙ্গুষ্ঠ হইতে হিম সন্নিভ শুভ্র বর্ণ ভস্ম নির্গত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই মুনি তাহা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন এবং রুদ্রদেব অপেক্ষা অন্য কিছুই মহৎ, উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠতর নাই, ইহা মানিয়া রুদ্র দেবের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন, হে শূলধৃক্! তুমি সুরাসুর ও সমস্ত জগতের গতি, তুমি চরাচরের সহিত এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তুমিই যুগান্ত কালে পুনর্ব্বার এই সমুদায় সংহার কর; দেবতারাও তোমাকে জানিতে সমর্থ হন না, আমি কি রূপে জানিতে পারিব? হে অনঘ! ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে তোমাতে দৃষ্ট হইতেছেন; তুমি সর্ব্ব এবং তুমি লোক সমূহের কর্তা ও নিয়ন্তা। সমস্ত দেবতা তোমার প্রসাদে এই জগতে নির্ভীক হইয়া আমোদ করিয়া থাকেন। মঙ্কণক ঋষি এই রূপে মহাদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন, হে মহাদেব! আমি এই প্রার্থনা করি, যেন আপনার প্রসন্নতা প্রভাবে আমার তপস্যা বিচলিতা না হয়। অনন্তর মহাদেব ব্রহ্মর্ষির প্রতি হৃষ্টচিত্ত হইয়া কহিলেন, হে বিপ্র! মৎ প্রসন্নতা হেতু তোমার তপস্যা সহস্রধা বর্দ্ধিত হইবে। হে মহামুনে! আমি তোমার সহিত এই আশ্রমে বাস করিয়া থাকিব। যাঁহারা সপ্তসারস্বতে স্নান করিয়া আমার অর্চ্চনা করিবে, তাহাদিগের ইহ লোকে কি পর লোকে কিছুই দুর্ল্লভ থাকিবে না এবং তাহারা সারস্বত লোকে গমন করিবে, সংশয় নাই। মহাদেব ইহা কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

হে ভরতকুলভূষণ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তথা হইতে ত্রৈলোক্য বিখ্যাত ঔশনস তীর্থে গমন করিবে, যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ঋষিগণ ও ভগবান্ কার্ত্তিকেয় ভার্গবের প্রীতি কামনা করত তিন সন্ধ্যাতেই সন্নিহিত হইয়াছিলেন; হে নরেন্দ্র! তথায় সর্ব্বপাপ নাশক কপালমোচন তীর্থ আছে, মনুষ্য তাহাতে স্নান করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। হে নরশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর অগ্নি তীর্থে গমন করিবে, যে ব্যক্তি উক্ত তীর্থে স্নান করে, সে অগ্নি লোক প্রাপ্ত হয় এবং কুল উদ্ধার করে। তথায় বিশ্বামিত্রের এক তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে

মনুষ্যের ব্রাহ্মণ্য লাভ হয়। হে নরেন্দ্র! তীর্থসেবী ব্যক্তি শুচি ও সংযত-চিত্ত হইয়া ব্রহ্মযোনি তীর্থে গমন পূর্ব্বক তথায় স্নান করিলে ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হয় এবং সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করে, ইহাতে সংশয় নাই। হে রাজেন্দ্র! তৎপরে পৃথূদক নামে ত্রৈলোক্য বিখ্যাত, কার্ত্তিকেয়ের তীর্থে গমন করিবে এবং দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চন-পরায়ণ হইয়া তথায় স্নান করিবে। হে ভারত! স্ত্রী বা পুরুষ মনুষ্য-বুদ্ধি প্রযুক্ত জ্ঞানত বা অজ্ঞানত যে কিছু দুষ্কৃত করিয়া থাকে, তাহা পৃথূদকে স্নান মাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও স্বর্গ লাভ হয়। ঋষিগণ কুরুক্ষেত্রকে, কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা সরস্বতীকে, সরস্বতী অপেক্ষা একত্র মিলিত সমুদায় তীর্থকে এবং সর্ব্বতীর্থাপেক্ষা পৃথূদক তীর্থকে পুণ্যপ্রদ বলিয়াছেন; যে ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পৃথূদক তীর্থে জপ-পরায়ণ হইয়া আত্ম কলেবর ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি অমর হয়। হে রাজন্! মহাত্মা ব্যাস ও সনৎকুমার বলিয়াছেন এবং বেদেও কথিত হইয়াছে যে, পৃথূদক তীর্থে গমন করিবে। হে কুরুনন্দন! পৃথূদক হইতে আর তীর্থতম নাই; ঐ পৃথূদক তীর্থ মেধ্য, পবিত্র ও পূতকর, তাহাতে সংশয় নাই। হে নরশ্রেষ্ঠ! পণ্ডিতগণ বলেন যে, যে সকল মনুষ্য পাপ কর্ম্মকারী, তাহারাও উক্ত তীর্থে স্নান করিয়া স্বর্গে গমন করে। হে ভরতসত্তম! সেই স্থানেই মধুস্রব নামে তীর্থ আছে, মনুষ্য তাহাতে স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর, যে স্থানে সরস্বতীর সহিত অরুণার সঙ্গম হইয়াছে, সেই লোক-বিশ্রুত পবিত্র তীর্থে যথা ক্রমে গমন করিবে, তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করত স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ফল লাভ ও সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কুল পবিত্র করে। হে কুরুকুলপাবক! তথায় অর্দ্ধকীল নামে যে তীর্থ আছে, পূর্ব্বে দর্ভী ঋষি ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা করিয়া ঐ তীর্থ নির্ম্মাণ করেন। হে নরেন্দ্র! ব্রত, উপনয়ন, উপবাস, ক্রিয়া ও মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, পরন্তু পুরাতন পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, মনুষ্য ক্রিয়া মন্ত্রাদি বিহীন হইয়াও ঐ তীর্থে স্নান করিলে অনুষ্ঠিত-ব্রত ও বিদ্বান্ হয়। দর্ভী কেবল তাহাই করেন নাই, প্রত্যুত, চারি সমুদ্রকে তথায় আনীত করিয়াছিলেন; হে নরশ্রেষ্ঠ! তাহাতে স্নান করিলে দুর্গতি প্রাপ্তি হয় না এবং চতুঃসহস্র গো দানের ফল প্রাপ্তি হয়।

হে ধর্ম্মজ্ঞ! তাহার পর, শতসহস্রক নামক তীর্থে গমন করিবে; ঐ স্থানে সাহস্রক নামে তীর্থও আছে, এই দুই তীর্থই লোক-বিশ্রুত; মনুষ্য উক্ত উভয় তীর্থে স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং তথায় দান বা উপবাস করিলে তাহার সহস্র গুণ ফল লাভ হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর উত্তম রেণুকা তীর্থে গমন করিবে, তথায় পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনায় রত ও স্নাত হইলে সর্ব্ব পাপ হইতে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয়। জিতমন্যু ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বিমোচন তীর্থে উপস্পর্শন করিলে প্রতিগ্রহ জনিত সমস্ত দোষ হইতে পরিমুক্ত হয়। তৎপরে, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চবটী গমন করিলে মহৎ পুণ্য যুক্ত হইয়া সাধু লোকে পূজিত হয়। অনন্তর, যে স্থানে যোগেশ্বর স্থাণু মহাদেব স্বয়ং অধিষ্ঠান করেন, স্বতেজে দীপ্যমান বরুণ-সম্বন্ধীয় সেই তৈজস তীর্থে গমন করিয়া মহাদেবকে অর্চ্চনা করিলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তথায় পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ পার্ব্বতী-নন্দন কার্ত্তিকেয়কে দেবতাদিগের সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। হে কুরুনন্দন! তৈজস তীর্থের পূর্ব্বে কুরু তীর্থ আছে, তাহাতে মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে পূতাত্মা হইয়া ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সংযত-চিত্ত ও সংযতাহার হইয়া স্বর্গদ্বার গমন করিবে, তাহা হইলে

অগ্নিষ্টোমের ফল ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। হে নরাধিপ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তদনন্তর অনরক তীর্থে গমন করিবে, তথায় স্নান করিলে দুর্গতি হয় না; হে মহীপতে! সেই তীর্থে স্বয়ং ব্রহ্মা নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণের সহিত অধিষ্ঠান করেন এবং তথায় রুদ্রপত্নীরও সান্নিধ্য আছে; হে কুরুনন্দন! সেই দেবীকে দর্শন করিলে দুর্গতি প্রাপ্তি হয় না। হে মহারাজ! মনুষ্য ঐ স্থানে বিশ্বেশ্বর উমাপতি মহাদেবকে দর্শন করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং পদ্মনাভ নারায়ণকে দর্শন করিলে প্রকাশমান হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে পুরুষেন্দ্র! যে মনুষ্য সর্ব্ব দেবতার তীর্থে স্নান করে, সে সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করত সুধাকরের ন্যায় দেদ্যাতমান হয়।

হে নরাধিপ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তৎপরে স্বস্তিপুরে গমন করিবে, মনুষ্য ঐ তীর্থ প্রদক্ষিণ করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হয়। হে ভারত! মনুষ্য, পাবন তীর্থে গমন করিয়া পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিবে, তাহা করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পায়। হে ভরতর্ষভ! ঐ স্থানেই গঙ্গাহ্রদ ও কূপ, এই দুই তীর্থ আছে, সেই কূপ তীর্থে তিন কোটি তীর্থের অবস্থান রহিয়াছে; মনুষ্য তাহাতে স্নান করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় এবং গঙ্গাহ্রদে স্নান করত মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে গাণপত্য প্রাপ্ত হয় ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। তাহার পর ত্রিলোক বিখ্যাত স্থাণুবটে গমন করিবে, সেখানে স্নান করিয়া এক রাত্রি বাস করিলে রুদ্র লোক প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর বশিষ্ঠের আশ্রম বদরীপাচনে গমন করিবে, তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করত বদরী ভক্ষণ করিবে; হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি সম্যক্ প্রকারে দ্বাদশ বৎসর বদরীফল ভক্ষণ করে, আর যে ব্যক্তি বদরীপাচনে ত্রিরাত্র উপবাস করে, উভয়েরই তুল্য ফল হয়। তীর্থসেবী ব্যক্তি ইন্দ্রমার্গ তীর্থে গমন পূর্ব্বক তথায় অহোরাত্র উপবাস করিলে ইন্দ্র লোকে পূজিত হয় এবং একরাত্র নামক তীর্থে গমন করত সংযত ও সত্যবাদী হইয়া তথায় এক রাত্রি বাস করিলে ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর, যে স্থানে তেজোরাশি মহাত্মা আদিত্যের আশ্রম আছে, সেই ত্রৈলোক্য বিখ্যাত তীর্থে গমন করিবে, মনুষ্য উক্ত তীর্থে স্নান করিয়া সূর্য্যের অর্চ্চনা করিলে আদিত্য লোকে গমন ও কুল উদ্ধার করিতে পারে।

হে নরাধিপ! তীর্থসেবী মানব সোম তীর্থে স্নান করিয়া সোম লোক প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর মহাত্মা দধীচের লোক বিশ্রুত পবিত্রকর পুণ্যতম তীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে তপোনিধি সারস্বত অঙ্গিরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মনুষ্য সেই তীর্থে স্নান করিয়া অশ্বমেধ যাগের ফল লাভ করিতে পারে এবং সারস্বতী গতিও লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর সংযত ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া কন্যাশ্রমে গমন করিবে, হে রাজন্! উপবাস-পরায়ণ হইয়া তথায় ত্রিরাত্র বাস করিলে শত কন্যা সম্প্রদানের ফল লাভ ও ব্রহ্ম লোকে গমন করে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর সন্নিহতী তীর্থে গমন করিবে, ঐ তীর্থে ব্রহ্মাদি দেবতা ও তপস্বী ঋষিগণ মাসে মাসে আগমন করত মহাপুণ্যান্বিত হন। যে ব্যক্তি সূর্য্য গ্রহণ কালে উক্ত তীর্থে স্নান করে, সে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং তথায় যজ্ঞ করিলে সেই যজ্ঞ ফল অক্ষয় হয়। হে নরাধিপ! পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সকল নদী, হ্রদ, তড়াগ, প্রস্রবণ, বাপী, কূপ ও আয়তন তীর্থ আছে, তৎ সমস্তই মাসে মাসে অমাবস্যা তিথিতে সন্নিহতী তীর্থে সঙ্গত হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই। উক্ত তীর্থে অন্য সমুদায় তীর্থের সমবায় আছে, এই হেতুই তাহা সন্নিহতী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। তথায় স্নান ও তাহার জল পান করিলে স্বর্গলোকে পূজিত হয়। হে মহারাজ! যে মনুষ্য অমাবস্যা

দিবসে সূর্য্যগ্রহণ কালে ঐ সন্নিহতী তীর্থে শ্রাদ্ধ করে, তাহার পুণ্য ফল শ্রবণ কর. মনুষ্য সম্যক্ প্রকারে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল জন্মে, সূর্য্যগ্রহণে তথায় স্নাত হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে, তথায় স্নান করিবা মাত্র তাহাদিগের তৎ সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে সংশয় নাই এবং তাহারা পদ্মবর্ণ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ব্রহ্ম লোকে গমন করে। অনন্তর মচক্রুক নামক দ্বারপাল যক্ষকে অভিবাদন পূর্ব্বক কোটি তীর্থে স্নান করিলে বহু স্বর্ণ দানের ফল লাভ করিতে পারে। হে ভরতসত্তম! তথায় গঙ্গাহ্রদ নামে প্রসিদ্ধ এক তীর্থ আছে, মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া তাহাতে স্নান করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষাও বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়। নৈমিষ তীর্থ মর্ত্ত্য লোকেই বিশেষ ফলপ্রদ; পুষ্কর তীর্থ অন্তরীক্ষ লোকেও বিশেষ ফলপ্রদ; কিন্তু কুরুক্ষেত্র তীর্থ ত্রিলোক মধ্যেই বিশেষ ফল জনক হয়। কুরুক্ষেত্রের ধূলিও বায়ু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়া দুষ্কর্ম্মী ব্যক্তিকে পরম গতি প্রাপ্ত করিয়া দেয়। যাহারা দৃষদ্বতীর উত্তর ও সরস্বতীর দক্ষিণ কুরুক্ষেত্রে বাস করে, তাহারা স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। "আমি কুরুক্ষেত্র যাইব." অথবা "আমি কুরুক্ষেত্রে বাস করিব," এইরূপ একটি বাক্য বলিয়াও সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। ব্রহ্মর্ষি গণের সেবিত পুণ্য কুরুক্ষেত্র তীর্থ ব্রহ্মবেদী বলিয়া কথিত হয়; যে সকল মনুষ্য তথায় বাস করে, তাহারা কখনই শোচনীয় হয় না। তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ সকল ও মচক্রুক, এই সকল স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী যে স্থান, তাহা কুরুক্ষেত্র সমন্তপঞ্চক ও ব্রহ্মার উত্তরবেদি বলিয়া নির্ণীত হয়।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৩।

পুলস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তৎপরে অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম তীর্থে গমন করিবে, সেস্থানে মহাভাগ ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ঐ স্থানকে পুণ্য তীর্থ ও নিজ নামে বিখ্যাত করেন। ধর্ম্মশীল মনুষ্য সমাহিত হইয়া তথায় স্নান করত সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র করেন, তাহাতে সংশয় নাই। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর উত্তম তীর্থ জ্ঞানপাবনে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় গমন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ ও মুনি লোকে গমন করিতে পারে। হে রাজন্! মানব তথা হইতে সৌগন্ধিক বনে গমন করিবে, ঐ বনে ব্রহ্মাদি দেবতা, তপোনিষ্ঠ ঋষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহোরগ গণ সন্নিহিত আছেন; মনুষ্য উক্ত বনে প্রবেশ মাত্রই সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। তাহার সমীপে যে প্লক্ষা দেবী বলিয়া কথিতা, সর্ব্বনদী-প্রধানা, সমস্ত নদী মধ্যে উৎকৃষ্টতমা, পুণ্যদেবী, সরস্বতী আছেন, তাহাতে বল্মীকনিঃসৃত জলে স্নান করিবে, উক্ত নদীতে দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তথায় পূর্ব্বোক্ত বল্মীক স্থান হইতে ছয় শম্যানিপাত স্থানের মধ্যে অর্থাৎ এক গাছি যষ্টিকে ঘূর্ণিত করিয়া বেগে নিক্ষেপ করিলে যত দূরে তাহা পতিত হয়, তাহার ছয় গুণ পরিমিত স্থানের মধ্যে ঈশানাধ্যুষিত নামে সুদুর্ল্লভ তীর্থ আছে, হে নরেন্দ্র! মহাদেবের অধিষ্ঠিত ঐ তীর্থে স্নান করিলে বাজিমেধ যজ্ঞ ও সহস্র কপিলা দানের ফল লাভ হয়, প্রাচীনেরা ইহা জানিতেন। হে ভারত! তথায় সুগন্ধা, শতকুম্ভা ও পঞ্চ যক্ষায় অভিগমন করিলে স্বর্গ লোকে পূজিত হয়। হে ভরতনন্দন! ঐ স্থানেই ত্রিশূলখাত তীর্থ আছে, তাহাতে অবগাহন পূর্ব্বক পিতৃ ও দেব গণের অর্চ্চনা করিলে দেহাবসানে গাণপত্য পদ প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে দেবীর উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিবে, তথায় দেবী, শাকম্ভরী নামে ত্রিলোক বিখ্যাতা হইয়াছেন। হে নরাধিপ!

তিনি ঐ স্থানে সুব্রত-পরায়ণা হইয়া দৈব পরিমাণে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে শাক আহার করিয়াছিলেন। হে ভারত! কতক গুলি তপোধন ঋষি দেবীর ভক্তি ক্রমে তথায় অভ্যাগত হইয়াছিলেন। দেবী শাক দ্বারাই তাঁহাদিগের আতিথ্য করেন, সেই নিমিত্তই তাঁহার নাম শাকম্ভরী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। হে ভারত! যে মনুষ্য ব্রহ্মচারী, সমাহিত ও শুচি হইয়া ঐ শাকম্ভরী তীর্থে গমন পূর্ব্বক ত্রিরাত্র বাস করত শাক ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তির, দ্বাদশ বর্ষ শাকাহার জন্য মনুষ্যের যে ফল হইয়া থাকে, দেবীর ইচ্ছা হেতু সেই ফল লাভ হয়। তৎপরে ত্রিলোক-বিদিত সুবর্ণাখ্য তীর্থে গমন করিবে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে বিষ্ণু রুদ্রের প্রসন্নতা লাভার্থ তাঁহাকে আরাধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকটে দেব দুর্লভ বহুতর বর লাভ করিয়াছিলেন। হে ভারত! মহাদেব বিষ্ণুর প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন যে, হে কৃষ্ণ! তুমি সর্ব্ব লোকের প্রিয়তর ও সমুদায় সংসারের শ্রেষ্ঠ হইবে, সংশয় নাই। হে রাজেন্দ্র! ঐ তীর্থে গমন পূর্ব্বক মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর ধূমাবতী তীর্থে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে মনোভিলষিত কামনা লাভ করিতে পারে, সংশয় নাই। ঐ স্থান স্থিত দেবীর দক্ষিণার্দ্ধে রথাবর্ত্ত নামক স্থান আছে, হে ধর্ম্মজ্ঞ! মনুষ্য শ্রদ্ধান্বিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তাহাতে আরোহণ করিবে, তাহা হইলে মহাদেবের প্রসাদ হেতু পরম গতি প্রাপ্ত হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতশ্রেষ্ঠ! ঐ তীর্থকে প্রদক্ষিণ করিয়া সর্ব্ব পাপ বিমোচন ধারা তীর্থে গমন করিবে, হে নরাধিপ! ঐ ধারা তীর্থে স্নান করিলে আর শোক করিতে হয় না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর মহাগিরি হিমালয়কে নমস্কার পূর্ব্বক গঙ্গাদ্বারে গমন করিবে, ঐ গঙ্গাদ্বার স্বর্গ দ্বারের তুল্য, তাহাতে সংশয় নাই; সমাহিত হইয়া তত্রস্থিত কোটি তীর্থে স্নান করিবে, তাহা হইলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ও কুল উদ্ধার করিতে পারে এবং তথায় এক রজনী বাস করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। অপর, সেই স্থানেই সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ ও শক্রাবর্ত্তে দেব ও পিতৃগণের বিধিবৎ তর্পণ করিলে পুণ্য লোকে পূজিত হয়। তদনন্তর কনখলে গমন পূর্ব্বক ত্রিরাত্র উপবাস ও স্নান করিলে মনুষ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়। হে নরাধিপ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তাহার পর কপিলাবটে গমন করিবে, তথায় এক দিবস উপবাস করিয়া সহস্র গোদান জনিত ফল লাভ করিতে পারে। হে কুরুবরশ্রেষ্ঠ! নাগরাজ মহাত্মা কপিলের সর্ব্ব লোক বিদিত যে তীর্থ আছে, ঐ নাগ তীর্থে স্নান করিবে, মনুষ্য তথায় স্নান করিয়া সহস্র কপিলা দানের ফল লাভ করে। হে রাজন্! মনুষ্য তৎপরে শান্তনুর উত্তম তীর্থ ললিতিকায় গমন করিবে, তাহাতে স্নান করিলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যে মানব গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে স্নান করে, সে দশ অশ্বমেধের ফল লাভ ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর লোক বিখ্যাত সুগন্ধ তীর্থে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় গমন করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম লোকে পূজিত হয়। হে নরাধিপ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তৎপরে রুদ্রাবর্ত্তে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় স্নান করিলে অন্তে স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়। হে নরেন্দ্র! মনুষ্য গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ও স্বর্গ লোকে গমন করে। যে ব্যক্তি ভদ্রকর্ণেশ্বর তীর্থে গমন পূর্ব্বক যথাবিধি দেব পূজা করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না ও স্বর্গ লোকে পূজিত হয়। হে নরাধিপ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তাহার পর কুব্জাম্রক তীর্থে গমন করিবে, তথায় গমন করিলে সহস্র গোদানের ফল ও স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়। তীর্থসেবী মনুষ্য অরুন্ধতীবটে গমন করিবে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী ও সমাহিত

হইয়া তথায় ত্রিরাত্র উপবাস ও সামুদ্রকে স্নান করে, সে সহস্র গো দানের ফল লাভ ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। তৎপরে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পুরঃসর সমাহিত হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে গমন করিবে, তথায় গমন করিলে অশ্বমেধ যাগের ফল ও সোম লোক প্রাপ্ত হয়। যমুনা-প্রভব তীর্থে গমন করিয়া তথায় স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করত স্বর্গ লোকে পূজিত হয় এবং ত্রৈলোক্য পূজিত দর্ব্বী-সংক্রমণ তীর্থে গমন করিলেও অশ্বমেধের ফল ও স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়। সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব সেবিত সিন্ধু-প্রভব তীর্থে গমন পুরঃসর তথায় পঞ্চ রাত্রি বাস করিলে বহুতর সুবর্ণ দানের ফল লব্ধ হয়। তৎপরে মনুষ্য, বেদী নামক পরম দুর্গম তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল ও স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য ঋষিকুল্যা ও বাশিষ্ঠ তীর্থে গমন করিবে, বাশিষ্ঠে গমন করিলে সকল বর্ণই দ্বিজ হয়; এবং ঋষিকুল্যায় গমন পূর্ব্বক তথায় যদি শাকাহার করিয়া এক মাস বাস ও স্নান করত দেব ও পিতৃ লোকের অর্চ্চনা করে, তবে বিগত-পাপ হইয়া ঋষি লোক প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য ভৃগুতুঙ্গে গমন করিলে বাজিমেধ যজ্ঞের ফল পায় এবং বীরপ্রমোক্ষ তীর্থে গমন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে ভারত! মনুষ্য, কৃত্তিকা ও মঘার তীর্থে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর যে ব্যক্তি বিদ্যা তীর্থে গমন করিয়া সন্ধ্যা সময়ে তথায় স্নান করে, সে সর্ব্ব বিদ্যায় পারগ হইতে পারে। পরন্তু সর্ব্ব পাপ মোচন মহাশ্রম তীর্থে একাহারে এক দিবস বাস করিবে, তাহা হইলে অনেক শুভলোকে বাস করিতে পারে। যে প্রাণী মহালয়ে ত্রিরাত্র উপবাস পূর্ব্বক এক মাস বাস করে, সে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় পূর্ব্বতন দশ পুরুষ ও অধস্তন দশ পুরুষ উদ্ধার করে। দেব-নমস্কৃত তত্রস্থিত পবিত্র মাহেশ্বর পদ দর্শন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া সর্ব্ব কার্য্যে কৃতার্থ হয়, কখন মরণ শোক প্রাপ্ত হয় না, এবং বহু সুবর্ণ দান জনিত ফল লাভ করে। তদনন্তর, ব্রহ্মার নিষেবিত বেতসিকা তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল ও ভার্গবের গতি প্রাপ্ত হয়। তৎপরে সিদ্ধ গণ-সেবিত সুন্দরিকা তীর্থে গমন করিলে রূপবান্ হয়, ইহা প্রাচীনেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহার পর, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণী তীর্থে গমন করিলে পদ্ম বর্ণ যানে আরোহণ পূর্ব্বক ব্রহ্ম লোকে গমন করে। তদনন্তর, সিদ্ধ গণ সেবিত পবিত্র নৈমিষ তীর্থে গমন করিবে, ঐ তীর্থে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সতত অধিবসতি করেন। মনুষ্য নৈমিষ তীর্থ গমনের প্রার্থনা করিলেও তাহার অর্দ্ধেক পাপ বিনাশ হয় এবং তথায় প্রবেশ মাত্র করিলে সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। তীর্থ-তৎপর ধীর ব্যক্তি ঐ নৈমিষ তীর্থে এক মাস বাস করিবে। হে ভারত! পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, তৎসমস্তই নৈমিষ তীর্থে অবস্থিতি করে; সংয়ত ও নিয়তাহার হইয়া তথায় স্নাত হইলে গোমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কুল পবিত্র করে। যে ব্যক্তি উপবাস-পরায়ণ হইয়া নৈমিষে প্রাণ ত্যাগ করে, সে স্বর্গ লোকে সুখ ভোগ করিতে পারে, পণ্ডিত গণ এই রূপ কহিয়াছেন। হে নৃপসত্তম! নৈমিষ স্থান সর্ব্বদাই পবিত্র ও পুণ্য জনক। মনুষ্য গঙ্গোদ্ভেদ তীর্থে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত ও সতত ব্রহ্ম স্বরূপ হয়। পরন্তু সরস্বতী নদীতে গমন করিয়া তথায় পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিলে সারস্বত লোকে সুখ ভোগ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে কৌরব! তদনন্তর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া বাহুদা তীর্থে গমন করিবে, তথায় এক রাত্রি বাস করিলে স্বর্গ লোকে পূজিত ও দেবসত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। অনন্তর অধিকতর পুণ্যবান্ গণের সেবিত, ক্ষীরবতী নামক পুণ্য তীর্থে

গমন করিবে, তথায় পিতৃ ও দেবলোকের অর্চ্চন-পরায়ণ হইলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। পরন্তু ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া বিমলাশোকে গমন পূর্ব্বক তথায় এক রজনী বাস করিলে স্বর্গ লোকে পূজিত হয়। মহারাজ! তৎপরে সরযূ সমীপে গোপ্রতার নামক উৎকৃষ্ট তীর্থে গমন করিবে, যে স্থলে দশরথ-সুত রাম ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনের সহিত দেহ ত্যাগ করিয়া ঐ তীর্থের প্রভাবে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। হে ভারত নরাধিপ! মনুষ্য ঐ গোপ্রতার তীর্থে স্নান করিলে স্বীয় অনুষ্ঠিত কার্য্য হেতু এবং রামের প্রসাদে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্তি পাইয়া স্বর্গ লোকে পূজিত হয়। হে কুরুনন্দন! যে নর রাম-তীর্থে গোমতীতে স্নান করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও কুল পবিত্র করে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই স্থানেই শতসাহস্রিক নামে তীর্থ আছে, মনুষ্য সংযত-চিত্ত ও সংযতাহার হইয়া তাহাতে স্নান করিলে সহস্র গো দান জনিত পুণ্য প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তাহার পর, ভর্তৃস্থান নামক অত্যুত্তম তীর্থে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় গমন করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। হে নৃপ! মনুষ্য কোটিতীর্থে স্নান করিয়া কার্ত্তিকেয়ের অর্চ্চনা করিলে সহস্র সংখ্যাত গো প্রদানের ফল ভাগী ও তেজস্বী হয়। তদনন্তর, মনুষ্য বারাণসী গমন পূর্ব্বক কপিলাহ্রদে স্নান করিয়া মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে।

হে কুরুকুলপাবক! তীর্থসেবী মনুষ্য অবিমুক্ত তীর্থে গমন করিয়া মহাদেবকে দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে বিমুক্তি পায় এবং তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! দুর্ল্লভ মার্কণ্ডেয় তীর্থে গমন করিয়া লোক বিশ্রুত গোমতী-গঙ্গা-সঙ্গমে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। হে ভরতকুমার! তৎপশ্চাৎ, ব্রহ্মচর্য্যা রত ও সমাহিত হইয়া গয়া তীর্থে গমন করিবে, তথায় গমন মাত্র করিলেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে ত্রিলোক-বিখ্যাত অক্ষয়বট নামে বৃক্ষ আছে, ঋষিরা বলেন যে, তথায় পিতৃ লোকের উদ্দেশে দান করিলে, তাহার ফল অক্ষয় হয়। তত্রস্থিত মহানদীতে স্নান পূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিলে অক্ষয় স্বর্গ লোক লাভ ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। তদনন্তর, ধর্ম্মারণ্য দ্বারা উপশোভিত ব্রহ্মসরোবরে গমন করিয়া এক রাত্রি তথায় বাস করিলে ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা ঐ সরোবরে এক শ্রেষ্ঠ যূপ উচ্ছ্রিত করিয়াছিলেন, সেই যূপ প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লব্ধ হইতে পারে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর লোকবিখ্যাত ধেনুক তীর্থে গমন করিয়া তথায় এক রাত্রি অধিবসতি পূর্ব্বক তিল ধেনু দান করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সোম লোকে গমন করিতে পারে, সন্দেহ নাই। মহারাজ! তত্রস্থ পর্ব্বতে যে, বৎসের সহিত কপিলা বিচরণ করিতেন, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি আছে, ইহাতে সংশয় নাই, যেহেতু সবৎসা কপিলার পদ চিহ্ন সকল অদ্যাপি তথায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! সেই সকল পদ চিহ্নে উপস্পর্শন করিলে, মনুষ্যের যে কোন অশুভ কর্ম্ম জন্য পাপ থাকে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। তদনন্তর, মহাদেবের স্থান গৃধ্রবট তীর্থে গমন করিয়া বৃষধ্বজের অভিমুখে গমন করত তথায় ভস্ম দ্বারা স্নান করিবে, তথায় উক্ত রূপে স্নান করিলে, ব্রাহ্মণ জাতির দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাচরণ জনিত ফল লব্ধ হয়, এবং অপর জাতির সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর গীতধ্বনি-নাদিত উদ্যন্ত পর্ব্বতে গমন করিবে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সে স্থলে সাবিত্রীর পদ চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ সংশিত-ব্রত হইয়া উক্ত পর্ব্বতে সন্ধ্যা উপাসনা করেন, তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ কৃত সন্ধ্যোপাসনার ফল হয়। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই স্থানেই যোনিদ্বার

নামে বিখ্যাত তীর্থ আছে, পুরুষ সেই তীর্থে অভিগমন করিলে যোনি সঙ্কট হইতে মুক্ত হয়। হে রাজন্! যে নর, কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় পক্ষে গয়া ক্ষেত্রে বাস করে, সে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত স্বীয় কুল উদ্ধার করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। মনুষ্য বহু পুত্র লাভের অভিলাষ করিবে, কেননা, বহু পুত্রের মধ্যে যদি এক জনও গয়া গমন, কিম্বা অশ্বমেধ যাগ, অথবা নীল বৃষ উৎসর্গ অর্থাৎ যে বৃষের মুখ ও পুচ্ছ পাণ্ডর বর্ণ, খুর ও শৃঙ্গ শ্বেত বর্ণ এবং অন্য অন্য অঙ্গ লোহিত বর্ণ, এতদ্রূপ বৃষ উৎসর্গ করে। হে রাজন্! তীর্থসেবী ব্যক্তি তৎপরে ফল্গু তীর্থে গমন করিবে, ফল্গু তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও মহতী সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর, সমাহিত হইয়া ধর্ম্মপৃষ্ঠে গমন করিবে, যে তীর্থে ধর্ম্ম, নিয়ত অবস্থিতি করেন। তথায় কূপোদকে স্নান করত শুচি হইয়া পিতৃ ও দেব লোকের তর্পণ করিলে পাপ মুক্ত হইয়া স্বর্গগামী হইতে পারে। উক্ত স্থানে বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রম আছে, মনুষ্য শ্রম শোক বিনাশন সেই শ্রীমান্ আশ্রমে প্রবেশ করিলে গবায়ন যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং তত্রস্থিত ধর্ম্মকে স্পর্শ করিলে বাজিমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর, পরম উৎকৃষ্ট ব্রহ্মস্থানে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে দর্শন করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষাও অতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হয়। হে নরাধিপ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তাহার পর রাজগৃহ নামক তীর্থে গমন করিবে, তথায় গমন করিয়া স্নান করিলে কাক্ষীবান্ ঋষির ন্যায় আনন্দিত হয়। পুরুষ শুচি হইয়া সেই স্থানে যক্ষিণীর নিত্য সেবার প্রসাদ ভোজন করিবে, তাহা করিলে, যক্ষিণীর প্রসন্নতা হেতু ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। তদনন্তর মণিনাগ তীর্থে গমন করিয়া সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। হে ভারত! যে ব্যক্তি মণিনাগ তীর্থ সম্বন্ধীয় কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে, সে সর্প-দষ্ট হইলেও তাহার শরীরে বিষ আক্রম করিতে পারে না এবং তথায় এক রাত্রি বাস করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে রাজন্! তদনন্তর, ব্রহ্মর্ষি গৌতমের প্রিয় বনে গমন করিবে, তথায় অহল্যা-হ্রদে স্নান করিলে পরম গতি লাভ এবং শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে উৎকৃষ্ট শ্রী লাভ করিতে পারে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! সেই স্থানে ত্রিলোক বিখ্যাত এক কূপ আছে, তাহাতে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। এবং ঐ তীর্থে রাজর্ষি জনকেরও দেব-পূজিত এক কূপ আছে, তাহাতে স্নান করিলে বিষ্ণু লোক লাভ করিতে পারে। তদনন্তর, সর্ব্ব পাপবিমোচন বিনশন তীর্থে গমন করিবে, তথায় গমন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও সোম লোক লাভ হয়। অপর, সর্ব্ব তীর্থ জল সম্ভবা গণ্ডকীতে গমন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও সূর্য্য লোকে গতি লাভ হইয়া থাকে। তদনন্তর, ত্রৈলোক্য বিখ্যাতা বিশালা নদীতে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল ও স্বর্গ লোক প্রাপ্তি হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তৎপরে, অধিবঙ্গ নামক তপোবনে প্রবেশ করিলে গুহ্যক গণ মধ্যে আনন্দিত হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। অপর, সিদ্ধগণ সেবিতা কম্পনা নদীতে গমন করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল ও স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়। হে নরাধিপ! অনন্তর, মাহেশ্বরী ধারায় গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। হে নরাধিপ! দেবতাদিগের পুষ্করিণীতে গমন করিলে দুর্গতি খণ্ডন ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তদনন্তর, ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া সোমপদে গমন করিবে, তথায় মাহেশ্বর পদে স্নান করিলে বাজিমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হইতে পারে। হে রাজেন্দ্র! ঐ স্থানে লোক প্রসিদ্ধ তীর্থকোটী আছে, কূর্ম্মরূপী দুরাত্মা এক অসুর ঐ তীর্থকোটী হরণ করিয়াছিল, প্রভাবশালী বিষ্ণু তাহা তাহার স্থানে আ-

চ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। হে ভারত! সেই তীর্থ-কোটীতে অভিষিক্ত হইলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ও বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে ভারত রাজেন্দ্র! তাহার পর, নারায়ণের স্থানে গমন করিবে, যেখানে বিষ্ণু সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ঋষিগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ ও রুদ্রগণ জনার্দ্দনের উপাসনা করেন; এবং যে স্থলে অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণু শালগ্রাম নামে খ্যাত হইয়াছেন; ঐ নারায়ণ-স্থানে ত্রিলোকেশ্বর বরপ্রদ অবিনাশী বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও বিষ্ণু লোকে বাস করিতে পারে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! সেই স্থানে সর্ব্ব পাপ প্রণাশক এক কূপ আছে, সেই কূপে চারি সমুদ্রের নিত্য অধিষ্ঠান রহিয়াছে; হে রাজেন্দ্র! ঐ কূপে স্নান করিলে দুর্গতি প্রাপ্তি হয় না। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি ঐ স্থানে বরদ অব্যয় মহাদেব রুদ্রকে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি মেঘমুক্ত নিশাকরের ন্যায় বিরাজমান হয়।

মনুষ্য শুচি ও সংযতমনা হইয়া জাতিস্মর তীর্থে স্নান করিলে জাতিস্মরত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই। এবং মাহেশ্বরপুরে গমন করিয়া উপবাস পূর্ব্বক বৃষধ্বজ মহাদেবকে অর্চ্চনা করিলে বাঞ্ছিত ফল লাভ করে, সংশয় নাই। তদনন্তর সর্ব্ব পাপ বিমোচন বামন তীর্থে গমন পূর্ব্বক দেব প্রধান হরিকে দর্শন করিলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু, মনুষ্য সর্ব্ব পাপ বিনাশন কুশিকাশ্রমে গমন করিবে, তথায় মহাপাপ প্রণাশিনী কৌশিকী নদীতে গমন করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর, চম্পকারণ্য নামক উৎকৃষ্ট তীর্থে গমন করিবে, তথায় এক রাত্রি বাস করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহার পর, পরম দুর্লভ জেষ্ঠিল তীর্থে গমন করিয়া সেখানেও এক রাত্রি বাস করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ঐ তীর্থে দেবীর সহিত মহাদ্যুতি বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে মিত্রাবরুণের লোক প্রাপ্ত হয়, এবং তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। হে পুরুষ-প্রধান! যে মানব সংযত-চিত্ত ও সংযতাহার হইয়া কন্যাসম্বেদ্য তীর্থে গমন করে, সেই ব্যক্তি প্রজাপতি মনুর লোক প্রাপ্ত হয়। হে ভারত! সংশিতব্রত ঋষিরা বলেন যে, যাহারা কন্যা তীর্থে অন্ন বা অন্য যে কিছু দান করে, তাহাদিগের সেই দান অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। মনুষ্য ত্রিলোক বিখ্যাত নিশ্চীরা তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে নরেন্দ্র! যে মনুষ্যেরা নিশ্চীরা-সঙ্গমে দান করে, তাহারা অনাময় ব্রহ্ম লোকে গমন করে। সেই তীর্থে ত্রিলোক বিশ্রুত বশিষ্ঠাশ্রম আছে, তাহাতে স্নান করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। দেবর্ষিগণ সেবিত দেবকূট নামক তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। হে নরনাথ প্রবর! তীর্থসেবী পুরুষ তৎপরে কৌশিক মুনির হ্রদে গমন করিবে, যেখানে কুশিক-নন্দন বিশ্বামিত্র পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; হে বীর! ঐ স্থানে কৌশিকী সন্নিধানে এক মাস বাস করিবে, তথায় এক মাস বাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়। যে ব্যক্তি সেই সর্ব্ব তীর্থ প্রধান মহাহ্রদে বাস করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং বহু সুবর্ণ দান জনিত ফল লাভ করিতে পারে। মনুষ্য, বীরাশ্রম নিবাসী কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভোগী হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ত্রিলোক প্রসিদ্ধ অগ্নিধারা তীর্থে গমন করিয়া তথায় স্নান করত বরপ্রদ অবিনাশী মহাদেব বিষ্ণুকে দর্শন করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। হিমগিরির সমীপে পিতামহ সরোবরে গমন পূর্ব্বক তথায় অবগাহন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে।

সেই স্থানে পিতামহ সরোবর হইতে প্রস্রুতা লোক পাবনী ত্রিলোক বিশ্রুতা কুমারধারা নামে তীর্থ আছে, মনুষ্য যাহাতে স্নান করিয়া আপনাকে "আমি কৃতার্থ হইলাম," এই রূপ জ্ঞান করে। তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ নরশ্রেষ্ঠ! তীর্থ সেবন তৎপর পুরুষ মহাদেবী গৌরীর ত্রৈলোক্য বিখ্যাত শিখরে গমন করিবে, এবং তথায় আরোহণ পূর্ব্বক স্তনকুণ্ডে প্রবেশ করিবে, তথায় উপস্পর্শন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। সেই স্তনকুণ্ডে স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবলোকের পূজা করিলে অশ্বমেধের ফল পায় ও ইন্দ্র লোকে গমন করে। মনুষ্য সমাহিত ও ব্রহ্মচর্য্যাব্রত হইয়া তাম্রারুণ তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ ও ব্রহ্ম লোকে গমন করে।

হে নরনাথ! নন্দিনীতে দেব সেবিত যে কূপ আছে, তথায় গমন করিলে নরমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়। যে স্থানে কৌশিকী ও আরুণার সহিত কালিকা সঙ্গম হইয়াছে, বিদ্বান্ ব্যক্তি সংযত হইয়া সেই কালিকা সঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। বিদ্বান্ মনুষ্য উর্ব্বশী তীর্থ ও সোমাশ্রমে গমনানন্তর কুম্ভকর্ণাশ্রমে স্নান করিলে পূজনীয় হয়। প্রাচীন পুরুষেরা অবগত ছিলেন যে, মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও সংযত-ব্রত হইয়া কোকামুখ তীর্থে উপস্পর্শন করিলে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়। যে দ্বিজ কৃতযত্ন হইয়া এক বার নন্দা তীর্থে গমন করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র লোকে গমন করে। মনুষ্য, লোক-সেবনীয় ক্রৌঞ্চ-নিসূদক ঋষভ দ্বীপে গমন করিয়া সরস্বতীতে স্নান করিলে বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিরাজিত হয়। মহারাজ! মুনিগণ সেবিত যে ঔদ্দালক তীর্থ আছে, তাহাতে অবগাহন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং ব্রহ্মর্ষি সেবিত পুণ্য জনক ধর্ম্ম তীর্থে গমন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত ও বিমানারূঢ় হইয়া পূজনীয় হয়। অনন্তর, চম্পায় গমন পূর্ব্বক ভাগীরথীতে কৃতস্নান হইয়া দণ্ডার্পণে গমন করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। তদনন্তর, পুণ্যবান্ জনে উপশোভিত ও পুণ্য জনক ললীতিকা তীর্থে গমন করিবে, তথায় গমন করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত ও বিমানারোহী হইয়া পূজিত হয়।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অনন্তর, সম্বেদ্য নামক তীর্থোত্তমে গমনানন্তর সন্ধ্যা সময়ে তথায় উপস্পর্শন করিলে বিদ্যা লাভ করিতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। হে রাজন্! পুরা কালে পরশুরাম প্রভাব দ্বারা যে লৌহিত্য তীর্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, মনুষ্য তাহাতে গমন করিলে বহু সুবর্ণ দানের ফল লাভ করিতে পারে। প্রজাপতি এই বিধি করেন যে, মনুষ্য করতোয়া নদীতে গমন পূর্ব্বক ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! পণ্ডিতগণ বলেন যে, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে গমন করিলে অশ্বমেধের দশ গুণ ফল হইয়া থাকে। হে রাজন্! যে মানব গঙ্গার অপর পারে গমন করিয়া ত্রিরাত্র বাস পূর্ব্বক স্নান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। তদনন্তর, মনুষ্য সর্ব্ব পাপ প্রমোচনী বৈতরণীতে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় বিরজ তীর্থ প্রাপ্ত হইলে তাহার কুল পুণ্য ভাগী হইয়া উদ্ধার হয় ও সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সে শশীর ন্যায় প্রদীপ্ত ও সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কুল পবিত্র করে। যে স্থলে জ্যোতীরথীর সহিত শোণ নদের সঙ্গম হইয়াছে, মনুষ্য তথায় বাস করত শুচি হইয়া পিতৃ ও দেবলোকের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম যাগের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। হে কুরুনন্দন! শোণ ও নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থল বংশগুল্মে স্নান করিলে বাজিমেধের ফল লাভ করিতে পারে। হে নরনাথ! মনুষ্য কোশলাতে

ঋষভ তীর্থে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ঐ কোশলাতে কাল তীর্থে স্নান করিলে একাদশ বৃষ দানের পুণ্য লাভ করিতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। হে নৃপ! যে নর পুষ্পবতীতে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করে, সে সহস্র গো দানের ফল লাভ করিয়া স্বকুল পবিত্র করে। হে ভরত সত্তম! তদনন্তর, বদরিকা তীর্থে স্নান করিলে দীর্ঘ আয়ু ও স্বর্গ লাভ করে। অপর, চম্পাতে গমন পূর্ব্বক ভাগীরথীতে স্নাত হইয়া দণ্ড দর্শন করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। তৎপরে পুণ্যশীল জনগণে উপশোভিত পুণ্যজনক লপেটিকা তীর্থে গমন করিবে, তথায় গমন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত ও সর্ব্ব দেবের পূজনীয় হয়। তদনন্তর, পরশুরামের নিষেবিত মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিয়া তথায় তাঁহার তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ করিতে পারে। হে কুরুনন্দন! ঐ স্থানেই মতঙ্গের কেদার আছে, তথায় স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল লাভ করিতে পারে। পরে, শ্রীপর্ব্বতে গিয়া নদী তীরে উপস্পর্শন করিবে, তথায় বৃষধ্বজ মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। ঐ শ্রীপর্ব্বতে মহাদ্যুতি মহাদেব দেবীর সহিত পরম প্রীতি পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন এবং ত্রিদশগণের সহিত ব্রহ্মাও তথায় অধিষ্ঠান করিতেন; শুচি ও সংযত-চিত্ত হইয়া তত্র স্থিত দেবহ্রদে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল ও পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পাণ্ড্য প্রদেশে দেব পূজিত ঋষভ পর্ব্বতে গমন করিলে বাজপেয় জন্য পুণ্য উপার্জ্জন করিতে পারে এবং অমর লোকে বিরাজ করে। হে রাজন্! তদনন্তর, অপ্সরা গণের নিষেবিতা কাবেরী নদীতে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় স্নান করিয়া গো সহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর, সমুদ্র কূলে কন্যা তীর্থে উপস্পর্শন করিবে, সেখানে উপস্পর্শন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়। মহারাজ! সাগর মধ্যে সর্ব্ব লোক নমস্কৃত ত্রিলোক বিখ্যাত গোকর্ণ নামক তীর্থ আছে, যে স্থলে ব্রহ্মাদি দেব, ঋষি, তপস্বী, ভূত, যক্ষ, পিশাচ, নর, কিন্নর, মহোরগ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, সরিৎ, সাগর ও শৈল সকল উমাপতি ঈশানের উপাসনা করেন; মনুষ্য তথায় ত্রিরাত্র বাস পূর্ব্বক ঈশানের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধের ফল ও গাণপত্য প্রাপ্ত হয় এবং দ্বাদশ রাত্রি বাস করিলে আপনার পবিত্রতা সম্পাদন করে। তৎপরেই, ত্রৈলোক্য পূজিত গায়ত্রী স্থানে গিয়া তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সহস্র গো দানের ফল লাভ করিতে পারে। হে নরাধিপ! সেই গায়ত্রী স্থানে ব্রাহ্মণ দিগের এই এক প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী গর্ভজাতই হউক, বা অন্য কোন যোনিজই হউক, গায়ত্রী পাঠ করিলে তাহার গাথা ও গীতিকা যথার্থ রূপে পঠিত হইবে, কিন্তু অব্রাহ্মণে সাবিত্রী পাঠ করিলে তাহার গাথা ও গীতিকা পাঠ যথার্থ রূপে সম্পন্ন হইবে না। মনুষ্য, বিপ্রর্ষি সম্বর্ত্তের লোক দুর্ল্লভা বাপীতে গমন করিলে রূপবান্ ও সৌভাগ্য সম্পন্ন হয়। তদনন্তর, বেণ্ণা তীর্থে গমন করিয়া পিতৃ ও দেব গণের তর্পণ করিলে ময়ূর ও হংস সংযুক্ত বিমানে আরোহণ করিতে পারে। তৎপরে, সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক নিত্য নিষেবিতা গোদাবরীতে গমন করিলে গবায়ন যজ্ঞের ফল লাভ ও বায়ু লোকে গমন করে। বেণ্ণা সঙ্গমে স্নান করিলে বাজপেয় যাগের এবং বরদা সঙ্গমে স্নান করিলে গো সহস্র দানের ফল লাভ করিতে পারে। মনুষ্য, ব্রহ্মস্থানাতে গমন পূর্ব্বক তথায় ত্রিরাত্র বাস করিলে সহস্র গো দানের ফল লাভ ও স্বর্গ গমন করিতে পারে। তদনন্তর, ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া কুশপ্লবন তীর্থে গমন পূর্ব্বক তথায় ত্রিরাত্র বাস এবং স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। হে নৃপতে! কৃষ্ণবেণ্ণার সলিল সম্ভূত রম্য দেব হ্রদ, জ্যোতির্মাত্র হ্রদ ও কন্যাশ্রমে দেবরাজ

ইন্দ্র শত যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ গমন করিয়াছেন; হে ভারত! ঐ সকল তীর্থে গমন করিবা মাত্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। মনুষ্য, সর্ব্ব দেব হ্রদে স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল লাভ করিতে পারে এবং জাতিস্মর হ্রদে স্নান করিলে জাতিস্মর হয়। তদনন্তর, মহাপুণ্য জনিকা সরিদ্বরা পয়োষ্ণী বাপীতে গমন পূর্ব্বক পিতৃদেবার্চ্চনে রত হইলে সহস্র গো দান জনিত পুণ্য লাভ করিতে পারে। হে রাজন্! মনুষ্য, পবিত্র দণ্ডকারণ্যে গিয়া উপস্পর্শন করিবে, তথায় স্নান মাত্র করিলেই সহস্র গো দানের ফল হয়। শরভঙ্গ ও মহাত্মা শুকদেবের আশ্রমে গমন করিলে মনুষ্য দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং স্বীয় বংশ পবিত্র করে। তদনন্তর, জমদগ্নি-সুত পরশুরামের নিষেবিত শূর্পারক তীর্থে গমন করিবে, মনুষ্য সেই রাম তীর্থে স্নান করিলে বহু সুবর্ণ দান জন্য ফল লাভ করিতে পারে। পরন্তু সংযত ও সংযতাহার হইয়া সপ্তগোদাবরে স্নান করিলে মহৎ পুণ্য প্রাপ্ত হয় ও দেব লোকে গমন করে। মনুষ্য সংযত ও সংযতাশী হইয়া দেবপথ তীর্থে গমন করিলে, দেবসত্রের যে পুণ্য, তাহাই প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর, ব্রহ্মচর্য্যারত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তুঙ্গকারণ্যে গমন করিবে, যেখানে পূর্ব্ব কালে সারস্বত ঋষি মুনি দিগকে বেদাধ্যাপনা করিতেন; পরন্তু মুনিদিগের বেদ সকল বিস্মৃত প্রযুক্ত নষ্ট হইলে অঙ্গিরা মুনির পুত্র তাঁহাদিগের উত্তরীয় বস্ত্রোপরি যথা সুখে উপবেশন পূর্ব্বক যথা ন্যায়ে ও সম্যক্ রূপে ওঙ্কার উচ্চারণ করাতে সেই সকল ঋষিদিগের মধ্যে যিনি যাহা পূর্ব্বে অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে সমুপস্থিত হইল। পরে, ঋষিগণ, অমরগণ, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, নারায়ণ হরি, মহাদেব, এবং সমস্ত দেবতার সহিত মহাদ্যুতি ভগবান্ ব্রহ্মা মহাতেজস্বী ভৃগুকে যাজনার্থ নিয়োজিত করিলেন। তখন ভৃগু বিধিবোধিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও আজ্য ভাগ দ্বারা যথা বিধি অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়া সেই সমস্ত মুনিদিগের পুনর্ব্বার যথা বিধি অগ্ন্যাধান করিলেন। পরে, দেবগণ ও ঋষিগণ ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ নিকেতনে যাত্রা করিলেন। হে রাজ সত্তম! স্ত্রী বা পুরুষ ঐ তুঙ্গকারণ্যে প্রবেশ মাত্র করিলেই তাহার সমস্ত পাপ প্রনষ্ট হয়। হে রাজন্! ধীর ব্যক্তি সংযত ও সংযতাশী হইয়া ঐ তীর্থে এক মাস বাস করিবে, তাহা হইলে ব্রহ্ম লোকে গমন ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। মনুষ্য যদি মেধাবিক তীর্থে গিয়া পিতৃলোক ও দেবলোকের তর্পণ করে, তবে স্মৃতিশীল, মেধাবী এবং অগ্নিষ্টোম ফল প্রাপ্ত হয়। সেই স্থলে লোক বিখ্যাত কালঞ্জর নামক পর্ব্বত আছে, তত্রস্থ দেবহ্রদে স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল লাভ করিতে পারে। হে নৃপ! যে মানব ঐ কালঞ্জর পর্ব্বতে স্নাত হইয়া তর্পণ করে, সে স্বর্গ লোকে পূজিত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। হে নরপতে! গিরি বর প্রধান চিত্রকূটে সর্ব্ব পাপ প্রণাশিনী মন্দাকিনীতে গমন পূর্ব্বক তথায় অভিষিক্ত ও পিতৃদেবার্চ্চনে রত হইলে অশ্বমেধের ফল ও পরম গতি প্রাপ্ত হইতে পারে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর, সর্ব্ব প্রধান ভর্তৃস্থান তীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে মহাসেন কার্ত্তিকেয় নিত্যই সন্নিহিত থাকেন, তথায় গমন মাত্রই মনুষ্য সিদ্ধ হয়। মানব, কোটিতীর্থে স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। অনন্তর, ঐ কোটিতীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া জ্যেষ্ঠস্থানে গমন করিবে, তথায় মহাদেব দর্শন করিলে শশধরের ন্যায় বিরাজিত হয়। মহারাজ! সেই জ্যেষ্ঠস্থানে বিখ্যাত এক কূপ আছে, তাহাতে চতুঃসাগরের আবির্ভাব রহিয়াছে, মনুষ্য আত্ম সংযমন পূর্ব্বক তাহাতে উপস্পর্শন করত পিতৃদেবার্চ্চনে রত হইলে পবিত্র হইয়া পরম গতি লাভ করে। হে রাজেন্দ্র! তৎ পরে, মহৎ স্থান শৃঙ্গবের পুরে গমন করিবে, যে স্থলে পুরা কালে দশরথাত্মজ রাম অবতরণ করিয়া ছি-

লেন; হে মহাবাহো! মনুষ্য সেই শৃঙ্গবের তীর্থে স্নান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া তথায় গঙ্গা স্নান করিলে বীত-পাপ হয় ও বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। হে ভারত! তদনন্তর, ধীমান্ মহাদেবের স্থান মুঞ্জবটে গমন করিবে, তথায় মহাদেবকে দর্শন, অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিলে গাণপত্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই তীর্থে জাহ্নবীতে স্নান করিলে পাপ মুক্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর, ঋষি সেবিত প্রয়াগ তীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেব গণ, দিকৃপালের সহিত দিক্ সকল, লোকপাল সকল, সাধ্য গণ, পিতৃ গণ, লোক পূজিত সনৎকুমার প্রভৃতি পরমর্ষি গণ, অঙ্গিরা প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি গণ, নাগ গণ, সুপর্ণ গণ, সিদ্ধ গণ, উরগ গণ, সরিৎ, সাগর, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা গণ এবং প্রজাপতির সহিত ভগবান্ হরি অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন; সেখানে তিন টি অগ্নি কুণ্ড আছে, তাহার মধ্য দিয়া সর্ব্বতীর্থ পুরস্কৃতা জহ্নুতনয়া গঙ্গা বেগবতী হইয়া গিয়াছেন, এবং ত্রিলোক বিখ্যাতা লোক পাবনী তপনতনয়া যমুনা দেবী ঐ গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছেন। এই গঙ্গা ও যমুনার মধ্য স্থান পৃথিবীর জঘন বলিয়া কথিত হইয়াছে, ঋষিরা ঐ জঘন স্থানের প্রথম স্থানকে প্রয়াগ বলিয়া জানেন। প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠান, কম্বল, অশ্বতর, ও ভোগবতী এই সকল তীর্থকে ব্রহ্মার বেদি বলা যায়; ঐ সকল স্থলে তপোধন ঋষিগণ, এবং যজ্ঞ ও বেদ সকল মূর্ত্তিমন্ত হইয়া প্রজাপতির উপাসনা করেন; এবং দেবগণ ও চক্রধর নৃপ সকল যজ্ঞ দ্বারা যজন করেন; কিন্তু ত্রিলোক মধ্যে প্রয়াগ তীর্থকে ঐ সকল তীর্থ হইতেও পুণ্যতম ও সর্ব্ব তীর্থ অপেক্ষা অধিক বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। মনুষ্য সেই প্রায়াগ তীর্থের নাম সঙ্কীর্ত্তন বা মৃত্তিকা গ্রহণ করিলেও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে নর গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে স্নান করে, সে রাজসূয় ও অশ্বমেধের সমগ্র পুণ্য লাভ করে। হে ভারত! এই যজ্ঞভূমি দেবতাদিগেরও সংপূজিত। এখানে স্বল্প পরিমিত দান করিলেও মহৎ ফল হয়। হে তাত! বেদ বচন ও লোক বাক্য হেতু, প্রয়াগ মরণের প্রতি তোমার বুদ্ধি যেন উৎক্রমণ না হয়। হে কুরুনন্দন! মুনিরা কীর্ত্তন করেন যে, এই এক প্রয়াগ তীর্থেই ষষ্টি কোটি দশ সহস্র তীর্থের সান্নিধ্য আছে। বেদত্রয় ও আত্ম বিদ্যা এই চতুর্ব্বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির এবং সত্যবাদী দিগের যে পুণ্য জন্মে, গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে স্নান করিলেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে। সেই স্থানেই ভোগবতী নামক বাসুকি তীর্থ আছে, তাহাতে যে ব্যক্তি অভিষিক্ত হয়, সে অশ্বমেধের ফল লাভ করিতে পারে। হে কুরুনন্দন! ঐ প্রয়াগ স্থিত গঙ্গায় ত্রৈলোক্য বিখ্যাত যে হংস প্রপতন তীর্থ আছে, তাহা দশ অশ্বমেধের ফল দায়ক হয়। গঙ্গার যে কোন স্থানে হউক, অবগাহন করিলেই তাহা কুরুক্ষেত্রের তুল্য ফলপ্রদ হয়; কনখল তীর্থ তদপেক্ষাও বিশেষ ফলপ্রদ; পরন্তু প্রয়াগ তীর্থ সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও পরম ফল জনক। কোন ব্যক্তি শত দুষ্কর্ম্ম করিয়াও যদি গঙ্গায় অভিষিক্ত হয়, তবে যে রূপ অগ্নি কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তাহার ন্যায়, গঙ্গাজল তাহার সেই শত দুষ্কর্ম্ম দগ্ধ করে। সত্য যুগে সমস্ত তীর্থ, ত্রেতা যুগে পুষ্কর তীর্থ, দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্র এবং কলি যুগে গঙ্গা তীর্থ পুণ্যপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুষ্করে তপস্যা, মহালয়ে দান, মলয়াচলে অগ্নিপ্রবেশ ও ভৃগুতুঙ্গে অনশন করিতে হয়, কিন্তু যে জীব পুষ্করে, কুরুক্ষেত্রে, গঙ্গায় বা প্রয়াগে, স্নান মাত্র করে, সে পূর্ব্বতন ও অধস্তন সপ্ত পুরুষকে পরিত্রাণ করে। যে ব্যক্তি গঙ্গানাম কীর্ত্তন করে, গঙ্গা তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করেন, যে ব্যক্তি গঙ্গা দর্শন করে, গঙ্গা তাহাকে মঙ্গল প্রদান করেন এবং যে ব্যক্তি গঙ্গা জলে অবগাহন বা গঙ্গা জল পান করে, গঙ্গা তাহার সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কুল পবিত্র করেন। হে রাজন্! মনুষ্য পুণ্য তীর্থ ও পুণ্য

আয়তন সকল সেবন করিলে পুণ্য লাভ করিয়া যে প্রকার স্বর্গ ভাগী হয়, সেই প্রকার, যে মনুষ্যের অস্থি যত কাল গঙ্গাজলে সংস্পৃষ্ট থাকে, সেই পুরুষ তত কাল স্বর্গ লোকে পূজিত হয়। গঙ্গা সদৃশ আর তীর্থ নাই, কেশবের পর আর দেবতা নাই এবং ব্রাহ্মণ হইতেও উৎকৃষ্ট বর্ণ আর নাই, ব্রহ্মা এই রূপ কহিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! যে দেশে গঙ্গা আছেন, সে স্থানকে তপোবন জ্ঞান করিবে, এবং সেই গঙ্গা তীর সমাশ্রিত ভূমিকে সিদ্ধ ক্ষেত্র বলিয়া বোধ করিবে।

হে কুরুবংশাবতংস! যথার্থ রূপে কথিত এই তীর্থ বিবরণ দ্বিজাতি, সাধু, সন্তান, সুহৃৎ, শিষ্য ও অনুগত ব্যক্তিদিগের শ্রবণকুহরে উপদেশ করিবে। এই তীর্থ বর্ণন উপাখ্যান ধন্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পবিত্রকর, পুণ্য ও স্বর্গ জনক, রমণীয়, পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট ধর্ম্মোৎপাদক। মহর্ষিগণের গোপনীয় ও সর্ব্ব পাপ প্রমোচন এই তীর্থ বর্ণন প্রকরণ দ্বিজগণ মধ্যে পাঠ করিলে মনুষ্য নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে পারে। শত্রু প্রশমন, স্বর্গজনক, মেধাকর, কল্যাণদায়ক, শ্রীযুক্ত, পবিত্র ও অগ্রগণ্য এই তীর্থবংশানুকীর্ত্তন অপুত্র ব্যক্তি পাঠ করিলে পুত্র লাভ করে, অধন ব্যক্তি পাঠ করিলে ধনবান্ হয়, ক্ষত্রিয় পাঠ করিলে পৃথিবী জয় করে, বৈশ্য পাঠ করিলে অর্থ প্রাপ্ত হয়, শূদ্রজাতি পাঠ করিলে মনোভিলষিত কাম্য ভোগ করে, এবং ব্রাহ্মণ পাঠ করিলে সংসার সাগরের পারগামী হয়। যে মানব শুচি হইয়া এই তীর্থ সকলের পুণ্য ফল নিত্য নিত্য শ্রবণ করে, সে আপনার পূর্ব্বতন বহুল জন্ম স্মরণ করিতে পারে এবং স্বর্গ লোকে আনন্দিত হয়। যে সমস্ত তীর্থ কীর্ত্তন করিলাম, তন্মধ্যে সুগম্য ও দুর্গম্য উভয় প্রকার তীর্থই আছে, ইহাতে সর্ব্ব তীর্থদর্শনাভিলাষী ব্যক্তি দুর্গম্য তীর্থে মনে মনেও গমন করিবে। এই সকল তীর্থে বসুগণ, আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং দেবকল্প ঋষিবৃন্দ সুকৃতার্থী হইয়া স্নান করিয়াছেন। হে সুব্রত কুরুনন্দন! তুমিও সংযত হইয়া এই বিধানানুসারে পুণ্য দ্বারা পুণ্য বৃদ্ধি করত তীর্থ যাত্রা কর। শাস্ত্রদর্শী সাধুদিগের ইন্দ্রিয় শুদ্ধি, আস্তিক্যভাব ও শ্রুতি দৃষ্টি থাকায় সেই সকল তীর্থের দর্শন ঘটিয়া থাকে। হে কৌরব! অব্রতী, অবশীকৃত চিত্ত, অশুচি, তস্কর বা ক্রূর-চিত্ত মনুষ্য তীর্থস্নান করে না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি ধর্ম্মার্থদর্শী এবং তোমার চরিত্রও অতি পবিত্র, সুতরাং তুমি স্বকীয় ধর্ম্ম দ্বারা পিতৃ, পিতামহ ও প্রপিতামহগণ, ব্রহ্মাদি দেব সমুদয় এবং ঋষিদিগকে পরিতোষ করিয়াছ। হে ইন্দ্রসম ভীষ্ম! তুমি বসু লোক প্রাপ্ত হইবে এবং মহীমণ্ডলে চিরস্থায়িনী মহতী কীর্ত্তি লাভ করিবে।

নারদ কহিলেন, ভগবান্ পুলস্ত্য ঋষি প্রীত চিত্তে ভীষ্মকে এবম্প্রকার বলিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রীত হইয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। হে কুরুশার্দ্দূল! শাস্ত্রতত্ত্বার্থদর্শী ভীষ্মও পুলস্ত্য ঋষির আদেশানুসারে পৃথিবী পরিক্রম করিলেন এবং উক্ত প্রকারে সর্ব্ব পাপ নাশিকা মহাপুণ্য জনিকা তীর্থযাত্রা প্রতিষ্ঠান নগরে সমাপন করেন। যে নর এই বিধি অনুসারে পৃথিবী পর্য্যটন করিবে, সে পরকালে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের মুখ্য ফল উপভোগ করিবে। হে পার্থ! পূর্ব্বে কুরুপ্রবর ভীষ্ম যে প্রকার ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, তুমি তাহা হইতেও অষ্টগুণ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। হে ভারত! উক্ত তীর্থ সকল রাক্ষসগণে বিকীর্ণ, এপ্রযুক্ত সেই সকল তীর্থে তোমা ব্যতিরেকে অন্যের গমন সম্ভাবনা নাই। মহারাজ! যে ব্যক্তি দেবর্ষি পুলস্ত্য কথিত এই সর্ব্ব তীর্থ বিবরণ অহর্ম্মুখে গাত্রোত্থান করিয়া পাঠ করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। মহারাজ! মহর্ষি বাল্মীকি, কাশ্যপ, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, বিশ্বামিত্র, গৌতম, অসিত, দেবল, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, উদ্দালক, সপুত্র শৌনক, তাপসশ্রেষ্ঠ ব্যাস, মুনি প্রধান দুর্ব্বাসা, মহাতপা জাবালি, এই

সকল তপোধন ঋষি প্রধান সর্ব্বদাই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব তুমি ঐ সকল ঋষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া ঐ সকল তীর্থে অনুসরণ করিবে, এবং লোমশ নামে প্রসিদ্ধ অমিত তেজস্বী ঋষি তোমার নিকট আসিবেন, তাঁহার এবং আমার সহিত ঐ সকল তীর্থে ক্রমে ক্রমে গমন করিবে; তাহা হইলে তুমি মহাভিষ রাজার ন্যায় মহতী কীর্ত্তি লাভ করিবে। হে রাজশার্দ্দুল! যে প্রকার ধর্ম্মাত্মা রাজা যযাতি ও পুরূরবা ধর্ম্ম-শোভিত ছিলেন, সেই প্রকার তুমিও স্বীয় ধর্ম্মে শোভা পাইতেছ। তুমি ভুবন বিখ্যাত রাজা ভগীরথ ও রামের ন্যায় সমস্ত রাজা হইতে সূর্য্যসম প্রভাশালী, এবং যে প্রকার মনু, ইক্ষ্বাকু, মহাযশা পুরু ও বৈণ্য ভুবন বিশ্রুত ছিলেন, তুমিও সেই প্রকার। যে রূপ পূর্ব্ব কালে দেবরাজ বৃত্রহা অরাতিকুল দগ্ধ করত বিগতজ্বর হইয়া ত্রৈলোক্য পালন করেন, সেই রূপ তুমিও শত্রু ক্ষয় করিয়া প্রজা পালন করিবে। হে রাজীবলোচন! তুমি কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ন্যায় স্ব ধর্ম্মে এই বসুন্ধরা জয় পূর্ব্বক লাভ করিয়া ধর্ম্ম দ্বারাই খ্যাতি লাভ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ নারদ ঋষি রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই প্রকারে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির তীর্থ যাত্রার বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া ঋষিদিগের নিকট তীর্থ যাত্রাশ্রিত পুণ্যের বিষয় প্রত্যাবেদন করিতে লাগিলেন।

নারদ প্রস্থান প্রস্তাবে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৫।

ধৌম্য যুধিষ্ঠির সংবাদ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির ধীমান্ নারদের ও ভ্রাতাদিগের মত জানিয়া পিতামহ-সম ধৌম্যকে কহিতে লাগিলেন, হে তপোধন! আমি অস্ত্র নিমিত্তে পুরুষ-প্রধান সত্যপরাক্রম অমিত-ধৈর্য্য মহাবাহু অর্জ্জুনকে বিবাসিত করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! সেই বীর অস্ত্র বিষয়ে অত্যন্ত কৃতী ও সমর্থ, এমন কি, কৃষ্ণ সদৃশ ক্ষমতাবান্ অথচ আমার প্রতি অনুরক্ত। আমি যেমন কৃষ্ণ ও জিষ্ণু উভয়কে তুল্য পরাক্রমী ও অরাতিঘাতী বলিয়া জানি, প্রতাপবান্ ব্যাসও সেই রূপ জানেন। এই বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে মূর্ত্তি ভেদে ত্রিযুগবর্ত্তী ও বিষ্ণু বলিয়া জানি; দেবর্ষি নারদও এই রূপ জানেন; তিনি আমার সকাশে সর্ব্বদা এই রূপই কহিয়াছেন। আমি ইহাঁদিগকে নর নারায়ণ ঋষি বলিয়া অবগত আছি, এ প্রযুক্তই অর্জ্জুনকে সমর্থ জানিয়া প্রেরণ করিয়াছি। দেব তনয় বীভৎসু ইন্দ্র হইতে অবর নহে, এই হেতু তাহাকে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট হইতে অস্ত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ বলিয়াই আমি বিবাসিত করিয়াছি। পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ, ইহাঁরা উভয়েই অতিরথ; কৃপাচার্য্য ও দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, ইহাঁরাও অনায়াস-জেতব্য নহেন; এই সকল মহারথদিগকে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্য্যোধন যুদ্ধার্থে বরণ করিয়াছে; ইহাঁরাও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে সর্ব্বদাই অভিলাষ করিয়া থাকেন; ইহাঁরা সকলেই বেদবেত্তা, শূর, সর্ব্বাস্ত্র পারগ, এবং মহাবল পরাক্রান্ত; সূতপুত্র কর্ণও দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ নিপুণ ও মহারথ; শর রূপ শিখা সমূহে সমন্বিত, তল শব্দে শব্দযুক্ত, রণাঙ্গণের উত্থিত ধূমে ধূমিত, যুগান্ত কালীন মহানল স্বরূপ, অস্ত্র বেগ বিষয়ে পবনের ন্যায় বলশালী সেই কর্ণ কাল-প্রেরিতের ন্যায়, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র স্বরূপ অনিল দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া অস্ত্র নিচয়ের সম্পাত রূপ স্বকীয় সম্পাত দ্বারা আমার সৈন্যময় তৃণরাশি দগ্ধ করিবে, সংশয় নাই; কিন্তু শ্বেতবাজি স্বরূপ বক শ্রেণী ও গাণ্ডীব রূপ ইন্দ্রধনু দ্বারা শোভিত এবং দিব্যাস্ত্র স্বরূপ বজ্রাগ্নি বিশিষ্ট অর্জ্জুন স্বরূপ উদিত মহামেঘ, যুদ্ধ ক্ষেত্রে কৃষ্ণ সমীরণে

উদ্ধৃত হইয়া উৎসাহ সহকারে শর রূপ জলধারা নিকর দ্বারা সেই সুদীপ্ত কর্ণ পাবককে নির্ব্বাপিত করিবে। সেই শত্রু পুরঞ্জয়ী অর্জ্জুন সাক্ষাৎ বাসব হইতে অবশ্যই সমস্ত দিব্যাস্ত্র সম্যক্ রূপে সঞ্চয় করিবে। আমার বোধ হয়, সেই সকল বীরদিগের নিকট অর্জ্জুনই সমর্থ; তদ্ব্যতীত অতিকৃতার্থ দুর্য্যোধন প্রভৃতি বিপক্ষ পক্ষকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে উপায়ান্তর আর নাই। আমরা সকলে অর্জ্জুনকে গৃহীতাস্ত্র দেখিব, যেহেতু অর্জ্জুন কোন বিষয়ের ভার লইয়া বিষণ্ন হয় না। কিন্তু হে তাপসশ্রেষ্ঠ! সেই নরপুঙ্গব বীর ধনঞ্জয় বিনা এই কাম্যক বনে দ্রৌপদীকে লইয়া বাস করিতে আমাদিগের মন স্থির হইতেছে না, অতএব আপনি অন্য কোন বহু ভক্ষ্য যুক্ত, ফলশালী, পবিত্র, রমণীয় ও পুণ্যাত্মা কর্ত্তৃক সেবিত বন আদেশ করুন, যে স্থানে আমরা কিয়ৎ কাল বাস করত, বৃষ্টি-কাম ব্যক্তিদিগের অম্বুদ প্রতীক্ষার ন্যায়, অমোঘ পরাক্রান্ত সেই বীর অর্জ্জুনের প্রতীক্ষা করিতে পারি। হে ব্রহ্মন্! আপনি দ্বিজাতিদিগের নিমিত্তে অঙ্গীকৃত কতক গুলি আশ্রম, সরোবর, নদী ও রমণীয় পর্ব্বত উল্লেখ করুন; সেই অর্জ্জুন ব্যতীত এই কাম্যক বনে বাস করিতে আমার আর অভিরুচি হয় না, অতএব আমরা অন্য দিকে গমন করিব।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধিষণ সদৃশ ধিষণাসম্পন্ন ধৌম্য সেই সকল পাণ্ডবদিগকে উৎকলিকাকুলিত ও দীন চিত্ত দেখিয়া আশ্বাস প্রদান করত কহিতে লাগিলেন, হে অনঘ ভরতর্ষভ! আমি ব্রাহ্মণদিগের অনুমত ও পুণ্য-জনক কতক গুলি আশ্রম, তীর্থ, দিক্ ও পর্ব্বত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন, আপনি এই দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণের সহিত যাহা শ্রবণ করিলে শোক বিমুক্ত হইতে পারিবেন। হে নরেশ্বর! আপনি সেই সকল স্থান শ্রবণ মাত্রেই পুণ্য লাভ করিতে পারিবেন, এবং সেই সকল তীর্থে গমন করিলে তাহার শত গুণ পুণ্য প্রাপ্ত হইবেন। হে রাজন্! আমার যেমন স্মরণ হয়, তদনুসারে আমি প্রথমত রাজর্ষিগণ সেবিত রমণীয় পূর্ব্ব দিকের কথা বলিতেছি, দেবর্ষিগণ সেবিত সেই পূর্ব্ব দিকে নৈমিষ নামে তীর্থ আছে, যাহাতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেবতাদিগের পুণ্য তীর্থ সকল রহিয়াছে এবং দেবর্ষি সেবিত রমণীয় গোমতী নদী, দেবতাদিগের যজ্ঞায়তন ও সূর্য্যের পশুবন্ধন যূপ আছে। অপর, ঐ প্রাচী দিকে রাজর্ষি-সৎকৃত পুণ্য-জনক গয় নামক এক প্রধান গিরি আছে, যে স্থলে দেবর্ষিগণ সেবিত মঙ্গল জনক ব্রহ্ম সরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে। হে পুরুষব্যাঘ্র! প্রাচীনেরা যে নিমিত্তে এই রূপ কীর্ত্তন করেন যে, মনুষ্য বহু পুত্রের কামনা করিবে, কেননা বহু পুত্র হইলে যদি তাহাদিগের মধ্যে এক জন গয়ায় গমন বা অশ্বমেধ যাগ কিম্বা নীল বৃষ উৎসর্গ করে, তাহা হইলে পূর্ব্বতন দশ পুরুষ ও অধস্তন দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইতে পারিবে। হে নৃপ! সেই স্থানেই এক মহানদী ও গয় শির আছে, ঐ গয় শিরে যে একটি বট-বৃক্ষ আছে, বিপ্রগণ ঐ বট বৃক্ষকে অক্ষয় বট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যেহেতু ঐ স্থানে পিতৃ লোক উদ্দেশে অন্ন দান করিলে তাহা অক্ষয় ফলদ হয়। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! উক্ত মহানদী ফল্গু নামে প্রসিদ্ধ। আর ঐ প্রদেশে বহু ফল মূল বতী কৌশিকী নদী আছে, যাহাতে বিশ্বামিত্র মুনি তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েন। হে তাত! ঐ প্রদেশে পুণ্য নদী গঙ্গা আছেন, যাঁহার তীরে ভগীরথ বহু দক্ষিণক অনেক যজ্ঞ করেন। হে কৌরব্য! ঐ পূর্ব্ব দিক্ স্থিত পাঞ্চাল রাজ্যে উৎপলাবন আছে, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন; ঐ উৎপলাবনে পুত্রের সহিত কুশিক-নন্দন বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং যে স্থানে ভগবান্ জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম পশ্চাদুক্ত বিশ্বামিত্রের অতিমানুষী বিভূতি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার

আনুপূর্ব্বী ক্রমে বংশ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; বিশ্বামিত্র কান্যকুব্জে বাসবের সহিত সোম পান করেন, তৎপরে তিনি ক্ষত্রিয়জাতি হইতে অপক্রান্ত হয়েন এবং “আমি ব্রাহ্মণ,” এইরূপ কীর্ত্তন করেন। হে বীর! ঐ পূর্ব্ব দিকেই ঋষি গণ সেবিত পবিত্রকর পুণ্য জনক লোক বিখ্যাত পরম পাবন গঙ্গা যমুনা সঙ্গম আছে, যে স্থানে পূর্ব্ব কালে ভূতাত্মা ব্রহ্মা যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান প্রয়াগ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হে ভরত সত্তম! ঐ প্রদেশেই অগস্ত্য ঋষির উৎকৃষ্ট আশ্রম, তাপসগণে পরিশোভিত প্রসিদ্ধ তাপসারণ্য এবং কালঞ্জর গিরিতে হিরণ্যবিন্দু নামে কথিত তীর্থ আছে। হে কুরুরাজ! ঐ পূর্ব্ব দিকেই মহাত্মা ভার্গবের মহেন্দ্র নামে কল্যাণপ্রদ পুণ্য জনক অপর এক পর্ব্বত প্রধান রহিয়াছে, তথায় ব্রহ্মা পূর্ব্ব কালে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! ঐ দিকেই পুণ্যজনিকা ভাগীরথী, মণিকর্ণিকাতে প্রবিষ্টা হইয়াছিলেন এবং নিষ্পাপী পুরুষ মণ্ডলীতে পরিব্যাপ্ত পুণ্যপ্রদ প্রসিদ্ধ ব্রহ্মশালা আছে, তদ্দর্শনে পুণ্য উপার্জ্জন হয়। এবং মহাত্মা মতঙ্গের লোক বিখ্যাত, পবিত্র ও মঙ্গল দায়ক, কেদার আছে, তাহা মহান্ ও উৎকৃষ্ট আশ্রম। আর, বহু মূল ফল জল সম্পন্ন ও মনোরম্য, কুণ্ডোদ নামে এক পর্ব্বত রহিয়াছে, যেখানে নিষধাধিপতি নল তৃষিত হইয়া জল প্রাপ্ত হয়েন এবং স্বাস্থ্য লাভ করেন। হে ভারত! তাপসগণে উপশোভিত রমণীয় দেবারণ্য, পর্ব্বতোপরি বাহুদা ও নন্দা নদী আছে। হে মহারাজ! আমি পূর্ব্ব দিক্ স্থিত তীর্থ, সরিৎ, শৈল ও পুণ্যাশ্রম সকল আপনার নিকট বর্ণন করিলাম, এক্ষণে অন্য তিন দিকে যে সমস্ত সরিৎ, পর্ব্বত ও পুণ্যায়তন আছে, তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

ধৌম্য কহিলেন, হে ভারত! দক্ষিণ দিকে যে সকল তীর্থ আছে, তাহা আমি যথা বুদ্ধি বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দক্ষিণ দিকে বহু সলিল সম্পন্না পুণ্য ও মঙ্গল দায়িনী গোদাবরী নদী আছে, ঐ নদীর সমীপে বহুল উপবন শোভা পাইতেছে, এবং তাপস গণ তাহা সেবন করিয়া থাকেন। অপর, মৃগ পক্ষি সমাকীর্ণা পাপনাশিনী বেণ্না ও ভীমরথী এই দুইটি তরঙ্গিণী প্রবহমানা রহিয়াছে; সেই উভয় নদীই তাপসগণের আলয় সমূহে বিভূষিত। হে ভরতর্ষভ! ঐ দিকেই নৃগরাজর্ষির দ্বিজগণ পরিষেবিত, বহু বারি সম্পন্ন, রম্য তীর্থ, পয়োষ্ণী নামে একটি নদী আছে, সেই স্থলে মহাযশস্বী মহাযোগী মার্কণ্ডেয়, নৃগ ভূপতির বংশানুকীর্ত্তনী গাথা গান করিয়াছিলেন। আমরা যাজ্ঞিক নৃগ ভূপালের এই প্রত্যক্ষ বিষয় শ্রবণ করিয়াছি যে, সেই পয়োষ্ণী সমীপস্থ উৎকৃষ্ট বারাহ তীর্থে তিনি যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ঐ যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্র সোম পান করিয়া এবং ব্রাহ্মণেরা প্রচুর দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া মত্ত প্রায় হইয়াছিলেন। পয়োষ্ণী নদীর জল উদ্ধৃত বা ভূতলস্থ কিম্বা বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া যদি শরীরে সংলগ্ন হয়, তাহা হইলেও আমরণান্তিক পাপ নষ্ট হয়। সেই স্থলে স্বর্গ হইতেও উচ্চ ও নির্ম্মল, মহাদেবের স্বয়ং কৃত ও অর্পিত যে একটি বস্তু আছে, মনুষ্য তাহা দর্শন করিলে শিবপুরীতে গমন করিতে পারে। সলিল সম্পন্না গঙ্গাদি যাবতীয় নদী এবং এক পয়োষ্ণী নদী তুলনা করিলে পয়োষ্ণীকে সমস্ত নদী হইতে অধিকতর পুণ্য জনিকা বলিয়া আমার বোধ হয়। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! বরুণস্রোতস গিরিতে মাঠরের বহু মূল ফলান্বিত, সুখসেব্য ও পুণ্য জনক অরণ্য ও একটি যূপ আছে, এবং প্রবেণীর উত্তর পথে কণ্ব মুনির আশ্রমে, ঋষি গণ কর্ত্তৃক যথাশ্রুতি কথিত তাপসারণ্য সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। হে তাত! সুর্পারক তীর্থে মহাত্মা জমদগ্নির রমণীয় পাষাণতীর্থা ও পুনশ্চন্দ্রা এই দুই বেদী আছে, এবং সেই স্থানেই বহুল

আশ্রমে সমাকীর্ণ অশোক তীর্থ আছে। হে যুধিষ্ঠির! দ্রাবিড় দেশের অন্তর্গত পাণ্ড্য প্রদেশে অগস্ত্য তীর্থ ও বারুণ তীর্থ আছে, এবং ঐ পাণ্ড্য দেশেই বিখ্যাত পবিত্র কুমারী তীর্থ রহিয়াছে। হে কৌন্তেয়! অতঃপর, তাম্রপর্ণীর বিবরণ কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন, তত্রত্য আশ্রমে দেবতারা মোক্ষ কামনায় তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই স্থলে গোকর্ণ নামে ত্রিলোক প্রসিদ্ধ হ্রদ আছে, তাহা পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর এবং তাহার জল সুশীতল ও প্রচুর। ঐ হ্রদ অকৃতাত্মা মনুষ্যদিগের অতি দুষ্প্রাপ্য। সেই স্থলেই পবিত্র দেবসভ গিরিতে অগস্ত্য-শিষ্যের তৃণসোমাঙ্কিত, ফল মূলান্বিত, সম্পত্তিশালী আশ্রম রহিয়াছে এবং বৈদূর্য্য পর্ব্বত যে আছে, তাহা মণিময়, সুদৃশ্য, সুখকর ও বহু ফল মূল জল শালী; সেই পর্ব্বত অগস্ত্য মুনির আশ্রম।

হে নরাধিপ! এক্ষণে সুরাষ্ট্র দেশীয় পুণ্য আয়তন, আশ্রম, সরিৎ ও সরোবরের বিবরণ বলি, শ্রবণ করুন। হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণেরা কহেন যে, এই সুরাষ্ট্রে সাগর সমীপে চমসোদ্ভেদ ও দেবগণ সেবিত প্রভাস তীর্থ আছে। এবং ঐ স্থলে তাপসদিগের ব্যবহৃত শিবপ্রদ পিণ্ডারক তীর্থও আছে। হে যুধিষ্ঠির! ঐ অঞ্চলে উজ্জয়ন্ত নামক এক মহাশিখরী আছে, তাহাতে মনুষ্য শীঘ্র সিদ্ধ হয়; ধীসম্পন্ন দেবর্ষি নারদ তদ্বিষয়ে যে শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের শ্রুত হইয়াছে, সেই পুরাতন শ্লোক বলিতেছি, শ্রবণ করুন, মনুষ্য সুরাষ্ট্র দেশে মৃগ পক্ষি নিষেবিত পুণ্য উজ্জয়ন্ত গিরিতে তপস্যা করিলে স্বর্গ লোকে পূজিত হয়। এবং সেই প্রদেশে পুণ্যজনক দ্বারবতী তীর্থ আছে, যাহাতে সাক্ষাৎ পুরাতন দেব মধুসূদন বিরাজ করেন; তিনিই সনাতন ধর্ম্ম স্বরূপ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ও অধ্যাত্মবিৎ ব্যক্তিরা সেই মহাত্মা কৃষ্ণকে সনাতন ধর্ম্ম স্বরূপ বলিয়া থাকেন; যত পবিত্র বস্তু আছে, তাহার মধ্যে সেই গোবিন্দ পরম পবিত্র; যত পুণ্য আছে, তাহার মধ্যে তিনি পরম পুণ্য; এবং যত প্রকার মঙ্গল আছে, তন্মধ্যে তিনিই পরম মঙ্গল স্বরূপ; ত্রৈলোক্য মধ্যে সেই পুণ্ডরীকাক্ষই দেবগণের দেবতা ও সনাতন পুরুষ; এবং তিনিই জীবাত্মা ও পরমাত্মা; সুতরাং তাঁহাকে ব্যয়াত্মা এবং অব্যয়াত্মা বলা যায়; এতাদৃশ অচিন্ত্যাত্মা মধুসূদন হরি সেই দ্বারবতীতে অধিষ্ঠিত আছেন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৮॥

হে ভরত-নন্দন! পশ্চিম দিক্স্থ অবন্তি রাজ্যে যে সকল পুণ্য-জনক পবিত্র আয়তন আছে, তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। হে ভারত! পশ্চিম দিকে প্রিয়ঙ্গু ও আম্র বনে উপশোভিত এবং বেত্র বন মালায় বিভূষিত পশ্চিমবাহিনী পুণ্যা নর্ম্মদা নদী আছে; হে কুরুবর! ত্রৈলোক্য মধ্যে যে সকল পুণ্য তীর্থ, আয়তন, সরিৎ, শৈল ও বন আছে, তাহারা এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ ও পুণ্যশীল সিদ্ধ, ঋষি ও চারণগণ ঐ নর্ম্মদা জলে স্নান করিতে নিয়ত আসিয়া থাকেন। এবং বিশ্বশ্রবা ঋষির পুণ্য নিকেতন আছে, যে স্থানে নরবাহন ধনপতি কুবের জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ দিকে কল্যাণ ও পুণ্য দায়ক, বৈদূর্য্য শিখর নামে এক প্রধান পর্ব্বত আছে, সে স্থানে হরিৎ বর্ণ পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষ সকল রহিয়াছে, তাহাতে সকল সময়েই পুষ্প ও ফল হইয়া থাকে। হে অবনীপাল! সেই শৈল শিখরে দেবগন্ধর্ব্ব সেবিত যে এক পুণ্য সরোবর আছে, তাহাতে পদ্ম পুষ্প সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। মহারাজ! সেই পর্ব্বতে অনেক আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। হে পরপুরঞ্জয়! দেবর্ষিগণ সেবিত স্বর্গ সদৃশ সেই পুণ্য স্থানে পবিত্র সোপান বিশিষ্ট পুণ্যজনিকা বিশ্বামিত্র নদী প্রবহমানা আছে, যাহার তীরে প্রসিদ্ধ রাজা নহুষাত্মজ যযাতি সাধুগণ মধ্যে পতিত হয়েন, ও পুনরায় সনাতন ধর্ম্ম্য-লোক লাভ করেন। এবং লোক বিখ্যাত পুণ্য হ্রদ, মৈনাক পর্ব্বত, বহু মূল

ফল যুক্ত, অসিত নামে গিরি, কক্ষসেনের পুণ্যাশ্রম ও চ্যবন ঋষির সর্ব্বত্র বিখ্যাত আশ্রম আছে; হে প্রভো! সেই আশ্রমে মনুষ্য অল্প তপস্যা করিলেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। হে শমপরায়ণাগ্রগণ্য নরনাথ! বিশুদ্ধাত্মা ঋষিগণের আশ্রম স্থল, মৃগ পক্ষি নিষেবিত জম্বুমার্গ আছে। তাহার পরে, নিরন্তর তাপসগণে অধিষ্ঠিতা পুণ্যতমা কেতুমালা, গঙ্গাদ্বার, দ্বিজ নিষেবিত বিখ্যাত পুণ্যজনক সৈন্ধবারণ্য ও পুষ্কর নামে প্রসিদ্ধ পিতামহ-সরোবর আছে। ঐ পুষ্কর তীর্থে বানপ্রস্থ, সিদ্ধ ও ঋষি গণের প্রিয় আশ্রম রহিয়াছে, সেই পুষ্করকে আশ্রয় করিবার নিমিত্তে প্রজাপতি ব্রহ্মা তথায় এই গাথা গান করিয়াছিলেন, মনস্বী পুরুষ যদি এই পুষ্কর তীর্থ মনে মনেও কামনা করে, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি নিষ্পাপী হইয়া সুর লোকে পূজিত হয়।

ঊন নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৯।

হে রাজশার্দ্দূল! উত্তর দিকে যে সকল পুণ্য তীর্থ ও পুণ্যায়তন আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন, ইহা শ্রবণ করিলে শুভকরী শ্রদ্ধা জন্মে। হে পাণ্ডব! উত্তর দিকে সমুদ্রগামিনী মহাবেগবতী সোপান শোভিতা মহাপুণ্যা সরস্বতী ও যমুনা তটিনী আছে, যে স্থানে কল্যাণ দায়ক পুণ্যতম প্লক্ষাবতরণ তীর্থ রহিয়াছে, তথায় দ্বিজাতিগণ সারস্বত যাগ করিয়া অবভৃথ স্নান করেন। হে বিশুদ্ধশীল ভারত! অগ্নিশির নামে বিখ্যাত, শিব দায়ক ও পুণ্য জনক দিব্য তীর্থ আছে, সেই তীর্থে রাজা সহদেব এক শম্যানিপাত পরিমিত স্থানে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! দেবরাজ ইন্দ্র সহদেবের প্রশংসিত উক্ত যজ্ঞ বিষয়ের গাথা গান করিয়াছিলেন। ঐ গাথা দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক গীত হওয়াতে লোক মধ্যে প্রচলিত আছে। হে কুরুশার্দ্দূল! তথায় যমুনাতে রাজা সহদেব যে সকল যজ্ঞীয় অগ্নি সেবা করিয়াছিলেন, তাহাতে শত সহস্র দক্ষিণা প্রদান করা হইয়াছিল। এবং ঐ স্থানে মহাযশা চক্রবর্ত্তী রাজা ভরত পঞ্চত্রিংশৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে তাত! শ্রুত আছে যে, পূর্ব্ব কালে শরভঙ্গ মুনি দ্বিজাতিদিগের কামনা সম্পূর্ণ রূপে সম্পাদন করিতেন; সেই মহাত্মা শরভঙ্গের বিখ্যাত পুণ্যাশ্রম এই উত্তর দিকেই রহিয়াছে। মহারাজ! তথায় সাধুগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর পূজিতা সরস্বতী নদী আছে, যে খানে পূর্ব্বকালে বালিখিল্য ঋষিগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এবং মহাপুণ্য জনিকা বিখ্যাত নদী দৃষদ্বতী আছে। ধরণী মধ্যে ন্যগ্রোধাখ্য, পুণ্যাখ্য, পাঞ্চাল্য, দাল্‌ভ্যঘোষ ও দাল্‌ভ্য এই কয়েকটি স্থান অমিত তেজস্বী মহাত্মা সুব্রত আনন্দযশার পুণ্যাশ্রম বলিয়া ত্রিলোক বিশ্রুত হইয়াছে। এবং সেই প্রদেশে বেদার্থজ্ঞানী বেদাধ্যয়ন নিপুণ ও বেদবিহিত কার্য্যাচারী বিখ্যাত এতাবর্ণ ও অববর্ণ উভয়ে পুণ্য-জনক প্রধান প্রধান যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পুরা কালে বরুণ বাসব প্রভৃতি বহুল দেবতা বিশাখযূপে আসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, একারণ ঐ বিশাখযূপ পুণ্যতম হইয়াছে। মহাযশা মহাভাগ মহর্ষি প্রভু জমদগ্নি পুণ্য জনক সুরম্য পলাশকে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ পলাশকে প্রধান প্রধান সমস্ত সরিৎ নিজ নিজ উদক গ্রহণ পূর্ব্বক সেই ঋষিসত্তমের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করত উপাসনা করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! ঐ স্থলে স্বয়ং বিশ্বাবসু তৎকালে মহাত্মা জমদগ্নির দীক্ষা দেখিয়া এই রূপ শ্লোক গান করিয়াছিলেন যে, সরিৎগণ যাজ্ঞিকবর মহাত্মা জমদগ্নির সকাশে আগমন পূর্ব্বক বিপ্রগণকে মধু দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছেন। হে যুধিষ্ঠির! যে স্থানে গঙ্গা দেবী গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও অপ্সরগণের পরিষেবিত, কিরাত ও কিন্নরদিগের আবাস স্থল, শিখরিশ্রেষ্ঠ হিমালয় বিদারণ করিয়া বেগে নির্গতা হইয়াছেন, সে স্থানের নাম গঙ্গাদ্বার। হে কুরুনন্দন! সনৎকুমার, ব্রহ্মর্ষিগণের

সেবিত ঐ স্থানকে ও কনখল তীর্থকে পুণ্য স্থান বলিয়া চিন্তা করিয়া থাকেন। অপর, পুরু নামক পর্ব্বত আছে, যেখানে পুরূরবা জন্ম গ্রহণ করেন, এবং মহর্ষিগণ সেবিত ঐ পর্ব্বতে ভৃগু তপস্যা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তে তত্রস্থিত আশ্রম মহাগিরি ভৃগুতুঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে ভরতর্ষভ! যিনি অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান কালত্রয় স্বরূপ এবং যিনি বিশ্বব্যাপক, সামর্থ্যবান্, শাশ্বত ও পুরুষোত্তম; সেই অতিমাত্র যশস্বী নারায়ণের ত্রিলোক বিশ্রুত আশ্রম, ঐ পর্ব্বতস্থ বিশালা বদরীতে বিখ্যাত রূপে বিদ্যমান আছে। ঐ বিশাল বদরিকাশ্রমের গঙ্গা পূর্ব্ব কালে শীতল ও উষ্ণ তোয় প্রবাহিনী ছিলেন, এবং তথাকার বালুকা সকল সুবর্ণময় ছিল। ঐ স্থলে মহাতেজস্বী মহাভাগ ঋষি ও দেবগণ প্রভু নারায়ণ দেবকে প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত নমস্কার করেন। যেখানে সনাতন দেব পরমাত্মা নারায়ণ বিরাজমান, সেখানে সকল তীর্থায়তন ও সমস্ত জগৎই আবির্ভূত রহিয়াছে, যেহেতু সেই নারায়ণই পুণ্য স্বরূপ, পরম ব্রহ্ম, যাবতীয় তীর্থ ও তপোবন; এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ও পরম দেবতা; তাঁহার উৎকৃষ্ট শাসনেই ভূতগণ স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে; তিনি পরম ও শাশ্বত রূপ; তিনি ধাতা এবং তিনিই পরম পদ; জ্ঞানীগণ তাঁহাকে শাস্ত্র নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া শোক হইতে উত্তীর্ণ হন; মহারাজ! এবম্ভূত আদিদেব মহাযোগী মধুসূদন যেখানে আবির্ভূত রহিয়াছেন, সুতরাং তথায় দেবর্ষি, সিদ্ধ ও তপোধন সকলেই যে, থাকিবেন, ইহাতে আর সংশয় কি? অতএব সেই আশ্রমটি যে, পুণ্য হইতেও পুণ্যতর, তাহাতে যেন আপনার সংশয় না হয়। হে ধরণীনাথ! ধরণীস্থ এই সমস্ত পুণ্য তীর্থায়তন কীর্ত্তন করিলাম; বসু গণ, সাধ্য গণ, আদিত্য গণ, মরুৎ গণ, অশ্বিনী কুমার দ্বয় এবং দেবকল্প মহাত্মা ঋষি গণ এই সকল স্থান সেবা করিয়াছেন। আপনি মহাভাগ ভ্রাতৃ গণ ও ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া এই সকল তীর্থে বিচরণ করিলে আপনার উৎকণ্ঠা দূর হইবে।

ধৌম্য যুধিষ্ঠির সংবাদ ও নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯০।

লোমশ যুধিষ্ঠির সংবাদ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কৌরব-নন্দন জনমেজয়! মহর্ষি ধৌম্য এই রূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে সুমহাতেজা লোমশ ঋষি তথায় উপস্থিত হইলেন। যে প্রকার সুরপুরীতে অমরগণ দেব রাজের সমীপস্থ হন, তদ্রূপ পারিষদ্ দিগের সহিত পাণ্ডবাগ্রজ রাজা যুধিষ্ঠির ও তত্রস্থ ব্রাহ্মণ বর্গ মহাভাগ ঋষিবরের সমীপস্থ হইলেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিয়া তাঁহার আগমনের হেতু ও পর্য্যটনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামনা মুনিবর পাণ্ডুপুত্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রীত চিত্তে মধুর বচনে পাণ্ডবগণের হর্ষোৎপাদন করত কহিতে লাগিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্ব লোকে সঞ্চরণ করিতে করিতে ইন্দ্র ভবনে উপনীত হইয়া দেখিলাম, দেবরাজ স্বকীয় সিংহাসনে অধ্যাসীন আছেন এবং ত্বদীয় ভ্রাতা বীর সব্যসাচী তাঁহার অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। হে পুরুষেন্দ্র! পার্থকে ইন্দ্রাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া আমার মহা বিস্ময় জন্মিয়াছিল। পরে, অমর-নিয়ন্তা আমাকে কহিলেন যে, তুমি পাণ্ডবদিগের নিকটে গমন কর। পরে, আমিও আপনকার ও আপনকার ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তে সত্বর হইয়া আগমন করিলাম! হে বৎস পাণ্ডুনন্দন! দেবরাজ ইন্দ্র ও মহাত্মা পার্থের কথা ক্রমে আপনার অতিমাত্র প্রীতি-জনক শুভ সংবাদ বলিতেছি, অনুজবর্গ ও দ্রুপদাত্মজার সহিত আপনি শ্রবণ করুন। মহারাজ! আপনার যে, অস্ত্র নিমিত্তে মহাবাহু অর্জ্জুনকে পাঠান হইয়াছিল, তাহা সফল হই-

য়াছে। ধনঞ্জয় ব্রহ্মশির নামে অনুপম রৌদ্রাস্ত্র রুদ্রের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাগর মন্থন কালে অমৃত উত্থিত হইলে পর সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র সমুত্থিত হয়; রুদ্র দেব তপস্যা করিয়া সেই অস্ত্র পাইয়াছিলেন। সব্যসাচী সেই রৌদ্র অস্ত্র মন্ত্র, উপসংহার ও মঙ্গলকর প্রায়শ্চিত্তের সহিত শিক্ষা করিয়াছেন। হে কুরুনন্দন! অমিত-বিক্রম পার্থ ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ দেবের নিকট হইতেও বজ্র ও দণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দিব্যাস্ত্র সকল লাভ করিয়াছেন, এবং বিশ্বাবসু-তনয়ের নিকট নৃত্য, গীত, বাদ্য ও সাম গান যথাবিধি রীতিমত শিক্ষা করিয়াছেন। আপনকার অনুজানুজ সেই বীভৎসু এই রূপে কৃতাস্ত্র হইয়া গান্ধর্ব্ব বেদ লাভ করত অমরাবতীতে সুখে বাস করিতেছেন।

হে যুধিষ্ঠির! দেবরাজ আমাকে যে রূপ কথা কহিয়াছেন, সম্প্রতি তাহা আপনাকে বলি, আপনি আমার নিকট শ্রবণ করুন, “হে দ্বিজোত্তম! তুমি মনুষ্য লোকে গমন করিবে, তাহাতে সংশয় নাই, অতএব আমার কথাক্রমে যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিবে যে, তোমার ভ্রাতা অর্জ্জুন কৃতাস্ত্র হইয়াছেন, তিনি দেবতাদিগের দুঃসাধ্য মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া অচিরেই আসিবেন, ইত্যবসরে তুমি অনুজবর্গের সহিত তপস্যাতে আত্মাকে নিয়োজিত কর; যেহেতু তপস্যার পর আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই, তপস্যা দ্বারাই মহৎ ফল লাভ হয়। হে ভরতর্ষভ! আদিত্য-পুত্র কর্ণ যে, সত্যসন্ধ, মহোৎসাহী, শ্রেষ্ঠ বর্ম্মী, বীর, সমর্থ, মহাধনুর্দ্ধর, মহাস্ত্রবিৎ, মহাবলবীর্য্যশালী এবং মহাযুদ্ধ স্থলে অপ্রতিম যোদ্ধা, এমন কি, দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয় সদৃশ মহাযুদ্ধ বিশারদ, তাহা আমি বিলক্ষণ রূপে জানি, এবং বিশালস্কন্ধ অর্জ্জুনের যে রূপ সহজ সমীচীন পৌরুষ, তাহাও আমি জ্ঞাত আছি, পরন্তু সংগ্রাম স্থলে কর্ণ অর্জ্জুনের ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য হইতে পারে না; তবে কর্ণ হইতে যে এক আশঙ্কা তোমার অন্তঃকরণ মধ্যে রহিয়াছে, তাহা সব্যসাচী এখান হইতে গমন করিলে পর আমি অপহরণ করিব। আর তোমার তীর্থ যাত্রার প্রতি যে, মানস হইয়াছে, তদ্বিষয় লোমশ ঋষি তোমাকে বলিবেন, সংশয় নাই। এই ব্রহ্মর্ষি লোমশ তীর্থ ও তপস্যা বিষয়ে যে কিছু ফল কহিবেন, তাহাতে তুমি অশ্রদ্ধা করিবে না।”

একাধিক নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

লোমশ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধনঞ্জয় আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও শ্রবণ করুন, “হে তপোধন! আপনি পরম ধর্ম্ম ও সমস্ত তপস্যাই জ্ঞাত আছেন, শ্রীমন্ত রাজা দিগের সনাতন ধর্ম্মও জানেন এবং মনুষ্যদিগের পরম পাবন তীর্থ-পুণ্যও অবগত আছেন, অতএব আপনি পাণ্ডবদিগকে তীর্থ পুণ্যে সংযোজিত করিবেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যাহাতে তীর্থ-পর্য্যটন ও গো দান করেন, তাহা আপনি সর্ব্বতোভাবে করিবেন, এবং আপনি মহারাজকে রক্ষা করিলে, তিনি বিষম দুর্গম ও রাক্ষস গণ হইতে সুরক্ষিত হইয়া সকল তীর্থে পরিভ্রমণ করিতে পারিবেন, অতএব আপনি তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। হে দ্বিজোত্তম! যে রূপ দধীচ মুনি দেবেন্দ্রকে ও অঙ্গিরা মুনি রবিকে রক্ষা করেন, সেই রূপ আপনি পাণ্ডব দিগকে রাক্ষস হইতে রক্ষা করিবেন, যেহেতু পথিমধ্যে পর্ব্বতাকার বহুল রাক্ষস আছে, আপনি পাণ্ডবদিগকে অভিরক্ষিত করিলে, তাহারা নিকটেও আসিতে পারিবে না।” মহারাজ! দেবরাজের নিদেশ ক্রমে ও অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে আমি আপনকাকে ভয় হইতে রক্ষা করত আপনকার সমভিব্যাহারে তীর্থ বিচরণ করি। হে কুরুনন্দন! পূর্ব্বে আমার দুই বার তীর্থ দর্শন করা হইয়াছে, এক্ষণে আপনার সহিত আমার সেই সমস্ত তীর্থ তৃতীয় বার দর্শন হইবে। হে যুধিষ্ঠির! পুণ্যাত্মু-

ভান্ত্রী মনু প্রভৃতি রাজর্ষি সকল এই তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। তীর্থ দর্শন করিলে জীবের কোন ভয় থাকে না। হে কৌরব্য! সারল্যশূন্য, কুটিল-মতি, জ্ঞান-বিহীন, অকৃতাত্মা ও পাপাচারী মানবেরা তীর্থস্নান করে না; পরন্ত আপনি নিয়ত ধর্ম্ম-পরায়ণ, ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্য-প্রতিজ্ঞ; অতএব আপনি অবশ্যই সর্ব্বসঙ্গ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবেন। হে যুধিষ্ঠির! যযাতি, ভগীরথ ও গয় প্রভৃতি ভূপালের ন্যায় আপনিও তীর্থসেবী হইবেন, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার কথা শ্রবণ করিয়া আমি আহ্লাদে এমন অভিভূত হইলাম যে, আপনার কথার কি উত্তর দিব, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, যেহেতু যাহাকে দেবরাজ স্মরণ করেন, তাহা অপেক্ষা আর অধিক ভাগ্যবান্ কে আছে? যাহার আপনার সহিত সঙ্গ লাভ হইল ও যাহার ভ্রাতা ধনঞ্জয় এবং যাহাকে দেবনাথ ইন্দ্র স্মরণ করেন, তাহা অপেক্ষা আর সমধিক ভাগ্যবান্ কে হইতে পারে? হে ভগবন্! আপনি তীর্থ দর্শনের বিষয় যাহা আমাকে আজ্ঞা করিলেন, তাহা আমি ধৌম্য ঋষির বচনানুসারে পূর্ব্বেই নিশ্চয় করিয়াছি; অতএব আপনি তীর্থ দর্শনে গমন নিমিত্তে যে সময় বিবেচনা করেন, সেই সময়েই আমি গমন করিব, ইহা স্থিরনিশ্চয় করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন লোমশ ঋষি যুধিষ্ঠিরকে তীর্থ গমনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! সম্প্রতি আপনার স্বল্প পরিবারে পরিবৃত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আপনি স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারিবেন।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, যে সকল ভিক্ষোপজীবী, ব্রাহ্মণ ও যতিগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথশ্রম, আয়াস ও শীতাদি জন্য ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ, তাঁহারা নিবৃত্ত হউন; যে সকল দ্বিজ মিষ্টান্ন ভোজী এবং পক্কান্ন, লেহ্য, পেয় ও মাংস ভোজনে আকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা নিবৃত্ত হউন; এবং যাঁহারা সূপকারের অধীন, তাঁহারাও নিবৃত্ত হউন; আর যে সকল পুরবাসী ব্যক্তিরা রাজ ভক্তি ক্রমে আমার অনুগামী হইয়াছিল, যাহাদিগকে আমি যথোচিত বেতন ও বৃত্তি দ্বারা বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমন করুক; তাহাদিগের মধ্যে যাহার যে ভৃতি, তাহা উচিত মত তিনি যথাকালে প্রদান করিবেন। হে পুরবাসীগণ! যদি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তোমাদিগকে যথোচিত বৃত্তি দানে পরাঙ্মুখ হয়েন, তবে পাঞ্চাল রাজ আমার প্রীতি ও হিতের নিমিত্তে তোমাদিগকে তাহা প্রদান করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর নগরীয় জন গণ, প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও যতি গণ, গুরুভারে কাতর হইয়া হস্তিনা নগরে গমন করিল। অম্বিকা-তনয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজের প্রতি স্নেহ বশত তাঁহাদিগের সকলকেই যথাবিধি গ্রহণ করিলেন এবং ধন দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া রাখিলেন। এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির মহর্ষি লোমশ কর্ত্তৃক সুপ্রীত হইয়া স্বল্প সংখ্য ব্রাহ্মণ দিগের সহিত কাম্যকারণ্যে ত্রিরাত্র বাস করিলেন।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর বনবাসী ব্রাহ্মণেরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে গমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! মহাত্মা লোমশ ঋষি ও অনুজবর্গের সহিত আপনি পবিত্র তীর্থ সমুদায়ে যাত্রা করিবেন; হে মহারাজ পাণ্ডু-নন্দন! আপনি আমাদিগকেও সমভিব্যাহারে লইয়া চলুন; যেহেতু সেই সকল তীর্থ শ্বাপদগণে সমাকীর্ণ, বিষম ও দুর্গম; বহু মনুষ্য একত্রিত না হইলে তথায় গমন করা অসাধ্য; সুতরাং আমরা আপনকার সঙ্গ ব্যতীত

ঐ সকল তীর্থে গমন করিতে সক্ষম হইব না। হে মহীপাল! আপনার ভ্রাতারা শূর ও ধনুর্দ্ধারি-প্রধান; অতএব শৌর্য্য-সম্পন্ন আপনাদিগের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমরাও গমন করিতে পারিব। হে বিশাম্পতে! আপনাদিগের প্রসাদে আমরাও তীর্থ ও তাপসারণ্য সমূহের সুখময় ফল প্রাপ্ত হইতে পারিব। হে নৃপ! যদি আপনি আমাদিগকে বাহুবীর্য্য দ্বারা রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমরা তীর্থ সন্দর্শন ও তাহাতে অবগাহন করত বিধূত-পাপ হইয়া বিশুদ্ধ হইব। হে ভারত! আপনিও তীর্থ পরিপ্লুত হইলে কার্ত্তবীর্য্য নৃপতি, রাজর্ষি অষ্টক ও লোমপাদ এবং সার্ব্বভৌম বীর ভরতের লোক-দুর্লভ গতি অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন। হে মহীপাল! আপনকার সহিত আমরা প্রভাসাদি তীর্থ, মহেন্দ্রাদি পর্ব্বত, গঙ্গাদি নদী ও প্লক্ষাদি বনস্পতি দর্শন করিবার নিমিত্তে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। হে নরনাথ! যদি আপনার ব্রাহ্মণদিগের প্রতি প্রীতি থাকে, তবে আমাদিগের কথা অবিলম্বে রক্ষা করুন; ইহাতে অবশ্যই আপনার মঙ্গল লাভ হইবে। হে মহাবাহো! তীর্থেতে যে তপোবিঘ্নকারী রাক্ষসেরা আছে, আপনি তাহাদিগের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে নরাধিপ! ধীমান্ নারদ, ধৌম্য ও সুমহাতপা দেবর্ষি লোমশ যে সমস্ত তীর্থ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সকল স্থানে আপনি আমাদিগের সহিত দেবর্ষি লোমশ কর্ত্তৃক রক্ষিত ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া যথাবিধি পর্য্যটন করুন।

ভীমসেনাদি অনুজবর্গে পরিবারিত পাণ্ডব প্রবর রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এই রূপে সমাদৃত হইয়া আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুত হইলেন, এবং মহর্ষি লোমশ ও পুরোহিত ধৌম্যের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সকল তপস্বী বিপ্রদিগকে কহিলেন, 'ভাল, তাহাই হইবে'। তদনন্তর জিতেন্দ্রিয় পাণ্ডব প্রবর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও অনবদ্যরূপিণী দ্রুপদ-নন্দিনী সমভিব্যাহারে তীর্থ গমনার্থ মনোনিধান করিলেন। পরে মহাভাগ ব্যাস, নারদ ও পর্ব্বত, এই তিন জন মনীষী ঋষি রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে কাম্যক কাননে আগমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে যথাবিধি সৎকার করিলেন। অনন্তর সেই মহাভাগ ঋষিরা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহাকে ও অপর পাণ্ডবদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা মনের সারল্য কর, মন দ্বারা কৃতশৌচ ও শুদ্ধ হইয়া তোমাদিগকে তীর্থ যাত্রা করিতে হইবে। ব্রাহ্মণেরা, শারীরিক নিয়মকে মানুষ ব্রত এবং মনোবিশুদ্ধা বুদ্ধিকে দৈবব্রত বলিয়াছেন। হে নরাধিপ! অন্তঃকরণ দোষকলুষিত না হইলেই পবিত্রতার নিমিত্তে যথেষ্ট হয়; অতএব তোমরা দ্বেষ-শূন্য বুদ্ধি অবলম্বন দ্বারা শুদ্ধ হইয়া তীর্থ দর্শন করিবে। শরীর সংযম রূপ মানুষ ব্রত ও চিত্তশুদ্ধি রূপ দৈব ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইলেই তোমরা তীর্থ সেবনের যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবেরা 'তথ' বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন, এবং দেবলোক ও নরলোক-বাসী মুনি-গণ দ্বারা কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া ব্যাস, লোমশ, নারদ ও পর্ব্বত ঋষির পাদ বন্দনা পূর্ব্বক আগ্রহায়ণী পৌর্ণমাসীর পর পুষ্যা নক্ষত্রে ধৌম্য পুরোহিত ও পূর্ব্বোক্ত বনবাসী ব্রাহ্মণদিগের সহিত যাত্রা করিলেন। তাঁহারা চীর, অজিন ও জটাধারী হইয়া অভেদ্য কবচ পরিধান ও করণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন। হে মহারাজ জনমেজয়! সেই বীরগণ বদ্ধনিস্ত্রিংশ হইয়া শর, শরাসন ও তূণ গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্য, পঞ্চদশ রথ, মহানসীয় কর্ম্মচারী ও অন্যান্য পরিচারক সমভিব্যাহারে পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দেবর্ষিসত্তম! আমার আ-

পনাকে নির্গুণ বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি আমাকে অন্যান্য রাজন্য গণের অননুভূত এতাদৃশ দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে; এবং বিপক্ষদিগকে নির্গুণ ও অধর্ম্ম রত দেখা যাইতেছে, তথাপি তাহারা ইহ লোকে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতেছে, ইহার কারণ কি?

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! অধার্ম্মিক জনেরা অধর্ম্ম দ্বারা যে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে আপনি কোন প্রকারে দুঃখ করিবেন না। মনুষ্য অধর্ম্ম দ্বারা উন্নত হয়, অভ্যুদয় লাভ করে এবং শত্রুদিগকেও বশীভূত করে বটে, কিন্তু পরিশেষে সমূলে বিনষ্ট হয়। হে মহীপতে! আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, দৈত্য ও দানবেরা অধর্ম্ম দ্বারা প্রথমত বর্দ্ধমান হইয়াছে, পরন্তু পরিশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। হে বিভো! পূর্ব্বে সত্যযুগে এসমস্ত আমার দৃষ্ট হইয়াছে; তৎকালে দেবতারা ধর্ম্মে রত থাকিতেন, এবং অসুরেরা ধর্ম্মাচরণ করিত না; দেবতারা তীর্থ স্নানাদি করিতেন, অসুরেরা তাহা করিত না; সেই অধার্ম্মিক দৈত্যদিগকে প্রথমতই দর্প আশ্রয় করিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগের অভিমান জন্মিল; অভিমান-প্রযুক্ত তাহাদিগের ক্রোধের আবির্ভাব হইল; তাহারা ক্রোধের অধীন হইয়া কিছুতেই সংকোচিত হইল না; সেই অসংকোচ হেতু তাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে লজ্জা বৃত্তি দুরীভূত হইল; সুতরাং তাহাদিগের সচ্চরিত্রও এক বারে বিনষ্ট হইয়া গেল। মহারাজ! এরূপে তাহারা অসংকুচিত-চিত্ত, নির্লজ্জ, দুশ্চরিত্র ও বৃথাব্রত হইলে ক্ষমা, লক্ষ্মী ও ধর্ম্ম তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। হে নৃপ! লক্ষ্মী দেব গণকে আশ্রয় করিলেন এবং অলক্ষ্মী আসিয়া অসুরদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। হে কৌন্তেয়! দর্পবিমোহি চিত্ত দৈত্য ও দানবেরা অলক্ষ্মী যুক্ত হইলে পর কলিও তাহাদিগের শরীরে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহারা দর্প ও অভিমানে অভিভূত, অলক্ষ্মী ও কলি কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত, ক্রিয়াহীন ও বিপরীত-বুদ্ধি হওয়াতেই অচির কাল মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইল, এমন কি, এক বারে যশোহীন হইয়া সর্ব্ব প্রকারে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া গেল; পরন্তু ধর্ম্মশীল দেবতারা সাগর, সরিৎ, সরোবর ও পুণ্য আয়তন সমুদায়ে বিচরণ, তপোনুষ্ঠান, যজ্ঞ, দান ও আশীর্ব্বচন দ্বারা নিষ্পাপী হইয়া শ্রেয় লাভ করিলেন। দেব গণ এই রূপে নিন্দিত কার্য্যের পরিত্যাগ ও বিহিত নিয়ম গ্রহণ পূর্ব্বক সকল তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তেই তাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! অনুজগণের সহিত আপনিও তীর্থ স্নান করিলে সেই রাজলক্ষ্মী পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন; ইহাই শ্রেয় প্রাপ্তির সনাতন পথ। হে বিশাম্পতে! যে প্রকার রাজা নৃগ, ঔশীনর শিবি, ভগীরথ, বসুমনাঃ, গয়, পূরু ও পুরূরবাঃ, ইহাঁরা তীর্থ গমন, তীর্থোদক স্পর্শন, মহাত্মা গণের দর্শন ও নিত্য তপস্যাচরণ করত পূত হইয়া পুণ্য, যশ ও সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং যে প্রকার সপুত্র-জন-বান্ধব ইক্ষ্বাকু, মুচুকুন্দ, মান্ধাতা ও মরুত্ত নৃপতি পুণ্য কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই রূপ আপনিও সুবিপুল সম্পত্তি লাভ করিয়া যশস্বী ও পুণ্যভাগী হইবেন। এবং যদ্রূপ অমরগণ ও দেবর্ষিগণ তপোবলে সর্ব্বতোভাবে পুণ্য কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই রূপ আপনিও লাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা অধর্ম্ম ও মোহের বশীভূত হওয়ায় অচিরেই অসুরদিগের ন্যায় বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই সকল বীর পাণ্ডবেরা অনুগামী জনগণে সমবেত হইয়া স্থানে স্থানে বাস করত ক্রমে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর তাঁহারা গোমতী নদীর পুণ্য তীর্থ সকলে অবগাহন করিয়া গো হির-

ণ্যাদি দান করিলেন। হে ভারত! সেই সকল কৌরবেরা ঐ সকল পুণ্য তীর্থে, কন্যা তীর্থে, অশ্ব তীর্থে ও গো তীর্থে দেব, পিতৃ ও বিপ্রগণকে তৃপ্ত করিয়া কালকোটীতে বিষপ্রস্থ পর্ব্বতে বাস করত বাহুদা নদীতে স্নান করিলেন। হে পৃথিবীপতে! অনন্তর তাঁহারা দেবতাদিগের দেব যজন স্থান প্রয়াগ তীর্থে বাস করিলেন, এবং তথায় অবগাহন পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট রূপে তপোনুষ্ঠান করিলেন। সত্যনিষ্ঠ মহাত্মা পাণ্ডবেরা তথায় গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে অভিষিক্ত হইয়া পাপ প্রক্ষালন করত বিপ্র দিগকে বিত্ত প্রদান করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের সহিত তপস্বি-জন সেবিত প্রজাপতি-বেদীতে গমন করিলেন। সেই বীরগণ তথায় বাস করত নিরন্তর বন্য ফল, মূল ও হবি দ্বারা দ্বিজাতিদিগকে পরিতৃপ্ত করত উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। হে অনুপম দ্যুতিমন্! তদনন্তর তাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ পুণ্যশীল গয় রাজর্ষির সংস্কৃত মহীধরে গমন করিলেন; ঐ স্থানে গয়শির নামক পর্ব্বত ও বেতসবনমালিনী, পুলিন-শোভিতা, মহানদী নামে বিখ্যাতা একটি রমণীয়া নদী আছে; এবং ঋষিগণ-সেবিত, পবিত্র শৃঙ্গ যুক্ত, ধরণীধর বলিয়া খ্যাত সুপুণ্য পবিত্র দিব্য উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম সরোবর তীর্থ রহিয়াছে; যে স্থানে সনাতন ধর্ম্মরাজ স্বয়ং বাস করিয়াছিলেন, এবং ভগবান্ অগস্ত্য তাঁহার সমীপে ঐ স্থানে আগমন করেন। হে বিশাম্পতে! ঐ স্থানে সকল নদীর উদ্ভেদ হইয়াছে; পিনাকপাণি মহাদেব নিয়ত সন্নিহিত থাকেন; এবং মহান্ অক্ষয় বট আছে। সেই স্থানে বীর পাণ্ডবেরা অবস্থিতি পূর্ব্বক মহা ঋষি-যজ্ঞ বিধানানুসারে চাতুর্ম্মাস্য যাগের অনুষ্ঠান করিলেন; এবং যে স্থানে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অক্ষয় ফল জনক হইয়া থাকে, সেই অক্ষয় ফল জনক দেব যজন ক্ষেত্রে তাঁহারা একাগ্র মনে উপবাসাদি করিলেন। তখন শত শত তপোধন ব্রাহ্মণ তথায় সমাগত হইলেন, এবং তাঁহারা ঐ স্থানে আর্ষ বিধি অনুসারে চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। ঐ পুণ্যধামে বিদ্যা-বৃদ্ধ ও তপো-বৃদ্ধ বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা মহাত্মা পাণ্ডবগণের সভাসদ্ হইয়া নানা প্রকার পুণ্য কথার প্রসঙ্গ করিতেন। হে রাজন্! বিদ্যাব্রত-পবিত্র, কৌমার ব্রতাবলম্বী শমঠ নামক ঋষি একদা কথা প্রসঙ্গে অমূর্ত্তরয়ের পুত্র গয় রাজার উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শমঠ কহিলেন, হে ভারত! অমূর্ত্তরয়ের পুত্র গয় নামে এক রাজর্ষিসত্তম ছিলেন; তাঁহার পুণ্য কর্ম্ম সকল আমার নিকট শ্রবণ করুন। মহারাজ! এই স্থানে তাঁহার বহু-ভক্ষ্য-সম্পন্ন ও বহু-দক্ষিণক যজ্ঞ হইয়াছিল। তাঁহার যজ্ঞে বহু শত সহস্র অন্নগিরি, বহু শত ঘৃতকুল্যা, দধিকুল্যা এবং সহস্র সহস্র মহার্হ ব্যঞ্জন-প্রবাহ হইয়াছিল। এই রূপ প্রতি দিন প্রস্তুত হইয়া যাচকদিগকে প্রদত্ত হইত। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণেরা ও অন্যান্য ব্যক্তিরাও সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিতেন। হে ভারত! সেই যজ্ঞে দক্ষিণা দান কালে ব্রাহ্মণদিগের বেদধ্বনি, গগণতলগত হইয়াছিল; তখন সেই শব্দ ব্যতীত অন্য কিছু মাত্র উপলব্ধ হয় নাই; এবং তৎকালে পুণ্যরবে ভূলোক, দ্যুলোক, নভোমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া মহাশ্চর্য্যের বিষয় হইয়াছিল। মনুষ্যেরা সুতেজস্বী গয় রাজার অন্নপানে পরিতৃপ্ত হইয়া দেশে দেশে এরূপ গাথা গান করিয়াছিল যে, গয়ের যজ্ঞে অদ্য কোন্ প্রাণীরা বুভুক্ষু আছে? এখনও তথায় ভুক্তাবশিষ্ট পঞ্চবিংশ অন্ন পর্ব্বত রহিয়াছে। অমিত তেজস্বী গয়-রাজর্ষি যজ্ঞে যে রূপ ব্যাপার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পূর্ব্বে কেহ করে নাই, এবং পরেও কেহ করিতে পারিবে না। দেবতারা গয়ের যজ্ঞে হবির্দ্বারা এরূপ পরিতর্পিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা অন্যের প্রদত্ত কিঞ্চিৎমাত্র বস্তুও আর গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। যেরূপ ভূতলস্থ বালুকা, নভঃস্থ তারকা এবং বর্ষণকারী মেঘের বারিধারা গণিয়া কেহ সংখ্যা করিতে পারে না, সেইরূপ গয় যজ্ঞের

দক্ষিণাও গণনা করিয়া সংখ্যা করা যায় না। হে কুরুনন্দন! এই ব্রহ্মসর সমীপে এবম্বিধ বহুবার সেই গয় রাজার যজ্ঞ হইয়াছিল।

পঞ্চাধিক নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বহুল দক্ষিণাপ্রদ কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়া দুর্জ্জয়াতে বাস করিলেন। বাগ্মিবর রাজা তথায় লোমশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! এখানে অগস্ত্য ঋষি কি নিমিত্তে বাতাপিকে সংহার করিয়াছিলেন? কি নিমিত্তই বা মহাত্মা অগস্ত্যের ক্রোধ জন্মিয়াছিল? এবং সেই নরঘাতক দৈত্যেরই বা কি রূপ প্রভাব ছিল?

লোমশ কহিলেন, হে কৌরবনন্দন! পূর্ব্বকালে মণিমতী পুরীতে ইল্বল নামে এক দৈত্য এবং বাতাপি নামে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। একদা সেই দিতিনন্দন কোন তাপস বিপ্রকে কহিল, হে ভগবন্! আপনি আমাকে ইন্দ্রতুল্য একটি পুত্র প্রদান করুন, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ তাহাকে বাসব সদৃশ সন্তান দিলেন না, তাহাতে সেই অসুর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইল। হে রাজেন্দ্র! সেই ব্রহ্মহা মায়াবী অসুর ইল্বল ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া তদবধি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ছাগ করিত; ভ্রাতা বাতাপিও কামরূপী ছিল, সে তৎক্ষণাৎ ছাগরূপী হইত; তৎপরে ইল্বল ঐ ছাগকে পাক করিয়া তাহা ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইত। দিতিসুত ইল্বল যে কোন মৃত ব্যক্তিকে বাক্য দ্বারা আহ্বান করিত, সে তৎক্ষণাৎ স্বীয় দেহ প্রাপ্ত ও জীবিত হইয়া তাহার নিকট আসিত। হে রাজন্! দুরাত্মা ইল্বল তখন অসুর বাতাপিকে ছাগল করিয়া সুন্দর রূপে তাহার মাংস রন্ধন করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া পুনর্ব্বার সেই বাতাপিকে আহ্বান করিল। পরে ব্রাহ্মণ-কণ্টক বলবান্ বাতাপি অতি মায়াবী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উচ্চৈঃ স্বরত আহ্বান শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের পার্শ্ব ভেদ করত উদর হইতে হাসিতে হাসিতে শীঘ্র নিষ্ক্রান্ত হইল। ঐ দুর্ব্বুদ্ধি দানব এই রূপে পুনঃপুন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া হিংসা করিতে থাকে। ঐ সময়ে ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি তাঁহার পিতৃগণকে এক বিবর মধ্যে অধোমুখে লম্বমান দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা এখানে কি অভিপ্রায়ে এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া আছেন? সেই ব্রহ্মবাদীরা উত্তর করিলেন, আমরা বংশের নিমিত্ত এখানে এই রূপে রহিয়াছি, এবং তাঁহারা তাঁহাকে ইহাও কহিলেন, আমরা তোমার পিতৃলোক, সন্তানার্থী হইয়া এই গর্ত্ত মধ্যে লম্বমান রহিয়াছি; হে পুত্র অগস্ত্য! যদি তুমি আমাদিগের উত্তম অপত্য উৎপাদন কর, তাহা হইলে আমাদিগের এই নিরয় হইতে নিষ্কৃতি হইবে এবং তোমারও গতি হইবে। সত্য-ধর্ম্ম পরায়ণ তেজস্বী অগস্ত্য কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমি আপনাদিগের এই কামনা পূর্ণ করিব, আপনাদিগের মনোদুঃখ দূর হউক। তদনন্তর ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি বংশ বিস্তারার্থে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আপনি যে পুত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করেন, এতাদৃশী স্ত্রী দেখিতে পাইলেন না। পরে তিনি যে যে প্রাণীর যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি উৎকৃষ্ট, সেই সেই প্রাণীর সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনে মনে সংগ্রহ পূর্ব্বক তৎসদৃশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা একটি কন্যা নির্ম্মাণ করিলেন। তৎকালে বিদর্ভাধিপতি পুত্রের নিমিত্তে তপস্যা করিতে ছিলেন, মহাতপস্বী অগস্ত্য মুনি আপনার নিমিত্তে নির্ম্মিতা সেই কন্যাটি বিদর্ভরাজকে প্রদান করিলেন। সেই শুভাননা সুভগা কন্যা রাজ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া শরীর সৌন্দর্য্যে সৌদামিনীর ন্যায় কান্তিমতী হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হে ভারত! বৈদর্ভ মহীপাল, কন্যা জন্মিয়াছে দেখিয়া সাতিশয় হর্ষ সহকারে দ্বিজাতিদিগকে তাহা বিজ্ঞাপন করিলেন। সমস্ত ব্রাহ্মণেরা রাজার কন্যা হইয়াছে জাত

হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দ্বিজগণ ঐ কন্যার নাম লোপামুদ্রা রাখিলেন। মহারাজ! উৎকৃষ্ট রূপবতী শুভ রূপা সেই কন্যা পাবক শিখা ও সলিলস্থ উৎপলিনীর ন্যায় আশু বর্দ্ধমানা হইতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! লোপামুদ্রা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে ভূষিত এক শত কন্যা ও এক শত দাসী ঐ কল্যাণীর বশবর্ত্তিনী হইয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। যদ্রূপ আকাশ মণ্ডলে তারকা মণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী রোহিণীর প্রভা প্রকাশ পায়, ঐ দীপ্তিমতী কন্যা একশত কন্যার মধ্য বর্ত্তিনী ও শত দাসীতে পরিবৃতা হইলে তাঁহার প্রভাও তদ্রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। লোপামুদ্রা সচ্চরিত্র ও সদাচার সম্পন্না এবং যৌবনাবস্থায় অধিরূঢ়া হইলেও মহাত্মা বিদর্ভরাজের ভয়ে কোন পুরুষই তাঁহাকে প্রার্থনা করিল না। অপ্সরা অপেক্ষাও রূপবতী সত্যশীলা লোপামুদ্রা স্বীয় সুশীলতা দ্বারা পিতা ও স্বজন দিগকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতাও তাঁহাকে তদ্রূপ শীলাচার সম্পন্না ও যুবতী দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ঈদৃশী কন্যা কাহাকে প্রদান করি!

ষড়ধিক নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৬॥

লোমশ কহিলেন, মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে যখন গার্হস্থ্যের উপযুক্ত বোধ করিলেন, তখন তিনি বিদর্ভনাথের নিকট গিয়া কহিলেন, হে মহীপতে! পুত্রের নিমিত্ত আমার গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমারে লোপামুদ্রাকে প্রদান করুন। রাজা মুনির ঐ কথা শ্রবণ করিয়া হত-জ্ঞান হইলেন! মুনিকে কন্যা প্রদান করিতে তাঁহার অভিলাষ হইল না, অথচ তাঁহার কথা প্রত্যাখ্যানও করিতে পারেন না। পরে তিনি ভার্য্যার নিকট গিয়া কহিলেন, এই মহর্ষি বীর্য্যবান্, ইহাঁকে কন্যা সম্প্রদান না করিলে ইনি কুপিত হইয়া শাপানলে দগ্ধ করিতে পারেন; অতএব হে শুভাননে! হে কল্যাণি! তোমার অভিপ্রায় কি, বল। রাজ্ঞী রাজার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কিছুই উত্তর করিলেন না। পরে লোপামুদ্রা রাজা ও রাজ্ঞীকে দুঃখিত দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন পূর্ব্বক তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন, হে মহারাজ! হে পিতঃ! আমার নিমিত্তে আপনি দুঃখিত হইবার যোগ্য নহেন, আপনি আমাকে অগস্ত্য ঋষিরে সম্প্রদান করিয়া আত্ম রক্ষা করুন। হে নরপাল! তদনন্তর বিদর্ভ ভূপাল দুহিতার বচনানুসারে মহাত্মা অগস্ত্য ঋষিরে লোপামুদ্রাকে বিধি পূর্ব্বক সম্প্রদান করিলেন। ঋষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ভার্য্যা লাভ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি এই মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কার সকল পরিত্যাগ কর। আয়ত-নয়না রম্ভোরু লোপামুদ্রা পতির আজ্ঞানুসারে মহামূল্য সুদৃশ্য সূক্ষ্ম বসনাভরণ সকল পরিত্যাগ করিলেন এবং চীর, অজিন ও বল্কল গ্রহণ পূর্ব্বক স্বামীর সমান-ব্রতচারিণী হইলেন। পরে ঋষিসত্তম ভগবান্ অগস্ত্য গঙ্গাদ্বারে আগমন পূর্ব্বক অনুকূলা সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে উৎকট তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তখন লোপামুদ্রা প্রীতমনে বহু মান পূর্ব্বক পতির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। প্রভু অগস্ত্যও ভার্য্যার প্রতি পরম প্রীতি সহকারে ব্যবহার করিতে থাকিলেন।

হে নরপাল! এরূপে বহু কাল অতীত হইলে, একদা ভগবান্ ঋষি তপঃপ্রদীপ্তা লোপামুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার পরিচর্য্যা, শুচিতা, জিতেন্দ্রিয়তা, শ্রী ও রূপ লাবণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া রতি মানসে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর সেই ভাবিনী তখন লজ্জান্বিতার ন্যায় হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সপ্রণয় বচনে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্বামী সন্তানের নিমিত্তেই ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়াছেন, ইহাতে সংশয় নাই, কিন্তু আপ-

নার প্রতি আমার যে রূপ প্রীতি আছে, আমার প্রতিও আপনার তদ্রূপ প্রীতি করা উপযুক্ত হয়; আমার মানস যে, আমার পিতৃগৃহে প্রাসাদোপরি যাদৃশ শয্যা ছিল, এখানেও আপনি তাদৃশ শয্যাতে আমার সহিত সঙ্গত হয়েন এবং আপনি আভরণ ও মাল্য দামে অলঙ্কৃত হন, আমিও যথাভিলষিত সমস্ত দিব্যাভরণে বিভূষিতা হইয়া আপনকার সমীপে গমন করি; নতুবা আমি চীর কাষায় বাস পরিধান করিয়া আপনার সমীপবর্ত্তিনী হইতে পারি না; হে বিপ্রর্ষে! রতিকালে অলঙ্কার ধারণ করিলে তাহা কোন প্রকারে অপবিত্র হয় না। অগস্ত্য কহিলেন, হে কল্যাণি সুমধ্যমে লোপামুদ্রে! তোমার পিতার যে প্রকার ধন সম্পত্তি আছে, তদ্রূপ ধন সম্পত্তি না তোমারই আছে, না আমারই আছে। লোপামুদ্রা কহিলেন, হে তপোধন! জীবলোক মধ্যে যাবতীয় ধন আছে, আপনি ক্ষণমধ্যে সেই সকল ধনই তপোবলে আহরণ করিতে পারেন। অগস্ত্য কহিলেন, তুমি যেরূপ বলিলে তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাতে আমার তপোব্যয় হইবে, অতএব যাহাতে তপঃক্ষয় না হয়, এরূপ কোন উপায় প্রদর্শন কর। লোপামুদ্রা উত্তর করিলেন, হে তপোধন! এই ক্ষণে আমার ঋতুকাল ষোড়শ দিবসের স্বল্প দিবস অবশিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু অলঙ্কারাদি-ব্যতীতও আপনকার নিকটবর্ত্তিনী হইতে আমার কোন প্রকারে ইচ্ছা হইতেছে না, এবং কোন রূপে আপনকার ধর্ম্ম লোপ করিবারও আমার মানস নহে; অতএব যাহাতে ধর্ম্ম লোপ না হয়, এরূপে আপনি আমার যথাভিলষিত সম্পাদন করুন। অগস্ত্য কহিলেন, হে ভদ্রে সুভগে! যদি তোমার বুদ্ধিতে ঈদৃশ অভিলাষ নিশ্চিতই হইয়াছে, তবে আমি ধনাহরণ করিতে যাত্রা করি, তুমি এখানে থাকিয়া যথাভিলাষ আচরণ কর।

সপ্তাধিক নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৭।

লোমশ কহিলেন, হে কুরুনন্দন! তদনন্তর ঋষি অগস্ত্য শ্রুতর্ব্বা মহীপালকে সকল রাজা হইতে শ্রেষ্ঠ বোধ করিয়া অর্থ ভিক্ষার্থে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। রাজা শ্রুতর্ব্বা কুম্ভোৎপন্ন ঋষিকে স্বরাজ্য সীমায় সমাগত জানিতে পারিয়া অমাত্য সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট গমন করত সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, এবং ঋষিকে স্বভবনে আনয়ন করত যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক সযত্ন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। অগস্ত্য কহিলেন, হে পৃথ্বীনাথ! আমি ধনার্থী হইয়া আপনার সমীপে আসিয়াছি; আপনি আমাকে অন্যের ব্যাঘাত ব্যতিরেকে এবং বিভাগানুসারে যথাশক্তি ধন প্রদান করুন।

লোমশ কহিলেন, তদনন্তর রাজা শ্রুতর্ব্বা আপনার আয়ব্যয়ের ন্যূনাধিক্য না থাকা তাঁহার নিকট নিবেদন করত কহিলেন, হে বিদ্বন্! আপনি যাহা বিবেচনা করেন, তাহা ইহা হইতেই গ্রহণ করুন। অনন্তর সেই সমদর্শী দ্বিজ রাজার আয় ব্যয় সমান দেখিয়া তাহা হইতে গ্রহণ করিলে প্রাণিদিগের সর্ব্বপ্রকারে ক্লেশের সম্ভাবনা বিবেচনা করিলেন।

পরে তিনি রাজা শ্রুতর্ব্বাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রধ্নশ্ব সন্নিধানে গমন করিলেন। রাজা ব্রধ্নশ্ব অগস্ত্য ঋষি ও শ্রুতর্ব্বা ভূপতিকে স্বরাজ্য সীমায় সমাগত দেখিয়া তাঁহাদিগকে যথারীতি গ্রহণ করিলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহাদিগের সৎকার করিলেন। পরে তাঁহাদিগের নিকট অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অগস্ত্য কহিলেন, হে পৃথ্বীনাথ! আমরা উভয়ে ধন কামনায় এখানে আসিয়াছি, যাহাতে অন্যের ক্লেশ না হয়, এরূপ করিয়া আমাদিগকে আপনি অংশানুরূপ যথাশক্তি ধন দান করুন।

লোমশ কহিলেন, তদনন্তর রাজা ব্রধ্নশ্ব তাঁহাদিগকে, আপনার আয় ব্যয়ের ন্যূনাধিক্য নাই, যাহা আয় হয়, তাহাই ব্যয় হইয়া থাকে, এইরূপ

নিবেদন করত কহিলেন, আপনারা ইহা হইতে যাহা অতিরিক্ত বোধ করেন, তাহা গ্রহণ করুন। তদনন্তর সমদর্শী দ্বিজ অগস্ত্য তাঁহার আয় ব্যয় সমান দেখিয়া তাহা হইতে গ্রহণ করিলে প্রাণি দিগের সর্ব্ব প্রকারে পীড়ন হইবে বিবেচনা করিলেন।

পরে ঋষি অগস্ত্য, রাজা শ্রুতর্ব্বা ও ব্রধ্নশ্ব, পুরুকুৎস-সুত মহৈশ্বর্য্যবান্ রাজা ত্রসদস্যুর নিকটে গমন করিলেন। হে মহারাজ! মহামনা ত্রসদস্যু তাঁহাদিগকে স্বরাজ্য সীমায় সমাগত জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের সমীপে গমন পূর্ব্বক যথা বিধি তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। ইক্ষ্বাকু রাজসত্তম ত্রসদস্যু তাঁহাদিগের সকলকে ন্যায়ানুসারে অর্চ্চনা করিয়া আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। অগস্ত্য কহিলেন, হে পৃথ্বীনাথ! আমরা অর্থাভিলাষে এখানে আসিয়াছি; আপনি, যদি অন্য ব্যক্তি দিগের ক্লেশ না হয়, তবে বিভাগানুসারে ও যথাশক্তি আমাদিগকে বিত্ত প্রদান করুন।

লোমশ কহিলেন, তদনন্তর রাজা ত্রসদস্যু তাঁহাদিগকে আপনার আয় ব্যয় সমান থাকা নিবেদন করত কহিলেন, ইহা হইতে যাহা আপনারা অতিরিক্ত বোধ করেন, তাহা গ্রহণ করুন। পরে সমমতি দ্বিজ অগস্ত্য উক্ত রাজার আয় ব্যয় সমান দেখিয়া তাহা হইতে গ্রহণ করিলে প্রাণী দিগের সর্ব্বথা পীড়া হইবে বিবেচনা করিলেন।

হে মহারাজ! তৎপরে সেই সমস্ত রাজারা সমবেত হইয়া পরস্পর অবলোকন করত সেই মহামুনি অগস্ত্যকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! পৃথিবী মধ্যে ইল্বল দানব ধনসম্পন্ন, অতএব চলুন, অদ্য আমরা উহার নিকট গিয়া ধন প্রার্থনা করি।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! তখন তাঁহাদিগের ইল্বল দানবের নিকটই ধন ভিক্ষা করা উচিত বোধ হইল, অতএব তাঁহারা একত্র হইয়া ইল্বল সমীপে উপস্থিত হইলেন।

অষ্টাধিক নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৮।

লোমশ কহিলেন, ইল্বলাসুর মহর্ষি সমভিব্যাহারে নৃপতিদিগকে স্বরাজ্য সীমায় সমুপস্থিত জ্ঞাত হইয়া অমাত্যের সহিত তাঁহাদিগের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সৎকৃত করিল। হে কুরুনন্দন! পরে অসুর শ্রেষ্ঠ ইল্বল তখন ভ্রাতা বাতাপিকে সুসংস্কৃত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের আতিথ্য সৎকার করিতে উদ্যোগ করিল। তদনন্তর রাজর্ষিরা সকলেই মহাসুর বাতাপিকে মেষরূপ হওয়া ও তাহার মাংস সংস্কৃত হইতে দেখিয়া বিষণ্ণ ও গতচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন ঋষিপুঙ্গব অগস্ত্য সেই রাজর্ষিদিগকে কহিলেন, তোমরা বিষণ্ণ হইও না, আমি মহাসুরকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব। অনন্তর মহর্ষি ভোজনার্থ. উৎকৃষ্ট আসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপবেশন করিলে, দৈত্যেন্দ্র ইল্বল সহাস্য আস্যে তাঁহাকে পরিবেশন করিল। পরে অগস্ত্য মেষ রূপ বাতাপির সমস্ত মাংসই ভক্ষণ করিলেন। ভোজন সমাপন হইলে ইল্বল ভ্রাতা বাতাপিকে আহ্বান করিল। তখন সেই মহাত্মা ঋষির অধোদেশ হইতেএতাদৃশ রূপে বায়ু নিঃসরণ হইল যে, তাহার প্রচণ্ড শব্দ দ্বারা বোধ হইল যেন একটা মেঘ গর্জ্জন হইয়া গেল। পরন্তু ইল্বল, হে বাতাপে! তুমি নির্গত হও, এই বাক্য পুনঃ পুন কহিতে লাগিল। হে রাজন্! মুনিসত্তম অগস্ত্য হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, সেই অসুরের কি আর বহির্গত হইবার সামর্থ্য আছে? আমি তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। তখন ইল্বল বাতাপিকে জীর্ণ জানিতে পারিয়া বিষণ্ণ হইল, অনন্তর অমাত্য দিগের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, আপনাদিগের কি নিমিত্তে আগমন হইয়াছে, বলুন, আমাকে কি করিতে হইবে? তখন অগস্ত্য হাস্য পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, হে অসুর! আমরা তোমাকে বিপুল-ধনশালী ও সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমতাবান্ বলিয়া জ্ঞাত আছি; আমার সমভিব্যাহারী এই রাজারা বিপুল-ধনশালী নহেন এবং

আমারও ধনের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব তুমি অন্যের হানি না করিয়া বিভাগানুসারে আমাদিগকে ধন প্রদান কর। তদনন্তর ইল্বল সেই ঋষিকে অভিবাদন পুরঃসর কহিল, আমি যাহা দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, যদি আপনার তাহা বিদিত থাকে, তবে আমি আপনাকে ধন প্রদান করিব। অগস্ত্য কহিলেন, হে মহাসুর! তুমি এই রাজাদিগের প্রত্যেককে দশ সহস্র সংখ্যক গো ও দশ সহস্র সংখ্যক সুবর্ণ এবং আমাকে তাহার দ্বিগুণ গো ও সুবর্ণ আর মনোজবগামী অশ্বদ্বয় ও হিরণ্ময় রথ দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। তুমি যদি সদ্যই অনুসন্ধান করিয়া জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই রথ খানি যে, হিরণ্ময়, তাহা নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে। হে কৌন্তেয়! পরে অনুসন্ধান দ্বারা বিদিত হইল যে, সেই রথ খানি হিরণ্ময়ই ছিল। পরে দৈত্য ইল্বল ব্যথিত হইয়া প্রচুর ধন এবং বিরাব ও সুরাব নামক অশ্ব দ্বয় যুক্ত উক্ত সুবর্ণ ময় রথ প্রদান করিল। হে ভারত! উক্ত অশ্বদ্বয় অগস্ত্য ঋষি ও সেই রাজা দিগকে ধনের সহিত দ্রুত বেগে বহন করত নিমেষ মধ্যে অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হইল। তখন রাজর্ষিরা ঋষির অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অগস্ত্য মুনি এই রূপে লোপামুদ্রার মনোভিলসিত কর্ম্ম সম্পাদন করিলে লোপামুদ্রা কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমার অভিলসিত সমস্ত নিষ্পাদন করিলেন, এক্ষণে আমার গর্ভে এক টি বীর্য্যবত্তর সন্তান উৎপাদন করুন। অগস্ত্য কহিলেন, হে শোভনে! হে কল্যাণি! তোমার সচ্চরিত্র দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, পরন্তু তোমার সন্তান বিষয়ে যে বিচারণা করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তোমার সহস্র পুত্র হইবে, কি প্রত্যেকে দশ পুত্র তুল্য ক্ষমতাশীল শত পুত্র হইবে, কি প্রত্যেকে শত পুত্র সদৃশ ক্ষমতাপন্ন দশ টি পুত্র হইবে, কিম্বা সহস্র ব্যক্তিকে জয় করিতে পারে, এতাদৃশ এক টি পুত্র হইবে?

লোপামুদ্রা কহিলেন, হে তপোধন! সহস্র সম্মিত একটি পুত্রই আমার হউক, যেহেতু অসাধু বহু সন্তান অপেক্ষা সাধু ও বিদ্বান্ একটি সন্তান ভাল।

লোমশ কহিলেন, ঋষি তথাস্তু বলিয়া তাহা স্বীকার পূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শ্রদ্ধান্বিতা রমণীলিনী লোপামুদ্রার সহিত যথাসময়ে সঙ্গত হইলেন এবং গর্ভাধান করিয়া বনমধ্যে গমন করিলেন। ঋষি বন গমন করিলে সেই গর্ভ ক্রমে ক্রমে সাত বর্ষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হে ভারত! সপ্তম বৎসর অতীত হইলে দৃঢ়স্যু নামা মহাকবি স্বপ্রভাবে প্রদীপ্ত-প্রায় হইয়া গর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইলেন। অগস্ত্য ঋষির সেই তেজস্বী পুত্র মহাদ্বিজ ও মহাতপা হইয়াই যেন সাঙ্গোপনিষদ্ পাঠ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। সেই তেজস্বী বালক বাল্যাবস্থাতেই পিতৃগৃহে ইন্ধন ভার আহরণ করিতে লাগিলেন বলিয়া ইধ্মবাহ নামে বিখ্যাত হইলেন। তখন মুনি অগস্ত্য তথাবিধ গুণযুক্ত পুত্র দর্শনে আহ্লাদিত হইলেন। হে ভারতরাজ! মহর্ষি অগস্ত্য এই রূপে উৎকৃষ্ট অপত্যোৎপাদন করিলে তাঁহার পিতৃলোকেরা যথেপ্সিত স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন্! সেই অবধি এই স্থান অগস্ত্যাশ্রম বলিয়া পৃথিবী মধ্যে খ্যাত হইয়াছে; হে রাজন্! প্রহ্লাদ গোত্রীয় বাতাপি যে মহাত্মা অগস্ত্য কর্ত্তৃক উপশামিত হইয়াছিল, সেই মহাত্মারই এই রমণীয় গুণযুক্ত আশ্রম। এই দেব গন্ধর্ব্ব সেবিতা পুণ্যা ভাগীরথী যেন বাতেরিত পতাকার ন্যায় নভস্তলে বিরাজ করিতেছেন; ইনি ক্রমনিম্ন গিরিশৃঙ্গ সমূহে নিয়ত প্রবাহমাণা হওয়াতে যেন শিলাতলে সন্ত্রস্ত পন্নগেন্দ্র বধূর ন্যায় লক্ষিতা হইতেছেন। এই গঙ্গা প্রথমত মহাদেবের জটা হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া পরে মাতৃবৎ হিত কারিণী হইয়া সমস্ত দক্ষিণ দিক্ প্লাবিত করত সাগর-মহিষী হইয়াছেন। এই পুণ্যা নদীতে আপনি যথাভিলাষ অবগাহন করুন।

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই দেখুন, মহর্ষিগণ সেবিত ত্রিলোক বিখ্যাত ভৃগুতীর্থ, এখানে ভৃগুনন্দন রাম অবগাহন করিয়া আপনার হৃত তেজ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে পাণ্ডব! যে প্রকার সেই পরশুরাম, কৃতবৈর দাশরথি রাম কর্তৃক উপহৃত তেজ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রকার আপনিও দ্রুপদনন্দিনী ও ভ্রাতৃগণের সহিত এই ভৃগুতীর্থে উপস্পর্শন করিয়া দুর্য্যোধন-হৃত তেজ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির অনুজ গণ ও মহিষী কৃষ্ণা সমভিব্যাহারে তথায় স্নান করিয়া দেবগণ ও পিতৃলোকের তর্পণ করিলেন। হে নরেন্দ্র! মহারাজ পাণ্ডুনন্দনের রূপ কান্তি সেই তীর্থ সেবনে দীপ্ত হইতেও দীপ্ততর হইল; তিনি শত্রুদিগের অধৃষ্যতর হইয়া উঠিলেন। পরে তিনি লোমশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! পরশুরামের তেজ কি নিমিত্ত অপহৃত হইয়াছিল, এবং কি রূপেই বা তিনি পুনরায় তাহা প্রত্যাহরণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন।

লোমশ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ধীমান্ রাম ও পরশুরামের উপাখ্যান বলি, শ্রবণ করুন। বিষ্ণু রাবণ বধ নিমিত্তে মহাত্মা দশরথের পুত্র হইয়া স্বশরীরে জন্ম গ্রহণ করিলেন। আমরা অযোধ্যায় গিয়া সেই বিষ্ণুকে দশরথ-পুত্র রূপে অবতীর্ণ দেখিলাম। কিয়ৎ কাল পরে ভৃগুবংশোদ্ভব, ঋচীকনন্দন, রেণুকা গর্ভজাত, ক্রীড়নশীল রাম সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা দশরথ-সুত রামের বল বীর্য্য শ্রবণ করত তৎ পরীক্ষার্থে কৌতূহলান্বিত হইয়া ক্ষত্রিয় কুলের অন্তক সেই দিব্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। তখন রাজা দশরথ তাঁহাকে রাজ্য মধ্যে সমাগত শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট নিজ পুত্র রামকে অগ্রসর পাঠাইলেন। হে কৌন্তেয়! ভৃগুতনয় রাম অভ্যাগত দাশরথিকে উদ্যতাস্ত্র ও সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন, অহে রাজেন্দ্র! আমি এই ধনুক খানি ক্ষত্রিয়গণের কালস্বরূপ করিয়াছি, যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, তবে তুমি এই ধনুকে যত্ন পূর্ব্বক জ্যা যোজনা কর। পরশুরাম দাশরথি রামকে এই রূপ কহিলে, তিনি উত্তর করিলেন, হে ভগবন্! আমাকে এরূপ অবমাননা করা আপনার উচিত নয়, এবং আমিও দ্বিজাতি মধ্যে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে অধম নহি, বিশেষত ইক্ষ্বাকু-বংশীয় দিগের বাহুবীর্য্যে শ্লাঘা প্রসিদ্ধই আছে। রঘুনন্দন রাম এই রূপ কহিলে, পরশুরাম কহিলেন, হে রাঘব! আর ব্যপদেশের প্রয়োজন নাই, ধনু গ্রহণ কর। অনন্তর দশরথপুত্র অমর্ষ পরবশ হইয়া জামদগ্ন্য হস্ত হইতে ক্ষত্রিয়গণের কৃতান্তরূপ সেই দিব্য কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন। হে ভারত! সেই বীর্য্যবান্ রাম সহাস্য বদনে অবলীলা ক্রমে তাহাতে শিঞ্জিনী সংযোগ করিয়া এতাদৃশ রূপে ধনুর্ব্বিস্ফারণ করিলেন যে, সেই অশনি সদৃশ টঙ্কার ধ্বনিতে প্রাণিমাত্রেরই ত্রাস জন্মিল। অনন্তর তখন দাশরথি রাম ভার্গব রামকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! এইত ধনুকে জ্যা রোপণ করিলাম, এক্ষণে আপনকার আর কি করিতে হইবে, বলুন। তখন জামদগ্ন্য রাম মহাত্মা দাশরথি রামকে একটি দিব্য শর প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি এই সায়ক টি আকর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ কর।

লোমশ কহিলেন, রামচন্দ্র এতৎশ্রবণে ক্রোধানলে প্রদীপ্ত প্রায় হইয়া উত্তর করিলেন, হাঁ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা শুনিলাম, এবং ক্ষমাও করিলাম; অহে ভার্গব! তুমি যে, দর্পে পরিপূর্ণ, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইল; তুমি পিতামহ প্রসাদে ক্ষত্রিয় গণ অপেক্ষা বিশেষ রূপে তেজ প্রাপ্ত হইয়াছ বলিয়াই আমাকে এ রূপ অবমাননা করিতেছ; যাহা হউক, তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, তদ্দ্বারা আমার স্বরূপ এক বার নিরীক্ষণ কর। হে ভারত! পরশুরাম দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া রামী শরীরে আ-

দিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, অনল, গ্রহ, নক্ষত্র, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নদী, যাবতীয় তীর্থ, ব্রহ্মস্বরূপ সনাতন বালিখিল্য ঋষিগণ, দেবর্ষিগণ, সাগর ও ভূধর সকল এবং যজ্ঞ ও বষট্কারের সহিত সোপনিষৎ বেদ সমস্ত, সচেতন সাম, ধনুর্ব্বেদ, মেঘবৃন্দ, বর্ষা ও বিদ্যুৎ এই সমস্ত বস্তুজাত দেখিতে পাইলেন। হে ভারত! তদনন্তর রামরূপ ভগবান্ বিষ্ণু সেই বাণ পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ! তিনি সেই বাণ পরিত্যাগ করাতে মহোল্কাপাত, মহৎ ধূলিবর্ষণ, মেঘবৃষ্টি, শুষ্কাশনি নিক্ষেপ ও বিপুল নির্ঘাত নির্ঘোষ দ্বারা ভূমণ্ডল সমাকীর্ণ ও কম্পিত হইল। শ্রীরামের বাহু প্রেরিত সেই বাণ কেবল তেজদ্বারাই পরশুরামকে পরাভূত ও বিহ্বল মাত্র করত জ্বলিতাকারে রাঘব নিকটে পুনঃপ্রত্যাগমন করিল। পরশুরাম বিহ্বল হইয়া কিয়ৎকাল পরে চেতনা ও প্রাণ লাভ করত বিষ্ণু-তেজঃস্বরূপ রামকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন। সেই মহাতপস্বী ভার্গব ভীত ও লজ্জিত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকিলেন। এই রূপে বর্ষপরিমিত কাল অতীত হইলে, তাঁহার পিতৃগণ তাঁহাকে নির্ম্মদ, দুঃখিত ও হৃততেজ দেখিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি বিষ্ণু নিকটে যে রূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহা অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে, কারণ, তিনি ত্রিলোক মধ্যে চির কাল পূজ্য ও মান্য। হে বৎস! সম্প্রতি তুমি বধূসরনাম্নী পুণ্য নদীতে গমন কর, তথায় সমস্ত পুণ্য তীর্থে স্নান করিলে পুনর্ব্বার তেজ লাভ করিতে পারিবে। পুত্র! সেই স্থানেই দীপ্তোদ নামক তীর্থ আছে, যেখানে তোমার প্রপিতামহ ভৃগু সত্য যুগে অনুত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন। হে পাণ্ডুনন্দন! পরশুরাম পিতৃগণের বচনানুসারে এই তীর্থে স্নানাদি করিয়া পুনর্ব্বার স্বতেজ প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ! পূর্ব্বকালে পরশুরাম অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের নিকটে গমন করিয়া তাঁহা হইতে ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নবাধিক নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি সেই ধীমান্ মহর্ষি অগস্ত্যের চরিত পুনর্ব্বার বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছি।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! অমিত-তেজস্বী অগস্ত্য মুনির প্রভাব এবং অলৌকিক আশ্চর্য্য দিব্য কথা শ্রবণ করুন। সত্য যুগে কালকেয় নামে বিখ্যাত যুদ্ধদুর্ম্মদ ঘোরতর অতি ভয়ানক দানবদিগের কতক গুলি গণ ছিল। তাহারা বৃত্রাসুরকে আশ্রয় করিয়া নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করত ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রতি চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। পরে সমস্ত ত্রিদিববাসীরা বৃত্রাসুরের বধ কামনায় যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পুরন্দরকে পুরোবর্ত্তী করত ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদিগের অভীষ্ট কার্য্য আমার বিদিত হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা যাহাতে বৃত্র বধ করিতে পার, তদুপায় বলিতেছি। দধীচ নাম বিখ্যাত উদারবুদ্ধি এক মহর্ষি আছেন। তোমরা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক বর যাচ্ঞা করিবে; সেই ধর্ম্মাত্মা প্রীতান্তঃকরণে তোমাদিগকে বর প্রদান করিবেন। তোমরা সকলে সমবেত ও জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া কহিবে যে, আপনি ত্রৈলোক্যের হিতার্থে আপনার অস্থি গুলি প্রদান করুন; তাহা হইলে তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অস্থি প্রদান করিবেন। তখন তোমরা তাঁহার অস্থি দ্বারা ষট্কোণাকার, ভীষণ নিস্বন কারী, শত্রুঘাতী, মহা ভয়ানক, দৃঢ় বজ্র নির্ম্মাণ করিবে। বৃত্রাসুর সেই বজ্র দ্বারাই ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইবে। এই সমস্ত বিবরণ তোমাদিগকে বলিলাম, তোমরা সত্বর হইয়া ইহা বিধান কর।

ব্রহ্মা দেবগণকে এইরূপ কহিলে, দেবতারা তদীয়ানুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক নারায়ণকে অগ্রে করিয়া দধীচ ঋষির আশ্রমে চলিলেন। সরস্বতীর পর পার স্থিত সেই আশ্রম নানাপ্রকার তরুলতায় সমাবৃত ছিল। তথায় ষট্পদ সমূহ সামগ ব্রাহ্মণের ন্যায় গান করিতেছিল; পুংস্কোকিল কুলও চকোর নিকর মধুরালাপ করিতেছিল; মহিষ, বরাহ, মৃগশাবক ও চমর গণ শার্দ্দূল গণ হইতে ভয় বিরহিত হইয়া বিচরণ করিতেছিল; মদস্রাবী প্রভিন্ন-গণ্ড মাতঙ্গ গণ করেণু গণ সহ সরোবরে অবগাহন ও ক্রীড়া করত বৃংহিত নাদে চতুর্দ্দিক্ অনুনাদিত করিতেছিল; সিংহ ব্যাঘ্র সকল ইতস্তত বিচরণ পূর্ব্বক মহারব করত আশ্রমকে প্রতিধ্বনিত করিতেছিল; এবং কোন কোন সিংহ ও ব্যাঘ্র গুহা কন্দর শায়ী ও বিলীন-প্রায় হইয়া সেই সেই অবকাশ স্থলে সুমনোহর রূপে শোভা বিস্তার করিতেছিল; দেবতারা অমরপুরী সদৃশ এতাদৃশ আশ্রমে আগমন করিলেন। তাঁহারা তথায় দধীচ মুনিকে গভস্তিমালীর ন্যায় তেজঃপুঞ্জ ও ব্রহ্মার ন্যায় শরীর কান্তিবিশিষ্ট দেখিতে পাইলেন। হে রাজন্! দেবতারা সকলেই তাঁহার চরণ বন্দন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মা যে প্রকার বর প্রার্থনা করিতে কহিয়াছিলেন, সেই রূপ বর প্রার্থনা করিলেন। তখন ঋষি পরম সন্তুষ্ট হইয়া সুরোত্তম দিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! অদ্য আমি তোমাদিগের হিতকার্য্যার্থে স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিতেছি। মহারাজ! সংযতেন্দ্রিয় নরবর দধীচ মুনি এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর দেবতারা ব্রহ্মার উপদেশানুসারে সেই গতাসু ঋষির অস্থি সকল সংগ্রহ করিলেন। পরে তাঁহারা প্রহৃষ্ট রূপে বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন পূর্ব্বক আপনাদিগের জয় নিমিত্তে উক্ত বিষয় ব্যক্ত করিলেন। ত্বষ্টাও তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া যত্ন পূর্ব্বক অত্যন্ত উগ্ররূপ বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন। অশনি নির্ম্মিত হইলে, তিনি প্রফুল্ল মুখে দেবরাজকে কহিলেন, হে দেব! আপনি অদ্য এই বজ্র প্রবর দ্বারা সুরশত্রু উগ্ররূপ বৃত্রকে ভস্মসাৎ করুন; অনন্তর ত্রিদিব মধ্যে নির্ব্বৈর হইয়া স্বগণ সঙ্গে সুখে সমস্ত সুরপুর শাসন করুন। দেবরাজ বিশ্বকর্ম্মার বাক্যে প্রহৃষ্ট ও যত্নপর হইয়া সেই বজ্র গ্রহণ করিলেন।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০০।

লোমশ কহিলেন, তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র সেই বজ্র গ্রহণ করত বলশালী দেবগণ কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া বৃত্রাসুরের নিকট গমন করিলেন; বৃত্রাসুর স্বর্গ মর্ত্য আবরণ করত অবস্থিত ছিল এবং মহাকায় কালকেয় অসুরগণ সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় উদ্যতাস্ত্র হইয়া তাহাকে চতুর্দ্দিকে রক্ষা করিতেছিল। তৎপরে দানব গণ সহ দেবগণের মুহূর্ত্ত কাল লোকভয়ঙ্কর মহাসংগ্রাম হইল। পরস্পর বিপক্ষ দেহোপরি আঘাতোদ্দেশে বীরগণের বাহু দ্বারা উদ্যত ও প্রতিহত খড়্গ সকলের সুতুমুল শব্দ হইতে লাগিল। মহারাজ! তাল ফল সকল বৃন্তচ্যুত হইয়া পতিত হইলে যে রূপ দৃষ্ট হয়, মস্তক সকল অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হওয়াতে তদ্রূপ দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। সেই সকল মহাকায় দৈত্যেরা কাঞ্চন কবচ পরিধান পূর্ব্বক পরিঘ উদ্যত করত ত্রিদশ গণের প্রতি ধাবমান হওয়াতে তাহাদিগকে যেন দাবদগ্ধ ধাবমান শৈল সমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। দেবগণ, গর্ব্ব পূর্ব্বক ধাবমান বেগশীল সেই দৈত্যদিগের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ভয় প্রযুক্ত রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। সহস্রলোচন ইন্দ্র বিবুধগণকে ভীত ও পলায়নপর এবং বৃত্রকে বিবর্দ্ধমান দেখিয়া মহামোহাবিষ্ট হইলেন। সাক্ষাৎ ইন্দ্র দেব তখন কালেয় অসুরগণের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া অবিলম্বে প্রভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। সনাতন বিষ্ণু শক্রকে মোহাবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার বল বর্দ্ধনার্থ তাঁহার প্রতি নিজ তেজ

সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর সমস্ত দেবতা ও বিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মর্ষিগণ দেবরাজকে বিষ্ণু-রক্ষিত দেখিয়া নিজ নিজ তেজ প্রদান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণু-প্রমুখ সমস্ত দৈবত ও মহাভাগ ঋষিগণ কর্ত্তৃক সমাপ্যায়িত হইয়া বলবান্ হইয়া উঠিলেন। তখন বৃত্রাসুর দেবরাজকে বলশালী জ্ঞাত হইয়া মহা নিনাদ করিয়া উঠিল; তাহার সেই শব্দে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, অন্তরীক্ষ ও দিক্ সকল কম্পিত হইল। হে রাজন্! তদনন্তর মহেন্দ্র তাহার সেই ঘোর রূপ মহারব শ্রবণ করত সন্তপ্ত ও ভয়াতুর চিত্তে সত্বর হইয়া তাহার বধ নিমিত্তে সেই মহা বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। যে প্রকার মহা পর্ব্বত মন্দর বিষ্ণু কর হইতে বিমুক্ত হইয়া পতিত হইয়াছিল, সেই রূপ কাঞ্চন মাল্যধারী মহাসুর বৃত্র, ইন্দ্র বজ্রে অভিহত হইয়া পতিত হইল। সেই দৈত্যবর হত হইলেও ইন্দ্র ভয়ার্ত্ত হইয়া সরোবরে প্রবেশ করিতে ধাবমান হইলেন, তাঁহার হস্ত হইতে যে, বজ্র বিমুক্ত হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা যে, বৃত্রাসুর হত হইয়াছিল, তাহা তিনি ভয় প্রযুক্ত জানিতে পারেন নাই। তৎ কালে দেব ও মহর্ষি গণ সকলে মিলিত ও আহ্লাদামোদে উৎফুল্ল হইয়া দেবরাজের স্তব করিতে লাগিলেন এবং বৃত্রাসুর বধে অভিসন্তপ্ত দৈত্যদিগকে ত্বরা পূর্ব্বক হনন করিতে লাগিলেন। দানবেরা সমবেত দেবগণের ভয়ে ভীত ও আর্ত্ত হইয়া সমুদ্রে গিয়া প্রবেশ করিল। ঐ দিতি-পুত্রেরা তখন মৎস্য কুম্ভীরাদি সমাকুল অপ্রমেয় উদধি মধ্যে প্রবেশ করত গর্ব্বিত ও সকলে সমবেত হইয়া ত্রৈলোক্য বিনাশের নিমিত্তে মন্ত্রণা আরম্ভ করিল। তন্মধ্যে কোন কোন বুদ্ধি নিপুণ ব্যক্তিরা নানাবিধ উপায় বর্ণন করিতে লাগিল। কালক্রমে তাহাদিগের চিন্তা দ্বারা এই রূপ দুর্ম্মতি হইল যে, যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা ও তপঃসম্পন্ন, অগ্রে তাহাদিগের বিনাশ করা কর্ত্তব্য। তপস্যা দ্বারাই সমস্ত জগৎ রক্ষা হইতেছে, অতএব তপঃক্ষয়ার্থ ত্বরান্বিত হও। যে কেহ ধরণী মধ্যে তপস্বী, ধর্ম্মবিৎ ও তত্ত্বজ্ঞ আছে, সত্বর হইয়া তাহাদিগেরই প্রাণ বিনাশ কর, তাহারা বিনষ্ট হইলে জগৎ বিনষ্ট হইবে। সমস্ত দানবেরা এইরূপে দুর্ব্বুদ্ধিভাবাপন্ন হইয়া মহাতরঙ্গান্বিত বরুণালয় রত্নাকরকে দুর্গ রূপ আশ্রয় করত জগৎ বিনাশে পরম হর্ষান্বিত হইল।

একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

লোমশ কহিলেন, সেই কালেয় অসুরেরা বরুণালয় জলনিধি আশ্রয় করিয়া ত্রৈলোক্য নাশে প্রবৃত্ত হইল। সেই ক্রুদ্ধ দৈত্যেরা নিত্য নিত্য নিশা সময়ে আশ্রম ও পুণ্যায়তনস্থ মুনিদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। দুরাত্মারা বশিষ্ঠাশ্রমে এক শত আশী জন বিপ্র ও তদ্ভিন্ন নয় জন তপস্বীকে ভক্ষণ করিল, মহর্ষি চ্যবনের পুণ্যাশ্রমে ফল মূলাশী এক শত মুনিকে ভক্ষণ করিল, এবং ভরদ্বাজাশ্রমস্থ বায়ু ও জল ভক্ষ বিংশতি জন নিয়ত ব্রহ্মচারীকে বিনাশ করিল। তাহারা রাত্রি কালে এই রূপ করে, দিবসে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহারা কাল প্রেরিত ও মত্ত প্রায় হইয়া ভুজবল দর্পে এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে বহু সংখ্য দ্বিজগণকে রজনী যোগে হনন করত সকল আশ্রমেই ধাবন করিয়া বেড়াইত। হে মনুজ-প্রধান! দৈত্যেরা তপোবনে তাপসদিগের প্রতি ঐ রূপ আচরণ করিত, কিন্তু কোন মনুষ্যই তাহাদিগকে জানিতে পারিত না; প্রভাত কালে নিয়মাহার কর্ষিত মুনিদিগের মাংস বিহীন, রুধির মজ্জা ও অন্ত্র রহিত এবং ভগ্নসন্ধি মৃত শরীর সকল ভূতলে দৃষ্ট হইত; এমন কি, সমাকীর্ণ শঙ্খরাশির ন্যায় অস্থি সমূহ দ্বারা ভূতল প্রকাশ পাইত; এবং ভগ্ন কলস স্রুবাদি ও বিকীর্ণ অগ্নিহোত্র সামগ্রী দ্বারা যজ্ঞ স্থল সমাবৃত থাকিত। তখন সমস্ত জগৎ কালেয় ভয়ে পীড়িত হওয়াতে উৎসাহ শূন্য হইল। স্বাধ্যায়, বষট্কার, যজ্ঞোৎসব ও ক্রিয়া কলাপ একে বারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

হে মনুজেশ্বর! মানব গণ এই রূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইলে ভীত হইয়া আত্ম রক্ষার্থ দিগ্‌দিগন্তর পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ গুহা প্রবেশ করিল; কেহ কেহ নির্ঝর মধ্যে গিয়া লুক্কায়িত হইয়া রহিল; কেহ কেহ বা মরণোদ্বেগে ভয় প্রযুক্তই প্রাণ ত্যাগ করিল। তখন কোন কোন মহাধানুষ্কী শূর পুরুষেরা পরম হর্ষিত হইয়া দানব দিগের অন্বেষণে অত্যন্ত প্রযত্নপর হইল, কিন্তু অসুরেরা সমুদ্র আশ্রয় করিয়া থাকায় তাহাদিগকে তাহারা জানিতে পারিল না, সুতরাং সাতিশয় শ্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে গৃহে প্রত্যাগত হইতে হইল। হে মনুজনাথ! যজ্ঞোৎসব ক্রিয়া রহিত হওয়াতে সমস্ত লোক হ্রাস প্রাপ্ত হইলে মহেন্দ্রাদি ত্রিদশ বৃন্দ সাতিশয় পীড়িত হইলেন। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ভয় প্রযুক্ত মন্ত্রণা পূর্ব্বক শরণ্য নিত্য দেব বিষ্ণু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন, এবং অপরাজিত বৈকুণ্ঠ দেব সেই মধুসূদনকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, হে প্রভো! তুমি আমাদিগের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। তোমা হইতেই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। হে কমললোচন! পূর্ব্ব কালে তুমিই জগতের হিত নিমিত্তে বরাহ শরীর ধারণ করিয়া জলমগ্না পৃথিবীকে সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছ। হে পুরুষোত্তম! তুমি নারসিংহ বিগ্রহ গ্রহণ করিয়া আদি দানব মহাবীর্য্য হিরণ্যকশিপুকে শমন সদনের অতিথি করিয়াছ। তুমি বামন রূপ হইয়া সর্ব্ব ভূতের অবধ্য অসুর প্রধান বলিকে ত্রৈলোক্য হইতে বিচ্যুত করিয়াছ, এবং তুমিই যজ্ঞ-বিঘ্নকারী মহাকার্ম্মুকী ক্রূর জম্ভাসুরকে নিপাতিত করিয়াছ। এই রূপ অসংখ্য মহৎ কর্ম্ম তোমা হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। হে মধুসূদন! আমরা ভয় ভীত হইলে তোমা ভিন্ন আর আমাদিগের গতি নাই, অতএব হে দেব দেবেশ! আমরা লোক রক্ষার্থ তোমাকে বিজ্ঞাপন করিতেছি, তুমি এই উপস্থিত মহাভয় হইতে সমস্ত লোক, যাবতীয় দেবতা ও দেবরাজকে রক্ষা কর।

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০২।

দেবতারা কহিলেন, হে জগৎপতে! তোমারই প্রসাদে চতুর্ব্বিধ সমস্ত প্রজা বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহারা তোমার প্রসাদে বর্দ্ধিত হইয়া হব্য কব্য দ্বারা দেবতাদিগকে বর্দ্ধিত করে, এবং দেবতারাও তাহাদিগকে বৃষ্ট্যাদি দ্বারা পালন করিয়া থাকেন; স্বর্গ ও মর্ত্ত্য উভয় লোক এই রূপে পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া তোমার প্রসাদে নিরুদ্বিগ্ন হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে, তুমিই তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছ। পরন্তু সম্প্রতি এই এক মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, নিশা সময়ে কে যে, ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করে, তাহার কিছুই অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। হে মহাবাহো! ব্রাহ্মণেরা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইলে পৃথিবী ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইলে স্বর্গও বিনষ্ট হইবে; অতএব তোমার পরিরক্ষিত লোক সকল যাহাতে তোমার প্রসাদে ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, তাহা কর।

বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবগণ! প্রজাদিগের ক্ষয়ের কারণ সমস্ত আমার বিদিত হইয়াছে, তাহা তোমাদিগের নিকট বলি, তোমরা সুস্থচিত্তে শ্রবণ কর। কালের নামে বিখ্যাত মহাভীষণ কতক গুলা দানব ছিল। তাহারা বৃত্রকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত জগৎ বিলোড়ন করিয়া বেড়াইত। এক্ষণে তাহারা বৃত্রাসুরকে ধীমান্ বাসব কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া জীবন রক্ষার্থ উদধি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারাই কুম্ভীরাদি ভীষণ জল জন্তু সমাকুল বরুণালয়ে থাকিয়া জগতের উৎসাদনার্থে রজনী যোগে মুনিদিগকে বিনষ্ট করিতেছে; কিন্তু তাহাদিগকে বিনাশ করা অশক্য, কারণ, তাহারা সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে; অতএব যাহাতে সমুদ্র ক্ষয় হয়, তদ্বিষয়ে তোমরা যত্ন কর। সমুদ্র শোষণ ব্যতিরেকে তাহা-

দিগকে পারা যাইবে না, কিন্তু সমুদ্র শোষণ করা এক মাত্র অগস্ত্য ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই।

দেবতারা বিষ্ণু কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ব্রহ্মাকে বিদিত করত অগস্ত্যাশ্রমে যাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, যেমন অমর গণ ব্রহ্মার উপাসনা করেন, সেই রূপ ঋষিগণ দীপ্ততেজা মহাত্মা অগস্ত্যের উপাসনা করিতেছেন। তাঁহারা প্রচুর তপঃসম্পন্ন, অক্ষয়-প্রভাব, মিত্রাবরুণ-নন্দন, মহাত্মা অগস্ত্যকে আশ্রমে অবস্থিত অবলোকন করিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহার স্বকৃত কর্ম্ম দ্বারা স্তব করত কহিতে লাগিলেন। হে মুনে! পূর্ব্বে যখন লোক সকল নহুষ কর্ত্তৃক সন্তপ্ত হইয়াছিল, তখন আপনি তাহাদিগের গতি স্বরূপ হইয়া সেই লোক কণ্টক নহুষকে স্বর্গচ্যুত করিয়া স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছেন, এবং ভূধর শ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য গিরি রোষ বশত প্রভাকরের গতি রোধার্থ সহসা অতি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু আপনার বচন উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অদ্যাপি তাহাকে খর্ব্ব হইয়া রহিতে হইয়াছে; তৎকালে সূর্য্যালোক অভাবে জগৎ তিমিরাবৃত হইলে প্রজা সকল দুঃখে অতি পীড়িত হইয়াছিল, পরিশেষে আপনকাকে নাথ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছে; অতএব হে ভগবন্! আমরা যখন ভয় ভীত হই, তখনই আপনি আমাদিগের গতি স্বরূপ ও বর প্রদ হইয়া থাকেন, এ প্রযুক্ত এই ক্ষণে আমরা আর্ত্ত হইয়া আপনার নিকটে বর প্রার্থনা করিতেছি।

ত্র্যধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ১০৩॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামুনে! বিন্ধ্য গিরি কি নিমিত্ত ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সহসা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ইহা আমি বিস্তার ক্রমে শ্রবণ করিতে অভিলাস করিতেছি।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! দিবাকর, অদ্রিরাজ কনকাচল মহাশৈল সুমেরুকে উদয়াস্তে প্রদক্ষিণ করেন, তাহা দেখিয়া বিন্ধ্য গিরি সূর্য্যকে কহিল, হে ভাস্কর! তুমি যেমন নিত্য নিত্য মেরুর সন্নিহিত হইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছ, সেই রূপ আমাকে প্রদক্ষিণ কর। শৈলেন্দ্র বিন্ধ্য সূর্য্যকে এই রূপ কহিলে, সূর্য্য উত্তর করিলেন, হে শৈল! আমি আপন ইচ্ছায় মেরুকে প্রদক্ষিণ করি না, যিনি এই জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনিই আমার এই পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। হে পরন্তপ! দিবাকর এই কথা বলিবা মাত্র বিন্ধ্যাচল কুপিত হইয়া সূর্য্য ও চন্দ্রের পথ রোধ করণ মানসে সহসা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবতারা সকলে মিলিত হইয়া মহাদ্রিরাজ বিন্ধ্য নিকটে গমন পূর্ব্বক বিবিধ উপায় বাক্য দ্বারা নিবারণ করিলেন, কিন্তু বিন্ধ্য তাঁহাদিগের নিবারণ বাক্য গ্রাহ্য করিল না। অনন্তর সেই সকল দেবতারা মিলিত হইয়া অতিমাত্র অদ্ভুত বীর্য্যশালী ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য আশ্রমস্থ তপস্বী অগস্ত্য ঋষির সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে উক্ত বিষয় কহিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ দ্বিজোত্তম! এই পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্য রোষ পরবশ হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রের গতি অবরোধ করিয়াছে, ইহাকে নিবারণ করা আপনা ব্যতীত কাহারও সাধ্য নাই, অতএব আপনি ইহাকে নিবারণ করুন। বিপ্রর্ষি দেবতাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিন্ধ্যাচল সমীপে যাত্রা করিলেন। তিনি সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইয়া সমীপস্থ বিন্ধ্য গিরিকে কহিলেন, হে নগেন্দ্র আমি কোন কার্য্য বশত দক্ষিণ দিকে গমন করিব, অতএব অভিলাস করি, তুমি পথ প্রদান কর এবং যাবৎ পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাগমন না করি, তাবৎ কাল আমার এই কথা পালন কর; আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তুমি স্বেচ্ছানুসারে উন্নত হইও। হে অমিত্রকর্ষণ! বরুণ-নন্দন বিন্ধ্য গিরির সহিত এই-

রূপ নিয়ম করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন, অদ্যাপি তথা হইতে প্রত্যাগমন করেন নাই। হে রাজন্! বিন্ধ্য গিরি অগস্ত্য প্রভাবে যে রূপে আর বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই, যাহা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত আপনকার নিকট আমি বর্ণন করিলাম।

মহারাজ! সম্প্রতি যে রূপে দেবতারা অগস্ত্য হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া কালের অসুরগণকে নিসূদিত করেন, তদ্বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ করুন। মৈত্রাবরুণি মুনি ত্রিদশগণের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, তোমাদিগের কি নিমিত্ত আগমন হইয়াছে, এবং তোমরা আমার নিকট কি বরই বা প্রার্থনা কর? ঋষি দেবগণকে এই রূপ কহিলে, তাঁহারা তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমরা এই ইচ্ছা করি যে, আপনি মহোদধিকে পান করেন; তাহা হইলে আমরা অমর-দ্বেষী সেই কালেয় নামক অসুরগণকে তাহাদিগের অনুচর বর্গের সহিত বিনাশ করি। মুনি ত্রিদশদিগের কথা শুনিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং কহিলেন, তোমাদিগের অভিলষিত লোক সুখ জনক এই মহৎ কার্য্য আমি সম্পাদন করিব। হে সুব্রত! অগস্ত্য ঋষি এই কথা বলিয়া তপঃসিদ্ধ ঋষি ও অমর বৃন্দে পরিবৃত হইয়া সরিৎপতি সাগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিবার নিমিত্তে উৎসুক হইয়া মহাত্মা অগস্ত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তদনন্তর তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া সমুদ্র সমীপে গমন করিলেন। সরিৎপতি পবন দ্বারা তরঙ্গ সহকারে ভীষণ নিস্বন করিতে করিতে যেন নৃত্য করিতেছে, প্রবাহিত ফেন সমূহ দ্বারা যেন হাস্য করিতেছে, কোন কোন স্থানে কন্দর সমূহে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে এবং নানা বিধ গ্রাহাদি জলজন্তুতে সমাকীর্ণ ও পক্ষিগণে সমন্বিত রহিয়াছে; ঈদৃশ মহোদধিতে অগস্ত্য প্রমুখ দেব, গন্ধর্ব্ব, মহোরগ ও মহাভাগ ঋষি গণ উপনীত হইলেন।

চতুরধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৪।

লোমশ কহিলেন, বরুণ-পুত্র ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি সমুদ্র কুল প্রাপ্ত হইয়া সমবেত দেব ও ঋষিগণকে কহিলেন, আমি লোকের হিত নিমিত্তে সমুদ্র পান করিতেছি, তোমাদিগের যাহা অনুষ্ঠান করা উচিত, তাহা তোমরা শীঘ্র বিধান কর। অক্ষয় প্রভাব সম্পন্ন মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য ঋষি এতাবৎ মাত্র কথন পূর্ব্বক সকলের সমক্ষে কুপিত হইয়া সমুদ্র পানে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবতারা ঋষিকে সমুদ্র পান করিতে দেখিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন এবং ঋষিকে স্তুতিবাদ পূর্ব্বক পূজা করত কহিলেন, হে লোকভাবন! তুমি আমাদিগের ত্রাতা এবং সমস্ত লোকের স্রষ্টা, তোমার প্রসাদেই দেবগণের সহিত সমুদায় জগৎ সমুচ্ছিন্ন হইতে পারিল না। দেবতারা এই রূপে মহাত্মা অগস্ত্যকে স্তব করিতে লাগিলেন, স্বর্গ হইতে তাঁহার প্রতি পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্বেরা গীত বাদিত্র ধ্বনিতে দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিল, এমত সময়ে সেই মহাত্মা মহার্ণবকে পান করিয়া নিঃসলিল করিলেন। তখন সুরগণ সমুদ্রকে সলিল শূন্য দেখিয়া পরম হর্ষান্বিত চিত্তে অসীম উৎসাহ সহকারে প্রধান প্রধান দিব্য আয়ুধ সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক দানব দিগকে হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল মহাত্মা দেবগণ সিংহনাদ করত বেগ সহকারে তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন; তাহারা তখন বেগশীল সেই দেবগণের বেগ ধারণ করিতে অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। হে ভারত! দৈত্যেরা ত্রিদশ গণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও ভীষণ নিস্বন করত মুহূর্ত্ত কাল তুমুল সংগ্রাম করিল। কিন্তু তাহারা পূর্ব্বেই শুদ্ধাত্মা মুনিদিগের তপস্যানলে দগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং প্রাণপণে যত্নবান হওয়াতেও

কালের করাল কবলে পতিত হইল। কনক কেয়ূর কুণ্ডলাদি অলঙ্কার ধারী সেই অসুরেরা নিহত হইয়া পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে মনুজোত্তম! হতাবশিষ্ট কোন কোন কালেয়াসুর বসুধা বিদারণ করিয়া পাতাল তলে পলায়ন করিল।

ত্রিদশেরা দানবদিগকে নিহত দেখিয়া মুনিপুঙ্গব অগস্ত্যকে নানা বিধ বাক্যে স্তব করিলেন এবং বলিলেন, হে মহাবাহো! আপনার প্রসাদে লোক সমস্ত মহৎ সুখ প্রাপ্ত হইল এবং আপনারই তেজো বলে ক্রূর-বিক্রম কালেয় অসুরেরা নিহত হইল। হে লোকভাবন মহাবাহো! সংপ্রতি আপনি সমুদ্র পূরণ করুন, আপনি যে জল পান করিয়াছেন, তাহা এই ক্ষণে পরিত্যাগ করুন। দেবতারা এরূপ বলিলে ভগবান্ মুনিবর প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি সেই সলিল সকল জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, তোমরা সমুদ্র পূরণার্থ যত্নপর হইয়া উপায়ান্তর চিন্তা কর। সমবেত দেব গণ ভাবিতাত্মা মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইলেন। মহারাজ! পরে মনুষ্য গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই মুনিপুঙ্গব অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া পরস্পর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করিল। দেবতারা সমুদ্র পূরণার্থ পুনঃপুন মন্ত্রণা করিয়া বিষ্ণু সমভিব্যাহারে পিতামহ সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহারা সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট সাগর পূরণের প্রস্তাব করিলেন।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

লোমশ কহিলেন, লোক পিতামহ ব্রহ্মা সমেত বিবুধ গণকে কহিলেন, হে বিবুধগণ! তোমরা যথা স্বেচ্ছা অভিলষিত স্থানে গমন কর; সমুদ্র বহু কাল পরে মহারাজ ভগীরথের জ্ঞাতিগণকে নিমিত্ত করিয়া তাঁহা হইতে প্রকৃতিস্থ হইবে। সমস্ত দেবতা ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া কাল যোগ প্রতীক্ষা করত স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এ বিষয়ে ভগীরথের জ্ঞাতিরা কি নিমিত্তে কারণ হইয়াছিল, সেই কারণই বা কি এবং কি রূপেই বা ভগীরথের আশ্রয়ে সমুদ্র পূর্ণ হইয়াছিল, হে তপোধন! ঐ রাজন্যদিগের চরিত বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ জন্মিয়াছে, আপনি তাহা বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা ধর্ম্মরাজ দ্বিজবর লোমশকে এই রূপ কহিলে তিনি মহাত্মা সগর রাজার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশে সগর নামে এক নৃপতি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রূপবান্, তেজস্বী, বলশালী, প্রতাপান্বিত ও নিঃসন্তান ছিলেন। হে ভারত! তিনি হৈহয় ও তালজঙ্ঘ দিগকে উৎসাদিত করিয়া অন্যান্য রাজন্যগণকে বশীভূত করত স্ব রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার বৈদর্ভী ও শৈব্যা নামে রূপ যৌবন দর্পিতা দুই পত্নী ছিল। সেই রাজা পুত্র কামনায় কৈলাস শিখরে সহধর্ম্মিণী দ্বয় সমভিব্যাহারে গমন পূর্ব্বক সুমহৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপোযোগ-সমন্বিত সেই রাজা সুমহৎ তপঃ প্রভাবে মহাত্মা ত্রিলোচন ত্রিপুর-মর্দ্দন মহাদেবের দর্শন পাইলেন। ভার্য্যাদ্বয় সমবেত সেই মহাবাহু রাজা, ভব ঈশান পিনাকী শূলপাণি ত্র্যম্বক উগ্র ঈশ বহুরূপ বরপ্রদ উমাপতি শঙ্করকে দর্শন করিবা মাত্র প্রণিপাত পুরঃসর তাঁহার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলেন। শঙ্কর সভার্য্য নৃপতির প্রতি প্রীত হইয়া কহিলেন, হে নৃপতে! তুমি যে ক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিলে, তাহাতে তোমার এক পত্নীতে অতি দর্পিত ষষ্টি সহস্র শূর পুত্র হইবে। তাহারা সকলেই একত্রিত হইয়া এক কালে নিধন প্রাপ্ত হইবে। আর অন্য এক পত্নীতে বংশধর শৌর্য্যশীল একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। রুদ্র দেব তাঁহাকে এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হই-

লেন। তখন রাজাও পত্নীদ্বয়ের সহিত সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া স্বকীয় নিবেশে গমন করিলেন। হে মনুজপতে! অনন্তর তাঁহার কমল-লোচনা রাজ-মহিষী বৈদর্ভী ও শৈব্যা উভয়েই গর্ভবতী হইলেন। পরে বৈদর্ভী যথাকালে এক টি অলাবু প্রসব করিলেন, এবং শৈব্যা কুমার তুল্য দেবরূপী এক টি পুত্র প্রসব করিলেন। তখন মহীপাল সেই অলাবু নিক্ষেপ করিবার মানস করিলে, তিনি অন্তরীক্ষ হইতে গম্ভীর স্বরে দৈব বাণী শ্রবণ করিলেন যে, হে রাজন্! তুমি এরূপ সাহস করিও না, পুত্র সকল পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে, তুমি অলাবু মধ্য হইতে বীজ সকল নিঃসারিত করিয়া যত্ন পূর্ব্বক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করত ঘৃত পূর্ণ উষ্ণ পাত্রে রক্ষা কর, তাহা হইলে তুমি ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রাপ্ত হইবে। হে নরাধিপ! মহাদেব এই নিয়মানুসারে তোমার পুত্র জননের উপদেশ করিয়াছেন, তাহার অন্যথা বুদ্ধি করিও না।

ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

লোমশ কহিলেন, হে রাজসত্তম ভারত! রাজা সগর অন্তরীক্ষ হইতে এই রূপ দৈব বাণী শুনিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক উক্তানুরূপ আচরণ করিলেন। তিনি বীজগুলি বিভাগ ক্রমে এক একটি করিয়া এক এক ঘৃত কুম্ভ মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন এবং পুত্রগণের রক্ষা বিষয়ে তৎপর হইয়া সেই সকল ভাগের রক্ষণাবেক্ষণার্থ এক এক জন ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তৎপরে বহুকালানন্তর মহাবল পুত্র সকল সেই সকল কুম্ভ হইতে উত্থিত হইল। হে রাজন্! সেই অমিত তেজস্বী রাজর্ষির রুদ্র কৃপায়, ষষ্টি সহস্র পুত্র হইল। তাহারা সকলেই সমরশালী, শূর, ভীষণ স্বরূপ, নৃশংসকর্ম্মা, গগণমার্গে গমনশীল এবং বহুসংখ্য হওয়ায় অমর প্রভৃতি সমস্ত লোককে অবজ্ঞা করত কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি রাক্ষস, সমস্ত প্রাণীদিগের প্রতিই প্রধাবিত হইতে লাগিল। দেবগণের সহিত সমস্ত লোক দুর্ব্বুদ্ধি সগর-তনয়গণ কর্ত্তৃক বাধ্যমান হইয়া ব্রহ্মাকে শরণ লইলেন। সর্ব্ব-লোক-পিতামহ মহাভাগ ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা সকলে সকল লোকের সহিত যথা হইতে আসিয়াছ, তথায় গমন কর। অনতি দীর্ঘ কাল মধ্যেই সগর-পুত্রদিগের স্ব কৃত কর্ম্ম দোষে সম্পূর্ণ রূপে মহাঘোররূপ বিনাশ হইবে। হে মনুজেশ্বর! ব্রহ্মা দেবগণকে এই রূপ বলিলে, দেবতারা ও সমস্ত লোক তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে ভরতর্ষভ! অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে বীর্য্যবান্ সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার যজ্ঞীয় ঘোটক তৎ পুত্রগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া পৃথিবী বিচরণ করিতেছিল। সেই অশ্ব প্রযত্ন সহকারে রক্ষ্যমাণ হওয়াতেও জল-বিহীন ভীম-দর্শন সমুদ্রে গিয়া তথায় অন্তর্হিত হইল। হে বৎস! তৎপরে রাজকুমারেরা কাহারও কর্ত্তৃক অশ্ব অপহৃত হইয়াছে মনে করিয়া পিতার নিকট আগমন পূর্ব্বক ঐ অশ্ব অপহৃত ও অদৃশ্য হওয়া ব্যক্ত করিল। রাজা তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সকলে দিক্ বিদিক্ সর্ব্বত্র অন্বেষণ কর। হে মহারাজ! তদনন্তর তাহারা পিতার অনুজ্ঞানুসারে সমস্ত দিক্ ভ্রমণ করিয়া সমুদায় পৃথিবীতলে সেই অশ্ব অন্বেষণ করিল, কিন্তু অশ্ব বা অশ্বের অপহর্ত্তাকে অনুসন্ধান করিতে পারিল না। পরিশেষে সকলে পরস্পর একত্র মিলিত হইয়া পিতার নিকটে আগমন পূর্ব্বক করপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, হে রাজন্! আমরা আপনার আজ্ঞা ক্রমে সমুদ্র, নদ, নদী, দ্বীপ, পর্ব্বত, কন্দর, বন ও উপবন সমস্ত ভূমণ্ডল অন্বেষণ করিলাম। হে রাজন্! তখন রাজা সগর তাহাদিগের এই কথা শুনিবা মাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া দৈব দুর্ব্বিপাক বশত যেন তাহাদিগের অনাগমন নিমিত্তেই তাহাদিগকে এই কথা কহিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা পুনরায় গিয়া

অশ্বের অন্বেষণ কর; সেই অশ্ব যজ্ঞীয়, তাহা ব্যতিরেকে তোমাদিগের আগমন করা কর্ত্তব্য নহে। সগররাজজেরা পিতার নিদেশ বাক্যে পুনর্ব্বার অশ্ব অন্বেষণার্থে কৃৎস্না পৃথিবী পরিক্রম করিল। সেই বীরগণ পর্য্যটন করিতে করিতে সমুদ্রে আসিয়া এক স্থলে পৃথিবী বিদারিত দেখিতে পাইল। তখন সেই গর্ত্ত উপলক্ষ করিয়া প্রযত্ন পুরঃসর কুদ্দাল ও ত্রেষুক দ্বারা খনন করিতে লাগিল। সমুদ্র তাহাদিগের কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে দীর্য্যমাণ হওয়ায় অত্যন্ত আর্ত্ত হইল এবং অসুর, পন্নগ ও রাক্ষসাদি বিবিধ প্রাণীরা সগরপুত্র গণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র প্রাণীর মস্তক ছিন্ন, দেহ ভগ্ন এবং চর্ম্ম, অস্থি ও সন্ধি স্থল ভিন্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল। সগরপুত্র দিগের এই প্রকারে সমুদ্র খনন করিতে বহু কাল অতীত হইল, কিন্তু কোন স্থানেও অশ্বের অনুসন্ধান হইল না। তদনন্তর তাহারা অতিক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রের পূর্ব্ব উত্তর প্রদেশে পাতাল তল বিদারণ করিয়া তথায় সেই অশ্বকে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে এবং তেজোরাশি রূপ মহাত্মা কপিল মুনিকে জ্বালা প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় তেজঃপুঞ্জে দেদীপ্যমান দেখিতে পাইল। হে মহীপতে! সেই অশ্ব রাজ-তনয়গণের নয়ন গোচর হইলে, তাহারা হর্ষে লোমাঞ্চিত কলেবর ও কাল প্রেরিত হইয়া ক্রোধভরে মহাত্মা কপিল দেবকে অবজ্ঞা করত অশ্ব গ্রহণাভিলাষে ধাবিত হইল। মহারাজ! পুরাতন ঋষিরা যে মুনিপুঙ্গব কপিল দেবকে বাসুদেব বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অতি মহাতেজস্বী সেই কপিল দেব, চক্ষু বিকৃত করিয়া সেই মন্দবুদ্ধি সগরসুত গণের প্রতি তেজ পরিত্যাগ করত তদ্দ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অতি মহাতপা দেবর্ষি নারদ তাহাদিগকে ভস্মীভূত দেখিয়া রাজা সগরের নিকট আগমন পূর্ব্বক তৎ সংবাদ প্রদান করিলেন। রাজা নারদ মুখে সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে মুহূর্ত্ত কাল বিমনা হইয়া মহাদেবের বাক্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে আপনিই আপনাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের বিষয় চিন্তা করিলেন এবং তখন অসমঞ্জার পুত্র নিজ পৌত্র অংশুমান্‌কে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন, হে বৎস! অমিততেজস্বী ষষ্টি সহস্র পুত্র আমার নিমিত্তে কপিল দেবের তেজ দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং আমি আপন ধর্ম্ম রক্ষার্থে পুরবাসীদিগের হিতাভিলাষে তোমার পিতাকে পরিত্যাগ করিয়াছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন! রাজশার্দ্দূল সগর দুস্ত্যজ্য বীর পুত্রকে কি নিমিত্তে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

লোমশ কহিলেন, রাজা সগরের অসমঞ্জা নামে বিখ্যাত এক পুত্র শৈব্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে পুরবাসীদিগের দুর্ব্বল বালকদিগের কণ্ঠ ধারণ করিয়া গ্রহণ করত এক ক্রোশ দূরে নদীমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তন্নিমিত্ত পৌর জনেরা সকলে ভয় ও শোকে কাতর হইয়া সগর নিকটে আগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিল, মহারাজ! আপনি আমাদিগকে পররাষ্ট্র জনিত ও অন্যান্য ভীতি হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, অতএব সম্প্রতি রাজকুমার অসমঞ্জার দারুণ ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। নৃপসত্তম সগর পুরবাসীদিগের এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্ত কাল বিমনায়মান হইয়া পরিশেষে অমাত্যগণকে কহিলেন, তোমরা অদ্য আমার পুত্র অসমঞ্জাকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত কর; যদি আমার প্রিয় কার্য্য করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে শীঘ্র ইহার বিধান কর। হে নরাধিপ! রাজা সচিব বর্গকে এই রূপ কহিলে তাহারা, রাজা যে রূপ আজ্ঞা করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহা নিষ্পাদন করিল। হে নরপতে! যে রূপে মহাত্মা সগর ভূপতি পৌর জনের হিতকামনায় নিজ সন্তানকে বিবাসিত করি-

য়াছিলেন, তদ্বিবরণ আপনার নিকট বর্ণন করিলাম।

সম্প্রতি রাজা সগর মহাধমুর্দ্ধারী অংশুমান্‌কে যাহা বলিয়াছিলেন, তৎ সমস্ত আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। সগর কহিলেন, হে বৎস! আমি তোমার পিতাকে পরিত্যাগ করায় ও অপর পুত্রেরা নিধন প্রাপ্ত হওয়ায় এবং অশ্ব প্রাপ্ত না হওয়ায় দুঃখানলে পরিতাপিত হইতেছি; একে পুত্র শোকে অভিসন্তপ্ত, তাহাতে আবার যজ্ঞ বিঘ্ন নিমিত্ত মোহিত হইয়াছি, অতএব তুমি যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করিয়া আমাকে নরক হইতে উদ্ধার কর। অংশুমান্ মহাত্মা সগর কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া যে প্রদেশে মহী বিদারিতা হইয়াছিল, দুঃখার্ত্ত চিত্তে তথায় গমন করিলেন। তিনি সেই খনিত পথ দ্বারাই সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় মহাত্মা কপিল দেব ও অশ্বকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তেজঃপুঞ্জ প্রাচীন ঋষিসত্তম কপিল দেবকে দেখিয়া ভুমিতে মস্তকাবনতি পূর্ব্বক প্রণতি করত স্বীয় কার্য্য নিবেদন করিলেন। মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা কপিল দেব অংশুমানের প্রতি প্রীত হইলেন এবং কহিলেন, আমি তোমাকে বর প্রদান করিতে সম্মত আছি। রাজকুমার প্রথম বর, যজ্ঞ সম্পাদন নিমিত্তে অশ্ব প্রার্থনা করিলেন; দ্বিতীয় বর, পিতৃগণের উদ্ধার যাচ্ঞা করিলেন। মুনিপুঙ্গব মহাতেজা কপিল দেব অংশুমান্‌কে কহিলেন, হে অনঘ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যে যে বর প্রার্থনা করিলে, আমি তাহাই দিতেছি। ক্ষমা, ধর্ম্ম ও সত্য তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; সগর মহীপতি তোমা হইতে কৃতার্থ হইলেন; তোমার পিতা তোমাদ্বারাই পুত্রবান্ হইয়াছেন; সগর-সুতেরা তোমার প্রভাবেই স্বর্গগামী হইবে; তোমার পৌত্র সগর-পুত্রদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্তে মহেশ্বর ত্রিপুরারিকে তুষ্ট করিয়া ত্রিদিব হইতে ত্রিপথগা তরঙ্গিণীকে আনয়ন করিবে। হে বৎস নরপুঙ্গব! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যজ্ঞিয় অশ্ব লইয়া যাও, মহাত্মা সগরের যজ্ঞ সমাপন কর।

কপিল মুনি অংশুমান্‌কে এই রূপ বলিলে, অংশুমান্ অশ্ব গ্রহণ করিয়া মহাত্মা সগরের যজ্ঞবাটে আগমন করিলেন। পরে তিনি মহাত্মা সগরের চরণদ্বয় বন্দনা করিলে মহাত্মা সগরও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর অংশুমান্ তথায় যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন এবং সগর-পুত্রদিগের যে রূপে বিনাশ হইয়াছে, তৎ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক রাজার নিকট নিবেদন করিলেন এবং অশ্ব যে, যজ্ঞ স্থলে আসিয়াছে, তাহাও বিজ্ঞাপন করিলেন। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া এবং অংশুমান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া পুত্র বিয়োগের দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেন, এবং সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিলেন। রাজা সগর সমস্ত দেবগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া যজ্ঞ সমাপন করত বরুণালয় সমুদ্রকে পুত্র রূপে কল্পনা করিলেন। রাজীবলোচন রাজা সগর বহু কাল পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়া পরিশেষে পৌত্রের প্রতি রাজ্য ভার অর্পণ পূর্ব্বক স্বর্গ যাত্রা করিলেন। মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা অংশুমান্‌ও পিতামহের ন্যায় সাগর-মেখলা পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দিলীপ নামে ধর্ম্মজ্ঞ এক পুত্র হইয়াছিল; রাজা অংশুমান্ ঐ পুত্রের প্রতি রাজ্য ভার সমাধান করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন। অনন্তর, রাজা দিলীপ পিতৃগণের ভয়ঙ্কর নিধন বিবরণ শুনিয়া দুঃখে পরিতাপিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের গতি চিন্তা করিতে লাগিলেন; অনন্তর গঙ্গাবতরণ নিমিত্তে সাতিশয় যত্ন করিলেন, কিন্তু সাধ্যানুসারে চেষ্টা করাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। হে ভরতর্ষভ! তাঁহার ভগীরথ নামে বিখ্যাত সত্যবাদী অসূয়া-রহিত সুলক্ষণান্বিত ধর্ম্মপরায়ণ এক পুত্র হইয়াছিল। হে ভারত! রাজা দিলীপ ঐ ভগীরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্য আশ্রয় করিলেন। অনন্তর তিনি কাল ক্রমে তপঃসিদ্ধি

যোগ বশত অরণ্য হইতে স্বর্গারোহণ করিলেন।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৭।

লোমশ কহিলেন, হে নরেন্দ্র! মহাধন্বা মহারথ ভগীরথ রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সকল লোকের মনো নয়নের আনন্দবর্দ্ধন হইলেন। সেই মহাবাহু মহাত্মা কপিল দেব কর্ত্তৃক পিতৃগণের ঘোররূপ নিধন ও তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের স্বর্গে অনধিকার শ্রবণ করিলেন; তাহাতে সাতিশয় অনুতাপিত হৃদয়ে সচিবের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তপস্যাচরণ করিতে হিমালয়পার্শ্বে গমন করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! রাজা ভগীরথ তপস্যা দ্বারা দগ্ধপাপ ও গঙ্গারাধনে অভিলাষী হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক দেখিলেন যে, শিখরিশ্রেষ্ঠ হিমগিরি ধাতুযুক্ত বিবিধাকার শৃঙ্গ সমূহে অলঙ্কৃত, পবনাবলম্বী মেঘ সমূহ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিষিক্ত এবং নদী, কুঞ্জ, নিতম্ব ও দেবালয়ে উপশোভিত রহিয়াছে। তথায় সিংহ ব্যাঘ্র সকল গুহা কন্দরে লীন হইয়া রহিয়াছে; ভৃঙ্গরাজ, হংস, দাত্যূহ, জলকুক্কুট, ময়ূর, শতপত্র, জীবঞ্জীবক, কোকিল, পুত্রপ্রিয় অসিতাপাঙ্গ চকোর প্রভৃতি বিচিত্রাঙ্গ বিহঙ্গ সকল বিবিধ বাক্যে রব করিতেছে; মনোরম্য জলস্থান সকল পদ্মিনীদলে সঙ্কুল হইয়াছে; সারস গণের মধুর রব শ্রবণ রম্য হইতেছে; শিলাতল সকল কিন্নর ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত হইয়াছে; চতুর্দ্দিকে পাদপ সকল দিগ্‌দন্তী কর্ত্তৃক দশনাগ্র দ্বারা ঘর্ষিত হইয়াছে; বিদ্যাধর গণ ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে; কোন কোন স্থান দীপ্তজিহ্ব বিষোল্বণ ভুজঙ্গ দ্বারা পরিষেবিত হইতেছে; কোন কোন স্থানে কনকের ন্যায় আভা প্রকাশ পাইতেছে; কোন কোন স্থানে রজতের ন্যায় প্রভা প্রদীপ্ত হইতেছে, এবং কোন কোন স্থানে অঞ্জন পুঞ্জের প্রতিভা প্রকাশিত হইতেছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! রাজা ভগীরথ ঈদৃশ অপূর্ব্ব দর্শনীয় নানা রত্ন-সমাকুল তুহিন-গিরিতে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় ফল মূল জলাহারী হইয়া সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত উগ্র তপস্যা করিলেন। দৈব পরিমাণে সহস্র বৎসর অতীত হইলে মহানদী গঙ্গা দেবী স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার নয়ন পথ বর্ত্তিনী হইলেন। তিনি ভগীরথকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার নিকট কি অভিলাষ করিতেছ? আমাকে তোমারে কি দিতে হইবে বল? তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। গঙ্গা তাঁহাকে এই রূপ বলিলে, তখন তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হে বরদে! হে মহানদি! আমার পিতামহ গণ অশ্ব অন্বেষণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে কপিল দেব তাঁহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছেন। ষষ্টি সহস্র মহাত্মা সগরসন্তান কপিল দেবের নিকট ক্ষণ কাল মধ্যে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা এই প্রকারে বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহাদিগের স্বর্গ বাসে অধিকার নাই। হে মহানদি! আপনি যে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের শরীর সকল সলিলে অভিষিক্ত না করিবেন, তাবৎ কাল তাঁহাদিগের গতি হইবে না। হে মহাভাগে! হে মহানদি! আমি তাঁহাদিগের নিমিত্তে আপনার নিকট ইহা প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমার পিতামহ সেই সগরপুত্র গণকে সুরলোক ভাগী করুন।

লোমশ কহিলেন, লোক-নমস্কৃতা গঙ্গা রাজা ভগীরথের ঐ কথা শুনিয়া প্রীত মনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার প্রার্থনা বাক্য অবশ্য সফল করিব, কিন্তু আমি যখন গগণ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইব, তখন আমার বেগ দুর্ধারণীয় হইবে। হে রাজন্! তখন তাহা ধারণ করিতে লোক মধ্যে দেব দেব মহেশ্বর নীলকণ্ঠ ব্যতীত আর কাহারও সামর্থ্য নাই, অতএব তুমি বরপ্রদ হরকে তপস্যা দ্বারা পরিতুষ্ট কর, তাহা হইলে তিনি আমার অবতরণ সময়ে আমাকে মস্তকে ধারণ করিবেন, তিনি তোমার পিতৃ লোকের হিতার্থে ত্বদীয় কামনা পূর্ণ করিবেন। হে রাজন্!

মহারাজ ভগীরথ গঙ্গা দেবীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক কিয়ৎ কাল তীব্র তপস্যার অনুষ্ঠান করত শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিলেন, এবং পিতৃগণের স্বর্গ বাস উদ্দেশে গঙ্গার বেগ ধারণ নিমিত্তে তাঁহার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিলেন।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৮॥

লোমশ কহিলেন, ভগবান্ শূলপাণি ভগীরথের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া দেবতাদিগের প্রিয় কার্য্য নিমিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, হে নৃপসত্তম! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে। হে মহাবাহো! যখন কল্যাণ-দায়িনী পুণ্যজনিকা দিব্যা দেব নদী গগণ মার্গ হইতে প্রচ্যুতা হইবেন, তখন আমি তোমার নিমিত্তে তাঁহাকে ধারণ করিব। হে মহাবাহো! নানা বিধ আয়ুধ ধারী ঘোররূপ পারিষদ্ গণে পরিবৃত শঙ্কর এই রূপ কহিয়া হিমাচলে গমন করিলেন। তিনি তথায় অবস্থিত হইয়া নরপুঙ্গব ভগীরথকে বলিলেন, হে মহাবাহো! তুমি শৈলরাজ-নন্দিনী স্বর্নদীর নিকট অভিপ্রেত বিষয় যাচ্ঞা কর, আমি ত্রিপিষ্টপ হইতে পতমানা সেই সরিদ্বরাকে ধারণ করিব। রাজা শঙ্কর-কথিত এই বাক্য শ্রবণ করত সংযত ও প্রণত হইয়া গঙ্গাকে চিন্তা করিলেন। তিনি পুণ্যজলা রমণীয় গঙ্গাকে চিন্তা করিলে, গঙ্গা ঈশানকে অবস্থিত দেখিয়া সহসা গগণ হইতে প্রচ্যুত হইতে লাগিলেন। দেব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও যক্ষ গণ গঙ্গার অবতরণ হইবে জ্ঞাত হইয়া তাহা দর্শন মানসে সমাগত হইলেন। হিমগিরিনন্দিনী গঙ্গা মহা মহা আবর্ত্ত সকল সমুদ্ধত করত মীন গ্রাহাদি জল জন্তুতে সমাকুলা হইয়া গগণ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন। সুরতরঙ্গিণী গগণ মণ্ডলের মেখলা স্বরূপ হইয়া পতিত হইলে মহাদেব তাঁহাকে মুক্তাময়ী মালার ন্যায় ললাট দেশে ধারণ করিলেন, তাহাতে গঙ্গা ত্রিধা বিভক্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জলরাশি হংস পঙক্তির ন্যায় ফেনপুঞ্জে সমাকুল হইতে লাগিল; তিনি কোন স্থানে সংপূর্ণ রূপে সর্প শরীরের ন্যায় কুটিল গতি ক্রমে গমন করিতে লাগিলেন; কোন কোন স্থানে স্খলিত হইয়া পড়িতেছিলেন; কোথাও বা জল নিনাদে উৎকৃষ্ট শব্দ করিতে লাগিলেন; তিনি ফেন পটে আবৃত হইয়া যেন মত্ত প্রমদার ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। সুরনিম্নগা এরূপ বহুবিধ ভাব প্রকাশ করিতে করিতে গগণ তল হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া ভগীরথকে কহিলেন, হে মহারাজ! হে পৃথিবীপতে! আমি তোমার নিমিত্তে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলাম, এক্ষণে কোন্ পথে গমন করি, তাহা প্রদর্শন কর। রাজা ভগীরথ এই কথা শুনিয়া, যে দিকে সগরাত্মজদিগের শরীর ছিল, সেই দিকে পুণ্য সলিল দ্বারা প্লাবন নিমিত্তে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ও দিকে লোক নমস্কৃত মহাদেব গঙ্গা ধারণের পর দেবগণের সহিত পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করিলেন। রাজা ভগীরথ অমর নদী সমভিব্যাহারে বেগ পূর্ব্বক সমুদ্রে আসিয়া বরুণালয়কে পরিপূর্ণ করিলেন, এবং তথায় গঙ্গাকে কন্যা রূপে কল্পনা ও পিতৃগণকে উদক প্রদান করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। মহারাজ! ত্রিপথগা গঙ্গা যে রূপে সমুদ্র পূরণার্থ পৃথিবীতে অবতারিতা হইয়াছিলেন, এবং যে কারণ বশত মহাত্মা অগস্ত্য মুনি সমুদ্র পান ও ব্রহ্মহা বাতাপিকে সংহার প্রাপ্ত করিয়াছিলেন, সেই সকল যাহা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তৎ সমুদয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল-তিলক! তদনন্তর কুন্তী-নন্দন ধর্ম্মরাজ পাপভয় বিনাশিনী নন্দা ও অপরনন্দা নাম্নী তটিনীতে গমন পূর্ব্বক

অনাময় স্থল হেমকূট শিখরীতে আসিয়া অচিন্ত্যনীয় অদ্ভুত ভাব সকল দেখিতে লাগিলেন। তথায় বায়ু-প্রবাত মেঘ সকল পরিব্যাপ্ত এবং সহস্র সহস্র প্রস্তর খণ্ড পতিত রহিয়াছে। বিষণ্ণ চিত্ত ব্যক্তিরা তাহাতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। তথায় পবন নিয়ত সঞ্চরণ করিতেছে; বারিধর অনবরত বর্ষণ করিতেছে; বেদপাঠধ্বনি শ্রুতি কুহরে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু কাহাকেও পাঠ করিতে দেখা যায় না; সায়ং ও প্রভাত সময়ে ভগবান্ বৃহদ্ভানু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন; এবং তথায় মক্ষিকা সকল তপোবিঘ্নকারী হইয়া মনুষ্যকে দংশন করে, তাহাতে মনুষ্যের তপস্যায় বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া স্ত্রী পুত্র ও গৃহাদি স্মৃতি-পথারূঢ় হয়। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির বহু বিধ বিস্ময় জনক ভাব সকল সন্দর্শন করিয়া সেই অদ্ভুত বিষয়ের কথা পুনর্ব্বার লোমশকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

লোমশ কহিলেন, হে অরিকর্ষণ! পূর্ব্বে এতদ্বিষয় আমাদিগের যে রূপ শ্রুত হইয়াছে, আমি তাহা কহিতেছি, আপনি একাগ্রমনা হইয়া শ্রবণ করুন। মহারাজ! এই ঋষভকূটে ঋষভ নামে অনেক শত বর্ষের বর্ষীয়ান্ অত্যন্ত কোপন স্বভাব এক তাপস ছিলেন। তিনি নিয়ত তপোনুষ্ঠানে নিরত থাকিতেন। তাঁহাকে অন্যান্য ব্যক্তিরা সম্ভাষণ করিত বলিয়া তিনি পর্ব্বতের প্রতি আদেশ করিলেন, যে কোন ব্যক্তি এখানে যেমন কথা কহিবে, তেমনি তাহার উপর তুমি প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিও, এবং অনিলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি এখানে শব্দ করিও না এবং কোন পুরুষ কথা কহিলে যেন মেঘ সদৃশ শব্দে তাহাকে নিবারণ করা হয়। হে রাজন্! সেই মহর্ষি ক্রোধ বশত এই রূপে কোন কোন কর্ম্ম বিহিত ও কোন কোন কর্ম্ম নিষিদ্ধ করিলেন।

মহারাজ! ইহা আমাদিগের শ্রুত হইয়াছে যে, পূর্ব্ব কালে দেবগণ নন্দাভিমুখে গমন করিতেছিলেন; কতক গুলি পুরুষ সহসা তাঁহাদিগের দর্শনার্থ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণ দর্শন দানে অনিচ্ছু হইয়া এই দেশকে পর্ব্বত পরিধি দ্বারা দুর্গাকারে নির্দ্দিষ্ট করিলেন; তদবধি মনুষ্যেরা, এই পর্ব্বতে আরোহণ করা দূরে থাকুক, সর্ব্বতোভাবে দর্শন করিতেও কখন ক্ষমতাপন্ন হয় না। হে কৌন্তেয়! অকৃততপা ব্যক্তি এই মহাগিরি দর্শন বা ইহাতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না, অতএব আপনি বাগ্‌যত হউন। হে ভারত! তৎ কালে যে এ স্থানে দেবতারা প্রধান প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন সকল অদ্যাপি প্রত্যক্ষ রহিয়াছে; দেখুন, এই দূর্ব্বা যেন কুশের ন্যায় বোধ হইতেছে; এই স্থান যজ্ঞ বেদির ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; এবং এই সকল বৃক্ষ যূপাকার হইয়া রহিয়াছে। দেবতা ও ঋষিরা এ স্থানে অদ্যাপি বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের অগ্নিহোত্রীয় অনল সায়ং ও প্রাতঃ কালে দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে কৌন্তেয়! এখানে যাহারা অবগাহন করে, তাহাদিগের তৎক্ষণাৎ পাপ ক্ষয় হয়, অতএব আপনি অনুজগণের সহিত অবগাহন করুন; নন্দা সলিলে অভিষিক্ত হইয়া পশ্চাৎ কৌশিকীতে গমন করিবেন; যেখানে বিশ্বামিত্র উৎকৃষ্ট উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। তদনন্তর ধর্ম্মরাজ স্বগণ সহ নন্দা সলিলে আপ্লুতাঙ্গ হইয়া শীতল সলিল শালিনী শুভ ও পুণ্য দায়িনী রমণীয়া কৌশিকী নদীতে গমন করিলেন।

লোমশ কহিলেন, হে ভরত প্রবর! এই দেখুন, এখানে পুণ্যা দেবনদী কৌশিকী ও বিশ্বামিত্রাশ্রম প্রকাশ পাইতেছে, এবং ঐ পুণ্যাশ্রম মহাত্মা কাশ্যপের, যাঁহার পুত্র সংযতেন্দ্রিয় তপোনিষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ। সেই মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ তপঃ প্রভাবে বাসবকে বর্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; বলবৃত্রহা ইন্দ্র অনাবৃষ্টি কালে তাঁহার ভয়ে জল বর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই তেজস্বী প্রভু ঋষ্যশৃঙ্গ, কাশ্যপ মুনির ঔরসে মৃগীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি লোমপাদ রাজার রাজ্যে মহৎ অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন। লোমপাদ নৃপতি রাজ্য মধ্যে শস্য উৎপন্ন হইলে আপনার শান্তা নাম্নী কন্যাকে, সবিতা যেমন নিজ দুহিতা সাবিত্রীকে সম্প্রদান করেন, সেই রূপ ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহর্ষি! কাশ্যপাত্মজ ঋষ্যশৃঙ্গ কি নিমিত্তে হরিণীতে উৎপন্ন হন, তিনি কি রূপেই বা বিরুদ্ধ যোনি সংসর্গে জন্ম গ্রহণ করিয়া তপস্যা পরায়ণ হইলেন, বৃত্রহা বাসব অনাবৃষ্টি কালে কি নিমিত্তে সেই ধীমান্ বালকের ভয়ে ভীত হইয়া বর্ষণ করিয়াছিলেন, রাজ তনয়া শান্তাই বা কি রূপ ছিলেন যে, তিনি সংযতব্রতা হইয়া সেই মৃগ রূপ ঋষির মনোমোহন করিয়াছিলেন, এবং যখন লোমপাদ রাজর্ষি ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তখন তাঁহার রাজ্যে পাকশাসন কি জন্য বর্ষণ করেন নাই; হে ভগবন্! ঋষ্যশৃঙ্গচরিত এই সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত বিস্তার ক্রমে শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে, আপনি তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

লোমশ কহিলেন, প্রজাপতি তুল্য দ্যুতিমান্ অমোঘবীর্য্য সাধু-স্বভাব তপঃসমৃদ্ধ মহর্ষি বিপ্রর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র প্রতাপশালী ঋষ্যশৃঙ্গ যে রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। সেই মহাতেজা বালক হইয়াও স্থবির সম্মত হইয়াছিলেন। দেব তুল্য কশ্যপ-পুত্র বিভাণ্ডক ঋষি মহাহ্রদ আশ্রয় করিয়া দীর্ঘ কাল পরিশ্রম সহকারে তপস্যা করিতেছিলেন। একদা জল মধ্যে স্নান করিতে করিতে উর্ব্বশী অপ্সরাকে দেখিয়া তাঁহার রেত নির্গত হইল; তখন এক তৃষিতা মৃগী জলের সহিত ঐ রেত পান করিল; তাহাতেই সে গর্ভবতী হইল। সেই মৃগী দেবকন্যা ছিল, লোককর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্ব কালে তাহাকে কহিয়াছিলেন, তুমি মৃগী হইয়া মুনি প্রসব করিলে শাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। বিধাতৃ বাক্যের অব্যর্থতা ও দৈবকৃত ভবিতব্যতা নিবন্ধন বিভাণ্ডক ঋষির সেই হরিণীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ নামে মহর্ষি পুত্র হইল। সেই ঋষি-পুত্র তপোনিরত হইয়া বনেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সেই মহাত্মা ঋষির মস্তকে শৃঙ্গ হইয়াছিল, এই নিমিত্তে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ভিন্ন অন্য কোন মানুষ পূর্ব্বে তাঁহার নয়ন গোচর হয় নাই, এই নিমিত্তে তাঁহার অন্তঃকরণ নিয়তই ব্রহ্মচর্য্যে রত ছিল।

সেই সময়ে রাজা দশরথের সখা লোমপাদ নামে বিখ্যাত এক রাজা অঙ্গ দেশের অধিপতি ছিলেন। আমরা ইহা শুনিয়াছি যে, তিনি যদৃচ্ছাবশত ব্রাহ্মণের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। তখন লোমপাদ নৃপতি কর্ত্তৃক যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার পুরোহিতের প্রতি অহিতাচরণ হওয়াতে, জগৎপতি ইন্দ্র তাঁহার রাজ্যে বারি বর্ষণ করিলেন না; তাহাতে সমস্ত প্রজা পীড়িত হইতে লাগিল। হে পৃথিবীপতে! রাজা, দেবরাজ যাহাতে বর্ষণ করেন, তদুপায় করণে সমর্থ তপঃসম্পন্ন মনীষী ব্রাহ্মণ গণকে কহিলেন, পর্জ্জন্য যে প্রকারে জল বর্ষণ করে, ইহার উপায় দেখুন। রাজা তাঁহাদিগকে এই রূপ কহিলে, তাঁহারা সকলেই রাজাকে স্বীয় স্বীয় অভিমত কহিলেন। তন্মধ্যে এক প্রধান মুনি বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনার প্রতি ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইয়াছেন, অতএব আপনি তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় বিধান করুন এবং মুনিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন। ঋষ্যশৃঙ্গ সরল স্বভাব এবং বনমধ্যে জন্মিয়া বনেতেই অবস্থান করেন, সুতরাং নারীগণ যে কি রূপ, তাহা তিনি অবগতই নহেন। সেই মহাতপা যদি তোমার রাজ্য মধ্যে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে পর্জ্জন্য তৎক্ষণাৎ বর্ষণ করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে ধরণীনাথ!

লোমপাদ রাজা এই কথা শুনিয়া আত্ম নিষ্কৃতি করিতে দ্বিজাতিগণের নিকটে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করত পুনরাগমন করিলেন। প্রজারা রাজা আসিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল। অঙ্গপতি স্বপুরে আগমনানন্তর মন্ত্রণাদক্ষ মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের কিসে আগমন হইতে পারে, এই মন্ত্রণা বিষয়ে যত্ন করিতে লাগিলেন। হে অচ্যুত! তিনি অত্যন্ত বিষয়নিপুণ, নীতিকুশল ও শাস্ত্রজ্ঞ সেই সকল সচিব গণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির আগমনের উপায় অবধারণ করিলেন। পরে সর্ব্ব বিষয়ে সুচতুরা কতক গুলি প্রধান বারাঙ্গনাকে আনাইলেন, এবং তাহাদিগকে কহিলেন, হে শোভনা গণ! তোমরা ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে কোন উপায় ক্রমে প্রলোভ প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে আমার রাজ্য মধ্যে আনয়ন কর। বারাঙ্গনারা, রাজার আজ্ঞা পালন না করিলে রাজদণ্ডের ভয়ে এবং আজ্ঞা পালন করিলে পাছে ঋষি শাপ প্রদান করেন সেই ভয়ে, উভয়থাই ভীতা হইয়া বিবর্ণা ও গতচৈতন্যা হইল; পরে সেই কার্য্য তাহাদিগের অসাধ্য বলিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল। তন্মধ্যে এক বৃদ্ধা বারযোষা বলিল, মহারাজ! আমি সেই তপোধনকে আনয়ন করিতে যত্ন করিব; আপনি যদি আমার অভিলষিত বিষয় সকল পূর্ণ করিতে অনুজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি ঋষি-পুত্রকে আনিতে পারিব। অনন্তর রাজা তাহাকে তাহার সমস্ত অভিপ্রেত প্রদানে অনুমতি করিলেন এবং প্রচুর ধন ও বিবিধ রত্ন প্রদান করিলেন। পরে সেই বর্ষীয়সী তৎক্ষণাৎ কতক গুলি রূপ যৌবন সম্পন্না নারী লইয়া অরণ্যে গমন করিল।

দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১০॥

লোমশ কহিলেন, হে ভরত কুল পালক! সেই বৃদ্ধা রাজ কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্তে রাজার আদেশানুসারে স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে নৌকা মধ্যে এক আশ্রম প্রস্তুত করিল। সেই মায়াশ্রম টি নানা গুল্মলতাতে সমন্বিত, বিবিধ পুষ্প ফলে উপশোভিত ও স্বাদনীয় সুস্বাদু ফলপ্রদ কৃত্রিম বৃক্ষ সমূহে অতীব রমণীয় ও অতীব মনোহর রূপে নির্ম্মাণ করিল; তাহা এতাদৃশ অদ্ভুত দর্শন হইল যে, তাহার উপমাস্থলও অদ্ভুত। বর্ষীয়সী বেশ্যা উক্ত রূপ নৌকা বিভাণ্ডকাশ্রমের অদূরে বন্ধন করিয়া বিভাণ্ডক মুনি যে সময়ে আশ্রম হইতে বহির্গমন করেন, তাহা অনুচর পুরুষদিগের দ্বারা অবগত হইল। পরে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া কোন সময়ে বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমে অনবস্থান জ্ঞাত হইয়া বুদ্ধিমতী পুংশ্চলী স্বীয় দুহিতাকে প্রেরণ করিল। সুচতুরা সেই গণিকাত্মজা তপোনিষ্ঠ ঋষিকুমার উদ্দেশে যাত্রা করত উক্ত আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল এবং কহিল, হে মুনে! সম্প্রতি আমি আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি; তাপসদিগের ত কুশল? আপনাদিগের এখানে ত ফল মূল প্রচুর হইয়া থাকে? এবং এই আশ্রম টি আপনার রমণীয় বটে ত? হে বিপ্র! তপস্বীদিগের ত তপো বৃদ্ধি হইতেছে? আপনার পিতার ব্রহ্মণ্য তেজ ত হীন হয় নাই? আপনার অন্তঃকরণ ত পরিতৃপ্ত আছে? হে ঋষ্যশৃঙ্গ! আপনি ত বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন?

ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, আপনি ঋদ্ধি দ্বারা জ্যোতির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন, এবং আপনাকে আমাদিগের অভিবাদনীয় বোধ হইতেছে, অতএব আতিথ্য ধর্ম্মানুসারে আপনাকে অভিলাষানুযায়ী পাদ্য ও ফল মূল প্রদান করিতেছি, আপনি এই কৃষ্ণসার চর্ম্মাবৃত সুখকর কুশাসনোপরি যথাসুখে উপবেশন করুন; হে ব্রহ্মন্! আপনার আশ্রম কোথায়? এবং আপনি দেবতুল্য হইয়া যে এই ব্রত আচরণ করিতেছেন, ইহা কি ব্রত?

বেশ্যা কহিল, কাশ্যপ-কুমার! ত্রিযোজন পরিমিত এই পর্ব্বতের পরে আমার রম্য আশ্রম আছে, আমার ধর্ম্ম এই যে, আমি কাহারও অভিবাদন স্বীকার ও কাহার প্রদত্ত পাদ্যোদক স্পর্শ করি না, অতএব আপনি আমাকে অভিবাদন করিবেন না। অপিচ আমি আপনাকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিব, এই রূপই আমার ব্রত।

ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, আপনাকে পক্ব ভল্লাতক, আমলক, করূষক, ইঙ্গুদ ও ধন্বন ফল সকল দিতেছি, আপনি গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করুন।

লোমশ কহিলেন, বেশ্যা সেই সকল ফল পরিত্যাগ করিয়া পরে ঋষি-তনয়কে উপাদেয় উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য সকল প্রদান করিল। সুরসান্বিত ও সুদৃশ্য সেই ভক্ষ্য দ্রব্য সকল ঋষ্যশৃঙ্গের সাতিশয় রুচিকর হইল। বারবিলাসিনী উত্তম পেয়, সুগন্ধি মাল্য এবং বিচিত্র ও সমুজ্জ্বল বস্ত্র সকল প্রদান করিল, এবং হাস্য আমোদ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল; মুনিকুমার স্বরূপ তরু সমীপে যেন ফলভারবতী লতার ন্যায় হইয়া অঙ্গ ভঙ্গি করত কন্দুক দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিল, এবং যেন মদাভিভূত ও লজ্জান্বিত হইয়া গাত্র দ্বারা গাত্র নিষেবণ পূর্ব্বক বারংবার মুনি-কুমারকে আলিঙ্গন ও তত্রস্থ সুপুষ্পিত সর্জ্জ, অশোক ও তিলক বৃক্ষকে অবনমন ও বিভঞ্জন করত প্রলোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল। পরে ঋষ্যশৃঙ্গের মনের বিকৃতি ভাব দেখিয়া পুনঃপুন তাঁহার শরীরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পীড়ন করত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্নিহোত্র ব্যপদেশে মন্দ মন্দ গতিতে তথা হইতে গমন করিল।

সেই বেশ্যা গমন করিলে ঋষ্যশৃঙ্গ সেই বেশ্যাশূন্য আশ্রমে মদন-মত্ত হইয়া বিচেতন হইলেন; তিনি তদ্গত চিত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত আর্ত্তরূপ হইলেন। অনন্তর মুহূর্ত্ত কাল পরে সিংহ সদৃশ পিঙ্গল লোচন, আনখাগ্র লোম বেষ্টিত দেহ, বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন, দৃঢ় সমাধি নিষ্ঠ বিভাণ্ডক মুনি আশ্রমে সমাগত হইলেন। তিনি পুত্র নিকটে উপনীত হইয়া তাহাকে বিপরীত চিত্ত ও দীন ভাবে উপবিষ্ট হইয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ সহকারে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করত কোন বিষয় চিন্তা করিতে দেখিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অদ্য কি নিমিত্তে সমিৎ সঞ্চয় কর নাই? কি নিমিত্তে অগ্নিহোত্র হোম কর নাই? কি নিমিত্তেই বা স্রুক্ স্রুব্ সুন্দর রূপে প্রক্ষালিত হয় নাই? এবং কি হেতুই বা হোম ধেনু দোহন করা হয় নাই? পুত্র! পূর্ব্বে তুমি যে রূপ ছিলে, অদ্য তোমাকে সে রূপ দেখিতেছি না; তুমি কি জন্য চিন্তাপরায়ণ, বিচেতন ও অতিমাত্র দীন ভাবাপন্ন হইয়াছ? অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, অদ্য কে এ স্থানে আসিয়াছিল?

একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১১।

ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, এ স্থানে দেব-কুমারের ন্যায় শোভমান মনস্বী এক জটিল ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন। তিনি অতি খর্ব্ব নহেন, এবং অতি দীর্ঘও নহেন; তাঁহার বর্ণ সুবর্ণ সদৃশ; চক্ষুঃ কমলের ন্যায় আয়ত; তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত ও সমৃদ্ধ রূপ; তাঁহার জটা সকল হিরণ্য রজ্জু দ্বারা গ্রথিত, সুদীর্ঘ, কৃষ্ণ বর্ণ, পরিষ্কৃত ও সুগন্ধি; অতি গৌরবর্ণ সেই ব্রহ্মচারীর নয়ন দুই টি মনোহর কৃষ্ণ বর্ণ; তাঁহার কণ্ঠ দেশে যেন অন্তরীক্ষস্থ আলবাল রূপ বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছে; কণ্ঠের নিম্ন ভাগে সাতিশয় মনোহর লোম-শূন্য দুই টি পিণ্ড বিরাজ করিতেছে; মধ্য দেশ যেন নাভি মণ্ডলে সংলগ্ন হইয়াছে; কটি দেশ অতিশয় ক্ষীণ; মদীয় এই মেখলার ন্যায় তাঁহার হিরণ্ময়ী মেখলা চীর মধ্য হইতে প্রকাশিতা হইতেছে; তাঁহার পাদ যুগলে শব্দ সংযুক্ত অদ্ভুত দর্শন অপর এক বস্তু প্রতিভাত হইতেছে; এবং সেই রূপ শব্দায়মান ও চন্দ্র তুল্য

দীপ্যমান এক বস্তু আমার এই অক্ষমালার ন্যায় তাঁহার পাণিদ্বয়ে নিবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি অঙ্গ চালনা করিলে তাঁহার পরিহিত সেই সমস্ত বস্তু সরোবর স্থিত মত্ত মরালের ন্যায় রব করিতে থাকে! তাঁহার চীর সকল অদ্ভুত দর্শনীয়, আমার এই সকল চীর তাদৃশ রূপান্বিত নহে; তাঁহার বাক্য কথন কালে মুখের অদ্ভুত রূপ দর্শনে চিত্ত আনন্দিত হইতে লাগিল; তাঁহার বাণীও পুংস্কোকিলের ন্যায়, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হইয়াছে। হে পিত! মাধব মাসে বন মধ্যে সমীরণ সঞ্চরণ হইলে সেই বন যদ্রূপ প্রতিভাত হয়, সেই ব্রহ্মচারী পবন কর্ত্তৃক নিষেব্যমাণ হওয়াতে উৎকৃষ্ট পবিত্র গন্ধ যুক্ত হইয়া তদ্রূপ প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ললাট দেশে কতক গুলি জটা অনতি সম, সুসংযত ও দ্বিধাকৃত রূপে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে, এবং তাঁহার কর্ণ দুই টি চক্রবাক সদৃশ সুরূপান্বিত অদ্ভুত বস্তু দ্বারা সমাবৃত হইয়াছে। তিনি গোলাকৃতি বিচিত্র ফল একটি দক্ষিণ হস্তে লইয়া আসিয়াছিলেন; সেই ফল টি ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে আশ্চর্য্য রূপে পুনঃ পুন উচ্চে উৎপতিত হইতে থাকে। সেই ব্রহ্মচারী সেই ফল টি ভূমিতে অভিঘাত করিয়া বাতেরিত বৃক্ষের ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইয়া পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন। পিত! তাঁহাকে দেব-পুত্রের ন্যায় সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আমার পরম প্রীতি ও আসক্তি জন্মিয়াছে। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমার জটা জাল গ্রহণ করিয়া মুখ অবনত করত মুখোপরি মুখ প্রণিধানি পূর্ব্বক এক প্রকার যে শব্দ করিলেন, তাহাতে আমার সাতিশয় হর্ষোদয় হইয়াছিল। আমি তাঁহার নিমিত্তে পাদ্য ও এই সকল ফল আহরণ করিয়াছিলাম, তিনি ইহা গ্রহণ করিলেন না, কহিলেন, আমার এই রূপ ব্রত আছে। পরে তিনি আমাকে অন্য কতক গুলি ফল দিলেন; আমি তাঁহার দত্ত যে সকল ফল উপযোগ করিয়াছি, সেই সকল ফলের রস, ত্বক্ ও সারভাগ যে রূপ, এই সকল ফলের রস, ত্বক্ ও সারভাগ সে রূপ নহে। সেই উদার রূপ ব্রহ্মচারী পান করিবার নিমিত্তে আমাকে যে জল প্রদান করিলেন, তাহা অতি সুরস; তাহা পান করিবা মাত্র আমি একে বারে পুলকে পূর্ণ হইলাম এবং তাহাতে আমার নিকট পৃথিবী যেন চলিতা হইতে লাগিল। তপঃপ্রদীপ্ত সেই ব্রহ্মচারী তাঁহার পট্ট সূত্রে গ্রথিত সৌগন্ধ যুক্ত বিচিত্র এই মাল্য সকল এখানে বিকীর্ণ করিয়া নিজাশ্রমে গমন করিয়াছেন। তিনি এখান হইতে গমন করাতে আমি বিচেতন হইয়াছি ও আমার শরীর যেন দগ্ধ হইতেছে। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি তাঁহার নিকট শীঘ্র গমন করি, অথবা তিনি আমার নিকট সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকেন। হে পিত! আমি তাঁহার নিকটে গমন করি; তাঁহার সেই ব্রতচর্য্যাকে কি ব্রত বলে? আমার অভিলাষ হইতেছে যে, আমি তাঁহার সহিত বিচরণ করি এবং সেই আর্য্যধর্ম্মা যে রূপ তপশ্চর্য্যা করেন, আমারও সেই রূপ ব্রতানুষ্ঠান করিতে অভিলাষ হইতেছে। যদি তাঁহার দর্শন না পাই, তবে আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত তাপিত হইবে।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

বিভাণ্ডক কহিলেন, পুত্র! অনুপম বলশালী রাক্ষসেরা সাতিশয় রূপবন্ত হইয়া তাদৃশ অদ্ভুতদর্শনীয় রূপ প্রদর্শন দ্বারা তপোবিঘ্ন মানসে নিরন্তর সঞ্চরণ করিতে থাকে। বৎস! তাহারা সুরূপ রূপ ধারণ করিয়া বিবিধ উপায় দ্বারা প্রলোভ প্রদর্শন করিয়া থাকে, এবং উগ্ররূপ ধারী হইয়াও বন মধ্যে মুনিদিগকে সুখ ও শুভ লোক হইতে নিপাতিত করে। শুভ লোকাকাঙ্ক্ষী মুনি সংযতচিত্ত হইয়া তাহাদিগকে কোন প্রকারে সেবা করেন না। সেই পাপাচারীরা তাপস গণের বিঘ্ন করিয়া

ক্রীড়া করিতে থাকে; তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও বিধেয় নহে। বৎস! সেই সকল মধু পান অসজ্জনেরাই ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা মুনিদিগের অপেয় এবং এই বিচিত্র, উজ্জ্বল ও গন্ধযুক্ত মাল্য সকল মুনিগণের ব্যবহার করা দূরে থাকুক, এক বার মনেতেও স্মরণ করেন না।

লোমশ কহিলেন, বিভাণ্ডক পুত্রকে, তাহারা রাক্ষস, এই বলিয়া নিবারণ পূর্ব্বক সেই বেশ্যার অন্বেষণে গমন করিলেন। পরে তিনি যখন তিন দিবসেও তাহার অনুসন্ধান পাইলেন না, তখন আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে বিভাণ্ডক মুনি পুনর্ব্বার যখন বেদ বিধি অনুসারে ফলাহরণার্থ গমন করিলেন, তখন বেশযোষা বিভাণ্ডকনন্দনকে পুনরায় লোভ প্রদর্শনার্থ তাঁহার সমীপে উপনীত হইল। তৎকালে মুনিকুমার তাহাকে দেখিবা মাত্র পরমাহ্লাদিত হইয়া ত্বরা পূর্ব্বক তাহার নিকট অগ্রসর হইলেন, এবং কহিলেন, যে পর্য্যন্ত আমার পিতা না আইসেন, এই অবসরে চলুন আমরা আপনকার আশ্রমে গমন করি।

মহারাজ! তদনন্তর তাহারা কাশ্যপ ঋষির এক মাত্র পুত্র সেই ঋষ্যশৃঙ্গকে কৌশল ক্রমে তরণিতে প্রবিষ্ট করিয়া তরণি বিমুক্ত করত বিবিধ উপায় দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে অঙ্গপতির সমীপে গমন করিতে লাগিল। জলোপরি সন্তারিত অতিশুভ্র সেই নৌকা তীরে রক্ষা করত ঋষ্যশৃঙ্গকে আশ্রম দর্শন করাইবার নিমিত্তে তাঁহাকে লইয়া আগমন পূর্ব্বক, সেই নাব্যাশ্রম যে রূপ বিচিত্র ছিল, সেই রূপ এক বিচিত্র কাননের সন্নিহিত করিল। অনন্তর রাজা অঙ্গনাথ বিভাণ্ডকের এক মাত্র পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে প্রবেশিত করিবামাত্র সহসা দেখিলেন যে, দেবতা বৃষ্টি করিতেছেন, ভূমণ্ডল জলে পরিপূর্ণ হইতেছে। তাঁহার কামনা পরিপূর্ণ হইলে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তা-নাম্নী স্বীয় দুহিতা প্রদান করিলেন এবং বিভাণ্ডকের ক্রোধোপশম নিমিত্তে তাঁহার আগমনের পথে কৃষিকার্য্যোপযোগী দ্রব্যজাত, গো ও অন্যান্য প্রভৃত পশু এবং পশু পালক বীর পুরুষদিগকে রক্ষা করিয়া ঐ পশুরক্ষক বীর গণকে আদেশ করিলেন, যখন মহর্ষি বিভাণ্ডক পুত্রগৃদ্ধী হইয়া আগমন করত তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তোমরা কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিবে যে, হে মহর্ষে! এ সমস্ত পশু ও কর্ষণ বস্তু আপনকার পুত্রের; আমরা সকলেও আপনার আজ্ঞাধীন দাস, অতএব আপনার কি প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

এদিকে প্রচণ্ড কোপন স্বভাব বিভাণ্ডক মুনি ফলমূল সংগ্রহ করিয়া নিজাশ্রমে আগমন করিলেন এবং তথায় অন্বেষণ করিয়া পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না, তাহাতে একে বারে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। তিনি কোপে বিদীর্য্যমান হইয়া এ কার্য্য রাজারই কৃত, এই আশঙ্কা করত অঙ্গরাজকে নগর ও রাজ্যের সহিত দগ্ধ করিবার মানসে চম্পা নগরীতে চলিলেন। কশ্যপনন্দন পথিমধ্যে ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন পশুপালক সেই ঘোষদিগের নিকট উপনীত হইলেন। সেই সকল গোপেরা ঋষিকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক সৎকৃত করিতে লাগিল; তাহাতে তিনি রাজার ন্যায় তথায় সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ঋষি তাহাদিগের কর্তৃক অতীব সৎকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, গোপ গণ! তোমরা এখানে কাহারি প্রতিষ্ঠিত? তদনন্তর তাহারা সকলে ঋষির সম্মুখে গমন পূর্ব্বক কহিল, এই সমস্ত সম্পত্তি আপনকার পুত্রের। বিভাণ্ডক ঋষি ঐরূপে দেশে দেশে পূজিত হইয়া তাদৃশ প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে গমন করত তাঁহার প্রবল ক্রোধ প্রশান্ত হইল; তিনি প্রহৃষ্ট হইয়া পুরস্থ অঙ্গপতির সমীপে উপনীত হইলেন। অঙ্গ-

নৃপতি তাঁহার যথেষ্ট সমাদর সহকারে পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি তথায় পুত্রকে অমরাবতীতে ইন্দ্র দেবের ন্যায় এবং উচ্চরন্তী সৌদামিনী সদৃশী রাজকন্যা পুত্রবধূ শান্তাকে দেখিতে পাইলেন। হে নরেন্দ্র! গ্রাম, আভীর-পল্লী ও রাজকুমারী শান্তা পুত্রের হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার তাদৃশ নিরতিশয় ক্রোধ একে বারে উপশম প্রাপ্ত হইল, তিনি রাজার প্রতি পরম প্রসন্ন হইলেন। সূর্য্যাগ্নিসম প্রভাবশালী মহর্ষি বিভাণ্ডক, পুত্রকে তথায় রাখিয়া কহিলেন, পুত্র! তুমি রাজার সমুদায় প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া তোমার পুত্র জন্মিলে পর বনে আগমন করিও। তদনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গও পিতার উপদেশানুরূপ কর্ম্ম করিয়া, যেখানে তাঁহার পিতা ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। হে নরেন্দ্র! যে প্রকার আকাশে রোহিণী চন্দ্রের অনুকূলা হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ নৃপ-দুহিতা শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গের অনুবর্ত্তিনী হইয়া পরিচর্য্যা করিতে থাকিলেন। হে আজমীঢ়! যে রূপ শুভগা অরুন্ধতী বশিষ্ঠের, লোপামুদ্রা অগস্ত্যের, দময়ন্তী নল রাজার, শচী ইন্দ্রের, এবং ইন্দ্রসেনা নারায়ণী মুদ্গল ঋষির নিয়ত বশবর্ত্তিনী হইয়া পরিচর্য্যা করেন, সেই রূপ শান্তা প্রীতিযুক্তা হইয়া বনস্থ ঋষ্যশৃঙ্গের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! সেই মহর্ষির পুণ্যকীর্ত্তি এই পুণ্যাশ্রম, মহাহ্রদকে শোভিত করত প্রকাশ পাইতেছে; আপনি ইহাতে স্নান করত বিশুদ্ধ ও কৃতকৃত্য হইয়া পরে অন্য অন্য তীর্থে গমন করিবেন।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ জনমেজয়! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কৌশিকী হইতে যাত্রা করিয়া আনুপূর্ব্য ক্রমে সকল তীর্থে গমন করিলেন। গঙ্গা সাগর সঙ্গমে গমন পূর্ব্বক পঞ্চশত নদী মধ্যে অবগাহন করিলেন। তৎ পরে সেই বীর ভ্রাতৃগণের সহিত সমুদ্র তীর দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

লোমশ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! এই সকল দেশ কলিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই প্রদেশে বৈতরণী নদী আছে, এ স্থলে ধর্ম্ম দেবতাদিগের শরণাগত হইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। গিরি দ্বারা উপশোভিত, সতত ঋষিগণযুক্ত ও দ্বিজগণ নিষেবিত এই যজ্ঞভূমি বৈতরণী নদীর উত্তর তীর; ইহা স্বর্গগামী ব্যক্তির দেবযান পথ স্বরূপ। পূর্ব্ব কালে ঋষি ও অন্যান্য মহাত্মারা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! এই স্থানে রুদ্র দেব যজ্ঞে পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন, এই ভাগ আমার। হে ভরতর্ষভ! রুদ্র দেব পশু হরণ করিলে দেবতারা তাঁহাকে কহিলেন, আপনি পরস্ব দ্রোহ করিবেন না, সমগ্র যজ্ঞীয় ভাগে অভিলাষ করিবেন না। পরে তাঁহারা তাঁহাকে কল্যাণ রূপ বাক্যে স্তব করিলেন এবং ইষ্টি দ্বারা সন্তুষ্ট করত সম্মানিত করিলেন। তদনন্তর তিনি পশু ত্যাগ করিয়া দেবযানে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তদ্বিষয়ে রুদ্রের যে গাথা আছে, তাহা শ্রবণ করুন; দেবতারা রুদ্রের ভয়ে তাঁহাকে সকল ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট সদ্যোজাত ভাগ চির কাল প্রদান করিবার নিমিত্তে সঙ্কল্প করিলেন। যে মনুষ্য এই স্থানে এই গাথা গান করিয়া স্নান করে, তাহার দেবযান পথ নয়ন পথে প্রকাশিত হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মহাভাগ পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত বৈতরণীতে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃ লোকের তর্পণ করিলেন। পরে যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে লোমশ! দেখুন, আমি তপোবলে বিধি পূর্ব্বক এই নদীতে উপস্পর্শন করিয়া মানুষ ভাব হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। হে সুব্রত! আমি আপনকার প্রসন্নতা হেতু সকল লোক দর্শন করিতেছি; জপকারী মহাত্মা বানপ্রস্থদিগের ঐ শব্দ শ্রুত হইতেছে।

লোমশ কহিলেন, হে নরপাল! আপনার শ্রূয়মাণ ঐ ধ্বনি যে স্থানে হইতেছে, ঐ স্থান এখান হইতে ত্রিংশৎ সহস্র যোজন অন্তরে আছে; আপনি মৌনী হউন। হে রাজেন্দ্র! এই যে দিব্য বন প্রকাশ পাইতেছে, ইহা ব্রহ্মার বন। এই স্থানে প্রতাপবান্ বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে তিনি দক্ষিণা নিমিত্তে কশ্যপকে গিরি কানন সহ সমগ্রা বসুন্ধরা দান করিলেন; হে কৌন্তেয়! পৃথিবী তখন স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক প্রদত্তা হইবা মাত্র অবসাদ গ্রস্তা হইলেন। তিনি ক্রোধভরে লোকেশ্বর প্রভু পিতামহকে বলিলেন, ভগবন্! কোন মর্ত্ত্যকে আমারে প্রদান করা আপনার উচিত হয় না, যেহেতু আপনকার দান বৃথা হইবে, কেননা আমি এই রসাতলে গমন করি। অনন্তর ভগবান্ কশ্যপ ঋষি বসুধাকে বিষণ্ণ জানিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিলেন। হে পাণ্ডব! পৃথিবী তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্টা হইয়া পুনরায় সলিল হইতে বহির্গমন করত বেদী রূপে অবস্থিতা হইলেন।

মহারাজ! সেই এই সংস্থান লক্ষণা বেদী প্রকাশ পাইতেছে, আপনি ইহাতে আরোহণ করিলে বীর্য্যবান্ হইবেন। হে রাজন্! এই বেদী সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, ইহাতে আরোহণ করিলে আপনার মঙ্গল হইবে, অতএব আরোহণার্থ আপনি একাকী সমুদ্রে অবতরণ করুন। হে অজমীঢ় কুলোদ্ভব! যেহেতু মনুষ্য এই বেদী স্পর্শ করিলে ইহা সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করে, অতএব আপনি অদ্য যে প্রকারে ইহাতে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হন, তন্নিমিত্তে আমি আপনকার স্বস্ত্যয়ন করিব। হে পাণ্ডব! আপনি "হে সমুদ্র! যে জলের উৎপত্তি স্থান অগ্নি ও সূর্য্য এবং যে ক্রীড়নশীল জল সর্ব্বব্যাপী আত্মার রেতঃ স্বরূপ, তুমি এতাদৃশ জলের আধার হইয়াছ," এই সত্য বাক্য বলিয়া শীঘ্র এই বেদীতে অধিরোহণ করুন। হে পাণ্ডব! আপনি "হে সমুদ্র! তোমার উৎপত্তি স্থান অগ্নি ও যজ্ঞ, তুমি সর্ব্বব্যাপী আত্মার রেতোধারী দেহ এবং তুমিই অমৃতের সাধন হইয়াছ," এই সত্য বাক্য বলিয়া পরে সাগরে অবগাহন করুন। হে কুরুকুলতিলক কুন্তীনন্দন! কথিত ঐ বাক্য জপ ব্যতিরেকে দেব স্থান মহোদধি কুশাগ্রেও স্পৃষ্টব্য নহে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া সমুদ্রে গমন করিলেন এবং ঋষির আদেশানুরূপ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করত যামিনী যাপন করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অবনীনাথ ধর্ম্মনন্দন মহেন্দ্রাচলে এক রাত্রি বাস করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তাপসগণের পরম সৎকার করিলেন। লোমশ ঋষি ধর্ম্মরাজকে তত্রস্থ ভৃগু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ বংশীয় তাপসদিগের পরিচয় প্রদান করিলেন। রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করত পরশুরামের বীর অনুচর অকৃতব্রণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ ভার্গব রাম তাপসগণকে কোন্ সময়ে দর্শন দিবেন, আমি সেই প্রসঙ্গে তাঁহাকে সন্দর্শন করিবার অভিলাষ করি। অকৃতব্রণ কহিলেন, আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, ইহা আত্মদর্শী রামের বিদিত হইয়াছে, এবং আপনকার প্রতিও তাঁহার প্রীতি আছে, অতএব তিনি শীঘ্রই আপনাকে দর্শন দিবেন। তাপসগণ চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে তাঁহার দর্শন পাইয়া থাকেন, এই রাত্রি অতীত হইলেই কল্য চতুর্দ্দশী হইবে, ঐ চতুর্দ্দশী তিথিতে আপনি কৃষ্ণাজিন জটা ধারী রামকে দর্শন করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি মহাবল জামদগ্ন্যের অনুচর, বিশেষত আপনি তাঁহার পূর্ব্ব

চরিত কর্ম্ম সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, অতএব তিনি যে কারণে ও যে প্রকারে সমুদায় ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে পরাজয় করেন, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন।

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে ভারত রাজশার্দ্দূল! ভৃগুবংশজাত জমদগ্নি-নন্দন রামের ও হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের দেব সম্মিত উৎকৃষ্ট চরিত মহৎ উপাখ্যান আমি আপনার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ করুন। হে পাণ্ডব! ভৃগুকুলানন্দন রাম যে হৈহয় দেশাধিপতি অর্জ্জুন নামক নৃপতিকে বিনাশ করেন, সেই মহীপালের সহস্র বাহু ছিল, দত্তাত্রেয় প্রসাদে কাঞ্চন নির্ম্মিত বিমান ছিল, এবং পৃথিবী মধ্যে সমস্ত প্রাণীর প্রতি আধিপত্য হইয়াছিল। হে পৃথ্বীনাথ! সেই মহাত্মার লব্ধ বর প্রভাবে রথের অব্যাহত গতি ছিল, এই হেতু তিনি সর্ব্বদা সেই রথারোহণে সর্ব্বত্র গমন পূর্ব্বক দেব, যক্ষ, ঋষি ও সমস্ত প্রাণীকে সর্ব্বতোভাবে পীড়ন করিতেন। তাহাতে দেবগণ ও মহাব্রত ঋষিগণ অসুর বিনাশন সত্যপরাক্রম দেব-দেব বিষ্ণু নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! হে প্রভো! আপনি প্রাণী গণের রক্ষা নিমিত্তে হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুনকে বিনাশ করুন। সে দিব্য বিমানারোহণে প্রভুত্ব করত শচীসহায় ক্রীড়নশীল বাসবকে ধর্ষণ করিয়াছে। হে ভারত! তদনন্তর ভগবান্ নারায়ণ কার্ত্তবীর্য্যের বিনাশার্থ ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণা করিলেন। অমররাজ ভগবান্‌কে, যাহাতে প্রাণীগণের হিত হয়, তদ্বিষয় নিবেদন করিলেন। লোক পূজিত ভগবান্ নারায়ণ তৎ সমস্ত করণে প্রতিশ্রুত হইয়া নিজাশ্রম রম্য বদরী ক্ষেত্রে গমন করিলেন। হে ভারত! সেই সময়ে পৃথ্বী মধ্যে কান্যকুব্জ দেশে মহাবল সর্ব্ব প্রধান গাধি নামে লোক বিখ্যাত যে এক রাজা ছিলেন, তিনি বনবাসে গমন করিয়াছিলেন। সেই বনবাসী রাজার অপ্সরার ন্যায় এক কন্যা হইয়াছিল। ভৃগুবংশীয় ঋচীক নামা ঋষি সেই কন্যাকে বিবাহার্থে প্রার্থনা করেন। পরে গাধি রাজা সেই সংশিতব্রত ঋচীককে কহিলেন, আমাদিগের কুলে পূর্ব্ব পুরুষেরা যে নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, তাহা রক্ষা করা আপনার উচিত। হে দ্বিজোত্তম! আমাদিগের কন্যা বিবাহে আমরা সমস্ত শরীর পাণ্ডর বর্ণ এবং কর্ণ অন্তরে রক্তবর্ণ ও বহিঃ শ্যাম বর্ণ, এতাদৃশ আকৃতি যুক্ত বেগশীল সহস্র অশ্ব পণ গ্রহণ করিয়া থাকি। হে ভগবন্ ভৃগুকুলোদ্ভব! ঐ পণ আপনি প্রদান করুন ইহা আপনাকে বলা উচিত হয় না, পরন্তু ভবৎ সদৃশ মহাত্মা ব্যক্তিকেই দুহিতা সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। ঋচীক কহিলেন, সমস্ত শরীর পাণ্ডর বর্ণ এবং কর্ণ অভ্যন্তরে লোহিত ও বাহিরে শ্যাম বর্ণ এতাদৃশ আকৃতি যুক্ত বেগবান্ সহস্র ঘোটক তোমাকে দিব, তোমার কন্যা আমার ভার্য্যা হউক।

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে রাজন্! ঋচীক ঋষি উক্ত রূপে তাহা স্বীকার করিয়া বরুণের নিকটে কহিলেন, আপনি আমাকে শুল্ক নিমিত্তে সমস্ত দেহ পাণ্ডর বর্ণ এবং কর্ণ অন্তরে লোহিত ও বাহিরে শ্যাম বর্ণ এতদ্রূপ এক সহস্র তরস্বী ঘোটক প্রদান করুন। বরুণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাদৃশ সহস্র অশ্ব প্রদান করিলেন। সেই অশ্ব সকল যে স্থান হইতে উত্থিত হইয়াছিল, সেই স্থান অশ্বতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইল। অনন্তর দেবগণ ঋষির বরযাত্র হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। রাজা গাধি হয় সহস্র প্রাপ্ত হইয়া কান্যকুব্জে গঙ্গা তীরে দেব গণকে সন্দর্শন পূর্ব্বক ঋষিকে সত্যবতী নাম্নী কন্যা সংপ্রদান করিলেন। দ্বিজসত্তম ঋচীক ধর্ম্মত ভার্য্যা লাভ করিয়া যথাভিলাষে ও যথাসুখে সেই সুমধ্যমা রাজবালা সহ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ঋচীকের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তাঁহার পিতা ভৃগু তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্তে আগমন করিলেন। তিনি পুত্রশ্রেষ্ঠ ঋচীককে সপত্নীক দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। সুরগণ পূজিত গুরু ভৃগু উপবিষ্ট হইলে পুত্র ও বধূ উভয়ে তাঁহার অর্চ্চনা

করত কৃতাঞ্জলি হইয়া সমীপে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর ভগবান্ ভৃগু হৃষ্টচিত্তে স্নুষাকে কহিলেন, সুভগে! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, আমি তোমারে অভিলষিত বর দান করিব। সত্যবতী আপনার ও আপনার মাতার পুত্র নিমিত্তে তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। পরে ভৃগু কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ও তোমার মাতা, তোমরা উভয়ে পুংসবন নিমিত্তে ঋতুস্নাতা হইয়া উডুম্বর ও অশ্বত্থ বৃক্ষকে পৃথক্ পৃথক্ আলিঙ্গন করিবে; তুমি উডুম্বর বৃক্ষ এবং তোমার মাতা অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিবে। আমি সমস্ত বিশ্ব আবর্ত্তন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক তোমার ও তোমার জননীর নিমিত্তে এই চরু দ্বয় সাধন করিয়াছি, তোমরা ইহা যত্ন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে। ভৃগু এই আদেশ করিয়া তিরোহিত হইলেন।

মহারাজ! রাজ-দুহিতা ও রাজ্ঞী বৃক্ষালিঙ্গনে ও চরু ভক্ষণে ভৃগু বচনের বৈপরীত্যাচরণ করিলেন। তদনন্তর বহুকাল গত হইলে মহাতেজা ভগবান্ ভৃগু দিব্য জ্ঞানে তাহা অবগত হইয়া পুত্রবধূর নিকট পুনরাগমন করিলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, হে ভদ্রে! তোমরা চরু ভক্ষণ ও বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়াছ, কিন্তু হে সুভ্রু! তোমার জননী বিপর্য্যয় ক্রমে তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তোমার পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করিবে, এবং তোমার মাতার পুত্র মহাবীর্য্য মহান্ ক্ষত্রিয় হইয়া সাধুদিগের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাচারী হইবে। তৎ পরে সত্যবতী শ্বশুরকে পুনঃ পুন প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, আমার পুত্র যেন ঈদৃশ না হয়, আমার পৌত্র ঈদৃশ হয়। হে পাণ্ডুপুত্র! ভৃগু তাহা হইবে বলিয়া সত্যবতীকে অভিনন্দিত করিলেন। তদনন্তর সেই সত্যবতী যথাকালে তেজ ও কান্তিযুক্ত জমদগ্নি নামক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র ভৃগুবংশের আনন্দ-বর্দ্ধন হইলেন। সেই তেজস্বী জমদগ্নি বর্দ্ধমান হইয়া বেদাধ্যয়নে বহুতর ঋষিগণকে অতিক্রম করিয়া উঠিলেন। হে পাণ্ডবেয়! ভাস্কর তুল্য তেজস্বী সেই জমদগ্নির প্রতি সমস্ত ধনুর্ব্বেদ ও চতুর্ব্বিধ শাস্ত্র প্রতিভাত হইতে লাগিল।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৫।

অকৃতব্রণ কহিলেন, মহাতপা জমদগ্নি বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়া তপস্যা করেন, তাহাতে সমুদায় বেদ নিয়মানুসারে তাঁহার আয়ত্ত হইল। পরে তিনি প্রসেনজিৎ নৃপতি সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহার রেণুকা নাম্নী কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন, নৃপতিও তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন। ভার্গবনন্দন রেণুকাকে ভার্য্যা লাভ করিয়া আশ্রমে অবস্থিতি পূর্ব্বক অনুকূলা পত্নী সহ তপস্যা করিতে থাকিলেন। রেণুকার গর্ব্ভে পাঁচ সন্তান হয়; তাহার মধ্যে পঞ্চম পুত্র রাম। তিনি সকল ভ্রাতা অপেক্ষা যবীয়ান্ হইয়াও শ্রেষ্ঠ গুণ সম্পন্ন হইয়াছিলেন।

একদা সুতগণ ফলাহরণে গমন করিলে জননী নিয়তব্রতা রেণুকা স্নান করিতে গমন করিলেন। হে রাজন্! তিনি যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিতে করিতে মার্ত্তিকাবত দেশাধিপতি সমৃদ্ধি সম্পন্ন রাজা চিত্ররথকে পদ্মমাল্য ভূষিত হইয়া ভার্য্যা সহ সলিল মধ্যে ক্রীড়া করিতে দেখিলেন; তাহাতে তখন তাহার প্রতি তাঁহার স্পৃহা হইল। অনন্তর তিনি সেই ব্যভিচার হেতু বিচেতনা, সলিল মধ্যে ক্লিন্না ও ত্রস্তা হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার ভর্ত্তা তাঁহাকে তাদৃশ ভাবাপন্ন জানিতে পারিলেন। মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ জমদগ্নি তাঁহাকে ধৈর্য্যহীনা ও ব্রাহ্মী শ্রীতে বিবর্জ্জিতা দেখিয়া ধিক্কার বাক্যে তিরস্কার করিলেন। অনন্তর রুমণ্বান্ নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আগমন করিলেন এবং সুষেণ, বসু ও বিশ্বাবসু এই তিন পুত্রও ক্রমে সমাগত হইলেন। ভগবান্ জমদগ্নি তাঁহাদিগের সকলকেই আনুপূর্ব্বী ক্রমে মাতৃবধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহারা

সকলেই মোহান্বিত ও বিচেতন হইয়া পিতৃ বাক্যের কিছুই উত্তর করিলেন না। পরে জমদগ্নি কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিলেন। তাঁহারা অভিশপ্ত হইয়া আশু হতচেতন হইয়া পড়িলেন, এমন কি, জড়বৎ ও পশু পক্ষি সদৃশ হইলেন। তদনন্তর বীর শক্রহন্তা রাম আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহাবাহু মহাতপা জমদগ্নি তাঁহাকে কহিলেন, পুত্র! তোমার এই পাপীয়সী মাতাকে হনন কর, তন্নিমিত্ত দুঃখ করিও না। পরে রাম পরশু গ্রহণ পূর্ব্বক মাতার মস্তক ছেদন করিলেন। মহারাজ! রাম পিতার আজ্ঞানুসারে মাতার শিরশ্ছেদন করিবা মাত্র মহাত্মা জমদগ্নির ক্রোধ শান্তি হইল। তিনি প্রসন্ন হইয়া রামকে কহিলেন, হে বৎস ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি আমার আদেশে এই দুষ্কর কর্ম্ম করিলে, অতএব তোমার যে যে বর লইতে মনে বাঞ্ছা হয়, তাহা প্রার্থনা কর। হে ভারত! পরশুরাম বর প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার মাতা পুনর্জীবিতা হন, তাঁহার বধ তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় না হয়, আপনাকে মাতৃবধ জন্য পাপে লিপ্ত না হইতে হয়, ভ্রাতৃগণ প্রকৃতিস্থ হন, যুদ্ধে কেহ আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী না হইতে পারে এবং আপনার পরমায়ু দীর্ঘ হয়। মহাতপা জমদগ্নিও এই সমস্ত বর প্রদান করিলেন।

হে প্রভো! একদা জমদগ্নি-পুত্রেরা পূর্ব্ববৎ আশ্রমের বহিঃপ্রদেশে গমন করিলে, অনূপ দেশপতি বীর কার্ত্তবীর্য্য জমদগ্নির আশ্রমে সমাগত হইল। তাঁহার ভার্য্যা রেণুকা কার্ত্তবীর্য্যকে অভ্যাগত দেখিয়া তাহার যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন, কিন্তু সে যুদ্ধমদ-মত্ততা প্রযুক্ত তাঁহার অর্চ্চনায় অভিনন্দিত হইল না; অপিচ, বল পূর্ব্বক আশ্রমকে প্রমথন করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিটপী ভঞ্জন করিল এবং তথা হইতে হোম ধেনুর বৎস হরণ করিয়া লইল; তাহাতে হোম ধেনু রোদন করিতে লাগিল। পরে রাম আশ্রমে আগমন করিলে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে তদ্বৃত্তান্ত কহিলেন এবং রাম আপনিও গাবীকে পুনঃপুন ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন। পরে বীর শক্রহন্তা ভার্গব মৃত্যুবশতাপন্ন কার্ত্তবীর্য্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। হে রাজন্! তিনি মনোহর ধনু গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক কার্ত্তবীর্য্যের পরিঘোপম সহস্র সংখ্য বাহু নিশিত ভল্ল দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন কাল ধর্ম্মে সংযুক্ত হইয়া রাম কর্ত্তৃক পরাভূত হইল। পরে তাহার দায়াদেরা রাম কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের পরাভবে কুপিত হইয়া, যে সময়ে রাম আশ্রমে ছিলেন না, সেই সময়ে আশ্রমস্থ জমদগ্নির প্রতি ধাবমান হইল এবং যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত তপঃপরায়ণ মহাতেজা জমদগ্নির উপর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। তখন ঋষি অনাথের ন্যায় বারংবার রাম রাম বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। হে যুধিষ্ঠির! অরিন্দম কার্ত্তবীর্য্য-পুত্রেরা জমদগ্নিকে শর দ্বারা পীড়ন করিয়া স্ব স্থানে গমন করিল। জমদগ্নি তাদৃশ অবস্থাপন্ন হইলে এবং তাহারা আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলে, ভৃগু-নন্দন রাম সমিৎ হস্তে আশ্রমে আগমন করিলেন। বীর পরশুরাম পিতাকে মৃত্যুর বশীভূত ও অযথাযোগ্য তাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

রাম কহিলেন, হে পিতঃ! আমার অপরাধ হেতু সেই মূর্খ নরাধম কার্ত্তবীর্য্য-তনয়েরা বন মধ্যে শরাঘাতে মৃগ হননের ন্যায় আপনাকে হনন করিয়াছে! হে তাত! সৎপথে বর্ত্তমান, প্রাণিমাত্রের নিকট অনপরাধী, ঈদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষের এরূপ মৃত্যু কি প্রকারে সঙ্গত হয়! আপনি তপস্যায় অবস্থিত, বৃদ্ধ ও সমরে অপ্রবৃত্ত, আপনাকে যাহারা শাণিত শত শর দ্বারা নিহত করিয়াছে, তাহা-

দিগের কর্ত্তৃক কোন্ পাপ না করা হইয়াছে! সেই নির্লজ্জেরা ধর্ম্ম-নিষ্ঠ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত অসহায় ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া সুহৃৎ ও সচিবগণ মধ্যে কি বলিবে! হে নৃপ! মহাতপা পরশুরাম এই রূপ সকরুণ বাক্যে পুনঃ পুন নানা প্রকার বহু বিলাপ করিয়া পিতার সমস্ত প্রেত কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন।

হে ভারত! পরপুরঞ্জয় রাম পিতার দাহাদি ক্রিয়া করিলেন এবং সমুদায় ক্ষত্রিয়কে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর প্রভূত বল বীর্য্যবান্ কৃতান্তোপম রাম কুপিত হইয়া একাকী শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। হে ক্ষত্রিয়র্ষভ! যে সকল ক্ষত্রিয় তাহা-দিগের অনুগত ছিল, প্রহারক প্রধান রাম তাহা-দিগের সমুদয়কেই অবমর্দ্দন করিলেন। তিনি এক বিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সমস্ত-পঞ্চকে শোণিত ময় পঞ্চ হ্রদ করিলেন এবং সেই হ্রদে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহার পিতামহ ঋচীককে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। তখন ঋচীক রামকে ক্ষত্রিয় বধ করিতে নিবারণ করিলেন। তদনন্তর প্রতাপবান্ রাম মহৎ যজ্ঞ দ্বারা দে-বেন্দ্রকে পরিতৃপ্ত করিয়া ঋত্বিক্‌গণকে পৃথিবী দান করিলেন। হে নরপতে! তিনি দশ ব্যাম আয়ত এবং নব ব্যাম উচ্চ এক টি সুবর্ণময়ী বেদী নির্ম্মাণ করিয়া মহাত্মা কশ্যপকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্ম-ণেরা কশ্যপের অনুমতিক্রমে সেই বেদী খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভাগ করিলেন, তাহাতে সেই ব্রাহ্ম-ণেরা খাণ্ডবায়ন বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। হে নৃপ! ক্ষত্রিয়ান্তকারী অমিত-বিক্রম রাম মহাত্মা কশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়া এই মহেন্দ্র নামক শৈলেন্দ্রে সুমহৎ তপস্যার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বাস করিতে থাকিলেন। অমিত-তেজা রাম এই রূপে পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত ক্ষত্রিয় সহিত বৈর উৎপাদন হইয়াছিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহামনা রাম চতু-র্দ্দশী দিবসে সেই সকল বিপ্রগণ, ধর্ম্মরাজ যুধি-ষ্ঠির ও তাঁহার অনুজগণকে দর্শন দিলেন। নৃপতি-সত্তম প্রভু যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত ভার্গব রামকে অর্চ্চনা করিলেন এবং দ্বিজগণের পরম পূজা করিলেন। তিনি জামদগ্ন্য রামকে অর্চ্চনা করিয়া এবং রাম কর্ত্তৃক সমাদৃত ও অনুজ্ঞাত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে সেই রাত্রি বাস করত দক্ষিণ দিক্ অভি-মুখে গমন করিলেন।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলজ পরিক্ষিৎ-নন্দন! পিতৃ পিতামহাদি ক্রমে রাজবংশীয় সচ্চ-রিত্র মহানুভাব রাজা পাণ্ডুনন্দন গমন করিতে করিতে স্থানে স্থানে বিপ্রগণে উপশোভিত সাগর সন্নিহিত রমণীয় পুণ্য তীর্থ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি অনুজগণের সহিত সেই সকল তীর্থে কৃতাভিষেক হইয়া সাগর গামিনী প্রশস্তা নদীতে গমন করিলেন; তথায় অবগাহন করিয়া দেব ও পিতৃ লোকের তর্পণ এবং দ্বিজাতিমুখ্য-দিগকে বস্ত্র বিতরণ পূর্ব্বক সাগরগামিনী গোদাবরী গমন করিলেন। হে রাজন্! সেই বীর গোদাবরী-তে বিগতকল্মষ হইয়া তথা হইতে দ্রবিড় প্রদেশে লোকপাবন সমুদ্রে গমন পূর্ব্বক মহাপবিত্র অগস্ত্য তীর্থ ও নারী তীর্থ সকল দর্শন করিলেন। সেই স্থানে তিনি পরমর্ষি সমূহ কর্ত্তৃক সংপূজ্যমান হইয়া ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুনের সেই অলৌকিক কর্ম্ম শ্রবণ করত পরম প্রীতি লাভ করিলেন। হে মহীপাল! পৃথিবীপতি যুধিষ্ঠির কৃষ্ণা ও অনুজগণের সহিত সেই সকল তীর্থে অভিষিক্তাঙ্গ হইলেন এবং তথায় অর্জ্জুনের বিক্রম প্রশংসা করত ক্রীড়া করিতে থাকিলেন। তৎ পরে ভ্রাতৃগণের সহিত হৃষ্টচিত্ত হইয়া সেই সাগরীয় তীর্থে বহু সহস্র গো দান করত অর্জ্জুনের গো দান কীর্ত্তন করিলেন। হে রাজন্! তিনি ক্রমে ক্রমে অম্বুধি সন্নিধীয় সেই

সকল ও অন্যান্য বহুল তীর্থে গমন করিয়া কামনা পরিপূর্ণ করত পুণ্যতম সূর্পারক তীর্থ দর্শন করিলেন। তথায় সমুদ্রের কিঞ্চিৎ দেশ অতিক্রম করিয়া পৃথিবী বিখ্যাত বনে উত্তীর্ণ হইলেন; যেখানে পুরা কালে দেবগণ তপোনুষ্ঠান ও পুণ্যনিরত নরেন্দ্রগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। আয়ত-পীন-বাহু রাজা যুধিষ্ঠির সেই বনে প্রধান ধনুর্দ্ধারী ঋচীক-সন্তান রামের তপস্বি সমূহে সমাবৃত ও পুণ্যাত্মাদিগের পূজনীয় পূর্ব্বোক্ত বেদী দেখিতে পাইলেন।

হে রাজন্! অনন্তর বসুধাধিপতি মহাত্মা যুধিষ্ঠির বসুগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, বৈবস্বত, আদিত্য, কুবের, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বিভু সবিতা, শিব, চন্দ্র, দিবাকর, বরুণ, সাধ্যগণ, ব্রহ্মা, পিতৃগণ, সগণ রুদ্র, সরস্বতী, সিদ্ধগণ, পূষা ও তদ্ভিন্ন যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদিগের সুমনোহর পুণ্যায়তন সকল দর্শন করিলেন এবং সেই সকল স্থানে সময়ে সময়ে বিবিধ উপবাস, তীর্থ স্নান ও বহু মূল্য বহু রত্ন দান করিয়া পুনর্ব্বার সূর্পারক তীর্থে আগমন করিলেন। তিনি সোদর গণ ও মহৎ মহৎ দ্বিজগণ সমভিব্যাহারে সাগর সম্বন্ধীয় সেই সূর্পারক তীর্থ হইয়া পুনর্ব্বার গমন করত পৃথিবী বিশ্রুত প্রভাস তীর্থে উপনীত হইলেন। বিশাল লোহিত লোচন রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহার ভ্রাতৃগণ, দ্রৌপদী ও বিপ্রগণ লোমশ ঋষি সমভিব্যাহারে তথায় অবগাহনান্তে দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। ধার্ম্মিক-বরিষ্ঠ ধর্ম্ম-নন্দন সেই স্থানে দ্বাদশ দিবস অহর্নিশি জল বায়ু ভক্ষ্য ও অভিষিক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক তপস্যা করিলেন।

সমস্ত বৃষ্ণি বংশের অগ্রগণ্য বলরাম ও কৃষ্ণ শ্রবণ করিলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির প্রভাসে আসিয়া উগ্র তপস্যাচরণ করিতেছেন, ইহা শুনিয়া তাঁহারা সৈন্য সমভিব্যাহারে আজমীঢ় বংশীয় রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন করিলেন। বৃষ্ণি বংশীয়েরা পাণ্ডবদিগকে ভূতল-শয়ান ও মলদিগ্ধাঙ্গ এবং তাদৃশ অবস্থার অযোগ্য দ্রৌপদীকে তদ্রূপ দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে আর্ত্ত নাদ করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর অদীনসত্ত্ব রাজা যুধিষ্ঠির বলরাম, জনার্দ্দন, কৃষ্ণ-তনয় শাম্ব, শিনির পৌত্র সাত্যকি ও অন্যান্য বৃষ্ণি সন্তানদিগের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ধর্ম্মানুসারে পূজা করিলেন। হে রাজন্! সেই বৃষ্ণি সন্তানেরাও পাণ্ডবদিগকে প্রতি পূজা করিয়া এবং তাহাদিগ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, যে প্রকার দেবগণ ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে পরিবৃত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের নিকট পরম প্রতীত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে শত্রুদিগের সমস্ত চরিত, আপনাদিগের বনবাস ও অর্জ্জুনের অস্ত্রার্থ ইন্দ্র নিবেশনে গমন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। সেই সকল মহার্হ ও মহানুভাব বৃষ্ণি সন্তানেরা প্রতীত হইয়া রাজার বাক্য শ্রবণ করত এবং পাণ্ডবগণকে অত্যন্ত কৃশ দেখিয়া দুঃখ জনিত স্ব স্ব নয়ন বারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সেই সকল মহাত্মা, সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ ও পরস্পর সুহৃদ্ বৃষ্ণিগণ ও পাণ্ডবেরা প্রভাস তীর্থে কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এবং তথায় তাঁহাদিগের কি কি কথা হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বৃষ্ণি বীরেরা মহোদধি সন্নিহিত পুণ্য প্রভাস তীর্থে উপনীত হইয়া পাণ্ডবগণকে বেষ্টন করত সমীপে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর গোক্ষুদ্ধ, কুন্দ, ইন্দু, মৃণাল ও রজত সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট বনমালী হলধারী রাম পুষ্করলোচন কৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! যখন মহাত্মা

যুধিষ্ঠির জটাধারী ও চীর পরিধায়ী হইয়া বনবাস করত ক্লেশ পাইতেছেন, তখন মনুষ্যের অভ্যুদয়ের কারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং পরাভবের কারণ অধর্ম্মাচরণ নহে। দুর্য্যোধন পৃথিবী শাসন করিতেছে, তাহাতে পৃথিবী তাহাকে যে, বিবর প্রদান করিতেছেন না, ইহাতে ধর্ম্মাচরণ অপেক্ষা অধর্ম্মাচরণই গরিষ্ঠ, ইহা অল্পবুদ্ধি মনুষ্য স্বীকার করিতে পারে। দুর্য্যোধন অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রাপ্তরাজ্য ও বিবর্দ্ধমান এবং যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া হৃতরাজ্য ও অসুখগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া প্রজাগণের অধর্ম্ম কর্ম্ম করা উচিত, কি ধর্ম্ম্য কর্ম্ম করা উচিত, মনুষ্যদিগের পরস্পর এই সংশয় জন্মিয়াছে। এই ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ ও দাতা; ইনি রাজ্য ও সুখ হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্ম হইতে অপেত হইয়া বৰ্দ্ধিত হইতে পারেন না। হা! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কুলবৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পার্থদিগকে বনবাসী করিয়া কি প্রকারে সুখী হইয়াছেন! সেই ভরতকুল প্রধানেরা পাপমতি, তাহাদিগকে ধিক্‌! পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্র নির্দ্দোষ পুত্রদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া পর লোকে গমন পূর্ব্বক পিতৃগণকে কি এই রূপ বলিবে যে, আমি পুত্রদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছি। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে স্ব রাজ্য হইতে প্রব্রজিত করাতে বোধ হইতেছে, সে সংপ্রতি প্রজ্ঞা নয়নে নিরীক্ষণ করে নাই যে, "আমি কি কর্ম্ম করিয়া পৃথিবীতে নৃপতিগণ মধ্যে এই রূপ অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি," কিন্তু সে পুত্রের সহিত এই নৃশংস কর্ম্ম করাতে অবশ্যই পিতৃ লোকে মানবদিগকে সুবর্ণকান্তিযুক্ত, পৃথুল লোহিত লোচন, উৎকৃষ্ট পৃথুল কক্ষ-বিশিষ্ট, সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও প্রফুল্ল অবলোকন করিবে; যখন সে শঙ্কা রহিত হইয়া অনুজগণের সহিত গৃহীতাস্ত্র যুধিষ্ঠিরকে বনবাসী করিয়াছে, তখন যমালয়ে গমন পূর্ব্বক ঐ সকল সুপুরুষ দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিতে পাইবে যে, "আমি কি কর্ম্ম করিয়া অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছি।" এই দীর্ঘ ভুজ বলশালী বৃকোদর, যিনি নিরায়ুধ হইয়াও শত্রুদিগের সমৃদ্ধ সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে পারেন, সৈন্যেরা যাঁহার শব্দ শুনিয়াই মল মূত্র পরিত্যাগ করে; ইনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে কৃশ হইয়াছেন; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ইনি এই বনবাস-জনিত ঘোরতর ক্লেশ স্মরণ করত নানা অস্ত্র শস্ত্র হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক রণ ভূমিতে প্রবৃত্ত হইয়া আর শেষ রাখিবেন না। বলবীর্য্যে ইহাঁর সমান ভূ মণ্ডলে অন্য কেহ নাই, ইনি যখন এই শীত, বাত ও আতপ সহ্য করিয়া কর্ষিতাঙ্গ হইয়াছেন, তখন যুদ্ধ স্থলে বৈরিগণের কি অবশিষ্ট রাখিবেন! অহহ! যিনি এক রথী হইয়া প্রাচ্য রাজবৃন্দকে তাহাদিগের অনুচরগণের সহিত রণে পরাভূত করত নিরুদ্বেগে আসিয়াছিলেন, সেই এই বলশালী অতিরথ বৃকোদর চীর পরিধায়ী হইয়া কানন মধ্যে ক্লেশানুভব করিতেছেন! যিনি সিন্ধু কূলে সমাগত দাক্ষিণাত্য নরদেব নৃপতিগণকে পরাজয় করেন, দেখ সেই এই তরস্বী সহদেব অদ্য তাপস বেশ ধারণ করিয়াছেন! সমর মত্ত এই নকুল এক রথে সমস্ত পশ্চিম দেশীয় পার্থিবগণকে জয় করিয়াছেন, ইনি আজ বন মধ্যে ফল মূল দ্বারা জীবন ধারণ করত জটী ও মলিনাঙ্গ হইয়া বিচরণ করিতেছেন! যিনি সমৃদ্ধ সত্রে বেদীতল হইতে উত্থিতা হইয়াছেন এবং সুখ সম্ভোগেরই উপযুক্তা, অতিরথ দ্রুপদ রাজার সেই কন্যা এই কৃষ্ণা কি প্রকারে এই দুঃখজনক বনবাস সহ্য করিতেছেন! পাণ্ডবেরা ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার দ্বয়, এই সমস্ত দেবতার পুত্র; ইহাঁরা সুখ ভোগের পাত্র হইয়া কি প্রকারে এই অসুখ সহ্য করত বনে বিচরণ করিতেছেন! কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির ভার্য্যা ও অনুজগণের সহিত পরাজিত ও অপসারিত হইলেন এবং দুর্য্যোধন

বিবর্দ্ধমান হইল, ইহাতে অচলা শৈলগণের সহিত কি নিমিত্তে বিষণ্ণা হইল না।

উনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৯॥

সাত্যকি কহিলেন, হে রাম! এই ক্ষণে অনুশোচন করিবার সময় নয়, যদিও যুধিষ্ঠির কিছুই কহিতেছেন না, তথাপি আমরা সকলে যে কর্ম্ম সময়োচিত-ও উৎকৃষ্ট, তাহার অনুষ্ঠান করি। যে প্রকার শৈব্য প্রভৃতি রাজ গণ যযাতি নৃপতির সমস্ত কার্য্য করিতেন, সেই প্রকার, যাঁহারা জগতে সহায়বন্ত হন, তাঁহাদিগের সহায়েরাই তাঁহাদিগের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন না। যাঁহাদিগের কর্ম্ম সহায়েরা আত্ম মতানুসারে করেন, সেই নাথবন্ত বীর পুরুষেরা অনাথের ন্যায় কষ্ট ভোগ করেন না। আমি, রাম, জনার্দ্দন, প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব, আমরা ত্রৈলোক্যের আধিপত্য করিতে পারি, আমাদিগকে সহায় পাইয়া যুধিষ্ঠির সোদরগণের সহিত কি জন্য অরণ্যে বাস করিতেছেন? দাশার্হ সেনারা অদ্যই বিচিত্র বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া নির্গত হউক; বান্ধবগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র-সন্তানেরা বৃষ্ণি সৈন্য কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া যমালয়ে গমন করুক। হে রাম! শার্ঙ্গধন্বা কৃষ্ণ থাকুন, আপনি কুপিত হইলে এই পৃথিবীকে বেষ্টন করিতে পারেন, অতএব, যে প্রকার দেবপতি মহেন্দ্র বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন, সেই রূপ আপনি সৈন্য সামন্ত সহ দুর্য্যোধনকে সংহার করুন। হে রাম! মনুষ্যেরা যে অভ্যুদ্যত উত্তম কর্ম্ম নিমিত্তে সৎ পুত্র ইচ্ছা করিয়া থাকে এবং গুরু অপ্রতিকূলবাদী শিষ্য অভিলাষ করেন, এতাদৃশ দুঃসাধ্য শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম আমার ভ্রাতা, সখা ও গুরু এবং জনার্দ্দনের আত্মা সদৃশ সেই অর্জ্জুন যাহার নিমিত্তে অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহার সমুদায় অস্ত্র বর্ষণ আমি উৎকৃষ্ট অস্ত্র সমূহ দ্বারা নিরাকৃত করত সংগ্রামে তাহাকে অভিভূত করিয়া ক্রোধ হেতু সর্পবিষাগ্নি কল্প উত্তম শর সমূহ দ্বারা তাহার মস্তকটা উন্মথিত করিয়া ফেলিব। শাণিত খড়্গ দ্বারা বল পূর্ব্বক তাহার বাহু ছেদন পূর্ব্বক তাহার শরীর হইতে মস্তক প্রমথন করিয়া পরে তাহার সমুদায় অনুগত গণ, দুর্য্যোধন ও কুরু বীর দিগকে বিনাশ করিব। হে রোহিণীকুমার! এক মাত্র আমি গৃহীতাস্ত্র হইয়া প্রধান প্রধান কুরু যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে থাকিব; ঐ যুদ্ধে ভীম-কর্ম্ম কারী সৈনিক পুরুষেরা হর্ষান্বিত হইয়া আমাকে প্রলয় কালীন শুষ্ক মহারণ্য দাহকারী অগ্নির ন্যায় দর্শন করিতে থাকিবে। দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও বিকর্ণ, ইহাঁরা প্রদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত নিশিত সায়ক সমূহ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না; এই জয়াত্মজের বল বীর্য্য আমি অবগত আছি। কৃষ্ণসুত শাম্ব রণে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ কার্য্য করেন, তাহাও আমার বিদিত আছে, শাম্ব দুঃশাসনকে তাহার সারথি ও রথের সহিত বল পূর্ব্বক ভুজ দ্বারা প্রমথন করিয়া শাসন করিবেন। এই রণমত্ত জাম্ববতী-তনয়ের রণে কিছুই অসহ্য নাই; এই বালক শম্বর দৈত্যের সৈন্যকে সহসা বিনষ্ট করিয়াছেন, এবং বৃত্তোরু ও অতি পৃথুল দীর্ঘবাহু বীর অশ্বচক্রকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন। কোন্ ব্যক্তি এমত আছে যে, মহারথ শাম্বের যুদ্ধে রথ সম্মুখস্থ করিতে পারে? যে প্রকার মনুষ্য যথাকালে যমের আলয়ে প্রবেশ করিলে পুনরায় আর প্রত্যাগমন করিতে পারে না, তদ্রূপ কোন ব্যক্তি শাম্বের সমরান্তরে প্রবেশ করিলে জীবিত থাকিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে না। কৃষ্ণ ভীষ্ম, দ্রোণ, সসুত সোমদত্ত ও যাবতীয় সৈন্যদিগকে সায়ক বহ্নিজালে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন। চক্রধারী উপমাশূন্য কৃষ্ণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আয়ুধ ও উত্তম বাণ হস্তে করিয়া অবস্থিত হইলে দেবাদি সর্ব্ব লোক মধ্যে এমন কি আছে যে, তাহা তাঁহার অসহনীয় হয়? অনিরুদ্ধ অসি চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক

ধৃতরাষ্ট্র-সন্তান গণকে বিসংজ্ঞ ও ছিন্নশির করিয়া ভূতলে নিহিত করত তদ্দ্বারা পৃথিবীকে কুশাকীর্ণ যজ্ঞ বেদির ন্যায় বিকীর্ণা করিবেন। গদ, উল্মুক, বাহুক, ভানু, নীথ, কুমার নিশঠ, রণোৎকট সারণ ও চারুদেষ্ণ, ইহাঁরা অবশ্য কুলোচিত কর্ম্ম বিখ্যাত করিবেন। শৌর্য্যসম্পন্ন বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধক-বংশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণে সমবেত সাত্বত সৈন্যেরা সমাগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দিগকে বিনাশ করত লোক সমাজে যশ বৃদ্ধি করুক। অনন্তর, কুরু-সত্তম ধার্ম্মিকবর মহাত্মা যুধিষ্ঠির দ্যূত কালীন যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই ব্রত যাবৎ কাল আচরণ করেন, তাবৎ কাল অভিমন্যু পৃথিবী শাসন করুন। আমাদিগের অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা পৃথিবীতে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র শূন্য ও সূতপুত্র নিহত হইলে, ধর্ম্ম-রাজ পরাজিত-শত্রু হইয়া নিঃশত্রু-পৃথিবী সম্ভোগ করিবেন, এই কার্য্য আমাদিগের পক্ষে অতি উৎ-কৃষ্ট ও যশস্কর।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে মধুবংশ-নন্দন মহাসত্ত্ব! ইহা সত্য বটে, তাহাতে সংশয় নাই, আমরা তোমার এই কথা গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু কুরুকুল প্রধান যুধিষ্ঠির যে ভূমি স্বীয় বাহুবলে উপার্জিত না হয়, তাহাতে কোন প্রকারেই ইচ্ছু হইতে পারেন না। এই যুধিষ্ঠির কি অতিরথ ভীমার্জ্জুন কি যমজ নকুল সহদেব অথবা দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা, ইহাঁরা কাম, ভয় বা লোভ বশত কখনই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না। যাঁহার ভ্রাতা বৃকোদর ও ধনঞ্জয়, যাঁহাদিগের প্রতিযোদ্ধা এই পৃথিবীমণ্ডলে নাই, এবং যিনি মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক পুর-স্কৃত, তিনি কি হেতু সমগ্রা বসুন্ধরা শাসনে সক্ষম হইবেন না? মহাত্মা পাঞ্চালপতি, কেকয়রাজ, চেদিরাজ ও আমরা, সকলে সমবেত হইয়া যখন সমর ক্ষেত্রে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিব, তখন আর কোন শত্রু অবশিষ্ট থাকিবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মধুবংশনন্দন সাত্যকি! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু সত্যই আমার অবশ্য রক্ষণীয়, রাজ্য তাদৃশ নয়। এক মাত্র কৃষ্ণ আমাকে যথার্থ রূপে জানেন, আমিও কৃষ্ণকে যথাবৎ অবগত আছি; হে শিনিপ্রবীর! এই পুরুষ-প্রবীর কৃষ্ণ যখন বিক্রম প্রকাশের সময় বুঝিবেন, তখন তুমি ও কৃষ্ণ সুযোধনকে জয় করিবে। হে নিরুপম গুণশালী দশার্হ বীর সকল! আপনারা নর লোকের নাথ, বিশেষত আমার নাথ, অদ্য আ-পনারা প্রতিগমন করুন; আপনাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে যেন অনবধান না থাকে,; অদ্য যেমন আপনাদি-গের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সুখী হইলাম, এই রূপ পুনর্ব্বার যেন আপনাদিগের সকলকে সমবেত দে-খিয়া সুখী হই! পরে যদুবীর ও পাণ্ডবেরা পর-স্পর আমন্ত্রণ, বৃদ্ধগণকে অভিবাদন ও শিশুগণকে আলিঙ্গন করিয়া যদুপ্রবীরেরা স্ব স্ব গৃহে এবং পাণ্ডবেরা তীর্থ বিচরণে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণ গমন করিলে পর ধর্ম্মরাজ ভ্রাতা, ভৃত্য ও লোমশ সম-ভিব্যাহারে বিদর্ভরাজের পরিবর্দ্ধিত সুতীর্থ পুণ্য-সরিৎ পয়োষ্ণীতে গমন করিলেন। পরে মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন হৃষ্টচিত্তে দ্বিজাতি মুখ্যগণ কর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট স্তুতি দ্বারা স্তূয়মান হইয়া যজ্ঞীয় সোমরস মিশ্রিত সলিল-সংযুক্ত সেই পয়োষ্ণী নদী তীরে বাস করি-তে থাকিলেন।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২০॥

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! শ্রুত হইয়াছে, এই স্থানে নৃগ নৃপতি যজ্ঞ করিয়া পুরন্দরের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন; পুরন্দরও পরিতৃপ্ত হইয়া আনন্দিত হন। ইন্দ্রের সহিত দেব গণ ও প্রজাপতি গণ ভূরি দক্ষিণক বহু বিধ মহৎ মহৎ যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন এবং অমূর্ত্তরয়ের পুত্র গয় রাজা সপ্ত অশ্ব-মেধ যজ্ঞ করিয়া সোম দ্বারা প্রভু ইন্দ্রের তৃপ্তি সাধন করেন। যজ্ঞে নিয়ত যে সকল দ্রব্য দারুময় ও মৃণ্ময় হইয়া থাকে, গয় রাজার ঐ সপ্ত যজ্ঞে সেই

সমস্ত দ্রব্য হিরণ্ময় হইয়া ছিল। চষাল, যূপ, চমস, স্থালী, পাত্রী, স্রুক্ ও স্রুব, এই সাত টি প্রয়োগ তাঁহারই উক্ত সাত যজ্ঞে বিখ্যাত হইল; তাঁহার ঐ সকল যজ্ঞে এক এক যূপের উপর সাত টি করিয়া চষাল স্থিত হয়। হে যুধিষ্ঠির! তাঁহার সেই সকল যজ্ঞে উজ্জ্বল সুবর্ণময় যূপ সকল ইন্দ্রাদি দেব গণ স্বয়ং উত্থাপিত করেন। পৃথিবীপতি গয়ের সেই সকল প্রধান মখে ইন্দ্র সোম পান করিয়া এবং দ্বিজাতি গণ প্রচুর দক্ষিণা লাভ করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। যে পরিমাপক পাত্র দ্বারা এক বারে বহুল স্বর্ণ মুদ্রাদি পরিমাণ করা যায়, ব্রাহ্মণেরা এতাদৃশ অসংখ্যের পাত্র ধন দক্ষিণা স্বরূপ প্রতিগ্রহ করেন। হে মহারাজ! যে প্রকার পৃথিবীস্থ বালুকা, আকাশস্থ তারকা ও বর্ষণকারী মেঘের বারি ধারা সংখ্যা করা যায় না, তদ্রূপ গয় রাজা সদস্যগণকে যে ধন দান করিয়াছিলেন, তাহারও সংখ্যা করা যায় না; বরং উক্ত বালুকাদিরও সংখ্যা করা যায়, কিন্তু সেই দক্ষিণা প্রদ রাজার প্রদত্ত দক্ষিণার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। যে সকল ব্রাহ্মণেরা নানা দিক্ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন, গয় রাজা তাঁহাদিগকে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বহু হিরণ্ময়ী গাবী প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। হে বিশাম্পতে! সেই মহাত্মা স্থানে স্থানে এত যজ্ঞ করিয়াছিলেন যে, সেই সকল যজ্ঞায়তন দ্বারা পৃথিবীর অল্প স্থান অবশিষ্ট ছিল। হে ভারত! তিনি সেই কর্ম্ম ফলে ইন্দ্র লোকে গমন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পয়োষ্ণীতে উপস্পর্শন করে, সে গয় রাজার সালোক্য প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! আপনি ভ্রাতৃগণ সহ এই পয়োষ্ণী সলিলে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বিশুদ্ধাশয়! নরশ্রেষ্ঠ তেজস্বী যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের সহিত পয়োষ্ণীতে স্নান করিয়া বৈদূর্য্য পর্ব্বত ও মহানদী নর্ম্মদাতে আগমন করিলেন। তথায় ভগবান্ লোমশ ঋষি তত্রস্থ তীর্থ বিষয়ের সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত লোমশ কথিত রমণীয় তীর্থ ও পুণ্য আয়তন সকল যথা নিয়মে প্রীতি পূর্ব্বক গমন করিলেন, এবং সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র বিত্ত প্রদান করিলেন। তদনন্তর লোমশ ঋষি কহিলেন, হে কৌন্তেয়! মনুষ্য বৈদূর্য্য পর্ব্বত দর্শন ও নর্ম্মদা নদী অবতরণ করিলে দেব গণ ও রাজন্য গণের সালোক্য প্রাপ্ত হয়। হে নরনাথ! এই প্রদেশ ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধি স্থল; মানব এই স্থানে আসিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে বৎস! এই শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞ স্থল প্রকাশ পাইতেছে, এই স্থলে ইন্দ্র স্বয়ং অশ্বিনী-সুত দ্বয়ের সহিত সোম পান করেন, এবং মহাতপা ভৃগুনন্দন চ্যবন, প্রভু মহেন্দ্রের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে স্পন্দ রহিত করেন, ও রাজপুত্রী সুকন্যাকে ভার্য্যা লাভ করেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! মহাতপস্বী ভার্গব কি নিমিত্তে ক্রোধাপন্ন হন এবং কি নিমিত্তে ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করেন এবং কি নিমিত্তেই বা অশ্বিনী-তনয় দ্বয়কে সোমপায়ী করিলেন, আপনি এই সমস্ত যথাবৃত্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২১॥

লোমশ কহিলেন, হে ভারত! মহর্ষি ভৃগুর চ্যবন নামে পুত্র হইয়াছিল। মহাদ্যুতি চ্যবন এই সরোবর সমীপে তপস্যা করেন। হে পাণ্ডুনন্দন নরনাথ! সেই মহাতেজস্বী অধিক কাল এক স্থানে বীরাসনে স্থাণুর ন্যায় ছিলেন। তিনি বহু কাল ঐ রূপ নিশ্চেষ্ট থাকায় তাঁহার শরীর বল্মীকময়, লতাবৃত ও পিপীলিকা-সমাকীর্ণ হইল। সেই ধীমান্ তাদৃশ রূপে বল্মীকে সমাবৃত থাকিয়া এক টি মৃৎপিণ্ড সদৃশ হইয়া ঘোর তপস্যায় মনোভিনিবেশ করিলেন। অনন্তর বহু কাল অতীত হইলে, একদা শর্য্যাতি নামে রাজা এই রমণীয় উত্তম সরোবরে

বিহার করিবার নিমিত্তে আসিলেন। হে ভারত! তাঁহার সমভিব্যাহারে চতুঃসহস্র পত্নী ও সুন্দর ভ্রূযুক্তা এক টি কন্যা ছিল। ঐ কন্যার নাম সুকন্যা। সেই রাজ বালা দিব্যাভরণ ভূষিতা ও সখী মণ্ডলীতে সমাবৃতা হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে বল্মীক পিণ্ডাকৃতি ভার্গবের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় মনোরম স্থান দর্শন ও বৃক্ষাদির ফল পুষ্প চয়ন করত বিহার করিতে লাগিলেন। তরুণ বয়স্কা রূপবতী রাজ বালা মদন মদে মত্তা হইয়া অনেক বন্য বৃক্ষের সুপুষ্পিত শাখা ভঞ্জন করিতে লাগিলেন। তপস্বী চ্যবন ঋষি রাজ বালা সুকন্যাকে সখী সঙ্গ রহিতা একাকিনী এক বস্ত্র পরিধানা ও অলঙ্কৃতা হইয়া সৌদামিনীর ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিতে পাইলেন। তপোবল সমন্বিত পরম তেজস্বী সেই বিপ্রর্ষি তাঁহাকে বিজন বন মধ্যে দেখিয়া ক্রীড়াভিলাষী হইলেন এবং ক্ষীণকণ্ঠ প্রযুক্ত মৃদুস্বরে সেই কল্যাণীকে সম্ভাষণ করিলেন, কিন্তু রাজ-দুহিতা ঋষির মৃদু বাক্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, পরে বল্মীক মধ্য হইতে চ্যবন ঋষির দুই টি চক্ষু দেখিতে পাইয়া বুদ্ধি মোহ বশত কৌতূহল মানসে, ইহা কি, এই কথা বলিয়া কণ্টক দ্বারা ঐ লোচন দ্বয় বিদ্ধ করিলেন। রাজ বালা ঋষির নেত্র যুগল বিদ্ধ করিলে, ঋষি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; অনন্তর রাজা শর্য্যাতির সৈন্য গণের মল মূত্র রোধ করিলেন।

ঋষি-কোপে সৈন্যদিগের শকৃৎমূত্র রুদ্ধ হইলে, রাজা শর্য্যাতি তাহাদিগকে তথাবিধ আনাহ রোগে অতিমাত্র ব্যথিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে অদ্য এই স্থলে তপোনিত্য বৃদ্ধ কোপন স্বভাব মহাত্মা ভার্গবের বিশেষ অপকার করিল, তোমরা জান কি না, ইহা অবিলম্বে বল। সৈনিকেরা কহিল, কোন ব্যক্তি ঋষির অপকার করিয়াছে কি না, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, আপনি ইচ্ছানুসারে যে কোন উপায়ে তাহার অনুসন্ধান করুন। তদনন্তর ভূপতি স্বয়ং ভয় মিত্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সুহৃদ্বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই তাহা জ্ঞাত ছিল না, সুতরাং বলিতে পারিল না। তৎপরে সুকন্যা সেই সমস্ত সৈন্যকে আনাহ রোগে আক্রান্ত ও দুঃখার্ত্ত এবং পিতাকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিলেন, আমি এই অরণ্যে অটন করিতে করিতে বল্মীক মধ্যে উজ্জ্বল কোন বস্তু দেখিতে পাইয়া তাহাকে খদ্যোত বোধ করত নিকটে গমন পূর্ব্বক কণ্টক দ্বারা তাহা বিদ্ধ করিয়াছি। রাজা এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বল্মীক সমীপে উপনীত হইলেন, এবং তথায় তপোবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ ভার্গবকে দেখিতে পাইলেন। তৎপরে সৈন্যগণের নিমিত্তে তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করত কহিলেন, প্রভো! আমার কন্যা বালিকা, সে অজ্ঞান-প্রযুক্ত আপনার নিকট যে কার্য্য করিয়াছে, তদ্বিষয়ে আপনি ক্ষমা করুন। তদনন্তর ভৃগুনন্দন চ্যবন তখন কহিলেন, হে মহীপাল! সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্য গুণ সম্পন্না তোমার এই কন্যা দর্পে পরিপূর্ণা ও লোভ মোহের বশীভূতা হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করত বিদ্ধ করিয়াছে, এই নিমিত্তে আমি তোমার এই কন্যাকেই প্রতিগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিব, ইহা তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিলাম।

লোমশ কহিলেন, শর্য্যাতি রাজা মহাত্মা চ্যবন ঋষির ঐ রূপ বাক্য শ্রবণ করত কোন বিচার না করিয়াই তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ভগবান্ চ্যবন সেই কন্যা গ্রহণ করিয়া রাজার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। রাজাও ঋষির প্রসন্নতা লাভ করিয়া সসৈন্যে স্ব নগরে সমাগমন করিলেন। অনিন্দিতা নৃপদুহিতা তপস্বীকে পতি পাইয়া প্রীতি সহকারে তপস্যা ও নিয়ম দ্বারা নিরত তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। সেই শুভাননা রাজ বালা অসূয়া শূন্য মানসে অতিথি ও অগ্নির শুশ্রূষা করত ঔৎসুক্য সহকারে ঋষির আরাধনা করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২২।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! কিয়ৎ কালানন্তর একদা অশ্বিনীকুমার দুইটি দেবতা সেই সুকন্যাকে কৃতস্নাতা ও অনাবৃতাঙ্গী দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সুকন্যাকে দেবরাজ-সুতার ন্যায় সুদৃশ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্তা দেখিয়া তাঁহার নিকটে গমন করত কহিলেন, হে বামোরু! হে ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা, এবং এই বন মধ্যে কি করিয়া থাক, আমরা তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব তাহা তুমি আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর। তদনন্তর সুকন্যা লজ্জান্বিতা হইয়া সেই সুরোত্তম দুই জনকে কহিলেন, আমি শর্য্যাতি রাজার দুহিতা ও চ্যবন ঋষির পরিণীতা। অনন্তর তাঁহারা হাস্য করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে কল্যাণি! তোমার পিতা তোমাকে কি নিমিত্ত মৃত্যু পথে উপনীত ব্যক্তিকে সম্প্রদান করিয়াছেন? হে ভীরু! তুমি এই বন মধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছ। হে ভাবিনি! ত্বৎসদৃশী রূপবতী দেব লোক মধ্যেও আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না। হে ভদ্রে! তুমি আভরণ, উত্তম বসন ও বেশভূষাদি রহিতা হইয়াও এই বনকে সাতিশয় শোভিত করিতেছ। হে অনিন্দিতাঙ্গি! তুমি সমুদায় আভরণ ও উত্তম বসন পরিধান করিলে তোমার যাদৃশ শোভা হয়, এরূপ মলপঙ্কিনী হইয়া থাকিলে তাদৃশ শোভা হয় না। হে কল্যাণি! হে শুচিস্মিতে! তুমি এবম্বিধ রূপবতী হইয়া কি নিমিত্ত জরা-জর্জ্জরিত, কামভোগের বহির্ভূত, পরিত্রাণ ও ভরণ পোষণে অশক্ত পতির উপাসনা করিতেছ? হে দেব সদৃশ কান্তিমতি! তুমি চ্যবনকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের উভয়ের মধ্যে এক জনকে পতিত্বে বরণ কর, বৃথা যৌবন যাপন করিও না। অশ্বিনীকুমার দ্বয় সুকন্যাকে এইরূপ কহিলে, সুকন্যা তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার পতি মহর্ষি চ্যবন, আমি তাঁহাতেই রতা আছি, অতএব আমার প্রতি আপনারা এ রূপ আশঙ্কা করিবেন না। তাঁহারা উভয়ে সুকন্যার ঐ রূপ কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, আমরা দেববৈদ্য-প্রধান, অতএব তোমার পতিকে যুবা ও রূপসম্পন্ন করিব; পরে তুমি চ্যবন ঋষিকে বা আমাদিগের মধ্যে এক জনকে পতিত্বে বরণ করিবে; হে শুভে! তুমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমার পতিকে আহ্বান কর। মহারাজ! রাজকন্যা সুকন্যা তাঁহাদিগের বাক্যানুসারে ভার্গব সমীপে গমন পূর্ব্বক, তাঁহারা যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা বিদিত করিলেন। চ্যবন ঋষি তাহা শুনিয়া পত্নীকে তাহা বিধান কর বলিয়া অনুমতি করিলেন। সুকন্যা ভর্ত্তার নিকট এই রূপে অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বিনীকুমার দিগের সমীপে কহিলেন, আপনারা তাহা নিষ্পাদন করুন। তখন অশ্বিনীকুমারেরা রাজপুত্রীর ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তোমার পতি জল মধ্যে প্রবেশ করুন। হে রাজন্! তদনন্তর চ্যবন ঋষি সুরূপার্থী হইয়া অবিলম্বে সলিল মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অশ্বিনীতনয়েরাও তখন সেই সরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্ষণ কাল পরে তাঁহারা সকলেই দিব্য রূপ বান্, মৃষ্ট কুণ্ডল ধারী ও যুবা হইয়া সরোবর হইতে উত্থিত হইলেন। মনঃপ্রীতি বর্দ্ধন সমান বেশ ধারী অশ্বিনী-সুত দ্বয় ও চ্যবন ঋষি, ইহাঁরা সকলে মিলিত হইয়া সুকন্যাকে কহিলেন, হে শুভে! আমাদিগের এক জনকে বরণ কর। হে বরবর্ণিনি সুশোভনে! আমাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি তোমার অভিলাষ হয়, তাহাকেই পতিত্বে বরণ কর। সুকন্যা দেবী সকলকেই তুল্যাকারে অবস্থিত দেখিয়া বুদ্ধি দ্বারা মনে মনে নিশ্চয় করত নিজ পতি চ্যবনকেই বরণ করিলেন। অনন্তর মহাতেজা চ্যবন ঋষি বাঞ্ছিত বয়োরূপ ও ভার্য্যা লাভ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে অশ্বিনী-পুত্র দ্বয়কে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে ইহা সত্য কহিতেছি যে, যে হেতু আমি বৃদ্ধ হইয়া তোমাদিগের হইতে রূপযৌবন-সম্পন্ন হইলাম এবং এই ভার্য্যাকেও লাভ করিলাম, অতএব আমি প্রীতি পূর্ব্বক তো-

মাদিগকে দেবরাজের সমক্ষে সোমপায়ী করিব। অশ্বিনীকুমারেরা এই কথা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত চিত্তে তথা হইতে স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন। ঋষি চ্যবন ও সুকন্যা দেবতার ন্যায় তথায় বিহার করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২৩॥

লোমশ কহিলেন, অনন্তর শর্য্যাতি নৃপতি চ্যবন ঋষিকে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত শ্রবণ করত সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সসৈন্যে ভার্গবাশ্রমে আগমন করিলেন। রাজা শর্য্যাতি ভার্য্যার সহিত আশ্রমে উপনীত হইয়া জামাতা ও দুহিতাকে দেবকুমার ও দেবকুমারীর ন্যায় দেখিয়া যেন সসাগরা পৃথিবী লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন। রাজা ঋষি কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তথায় উপবেশন পূর্ব্বক কল্যাণকর মনোরম নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ভৃগু-নন্দন চ্যবন, রাজাকে প্রিয় বাক্যে পরিতুষ্ট করত কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার যাজন কর্ম্ম করিব, অতএব আপনি যজ্ঞসম্ভার আয়োজন করুন। পরে রাজা পরম হৃষ্ট হইয়া তাঁহার বাক্য সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রাজা যজ্ঞীয় প্রশস্ত দিবসে সর্ব্ব কাম সমৃদ্ধি যুক্ত উত্তম যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ করাইলে ভৃগুপুত্র সেই স্থানে রাজার যজ্ঞ নিষ্পাদন করিলেন। মহারাজ! ঐ যজ্ঞে যে যে অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। যজ্ঞ কালে চ্যবন অশ্বিনী-তনয় দেবদ্বয়ের নিমিত্তে সোম গ্রহণ করিলেন। দেবরাজ ঋষিকে উক্ত দেবদ্বয়ের নিমিত্তে সোম গ্রহণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করত কহিলেন, মুনে! আমার বিবেচনায় এই অশ্বিনীকুমারেরা সোম পানের যোগ্য পাত্র বোধ হয় না, যে হেতু ইহারা স্বর্গে দেবতাদিগের বৈদ্য হইয়া চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করে। চ্যবন কহিলেন, মঘবন্! ইহাঁরা উভয়ে মহাত্মা, মহোৎসাহান্বিত এবং সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তি সম্পন্ন; বিশেষত ইহাঁরা আমাকে অমরের ন্যায় অজর করিয়াছেন, অতএব কি নিমিত্তে আপনি ও অন্যান্য দেবতারাই কেবল সোমপানের যোগ্য ও অশ্বিনী-তনয়েরা অযোগ্য হইবেন? হে পুরন্দর দেবেন্দ্র! আপনি অশ্বিনী-তনয়দিগকেও দেবতা বলিয়া জানিবেন। ইন্দ্র কহিলেন, ইহারা চিকিৎসোপজীবী ভিষক্ এবং ইহারা ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্য লোক মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে, অতএব ইহারা কি প্রকারে সোম পানের যোগ্য হইবে?

লোমশ কহিলেন, দেবরাজ বারংবার এই কথা কহিতে লাগিলেন, কিন্তু চ্যবন তাঁহাকে অনাদর করিয়া অশ্বিনী-তনয়দিগের সোম গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। তৎকালে বলভিৎ ইন্দ্র ঋষিকে উক্ত দেবদ্বয়ের নিমিত্ত উত্তম সোম গ্রহণ করিতে উদ্যত দেখিয়া কহিলেন, যদি তুমি ইহাদিগের নিমিত্ত সোম গ্রহণ কর, তবে তোমাকে ঘোর রূপ উৎকৃষ্ট বজ্র প্রহার করিব। ত্রিদশনাথ ঋষির প্রতি এবম্বিধ বাক্য প্রয়োগ করিলে, ভার্গব তাঁহার প্রতি নেত্র পাত করত ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক অশ্বিনীকুমারদিগের নিমিত্তে যথাবিধি উত্তম সোম গ্রহণ করিলেন। তাহা দেখিয়া শচীপতি ঋষির উপর ঘোর রূপ অশনি নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঋষি তাঁহার বাহু স্তম্ভিত করিলেন। সুমহাতেজা চ্যবন দেবরাজের বাহু স্তম্ভিত করত তাঁহার হিংসায় উদ্যত হইয়া এক টি কৃত্যা উৎপন্ন করিবার মানসে প্রজ্বলিত হুতাশনে মন্ত্র দ্বারা হোম করিলেন। অনন্তর মুনির তপোবলে মদ নামে মহাবীর্য্য বৃহৎ কায় বিশিষ্ট একটা মহা অসুর রূপ কৃত্যা উৎপন্ন হইল। তাহার শরীরের সীমা নির্দ্দেশ করা সুরাসুরেরও অসাধ্য; তাহার মুখ বৃহৎ ও অতি ভয়ানক; দন্তের অগ্রভাগ সুতীক্ষ্ণ; একটি হনু পৃথিবীতে ও অপর একটি হনু আকাশে ব্যাপ্ত

হইয়াছে; চারিটা দন্ত শত শত যোজন আয়ত; তদ্ভিন্ন অপর দন্ত সকল দশ যোজন পরিমিত ও প্রাসাদ শিখরাকার; ঐ দন্ত গুলার অগ্র ভাগ শূলের অগ্র ভাগের ন্যায়; বাহু যুগল পর্ব্বত সদৃশ ও অযুত যোজন বিস্তৃত; নেত্র দ্বয় চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ সমুজ্জ্বল; এবং মুখ মণ্ডল প্রলয় কালীন অনলের ন্যায়। সেই মহাসুর চপলা সদৃশ লোল রসনা দ্বারা বক্ত্র লেহন ও ভীষণ নেত্র দ্বারা দৃষ্টি পাত এবং মুখ ব্যাদান করত যেন বল পূর্ব্বক জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঈদৃশ বৃহৎ ও বিকটাকার সেই অসুর সংক্রুদ্ধ হইয়া মহা গভীর গর্জ্জনে লোক ত্রয় নিনাদিত করত ইন্দ্রকে ভক্ষণ করিতে ধাবিত হইল।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥

লোমশ কহিলেন, স্তম্ভিত বাহু দেবরাজ ভীষণানন মদাসুরকে কৃতান্তের ন্যায় ব্যাত্তানন হইয়া ভক্ষণ করিতে আসিতে দেখিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া সৃক্কদ্বয় মুহুর্ম্মুহু পরিলেহন করিতে করিতে ভয় বশত ঋষিকে কহিলেন, হে বিপ্র ভৃগুনন্দন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি সত্য কহিতেছি, অদ্য প্রভৃতি অশ্বিনীকুমারেরা সোম পানে অধিকারী হইবে। আপনার সঙ্কল্প সত্য হউক, অদ্য প্রভৃতি ইহা পরম বিধি হইবে। হে বিপ্রর্ষে! আপনি যাহা করিবেন, তাহা মিথ্যা হইবে না, ইহা আমি জানি; কিন্তু হে ভার্গব! আপনি অদ্য যে রূপ তপোবীর্য্য দ্বারা অশ্বিনী-তনয়দিগকে সোমার্হ করিলেন, আপনকার তপোবীর্য্য বাহুল্য রূপে প্রকাশিত হয় এবং এই শর্য্যাতি মহীপালের কীর্ত্তি জগতে বিখ্যাত হয়, এই নিমিত্তেই আমি ভবদীয় বীর্য্য প্রকাশক এই কর্ম্ম করিয়াছি, অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি যাহা অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাই হউক। দেবরাজ মহাত্মা ভার্গবকে এই রূপ কহিলে, তৎক্ষণাৎ ভার্গবের ক্রোধ শান্তি হইল; বীর্য্যবান্ ঋষি পুরন্দরকে পরিত্রাণ করিলেন এবং পূর্ব্ব সৃষ্ট মদাসুরকে বিভাগ করিয়া স্ত্রী, পান, অক্ষ ও মৃগয়াতে নিক্ষেপ করিলেন। বাগ্মিবর মহর্ষি চ্যবন মদাসুরকে উক্ত রূপে বিভাগ করিয়া নিক্ষেপ পূর্ব্বক অশ্বিনীকুমার যুগলের সহিত দেবগণ ও ইন্দ্রকে সোম দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞ সমাপনান্তে সমস্ত লোক মধ্যে স্বকীয় তপোবীর্য্য বিখ্যাত করত অনুকূলা ভার্য্যা সুকন্যার সহিত অরণ্য মধ্যে বিহার করিতে থাকিলেন।

মহারাজ! সেই অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন চ্যবন মহর্ষির এই দ্বিজ সেবিত সরোবর প্রকাশ পাইতেছে; আপনি সোদর গণের সহিত এই স্থলে দেব পিতৃ লোকের তর্পণ করুন। হে মহীপাল! এই সরোবর ও সিকতাক্ষ দর্শন করিয়া সৈন্ধবারণ্যে গমন পূর্ব্বক কুল্যা সকল দর্শন করিবেন। হে মহারাজ! তদনন্তর পুষ্করোদক স্পর্শ পুরঃসর শিব মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিবেন। এই ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধি স্থল দৃষ্ট হইতেছে, এই তীর্থে সকল পাপ নষ্ট হয়; অতএব আপনি এই সর্ব্বপাপ প্রণাশন তীর্থে অবগাহন করুন। এই আর্চ্চীক পর্ব্বত, ইহা জ্ঞানীগণের আবাস স্থান; এ স্থলে সর্ব্বদাই বৃক্ষ সকলের ফল ও নির্ঝরাদিতে স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে; এই পর্ব্বত মরুৎগণের উৎকৃষ্ট স্থান। হে যুধিষ্ঠির! দেবতাদিগের এই সকল নানাবিধ চৈত্য রহিয়াছে। ইহা চন্দ্রের তীর্থ; পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান বায়ুভক্ষ বৈখানস বালিখিল্য ঋষিগণ ইহার উপাসনা করিয়া থাকেন। হে নরাধিপ! এই যে তিন টি শৃঙ্গ ও তিন টি প্রস্রবণ রহিয়াছে, আপনি এ সকল প্রদক্ষিণ করিয়া অভিলাষানুযায়ী উপস্পর্শন করুন। হে রাজেন্দ্র! এই আর্চ্চীক পর্ব্বতে রাজা শান্তনু ও শুনক এবং নর নারায়ণ সনাতন স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবগণ, পিতৃগণ ও মহর্ষিগণ আর্চ্চীক

পর্ব্বতে নিত্য সন্নিহিত থাকিয়া তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন; হে যুধিষ্ঠির! আপনি তাঁহাদিগের পূজা করুন। এই স্থানে সেই ঋষিরা চরু ভক্ষণ করেন এবং অক্ষয়স্রোতা যমুনা ও কৃষ্ণ তপোরত হয়েন। হে অমিত্রকর্ষণ! ভীম, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণা ও আমি, আমরা সকলেই আপনকার সহিত এই স্থানে গমন করিব। হে মনুজেশ্বর! ইহা ইন্দ্রের পুণ্য প্রস্রবণ; এই স্থানে ধাতা, বিধাতা ও বরুণ ঊর্দ্ধে গমন করেন এবং তাঁহারা এই স্থানে পরম ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষমাশীল হইয়া বাস করেন। সরল স্বভাব মৈত্রদিগের পক্ষে এই গিরিবর শুভকর। হে রাজন্! মহর্ষিগণ সেবিতা পাপভয় নাশিনী প্রসিদ্ধা পুণ্যশীলা এই যমুনা নদী; ইহার কূলে নানা প্রকার যজ্ঞ হইয়াছিল। এই স্থলে প্রধান ধানুষ্কী রাজা মান্ধাতা, সঞ্জয়পৌত্র ও দানশীল প্রধান সোমক স্বয়ং যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২৫ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাব্রহ্মন্! ত্রিলোক বিশ্রুত যুবনাশ্ব-সুত রাজশার্দ্দূল মান্ধাতার কি প্রকারে জন্ম হইয়াছিল, বিষ্ণুর ন্যায় যে মহাত্মার ত্রৈলোক্য বশবর্ত্তী ছিল, সেই অমিত তেজস্বী নৃপোত্তম কি রূপে যজ্ঞ জনিত পুণ্যের পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং যে প্রকারে সেই ইন্দ্রসম তেজস্বী ধীমান্ পুরুষের মান্ধাতা এই অভিধা হইয়াছিল, এই সকল বিবরণ আপনার নিকট শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত লালসা হইয়াছে. আপনিও সেই অতুল্য বীর্য্যবান্ রাজার চরিত ও জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনে কুশল।

লোমশ কহিলেন, রাজন্! যে রূপে সেই মহাত্মার নাম মান্ধাতা বলিয়া লোকে পরিগীত হইয়াছিল, তাহা আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ইক্ষ্বাকু বংশে উৎপন্ন যুবনাশ্ব নামে রাজা ছিলেন। হে মহীপাল! তিনি ভূরিদক্ষিণক বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মনিষ্ঠাগ্রগণ্য নৃপতি সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষ্পাদন করিয়া পরে অন্যান্য প্রধান প্রধান ভূরি-দক্ষিণ যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন। সেই মহাব্রত মহাত্মা রাজর্ষি অনপত্য ছিলেন, তন্নিমিত্তে অমাত্য গণের প্রতি রাজ্য ভার অর্পণ পূর্ব্বক সংযত হইয়া শাস্ত্র দৃষ্ট বিধি অনুসারে আত্মাতে আত্ম সংযোগ করত বন বাসী হইলেন। হে রাজন্! একদা যুবনাশ্ব রাজা উপবাসে সাতিশয় পীড়িত ও পিপাসায় শুষ্ক-হৃদয় হইয়া ভার্গবের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই রজনীতেই মহর্ষি মহাত্মা ভৃগুনন্দন যুবনাশ্বরাজার পুত্র নিমিত্ত যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন; ঐ যজ্ঞে পূর্ব্ব হইতে যাজ্ঞিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত বারি দ্বারা পরিপূর্ণ নিয়মিত এক মহান্ কলস ছিল; যাহার জল পান করিলে রাজমহিষী ইন্দ্র তুল্য পুত্র প্রসব করিতে পারিবেন। যাজ্ঞিক মহর্ষিগণ ঐ কলস বেদি মধ্যে রক্ষা করত রাত্রি জাগরণে শ্রান্ত হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। হে নৃপ! যুবনাশ্ব পানীয় নিমিত্তে অতিমাত্র আর্ত্ত, তন্নিবন্ধন শুষ্ককণ্ঠ ও শ্রান্ত হইয়া সেই নিদ্রিত মুনিদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশানন্তর পানীয় প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তখন তাঁহার শ্রম ও কণ্ঠ শোষ বশত তিনি পক্ষীর ন্যায় মৃদু স্বরে প্রার্থনা করায় তাঁহার কথা কাহারও শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইল না। অনন্তর রাজা সেই জলপূর্ণ কলস দেখিতে পাইয়া দ্রুত গতিতে তাহার নিকটে গমন পূর্ব্বক তত্রস্থ জল পান করিয়া অবশিষ্ট জল ফেলিয়া দিলেন। ধীমান্ মহীপতি পিপাসার্ত্ত ছিলেন, সুতরাং তখন শীতল তোয় পানে-পরিতৃপ্ত হইয়া পরম সুখী হইলেন। কিয়ৎ কাল পরে তপোধন মুনি গণ জাগরিত হইলেন এবং তাঁহারা সকলেই সেই কলস টি জল শূন্য দেখিলেন। অনন্তর পরস্পর মিলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,

এ কর্ম্ম কে করিল? যুবনাশ্ব সত্য প্রতিপাদন করত উত্তর দিলেন, ইহা আমা হইতে হইয়াছে। তখন ভগবান্ ভার্গব তাঁহাকে বলিলেন, ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই, সন্তান নিমিত্তে কলস মধ্যে ঐ জল তপস্যা দ্বারা সম্ভৃত করিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল। হে মহাবল-পরাক্রম রাজর্ষে! আমি আপনকারই পুত্র নিমিত্তে দারুণ তপোনুষ্ঠান করিয়া এই কলস মধ্যে ব্রহ্ম আহিত করিয়াছিলাম। স্বীয় বীর্য্য দ্বারা ইন্দ্রকেও যম সদনে প্রেরণ করিতে পারে, ঈদৃশ মহাবল বীর্য্য সম্পন্ন ও তপোবল সমন্বিত পুত্র যাহাতে উৎপন্ন হয়, এতাদৃশ বিধি অনুসারে ইহা উপপন্ন করিয়াছিলাম, অদ্য আপনকার সেই জল ভক্ষণ হেতু অযুক্ত কার্য্য করা হইয়াছে। যাহা হইয়াছে, তাহার অন্যথা করণে আমাদিগের আর সাধ্য নাই। আপনি যে এই রূপ কার্য্য করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই দৈব কৃত বলিতে হইবে। হে মহারাজ! আপনি পিপাসিত হইয়া মদীয় তপো বীর্য্য দ্বারা সম্ভৃত বিবিধ মন্ত্র-পুরস্কৃত যে উদক পান করিয়াছেন, তাহা হইতে আপনিই তাদৃশ বল বীর্য্যশালী পুত্র উৎপাদন করিবেন। আপনি যাহাতে পূর্ব্বোক্ত রূপ পুত্র উৎপাদন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমরা পরমাদ্ভুত ইষ্টি বিধান করিব, তাহাতে আপনি গর্ভ ধারণ জন্য ক্লেশও প্রাপ্ত হইবেন না।

তদনন্তর শত বর্ষ পূর্ণ হইলে সূর্য্যের ন্যায় অবস্থিত মহাতেজা এক পুত্র মহাত্মা যুবনাশ্বের বাম পার্শ্ব ভেদ করিয়া নির্গত হইল; পরন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাহাতে মৃত্যু রাজাকে আক্রম করিতে পারিল না। পরে মহাতেজা মহেন্দ্র সেই শিশুকে দেখিবার মানসে তাহার সমীপে আগমন করিলেন। তদনন্তর দেবগণ মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শিশু কাহাকে আশ্রয় করিয়া পান করিবে? তদনন্তর ইন্দ্র সেই বালকের বদনে প্রদেশিনী প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, মান্ধাস্যতি, অর্থাৎ আমাকে অবলম্বন করিয়া পান করিবে; ইন্দ্র এই রূপ বলাতে দেবতারা এবং স্বয়ং ইন্দ্রও তাহার নাম মান্ধাতা রাখিলেন। সেই শিশু শক্র দত্ত তর্জ্জনী অঙ্গুলি আস্বাদন করত মহাতেজস্বী হইয়া ত্রয়োদশ কিষ্কু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। উক্ত প্রকারে বর্দ্ধিত রাজা মান্ধাতার চিন্তা মাত্র ধনুর্ব্বেদ সহ বেদ চতুষ্টয় ও যাবতীয় অস্ত্র শস্ত্র আয়ত্ত হইল। আজগব নামক ধনু, শৃঙ্গোদ্ভব সায়ক সমূহ ও অভেদ্য কবচ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আশ্রয় লইল। হে ভারত! তিনি পুরন্দর কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া, যে প্রকার বিষ্ণু বিক্রম দ্বারা ত্রিভুবন জয় করেন, তদ্রূপ স্বকীয় ধর্ম্ম বলে লোক ত্রয় জয় করিলেন। সেই মহাত্মার অপ্রতিহত চক্র ত্রিলোক মধ্যে প্রবৃত্ত হইল। রত্ন সমস্ত স্বয়ং সেই রাজর্ষির উপাসনায় নিযুক্ত হইল। হে বসুধাধিপ! তাঁহারই এই বসুপূর্ণা বসুধা! সেই অমিত দ্যুতি মহাতেজা, ভূরি দক্ষিণক বহুল যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য প্রচুর পুণ্যোপার্জ্জন দ্বারা দেবরাজের অর্দ্ধাসন লাভ করেন। মহারাজ! সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ধীমান্ মহীপাল এক দিবসের শাসনেই সাগর ও নাগরের সহিত ধরা মণ্ডল জয় করিয়াছিলেন। মহারাজ! তাঁহার অনুষ্ঠিত সদক্ষিণক যজ্ঞ সমূহের চৈত্য নিচয়ে পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্ব পরিপূর্ণ হইয়াছিল, কিছু মাত্র স্থান অনাবৃত ছিল না। লোকে কহিয়া থাকে যে, সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগকে দশ সহস্র পদ্ম সংখ্যক গো দান করেন। দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে, সেই মহাত্মা স্বয়ং শস্য বৃদ্ধি নিমিত্তে ইন্দ্রের সাক্ষাতে বর্ষণ করেন। সোমকুলোৎপন্ন মহান্ গান্ধারাধিপতি তাঁহার শরাঘাতে মহা মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সেই অতি তেজস্বী মহারাজ মান্ধাতা যত্ন পূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ প্রজা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আত্ম তপস্যা দ্বারা লোক সকল স্থাপিত করিয়াছিলেন। মহারাজ! দেখুন, কুরুক্ষেত্র মধ্যে পুণ্যতম দেশে সেই সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী মহারাজ মান্ধাতার

এই দেব-যজন স্থান। আপনি মান্ধাতার উৎকৃষ্ট চরিত ও জন্ম-বৃত্তান্ত যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎ সমুদয় আমি কীর্ত্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! মহর্ষি লোমশ যুধিষ্ঠিরকে এই রূপ কহিলে, যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার লোমশকে সোমক রাজার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।

ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২৬॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বাগ্মিবর! রাজা সোমকের বল বীর্য্য কি প্রকার ছিল, আমি তাঁহার কার্য্য ও প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে মানস করি।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! সোমক নামে এক ধার্ম্মিক নৃপতি ছিলেন। তাঁহার সদৃশী এক শত সহধর্ম্মিণী ছিল। তিনি বহু কালে ও বহু যত্নেও সেই সকল ভার্য্যাতে এক টি পুত্রও লাভ করিতে পারিলেন না; যত্ন পূর্ব্বক চেষ্টমান হইলেও তাঁহার বার্দ্ধক্যাবস্থার সেই শত পত্নীর মধ্যে এক টি পুত্র জন্মিল, তাহার নাম জন্তু। রাজ্ঞীরা আপনাদিগের ভোগাভিলাষ পশ্চাৎ রাখিয়া সর্ব্বদাই সেই পুত্রটিকে লালন পালন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। একদা ঐ বালকের নিতম্ব দেশে পিপীলিকা দংশন করিল, তাহাতে বালক ব্যথিত হইয়া রোদন করিয়া উঠিল। তখন রাজমহিষীরা পুত্রের ক্লেশ দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বালককে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; সকলের মিলিত শব্দে এক বারে তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। সোমক মহীপতি সভা মধ্যে অমাত্য ও পুরোহিতে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি হঠাৎ সেই আর্ত্ত নাদ শুনিতে পাইলেন এবং তাহার কারণ জানিবার নিমিত্তে দ্বারীকে প্রেরণ করিলেন। দ্বারী তাহা জ্ঞাত হইয়া রাজাকে রাজকুমারের পিপীলিকা দংশন বৃত্তান্ত যথাবৎ নিবেদন করিল। অরিন্দম সোমক তাহা শুনিবা মাত্র সত্বর হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অমাত্যদিগের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা করিলেন। পরে অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুরোহিত ও অমাত্যদিগের সহিত পুনরায় রাজসভায় অধ্যাসীন হইলেন। তদনন্তর ঋত্বিক্‌কে সম্বোধন করত কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই সংসারে যাহার এক পুত্র, তাহাকে ধিক্! বরং পুত্র না হওয়াও ভাল, কেননা প্রাণিদিগের সর্ব্বদাই আতুরতা ঘটিয়া থাকে, তন্নিমিত্ত এক-পুত্রক ব্যক্তিকে অবশ্যই শোক ভাজন হইতে হয়। হে প্রভো! আমি পুত্রাভিলাষে দেখিয়া শুনিয়া এক শত সদৃশী ভার্য্যা পরিণয় করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদিগের সন্তান হইল না। হে দ্বিজোত্তম! ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি আছে যে, তাহারা সকলে পুত্র নিমিত্তে যত্নশীলা হইলেও কোন রূপে আমার এই এক টি মাত্র পুত্রই উৎপন্ন হইল। এক্ষণে আমার স্ত্রীগণের ও আমার বয়স অতীত হইয়াছে, সুতরাং আমার ও আমার পত্নীগণের জীবন এই এক টি পুত্রের প্রতি নির্ভর করে; অতএব যদি এমত কোন কর্ম্ম থাকে, তাহা লঘু কি গুরু অথবা দুষ্করই হউক, যদ্দ্বারা এক শত পুত্র উৎপন্ন হয়, তবে সেই কর্ম্ম করাই উচিত। ঋত্বিক্ কহিলেন, হে সোমক! যে কর্ম্ম দ্বারা শত পুত্র জন্মিতে পারে, এতাদৃশ কর্ম্ম আছে; যদি তাহা আপনি নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাহা কীর্ত্তন করি। সোমক কহিলেন, ভগবন্! সুসাধ্যই হউক বা দুঃসাধ্যই হউক, যে কর্ম্ম হইতে শত পুত্র হইতে পারে, সে কর্ম্ম মৎ কর্ত্তৃক কৃতই হইয়াছে, আপনি এই রূপ বোধ করুন, অতএব তাহা আমার নিকট বলুন। ঋত্বিক্ কহিলেন, রাজন্! আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে আপনি স্বীয় পুত্র জন্তু দ্বারা যজন করিবেন; তাহা হইলে অচির কালেই আপনার শ্রী সম্পন্ন শত পুত্র হইবে। জন্তুর মেদ দ্বারা হোম করিলে রাজ্ঞীরা তাহার ধূম আঘ্রাণ করিয়া আ-

পনকার মহাবীর্য্যবান্ শত পুত্র প্রসব করিবেন, এবং আপনকার আত্মজ জন্তু পুনর্ব্বার স্বীয় জননীর গর্ব্ভে উৎপন্ন হইবেন ও তাঁহার বাম পার্শ্বে এক টি সৌবর্ণ চিহ্ন হইবে।

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৭ ॥

সোমক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে যে কর্ম্ম যে যে প্রকার করিতে হইবে, আপনি তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি পুত্র কামনায় আপনার সকল কথাই প্রতিপালন করিব।

লোমশ কহিলেন, অনন্তর সেই ঋত্বিক্, সোমকের পুত্র জন্তু দ্বারা তাঁহার যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, জন্তুর মাতৃগণ তীব্র শোক সমাহতা ও কৃপান্বিতা হইয়া, হা! আমরা হত হইলাম, এই বলিয়া করুণ বাক্যে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তা কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে পুত্রের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করত বল দ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; যাজক পুরোধাও ঐ বালকের বাম হস্ত ধারণ করিয়া প্রত্যাকর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরিশেষে পুরোধা সেই পুত্রকে রাজপত্নীগণের নিকট হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করত যথাবিধি বধ করিয়া তাহার মেদ দ্বারা হোম করিলেন। হে কুরুনন্দন! পুত্রের মেদ হূয়মান হইলে মাতৃগণ তাহার গন্ধ আঘ্রাণ করত কাতরা হইয়া সহসা ধরাতলে পতিতা হইলেন। তদনন্তর সেই পরমাঙ্গনারা সকলেই গর্ব্ভবতী হইলেন। হে নরনাথ! দশ মাস সম্পূর্ণ হইলে রাজ পত্নীরা সকলেই সোমক রাজার পূর্ণ শত পুত্র প্রসব করিলেন। তন্মধ্যে জন্তু নামক পুত্র, জ্যেষ্ঠ হইয়া পূর্ব্ব জননী হইতে উৎপন্ন হইলেন। তিনি সেই রাজ পত্নী দিগের সকলের যে রূপ প্রিয় ছিলেন, তাঁহাদিগের নিজ নিজ পুত্রেরা তাদৃশ প্রিয় ছিল না। জন্তুর বাম পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত দ্বিজ বাক্যানুসারে সৌবর্ণ চিহ্ন হইয়াছিল। তিনি শত পুত্রের মধ্যে গুণ সমূহেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন।

মহারাজ! তদনন্তর সোমকের গুরু যথাকালে পর লোক প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাহার কিয়ৎ কাল পরে সোমকও লোকান্তরগামী হইলেন। অনন্তর তিনি দেখিলেন যে, গুরু ঘোর নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; তাহা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজ! আপনি কি নিমিত্তে নিরয় মধ্যে পচ্যমান হইতেছেন? নরকাগ্নিতে অতি মাত্র পচ্যমান সেই গুরু উত্তর করিলেন, হে রাজন্! আমি যে আপনকার যাজন কর্ম্ম করিয়াছিলাম, সেই কর্ম্মের এই ফল। রাজর্ষি সোমক এই কথা আকর্ণন করিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, এই মহাভাগ আমার যাজক, ইনি আমার নিমিত্তই নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন, অতএব ইহাঁর পরিবর্ত্তে আমি এই নরকানলে প্রবেশ করিব, আপনি ইহাঁকে পরিত্যাগ করুন। ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে বাগ্মিবর নরপাল! কর্ত্তার কর্ম্ম ফল অন্য ব্যক্তি কখন উপভোগ করে না। তোমার সৎকর্ম্ম জন্য ফল এই সকল শুভ লোক দৃশ্যমান হইতেছে, তাহা তোমাকে সম্ভোগ করিতে হইবে। সোমক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! এই ব্রাহ্মণ ব্যতীত আমি পুণ্য লোকে বাস করিতে বাসনা করি না, স্বর্গেই হউক কিম্বা নরকেই হউক, আমি ইহাঁর সহিতই বাস করিতে ইচ্ছা করি; যে হেতু ইহাঁর ও আমার কর্ম্ম সমান; অতএব আমাদিগের উভয়েরই পুণ্যাপুণ্য ফল সমান হউক। ধর্ম্মরাজ কহিলেন, রাজন্! যদি তোমার এরূপ অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তোমরা মিলিত হইয়া ইহার ফল তুল্য কাল ভোগ কর, পশ্চাৎ এই যাজকের সহিত সদ্গতি প্রাপ্ত হইবে।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! গুরুপ্রিয় রাজীবলোচন রাজা সোমক গুরুর সহিত, ধর্ম্মরাজের বাক্যানুরূপ সমস্ত আচরণ করিলেন; পরে ক্ষীণপাপ হইয়া নরক হইতে মুক্ত হইলেন এবং স্বকীয় কর্ম্ম নির্জ্জিত শুভ লোক সকল সেই ব্রহ্মবাদী গুরুর সহিত লাভ করিলেন। মহারাজ!

ঐ যে আশ্রম অগ্রে দৃষ্ট হইতেছে, উহা তাঁহারই পুণ্যাশ্রম; উহাতে মনুষ্য ক্ষমাশীল হইয়া ছয় রাত্রি বাস করিলে সুগতি প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র কুরুনন্দন! ওখানে আমরাও সংযত হইয়া সুস্থ চিত্তে ছয় রাত্রি বাস করিব, অতএব আপনি সজ্জীভূত হউন।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২৮॥

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! এই স্থলে প্রজাপতি স্বয়ং সহস্র বর্ষ সাধ্য ইষ্টীকৃত নামে সত্র নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, এবং নাভাগরাজ-তনয় অম্বরীষও এই স্থানে যমুনা সমীপে যজ্ঞ করেন। তিনি সেই যজ্ঞে সদস্যদিগকে দশ পদ্ম সংখ্য গো দান করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়! এই দেশ নহুষনন্দন যযাতি রাজার; যিনি অমিত তেজস্বী, সম্রাট্, যাগশীল ও পুণ্য কর্ম্মা ছিলেন এবং ইন্দ্রের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন, তাঁহারই এই যজ্ঞবাস্তু এখানে রহিয়াছে। দেখুন, এই স্থান যযাতি রাজার যজ্ঞীয় কর্ম্মে সমাক্রান্ত হইয়াছে ও অগ্নি স্থাপনের ইষ্টকারচিত নানা বিধাকার স্থণ্ডিল দ্বারা পরিকীর্ণ হইয়া যেন মগ্ন প্রায় হইয়া রহিয়াছে। এই এক পত্রা শমী ও উত্তম শীধু পাত্র পতিত রহিয়াছে। মহারাজ! ঐ দেখুন, রাম হ্রদ সকল ও নারায়ণাশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। যিনি যোগ দ্বারা পৃথিবী বিচরণ করেন, সেই অপরিমিত তেজস্বী ঋচীক পুত্রের সঞ্চরণ ভূমি এই রৌপ্যবর্ণা নদী সমীপে বিদ্যমান রহিয়াছে। হে কুরুনন্দন! এই স্থানের পরম্পরাগত এক টি আখ্যান যাহা উলূখল সদৃশ কর্ণাভরণ বিশিষ্টা পিশাচী এতত্তীর্থ স্নানার্থিনী সপুত্রা ব্রাহ্মণীকে কহিয়াছিল, তাহা আমি কহিতেছি, শ্রবণ করুন। "তুমি, যে স্থানে উষ্ট্রী বা গর্দ্দভীর দুগ্ধে দধি হইয়া থাকে, সেই স্থানের দধি ভক্ষণ ও যে গ্রামে সঙ্করজাতির বাস, সেই গ্রামে বাস এবং যে নদীতে দস্যুহত অনগ্নিদগ্ধ শব নিক্ষিপ্ত হয়, সেই নদীতে স্নান করিয়া ঐ সকল দোষ ক্ষালনার্থ এখানে বাস করিতে পার; ঐ সকল দোষ না করিয়া যদি এখানে এক রাত্রি বাস করিয়া দ্বিতীয় রাত্রি বাস কর, তবে দিবসে তোমার যে অনিষ্ট করিলাম, রাত্রিতে ইহা হইতেও অন্য প্রকার অনিষ্টাচরণ করিব।" অতএব, হে ভরত সত্তম! আমরা এখানে অদ্য এক রাত্রি বাস করিব। হে কুরুনন্দন! এই তীর্থ কুরুক্ষেত্রের দ্বার, এই স্থলেই যযাতি রাজা ভূরিরত্ন সমূহ দক্ষিণক যজ্ঞ করেন; ঐ যজ্ঞে দেবরাজ হর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। হে বৎস! এই উৎকৃষ্ট প্লক্ষাবতরণ যমুনা-তীর্থ, মনীষী গণ এই স্থানকে স্বর্গের দ্বার বলিয়াছেন। পরমর্ষিরা এই স্থানে সারস্বত যজ্ঞ করিয়া যূপ ও উলূখল গ্রহণ পূর্ব্বক অবভৃথ স্নান করিয়া থাকেন। ভরত রাজা ধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবী লাভ করিয়া এই তীর্থেই বহুল যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং বারংবার হয়মেধ যজ্ঞের কৃষ্ণসার মৃগ সদৃশ শ্যামবর্ণ মেধ্য অশ্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং মরুত্ত রাজা ঋষি মুখ্য সম্বর্ত্ত কর্ত্তৃক অভিপালিত হইয়া উত্তম সত্র নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! মনুষ্য এই স্থানে স্নান করিলে সকল লোক দর্শন করিতে পারে, এবং দুষ্কৃত হইতে মুক্ত হয়, অতএব আপনি এখানে উপস্পর্শন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডব প্রবর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহিত, মহর্ষি গণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া সেই তীর্থ স্নান করিয়া লোমশকে কহিলেন, হে সত্যবিক্রম! আমি এই স্থান হইতেই সমস্ত ভুবন দর্শন করিতেছি এবং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নয়ন গোচর করিতেছি।

লোমশ কহিলেন, হে মহাবাহো! পরমর্ষিরাও এখানে এই রূপ পরোক্ষ দর্শন করিয়া থাকেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! এক মাত্র সরস্বতীর শরণাগত জনগণে সমাবৃতা এই সরস্বতী পুণ্য নদী দর্শন করুন,

এই সরস্বতীতে স্নান করিয়া বিধূত-পাপ হইতে পারিবেন। সুরর্ষি, রাজর্ষি ও অন্যান্য ঋষিগণ এই সরস্বতী তীর্থে সারস্বত যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এই বেদী প্রজাপতির; ইহা চতুর্দ্দিকে পঞ্চ যোজন আয়ত; এই স্থান যজ্ঞশীল মহাত্মা কুরু রাজার ক্ষেত্র।

উনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২৯॥

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! মর্ত্ত্যেরা এই কুরুক্ষেত্রে তনু ত্যাগ করিলে স্বর্গগামী হয়, এই নিমিত্তে সহস্র সহস্র মনুষ্য মৃত্যু কামনায় এ স্থলে আসিয়া থাকে। পুরা কালে দক্ষ প্রজাপতি যাগ করত এই আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, যে নরেরা এই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করিবে, তাহারা স্বর্গ জয়ী হইবে। এই যে মনোরমা বেগবতী দিব্য সরস্বতী নদী, এই স্থান সরস্বতীর বিনশন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; ইহাই নিষাদ রাষ্ট্রের দ্বার; যে নিষাদ দিগের প্রতি দ্বেষ প্রযুক্ত সরস্বতী, নিষাদেরা আমাকে জানিতে না পারে, এই বলিয়া পৃথিবীতে প্রবিষ্টা হন। হে নরনাথ! এই চমসোদ্ভেদ তীর্থ, এই স্থানে সরস্বতী লোকের দৃষ্টিগোচরা হন, এবং সমুদ্র গামিনী পুণ্য নদী সকল সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। হে অরিন্দম! এই মহৎ সিন্ধু-তীর্থ; এ স্থানে লোপামুদ্রা আসিয়া অগস্ত্যকে পতিত্বে বরণ করেন। হে ভাস্কর দ্যুতিমন্! এই প্রভাস তীর্থ প্রকাশ পাইতেছে; পাপ বিনাশক পুণ্য জনক পবিত্র এই তীর্থ দেবরাজের প্রিয়। এই দেখুন, বিষ্ণুপদ নামে উৎকৃষ্ট তীর্থ দৃষ্টি গোচর হইতেছে। এই যে তরঙ্গিণী দেখিতেছেন, ইহা বিপাশা নামে পরম পাবনী নদী; এই পুণ্য নদীতে ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি পুত্রশোকে আপনাকে পাশ দ্বারা বদ্ধ করিয়া নিপতিত হইয়াছিলেন, পরে তিনি পাশ মুক্ত হইয়া উত্থিত হন, এই নিমিত্তে ইহার নাম বিপাশা হইয়াছে। হে শত্রু সূদন! অনুজ গণের সহিত আপনি এই মহর্ষি গণ সেবিত সর্ব্ব পুণ্যপ্রদ কাশ্মীর মণ্ডল দর্শন করুন; হে ভারত! এই স্থলে ঔদীচ্য ঋষিগণ ও যযাতি রাজার সংবাদ এবং অগ্নি ও কাশ্যপের সংবাদ ঘটনা হয়। মহারাজ! এই মানস সরোবরের দ্বার দেখা যাইতেছে, এই গিরি মধ্যে শ্রীমান্ রাম একটি বর্ষ প্রতিষ্ঠিত করেন; হে সত্য বিক্রম! বিদেহ দেশের উত্তর, এই দ্বার বাতিকষণ্ড বলিয়া প্রখ্যাত; এই স্থান জয় করা কাহারও সাধ্য নহে। হে পুরুষর্ষভ! এ স্থলে অপর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পঞ্চ সংবৎসর অন্তর পার্ষদ গণ ও উমার সহিত কামরূপী মহেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। পরিবার শুভাকাঙ্ক্ষী যাজকেরা চৈত্র মাসে এই সরোবরে সত্র দ্বারা মহাদেবের যজন করিয়া থাকেন। যে কোন পুরুষ জিতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই সরোবরে স্নান করে, সে ক্ষীণ-পাপ হইয়া শুভ লোক প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। এই উজ্জানক নামে তীর্থ, অরুন্ধতী সহিত ভগবান্ বশিষ্ঠ ও যবক্রী ঋষি এই স্থানে শান্তি লাভ করেন। এই কুশবান্ হ্রদ, এই হ্রদে কুশেশয় পদ্ম হইয়া থাকে। ইহা রুক্মিণীর আশ্রম, এই স্থানে তিনি ক্রোধ রহিতা হইয়া শান্তি অবলম্বন করেন। হে পাণ্ডবেয়! আপনি যে সমাধি-সংক্ষেপ ভৃগুতুঙ্গ শ্রুত হইয়াছেন, সেই মহাগিরি ভৃগুতুঙ্গ দর্শন করিবেন। মহর্ষি গণ সেবিতা সুনির্ম্মল শীতল সলিলা সর্ব্ব পাপ প্রমোচনী এই বিতস্তা তটিনী দর্শন করুন। হে রাজেন্দ্র! এই দেখুন, জলা ও উপজলা নামে নদীদ্বয় যমুনার উভয় পার্শ্বে প্রবহমানা রহিয়াছে; এই স্থানে রাজা উশীনর যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হইতেও অতিরিক্ত হন। হে নরনাথ! বরপ্রদ ইন্দ্র ও অগ্নি এই উভয় দেবতা নৃপবর উশীনরকে জানিবার অভিলাষে তাঁহার দেব সভা সদৃশ সভায় গমন করিয়াছিলেন। মহাত্মা উশীনরকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে ইন্দ্র শ্যেন

পক্ষিরূপ ও অগ্নি কপোত রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার যজ্ঞ স্থলে উপনীত হইয়াছিলেন। হে রাজন্! কপোত, শ্যেন ভয়ে পীড়িত ও শরণার্থী হইয়া রাজা উশীনরের উরু দেশ আশ্রয় করিয়া বিলীন প্রায় হইল।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩০ ॥

শ্যেন কহিল, হে রাজন্! সকল রাজাই আপনাকে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া থাকেন, তবে আপনি কি হেতু ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে সমুৎসুক হইতেছেন? হে রাজন্! আমি ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াছি, আপনি ধর্ম্ম রক্ষার্থ আমার বিহিত ভক্ষণ দ্রব্য এই কপোতকে রক্ষা করিবেন না, ইহাকে রক্ষা করাতে আপনার ধর্ম্ম লোভে ধর্ম্ম ত্যাগ করা হইতেছে।

রাজা কহিলেন, হে পক্ষিবর! এই বিহঙ্গম তোমা হইতে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া আত্ম ত্রাণ ও প্রাণ রক্ষার অভিলাষে আমার অনুগত হইয়াছে; এতাদৃশ অভয়ার্থী অভ্যাগত কপোতকে তোমারে প্রদান না করাতে যে আমার পরম ধর্ম্ম হইবে, তাহা তুমি কি নিমিত্তে দেখিতেছ না? এই কপোতকে ভয় চকিত, কম্পমান ও মৎ সকাশে জীবনাকাঙ্ক্ষী দেখা যাইতেছে, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত নিন্দনীয় কার্য্য, যে হেতু যে, ব্রাহ্মণ বা লোক-মাতা গো হনন করে এবং যে, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের উভয়েরই তুল্য পাপ হয়।

শ্যেন কহিল, হে মহীপতে! সকল প্রাণীই আহার হেতু উৎপন্ন হয়, আহার হেতু বর্দ্ধিত হয় এবং আহার হেতু জীবিত থাকে। দেখুন, দুস্ত্যজ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও চির কাল জীবিত থাকিতে পারা যায়, কিন্তু আহার পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিতে পারা যায় না। হে নরনাথ! অদ্য যদি আমি ভোজনীয় দ্রব্যে বঞ্চিত হই, তবে আমার প্রাণ এই দেহ ত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে অন্য পথে গমন করিবে; হে ধর্ম্মাত্মন্! তাহা হইলে আমার পুত্র কলত্র আহারাভাবে জীবিত থাকিবে না, সুতরাং আপনি এক কপোতকে রক্ষা করিয়া বহু প্রাণী বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হে সত্য বিক্রম! যে ধর্ম্ম ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক হয়, সে ধর্ম্মই নহে, তাহাকে কুধর্ম্ম বলা যায়। যে ধর্ম্মে কোন বিরোধ নাই, সেই ধর্ম্মই ধর্ম্ম। হে মহীপাল! পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম উপস্থিত হইলে গুরু লঘু বিবেচনা করিয়া যে ধর্ম্মে কোন বাধা দেখা যায় না, তাহাই আচরণ করিবে, অতএব হে রাজন্! আপনি ধর্ম্মাধর্ম্ম নিশ্চয় বিষয়ে কোন্ ধর্ম্ম গুরু ও কোন্ ধর্ম্ম লঘু, তাহা বিবেচনা দ্বারা গ্রহণ করিয়া যে পক্ষ অধিকতর বোধ হয়, তাহাতেই ধর্ম্ম নিশ্চয় করুন।

রাজা কহিলেন, হে বিহগবর! তুমি বহু কল্যাণকর কথা কহিতেছ, অতএব তুমি কি পক্ষিরাট্ সুপর্ণ? তুমি যে হও, ধর্ম্মজ্ঞ বট, তাহাতে সংশয় নাই, যে হেতু তুমি ধর্ম্ম সংযুক্ত বহু বিচিত্র কথা কহিতেছ, অতএব বোধ হইতেছে, তোমার কিছুই অবিদিত নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত শরণাগত পরিত্যাগ করাকে ভাল বলিয়া বোধ করিতেছ? হে বিহঙ্গম! তোমার এই সমারম্ভ কেবল আহার নিমিত্তেই, অতএব তুমি অধিকতর অন্য প্রকার আহার করিতে পার; গো, বৃষ, বরাহ, মৃগ, মহিষ বা তদ্ভিন্ন যাহা আহার করিতে অদ্য তোমার অভিরুচি হয়, তাহাই আহার কর।

শ্যেন কহিল, মহারাজ! বরাহ কি বৃষ কি বিবিধ মৃগ, ইহার মধ্যে কিছুই আমি ভক্ষণ করিব না, আমার অন্য কোন আহারে প্রয়োজন নাই; অদ্য আমার এই কপোত টি আহারের নিমিত্তে দৈববিহিত হইয়াছে, অতএব আপনি ইহাকে পরিত্যাগ করুন। শ্যেন পক্ষী কপোত ভক্ষণ করিয়া থাকে, ইহা চির ব্যবস্থিত আছে, অতএব আপনি সার না জানিয়া কদলীকন্দ আলিঙ্গন করিবেন না।

রাজা কহিলেন, শ্যেন! এই সমাগত শরণার্থী কপোত ব্যতীত শিবি বংশের সমৃদ্ধ রাজ্য অথবা যে কোন বস্তু তোমার অভিলষিত হয়, তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি। হে পক্ষি সত্তম! যে কর্ম্ম করিলে তুমি ইহাকে পরিত্যাগ করিবে, তাহা বল, আমি তাহাই করিব, কিন্তু এই কপোতটি দিব না।

শ্যেন কহিল, হে নরাধিপ উশীনর! যদি কপোতের প্রতি আপনকার স্নেহ হইয়া থাকে, তবে আপনার দেহের মাংস উৎকর্ত্তন পূর্ব্বক এই কপোতের সহিত তুলায় ধৃত হইলে, যখন ভবদীয় মাংস কপোতের সমান হইবে, তখন তাহা আমাকে দিবেন, তাহা হইলে আমার তুষ্টি হইবে।

রাজা কহিলেন, শ্যেন! তুমি যে এরূপ প্রার্থনা করিলে, ইহা আমি অনুগ্রহ বলিয়া মানিলাম; অতএব অদ্য আমি স্বকীয় মাংস তুলা দ্বারা তুলিত করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি।

লোমশ কহিলেন, হে বিভু কৌন্তেয়! পরম ধর্ম্মজ্ঞ রাজা উশীনর স্বয়ং আত্ম মাংস কর্ত্তন করিয়া কপোতের সহিত তৌল করিতে লাগিলেন; তাহাতে তুলা ধৃত কপোত, মাংস হইতে অতিরিক্ত হইল, তাহা দেখিয়া রাজা পুনঃপুন স্বদেহ হইতে মাংস উৎকর্ত্তন করিয়া দিলেন; তাহাতেও যখন তুলা ধৃত মাংস কপোতের সমান হইল না, তখন রাজা শরীরে আর মাংস না থাকায় অগত্যা আপনি তুলোপরি আরোহণ করিলেন। তখন শ্যেন কহিল, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি ইন্দ্র, আর এই কপোত হুতাশন, আমরা উভয়ে তোমাকে ধর্ম্ম বিষয়ে পরীক্ষা করিবার মানসে যজ্ঞ ভূমিতে উপাগত হইয়াছি। হে নরনাথ! তুমি যে স্বকীয় গাত্র হইতে মাংস সকল উৎকৃত্ত করিলে, তোমার এই ভাস্বতী কীর্ত্তি সর্ব্ব লোক ব্যাপিনী হইবে। মনুষ্যেরা যাবৎ কাল লোক মধ্যে তোমার প্রস্তাব করিবে, তাবৎ কাল তোমার কীর্ত্তি এবং শাশ্বত লোক প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মহারাজ! ইন্দ্র রাজাকে এই রূপ বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা উশীনরও ধর্ম্ম দ্বারা দ্যু লোক ও ভূ লোক পরিব্যাপ্ত করত অঙ্গ কান্তিতে প্রদীপ্ত হইয়া স্বর্গারোহী হইলেন। সেই মহাত্মা রাজার এই সদন, আপনি আমার সহিত এই পাপ প্রমোচন পুণ্য সদন অবলোকন করুন। হে রাজন্! এই স্থানে পুণ্যকৃৎ মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা নিরন্তর দেবতা ও সনাতন মুনিগণকে দর্শন করিয়া থাকেন।

এক-ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩১॥

লোমশ কহিলেন, হে নরেন্দ্র! যে উদ্দালক-তনয় শ্বেতকেতু পৃথিবীতলে মন্ত্র কোবিদ ও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার এই পুণ্যাশ্রম দর্শন করুন; এ আশ্রমে সর্ব্ব কাল ফল জনক মহীরুহ সকল বিরাজ করিতেছে। শ্বেতকেতু এই স্থলে মানুষ রূপধারিণী সরস্বতীকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি, বাগ্‌দেবী আশ্রমে প্রবৃত্তা হইলে, তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, আমি যেন বাগ্মীজ্ঞ হই। সেই যুগে উদ্দালক-তনয় শ্বেতকেতু ও কহোড়-তনয় অষ্টাবক্র এই মুনিদ্বয় পৃথিবীতে ব্রহ্মবেত্তা দিগের মধ্যে বরিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন; ইহাঁরা সম্পর্কে পরস্পর মাতুল ভাগিনেয় হইতেন। এই দুই অনুপম বিপ্র মাতুল ভাগিনেয় বিদেহ রাজ জনকের যজ্ঞায়তনে প্রবেশ করিয়া বিবাদে বন্দীকে নিগ্রহ করেন। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্রাহ্মণাগ্রণী অষ্টাবক্র শিশু কালেই জনক যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া বন্দীর সহিত বাদে বিজয় লাভ করত বন্দীকে সরিৎ সলিলে নিমগ্ন করেন, সেই মহাত্মা অষ্টাবক্র যাঁহার দৌহিত্র, তাঁহার এই পুণ্যতম আশ্রমে আপনি অনুজদিগের সহিত প্রবেশ করিয়া উপাসনা করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে লোমশ! যে অষ্টাবক্র তাদৃশ রূপে বন্দীকে নিগ্রহ করেন, তাঁহার কি প্রকার প্রভাব, এবং তিনি কি কারণেই বা অষ্টাবক্র

বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, আপনি এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! ঋষি উদ্দালকের কহোড় নামে বিখ্যাত এক শিষ্য ছিলেন। তিনি আচার্য্য উদ্দালকের শুশ্রূষু ও বশবর্ত্তী হইয়া পরিচর্য্যা করত দীর্ঘ কাল অধ্যয়ন করিলেন। ঋষি তাঁহার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া সদ্যই তাঁহাকে সমস্ত শাস্ত্রের অধিকারী করিলেন এবং সুজাতা নাম্নী স্বীয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। পরে ঋষি-কন্যা গর্ব্ভবতী হইলে তাঁহার গর্ব্ভস্থ বালক গর্ব্ভে থাকিয়াই সর্ব্ব বেদাধ্যয়ন নৈপুণ্য লাভ করিয়া অগ্নি তুল্য তেজস্বী হইয়াছিলেন। একদা সেই মাতৃ কুক্ষিস্থিত বালক পিতাকে বেদাধ্যয়ন করিতে শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে পিত! আপনি যে, সমস্ত রাত্রি বেদাধ্যয়ন করিতেছেন, ইহা সম্যক্ পঠিত হইতেছে না। আমি আপনকার প্রসাদে এই গর্ব্ভে থাকিয়াই সাঙ্গ বেদ চতুষ্টয় ও নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই নিমিত্তই কহিতেছি যে, ইহা আপনা হইতে সমীচীন রূপে পঠিত হইতেছে না। মহারাজ! মহর্ষি কহোড় শিষ্যগণ মধ্যে তদ্বাক্যে অবমানিত হইয়া উদরস্থ বালককে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন, যেহেতু তুমি কুক্ষিতে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাকে নিন্দা করিলে, সেই নিমিত্ত তুমি অঙ্গের অষ্ট স্থানে বক্র হইবে; একারণ সেই বালক দেহের অষ্ট স্থানে বক্র হইয়াই জন্ম গ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতেই সেই মহর্ষি অষ্টাবক্র বলিয়া প্রথিত হন। অষ্টাবক্রের শ্বেতকেতু নামে মাতুল বয়ঃক্রমে অষ্টাবক্রের তুল্য ছিলেন।

হে মহীপাল! সুজাতা কুক্ষি মধ্যে বর্দ্ধমান বালক দ্বারা সাতিশয় পীড়িতা হইলে তিনি ধনার্থিনী হইয়া নির্জ্জন স্থলে ধনহীন স্বামীকে বিনয় বাক্যে প্রসন্ন করত কহিলেন, মহর্ষে! আমার এই দশম মাস উপস্থিত, কিন্তু আমার কি আপনার ধন নাই যে আমি প্রসূতা হইলে তদ্দ্বারা এই আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি। কহোড়, পত্নী কর্ত্তৃক এ প্রকার কথিত হইলে, তিনি বিত্ত নিমিত্ত জনক রাজার নিকটে গমন করিলেন। পরে জনক সংসদে উপনীত হইলে বাদ-বিশারদ বন্দী তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া জল মধ্যে নিমগ্ন করিলেন। তদনন্তর উদ্দালক জামাতা কহোড়কে বন্দী কর্ত্তৃক বিচারে পরাজিত ও জল নিমগ্ন শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ কন্যাকে কহিলেন, সুজাতে! তুমি অষ্টাবক্রের নিকট এ বিষয় গোপন করিও। সুজাতাও পিতার ঐ আজ্ঞা পালন করিলেন। বিপ্র অষ্টাবক্র যথা কালে জন্ম গ্রহণ করিলেন, পরন্তু পিতার ঐ বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন না। তিনি উদ্দালকের প্রতি পিতার ন্যায় ও শ্বেতকেতুর প্রতি ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে একদা শ্বেতকেতু পিতার ক্রোড়ে তাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার হস্ত দ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক অপাকর্ষণ করিলেন, তাহাতে অষ্টাবক্র ক্রন্দন করাতে কহিলেন, ইহা তোমার পিতার ক্রোড় নহে। তখন শ্বেতকেতুর ঈদৃশ কঠোরোক্তি আকর্ণনে অষ্টাবক্রের মনে নিদারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি গৃহে গমন পূর্ব্বক জননীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! আমার পিতা কোথায়? অনন্তর সুজাতা অতি কাতরা ও অভিশাপ ভয়ে ভীতা হইয়া বন্দী কর্ত্তৃক বাদে তাঁহার পিতার পরাজয় ও জল মজ্জন বিবরণ সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। অষ্টাবক্র মাতৃ মুখে তদ্বৃত্তান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া নিশা সময়ে শ্বেতকেতুকে কহিলেন, মাতুল! জনক রাজার যজ্ঞে বহুতর আশ্চর্য্য বিষয় শুনা যাইতেছে, অতএব চলুন, আমরা তথায় গমন করি; তথায় ব্রাহ্মণগণের বিবাদ শ্রবণ ও উত্তম ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিব, এবং কল্যাণকর সৌম্য ব্রহ্মঘোষ শ্রবণে আমাদিগের বিচক্ষণত্ব জন্মিবে।

মহারাজ! তদনন্তর শ্বেতকেতু ও অষ্টাবক্র, মাতুল ভাগিনেয় এই দুই ঋষি জনক রাজার সমৃদ্ধ সত্রে গমন করিলেন। পথি মধ্যে অষ্টাবক্রের সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইলে রাজা তাঁহার গমনের পথাবরোধ করিলেন, তাহাতে অষ্টাবক্র পশ্চাদুক্ত বাক্য কহিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩২।

অষ্টাবক্র কহিলেন, যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকেন, তবে অন্ধ, বধির, স্ত্রী লোক, ভারবাহক, অথবা রাজা পথ পাইতে পারেন; ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে অগ্রে ব্রাহ্মণই পথ পাইবেন। রাজা কহিলেন, এই পথ পরিত্যাগ করিলাম, যে স্থান দিয়া ইচ্ছা হয় গমন কর; দেবরাজও ব্রাহ্মণকে বন্দনা করেন; বহ্নি কখন লঘুতর নহে। অষ্টাবক্র কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আমাদিগের যজ্ঞ দর্শনে নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, বিশেষত আমরা দুই জন ক্রোধানলে দহ্যমান হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ও তদ্বৃত্তান্ত বলিবার অভিলাষে এ স্থলে অতিথি রূপে আসিয়াছি, কিন্তু এই প্রতীহারী আমাদিগের সভা প্রবেশের দ্বার রোধ করিতেছে, অতএব আমাদিগের প্রবেশে দ্বারপতির প্রতি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। ইহা শুনিয়া দ্বারপাল কহিল, অহে ব্রাহ্মণ-কুমার! আমরা বন্দীর নিদেশানুবর্ত্তী, অতএব তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর; এ সভায় বিপ্র বালকেরা প্রবেশ করিতে পান না, বৃদ্ধ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণেরাই প্রবেশ করিতে পান।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে দ্বারপাল! যদি এখানে বৃদ্ধ দিগের প্রবেশ করিবার নিয়ম থাকে, তবে আমার প্রবেশ করা যুক্তিযুক্ত হয়, যেহেতু আমরা কৃতব্রত, বেদ প্রভাব সমন্বিত, শুশ্রূষু, জিতেন্দ্রিয় এবং জ্ঞান শাস্ত্রে পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছি; বিশেষত পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণকে বালক বলিয়া অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু অগ্নি কণাও স্পৃশ্যমান হইলে দগ্ধ করিয়া থাকে।

দ্বারপাল কহিল, অহে বালক! যদি তুমি জ্ঞাত থাক, তবে মুনি গণ সেবিতা বিরাজমানা মন্ত্রার্থবাদাদি রূপা এক ব্রহ্ম প্রতিপাদিকা বাণী কীর্ত্তন কর দেখি? কি আত্মশ্লাঘা করিতেছ! আপনি যে, বালক, তাহা জ্ঞাত হও, এই সংসারে জ্ঞানী মনুষ্য দুর্লভ।

অষ্টাবক্র কহিলেন, যে প্রকার শাল্মলি বৃক্ষের প্রবৃদ্ধ অষ্ঠীলা থাকে বলিয়া বাস্তবিক তাহার বৃদ্ধি স্বীকার করা যায় না, সেই প্রকার কায় বৃদ্ধি দ্বারা মনুষ্যকে বৃদ্ধ জানা যায় না, কিন্তু যে বৃক্ষ হ্রস্ব ও অল্পকায় হইয়াও ফলিত হয়, তাহাকেই বিবৃদ্ধ বলা যায়, নিষ্ফল বৃক্ষকে বৃদ্ধ ভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে না।

দৌবারিক কহিল, এই সংসারে বালকেরা বৃদ্ধ দিগের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিয়া থাকে এবং দীর্ঘ কালে বৃদ্ধ ভাবাপন্ন হয়, অল্প কালে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইতে পারে না; অতএব তুমি বালক হইয়া কি হেতু স্থবিরের ন্যায় বক্তৃতা করিতেছ?

অষ্টাবক্র কহিলেন, দ্বারপাল! কেশ শুক্ল বর্ণ হইলেই যে স্থবির হয়, এমত নহে; যিনি বালক হইয়াও জ্ঞানবান্ হন, তাঁহাকে দেবতারা স্থবির বলিয়া জানেন। মনুষ্য অধিক বয়ঃক্রম কি পলিত কি অনেক বিত্ত বা বহু বন্ধু দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না; যে ব্যক্তি সাঙ্গ বেদাধ্যায়ী, তিনিই আমাদিগের মধ্যে মহান্ হন; ঋষিরা এই রূপ ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। হে দ্বারপাল! আমি রাজ সভায় বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে আসিয়াছি, অতএব তুমি আমার সংবাদ পুষ্করমালী রাজাকে নিবেদন কর, অদ্য তুমি আমাদিগকে পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতে ও মহা বাদে বন্দীকে পরাজিত হইতে দেখিবে, এবং অন্যান্য সকলে তূষ্ণীম্ভূত

হইলে রাজা ও পরিপূর্ণ-বিদ্যাবন্ত পুরোধা প্রভৃতি বিপ্রগণ আমাদিগের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ পরিদর্শন করিবেন।

দ্বারপাল কহিল, তুমি দশ বর্ষীয় শিশু হইয়া বিনীত বিজ্ঞ গণের প্রবেশনীয় যজ্ঞ স্থলে কি প্রকারে প্রবেশ করিবে? যাহা হউক, আমি তোমার সভা প্রবেশ বিষয়ে উপায় দ্বারা যত্ন করিব এবং তুমিও যথাবিধি যত্ন কর। তখন অষ্টাবক্র রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আপনি জনক গোষ্ঠীর মধ্যে বরিষ্ঠ ও সম্রাট্, আপনাতে সকল বিষয় সমৃদ্ধ রূপে প্রকাশ পাইতেছে, আপনি যজ্ঞ সম্বন্ধীয় তাবৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা এবং আপনার তুল্য ভূপতি পূর্ব্ব কালে কেবল এক যযাতি রাজাই ছিলেন। মহারাজ! আমাদিগের শ্রুত হইয়াছে যে, বিদ্বান্ বন্দী নিঃশঙ্ক হইয়া সমস্ত বাদবিৎ ব্যক্তি দিগকে বাদে পরাস্ত করিয়া আপনকার নিযোজিত আশুকারী পুরুষ দিগের দ্বারা জলে মজ্জিত করিয়া থাকে, ইহা শুনিয়া আমি ব্রাহ্মণদিগের সকাশে অদ্বৈত ব্রহ্ম কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছি; সেই বন্দী কোথায়? আমি তাহাকে প্রাপ্ত হইলে সবিতা কর্ত্তৃক নক্ষত্র বিনাশের ন্যায় বিনাশ করি।

রাজা বলিলেন, তুমি প্রতিবাদী বন্দীর বাক্যবল না জানিয়াই তাঁহাকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, যাঁহারা তাঁহার বীর্য্য অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরই এ রূপ বলা সঙ্গত হয়; অনেক ব্রাহ্মণ বাদ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে জানিয়াছেন। তুমি সেই বন্দীর বল অবগত না হইয়া তাঁহাকে পরাজিত করিবার নিমিত্তে আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, কিন্তু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া, যে প্রকার ভাস্করের নিকট তারা সকল শোভা বিহীন হয়, সেই প্রকার শোভা বিহীন হইয়াছেন। হে তাত! বিজ্ঞান-মত্ত ব্যক্তিদিগের সদস্য দিগের সহিত বচন বিস্তার করা দূরে থাকুক, কেবল বন্দীকে জয় করিবার আশংসায় তাঁহার নিকটস্থ হইবা মাত্র তাঁহা দিগকে অপ্রতিভ হইয়া সভা হইতে বহির্গত হইতে হইয়াছে।

অষ্টাবক্র কহিলেন, মাদৃশ বাদীর সহিত বন্দীকে কখন বিবাদ করিতে হয় নাই, এই নিমিত্তেই সে সিংহ সদৃশ হইয়া নির্ভয়ে বাদ বিতণ্ডা করিয়া থাকে। অদ্য আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে সে মৎ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া পথি পতিত অচলচক্রান্বিত ভগ্ন শকটের ন্যায় জড়বৎ হইয়া পড়িবে।

রাজা কহিলেন, যাহার এক এক অংশে ত্রিংশৎ করিয়া অবয়ব আছে এতাদৃশ দ্বাদশ অংশ বিশিষ্ট, চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্ব যুক্ত এবং ষষ্ট্যধিক ত্রিশত সংখ্য অর দ্বারা অন্বিত যে বস্তু, তাহার অর্থ যিনি জানেন, তিনিই পরম কবি।

অষ্টাবক্র কহিলেন, যাহার চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্ব, ছয় টি নাভি, দ্বাদশ প্রধি এবং ষষ্ট্যধিক ত্রি শত পরিমিত অর আছে, সেই নিরন্তর গমনশীল চক্র আপনাকে রক্ষা করুক।

রাজা কহিলেন, সংযুক্ত ঘোটকী দ্বয় সদৃশ এবং শ্যেন পক্ষীর ন্যায় পতনশীল যে দুই টি বস্তু আছে, দেবগণ মধ্যে কে ঐ দুই বস্তুকে উৎপন্ন করে এবং তাহারাই বা কাহাকে উৎপন্ন করিয়া থাকে?

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে রাজন্! যাহার সারথি বায়ু, সেই আগমনশীল বস্তু উক্ত দুই টি বস্তুকে উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং ঐ দুই বস্তু হইতে উৎপন্নও হইয়া থাকে; ঐ দুই টি বস্তু যেন আপনার শত্রু গৃহেও পতিত না হয়।

রাজা কহিলেন, কে নিদ্রাবস্থায় চক্ষু নিমীলন করে না, কে জন্মিয়া স্পন্দন করে না, কাহার হৃদয় নাই, এবং কে বেগ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়?

অষ্টাবক্র কহিলেন, সুপ্ত মৎস্য চক্ষু নিমীলন করে না, অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দন করে না, পাষাণের হৃদয় নাই এবং নদী বেগ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

রাজা কহিলেন, তোমাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না, তুমি সাক্ষাৎ দেব মূর্ত্তি; তোমাকে

স্থবির বলিয়া জানিলাম, তুমি বালক নও এবং বাক্যালাপেও তোমার তুল্য কেহ নাই; অতএব তোমাকে দ্বার প্রদান করিতেছি, এই বন্দী রহিয়াছেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩৩॥

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে উগ্রসৈন্য-পালক মহীপাল! আমি এই সমস্ত একত্রিত সমাগত অপ্রতিম নৃপতি মধ্যে বাদি-প্রবর বন্দীকে জানিতে পারিতেছি না, মহাজল মধ্যে হংস অন্বেষণের ন্যায় তাহাকে অন্বেষণ করিতেছি। হে অতিবাদিমানিন্ বন্দিন্! তুমি বাদে পরাজিত ব্যক্তির জল-মজ্জন পণ করিয়া নদী বেগের ন্যায় অদ্য আমার নিকট প্রবাহিত হইতে পারিবে না, যেহেতু আমি সমিদ্ধ-তেজা হুতাশনের তুল্য; অতএব তুমি অদ্য এই সভায় আমার নিকট স্থির ভাবে থাক। তুমি আমাকে নিদ্রিত ব্যাঘ্র ও স্বক্কণী লেহন কারী আশীবিষের ন্যায় জ্ঞান কর; পদাহত সর্পের মস্তকে আঘাত করিয়া কখনই তৎ কর্তৃক দষ্ট না হইয়া পরিত্রাণ পাইবে না, ইহা বিবেচনা কর। যদি দৃঢ় শরীরাভিমানী সুদুর্ব্বল ব্যক্তি পর্ব্বতে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহার হস্তই নখের সহিত বিশীর্ণ হয়, পর্ব্বতের ব্রণও দৃশ্যমান হয় না। যে প্রকার মৈনাক পর্ব্বত নিকটে অন্য সমুদায় পর্ব্বত এবং বৃষভ সমীপে বৎস গণ নিকৃষ্ট, তদ্রূপ মিথিলাধিপের নিকট অন্য সকল রাজাই নিকৃষ্ট। মহারাজ! যে রূপ অমরবৃন্দ মধ্যে মহেন্দ্র প্রধান এবং তরঙ্গিণী মধ্যে গঙ্গা প্রধানা, তদ্রূপ নৃপগণ মধ্যে এক মাত্র আপনিই প্রধান; আপনি বন্দীকে মৎ সকাশে আনয়ন করিতে অনুমতি করুন।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! অষ্টাবক্র জাতক্রোধ হইয়া সভা মধ্যে এই রূপ গর্জ্জন করত বন্দীকে কহিলেন, তুমি আমার বাক্যের উত্তর প্রদান কর, এবং আমিও তোমার বাক্যের উত্তর প্রদান করিতেছি। তখন বন্দী কহিলেন, যে প্রকার এক অগ্নি বহুধা রূপে প্রজ্বলিত হয় এবং এক সূর্য্য এই সমস্ত বিশ্বকে প্রকাশ করে, সেই প্রকার এক বীর অর্থাৎ বুদ্ধি তত্ত্ব, শব্দ স্পর্শাদি উপহার স্বরূপ বিষয় সকলের দ্বারা পালন কর্ত্তা যে শ্রোত্র ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল, তাহাদিগের রাজা, নিয়ন্তা ও প্রভু হইয়া 'আমি' 'এই' ইত্যাদি প্রকারে প্রকাশমান হওত অন্যান্য বাদীগণের অভিমত তত্ত্ব স্বরূপ অরাতির বিনাশক হইয়াছে।

অষ্টাবক্র কহিলেন, যে প্রকার ইন্দ্র ও অগ্নি দুই দেবতা, নারদ ও পর্ব্বত দুই দেবর্ষি, অশ্বিনী-কুমারেরা দুই দেবতা, রথের দুই চক্র এবং বিধাতা কর্তৃক বিহিত ভার্য্যা ও পতি দুই জন পরস্পর সখ্য ভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন, সেই প্রকার দুই বস্তু অর্থাৎ বুদ্ধি ও চৈতন্য উভয়ে পরস্পর সখ্য ভাবাপন্ন হইয়া বিষয়ানুভব প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কেবল বুদ্ধি নহে।

বন্দী কহিলেন, কর্ম্ম হেতু এই সমস্ত প্রজা ত্রিবিধ জন্ম গ্রহণ করে; তিন বেদ মিলিত হইয়া বাজপেয়াদি সমস্ত কর্ম্ম প্রতিপাদন করে; অধ্বর্য্যুগণ তিন কালে যজ্ঞ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নরক, এই ত্রিবিধ লোক কর্ম্ম জন্য ভোগ করিতে হয় এবং বেদে কর্ম্ম জন্য ত্রিবিধ জ্যোতি উক্ত হইয়াছে; অতএব, বুদ্ধি বা অন্য যে কোন পদার্থের কর্তৃত্বাদি সিদ্ধ হউক না কেন, তাহা কর্ম্মের অধীন।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ব্রাহ্মণদিগের আশ্রম চারি; চতুর্ব্বর্ণ জ্ঞান-যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর ও তুরীয়-সাক্ষাৎকার এই চারি টি অবস্থা; এই চারি অবস্থার বাচক অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্রা এই চারি টি বর্ণ, অর্থাৎ ওম্; এতদ্বিষয়ে চারি পাদ যুক্ত বাক্য বেদ মন্ত্র

মধ্যে সর্ব্বদা কথিত হইয়াছে ; অতএব জ্ঞান দ্বারা তুরীয়-সাক্ষাৎকার হইলে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সুতরাং কর্ম্মও অলীক।

বন্দী কহিলেন, যে প্রকার গার্হপত্য প্রভৃতি পঞ্চ অগ্নি, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি পঞ্চ যজ্ঞ এবং পঙ্‌ক্তি ছন্দের প্রত্যেক পাদে পঞ্চ অক্ষর থাকে, সেই প্রকার শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়, শব্দ প্রভৃতি পঞ্চ বিষয়ের গ্রাহক হয় ; ঐ শব্দ প্রভৃতি পঞ্চ বিষয়-স্রোত উপাদেয় বলিয়া লোক মধ্যে প্রখ্যাত আছে, এবং শরীরান্তর্বর্ত্তী চৈতন্য প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচ টি দ্বারা যেন পঞ্চ বিধ শিখায় সমন্বিত হইয়াছে, ইহা বেদে দৃষ্ট হইতেছে ; অতএব তুরীয়-সাক্ষাৎকার অসম্ভব।

অষ্টাবক্র কহিলেন, যে প্রকার ঋষিগণ কথিত অগ্ন্যাধানের দক্ষিণা ছয় টি গো, সর্ব্ব বেদ বিহিত সাদ্যস্ক যজ্ঞ অর্থাৎ একাহসাধ্য যজ্ঞ ছয় টি, কাল চক্র ঋতু ছয় টি এবং কৃত্তিকা ছয় জন সমান রূপে প্রসিদ্ধ আছে, সেই প্রকার শ্রোত্রাদি পাঁচ টি আর মন এক টি এই ছয় টি ইন্দ্রিয়ের সমান রূপে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি বলিতে হইবে।

বন্দী কহিলেন, শব্দাদি বিষয়ের প্রত্যেক বিষয়ে আসক্ত উক্ত শ্রোত্র প্রভৃতি ছয় টি আর বুদ্ধি-বৃত্তি এক টি এই সাত টি ইন্দ্রিয়কে সপ্ত ঋষি ও সপ্ত পুরুষ রূপ পশুও বলা যায় ; ইহাদিগের যখন ভৌম বিষয়ে আসক্তি হয়, তখন ইহাদিগকে গ্রাম্য পশু বলা যায় এবং ইহাদিগের যখন দিব্য বিষয়ে আসক্তি হয়, তখন ইহাদিগকে বন্য পশু বলা যায় ; এই সপ্ত গ্রাম্য বা বন্য পশু প্রত্যেকে এক আত্মাকে শব্দাদি বিষয় সকল ও তত্তৎ বিষয় জনিত সুখ লাভ করাইয়া দেয়, আত্মাও তত্তৎ বিষয় জনিত সুখ অনুভব করেন ; অতএব যদ্রূপ এক বীণা সাত টি তন্ত্রীতে সংযুক্তা হইয়া বাদ্য ধ্বনি নিষ্পন্ন করে, তদ্রূপ উক্ত শ্রোত্র প্রভৃতি সাত টি তত্ত্ব দ্বারা দেহীর কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

অষ্টাবক্র কহিলেন, শব্দ প্রভৃতি বিষয়, উক্ত শ্রোত্র প্রভৃতি সাত টি আর অহংবৃত্তি এক টি এই অষ্ট বিধ ইন্দ্রিয়ে প্রবেশাধিকারী হওয়াতে অষ্ট বিধ বলিয়া কথিত হয় ; যে প্রকার শণ সূত্র নির্ম্মিত অষ্ট-সংখ্য গোণী শত শত পরিমাণ ধারণ করে, তদ্রূপ শব্দ প্রভৃতি বিষয় অষ্ট বিধ হইয়াও শত শত সংখ্যায় গণিত হয় ; যাঁহার আনন্দ কণা দ্বারা প্রাণী সকল আনন্দ লাভ করে, সেই পরমানন্দ অদ্বৈত আত্মা উক্ত অষ্ট বিধ ইন্দ্রিয়ে উপলক্ষিত হইতেছেন, যেহেতু দ্বৈত-রূপ অজ্ঞান, সমস্ত বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ রূপ যজ্ঞে পুরুষ রূপ পশু বন্ধনের স্থান উক্ত শ্রোত্রেন্দ্রিয়াদি অষ্ট সংখ্য কোণ বিশিষ্ট যূপ স্বরূপ হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে ; অতএব বেদেও শ্রুত হইয়াছে যে, শব্দাদি বিষয়ক অষ্ট বিধ বাসনা তত্তৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাতেই বিদ্যমান থাকে, আত্মাতে থাকে না ; অপিচ সেই পরমানন্দ স্বরূপ আত্মা জ্ঞাত হইলে, তিনি দ্বৈত অজ্ঞানের বিনাশক হয়েন ; অতএব তুরীয়-সাক্ষাৎকার অসম্ভব নহে।

বন্দী কহিলেন, যে প্রকার পিতৃ যজ্ঞে অগ্নি প্রজ্বালনার্থা ঋক্‌ নবধা বিহিতা হইয়াছে, প্রত্যেক পাদে নয় টি অক্ষর থাকিলে তাদৃশ চারি পাদে এক বৃহতী ছন্দ হয় এবং এক প্রভৃতি নববিধ অঙ্কের যোগে সমস্ত গণনা নিষ্পন্ন হয়, তদ্রূপ সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মিকা অজ্ঞান রূপা প্রকৃতির প্রত্যেক গুণ স্বকীয় ও পরকীয় অংশে মিশ্রিত হইয়া ত্রিবিধ হওয়াতে উহা নব বিধ হইয়া তত্তৎ অংশের বহুত্ব ও অল্পত্ব তারতম্যানুসারে নানাবিধ সৃষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন ; অতএব যখন দ্বৈত অজ্ঞান হইতে সমুদায় সৃষ্টি হওয়া কথিত হইয়াছে, তখন তাহার বিনাশ হওয়া স্বীকার করা যায় না, সুতরাং তৎসত্ত্বে তুরীয়-সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা কি ?

অষ্টাবক্র কহিলেন, পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, ইন্দ্রিয় দশ টি, তাহা জীবের সম্বন্ধে, আত্মার সম্বন্ধে নহে; যে প্রকার স্ত্রীলোক গর্ত্ত বিশিষ্ট হইয়া দশ মাস গর্ত্ত ধারণ করে, তদ্রূপ আত্মা মায়া দ্বারা অহং বৃত্তি প্রভৃতিতে সমন্বিত হইয়াই সহস্র সহস্র জীব রূপে উপলব্ধ হন; বাস্তবিক তিনি সঙ্গ রহিত। এই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা দশ জন, দ্বেষ্টা দশ জন এবং অধিকারীও দশ জন। অতএব আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলে ঐ মায়া-প্রকৃতিকে অলীক বলিয়া বোধ হইবে, সুতরাং উহার সত্তাই অসম্ভব। এই পরমার্থ জ্ঞানের উপদেশক বা অধিকারী কেহ কেহ হয়, এবং ইহার দ্বেষীও কেহ কেহ হইয়া থাকে।

বন্দী কহিলেন, একাদশ ইন্দ্রিয় শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে অবস্থান করে, এজন্য ঐ শব্দাদি বিষয়ও একাদশ সংখ্যায় গণিত হয়। জীবরূপ পশুর বন্ধনের নিমিত্তে ঐ একাদশ টি বিষয় একাদশ টি যূপ স্বরূপ হইয়াছে; উক্ত শব্দাদি গ্রহণ জনিত হর্ষ বিষাদাদি একাদশ বিধ বিকার স্বর্গে দেবতা দিগকেও রোদন করাইয়া থাকে। অতএব দ্বৈত প্রকৃতির কার্য্য যে বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বরূপ জ্ঞান অর্থাৎ তুরীয়-সাক্ষাৎকার হওয়া মনুষ্য দিগের পক্ষে সুদূর পরাহত।

অষ্টাবক্র কহিলেন, দ্বাদশ মাসে সম্বৎসর হয় এবং প্রত্যেক পাদে দ্বাদশ অক্ষর থাকিলে তাদৃশ চতুষ্পাদে জগতী ছন্দ হয়, ইহা কথিত আছে বটে, কিন্তু ধ্যানবন্ত যোগীরা, ইন্দ্রিয় গণের স্ব স্ব বিষয় গমনের ব্যাবর্ত্তক দ্বাদশ টি ব্রত আছে এবং প্রাকৃত যজ্ঞ দ্বাদশাহে নিষ্পাদন করিতে হয়, ইহাও কহিয়াছেন। অর্থাৎ যে প্রকার মাস সংঘাত হইতে সম্বৎসর ও অক্ষর সংঘাত হইতে জগতী ছন্দ অতিরিক্ত নহে, সেই প্রকার মূঢ় দিগের বিবেচনায় ইন্দ্রিয় সংঘাত হইতে অতিরিক্ত এক টি শুদ্ধ চৈতন্য থাকা বোধগম্য হয় না বটে, কিন্তু ধ্যানবন্ত যোগীরা ধর্ম্ম, সত্য, তপ, দম, অমাৎসর্য্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, দান, শাস্ত্রবুদ্ধি, ধৃতি ও ক্ষমা এই দ্বাদশ বিধ মহাব্রত অনুষ্ঠান করত চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া তদ্দ্বারা, যে প্রকার বার টি দিবস প্রাকৃত যজ্ঞের বিহিত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়াতেও ঐ বার টি দিবসকে সাধারণ দিবস গণের অন্তর্ভূত ও সাধারণ দিবস গণের অতিরিক্তও স্বীকার করা যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সংঘাতের অন্তর্ভূত ও ইন্দ্রিয় সংঘাত হইতে অতিরিক্ত শুদ্ধ চৈতন্য রূপ অদ্বৈত ব্রহ্ম উপলব্ধি করেন।

বন্দী কহিলেন, পণ্ডিতেরা ত্রয়োদশী তিথিকে প্রশস্তা ও পৃথিবীকে ত্রয়োদশ দ্বীপযুক্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ এই তত্ত্বজ্ঞান যে কেবল ধর্ম্ম, সত্য প্রভৃতি দ্বাদশ বিধ উক্ত মহাব্রত অনুষ্ঠিত হইলেই হইবে এমত নহে, ইহা দেশ কালের অপেক্ষা করে; অতএব কোন কোন পণ্ডিত কহিয়াছেন, তত্ত্ব জ্ঞান, ব্রহ্ম লোকস্থ জীবের সর্ব্ব কালে হইতে পারে, এবং মর্ত্ত্য লোকের সত্য যুগে হইবার সম্ভব।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! বন্দী অর্দ্ধ শ্লোকে ঐ রূপ বলিয়া বিরত হইলেন; পরে অষ্টাবক্র অপরার্দ্ধে এই রূপ বলিয়া শ্লোক সংপূর্ণ করিলেন, শুদ্ধ চৈতন্য রূপ অদ্বৈত ব্রহ্ম অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের ন্যায় অসঙ্গ হইয়াও যে, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও তদতিরিক্ত দশ টি ইন্দ্রিয় এই ত্রয়োদশ তত্ত্বের বিষয় ভোগ রূপ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন, তাহা কেবল শুদ্ধ চৈতন্যের আচ্ছাদক ইন্দ্রজালিক অজ্ঞান কর্ত্তৃক বোধ হইতেছে মাত্র, বাস্তবিক সত্য নহে, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম প্রভৃতি দ্বাদশ বিধ ব্রত অনুষ্ঠিত হইলে তাহারা ঐ অজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া মন বুদ্ধি প্রভৃতি উক্ত ত্রয়োদশ তত্ত্বকে সংহার করিয়া ফেলে। অতএব এই তত্ত্ব জ্ঞান অবশ্যই পুরুষের যত্ন সাধ্য হয়, দেশ কালের অপেক্ষা করে না।

তদনন্তর, তৎকালে সভাসদ্গণ যজ্ঞ দীক্ষিত বরুণের পুত্র সেই বন্দীকে তুষ্ণীভূত ও অধোমুখে চিন্তা

পরায়ণ এবং অষ্টাবক্রকে বাদবিচারে বাক্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া মহা কল কল ধ্বনি করিয়া উঠিল। জনক রাজার সমৃদ্ধ যজ্ঞ সভায় সেই মহা জনরব সময়ে সমস্ত বিপ্রগণ হর্ষ সহকারে অষ্টাবক্রের সমীপস্থ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার অর্চনা করিতে লাগিলেন। অষ্টাবক্র রাজাকে কহিলেন, এই বন্দী পূর্ব্বে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দিগকে বাদে পরাজিত করিয়া সলিল মধ্যে নিমগ্ন করিয়াছে, অদ্য এ সেই অবস্থা প্রাপ্ত হউক, আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া জল মগ্ন করিতে আদেশ করুন। তখন বন্দী কহিলেন, মহারাজ! আমি বরুণ রাজার পুত্র, আমার পিতা বরুণের আলয়ে আপনার যজ্ঞের তুল্য কাল সাধ্য দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তন্নিমিত্তে আমি সেই সকল প্রধান ব্রাহ্মণকে তথায় প্রেরণ করিয়াছি। তাঁহারা সকলে বরুণের যজ্ঞ দেখিতে গমন করিয়াছেন, পুনর্ব্বার এখানে আগমন করিতেছেন। আমি এই পূজনীয় অষ্টাবক্রকে পূজা করি, যেহেতু ইহাঁ হইতে পিতার সকাশে সমাগত হইব।

অষ্টাবক্র কহিলেন, যে ব্রাহ্মণেরা সমুদ্র সলিলে মজ্জিত হইয়াছেন, তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও বন্দীর বাক্য কৌশল অথবা বিতর্ক কৌশল দ্বারাই পরাজিত হইয়াছেন; আমি বন্দী কর্ত্তৃক কুতর্কার্ণবে মজ্জিত সেই বাক্য মেধা দ্বারা যদ্রূপ উদ্ধার করিয়াছি, তদ্রূপ সদসদ্বিবেকশীল পণ্ডিতেরা আমার সেই বাক্য পরীক্ষা করুন। যে প্রকার সদসদ্বৃত্তজ্ঞ অগ্নি স্বভাবত দাহক হইয়াও স্বীয় তেজ দ্বারা সত্যাভিসন্ধী ব্যক্তিদিগের শরীর দাহ করেন না, অসত্যাভিসন্ধী দিগেরই শরীর দাহ করেন, তদ্রূপ সদসদ্বিবেকশীল পণ্ডিতেরা মন্দবাদী বালক বা পুত্রের বাক্যও পরীক্ষা করিয়া গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। হে মহারাজ জনক! বোধ হয় আপনি শ্লেষ্মাতক বৃক্ষের ফল বা পত্র ব্যবহারে হীনতেজা হইয়া আমার বাক্য শুনিতেছেন, অথবা স্তুতিকারক দিগের স্তুতি দ্বারা আপনার অন্তঃকরণ আমোদিত হইয়াছে; এই নিমিত্তেই আপনি অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় উত্তেজিত হইয়াও আমার বাক্য গ্রহণ করিতেছেন না।

জনক কহিলেন, আমি তোমার অলৌকিক দিব্য রূপ বাক্য শুনিতেছি, তুমি সাক্ষাৎ দিব্য মূর্ত্তি; যেহেতু তুমি বন্দীকে বাদে জয় করিয়াছ; অতএব তোমার অভিলাষানুযায়ী কার্য্য নিমিত্তে অদ্য বন্দীকে পরিত্যাগ করিলাম।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে নৃপ! এই বন্দী জীবিত থাকাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, বিশেষত ইহার পিতা যদি বরুণ হন, তবে ইহাকে জলাশয়ে মগ্ন করিতে বাধা কি, অতএব তাহা করুন।

বন্দী কহিলেন, যখন আমি বরুণ রাজার পুত্র, তখন জল মজ্জনে আমার ভয় নাই, কিন্তু এই অষ্টাবক্র আপনার চির বিনষ্ট পিতা কহোড়কে এই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইবেন।

লোমশ কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর সেই জলমগ্ন ব্রাহ্মণেরা সকলেই মহাত্মা বরুণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া জনক সমীপে উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কহোড় কহিতে লাগিলেন, হে জনক! জনগণ কর্ম্ম দ্বারা এই নিমিত্তেই পুত্র ইচ্ছা করিয়া থাকে, আমি যে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হই নাই, আমার পুত্র সেই কর্ম্ম নিষ্পাদন করিল। দুর্ব্বল ব্যক্তিরও বলবান্ পুত্র, মূর্খ ব্যক্তিরও পণ্ডিত পুত্র এবং অজ্ঞানী ব্যক্তিরও জ্ঞানী পুত্র হইয়া থাকে। বন্দী কহিলেন, মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক, যুদ্ধ স্থলে স্বয়ং যম তীক্ষ্ণ পরশু দ্বারা আপনকার শত্রুদিগের শিরশ্ছেদন করুন। আপনার এই যজ্ঞে সাম ও উক্‌থ উৎকৃষ্ট রূপে গীত হইতেছে, সোমরস সম্যক্ রূপে পীত হইতেছে এবং দেবগণ হৃষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া পবিত্র যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করিতেছেন।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! তদনন্তর বন্দী জল-মধ্য হইতে সমুত্থিত সেই সমস্ত সুপ্রভান্বিত

বিপ্রদিগের সাক্ষাতে জনক রাজার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সাগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অষ্টাবক্রও বরুণ-পুত্র বন্দীকে পরাজয় করণানন্তর ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যথাবিধি পূজিত হইয়া পিতাকে অর্চনা পূর্ব্বক মাতুলের সহিত স্বকীয় মুখ্যাশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তাঁহার পিতা তাঁহার মাতার নিকটে তাঁহাকে কহিলেন, তুমি এই সমঙ্গা নদীতে শীঘ্র প্রবেশ কর। অষ্টাবক্র পিতার আজ্ঞানুসারে সমঙ্গা নদী মধ্যে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার অঙ্গের বক্রতা বিনষ্ট হইল, তিনি সম অঙ্গ বিশিষ্ট হইয়া নদী হইতে উত্থিত হইলেন। হে কৌন্তেয়! এই নদীতে অষ্টাবক্রের সম অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গ সমান হইয়াছিল, এই নিমিত্তে ইহার নাম সমঙ্গা হইয়াছে। এই পুণ্যপ্রদা নদীতে স্নান করিলে কিল্বিষ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, অতএব হে আজমীঢ়! আপনি ভার্য্যা ও ভ্রাতাদিগের সহিত এই নদীতে স্নানাবগাহন ও জল পান নিমিত্তে প্রবেশ করুন। আপনি এই স্থলে ভ্রাতা ও বিপ্রগণের সহিত প্রীতচিত্ত হইয়া সুখে বাস করুন। পবিত্র কর্ম্মে আপনার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা আছে, অতএব আপনি ইহার পরে অন্যান্য পুণ্য কর্ম্ম সকল আমার সহিত আচরণ করিবেন।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৩৪ ॥

লোমশ কহিলেন, রাজন্! এই যে মধুবিলা সমঙ্গা নদী প্রকাশ পাইতেছে, ইহার নাম পূর্ব্বে কর্দ্দমিল ছিল; এই তীর্থে ভরতের অভিষেক হয় এবং শচীপতি বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিলে অলক্ষ্মী তাঁহাকে আশ্রয় করায় তিনি এই সমঙ্গায় স্নান করিয়া সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হন। হে নরনাথ! এই মৈনাক পর্ব্বতের কুক্ষিতে বিনশন তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে; অদিতি এই স্থানে পূর্ব্ব কালে পুত্রার্থে ব্রহ্মৌদন পাক করেন। হে পুরুষ প্রবর গণ! আপনারা এই পর্ব্বত রাজ মৈনাকে আরোহণ করিয়া অকীর্ত্তনীয়া অযশস্করী অলক্ষ্মীকে অবসাদন করুন। হে যুধিষ্ঠির! ঋষিদিগের প্রিয় এই সকল কনখল পর্ব্বত এবং এই মহানদী গঙ্গা বিরাজ করিতেছেন। পূর্ব্ব কালে ভগবান্ সনৎকুমার এই স্থলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন; হে আজমীঢ়! আপনি এই সুরতরঙ্গিণীতে অবগাহন করিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে প্রমুক্ত হইতে পারিবেন। হে কৌন্তেয়! আপনি অমাত্য সহিত এই পুণ্যাখ্য জল-হ্রদ, ভৃগুতুঙ্গ নামক শৈল ও তুষ্ণী গঙ্গা স্পর্শ করুন। স্থূলশিরা ঋষির এই রমণীয় আশ্রম প্রকাশ পাইতেছে, আপনি এ স্থলে মান ও ক্রোধ বিসর্জ্জন করুন। মহারাজ! এই শ্রীযুক্ত রৈভ্যাশ্রম দৃষ্ট হইতেছে, এই স্থলে ভরদ্বাজসন্তান যবক্রীত কবি বিনষ্ট হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রতাপশীল ভরদ্বাজ-পুত্র যবক্রীত কি রূপ যুক্ত ছিলেন এবং তিনি মুনিপুত্র হইয়া কি নিমিত্তই বা বিনষ্ট হন, এতৎ সমুদয় যে প্রকারে হইয়াছিল, তাহা তত্ত্বত শ্রবণ করিতে আমি সমুৎসুক হইয়াছি; দেবকল্প ব্যক্তি দিগের কর্ম্ম সকল কীর্ত্তিত হইলে তৎ শ্রবণে আমার অতীব হর্ষোদয় হয়।

লোমশ কহিলেন, হে ভারত! ভরদ্বাজ ও রৈভ্য নামে দুই মুনি পরস্পর সখা ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে অত্যন্ত প্রণয় সহকারে এই স্থানে একত্র বসতি করিতেন। রৈভ্যের অর্ব্বাবসু ও পরাবসু নামে দুই পুত্র এবং ভরদ্বাজের যবক্রী নামে এক পুত্র ছিল। রৈভ্য পুত্র দ্বয়ের সহিত বিদ্বান্ ছিলেন; ভরদ্বাজ কেবল তপস্যায় অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের উভয়েরই উভয়ের সহিত বাল্যাবধি অতুলা প্রীতি ছিল। পরন্তু যবক্রী তপঃপরায়ণ পিতা ভরদ্বাজকে বিপ্র গণ কর্ত্তৃক অসৎকৃত এবং রৈভ্য ও তাঁহার পুত্রদিগকে বিপ্র গণ কর্ত্তৃক সৎকৃত দেখিয়া শোকাভিমগ্ন হইয়া পরিতাপান্বিত হইলেন। অনন্তর তেজস্বী যবক্রী বেদ জ্ঞানের নিমিত্তে

ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি অতি প্রদীপ্ত মহা হুতাশনে শরীর উপতাপিত করত এমত উৎকট তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন যে তাহাতে ইন্দ্রের মনে সন্তাপ জন্মিল। ইন্দ্র যবক্রীর সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি নিমিত্তে এই কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছ?

যবক্রীত কহিলেন, হে সুরগণ-বন্দিত! বেদ সকল অধীত না হইয়াও দ্বিজদিগের সম্বন্ধে প্রতিভাত হয়, এই অভিপ্রায়ে আমি এই পরম তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হে পাকশাসন! আমার এই সমারম্ভ কেবল স্বাধ্যায়ার্থ; আমি তপস্যা দ্বারা সকল শাস্ত্র জানিতে ইচ্ছা করি। হে বিভো! বেদ সকল গুরু মুখ হইতে অবগত হইতে বহু কাল অপেক্ষা করে, এই জন্য আমার এই পরম যত্নে আস্থা হইয়াছে।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! তুমি যে পথে গমন করিতে অভিলাষ করিতেছ, ইহা সুপথ নহে, অতএব তোমার শারীরিক কষ্টে প্রয়োজন কি? তুমি গিয়া গুরু মুখ হইতে অধ্যয়ন কর।

লোমশ কহিলেন, দেবরাজ ইহা বলিয়া তথা হইতে গমন করিলেন। অমিত-বিক্রম যবক্রীতও পুনর্ব্বার তপস্যাতে মনোভিনিবেশ করিলেন। হে রাজন্! ইহা আমাদিগের শ্রুত হইয়াছে যে, তিনি পুনর্ব্বার মহা কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া তদ্দ্বারা দেবেন্দ্রকে সাতিশয় সন্তাপিত করিলেন। বল-বিনাশন দেবেন্দ্র তাদৃশ তীব্র তপঃ পরায়ণ মহামুনির নিকটে পুনর্ব্বার গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করত কহিলেন, হে মুনে! তোমার এই সমারম্ভ অসাধ্য সাধন বিষয়ে হইতেছে, এই তপস্যা দ্বারা তোমার ও তোমার পিতার সম্বন্ধে যে, বেদ সকল প্রতিভাত হইবে, ইহা তোমার বুদ্ধির কার্য্য হয় নাই।

যবক্রীত কহিলেন, হে দেবরাজ! যদি আপনি মদীয় অভিলষিত পূর্ণ না করেন, তবে আমি মহা নিয়মাবলম্বন পূর্ব্বক অতি নিদারুণ তপস্যাচরণ করিব। হে মঘবন্! যদি আপনি আমার মনোভীষ্ট সমস্ত সিদ্ধ না করেন, তবে আপনি নিশ্চয় জানুন যে, আমি আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্ত্তন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিব।

লোমশ কহিলেন, ধীমান্ ইন্দ্র মহাত্মা যবক্রীত মুনির তদভিপ্রায় অন্যথা হইবার নহে জ্ঞাত হইয়া তন্নিবারণ হেতু বুদ্ধি দ্বারা উপায় চিন্তা করত বহু শত বর্ষীয় যক্ষ্ম-রোগগ্রস্ত দুর্ব্বল তাপস ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিলেন, এবং ভাগীরথীর যে ঘট্ট যবক্রীত মুনির শৌচ কার্য্য নিমিত্তে নিরূপিত ছিল, সেই ঘট্টে বালুকা দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! যখন দ্বিজোত্তম যবক্রীত দেবরাজের বাক্য রক্ষা করিলেন না, তখন দেবরাজ দ্বিজোত্তমকে উদাহরণ দেখাইবার নিমিত্তে গঙ্গাতে নিরন্তর বালুকা মুষ্টি বিসর্জ্জন করত তদ্দ্বারা ভাগীরথী পূরণ করিয়া সেতু প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। মুনিপুঙ্গব, বর্ষিষ্ঠকে নদী বন্ধনে যত্ন-বিশিষ্ট দেখিয়া সহাস্য আস্যে এই বাক্য বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ইহা কি হইতেছে? আপনার কি কার্য্য করিবার অভিলাষ যে আপনি নিরর্থক এই অতীব মহা যত্ন করিতেছেন?

ইন্দ্র কহিলেন, বৎস! মনুষ্য দিগের পুনঃ পুন গঙ্গা পার গমন জন্য ক্লেশ হয়, এই নিমিত্তে গঙ্গাতে সেতু বন্ধন করিব, তাহা হইলে সুগম পথ হইবে।

যবক্রীত কহিলেন, হে তপোধন! গঙ্গার এই প্রবল বেগ আপনি বদ্ধ করিতে পারিবেন না, এই অসাধ্য ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হউন, শক্য বিষয় সাধনে সচেষ্ট হউন।

ইন্দ্র কহিলেন, তুমি যেমন বেদের নিমিত্তে অসাধ্য সাধন তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছ, আমিও তদ্রূপ এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

যবক্রীত কহিলেন, হে ত্রিদশেশ্বর পাকশাসন!

যদ্রূপ আপনকার এই সমারম্ভ নিরর্থক, তদ্রূপ যদি আপনি আমারও এই কার্য্য নিরর্থক বিবেচনা করেন, তবে যাহা শক্য হয়, তাহাই করুন এবং আমাকে অন্যান্য বর প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমি অন্যকে অতিক্রম করিতে পারি।

লোমশ কহিলেন, মহাতপা যবক্রী যে যে বর প্রার্থনা করিলেন, ইন্দ্র তৎ সমস্ত তাঁহাকে এই বলিয়া প্রদান করিলেন, যবক্রীত! তোমার ও ত্বদীয় পিতার যথাভিলষিত বেদ সকল প্রতিভাত হইবে এবং অন্য কামনা যাহা তুমি আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, তাহাও পূর্ণ হইবে, এক্ষণে গমন কর।

অনন্তর যবক্রীত লব্ধকাম হইয়া পিতার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, পিত! আমার ও আপনকার উভয়ের প্রতিই বেদ সকল প্রতিভাত হইবে এবং অন্যান্য ব্যক্তি হইতে আমরা বরিষ্ঠ হইব, এই সকল বর লাভ করিয়াছি।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে তাত! তুমি দৈন্যাবস্থায় যখন এই রূপ বর লাভ করিয়াছ, তখন তোমার অন্তঃকরণে দর্প সঞ্চারিত হইবে, সুতরাং তুমি দর্পপূর্ণ হইলে তোমাকে অবিলম্বেই মৃত্যু পথ অবলোকন করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেবগণ কর্তৃক উদাহৃত এই সকল গাথা বিজ্ঞগণ উদাহরণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব কালে বালধি নামে বীর্য্যবান্ এক মুনি ছিলেন; তিনি পুত্র শোকে উদ্বিগ্ন হইয়া "আমার এক অমর্ত্য সন্তান হউক" এই কামনায় সুদুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি তাদৃশ পুত্রও লাভ করেন। দেবতারা ঋষির প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রকে অমর তুল্য করিলেন না, যে হেতু মর্ত্য কখন অমর্ত্য হয় না, অতএব তাঁহারা বালধিকে কহিলেন, তোমার পুত্র নিমিত্তায়ু হইবে। বালধি কহিলেন, হে সুরোত্তমগণ! এই যে মহীধর সকল অক্ষয় হইয়া নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহারাই মৎপুত্রের পরমায়ুর নিমিত্ত স্বরূপ হইবে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে বৎস! পরে বালধি ঋষির মেধাবী নামে এক পুত্র হইল, সে সতত ক্রোধান্বিত ছিল এবং আপনার পরমায়ু বিষয়ে দেব দত্ত বর শ্রবণে দর্পযুক্ত হইয়া মুনি ঋষি দিগের অবমাননা ও অনিষ্টাচরণ করত এই পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত। বালধি-পুত্র মেধাবী একদা মহাবীর্য্য মনীষী ধনুষাক্ষ নিকটে গমন করিয়া তাঁহার অপকার করিল। তাহাতে বীর্য্যবান্ ধনুষাক্ষ কুপিত হইয়া তাহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন, তুই ভস্ম হ; কিন্তু সে ভস্ম হইল না। বীর্য্যবান্ ধনুষাক্ষ সেই মেধাবীকে নিরাময় দেখিয়া মহিষ দ্বারা তাহার পরমায়ুর নিমিত্ত পর্ব্বত সকল ভেদ করাইলেন। নিমিত্ত বিনষ্ট হইবামাত্র সেই শিশু নিধন-গ্রস্ত হইল। তদনন্তর তাহার পিতা মৃত পুত্রকে গ্রহণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সমস্ত বেদবেত্তা মুনিরা বালধিকে পরমার্ত্তবৎ পুনঃপুন বিলাপ করিতে দেখিয়া যে গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর, মনুষ্য কোন প্রকারেই দৈব নির্দ্দিষ্ট বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; মনীষী ধনুষাক্ষ মহিষগণ দ্বারা মহীধর সকলও ভগ্ন করাইলেন। হে পুত্র! এই রূপ তপস্বি-বালকেরা যেমন বর লাভে দর্প-পূর্ণ হইয়া সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ যেন তোমাকে না হইতে হয়। বৎস! এই রৈভ্য ঋষি মহাবীর্য্যশালী এবং ইহাঁর পুত্র দুই টিও তত্তুল্য, অতএব যাহাতে ইহাঁর নিকট তোমাকে অভ্যাগত না হইতে হয়, সতর্কতা পূর্ব্বক তাহা করিবে। হে বৎস! এই মহা ঋষি রৈভ্য তপস্বী ও কোপন স্বভাব; ইনি ক্রুদ্ধ হইলে রোষ প্রযুক্ত পীড়া প্রদানে সমর্থ হইবেন। যবক্রীত কহিলেন, তাত! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, আপনি কোন প্রকারে পরিতাপ করিবেন না; আপনি আমার যেমন মান্য পিতা, রৈভ্যও আমার তদ্রূপ মান্য।

লোমশ কহিলেন, যবক্রীত পিতাকে ঐ রূপ

মধুর বাক্য কহিয়া পরমাহ্লাদে সন্তুষ্ট হইয়া অকুতোভয়ে অন্যান্য ঋষিদিগের অহিত্যাচরণ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চ ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৫।

লোমশ কহিলেন, হে ভারত! একদা বৈশাখ মাসে যবক্রী অকুতোভয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে রৈভ্যের আশ্রমে গমন করিলেন। তিনি পুষ্পিত বৃক্ষগণে বিভূষিত রমণীয় সেই আশ্রমে রৈভ্য ঋষির পুত্রবধূকে কিন্নরীর ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিলেন এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মদনায়ত্ত-চিত্ত হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই লজ্জাবতী কামিনীকে কহিলেন, তুমি আমাকে ভজনা কর। পরাবসু-ভার্য্যা সেই রমণী যবক্রীতের চরিত্র জ্ঞাত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার শাপ ভয়ে ভীতা হইয়া এবং রৈভ্য ঋষির তেজস্বিতা মনে করিয়া, তাহা হইবে, বলিয়া গমন করিতে লাগিলেন; তদনন্তর মনে মনে বিতর্ক করিয়া তাঁহাকে নির্জ্জনে গোপন ভাবে রাখিলেন। হে অরিন্দম! তৎকালে রৈভ্য ঋষি স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি পুত্রবধূ পরাবসু-ভার্য্যাকে আর্ত্তা ও রোদন পরায়ণা দেখিয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত তাঁহার রোদন করিবার কারণ জিজ্ঞাসিলেন। সেই কল্যাণী, যবক্রী যাহা বলিয়াছিলেন ও আপনি বুদ্ধি পূর্ব্বক তাঁহাকে যে রূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তৎসমুদয় কহিলেন। তখন রৈভ্যের কর্ণ কুহরে যবক্রীর চেষ্টিত বিষয় প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে একে বারে ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কোপন স্বভাব তপস্বী অতি মাত্র কোপাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ এক টা জটা উৎপাটন পূর্ব্বক সুসংস্কৃতানলে আহুতি দিলেন; তাহাতে তাঁহার সেই পুত্রবধূ সদৃশী এক নারীরূপ কৃত্যা উৎপন্না হইল। তৎপরে পুনরায় আর এক টা জটা উৎপাটন করিয়া বহ্নিতে হবন করিলেন; তাহাতে এক টা ভীম দর্শন ঘোর-নেত্র রাক্ষস উৎপন্ন হইল। তখন তাহারা উভয়ে রৈভ্য ঋষিকে কহিল, আমাদিগকে কি কার্য্য করিতে হইবে? অমর্ষ পরবশ ঋষি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যবক্রীতকে বধ কর। তাহারা, যে আজ্ঞা, বলিয়া যবক্রীতকে বিনাশ করিবার মানসে গমন করিল। হে ভারত! তদনন্তর মহাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টা ঐ নারী রূপ কৃত্যা যবক্রীতের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে মোহিত প্রায় করত তাঁহার কমণ্ডলু হরণ করিল। তদনন্তর সেই রাক্ষস যবক্রীতকে অপহৃত-কমণ্ডলু ও উচ্ছিষ্ট-যুক্ত দেখিয়া শূল উদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। যবক্রী সহসা রাক্ষসকে শূল হস্তে হননাভিলাষে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দ্রুত গতিতে সরোবরাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সরোবর সলিল বিহীন দেখিয়া ত্বরা পূর্ব্বক পুনরায় ক্রমে ক্রমে সকল নদীতেই বেড়াইলেন, কিন্তু তৎকালে সমস্ত নদীই শুষ্ক হইয়াছিল। তিনি উদ্যত-শূল-হস্ত নিদারুণ রাক্ষস কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র নিরোধ্যমান ও ভীত হইয়া অবশেষে সহসা পিতার অগ্নিহোত্র শালায় প্রবেশ করিলেন। হে পার্থিব! তথাকার দ্বারপাল অন্ধ শূদ্র, প্রবিশমান যবক্রীতকে বল পূর্ব্বক দ্বারে নিরোধ করিলে, তিনি উপায়াভাবে সেই স্থানেই দণ্ডায়মান হইলেন; ইত্যবসরে সেই রাক্ষস দ্বারী শূদ্র কর্ত্তৃক নিগৃহীত যবক্রীতের বক্ষঃস্থলে শূল নিক্ষেপ করিল। ঋষি-তনয় শূলাঘাতে ভিন্ন-হৃদয় হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। রাক্ষস যবক্রীতকে বধ করিয়া রৈভ্য নিকটে গমন করিল এবং রৈভ্যের অনুজ্ঞানুসারে সেই নারীর সহিত বাস করিতে লাগিল।

ষট্‌ ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৬।

লোমশ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! ভরদ্বাজ নিত্য

কার্য্য স্বাধ্যায় সমাপনানন্তর সমিৎ সমূহ সংগ্রহ করিয়া নিজাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নি সকল তাঁহাকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশিখ হইয়া প্রজ্বলিত হইত, সে দিবস হতপুত্র ঋষি অশৌচ যুক্ত থাকায় পূর্ব্বের ন্যায় প্রজ্বলিত হইল না। মহাতপা ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্রের বিকৃতি ভাব লক্ষ করিয়া উপবিষ্ট অন্ধ শূদ্র দ্বারীকে কহিলেন, শূদ্র! আজি অগ্নি সকল কি নিমিত্তে আমার নিকট স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না? তোমাকেই বা কি জন্য পূর্ব্ববৎ দেখিতেছি না? আমার এই আশ্রমে সমস্ত মঙ্গল ত? আমার অল্পবুদ্ধি সন্তান ত রৈভ্যাশ্রমে যায় নাই, তাহা আমাকে শীঘ্র বল, আমার মন শুদ্ধ হইতেছে না। শূদ্র কহিল, প্রভো! আপনকার ঐ মন্দবুদ্ধি সন্তান রৈভ্যাশ্রমে গিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তিনি এক বলীয়ান্ রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূ শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তিনি শূলহস্ত রাক্ষস কর্ত্তৃক নিরোধ্যমান, অশুচি ও জলার্থী হইয়া অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করণে উদ্যত হইলে, আমি বাহু দ্বয় প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে অগ্নিহোত্রালয়ে গমনে নিবারিত করিলাম, তাহাতে তিনি হতাশ হইয়া নিরুপায় হইলে, রাক্ষস অতিবেগে আসিয়া শূল দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিল।

ভরদ্বাজ মুনি শূদ্র নিকটে মহৎ বিপ্রিয় বার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া মৃত পুত্র লইয়া বিলাপ করত কহিতে লাগিলেন, হা বৎস! তুমি ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্তে তপস্যা করিয়াছিলে যে, দ্বিজগণের অনধীত বেদ সকল প্রতিভাত হয়, তুমি মহাত্মা বিপ্রগণের প্রতি এরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলে। তুমি কর্কশ স্বভাব হইয়াও সর্ব্ব প্রাণীর নিকটে অনপরাধী ছিলে। আমি যে তোমাকে রৈভ্যাশ্রম দেখিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি তুমি সেই কালান্তক যমোপম আশ্রম দেখিতেই গমন করিয়াছিলে! আমি বৃদ্ধ ও আমার আর দ্বিতীয় পুত্র নাই, ইহা জানিয়াও সেই পরম দুর্ব্বুদ্ধি মহাতেজা রৈভ্য ক্রোধের বশানুগামী হইল! হে পুত্র! রৈভ্যের কর্ম্মে আমি পুত্র শোক প্রাপ্ত হইলাম, অতএব আমি তোমা ব্যতীত, পৃথিবীতে সকল হইতে ইষ্টতম যে প্রাণ, তাহাও পরিত্যাগ করিব। আমি যেমন পুত্রশোকাক্রান্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করিতেছি, তেমনি যেন রৈভ্যও বিনাপরাধে জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃক শীঘ্র বিনষ্ট হয়। যাহাদিগের আদৌ পুত্র জন্মে নাই, তাহারাই সুখী, যেহেতু তাহারা পুত্র শোক প্রাপ্ত না হইয়া যথা সুখে বিচরণ করিতেছে। হা! যাহারা পুত্র শোক হেতু অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্ত ও আর্ত্ত হইয়া প্রিয় সখাকে শাপ দেয়, তাহাদিগের হইতে আর পাপীয়ান্ কে আছে! আমি পুত্রকে মৃত দেখিয়া ইষ্ট সখাকে অভিশাপ দিলাম, অতএব আমা হইতে দ্বিতীয় আর কোন্ ব্যক্তি ঈদৃশ আপদ্ অনুভব করিবে!

লোমশ কহিলেন, ভরদ্বাজ এরূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া পুত্রের দাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। পশ্চাৎ আপনিও প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৭ ॥

লোমশ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! ঐ সময়ে রৈভ্যযজমান প্রতাপবান্ মহাভাগ বৃহদ্যুম্ন মহীপাল যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই ধীমান্ বৃহদ্যুম্ন, পরস্পর সহায় রৈভ্যনন্দন অর্ব্বাবসু ও পরাবসুকে যজ্ঞার্থ বরণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে পিতার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক সত্র সম্পাদনার্থ গমন করিলেন; আশ্রমে রৈভ্য ও পরাবসুর পত্নী রহিলেন। অনন্তর এক দিবস রজনী যোগে পরাবসু একাকী আশ্রম দর্শন নিমিত্তে গৃহে গমন করিলেন। তথায় বন মধ্যে তাঁহার পিতা রৈভ্য কৃষ্ণসার চর্ম্মে পরিবৃত হইয়া শয়ান ছিলেন। তৎকালে পরাবসু নিদ্রায় অন্ধপ্রায় হইয়াছিলেন, তিনি সেই অন্ধকারাবৃত নিশা

শেষে নিবিড় অরণ্য মধ্যে মৃগচর্ম্মাবৃত পিতাকে দেখিয়া বিচরণকারী মৃগ বোধ করিলেন। তখন তিনি আত্ম ত্রাণ কামনায় অনিচ্ছাক্রমে পিতাকে নিহত করিলেন। হে ভারত! পরে তাঁহার ঊর্দ্ধ-দৈহিক ক্রিয়া সমস্ত সমাপন করিয়া পুনরায় সেই যজ্ঞ স্থলে আগমন পূর্ব্বক ভ্রাতাকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমি পিতাকে মৃগ মনে করিয়া হিংসা করিয়াছি; এক্ষণে তুমি একাকী এই যজ্ঞীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে কোন প্রকারে সমর্থ হইবে না, কিন্তু আমি একাকী ইহা সম্পন্ন করিতে পারিব; অতএব তুমি মদর্থ ব্রহ্মহিংসন ব্রত অনুষ্ঠান কর। অর্ব্বাবসু কহিলেন, আপনি ধীমান্ বৃহদ্যুম্নের এই সত্র নির্ব্বাহ করুন, আমি আপনকার নিমিত্তে নিয়-তেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মহিংসন ব্রত আচরণ করিব।

লোমশ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! অর্ব্বাবসু মুনি, পরাবসুর ব্রহ্মবধ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার যজ্ঞ স্থলে উপনীত হইলেন। তদনন্তর পরাবসু ভ্রাতাকে সমুপস্থিত দেখিয়া হর্ষ গদ্গদ বাক্যে বৃহদ্যুম্ন নৃপতিকে কহিলেন, মহারাজ! এই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা-কারী, এ যেন আপনার যজ্ঞ দেখিবার নিমিত্তে এখানে প্রবেশ না করে; ব্রহ্মহা ব্যক্তি দর্শন মাত্রেই আপনাকে পীড়িত করিতে পারে সংশয় নাই। তখন রাজা এই কথা শুনিবা মাত্র প্রেষ্য গণকে কহিলেন, ইহাকে এখান হইতে অপসৃত কর। হে রাজন্! কিঙ্করেরা অর্ব্বাবসুকে উৎসারিত করিলে, অর্ব্বাবসু তখন পুনঃপুন এই রূপ কহিতে লাগি-লেন, এই ব্রহ্মহত্যা আমি করি নাই। হে ভারত! কিঙ্করেরা, তাঁহাকে হে ব্রহ্মহন্! হে ব্রহ্মহন্! এই বলিয়া বারম্বার সম্বোধন করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি ঐ ব্রহ্মহত্যা তাঁহার স্বয়ং কৃত বলিয়া স্বীকার করিলেন না এবং বারম্বার কহিলেন যে, আমার ভ্রাতা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে তৎপাপ হইতে পরিমোক্ষিত করিয়াছি। তিনি এবম্প্রকার বলিলেও কিঙ্করেরা তাঁহাকে মিথ্যা-বাদী বলিয়া সম্ভাষণ করাতে, সেই মহাতপা ব্রহ্মর্ষি ক্রোধভরে মৌনী হইয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন, এবং তথায় দিবাকরকে আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট তপস্যাচরণ করত সূর্য্য-সম্বন্ধীয় রহস্য বেদ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে অগ্রভুক্ অব্যয় মার্ত্তণ্ড স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। হে নৃপ! দেবগণ তাঁহার কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মধ্যে গণ্য করিলেন ও পরাবসুকে প্রত্যাখ্যান করি-লেন। অনন্তর অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা দ্বিজসত্তম অর্ব্বাবসুকে বর দানে উদ্যত হইলে, তিনি স্বীয় পিতা, ভরদ্বাজ ও যবক্রীতের উত্থান, ভ্রাতার নিরূ-পরাধ, পিতার বধ বিষয়ে অস্মরণ এবং স্বকৃত সৌর বেদের প্রতিষ্ঠা, এই সকল বর প্রার্থনা করিলেন। দে-বতারা, তথাস্তু, বলিয়া ঐ সকল বর দান করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তদনন্তর তাঁহারা সকলে প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর যবক্রীত অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে কহিলেন, হে অমরোত্তম গণ! আমি বেদাধ্যয়ন ও ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছি, অতএব আমাকে অধ্যয়ন-সম্পন্ন ও তপস্বী ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, তবে আ-মাকে রৈভ্য ঋষি তাদৃশ বিধিতে কি প্রকারে হনন করিতে সমর্থ হইলেন? দেবতারা কহিলেন, হে যবক্রীত মুনে! তুমি যে রূপ বলিতেছ, এ রূপ মনে করিও না, যেহেতু পূর্ব্বে তুমি গুরূপদেশ ব্যতীত যথা সুখে বেদাধ্যয়ন করিয়াছ, আর ইনি স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা আচার্য্যের পরিতোষ জন্মাইয়া বহু ক্লেশে বহু কালে বেদ শিক্ষা করিয়াছেন।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রাদি দেবগণ যবক্রীতকে একপ কহিয়া এবং ভরদ্বাজ প্রভৃতি সকলকে সঞ্জীবিত করিয়া পুনরায় ত্রিপিষ্টপে গমন করিলেন। হে রাজশার্দ্দূল! সেই যবক্রীতের সর্ব্বদা পুষ্প ফল যুক্ত বৃক্ষ সমাকীর্ণ এই পুণ্যাশ্রম প্রকাশ পাইতেছে; এখানে আপনি বাস করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩৮॥

লোমশ কহিলেন, হে ভরত-নন্দন মহীপতি কৌন্তেয়! আপনি উশীর বীজ, মৈনাক, শ্বেত গিরি ও কালশৈল গিরিতে সমতীত হইলেন। এই গঙ্গা সপ্তবিধা হইয়া বিরাজ করিতেছেন, এই স্থান নির্ম্মল ও পুণ্য জনক. এখানে অগ্নি নিয়তই প্রজ্ব-লিত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা এই ক্ষণে এই অদ্ভুত স্থান দৃষ্টিগোচর করিতে পারে না, অতএব আপ-নারা সকলে অবিচলিত চিত্তে সমাধি অবলম্বন করুন, তাহা হইলে এই সকল তীর্থ দর্শন করিতে পারিবেন। হে কৌন্তেয়! আপনি দেবগণের চরণা-ঙ্কিত ক্রীড়া স্থান এই কালশৈল পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে অতিক্রম করিলেন; এক্ষণে আমরা শ্বেত গিরি ও মন্দর পর্ব্বতে প্রবেশ করিব. যে স্থানে মাণি-বর যক্ষ ও যক্ষপতি কুবের অবস্থান করেন। হে রাজন্! অষ্টাশীতি সহস্র সংখ্য দ্রুতগামী গন্ধর্ব্ব এবং তাহার চতুর্গুণসংখ্য কিন্নর ও যক্ষ অনেক প্রকার রূপধারী ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমন্বিত হইয়া যক্ষেন্দ্র মাণিভদ্রকে উপাসনা করিয়া থাকে। এ স্থানে তাহাদিগের অতীব সমৃদ্ধি; তাহারা গমনে বায়ু তুল্য; তাহারা দেবরাজকেও নিশ্চিত রূপে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারে। হে বৎস পার্থ! অত্রত্য পর্ব্বত সকল সেই সকল বলশালী ও তদ্বিধ রাক্ষস-গণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়ায় দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে, অতএব আপনি পরম সমাধিতে মনোনিবেশ করুন। হে কুন্তী-নন্দন! এ স্থলে পূর্ব্বোক্ত যক্ষ কিন্নর ব্যতীত কুবের-সচিব রৌদ্র ও মৈত্র রাক্ষস সকল আছে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগকে সঙ্গত হইতে হইবে, অতএব আপনি বিক্রম বিষ-য়েও সংযত হউন। হে ভরত-নন্দন মহীপাল! কৈ-লাস পর্ব্বত ছয় শত যোজন উচ্ছ্রিত, তথায় দেবগণ সমাগত হইয়া থাকেন ও বিশালা বদরী বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং অসংখ্যেয় যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, নাগ, সুপর্ণ ও গন্ধর্ব্বগণ কুবের সদনের সমীপে বিদ্যমান থাকে। হে পার্থ! আপনি অদ্য ভীম-সেনের বল দ্বারা ও আমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তপ ও দম প্রভাবে তাহাদিগকে বিলোড়িত করিবেন। হে মহাদ্যুতে! বরুণ দেব, সমিতিঞ্জয় যমরাজ, গঙ্গা, যমুনা ও কৈলাস পর্ব্বত আপনার মঙ্গল বিধান করুন এবং মরুদ্গণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, সরোবর ও সরিৎ সমস্ত ইহাঁরা দেব, অসুর ও বসুগণ হইতে আপনার স্বস্তি বিধান করুন। হে গঙ্গে! হে দেবি! দেবরাজের কেলিমণ্ডপ সুমেরু হইতে আপনার তরঙ্গ ধ্বনি শ্রবণ করিতেছি। হে সুভগে! আপনি সমস্ত আজমীঢ় বংশীয় জনের বন্দনীয় এই নরেন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে গিরি সকল হইতে রক্ষা করুন। হে শৈলসুতে! আপনি শৈলগণ মধ্যে প্রবেশাভিলাষী এই যুধিষ্ঠির নৃপতিকে শর্ম্ম প্রদান করুন।

বিপ্র লোমশ মুনি জহ্নু-তনয়ার নিকট এরূপ প্রার্থনা করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে, আপনি সংযত হউন, বলিয়া অনুমতি করিলেন। যুধিষ্ঠির সকলকে সম্বোধিয়া কহিলেন, এ স্থলে লোমশ ঋষিরও অভূত-পূর্ব্ব ভয় জন্মিয়াছে, যে হেতু ইহাঁর মতে এই দেশ অত্যন্ত দুর্গম, অতএব তোমরা সকলে কৃষ্ণাকে রক্ষা কর, অনবহিত হইও না, পরম শৌচ আ-চরণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির উদার-বীর্য্য ভীমকে কহিলেন, হে বৎস ভীমসেন! তুমি যত্ন পূর্ব্বক পাঞ্চালীকে রক্ষা কর। অর্জ্জুন সন্নিহিত থাকুন বা, না থাকুন, ভয়াবহ বিষয় উপ-স্থিত হইলে কৃষ্ণা তোমাকেই আশ্রয় করেন। তৎ পরে মহাত্মা ধর্ম্ম-কুমার মাদ্রী-তনয় দ্বয়ের মস্তকা-ঘ্রাণ ও গাত্র মার্জ্জনা করত বাষ্প গদ্গদ বচনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ভীত হইও না, অপ্রমাদ চিত্ত হইয়া আগমন কর।

ঊনচত্বারিংশদধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বৃকোদর! মহান্ ও বল-

বান্ প্রাণী সকল অন্তর্হিত রহিয়াছে, অতএব অগ্নিহোত্র ও তপোবলেই গমন করিতে পারা যাইবে। হে বৃকোদর! তুমি নিজ বলের আশ্রয়ে ক্ষুৎ পিপাসা নিবৃত্তি এবং শৌর্য্য ও দাক্ষিণ্য আশ্রয় কর। হে কৌন্তেয়! ঋষি কৈলাস পর্ব্বতের বিষয় যে রূপ বলিলেন, তাহা শুনিলে, অতএব বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা কর দেখি, দ্রৌপদী কি প্রকারে তথায় গমন করিবেন; আমি এই বিবেচনা করি যে, সহদেব, ধৌম্য, সারথি, পাচক, পরিচারক, রথ, অশ্ব ও পথ শ্রান্ত বিপ্রগণের সহিত তুমি এই স্থানে নিবৃত্ত হও; আমি, নকুল ও মহাতপা লোমশ এই তিন জনে স্বল্পাহার ও যতব্রত হইয়া গমন করি। আমি যে পর্য্যন্ত আগমন না করি, সেই পর্য্যন্ত তুমি আমার আগমন প্রতীক্ষায় এই গঙ্গা দ্বারে সমাহিত হইয়া দ্রৌপদীকে রক্ষা করত অবস্থান কর।

ভীমসেন কহিলেন, কল্যাণী রাজ-দুহিতা কৃষ্ণা অর্জ্জুনের দর্শনাভাবে দুঃখার্ত্তা আছেন, ইনি তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্তে শ্রমার্ত্তা হইয়াও গমন করিবেন। একে সমরে অপরাঙ্মুখ মহাত্মা গুড়াকেশের অদর্শনে আপনার অন্তঃকরণে তীব্র উদ্বেগ রহিয়াছে, তাহাতে আবার সহদেবকে, দ্রৌপদীকে ও আমাকে না দেখিলে আপনার চিত্ত যে কি রূপ হইবে, তাহা বলা যায় না; অতএব আমাদিগের পরিচারক, পৌরোগব, সারথি ও দ্বিজগণ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক নিবৃত্ত হউন; ইহাতে আপনি যে রূপ বিবেচনা করেন। হে পুরুষ ব্যাঘ্র! আমি এই রাক্ষসাকীর্ণ পর্ব্বতে বিষম দুর্গমে আপনাকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করি না। এই মহাভাগা পতিব্রতা রাজপুত্রীও আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্ত হইতে উৎসাহ করিতে পারেন না। এই সহদেবের মনোগত ভাবও আমি জ্ঞাত আছি, ইনি আপনার নিরত অনুবর্ত্তী; ইনি কদাচ নিবৃত্ত হইবেন না। হে মহারাজ! আমরা সকলেই সব্যসাচীকে দেখিবার নিমিত্তে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি, অতএব সকলেই মিলিত হইয়া গমন করিব। হে রাজন্! এই বহুতর কন্দরযুক্ত গিরি যদি রথ দ্বারা গমন করিতে শক্য না হয়, তবে আমরা পদব্রজেই যাইব, তজ্জন্য আপনি বিমনা হইবেন না। হে রাজন্! আমি এই বিবেচনা করিতেছি যে, যে যে স্থলে পাঞ্চালী গমন করিতে অসমর্থা হইবেন, সেই সেই স্থানে আমি ইহাঁকে বহন করিব এবং সুকুমার বীর মাদ্রী-নন্দনেরাও যে দুর্গেতে অশক্ত হইয়া পড়িবেন, তথা হইতে ইহাঁদিগের উভয়কেই উত্তীর্ণ করিব; অতএব আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভীমসেন! তুমি যে, যশস্বিনী পাঞ্চালী ও যমজ ভ্রাতৃদ্বয়কে বহন করিতে উৎসাহ প্রকাশ করত এই রূপ বলিতেছ, ইহাতে তোমার বল বৃদ্ধি ও মঙ্গল হউক। হে মহাবাহো! তোমার যে রূপ ক্ষমতা, এতাদৃশ আর অন্যত্র দৃষ্ট হয় না, অতএব তোমার বল, যশ, ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হউক। তুমি যে, দ্রৌপদী, নকুল ও সহদেবকে লইয়া যাইতে উৎসাহ করিতেছ, ইহাতে তোমার গ্লানি ও পরাভব যেন কুত্রাপি না হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মনোরমা দ্রুপদনন্দিনী হাস্য করত রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি গমন করিব, তজ্জন্য আপনি কোন সন্তাপ করিবেন না। লোমশ কহিলেন, হে কুন্তী-তনয়! তপস্যা দ্বারাই গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিতে পারা যাইবে, অতএব আমরা সকলে তপোযুক্ত হই, তাহা হইলে নকুল, সহদেব, ভীমসেন, আপনি এবং আমি, আমরা সকলেই শ্বেতবাহনকে দেখিতে পাইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! তাঁহারা এরূপ কথোপকথন করিতে করিতে হিমবান্ পর্ব্বতে প্রভূত গজবাজি সমাকুল, শত সংখ্য পুলিন্দ সঙ্কুল, কিরাত তঙ্গন গণ সমাকীর্ণ, দেববৃন্দ কর্ত্তৃক পরিসেবিত, বহুতর আশ্চর্য্য বস্তুতে সমন্বিত, সুবাহু

রাজার সুবিস্তীর্ণ রাজ্য আহ্লাদের সহিত সন্দর্শন করিলেন। পুলিন্দেশ্বর সুবাহু তাঁহাদিগকে স্বীয় বিষয়ান্তে সমুপস্থিত দেখিয়া প্রীতি পূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করত গ্রহণ করিলেন। মহাবীর্য্যশালী মহারথ কৌরব-নন্দনেরা সুবাহু কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সে দিবস তথায় সুখে বাস করিলেন। পর দিন হিমবান্ পর্ব্বতের প্রতি সূর্য্য কিরণ নির্ম্মল রূপে সংলগ্ন হইলে ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্য, পৌরোগব ও যাবতীয় পাচকদিগকে এবং দ্রৌপদীর সমস্ত পরিচ্ছদ পুলিন্দাধিপতির নিকট অর্পণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা ধনঞ্জয়কে দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় হৃষ্টচিত্তে মহিষী সহিত তথা হইতে শনৈঃশনৈ পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১৪০ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভীম! হে নকুল! হে সহদেব! হে পাঞ্চালি! তোমরা সকলে শ্রবণ কর; প্রাক্তন কর্ম্মের ভোগ ব্যতীত কখন বিনাশ হয় না, এই দেখ, আমাদিগকে বনচর হইতে হইয়াছে। আমরা দুর্ব্বল ও ক্লেশিত হইতেছি, তথাপি যে, অশক্য স্থানে গমন করিব এই রূপ পরস্পর বলাবলি করিতেছি, ইহা কেবল ধনঞ্জয়কে দেখিবার অভিলাষেই। আমি বীর ধনঞ্জয়কে যে নিকটে দেখিতেছি না, তাহাতে অনল কর্ত্তৃক তুলরাশি দহনের ন্যায় আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। হে বীর! আমি অনুজগণের সহিত অরণ্য আশ্রয় করিয়াছি এবং অর্জ্জুনকে দেখিবার অভিলাষেও আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, বিশেষত যাজ্ঞসেনীর সেই কেশাকর্ষণাদি জনিত কষ্ট স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া আমাকে পরিতাপিত করিতেছে। হে বৃকোদর! আমি সেই নকুলাগ্রজ উগ্রধন্বা অপরাজিত অমিততেজস্বী পার্থকে না দেখিয়া সন্তাপিত হইতেছি; অতএব তাঁহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় রম্য তীর্থ, বন ও সরোবর সকল তোমাদিগের সহিত বিচরণ করিব। হে বৃকোদর! আমি যে, পঞ্চ বৎসর কাল সত্যসন্ধ বীর ধনঞ্জয় বীভৎসুকে দেখিতে পাই নাই, তন্নিমিত্তে সন্তাপিত হইয়াছি। হে বৃকোদর! সেই সিংহ-বিক্রান্তগামী মহাবাহু শ্যামল-শরীর গুড়াকেশকে না দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ সন্তাপিত হইতেছে। হে বৃকোদর! ধনুষ্মানের মধ্যে কেহ যাঁহার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে না এবং যিনি কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধে নিপুণ, সেই কুরুকুল-তিলককে না দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ সন্তাপিত হইতেছে। হে বৃকোদর! যিনি যুদ্ধ কালে শত্রু সংঘ মধ্যে বিচরণ করত কুপিত কৃতান্ত সদৃশ ও মদ মত্ত মাতঙ্গ সন্নিভ হন এবং বল বীর্য্যে ইন্দ্র হইতেও অবর নহেন; আহা! সেই সিংহস্কন্ধ যমজাগ্রজ অমিতবিক্রম শ্বেতাশ্ব ফাল্গুন নিদারুণ দুঃখে পতিত হইয়াছেন! সেই অপরাজিত উগ্রধন্বা ধনঞ্জয়কে না দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ সন্তাপিত হইতেছে। যিনি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইলেও সতত ক্ষমাশীল থাকেন; যিনি সরল পথাবলম্বী পুরুষদিগকে শর্ম্ম ও অভয় দান করিয়া থাকেন; যাঁহার নিকট কোন কুটিল মতি ব্যক্তি কপটতা পূর্ব্বক হিংসায় প্রবৃত্ত হইলে, সে বজ্রধারী ইন্দ্র হইলেও তাহার প্রতি যিনি কাল বিষের ন্যায় হন; শত্রু ব্যক্তিও শরণাগত হইলে যে প্রতাপবান্ অমিতাত্মা মহাবলশালী পুরুষ স্বকীয় অনৃশংস স্বভাব হেতু তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া থাকেন; যিনি আমাদিগের সকলের আশ্রয়, সুখাবহ, রণ মধ্যে অরিকুলের প্রমর্দ্দিতা এবং সমস্ত রত্নের আহর্ত্তা; যাঁহার বীর্য্য দ্বারা বহু জাতীয় বহুবিধ দিব্য বহুল রত্নে পূর্ব্বে আমার অধিকার হইয়াছিল, যাহা এই ক্ষণে সুযোধন প্রাপ্ত হইয়াছে; হে বীর বৃকোদর! যাঁহার বাহু বীর্য্য দ্বারাই পূর্ব্বে আমি ত্রিলোক বিখ্যাতা সর্ব্ব রত্নময়ী সভার স্বামিত্ব লাভ করিয়াছিলাম, যিনি বীর্য্যে বাসুদেবের ন্যায় ও সমরে

কার্ত্তবীর্য্যের তুল্য এবং যুদ্ধে অজেয় ও অনুপমেয়; এতাদৃশ ফাল্গুনকে আমি দেখিতেছি না। হে মহাবাহো! সেই শত্রুঘাতী অর্জ্জুন স্বকীয় বীর্য্য দ্বারাই মহাবীর্য্য সঙ্কর্ষণের, অপরাজিত বাসুদেবের ও তোমার অনুকারী হইয়াছেন। পুরন্দর, বাহু বলে ও প্রভাবে, বায়ু বেগেতে, চন্দ্র মুখ-কান্তিতে এবং সনাতন মৃত্যু ক্রোধে যাঁহার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারেন; হে মহাবাহো! আমরা সকলে সেই নরেন্দ্র বীরের দর্শন কামনায় গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিব। যেখানে নর নারায়ণের আশ্রম বিশালা বদরী আছে, যক্ষ গণের নিরন্তর আবাস স্থান সেই উৎকৃষ্ট গিরি দর্শন করিব এবং মহাতপঃপরায়ণ হইয়া রাক্ষস গণের অভিসেবিত রম্যা কুবের নলিনীতে পদব্রজে গমন করিব। হে ভারত বৃকোদর! সে দেশে যানারোহণে গমন করিতে পারা যায় না এবং নৃশংস, লুব্ধ ও অপ্রশান্ত-চিত্ত পুরুষও তথায় গমন করিতে পারে না; অতএব তথায় আমরা সায়ুধ ও বদ্ধ-খড়্গ হইয়া মহাব্রত বিপ্রগণের সহিত যাইব। হে পার্থ! অসংযত হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলে মক্ষিকা, দংশ, মশক, সিংহ, ব্যাঘ্র ও সরীসৃপ গণের সহিত সমাগম হয়, সংযতাত্মা হইয়া গমন করিলে সে সকল দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব আমাদিগকে ধনঞ্জয়-দিদৃক্ষায় মিতাহার ও নিয়তাত্মা হইয়া গন্ধমাদনে প্রবেশ করিতে হইবে।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪১ ॥

লোমশ কহিলেন, হে পাণ্ডু-পুত্রগণ! তোমরা বহুতর পর্ব্বত, নগর, কানন, নদী ও অনেক শ্রীমন্ত তীর্থ দর্শন এবং কর দ্বারা অনেক তীর্থোদক স্পর্শন করিলে; এক্ষণে প্রশান্ত-চিত্ত ও সমাহিত হও; এই পথ মন্দর পর্ব্বতের দিকে যাইবে; এই পথ দিয়া তোমাদিগকে দেবগণ ও পুণ্যকর্ম্মা দিব্য ঋষিদিগের নিবাস স্থলে গমন করিতে হইবে। হে রাজন্! এই দেবর্ষিগণ সেবিতা শিব-জলাত্মিকা পুণ্যজনিকা সৌম্যা অলকনন্দা প্রবাহিতা হইতেছেন; ইহাঁর আদ্যোপলব্ধি স্থান বদরিকাশ্রম। বৈহায়স মহাত্মা বালিখিল্য ঋষিগণ ও মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণ নিত্য নিত্য ইহাঁর সমীপবর্ত্তী হইয়া সেবা করেন। এই স্থলে মরীচি, পুলহ, ভৃগু ও অঙ্গিরা, এই সকল পুণ্যনিস্বন সামগেরা সাম গান করেন; মরুদ্গণের সহিত সুররাজ নিত্য-কৃত্য জপ করিয়া থাকেন, তৎকালে সাধ্যগণ ও অশ্বিনী-কুমারদ্বয় তাঁহার নিয়ত অনুবর্ত্তী হন এবং চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহগণ ও অন্যান্য জ্যোতিঃ পদার্থ সকল দিবা রাত্রি বিভাগ ক্রমে এই নদীর অনুগামী হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। হে মহাভাগ! যাঁহা দ্বারা লোক-স্থিতি হয়, সেই বৃষধ্বজ মহাদেব গঙ্গাদ্বারে ইহাঁরই সলিল মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। হে বৎসগণ! তোমরা সকলে প্রযতাত্মা হইয়া এই ভগবতী গঙ্গা দেবীর সমীপে গমন পূর্ব্বক অভিবাদন কর।

পাণ্ডবেরা মহাত্মা লোমশের এই বচন শ্রবণ করিয়া সংযত চিত্তে আকাশগঙ্গা অলকনন্দাকে প্রণাম করিলেন। ধর্ম্মচারী পাণ্ডবেরা সকলে গঙ্গা দেবীকে প্রণাম করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে পুনরায় ঋষিগণের সহিত তথা হইতে যাত্রা করিলেন। তদনন্তর সেই নরেন্দ্রগণ দূর হইতে প্রকাশমান সর্ব্ব দিক্ বিকীর্ণ একটা ধবল বর্ণ সুমেরু-পর্ব্বতাকার দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহারা লোমশ ঋষিকে তদ্বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবার মানস করিলে, বাগ্মিবর ঋষি তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! শ্রবণ কর, ঐ যে সুন্দর রূপে শোভমান ইতস্তত বিকীর্ণ কৈলাস শিখরোপম পর্ব্বতাকার দেখিতেছ, উহা মহাকায় নরকাসুরের অস্থি নিচয়। ঐ সকল অস্থি রাশি প্রস্তর রাশিতে পরিপূর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

হে তাত! পরমাত্মা পুরাতন দেব বিষ্ণু, সুররাজের হিতৈষী হইয়া সেই দৈত্যকে নিহত করিয়াছেন। সেই মহামনা দুরাধর্ষ দিতিনন্দন অসুর দশ সহস্র বর্ষ তপোনুষ্ঠান করত তপঃসাধ্যায় বলে ইন্দ্রত্ব পদের অভিলাষী হইয়া নিরতিশয় তপো বল ও বাহু বেগ বলে সর্ব্বদাই দেবরাজকে ধর্ষণ করিতে লাগিল। হে বিশুদ্ধ-চরিত মহারাজ! তৎকালে সুরপতি তাহার বল বিক্রম ও ধর্ম্মাচরিত ব্রত অবগত হইয়া ভয়ে অভিভূত ও উদ্বিগ্ন চিত্ত হইলেন। তখন তিনি অব্যয় দেব বিষ্ণুকে মনে মনে চিন্তা করিলেন; তাহাতে সর্ব্বগ প্রভু শ্রীমান্ বিষ্ণু আগমন পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ঋষিগণ ও দেবগণ সকলেই তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন; উজ্জ্বল-শ্রী ভগবান্ হব্যবাহন তাঁহার তেজে অভিভর্ৎসিত হইয়া তেজোহীন হইলেন। পুরন্দর, দেবগণের ঈশ্বর বরপ্রদ বিষ্ণু দেবকে দর্শন করিয়া প্রণত হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে, যাহা হইতে তাঁহার ভয় জন্মিয়াছে, তদ্বিবরণ সত্বর নিবেদন করিলেন।

বিষ্ণু কহিলেন, ইন্দ্র! দৈত্যেন্দ্র নরক হইতে তোমার যে ভয় হইয়াছে, তাহা আমি জানিতেছি. সে তপঃসিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রপদ প্রার্থনা করিতেছে; অতএব আমি নিশ্চয়ই তোমার প্রীতি নিমিত্তে সেই তপঃসিদ্ধ অসুরকে তাহার দেহ হইতে বিযুক্ত করিতেছি, তুমি মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর। বিষ্ণু ইহা বলিয়া হস্ত দ্বারা সেই নরকাসুরের চেতনা হরণ করিলেন। তৎ পরে সেই অসুর আহত গিরিবরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। মায়া দ্বারা নিহত সেই নরকাসুরেরই ঐ সকল অস্থি পর্ব্বতাকার হইয়া রহিয়াছে। মহারাজ! অব্যয়াত্মা সেই বিভু নারায়ণের এই এক কার্য্য শ্রবণ করিলেন; দ্বিতীয় অপর এক কার্য্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহা শ্রবণ করুন; কৃৎস্না বসুমতী পাতালে মজ্জিতা হইয়া নষ্টা হইলে, সেই বিষ্ণু এক-দন্ত বরাহ রূপ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার বসুমতীকে পাতাল হইতে উদ্ধার করেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি যাথার্থ্যানুসারে বিস্তার পূর্ব্বক এই কথা কীর্ত্তন করুন। হে ব্রহ্মন্! তৎ কালে বসুমতী নষ্টা হইলে, সুরেশ্বর বিষ্ণু কি প্রকারে পুনর্ব্বার বসুমতীকে তৎক্ষণাৎ শত যোজন উত্তোলন করিলেন; জগতের ধাত্রী শুভদায়িকা সর্ব্ব শস্যের প্ররোহিণী মহাভাগা নিশ্চলা দেবী বসুন্ধরাই বা কি রূপে ও কাহার প্রভাবে শত যোজন পর্য্যন্ত অধোগতা হইলেন এবং কি নিমিত্তই বা পরমাত্মা নারায়ণের এতদ্রূপ মহাবীর্য্য প্রদর্শিত হইল; হে দ্বিজসত্তম! এই সকল বিবরণ আনুপূর্ব্বিক যাথার্থ্যানুসারে আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, যেহেতু আপনকার ঐ সকল বৃত্তান্ত বিদিত আছে।

লোমশ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! আপনি যে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎ সমস্ত আমি অশেষ রূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে সত্য যুগ ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, যেহেতু সনাতন আদিদেব তখন যমত্ব পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধীমান্ দেব-দেব, যমের কার্য্য সম্পাদন করিবার ভার গ্রহণ করিলে, তৎ কালে কোন প্রাণীকে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতে হইল না, অথচ যে রূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই রূপই উৎপন্ন হইতে লাগিল; তাহাতে গো মেষাদি পশু ও পক্ষী সমূহ ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হে পুরুষশার্দ্দূল! গো, অশ্ব, মৃগ, মাংসাশী প্রাণী গণ ও মনুষ্য সকল সহস্র সহস্র অযুত অযুত সংখ্য হইয়া জল বৃদ্ধির ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই রূপ ভয়ঙ্কর প্রাণি-সঙ্কুল উপস্থিত হইলে বসুন্ধরা তাহাদিগের অতি ভারে শত যোজন অধোগতা হইলেন। তখন সর্ব্বাঙ্গে ব্যথাগ্রস্তা ও প্রাণী ভয়ে সমাক্রান্ত-চিত্তা পৃথিবী শ্রেষ্ঠ দেব নারায়ণের শরণাপন্না হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি ভবদায় প্রসাদে

সুচিরকাল এ স্থলে অবস্থিতি করিয়া আসিতেছি, কিন্তু সম্প্রতি ভারাক্রান্তা হইয়াছি, আর অবস্থান করিতে সমর্থা হইতেছি না। হে বিভো! হে ভগবন্! হে দেব! আপনিই আমার এই ভার অপনয়ন করিবার যোগ্য, অতএব আমি আপনার শরণাগতা হইয়াছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

মহারাজ! অব্যয়াত্মা ভগবান্ প্রভু নারায়ণ অবনীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে সুশ্রাব্য মধুরাক্ষর সংযুক্ত এই বাক্য কহিলেন, হে মহি! হে বসুধারিণি! হে ভারার্ত্তে! তুমি ভয় করিও না, যাহাতে তুমি ভারার্ত্তা না হও, তাহা আমি অবশ্য করিব।

লোমশ কহিলেন, ভগবান্ নারায়ণ শৈল কুণ্ডল ভূষিতা বসুধাকে বিদায় করিয়া মহাদ্যুতি-বিশিষ্ট এক-দন্ত যুক্ত বরাহ রূপ ধারণ করিলেন। তিনি বরাহ মূর্ত্তিতে লোহিত বর্ণ লোচন দ্বয় দ্বারা যেন ভয়োৎপাদন ও দেহ-কান্তিতে যেন ধূম প্রকাশ করত সেই দেশে বর্দ্ধিত হইলেন। হে বীর! অব্যয়াত্মা ভগবান্ তাদৃশ বৃহৎ বরাহ মূর্ত্তি হইয়া এক টি ভাস্বর দন্ত দ্বারা বসুমতীকে গ্রহণ করিয়া শত যোজন উদ্ধৃত করিলেন। উদ্ধরণ কালে ভূ মণ্ডল কম্পিত হইল; সমস্ত দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ সংক্ষুব্ধ হইলেন; দ্যু লোক, ভূ লোক ও নভোমণ্ডল হাহাকারে সমাচ্ছন্ন হইল; কি মনুষ্য, কি দেব, কেহই সুস্থির থাকিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অনেকানেক ঋষি ও দেবগণ শ্রী-প্রদীপ্ত অধ্যাসীন ব্রহ্মার সন্নিধানে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলে লোকসাক্ষী দেবেশ্বর ব্রহ্মার নিকটে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কহিলেন, হে ত্রিদশেশ্বর! লোক সকল সংকুচিত ও চরাচর বিশ্ব ব্যাকুল হইয়াছে এবং সমুদ্র সকলেরও ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছে, যে হেতু এই কৃৎস্না বসুধা শত যোজন অধোগতা হইয়াছে; ইহার কারণ কি? কি প্রভাবে এরূপ হইয়াছে? ইহাতে আমরা সকলেই সংজ্ঞা হীন হইয়াছি; অতএব যে কারণে এই বিশ্ব ব্যাকুলতাপন্ন হইয়াছে, তাহা আপনি আমাদিগকে শীঘ্র বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, অমরগণ! তোমাদিগের অসুরাদি হইতে কুত্রাপি কোন বিষয়ে ভয় নাই; তবে যে নিমিত্ত এতাদৃশ জগৎ-সঙ্ক্ষোভ হইতেছে, তাহা শ্রবণ কর। যিনি শ্রীমান্, সর্ব্বব্যাপী, অক্ষরাত্মা ও সর্ব্বকাল ব্যবস্থিত, তাঁহারই প্রভাবে এই জগৎ-সঙ্ক্ষোভ প্রকাশিত হইতেছে। কৃৎস্না বসুমতী শত যোজন অধোগতা হওয়াতে সেই শ্রীমান্ পরমাত্মা বিষ্ণু বসুমতীকে পুনর্ব্বার উদ্ধার করিলেন। সেই পৃথিবী উদ্ধার্য্যমাণা হওয়াতেই জগৎসঙ্ক্ষোভ হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা সকলে ইহা জ্ঞাত হইলে, অতএব তোমাদিগের যে সংশয় জন্মিয়াছিল, তাহা অপনয়ন কর।

দেবতারা কহিলেন, হে ভগবন্! সেই ভূত ভাবন ভগবান্ কোথায় বসুমতীকে উদ্ধার করিতেছেন, সেই দেশ আপনি আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দিউন, আমরা হৃষ্ট হইয়া তথায় গমন করিব।

ব্রহ্মা কহিলেন, কি আহ্লাদের বিষয়! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা গমন কর; সেই ভগবান্‌কে নন্দন কাননে অবস্থিত দেখিতে পাইবে। তাঁহার সমীপে ভগবান্ শ্রীমান্ বিনতানন্দন গরুড় প্রকাশ পাইতেছেন। হে দেবগণ! তথায় লোক ভাবন ভগবান্ বরাহ রূপে পৃথিবী মণ্ডল উদ্ধার করত কালানলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন। হে বিবুধ গণ! তাঁহার বক্ষ দেশে শ্রীবৎস চিহ্ন সুব্যক্ত রূপে বিরাজিত রহিয়াছে; তোমরা সকলে সেই অনাময় সত্ত্বকে দর্শন কর।

লোমশ কহিলেন, দেবতারা এই কথা শ্রবণ করিয়া তথায় গমনানন্তর মহাত্মা বরাহ মূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সম্ভাষণ করত যথা স্থানে গমন করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ জনমেজয়! পাণ্ডবেরা সকলে এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট মনে লোমশ ঋষির আদেশিত পথে গমন করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্ব ধনুর্দ্ধারি-শ্রেষ্ঠ অমিততেজস্বী শৌর্য্য-সমন্বিত পাণ্ডবেরা গোধা ও অঙ্গুলিত্রাণ পরিধান পূর্ব্বক শর, শরাসন, ইষুধি ও অসি ধারণ করত দ্রৌপদী ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ গণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গন্ধমাদন উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। গমন কালে সরোবর, সরিৎ, শৈল, কানন ও গিরি-মস্তকে বহুলচ্ছায় বিটপী সকল দেখিতে লাগিলেন এবং দেবগণ ও ঋষিগণ নিষেবিত নিত্য কালোৎপন্ন পুষ্প ফল সমন্বিত দেশ সকল তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে সমারূঢ় হইতে লাগিল। মহাত্মা বীর পাণ্ডবেরা আত্মাতে আত্ম সমাধান পূর্ব্বক ফলমূলাশী হইয়া বিবিধ প্রকার বহু সংখ্য মৃগ জাত দেখিতে দেখিতে বিষম সঙ্কট বন্ধুর দেশ সকল পর্য্যটন করিলেন। অনন্তর ঋষি, সিদ্ধ ও অমরগণে সমন্বিত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা গণের প্রিয় ও কিন্নরগণ কর্ত্তৃক আচরিত গন্ধমাদন গিরিতে প্রবেশ করিলেন। হে নরনাথ! সেই বীরগণ গন্ধমাদনে প্রবিষ্ট হইলে, প্রচণ্ড বায়ু ও মহৎ বর্ষণ প্রাদুর্ভূত হইল। সহসা ধূলি ও পত্রপুঞ্জ সমুদ্ভূত হইয়া পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যু লোক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; রেণু দ্বারা নভোমণ্ডল আবৃত হওয়াতে দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল; তাঁহারা তৎ কালে পরস্পর সম্ভাষণ করিতেও সমর্থ হইলেন না। হে ভারত! তাঁহারা পাষাণ চূর্ণ মিশ্রিত বায়ু দ্বারা আকৃষ্যমাণ ও তমসাবৃত-নেত্র হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারিলেন না। বৃক্ষ সকল পবন বেগে ভগ্ন হইয়া নিরন্তর পতিত হইতে লাগিল; সেই সকল পতমান ভগ্ন বৃক্ষ ও তদ্ভিন্ন অপরাপর বৃক্ষের মহান্ শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে সমীরণ বেগে অতীব মোহিত হইয়া মনে করিলেন, দ্যু লোক কি খসিয়া পড়িতেছে! না, পৃথিবী বা পর্ব্বত বিদীর্ণ হইতেছে! তাঁহারা তাদৃশ বাত্যা বেগে ভীত হইয়া সন্নিহিত বৃক্ষ, বল্মীক স্তূপ ও উচ্চাবচ স্থান সকল হস্ত দ্বারা অন্বেষণ করত তদবলম্বনে লীন প্রায় হইয়া রহিলেন। মহাবল ভীমসেন কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণাকে লইয়া এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকিলেন। ধৌম্য ও ধর্ম্মরাজ নিবিড় অরণ্য মধ্যে লীন প্রায় হইয়া রহিলেন। সহদেব অগ্নিহোত্র লইয়া পর্ব্বতের কোন স্থান আশ্রয় করিলেন। নকুল, মহাতপা লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা সংত্রস্ত হইয়া যিনি যে বৃক্ষ পাইলেন, তিনি সেই বৃক্ষেই বিলীন প্রায় হইয়া থাকিলেন। কিয়ৎ কালানন্তর পবন মন্দীভূত ও ধূলি-সমুদ্ধূতি উপশান্ত হইলে, সাতিশয় স্থূল ধারায় জল বর্ষণ হইতে লাগিল। নিক্ষিপ্যমাণ বজ্র সঙ্ঘাতের সাতিশয় চট চটা শব্দে কর্ণ কুহর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মেঘ মণ্ডলীতে চঞ্চল প্রভা চপলা সঞ্চলন করিতে লাগিল। দ্রুতগতি বাত বেগে সমীরিত জল ধারা সকল করকা সমূহ সহকারে চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত করত নিরন্তর প্রপতিত হইতে লাগিল। হে নরনাথ! পর্ব্বতোপরি সেই বর্ষার জল চতুর্দ্দিকে বিকীর্য্যমাণ হইয়া আবিলা ও ফেনবতী বহু নদী রূপে প্রাদুর্ভূত হইল। ফেন স্বরূপ উড়ুপে পরিপ্লুত বহুল বারি প্রবহমানা সেই সকল নদী অনেক মহীরুহ আকর্ষণ করত মহা শব্দায়মানা হইয়া নিস্রুত হইতে লাগিল। হে ভারত! অনন্তর সেই সলিল শব্দ উপরত, বায়ু সমভাব প্রাপ্ত, জল সকল নিম্নে নিঃসৃত ও দিবাকর প্রাদুর্ভূত হইলে, তাঁহারা সকলে ক্রমে ক্রমে নির্গমন পূর্ব্বক একত্রিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার

গন্ধমাদন পর্ব্বতের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পাণ্ডবেরা ক্রোশ মাত্র পথ গমন করিলে, পদব্রজে গমন করিবার অনুপযুক্তা দ্রৌপদী বসিয়া পড়িলেন। পাঞ্চাল-রাজ-নন্দিনী একে কোমলাঙ্গী ও তপস্বিনী, তাহাতে আবার পথশ্রান্তা ও সেই বাত্যা ও বৃষ্টিতে দুঃখ পরীতা ছিলেন, সুতরাং মোহে অভিভূতা হইলেন। সেই অসিত-নয়না মোহে ধৈর্য্যহীনা হইয়া বৃত্ত বাহু যুগল দ্বারা তদনুরূপ উরুদ্বয় অবলম্বন করিলেন। তিনি করিকরোপম মিলিত উরু যুগল আলম্বন করত সহসা বেপমানা হইয়া কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। বীর্য্যবান্ নকুল সেই বরারোহাকে ভগ্ন লতার ন্যায় পড়িতে দেখিয়া দ্রুত গতিতে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিলেন। পরে অগ্রজকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে মহারাজ ভারত! দেখুন, এই অসিত-নয়না পাঞ্চালী পথশ্রান্তা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গিয়াছেন। মহারাজ! ইনি দুঃখ ভোগের অযোগ্যা হইয়া নিরতিশয় দুঃখ সহ্য করত মৃদু মৃদু গমন করিতেছিলেন, সম্প্রতি শ্রমকর্ষিতা হইয়া পতিতা হইয়াছেন, অতএব আপনি ইহাঁকে আশ্বাস প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও সহদেব নকুলের বচনে সাতিশয় দুঃখান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুত বেগে দ্রৌপদী সমীপে সমুপাগত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ কৃষ্ণাকে বিবর্ণ বদনা ও কৃশা দেখিয়া ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক পরিদেবনা করত কহিতে লাগিলেন, আহা! বরবর্ণিনী কৃষ্ণা সুরক্ষিত নিকেতন মধ্যে মনোহর বিস্তীর্ণ শয্যাতে শয়ন করিবার ও সুখ ভোগের যোগ্যা হইয়া কি রূপে ভূতলে পতিতা হইয়া শয়ন করিয়াছেন! আজি আমার নিমিত্তেই এই বরার্হার সুকোমল চরণ যুগল ও কমলপ্রভ মুখ মণ্ডল মলিন হইয়াছে! আমি দ্যূতাসক্ত হইয়া কি নির্ব্বুদ্ধির কার্য্যই করিয়াছি যে, আমাকে পশুগণাকীর্ণ অরণ্য মধ্যে কৃষ্ণাকে লইয়া ভ্রমণ করিতে হইতেছে! আয়ত-নয়না কল্যাণী পাণ্ডবদিগকে পতি পাইয়া সুখ সম্ভোগ করিবেন, এই বিবেচনায় ইহাঁর পিতা দ্রুপদরাজ ইহাঁরে আমাদিগকে দান করিয়াছিলেন, কিন্তু কি পাপাত্মা আমি যে, আমার কর্ম্ম দ্বারাই ইনি সেই সকল সুখ সম্ভোগে বঞ্চিতা হইয়া পথশ্রান্তা, শোক-কর্ষিতা ও পতিতা হইয়া ভূতল-শায়িনী হইয়াছেন!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনঃ-পুন এরূপ বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ধৌম্য প্রভৃতি দ্বিজগণ তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বচন দ্বারা অভিপূজন করত আশ্বাস প্রদান করিলেন; অনন্তর রক্ষোঘ্ন মন্ত্র জপ ও স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। সেই সকল পরমর্ষিরা শান্তি নিমিত্তে মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে মুহুর্মুহু শীতল কর দ্বারা সংস্পর্শ ও সলিল-মিশ্রিত সুস্নিগ্ধ বায়ু বীজন করিতে লাগিলেন; তাহাতে পাঞ্চালী ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করত সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তখন পার্থেরা সেই লব্ধসংজ্ঞা দীনা তপস্বিনী কৃষ্ণারে কৃষ্ণসার চর্ম্মাসনে আনিয়া বিশ্রাম করাইলেন। নকুল ও সহদেব কিণাঙ্কিত কর দ্বারা তাঁহার সুলক্ষণাক্রান্ত রক্ততল অঙ্ঘ্রি যুগল শনৈঃশনৈ সংবাহ করিতে লাগিলেন। কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে মহাবাহো! হিম দ্বারা দুর্গম ও উচ্চাবচ অনেক পর্ব্বত রহিয়াছে, সেই সকল স্থানে কৃষ্ণা কি রূপে গমন করিবেন?

ভীম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি স্বয়ং, পুরুষেন্দ্র নকুল, সহদেব, কৃষ্ণা ও আপনাকে বহন করিব; অথবা আপনার আদেশ পাইলে মদীয়

তুল্যবল মহাবীর্য্য অন্তরীক্ষগামী হিড়িম্বা-তনয় ঘটোৎকচ আমাদিগের সকলকেই বহন করিতে পারে, অতএব আপনি চিত্তকে বিষণ্ণ করিবেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ভীমসেনের এই কথা শ্রবণ করত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক এই রূপ হউক বলিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন। ভীমসেন ধর্ম্মরাজের অনুজ্ঞানুসারে নিজ পুত্র নিশাচর ঘটোৎকচকে স্মরণ করিলেন। মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা ঘটোৎকচ জনকের স্মরণ মাত্র তথায় উপস্থিত হইয়া পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। তাঁহারাও তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন। পরে ঘটোৎকচ, ভীমবিক্রম পিতা ভীমসেনকে কহিল, হে মহাবাহো! আপনি আমাকে যে নিমিত্তে স্মরণ করিয়াছেন, আমি স্মৃত হইবা মাত্র তাহা শুশ্রূষু হইয়া সত্বর সমাগত হইয়াছি, অতএব আপনি আজ্ঞা করুন; যাহা আজ্ঞা করিবেন, তৎ সমস্ত আমি নির্ব্বাহ করিব, তাহাতে সংশয় নাই। ভীমসেন ইহা শুনিয়া নিশাচর পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৪৪ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভীমপরাক্রম ভীম! আমাদিগের ভক্ত তোমার ঔরস পুত্র ধর্ম্মজ্ঞ বলবান্ শূর সত্যপরায়ণ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ এই ঘটোৎকচ ইহার মাতাকে বহন করুক; আমি তোমার বাহুবলে অক্ষত শরীরে পাঞ্চালীর সহিত গন্ধমাদনে গমন করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপুঙ্গব ভীমসেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে শত্রুকর্ষণ পুত্র ঘটোৎকচকে আদেশ করিলেন, হে অপরাজিত শূন্যগামিন্ হিড়িম্বা-নন্দন! তোমার মাতা এই দ্রৌপদী পরিশ্রান্তা হইয়াছেন এবং তুমি বলবান্ ও কামগামী, অতএব তুমি ইহাঁকে বহন কর। হে বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ইহাঁকে স্কন্ধে আরোপণ পূর্ব্বক যাহাতে ইহাঁর ক্লেশ না হয়, এরূপ মৃদু গতিতে আমাদিগের মধ্য স্থলে শূন্য পথ দিয়া গমন কর। ঘটোৎকচ কহিল, হে অনঘ! আমি একাকীই ধর্ম্মরাজ, নকুল, সহদেব, ধৌম্য ও কৃষ্ণাকে বহন করিতে পারিব; তজ্জন্য চিন্তা কি! বিশেষত অদ্য আমার সহায়েরা সমভিব্যাহারে আছে; কামরূপী অপরাপর অন্তরীক্ষগামী শৌর্য্যসম্পন্ন শত শত রাক্ষস মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ দিগকে ও আপনাদিগের সকলকে বহন করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বীর ঘটোৎকচ ইহা বলিয়া দ্রৌপদীকে স্কন্ধে গ্রহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া চলিল এবং অপর নিশাচরেরা পাণ্ডব গণকে বহন করিতে লাগিল। অনুপমদ্যুতি লোমশ ঋষি স্বকীয় প্রভাবেই সিদ্ধ মার্গ দিয়া দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। কতক গুলি ভীম পরাক্রম রাক্ষস রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের নিদেশানুসারে সমভিব্যাহারী সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া চলিল। এইরূপে তাঁহারা সকলে রমণীয় বন ও উপবন অবলোকন করিতে করিতে বিশালা বদরীর প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। বীর পাণ্ডবেরা মহা বেগশীল আশুগামী রাক্ষস গণের উপর সমারূঢ় হইয়া এমনি শীঘ্র গমন করিতে লাগিলেন যে, দূর পথ অল্পবৎ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা গমন করিতে করিতে ম্লেচ্ছ জন গণে সমাকীর্ণ দেশ সকল, নানা রত্নের আকর ভূমি ও বৃহৎ পর্ব্বত সন্নিহিত বিবিধ ধাতু সমাচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত অবলোকন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধর গণে সমাকীর্ণ, বানর কিন্নর কিংপুরুষ ও গন্ধর্ব্ব গণে ইতস্তত সমন্বিত, চমর চন্দ্র বানর রুরু বরাহ গবয় ও মহিষ সমূহে সমাবৃত, নদী জালে সমাকীর্ণ, নানাবিধ বিহঙ্গ গণ কূজিত, বিবিধ মৃগগণ পরিবেষ্টিত, মদ মত্ত বারণ দলে উপশোভিত ও নানাপক্ষি নিষেবিত পাদপ পুঞ্জে

সংযুক্ত বহুল দেশ ও উত্তর কুরু উত্তীর্ণ হইয়া বিবিধ আশ্চর্য্যময় উৎকৃষ্ট কৈলাস পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন এবং তাহার সমীপে নিত্য পুষ্প ফল সংযুক্ত দিব্য পাদপগণে উপশোভিত নর নারায়ণাশ্রম ও ভুবন প্রসিদ্ধ মনোহর বদরী বৃক্ষ অবলোকন করিলেন। ঐ বদরী বৃক্ষের স্কন্ধ বর্ত্তুলাকার এবং ছায়া অতি নিবিড়; উহা স্নিগ্ধ, পরম শ্রীমান্, অবিরল কোমল সুস্নিগ্ধ পল্লব নিচয়ে সমুপেত, শুভ-জনক, বিশাল শাখা সমূহে বহুল স্থান বিস্তীর্ণ, অতি মাত্র দ্যুতিতে শোভমান ও পুঞ্জ পুঞ্জ মধুস্রব সুস্বাদু উপচিত দিব্য ফলে সমাচিত হইয়াছে। নানাবিধ পক্ষিগণ মদ-প্রমুদিত হইয়া মহর্ষিগণ সেবিত অলোক সামান্য সেই বদরী তরুকে নিরন্তর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। যে স্থানে সেই তরু উৎপন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল, ঐ স্থান দংশ মশক শূন্য, বহু মূল ফল জল সমন্বিত, কণ্টক বিরহিত, শ্যামল শাদ্বল সমাচ্ছন্ন, দেব গন্ধর্ব্ব গণ বিজুষ্ট, স্বভাবত বিহিত, শুভজনক, তুষার দ্বারা মৃদুস্পর্শ ও সমতল ভূমি ছিল।

মহাত্মা পাণ্ডবেরা সকলে সেই সকল বিপ্র বরের সহিত সেই বদরী তরু সমীপে উপনীত হইয়া রাক্ষস দিগের স্কন্ধ হইতে ক্রমে ক্রমে অবতরণ করিলেন। হে রাজন্! পরে তাঁহারা দ্বিজ পুঙ্গব গণ সমভিব্যাহারে নর নারায়ণাশ্রিত প্রসিদ্ধ রম্য আশ্রম দর্শন করিলেন। সেই পুণ্যাশ্রমে তপন কিরণ ও তিমির পটলের প্রাদুর্ভাব নাই; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ, এ সকল দোষ তথা হইতে দূরীভূত হইয়াছে এবং তথায় শোক ভোগ করিতে হয় না। সেই আশ্রম পদে মহর্ষিগণের সমাধে অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছে; ব্রাহ্মী লক্ষ্মী নিরন্তর বিরাজ করিতেছে; ধর্ম্মবহিষ্কৃত মনুষ্যেরা সহজে তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। মহারাজ! ঐ আশ্রম টি সংমার্জ্জনানুলেপনে পবিত্র, বলি হোম ও দিব্য পুষ্পোপহার দ্বারা বিরাজিত, শোভমান বিশাল অগ্নি মন্দির ও-স্রুক্ ভাণ্ডে সমাচিত, সুদৃঢ় মহৎ জলপূর্ণ কুম্ভে উপশোভিত, বেদধ্বনিতে অনুনাদিত এবং সর্ব্ব প্রাণীর শরণ্য হইয়াছে। দেব চর্য্যায় সুশোভিত ঐ দিব্য শ্রীযুক্ত আশ্রম টি সকলেরই আশ্রয় করিবার উপযোগ্য; উহাতে শ্রান্তি জন্য কষ্ট নিবারণ হয়; উহার প্রশংসিত গুণ সমূহ নির্দ্দেশ করণে অশক্য। কৃষ্ণাজিন চীরাম্বর পরিধায়ী, ফল মূলাশী, দম পরায়ণ, তপঃশুদ্ধ চিত্ত, সংযতেন্দ্রিয়, সূর্য্যাগ্নি কল্প, মহাভাগ, ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্ম ভাবাপন্ন, মোক্ষপর যতি মহর্ষিরাই নিরন্তর ঐ আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

ধীমান্ মহাতেজা ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত শুচি ও সংযত হইয়া সেই সকল ঋষিদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। স্বাধ্যায় নিরত দিব্য জ্ঞান সম্পন্ন পাবকোপম মহর্ষিরা সকলে রাজা যুধিষ্ঠিরকে সমাগত দেখিয়া সুপ্রীত চিত্তে তাঁহার নিকট প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রীতি পূর্ব্বক যথাবিধি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করত সৎকার স্বরূপ পবিত্র পুষ্প, ফল, মূল ও জল উপহার দিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সংযত হইয়া সেই মহর্ষি গণের প্রীতি সহকারে প্রদত্ত সৎকার স্বরূপ পুষ্প ফলাদি প্রীত চিত্তে গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণা, অনুজ গণ ও বেদ বেদাঙ্গ পারগ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণদিগের সহিত স্বর্গোপম পুণ্যজনক ইন্দ্রালয় সদৃশ শোভমান দিব্য গন্ধ যুক্ত মনোহর সেই আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ তথায় প্রবেশ করিয়া ভাগীরথীতে উপশোভিত ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত মধুস্রব ফল যুক্ত দেব দেবর্ষি পূজিত দিব্য নর নারায়ণ স্থান দর্শন করিলেন। নরবর মহাত্মা পাণ্ডবেরা সকলেই তাদৃশ মনোহর স্থান অবলোকন করত প্রফুল্ল চিত্ত হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগের সহিত সেই স্থানে উপনীত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় বিবিধ বিহঙ্গগণাকুল হিরণ্য শিখর বিশিষ্ট মৈনাক ভূধর ও

মঙ্গল কর সুপ্রসিদ্ধ বিন্দুসরোবর দর্শন করিলেন। মহারাজ! পাণ্ডবেরা কৃষ্ণার সহিত সেই আশ্রমস্থ সুস্নিগ্ধ-পল্লব-সংযুক্ত শীতল-ছায়াপ্রদ পুংস্কোকিল-কুল-সমাকুল বিকসিত-পুষ্প-সমূহ-সমন্বিত ফল-ভারাবনত মনোহর রমণীয় অবিরল পাদপ পুঞ্জে সর্ব্বত্র সুশোভিত, সমস্ত ঋতু সংজাত কুসুম নিচয়ে সমুজ্জ্বল, মনোরম উৎকৃষ্ট কাননে বিহার করত শুক্ল নীল পঙ্কজ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিভ্রাজমান সুবিমল সলিল সম্পন্ন সুচারু রূপ বিচিত্র সরোবর সকল অবলোকন করিয়া দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থ করত আনন্দিত হইলেন। হে প্রভো! তত্রস্থ পবিত্র গন্ধ সুখ স্পর্শ সমীরণ পাঞ্চালী সহিত পাণ্ডবদিগকে আহ্লাদিত করত প্রবাত হইতে লাগিল। সেই মহাত্মারা বিশাল বদরিকাশ্রমে মহীরুহ গণে উপশোভিতা দিব্য পুষ্প সমাকীর্ণা মণি প্রবাল রচিত সোপান সমন্বিত সুঘট্ট শালিনী বিমল পঙ্কজ শোভিতা চিত্ত প্রমোদ বর্দ্ধিনী শীতা নাম্নী ভাগীরথী দর্শন করত দেব ঋষি গণ সেবিত সেই পরম দুর্গম দেশে ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে পিতৃ লোকের তর্পণ করিলেন। কুরুকুল তিলক পুরুষ প্রধান বীর পাণ্ডবেরা পরম শুচি হইয়া সমভিব্যাহারী বিপ্র গণের সহিত দেব ঋষি গণের তর্পণ ও জপ পরায়ণ হইয়া তথায় বাস করিতে থাকিলেন। পাঞ্চাল রাজ নন্দিনী সেই রমণীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়া তথায় আনন্দিত চিত্তে বিচিত্র ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; অমর প্রভ পাণ্ডবেরা তাহা দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন।

পঞ্চ চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরুষেন্দ্র বীর পাণ্ডবেরা পরম শৌচাবলম্বন পূর্ব্বক ধনঞ্জয় দর্শন কামনায় তথায় ছয় রাত্রি বাস করিলেন। অনন্তর এক দিবস সূর্য্য সম সমুজ্জ্বল সহস্রদল এক টি পদ্ম পুষ্প পূর্ব্বোত্তর দিগ্ হইতে পবমান পবন কর্ত্তৃক আনীত হইয়া হঠাৎ তথায় পতিত হইল। ঐ পবনানীত ভূতল পতিত পদ্ম টি পবিত্র, দিব্য গন্ধান্বিত ও মনোহর ছিল; কল্যাণী পাঞ্চালী সহসা তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই অনুত্তম শোভান্বিত সৌগন্ধিক পুষ্প টি গ্রহণ পূর্ব্বক অতীব মুদিতা হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীমসেন! দেখ এই পুষ্প টি কেমন গন্ধ সংস্থান সম্পন্ন, সুরুচির ও অনুত্তম; ইহা দেখিয়া আমার মন আনন্দিত হইয়াছে; এই পদ্ম টি আমি ধর্ম্মরাজকে প্রদান করিব। তুমি এই রূপ পুষ্প আমার কামনানুসারে কাম্যক বনে লইয়া যাইবার নিমিত্তে আহরণ কর। হে পার্থ! আমি যদি তোমার প্রিয়া হই, তবে তুমি এ রূপ পুষ্প বহুসংখ্য আহরণ কর; আমার অভিলাষ যে তাহা লইয়া কাম্যকাশ্রমে পুনর্ব্বার গমন করি। শুভাপাঙ্গী অনিন্দিতা দ্রৌপদী বৃকোদরকে এই কথা বলিয়া সেই পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের নিকট গমন করিলেন।

মহাবল পুরুষ-প্রধান ভীম প্রেয়সী মহিষীর অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তদীয় প্রিয় কার্য্য করণে প্রস্থান করিলেন। তিনি কনক-পৃষ্ঠ কোদণ্ড ও আশীবিষ সদৃশ সায়ক গ্রহণ করিয়া, যে দিকের বায়ু হইতে সেই পুষ্প আগত হইয়াছিল, তদভিমুখে প্রভিন্ন মাতঙ্গ ও ক্রোধ-পরীত কেশরীর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। আরণ্য প্রাণী গণ মহাবাণ ধনুর্দ্ধর পবন কুমারের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে গ্লানি কি বৈক্লব্য কি ভয় কি সম্ভ্রম তাঁহাকে আশ্রয় করিতে কদাচ সমর্থ হইল না; তিনি দ্রৌপদীর প্রিয় কামনায় স্বকীয় বাহু বল আশ্রয় করিয়া ভয় সংমোহ পরিত্যাগ করত এক পর্ব্বতে আপতিত হইলেন। সেই পর্ব্বত প্রবর বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে আচ্ছাদিত, নীল বর্ণ শিলাতল সংযুক্ত এবং নানা বর্ণ ধাতু, বৃক্ষ, পশু ও পক্ষী দ্বারা বিচিত্রিত হইয়া সুশোভিত হওয়াতে উহা যেন সমুদায় ভূষণে ভূষিত, পৃথিবীর এক টি হস্ত স্বরূপ হইয়া উচ্ছ্রিত রহিয়াছে।

শত্রুঘাতী ভীমসেন কিন্নর গণের আচরিত সেই শোভমান শৈলোপরি বিচরণ করিতে লাগিলেন। গন্ধমাদন গিরির সমীপস্থ সমতল ভূমি সকল পুংস্কোকিল ও অলি কুল কর্ত্তৃক অনুনাদিত ও সকল ঋতুতেই রমণীয় ছিল। অমিত বিক্রম বৃকোদর সেই সকল স্থানের প্রাকৃতিক ভাব সকল মনে মনে অনুচিন্তন করিতে করিতে তত্তদ্বিষয়ে আসক্ত-নেত্র হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রোত্র, মন ও নেত্র স্ব স্ব বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। সেই মহা তেজস্বী পুরুষ সমস্ত ঋতুকালোদ্ভব কুসুমের বাতেরিত সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে করিতে বন মধ্যে মদ মত্ত উদ্দাম মাতঙ্গের ন্যায় পদ চারণ করিতে লাগিলেন। পিতা কর্ত্তৃক পুত্র স্পর্শ যদ্রূপ সুস্নিগ্ধ, তদ্রূপ সুস্নিগ্ধ নানা কুসুম সংস্পৃষ্ট সুগন্ধি সুপবিত্র গন্ধমাদন বায়ু তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল। তখন অরিন্দম ভীমসেন পিতা পবন কর্ত্তৃক গতক্লম ও পুলকিত-তনূরুহ হইয়া সৌগন্ধিক পুষ্পের উদ্দেশে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও ব্রহ্মর্ষিগণের সেবিত সেই পর্ব্বত বিলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি গমন কালে পর্ব্বতের সপ্তচ্ছদ পুষ্প রচিত অঙ্গুলি দ্বারা পীত, কৃষ্ণ ও শ্বেত বর্ণ নির্ম্মল ধাতু বিশেষে ত্রিপুণ্ড্রকাকারে যেন অনুলিপ্ত হইতে লাগিলেন। ঐ পর্ব্বত টী উভয় পার্শ্ব লগ্ন মেঘ মণ্ডলী দ্বারা যেন পক্ষবান্ হইয়া নৃত্য করিতেছে ও বিন্দু বিন্দু প্রচ্যুত প্রস্রবণ সলিল দ্বারা যেন মুক্তাহারে বিভূষিত হইয়াছে। উহার দরীস্থ কুঞ্জ, নির্ঝরোদক ও কন্দর সকল অতি মনোহর হইয়াছে; উহাতে উৎকৃষ্ট ময়ূর সকল অপ্সরা গণের নূপুর রবে নৃত্য করিতেছে; উহার উপল খণ্ড ও শিলাতল সকল স্থানে স্থানে দিগ্ হস্তী কর্ত্তৃক বিষাণাগ্র দ্বারা সংঘৃষ্ট হইয়াছে, এবং অনবরত নিম্নগা নিঃসৃত জল দ্বারা যেন উহার পরিহিত শুভ্র বসন স্রস্ত হইতেছে। পবন নন্দন শ্রীমান্ ভীমসেন প্রফুল্লান্তঃকরণে পর্ব্বতের উক্ত প্রাকৃতিক ভাব সকল দর্শন পূর্ব্বক ক্রীড়মান হইয়া সন্নিহিত বহুল লতা জাল ইতস্তত বেগে চালিত করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ভয়ানভিজ্ঞ হরিণগণ নিরুদ্বেগে স্থানে স্থানে নব নব তৃণ ভক্ষণ করিতেছিল, তাহারা তাঁহার অদূরবর্ত্তী থাকিয়া সেই তৃণ গ্রাস মুখে করিয়াই যেন কৌতুহল ক্রমে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকিল। মত্ত বারণ সদৃশ বিক্রমশীল, মত্ত বারণ সদৃশ বেগবান্, মত্ত বারণ সদৃশ তাম্র বর্ণ সুচারু নয়ন বিশিষ্ট, মত্ত বারণ বারণ ক্ষম, দীর্ঘ কায়, কনক বর্ণ সম প্রভ, সিংহ সদৃশ দৃঢ় শরীর, তরুণ বয়স্ক, পাণ্ডু-পুত্র বৃকোদর প্রিয়ার প্রিয় কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়া গন্ধমাদন গিরির রমণীয় সানু প্রদেশে রূপের এক টি নবাবতার প্রদর্শন করত যেন ক্রীড়ন ক্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব যোষা গণ স্ব স্ব প্রিয় পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল, ভীমসেন তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহারা তাদৃশ রূপে বিচরণশীল ভীমসেনের প্রতি একাগ্র চিত্তে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিল।

নর প্রবর বৃকোদর দুর্য্যোধন কৃত বহুল বিবিধ ক্লেশ স্মরণ করত বনবাসিনী প্রিয় মহিষী দ্রৌপদীর প্রিয় কার্য্য করণে প্রবৃত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, “অর্জ্জুন অমর পুরীতে প্রস্থিত হইয়াছেন, এবং আমি পুষ্প নিমিত্তে আসিয়াছি, অতএব মহারাজ আর্য্য যুধিষ্ঠির এক্ষণে, না জানি, কি করিবেন! তিনি নকুল সহদেবকে তাহাদিগের প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত ও তাহাদিগের বলের প্রতি অবিশ্বাস হেতু স্থানান্তরিত করিবেন না; অতএব আমার কি রূপে শীঘ্র পুষ্প লাভ হয়!” ইহা চিন্তা করিয়া পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগাবলম্বন পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রফুল্ল গিরি সানুতে আসক্ত চিত্তে নয়নার্পণ পূর্ব্বক দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিলেন; তৎ কালে দ্রৌপদীর বাক্যই তাঁহার গমনের পাথেয় হইল। মহাবল পরাক্রান্ত বাতরংহ বৃকোদরের পদ নিক্ষেপে পর্ব্ব নির্ঘাত

সদৃশ ভূকম্প, গজ যূথ সকল ত্রাসান্বিত, সিংহ, ব্যাঘ্র ও মৃগ গণ বিমর্দ্দিত, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল উন্মূলিত ও পোথিত এবং লতা বল্লী সকল বেগে বিকর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি সবিদ্যুৎ মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় নিরতিশয় শব্দ করত উপর্য্যুপরি শৈল শৃঙ্গে আ-রোহণেচ্ছু হস্তীর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ শব্দে অরণ্যবাসী জন্তুরা সকলেই প্রতি বোধিত হইয়া ত্রস্ত হইল। শার্দ্দূলগণ গুহা পরিত্যাগ করিল; আরণ্য জন্তু সকল লুক্কায়িত হইল; পক্ষী সমস্ত উড্ডীয়মান হইল; মৃগ যূথ স্ব স্ব স্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিল; ভল্লুকেরা বৃক্ষ পরিত্যাগ করিল; সিংহ সকল গুহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিল; মহাসিংহ গণ বিজৃম্ভণ করিতে লাগিল; মহিষ দল তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিল; করেণু পরিবারিত করিগণ ভীত হইয়া সেই বন পরিত্যাগ করিয়া অন্য অরণ্যানীতে প্র-স্থান করিল; কোন কোন বনচর বরাহ, মৃগ, সিংহ, মহিষ, ব্যাঘ্র, গবয় ও গোমায়ু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল; চক্রবাক, কালকণ্টক, হংস, কার-ণ্ডব, প্লব, শুক, পুংস্কোকিল ও ক্রৌঞ্চকুল বিসংজ্ঞ হইয়া দিক্ দিগন্ত আশ্রয় করিল। কতক গুলা সিংহ ও শার্দ্দূল সংক্রুদ্ধ হইয়া ও কতক গুলা করেণু পীড়িত দর্পিত হস্তী ভীমসেনকে আক্রম করিল, এবং কতক গুলা সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ভয় বিভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে করিতে মুখ ব্যাদান করত মহা ভীষণ বিক-টাকারে ভয়ঙ্কর রব করিতে লাগিল। মহাবল পরা-ক্রান্ত পবন-তনয় শ্রীমান্ বিভু ভীমসেন ক্রোধে স্বীয় বাহুবলের আশ্রয়ে একটা হস্তী গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা অন্যান্য হস্তীকে, এক সিংহ দ্বারা অপর সিংহকে ও অপরাপর পশুদিগকে চপেটাঘাতে হতাহত করিলেন। তখন ভীমসেন কর্ত্তৃক আহত কতক গুলা সিংহ, ব্যাঘ্র ও তরক্ষু ভয় প্রযুক্ত মূত্র পুরীষ বিসর্গ করিতে করিতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর মহাবল পরাক্রম মহাবাহু শ্রীমান্ পাণ্ডু-সুত সিংহনাদ সদৃশ মহা শব্দে চতুর্দ্দিক্ পরিপূরিত করত সেই সকল পশু দল পরিত্যাগ করিয়া অবি-লম্বে এক বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে গন্ধমাদন সানুতে বহু যোজন বিস্তৃত সুরম্য কদ-লী বন দেখিতে পাইলেন। যে প্রকার মদস্রাবী মহাগজ বিবিধ বহুল দ্রুম ভগ্ন করত গমন করে, সেই প্রকার মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন প্রাণী গণের ক্ষোভ উৎপাদন করত সেই কদলী বন মধ্যে বেগে গমন করিতে লাগিলেন। অতি মহা-তেজস্বী ভীমসেন নৃসিংহ দেবের ন্যায় দর্পিত হইয়া নিনাদ করত বহু তাল সম সমুচ্ছ্রিত কদলী স্তম্ভ সমস্ত উৎপাটন করিয়া চতুর্দ্দিকে বেগ সহ-কারে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তাহাতে রুরু, বানর, সিংহ, মহিষ, জলাশয় স্থিত পশু ও অন্যান্য বহু সংখ্য মহৎ প্রাণী সকল আক্রান্ত হইতে লা-গিল। ভীমসেনের গর্জ্জন ধ্বনি ও কদলী স্তম্ভ পতন ধ্বনিতে পশু পক্ষী সকল বিত্রস্ত হইল ও বনা-ন্তরে গমন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র জল-চর পক্ষী সহসা সেই মৃগ পক্ষী সমীরিত শব্দ শ্রবণে উদকক্লিন্ন পক্ষে উড্ডীয়মান হইল। ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমসেন সেই জলচর পতত্রি গণকে গমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ ক্রমে গমন করত সুরম্য অক্ষোভ্য এক মহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন। ঐ সরোবরের এক তীর হইতে অপর তীর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত কাঞ্চন-প্রভ কদলী তরু সমূহ মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চরণে কম্পিত হইয়া যেন ঐ সরোবরকে বীজন করিতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন প্রভূত শুক্ল ও নীল বর্ণ কমলে সুশো-ভিত সেই সরোবরে আশু অবতরণ পূর্ব্বক বন্ধন রহিত মহাগজের ন্যায় বল পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অমিত-দ্যুতি ভীমসেন বহু ক্ষণ তাহা-তে জলক্রীড়া করিয়া উঠিলেন। অনন্তর বহু পাদপ বিশিষ্ট সেই অরণ্য বেগ পূর্ব্বক বিলোড়ন করিতে

লাগিলেন এবং সর্ব্ব সামর্থ্যানুসারে এতত্রূপ মহাশব্দে শঙ্খনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন করিলেন যে তাহাতে দিক্ সমস্ত শব্দায়িত হইল। সেই শঙ্খ শব্দে ও ভীমসেনের রবে ও বাহুর উগ্র আস্ফোটনে যেন গিরি গুহা সকল নিনাদ করিতে লাগিল। হে ভারত! সিংহগণ গিরি গুহাতে শয়ন করিয়াছিল, তাহারা বজ্র নিস্পেষ সদৃশ সেই মহা বাহ্বাস্ফোটন রব শুনিয়া মহা শব্দ করিয়া উঠিল। কুঞ্জরগণ সেই সিংহনাদ ভয়ে সংত্রস্ত হইয়া অতি মহা রব করিল; তাহাতে সমস্ত পর্ব্বত পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বানরেন্দ্র হনুমান্ বারণ পুঙ্গব গণের কৃত ঐ মহা রব শ্রবণ করত ভ্রাতা ভীমসেনকে জানিতে পারিয়া তাঁহার নিমিত্তে স্বর্গ গমনের এক মাত্র তত্রত্য পথ অবরোধ করিলেন। ভ্রাতা ভীম এ পথ দিয়া গমন না করে, এই বিবেচনা করিয়া কদলী বনবাসী মহাকায় হনুমান্ তত্রত্য কদলী ষণ্ড মণ্ডিত পথ মধ্যে অবস্থিত রহিলেন। পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন এখানে পরাভব প্রাপ্ত বা অভিশাপ গ্রস্ত না হন, এই ভাবিয়া তিনি ভ্রাতা ভীমের রক্ষার্থে সেই পথ অবরুদ্ধ করত যেন নিদ্রাগত হইলেন ও ক্ষণে ক্ষণে জৃম্ভণ করিতে লাগিলেন। নিদ্রাবশবর্ত্তী জৃম্ভমাণ হনুমান্ কখন কখন স্বকীয় সুবিপুল শক্রধ্বজ সম সমুচ্ছ্রিত লাঙ্গূল আস্ফোটন করিতে লাগিলেন; তাহাতে ইন্দ্রের বজ্র নির্ঘোষ সদৃশ নিস্বন হইতে লাগিল; সেই পর্ব্বতই যেন গুহা মুখ দিয়া নর্দ্দনকারী বৃষের ন্যায় ঐ লাঙ্গূল ধ্বনি পরিত্যাগ করত উদ্গার ত্যাগ করিতে লাগিল। লাঙ্গূল শব্দ দ্বারা সেই মহাগিরি কম্পমান হইল, এবং তাহার শিখর সকল ঘূর্ণমান হইয়া চতুর্দ্দিকে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। হনুমানের লাঙ্গূল রব সেই মত্ত বারণ বৃংহিত নাদকে অন্তর্হিত করিয়া বিচিত্র গিরি সানুতে বিচরণ করিতে লাগিল।

ভীমসেন হনুমানের সেই লাঙ্গূল শব্দ শ্রবণে রোমাঞ্চিত হইয়া, এ শব্দ কোথা হইতে হইতেছে, এই রূপ চিন্তা করত কদলী বন বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন কদলী বন মধ্যে এক পীবর শিলা তলোপরি বিদ্যুৎ সম্পাত তুল্য দুর্নিরীক্ষ্য, বিদ্যুৎ সম্পাত সদৃশ পিঙ্গল বর্ণ, বিদ্যুৎ সম্পাতের ন্যায় নিনাদকারী ও বিদ্যুৎ সম্পাত সম চঞ্চল হনুমান্‌কে দেখিতে পাইলেন। হনুমানের স্বস্তিকাকার বাহুতে স্থূল অথচ হ্রস্ব গ্রীবা দেশ বিন্যস্ত রহিয়াছে; স্কন্ধ দেশের ভূয়িষ্ঠতা প্রযুক্ত কটী তট ক্ষীণতা ধারণ করিয়াছে; দীর্ঘ রোমাঞ্চিত লাঙ্গূল, ধ্বজের ন্যায় ঊর্দ্ধগামী ও ঈষৎ বক্রাগ্র হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাঁহার ওষ্ঠ হ্রস্ব; জিহ্বা ও আস্য তাম্র বর্ণ; কর্ণ দ্বয় রক্ত বর্ণ; ভ্রূযুগল চঞ্চল; দংষ্ট্রা ও দশন বিবৃত্ত, শুক্লবর্ণ ও তীক্ষ্ণাগ্র এবং মুখ মণ্ডল অভ্যন্তরস্থ শুক্ল দন্তে অলঙ্কৃত, রশ্মিজালমালী উডুপতির ন্যায় ভাস্বর ও কেশর সমূহে সংমিশ্র অশোক কুসুম রাশির তুল্য শোভমান হইয়াছে। এতাদৃশ দেদীপ্যমান শরীর দ্বারা অনলের ন্যায় অর্চ্চিষ্মান্, অমিত্রঘাতী, মহাকায়, প্রভূত বলশালী হনুমান্ স্বর্গ পথ অবরোধ করিয়া হিরণ্ময়ী কদলী বন মধ্যে হিম গিরির ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছেন এবং মধু পিঙ্গল লোচন দ্বারা অল্প অল্প নিরীক্ষণ করিতেছেন। ধীমান্ বলবান্ মহাবাহু বৃকোদর সেই মহাবন মধ্যে তাদৃশ রূপ এক মাত্র হনুমান্‌কে দেখিয়া অকুতোভয়ে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক বজ্র নির্ঘোষ তুল্য উৎকট সিংহনাদ করিলেন। ভীমসেনের সেই শব্দে পশু পক্ষী গণ ত্রস্ত হইল, এবং মহাসত্ত্ব কপিবর নয়ন যুগল ঈষদুন্মীলন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা ক্রমে মধু পিঙ্গল লোচন দ্বারা দৃষ্টিপাত করত সহাস্য বদনে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি রোগগ্রস্ত, সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম; তুমি কি নিমিত্তে আমাকে প্রবোধিত করিলে? প্রাণি মাত্রের প্রতি যে, দয়া করিতে হয়, তাহা তুমি জ্ঞাত থাকিয়াও কর না। আমরা তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম

গ্রহণ করিয়াছি, এ জন্য ধর্ম্ম জানি না, কিন্তু মানব জাতিরা বুদ্ধি সম্পন্ন, সুতরাং তাঁহারা জন্তু সামান্যের প্রতি অনুকম্পা করিয়া থাকেন। ভবদ্বিধ বুদ্ধিমন্ত মনুষ্যেরা দেহ, মন ও বাগিন্দ্রিয়ের দূষণাবহ ধর্ম্ম-বিনাশক ঈদৃশ ক্রূর কর্ম্মে কেন প্রবৃত্ত হয়েন। যেহেতু তুমি অল্প বুদ্ধি ও বালকত্ব প্রযুক্ত মৃগ গণকে উৎসাদিত করিতেছ, অতএব বোধ হইতেছে, তুমি ধর্ম্ম জান না এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের উপাসনাও কর নাই; সে যাহা হউক, হে পুরুষ প্রধান! তুমি কে, কি নিমিত্তেই বা তুমি এই পুরুষহীন ও মানুষভাব বিবর্জ্জিত অরণ্যে আগমন করিলে, ইহা আমার নিকট বল, এবং অদ্য কোথায়ই বা গমন করিবে, তাহাও ব্যক্ত কর। হে বীর! ইহার পর এই পর্ব্বত অগম্য এবং ইহাতে আরোহণ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এস্থলে সিদ্ধি ব্যতীত গমনের উপায় নাই। ইহা দেবলোকের পথ, এই পথে মনুষ্য দিগের কখনই গমন করিতে সাধ্য হয় না। হে বীর! আমি দয়া বশত তোমাকে নিবারণ করিতেছি, আমার কথা শ্রবণ কর। হে প্রভো! তুমি এই স্থানের পর আর গমন করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব তাহার প্রত্যাশা পরিত্যাগ কর। হে মনুজর্ষভ! এস্থলে অদ্য তদীয় আগমন সর্ব্বথাই সুশোভন হইয়াছে। যদি হিতকর মদীয় বাক্য গ্রাহ্য হয়, তবে এই সকল অমৃতকল্প ফল মূল ভক্ষণ করিয়া এখান হইতে নিবৃত্ত হও, বৃথা বিনাশ প্রাপ্ত হইও না।

ষট্ চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অমিত্র-কর্ষণ মহারাজ! মহাবীর ভীমসেন তখন ধীসম্পন্ন বানরেন্দ্র হনুমানের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণের অনন্তর বর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি, চন্দ্র বংশীয়, কুরু কুলোদ্ভব, কুন্তীর গর্ভজাত, বায়ুর ঔরসে উৎপন্ন, পাণ্ডুপুত্র, ভীমসেন বলিয়া বিশ্রুত ব্যক্তি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি কে এবং কি নিমিত্তইবা বানর শরীর ধারণ করিয়াছ?

বায়ু-তনয় হনুমান্ হাস্য মুখে কুরুবীর বায়ু-তনয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি বানর, আমি তোমাকে যথেপ্সিত পথ প্রদান করিব না; তুমি নিবৃত্ত হইয়া শুভ গমন কর, মৃত্যুগ্রস্ত হইও না।

ভীমসেন কহিলেন, হে বানর! আমার বিনাশই হউক, বা অন্য কিছুই হউক, তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না, তুমি উত্থিত হইয়া পথ প্রদান কর; মত্ত হইয়া আমা হইতে ব্যথা প্রাপ্ত হইও না।

হনুমান্ কহিলেন, আমি রোগগ্রস্ত, আমার উত্থান শক্তি নাই, অতএব যদি তোমার অবশ্যই গমন করা কর্ত্তব্য হয়, তবে আমাকে লঙ্ঘন করিয়া গমন কর।

ভীমসেন কহিলেন, জ্ঞানবেদ্য নির্গুণ পরমাত্মা দেহ মাত্রেই ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করেন, আমি তাঁহাকে অবমাননা ও লঙ্ঘন করিতে পারি না। যদি সেই ভূতভাবন পরমাত্মাকে আগম দ্বারা না জানিতাম, তাহা হইলে তোমাকে এবং এই পর্ব্বতকেও হনুমানের সাগর লঙ্ঘনের ন্যায় লঙ্ঘন করিয়া যাইতাম।

হনুমান্ কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, সেই হনুমান্, কে, ইহা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি বলিতে সমর্থ হও, তবে বল।

ভীম কহিলেন, তিনি মদীয় ভ্রাতা, বানরগণের প্রধান, প্রশংসনীয় গুণে অলঙ্কৃত, বুদ্ধি সত্ত্ব বল সমন্বিত ও শ্রীমান্; রামায়ণে তাঁহার অতি মাত্র সুখ্যাতি বর্ণিত আছে। সেই প্লবগ-পুঙ্গব, রামপত্নী নিমিত্তে শত যোজন বিস্তৃত সাগর এক লম্ফে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। মদীয় ভ্রাতা সেই হনুমান্ যদ্রূপ মহাবীর্য্যশালী, আমিও বল, পরাক্রম ও

যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহার তুল্য তেজ ধারণ করি; অতএব আমি তোমার নিগ্রহ করণে সমর্থ; তুমি উঠ, আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও, নতুবা অদ্য আমার পৌরুষ দর্শন কর। তুমি আমার নিদেশানুবর্ত্তী না হইলে তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! হনুমান্ ভীমসেনকে বাহুবীর্য্যে দর্পিত ও বল দ্বারা উন্মত্ত বোধ করিয়া মনে মনে অবহাস করত কহিলেন, হে অনঘ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, জরা দ্বারা আমার উত্থান শক্তি নাই, অতএব আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক আমার এই পুচ্ছ টি উৎসারণ করিয়া গমন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হনুমান্ ভীমসেনকে এই রূপ বলিলে, স্ব বাহু বল দর্পিত ভীমসেন হনুমান্কে হীন-বীর্য্য-পরাক্রম বোধ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, অদ্য আমি এ স্থলে বেগ সহকারে এই হীন-বীর্য্য-পরাক্রম বানরের পুচ্ছ ধরিয়া ইহাকে কৃতান্তের সালোক্য ভাগী করি। অনন্তর হাস্য করত অবজ্ঞা পূর্ব্বক সেই মহাকপির পুচ্ছ বাম হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাহা অণু মাত্রও চালনা করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে পুনর্ব্বার উভয় হস্ত দ্বারা সেই ইন্দ্রায়ুধ তুল্য লাঙ্গূল উৎক্ষেপণ করিতে প্রযত্ন প্রকাশ করিলেন; পরন্তু তাহাতেও উঠাইতে সক্ষম হইলেন না। পরিশেষে তিনি সেই লাঙ্গূল উঠাইবার নিমিত্তে এতাদৃশ যত্ন করিলেন যে তাহাতে তাঁহার ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত, নেত্র দ্বয় বিবৃত্ত, মুখ মণ্ডল সংহত-ভ্রুকুটী যুক্ত ও সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল; তথাপি কৃত কার্য্য হইতে পারিলেন না। লাঙ্গূল উদ্ধরণে উদ্ধত সেই শ্রীমান্ পুরুষ তখন লজ্জায় অধোবদন হইয়া কপিবরের পার্শ্ব দেশে দাঁড়াইলেন এবং প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে কহিতে লাগিলেন, হে কপিশার্দ্দূল! আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমি যে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহাতে ক্ষমা করুন। হে অনঘ! হে মহাবাহো! আপনি সিদ্ধ, কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, অথবা গুহ্যক, ইহা আমি শিষ্যবৎ উপপন্ন হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি ইহা গোপনীয় না হয় ও আমার শ্রোতব্য হয়, তবে আপনি স্বেচ্ছানুসারে আমাকে বলুন।

হনুমান্ কহিলেন, হে শত্রুতাপন পাণ্ডুনন্দন! আমার পরিচয় পরিজ্ঞানে তোমার কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব তাহা বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ কর। হে কমল দল লোচন! আমি কেশরীর ক্ষেত্রে জগৎপ্রাণ পবন দেবের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, আমার নাম হনুমান্। সমস্ত বানর-রাজ ও বানর যূথপতিরা সূর্য্য-পুত্র সুগ্রীব ও ইন্দ্র-পুত্র বালী এই উভয় ভ্রাতার উপাসনা করিত। হে অমিত্র কর্ষণ! যে প্রকার অগ্নির সহিত অনিলের প্রীতি, সেই প্রকার সুগ্রীবের সহিত আমার প্রণয় ছিল। কিয়ৎ কাল পরে সুগ্রীব কোন কারণবশত অগ্রজ বালী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমার সহিত ঋষ্যমুক পর্ব্বতে বহু কাল বাস করেন। হে অনঘ! ঐ সময় বিষ্ণু দেব পৃথিবীতলে দশরথ রাজার ঔরসে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক রাম নামে বিখ্যাত হইয়া বীর ভাবাপন্ন মহাবলশালী মানুষ রূপে বিচরণ করেন। সেই ধনুর্দ্ধারি-প্রধান রাম পিতার প্রিয় কার্য্যে অভিলাষী হইয়া ভার্য্যা ও অনুজের সহিত দণ্ডকারণ্য আশ্রয় করিলেন। তৎকালে বলশালী রাক্ষসেন্দ্র দুরাত্মা রাবণ সুবর্ণ রত্ন চিত্রিত মৃগ রূপ ধারী মারীচ রাক্ষস দ্বারা ছল ক্রমে নরোত্তম রঘুবীরকে বঞ্চনা করিয়া বল পূর্ব্বক তদীয় ভার্য্যাকে জন স্থান দণ্ডকারণ্য হইতে হরণ করিল।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৭ ॥

হনুমান্ কহিলেন, মহাত্মা রঘুনাথের ভার্য্যা সীতা দেবী রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হইলে, রঘুনাথ পত্নীকে অন্বেষণ করিতে করিতে শৈল শিখরে বানরেন্দ্র

সুগ্রীবকে দেখিতে পাইলেন। পরে সুগ্রীবের সহিত তাঁহার সখ্য হইল; তৎ প্রযুক্ত তিনি বালীকে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সুগ্রীব রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সীতার অনুসন্ধানার্থ শত শত সহস্র সহস্র বানরদিগকে নানা স্থানে প্রেরণ করিলেন। হে মহাবাহু নরোত্তম! আমিও বানর কোটিতে পরিবৃত হইয়া সীতার অন্বেষণে দক্ষিণ দিকে গমন করিলাম। পরে সম্পাতি নামক সু-মহাত্মা গৃধ্র, রাবণ-নিবেশনে সীতা দেবীর গমন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিল। তদনন্তর আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনাথের কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্তে সহসা শত যোজন বিস্তৃত সাগর পার হইবার অভিলাষে লম্ফ প্রদান করিলাম। স্বকীয় বীর্য্য প্রভাবে সেই মকরালয় অর্ণব উত্তীর্ণ হইয়া দেব কন্যা-সদৃশী জনক সুতা সীতাকে রাবণ-নিবেশনে দেখিতে পাইলাম। তদনন্তর রঘুনাথের প্রিয় মহিষী সেই বৈদেহী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক অট্টালিকা, প্রাকার ও তোরণের সহিত লঙ্কা পুরী অশেষ রূপে দগ্ধ করত তথায় স্বীয় নাম প্রকাশ করিয়া পুনরায় প্রত্যাগত হইলাম। রাজীবলোচন রাম আমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ত্বরা পূর্ব্বক সসৈন্য সমুদ্র পারার্থে তাহাতে বুদ্ধি কৌশলে সেতু বন্ধন করত কোটি কোটি বানর সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই মহার্ণব উত্তীর্ণ হইলেন। তদনন্তর বীর রাম যুদ্ধে তত্রত্য সমুদায় রাক্ষস ও লোক পীড়াকর রাক্ষসেন্দ্র রাবণকে তাহার ভ্রাতা, সুত, বান্ধব ও গণের সহিত নিহত করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ ভক্তিমান্ ভক্তবৎসল ও অনুগতবৎসল রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষিক্ত করিলেন এবং নষ্ট বেদ শ্রুতি উদ্ধারের ন্যায় ভার্য্যার উদ্ধার করিলেন। তদনন্তর মহা যশস্বী প্রভু রঘুনন্দন সেই সাধ্বীপত্নী জনক-নন্দিনী সমভিব্যাহারে অতি সত্বর হইয়া শত্রু গণের অযোধ্যা অযোধ্যায় আগমন পূর্ব্বক অধিবসতি করিতে থাকিলেন।

নৃপতিসত্তম রাজীবলোচন রাম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি তাঁহার নিকট এই বলিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম, হে শত্রুহন্ রাম! যত কাল লোক মধ্যে ভবদীয় কথা প্রচারিত থাকিবে, তত কাল পর্য্যন্ত যেন আমি জীবিত থাকি। এতৎ শ্রবণে তিনিও, তাহাই হইবে, এই কথা বলিলেন। হে অরিন্দম ভীমসেন! আমি এই স্থানে থাকিয়াই সীতা দেবীর প্রসাদে সর্ব্বদা যথাভিলষিত দিব্য ভোগ সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া থাকি। হে বৎস! রঘুনাথ একাদশ সহস্র বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন; পরে স্বধামে গমন করেন। হে অনঘ! অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব গণ এই স্থলে সর্ব্বদা সেই রাম চরিত গান করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। হে কুরুনন্দন! এই পথ দেবতাদিগের গমনীয়; ইহা মনুষ্য দিগের গম্য নহে; কেহ তোমাকে ধর্ষণ বা শাপ প্রদান না করে, এ জন্য তোমার পথাবরোধ করিয়াছি। মনুষ্যেরা ইহা দিব্য পথ বলিয়া এ পথে গমন করে না। তুমি যে নিমিত্তে আগমন করিয়াছ, সেই সরোবর ইহার নিকটেই রহিয়াছে।

অষ্ট চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কপীশ্বর হনুমান্ মহাবাহু ভীমসেনকে ঐ রূপ বলিলে ভীমসেন তাঁহাকে প্রফুল্ল মানসে প্রীতি সহকারে প্রণিপাত করিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমার তুল্য ধন্যতর ব্যক্তি আর কেহ নাই, যে হেতু আমি আর্য্যের দর্শন লাভ করিলাম। হে বীর! আমাকে দর্শন দিয়া আমার প্রতি আপনার সুমহান্ অনুগ্রহ করা হইল; আপনার দর্শনে আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। সংপ্রতি আমি ইচ্ছা করিতেছি যে আপনা কর্ত্তৃক আমার এক টি প্রিয় কার্য্য করা হয়; মকরালয় উল্লঙ্ঘন কালে আপনার যে অপ্রতিম রূপ হইয়াছিল, সেই রূপ নিরীক্ষণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে; আপনি তাহা আমাকে দর্শা-

ইলে আমার সন্তোষ হইবে এবং আপনার বাক্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধাও জন্মিবে।

ভীমসেন তেজস্বী হনুমান্‌কে ঐ রূপ কহিলে, হনুমান্ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে কুরুকুলানন্দন! আমার সে রূপ দেখিতে তুমি কি অন্য কোন ব্যক্তিও সমর্থ হইবে না, কারণ পূর্ব্বে কালের অবস্থা অন্য প্রকার ছিল, সম্প্রতি সে রূপ নাই। সত্য যুগে এক প্রকার কাল ছিল, ত্রেতা দ্বাপরেও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সময় ছিল; এক্ষণে ত প্রধ্বংসনের সময় উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে আমারও সে পূর্ব্ব রূপ নাই। যুগে যুগে যে যে ভাব হইয়া থাকে, ভূমি, নদী, অচল শৈল, সিদ্ধ, দেব, মহর্ষি ইহাঁ দিগের সকলকেই ঐ যুগ-ভাবানুসারে কালের অনুগামী হইতে হয়। দেহ, বল ও প্রভাব কোন সময়ে উদ্ভব হয়, কখন বা বিনাশ হইয়া যায়; কালকে অতিক্রম করা দুষ্কর, সুতরাং আমিও যুগ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াছি, অতএব আমার পূর্ব্ব রূপ দেখিতে তোমার সামর্থ্য হইবে না।

ভীম কহিলেন, হে বীর! যুগ সংখ্যা ও যে যে যুগে যে রূপ আচার, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, স্বভাব, কর্ম্ম, শুভাশুভ ফল, উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, তাহা বলুন।

হনুমান্ কহিলেন, হে বৎস! যে সময়ে সনাতন ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার নাম কৃত যুগ। সেই যুগোত্তম কালে কোন সৎকর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া অবশিষ্ট থাকিত না, সকলই কৃত হইত, এ জন্য তাহার নাম কৃত যুগ। তখন ধর্ম্মের বিষণ্ণতা ও প্রজার ক্ষীণতা থাকে নাই; পরে কাল সহকারে ক্রমে তাহার প্রাধান্য-হীনতা হইল। সেই কৃত যুগে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগদিগের ইতর বিশেষ ভাব ছিল না অর্থাৎ সকলেরই সকলের সহিত আলাপ সম্ভাষণাদি হইত। তৎকালে ক্রয় বিক্রয় ব্যবহার ছিল না; চিত্ত শুদ্ধি নিমিত্তে সাম, ঋক্, যজু ও বর্ণ ক্রমে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইত না; শস্য ফলাদি নিমিত্তে মনুষ্য-কৃত কর্ষণাদি কার্য্যের অপেক্ষা থাকিত না; সঙ্কল্প করিলেই ফল প্রাপ্তি হইত এবং সন্ন্যাসই ধর্ম্ম ছিল। হে কৌন্তেয়! সেই কৃত যুগে ব্যাধি, কি ইন্দ্রিয় বিঘাত, কি কোন রোদনের বিষয় ছিল না। তৎকালে লোকের মনে অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, অসূয়া, কাপট্য, বৈর ভাব, আলস্য, দ্বেষ, ঈর্ষা, ভয়, সন্তাপ ও মালিন্য হইত না; যিনি যোগী দিগের পরম গতি, সেই পর ব্রহ্মই তৎ কালে তপস্যার উদ্দেশ্য হইতেন; সর্ব্ব ভূতের আত্মা নারায়ণ শুক্ল রূপ ছিলেন; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র স্ব স্ব বর্ণোচিত লক্ষণে সংযুক্ত ও প্রজা সকল স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত থাকিত; সকল বর্ণেরই সমান আচার, সমান জ্ঞান ও সমান কর্ম্ম ছিল এবং সকল বর্ণ স্ব স্ব বর্ণানুযায়ী ধর্ম্ম লাভ করিত। তৎ কালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও এক মাত্র বেদের অনুসারী, অধ্যাত্ম তত্ত্বে যোগ যুক্ত ও তদ্বিষয়ক মন্ত্র, বিধি ও ধ্যানাদি ক্রিয়াতে কৃতনিষ্ঠ হইয়া এক মাত্র অধ্যাত্ম তত্ত্ব রূপ ধর্ম্মেরই অনুব্রত হইতেন, এবং ধর্ম্ম ফলের অভিসন্ধি না করিয়া যথাবিহিত কালে আশ্রম চতুষ্টয়-বিহিত কর্ম্ম দ্বারা পরম গতি লাভ করিতেন। এই আত্ম যোগ যুক্ত ধর্ম্মই কৃত যুগের লক্ষণ। ঐ যুগে চতুর্ব্বর্ণেরই শাশ্বত ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল। হে কুরু নন্দন! ঐ ত্রৈগুণ্য বর্জ্জিত যুগের নাম কৃত যুগ।

এক্ষণে ত্রেতা যুগের বিবরণ শ্রবণ কর। ত্রেতা যুগে লোকের যজ্ঞানুষ্ঠান আরব্ধ ও ধর্ম্মের এক পাদ হ্রাস হয় এবং নারায়ণ লোহিত বর্ণ হন। ঐ সময়ে মনুষ্যেরা সত্য-প্রবৃত্ত থাকিয়া ক্রিয়া-ধর্ম্ম-পরায়ণ হইল, এ জন্য ধর্ম্মের নিমিত্তে বিবিধ ক্রিয়া কলাপ প্রবৃত্ত হয়। তৎ কালে লোকের ভাবনা ও সঙ্কল্পানুসারে ক্রিয়া ও দান জন্য ফল প্রাপ্তি হইত এবং তপস্যা ও দান পরায়ণ থাকায় ধর্ম্ম বিচলিত হইত না; মনুষ্যেরা স্ব স্ব ধর্ম্মে থাকিয়াই তদনুসারে ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিত।

দ্বাপর যুগে ধর্ম্মের দ্বিপাদ হীন হইল এবং নারায়ণ পীত রূপ হইলেন। ঐ দ্বাপর যুগে বেদ চারিপ্রকারে বিভক্ত হইল; তদনন্তর কেহ চতুর্ব্বেদী, কেহ ত্রিবেদী, কেহ দ্বিবেদী, কেহ এক বেদী, কেহ বা ঋক্-শূন্য হইল। এই রূপে শাস্ত্র সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলে বহুবিধ ক্রিয়া প্রকটিত হইতে লাগিল। প্রজারা রজোগুণ অবলম্বন করিয়া তপোদানে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমত বেদ এক মাত্র ছিল; এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ এক বেদ ধারণে অসমর্থ হইলে তাহা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব ভেদে বিভক্তীকৃত হইল। ঐ দ্বাপর যুগে সত্ত্ব গুণ অভিভূত হওয়ায় কোন কোন ব্যক্তি সত্য-নিষ্ঠ হইল। মনুষ্য সকল সত্ত্ব গুণ হইতে প্রচ্যুত হওয়াতে তাহাদিগের বহু প্রকার ব্যাধি হইতে লাগিল এবং বহু প্রকার মনের কামনা ও দৈব কৃত উপদ্রব ঘটিতে লাগিল। অনেকে উক্ত উপদ্রবাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তন্নিবারণ কামনায় তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। কেহ কেহ মনোভিলষিত সিদ্ধি কামনায়, কেহ কেহ বা স্বর্গ কামনায় বিবিধ যাগ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। দ্বাপর যুগে প্রজা সকল এই রূপে অধর্ম্ম দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

হে কৌন্তেয়! তমোগুণ যুক্ত কলি যুগে ধর্ম্মের এক পাদ মাত্র অবস্থিত রহিবে; নারায়ণ কৃষ্ণ বর্ণ হইবেন; বেদাচার, ধর্ম্মক্রিয়া ও যজ্ঞানুষ্ঠান শমতা প্রাপ্ত হইবে এবং অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ছয় প্রকার ঈতি, আধি, ব্যাধি, ক্ষুধা, ভয়, আলস্য, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দোষ সমস্ত ও অন্যান্য উপদ্রবের প্রাদুর্ভাব হইবে। হে বৎস! যুগ ক্ষয় হইলে ধর্ম্মের ক্ষয় হয়; ধর্ম্মের ক্ষয় হইলে লোকের ক্ষয় হয়; লোক ক্ষয় হইলে লোক প্রবর্ত্তক ধর্ম্মজ্ঞানাদি ভাবেরও ক্ষয় হয়; অতএব বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও যুগক্ষয় জন্য ধর্ম্ম, প্রার্থনীয় তৎকর্ম্ম ফলের বৈপরীত্য উৎপাদন করিয়া দেয়। এই কলি যুগের বৃত্তান্ত কহিলাম, এই কাল অচিরেই প্রবর্ত্তমান হইবে। চিরজীবী ব্যক্তিরাও এই রূপে সমস্ত যুগের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। হে অরিন্দম! আমাকে জানিবার নিমিত্তে তোমার কৌতূহল জন্মিয়াছে, কিন্তু এতাদৃশ অনর্থক বিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষের কি তাৎপর্য্য আছে! হে মহাবাহো! তুমি যে যুগ সংখ্যাদি বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিলাম; তোমার কল্যাণ হউক, এক্ষণে গমন কর।

একোন পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৯।

ভীম কহিলেন, হে কপীশ্বর! আমি আপনকার পূর্ব্ব রূপ দর্শন না করিয়া কোন প্রকারে গমন করিব না, অতএব যদি আমি আপনার অনুগ্রাহ্য হই, তবে আমাকে আপনি আপনা হইতেই সেই আত্ম রূপ দর্শন দিউন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্লবঙ্গম হনুমান্ ভীম কর্ত্তৃক এই রূপ কথিত হইয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক তাঁহাকে, আপনার সাগর লঙ্ঘন কালীন যে রূপ হইয়াছিল, তাহা দর্শন করাইলেন। তিনি ভ্রাতার প্রিয় কার্য্য করণে অভিলাষী হইয়া আত্ম শরীর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন; তাহাতে তদীয় দেহ দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে অতীব বিশাল হইল। অমিত দ্যুতি কপীশ্বর বিশাল বিগ্রহে সপাদপ কদলী খণ্ড আচ্ছাদিত করত অত্যুচ্চ গিরি আক্রমণ করিয়া দাঁড়াইলেন। কপিবর হনুমান্ দীর্ঘ লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে তাম্র বর্ণ লোচন, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা ও ভ্রুকুটী কুটিল আনন যুক্ত সমুচ্ছ্রিত প্রকাণ্ড শরীরে দিক্ সকল আবৃত করত দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত হইলেন। তখন কৌরব নন্দন ভীমসেন, ভ্রাতার সেই অতি বৃহৎ শরীর লক্ষ করিয়া বিস্ময়ান্বিত ও অতীব হৃষ্ট হইলেন এবং অর্কের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ ও প্রদীপ্ত আকাশের ন্যায় ব্যাপক সুবর্ণ পর্ব্বত সদৃশ হনুমান্‌কে নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষু নিমীলন

করিলেন। হনুমান্ ঈষৎ হাস্য করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে অনঘ! আমার এতাবৎ মাত্র আকৃতি দেখিতে তোমার সামর্থ্য আছে, কিন্তু আমি ইহা অপেক্ষাও বর্দ্ধিত হইতে পারি। হে ভীম! আমি যত মনে করি ততই স্বীয় আকৃতি বৃদ্ধি করিতে পারি; শত্রু মধ্যে আমার মূর্ত্তি তেজ দ্বারা অতি মাত্র বর্দ্ধিত হইতে পারে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অদীনাত্মা পবন-কুমার ভীমসেন হনুমানের বিন্ধ্য পর্ব্বত সন্নিভ মহা ভয়ানক সেই অদ্ভুত শরীর সন্দর্শনে সম্ভ্রমাপন্ন ও লোমাঞ্চিত হইলেন। তদনন্তর কৃতাঞ্জলি পুটে হনুমান্‌কে কহিলেন, হে বিভু মহাবীর্য্য! ভবদীয় এই শরীরের বিপুল প্রমাণ বিলোকন করিলাম, এক্ষণে আপনিই স্বয়ং আত্ম শরীর সম্বরণ করুন, যে হেতু আমি উদিত দিবাকর ও মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অপ্রমেয় ও অধর্ষণীয় আপনকার এ রূপ দেখিতে আর সমর্থ হইতেছি না। হে বীর! অদ্য আমার মনে এই এক মহান্ বিস্ময় সমুপস্থিত হইতেছে যে আপনি শ্রীরামের পার্শ্বস্থ থাকিতে তিনি স্বয়ং রাবণের অভিমুখীন হইয়াছিলেন, যে হেতু আপনিই একাকী স্বীয় বাহু বল আশ্রয় করিয়া বল বাহন সহিত লঙ্কা পুরী অবিলম্বে বিনাশ করিতে পারিতেন। হে মারুতাত্মজ! আপনার অপ্রাপ্য কিছুই নাই; সমরে একা আপনাতেই সগণ লঙ্কেশ্বর পর্য্যাপ্ত নহে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন প্লবগোত্তম হনুমান্‌কে এই রূপ কহিলে হনুমান্ স্নেহ সমন্বিত গম্ভীর স্বরে কহিলেন, হে মহাবাহু ভারত! তুমি যাহা বলিতেছ যে, সেই রাক্ষসাধম আমাতে পর্য্যাপ্ত নহে, ইহা সত্য বটে; কিন্তু ঐ লোক কণ্টক রাবণ আমা কর্ত্তৃক নিহত হইলে, রঘুনাথের কীর্ত্তি লোপ হয়, এই নিমিত্তে আমি তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। বীর রঘুনাথ রাক্ষসাধম রাবণকে তাহার গণের সহিত সংহার করিয়া সীতা দেবীকে স্ব পুরীতে আনয়ন করত মর্ত্ত্য লোকে আত্ম-কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি ভ্রাতার প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিরত, অতএব তুমি বায়ু কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন কর, তোমার পথে মঙ্গল হউক। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তোমার সৌগন্ধিক পুষ্প বনে যাইবার এই পথ; এই পথ দিয়া গমন করত কুবেরের উদ্যান দেখিতে পাইবে। যক্ষ ও রাক্ষস গণ সেই উদ্যান রক্ষা করিতেছে। হে বৎস! তুমি স্বয়ং তথায় বল পূর্ব্বক কুসুম চয়ন করিও না, কারণ দেবতারা মনুষ্য জাতির বিশেষ রূপে মান্য। হে ভরতর্ষভ! দেবতারা বলি, হোম, নমস্কার, মন্ত্র ও ভক্তি দ্বারা মনুষ্যদিগের প্রতি প্রসন্ন হন, অতএব তুমি সাহসের প্রতি নির্ভর করিবে না, স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে; স্ব ধর্ম্মে থাকিয়া বোধ পূর্ব্বক পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। বৃহস্পতি তুল্য ব্যক্তি হইলেও ধর্ম্ম শাস্ত্র না জানিয়া ও বৃদ্ধ সেবা না করিয়া ধর্ম্মার্থ জানিতে সক্ষম হয় না। যে স্থলে অধর্ম্ম, ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়, এমত স্থলে মন্দমতি ব্যক্তিরা মুগ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সুবুদ্ধি ব্যক্তির এ রূপ বিষয়ে, ধর্ম্ম কি এবং অধর্ম্মই বা কি, তাহা বিভাগ ক্রমে বিবেচনা করা উচিত। আচার দ্বারা ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়; ধর্ম্মে বেদ প্রতিষ্ঠিত হয়; বেদ দ্বারা যজ্ঞের উদ্ভব হয় এবং যজ্ঞ দ্বারা দেবতারা প্রতিষ্ঠিত হন। দেবতারা বেদাচার বিধানোক্ত যজ্ঞের অবলম্বনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং মানবেরা বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের প্রণীত নীতি অবলম্বনে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ভৃতি নিমিত্তক রাজসেবা, কর, বাণিজ্য কৃষি ও গোমেষাদি পশু পালন এই সমস্ত বৃত্তি দ্বারা সংসারের সমস্ত কার্য্য চলিতেছে। বেদবিহিত যজন যাজনাদি, পূর্ব্বোক্ত ভৃতি নিমিত্তক রাজসেবা প্রভৃতি ও দণ্ডনীতি এই তিন প্রকার বিদ্যা; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি কর্ত্তৃক স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মানুসারে ঐ

ত্রিবিধ বিদ্যার অনুষ্ঠান দ্বারা সংসার রক্ষা হয় বটে, পরন্তু ঐ সমস্ত কার্য্য বিশেষ রূপে জ্ঞাত থাকিয়া সম্যক্ প্রকারে প্রয়োগ করিলেই লোক যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সেই লোক যাত্রার কার্য্য যদি ধর্ম্ম পূর্ব্বক আচরিত না হয়, এবং বেদ বিহিত ধর্ম্ম ও দণ্ডনীতি পৃথিবীতে না থাকে, তাহা হইলে জগৎ নির্ম্মর্য্যাদ হইয়া যায়। প্রজাকুল রাজসেবা, বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় অপিচ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্ম সুন্দর রূপে অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম প্রসব করে। আত্মজ্ঞান রূপ সাত্বিক ধর্ম্মই ব্রাহ্মণদিগের প্রধান ধর্ম্ম। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিন টি সাধারণ ধর্ম্ম। যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই তিন টিও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। পশু পোষণ বৈশ্যের ধর্ম্ম এবং শূদ্র জাতির দ্বিজাতি শুশ্রূষাই ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহারা ভিক্ষাবৃত্তি, হোম ও ব্রত কার্য্যের অনধিকারী এবং তাহাদিগের দ্বিজাতি গৃহে বাস বিধেয় হইয়াছে। হে কৌন্তেয়! উক্ত চাতুর্ব্বর্ণিক ধর্ম্মের মধ্যে প্রাণী গণের পালন যে ক্ষত্র ধর্ম্ম, তাহাই তোমার ধর্ম্ম, অতএব তুমি বিনীত ও নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। যে ক্ষত্রিয়, বুদ্ধিমান্ শাস্ত্রজ্ঞ সাধু বৃদ্ধ দিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্যাচরণ করে, সেই ব্যক্তি দণ্ড দ্বারা পৃথিবী শাসন করিতে পারে, এবং কোন ক্ষত্রিয় যদি ব্যসনী হয়, তাহা হইলে পরিভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাজা যদি সম্যক্ রূপে নিগ্রহ ও অনুগ্রহে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে লোক মর্য্যাদা সুচারু রূপে ব্যবস্থিত হয়, অতএব তন্নিমিত্তে দেশ ও দুর্গ মধ্যে শত্রু পক্ষীয় মিত্র ও সৈন্যের স্থিতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় নিত্যই চর দ্বারা রাজার জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি রাজাদিগের চর, বুদ্ধি, মন্ত্রণা, পরাক্রম, নিগ্রহ, অনুগ্রহ ও দক্ষতা, এই সকল উপায় থাকে, তাহা হইলে কার্য্য সাধন হয়। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও উপেক্ষণ, ইহাদিগের সমুদায় অথবা পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ দ্বারা কার্য্য সাধন করা বিধেয়। হে ভরতর্ষভ! মন্ত্রণাই সমুদয় নয় ও চরের মূল হইয়াছে। নয় সুমন্ত্রিত হইলেই কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব রাজা কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্তে দ্বিজ গণের সহিত মন্ত্রণা করিবেন। স্ত্রী, বালক, মূঢ়, লুব্ধ, ক্ষুদ্রাশয় ও উন্মত্ত ব্যক্তির সহিত গুহ্য বিষয় মন্ত্রণা করিবেন না। বিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা, কর্ম্ম সমর্থ ব্যক্তি দ্বারা কর্ম্ম সাধন এবং প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি দ্বারা নীতি স্থাপন করিবেন। মূর্খকে কোন বিষয়ে ভারার্পণ করিবেন না। ধার্ম্মিককে ধর্ম্ম কার্য্যে, পণ্ডিতকে অর্থ কার্য্যে, ক্লীবকে স্ত্রীলোক রক্ষণে ও ক্রূরকে ক্রূর কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। শত্রু পক্ষকে উৎকোচাদি প্রদান দ্বারা লোভিত করিয়াও তাহাদিগের নিকট হইতে কার্য্য বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ক বুদ্ধি ও শত্রু পক্ষের বলাবল জ্ঞাত হইবেন, এবং বিবেচনা দ্বারা শরণাগত জনের প্রতি অনুগ্রহ ও ন্যায় পথে অনবস্থিত অশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি নিগ্রহ করাইবেন। রাজা প্রজা গণের প্রতি কার্য্য বিশেষে নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সম্যক্ রূপে প্রবৃত্ত হইলে লোক মর্য্যাদা সুচারু রূপে ব্যবস্থিত হয়। হে পার্থ! আমি তোমাকে এই দুর্ব্বিজ্ঞেয় সুকঠিন রাজ-ধর্ম্ম কহিলাম; তুমি বিনয়স্থ হইয়া স্বধর্ম্ম বিভাগ ক্রমে ইহা পালন করিবে। যে রূপ ব্রাহ্মণেরা তপস্যা, ধর্ম্ম, দম ও যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত এবং বৈশ্যেরা দান আতিথ্য ক্রিয়া ধর্ম্ম দ্বারা সদ্গতি প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়েরা পৃথিবীতে প্রজা নিগ্রহ ও পালন দ্বারা স্বর্গ লাভ করেন। রাজ গণ কামদ্বেষ বিবর্জ্জিত, লোভ শূন্য ও বিগতরোষ হইয়া যথোচিত দণ্ড প্রণয়ন করিলে সাধুদিগের সালোক্য প্রাপ্ত হন।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর হনুমান্ স্বেচ্ছাকৃত সেই বিপুল শরীর সম্বরণ করিয়া

বাহু যুগল দ্বারা ভীমসেনকে পুনঃ পুন আলিঙ্গন করিলেন। ভ্রাতার আলিঙ্গনে অতি বলবান্ ভীমসেনের শ্রান্তি দূর ও তাঁহার সকল বিষয় অনুকূল হইল, এবং তিনি আপনাকে বলবান্ ও মৎসদৃশ মহান্ আর কেহ নাই, এরূপ বোধ করিলেন। অনন্তর কপিবর পুনরায় ভীমের প্রতি সৌহার্দ্দ প্রযুক্ত প্রেমাশ্রু-পূর্ণ নয়নে ও বাষ্প গদ্গদ কণ্ঠে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, হে বীর! তুমি স্বকীয় আবাসে গমন কর এবং কথা প্রসঙ্গে আমাকে কখন স্মরণ করিও। কুবের ভবন হইতে দেব গন্ধর্ব্ব যোষা গণের আসিবার এই স্থান এবং তাহার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমি এখানে থাকিয়া আর কাহারও নিবেদন শুনিতে পারি না। হে কুরু-শ্রেষ্ঠ! তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমার নয়ন যুগল সফল হইল, যে হেতু তোমার মানুষ শরীর সংস্পর্শ লাভ করিয়া দশানন তিমিরের সংহারক, সীতা বদনারবিন্দের প্রফুল্লতা বিধায়ক, ভাস্কর স্বরূপ, জগন্মনোরঞ্জন রামাভিধ রঘুনাথ বিষ্ণু আমার স্মৃতি পথে আরূঢ় হইলেন; অতএব হে বীর ভরত-নন্দন কৌন্তেয়! অস্মদ্দর্শন তোমার সম্বন্ধে সফল হউক, তুমি ভ্রাতৃ ভাব পুরস্কার করিয়া আমার নিকট বর যাচ্ঞা কর। হে মহাবল! আমি অদ্যই হস্তিনা নগরে গিয়া ক্ষুদ্র ধার্ত্তরাষ্ট্র দিগকে নিহত অথবা শিলা দ্বারা নগর মর্দ্দিত কিম্বা দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া তোমার নিকটে আনয়ন করি, ইহার মধ্যে যাহা তোমার অভিলাষ হয় বল, তাহাই করিতে আমি প্রস্তুত আছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন মহাত্মা কপীশ্বরের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাবাহো! আপনা হইতে আমার সকলই কৃত হইয়াছে, আপনকার মঙ্গল হউক, আপনকার নিকট আমি এই মাত্র প্রার্থনা করি যে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন। হে বীর্য্যবন্! সমস্ত পাণ্ডবেরা আপনাকে নাথ প্রাপ্ত হইয়া সনাথ হইল। আমরা আপনারই তেজো দ্বারা সমস্ত শত্রুকে পরাজয় করিব।

ভীমসেন হনুমান্‌কে এবম্প্রকার কহিলে, হনুমান্ তাঁহাকে কহিলেন, আমি ভ্রাতৃ ভাব ও সুহৃদ্ ভাব প্রযুক্ত তোমার প্রিয় কার্য্য করিব; যখন তুমি শরশক্তি সমাকুল শত্রুসৈন্য বিলোড়িত করিয়া সিংহ নাদ করিবে, তখন আমি স্ব রবে ত্বদীয় রব বৃংহন করিব এবং বিজয়ের ধ্বজস্থ হইয়া শত্রুদিগের প্রাণ সংহারক দারুণ নিস্বন করিব; তাহাতে তোমরা অবলীলা ক্রমে অরাতি কুল সংহার করিবে। হনুমান্ পাণ্ডু-নন্দন ভীমকে এই কথা ও তাঁহার গমনের পথ বলিয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! হরিবর হনুমান্ অন্তর্হিত হইলে বলিশ্রেষ্ঠ বৃকোদর হনুমানের কথিত পথ দিয়া বিপুল গন্ধমাদনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি হনুমানের ভুমণ্ডলে অপ্রতিম শ্রী ও শরীর এবং দাশরথির মাহাত্ম্য ও প্রভাব অনুস্মরণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। সৌগন্ধিক বনের উদ্দেশে যাইতে যাইতে রমণীয় বন ও উপবন সকল বিলোকন করিতে থাকিলেন। কোন স্থানে প্রফুল্ল বৃক্ষে বিচিত্র ও পুষ্পিত বন, কোন স্থানে বিকসিত পদ্ম বনে বিচিত্রিত সরিৎ ও সরোবর সকল দর্শন করিলেন। কোন স্থানে বন মধ্যে বর্ষণকারী মেঘ বৃন্দ সদৃশ পঙ্কক্লিন্ন মত্ত বারণ গণ যূথে যূথে সঞ্চরণ করিতেছে, এবং কোন স্থানে চঞ্চল অপাঙ্গ সংযুক্ত হরিণ ও হরিণী গণ শষ্প ভক্ষণ করিতেছে; শ্রীমান্ ভীমসেন পথি মধ্যে এই সকল দেখিতে দেখিতে দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বকীয় শৌর্য্য বলে নির্ভয়-চিত্ত হইয়া মহিষশার্দ্দূল বরাহ নিষেবিত সেই গিরি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অরণ্যের বৃক্ষ সকল মারুত কর্ত্তৃক কম্পিত হইয়া তাম্রবর্ণ পল্লব সমূহে কোমল ও কুসুম সমূহে

আনত শাখাগ্র দ্বারা ভীমসেনকে যেন বীজন করিতে লাগিল। ভীমসেন পথি মধ্যে মত্ত ষট্‌পদ সেবিত সুরম্য ঘট্ট ও সলিল সম্পন্ন পদ্ম সরোবর সকল অতিক্রম করিলেন; ঐ সকল সরোবর পদ্ম পুষ্প রূপ অঞ্জলি দ্বারা যেন ভীমসেনের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিল। তাঁহার মন ও নয়ন প্রফুল্ল গিরি সানুতে সজ্জমান হইল; তিনি দ্রৌপদীর বাক্যকে পাথেয় অবলম্বন করিয়া দ্রুততর গামী হইলেন। তদনন্তর দিবাবসানে হরিণ গণ সমাকুল বন মধ্যে বিমল কাঞ্চন বর্ণ পদ্মের বিপুলা নদী দেখিতে পাইলেন। উহাতে হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাক নিচয় কেলি করিতেছে; উহা যেন সেই পর্ব্বতের বিমল পঙ্কজ মালা রূপে রচিতা হইয়াছে। মহাসত্ত্ব পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন ঐ নদীতে তরুণ সূর্য্য সম দ্যুতিমান্ প্রীতিকর মহৎ সৌগন্ধিক বন দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহা দেখিয়া মনে মনে লব্ধ মনোরথ হইয়া মনে মনে যেন বনবাস পরিক্লিষ্টা প্রিয়া সমীপে গমন করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই রমণীয় পদ্মনদী কৈলাস শিখর সমীপে কুবের ভবন সকাশে পর্ব্বত নির্ঝরে সমুৎপন্ন, রাক্ষস গণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত, শোভমান কাননে সংযুক্ত, বিপুল ছায়া বিশিষ্ট, নানাদ্রুম লতায় সমাকুল, হরিতাম্বুজ নিচয়ে সমাচ্ছন্ন, কনক কমলের কান্তি দ্বারা শোভমান ও নানাবিধ পক্ষী গণে সমাকীর্ণ হইয়াছে। উহাতে কর্দ্দম নাই; উহার জল অতি সুন্দর এবং ঘট্ট সকল যেন উহার ভূষণ স্বরূপ হইয়া শোভা পাইতেছে। ঐ বিচিত্র শুভ নলিনী পর্ব্বত সানুতে উৎপন্না হইয়া লোকের অদ্ভুত-দর্শনা হইয়াছে। কুন্তী-নন্দন ভীমসেন, সমীপে গমন করিয়া সেই নদী দর্শন ও তাহার জল, শীতল, লঘু, নির্ম্মল, স্বাস্থ্যকর, শুভ-জনক ও অমৃত রস স্বরূপ দেখিয়া প্রচুর পরিমাণে পান করিলেন এবং তথায় দিব্য সৌগন্ধিক পুষ্পে সমাবৃত এক টি দিব্য সরোবরও দেখিলেন। ঐ সরোবর পরম সুগন্ধি সুবর্ণ ময় পদ্ম পুষ্পে সংছন্ন রহিয়াছে; ঐ সকল পদ্ম বহুল বিচিত্র ও মনোহর এবং উহার মৃণাল উত্তম বৈদূর্য্য মণির ন্যায় কান্তি যুক্ত হইয়াছে এবং জলচর হংস কারণ্ডব পক্ষী গণ কর্ত্তৃক উহা সমুদ্ধূত হওয়াতে উহার নির্ম্মল পরাগ সকল নিঃসৃত হইয়া পড়িতেছে। ঐ সরোবর রাজরাজ মহাত্মা কুবেরের ক্রীড়া স্থান; দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা গণের পরম পূজনীয়; দিব্য ঋষি গণ উহার সেবা করিয়া থাকেন এবং যক্ষ, কিংপুরুষ, রাক্ষস, কিন্নর গণ ও স্বয়ং কুবের উহা রক্ষা করিয়া থাকেন। কুন্তী-নন্দন মহাবল ভীমসেন উক্ত সরিৎ ও সরোবর বিলোকন করিয়া পরম প্রীত হইলেন।

ক্রোধবশ নামক শত সহস্র রাক্ষস রাজ-শাসনানুসারে পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক বিচিত্রায়ুধধারী হইয়া ঐ সরোবর রক্ষা করিতেছে। তাহারা পুষ্করেপ্সু অরিন্দম ভীম পরাক্রম বীর বৃকোদরকে অজিনাম্বর পরিধান ও কনক কেয়ূর ধারণ পূর্ব্বক সায়ুধ ও বদ্ধ-খড়্গ হইয়া নিঃশঙ্ক রূপে আসিতে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এই পুরুষ শার্দ্দূল অজিন বাস পরিধায়ী অথচ অস্ত্র ধারী; এ ব্যক্তি যে কার্য্য অভিলাষে এখানে আসিয়াছে, তাহা ইহাকে জিজ্ঞাসা কর। তাহারা সকলে এই রূপ কথোপকথনানন্তর মহাবাহু তেজস্বী বৃকোদর সমীপে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহামতে! তোমাকে মুনিবেশ ধারী অথচ আয়ুধ গ্রাহী দেখিতেছি, তুমি কে, তাহা বল এবং যে নিমিত্তে এখানে আসিয়াছ, তাহাও ব্যক্ত কর।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৫৩ ॥

ভীমসেন কহিলেন, হে নিশাচর গণ! আমি পাণ্ডুপুত্র, ধর্ম্মরাজের অনুজ, আমার নাম ভীম-

সেন; আমি ভ্রাতৃগণের সহিত বিশালা বদরীতে অবস্থান করিতেছি। তথায় এক টি অনুত্তম সৌগন্ধিক পুষ্প, নিশ্চয়ই এখান হইতে পবন কর্তৃক উড্ডীয়মান হইয়া পতিত হয়, তাহা দেখিয়া পাঞ্চালী তাদৃশ সৌগন্ধিক পুষ্প বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। আমি সেই অনিন্দিতাঙ্গী ধর্ম্ম-পত্নীর প্রিয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া পুষ্প হরণ করিতে এ স্থলে আসিয়াছি।

রাক্ষসেরা কহিল, হে পুরুষর্ষভ! ইহা কুবেরের প্রিয় উপবন, এখানে মর্ত্ত্যধর্ম্মী মানবেরা বিহার করিতে পায় না। দেবর্ষি, যক্ষ ও দেব গণ যক্ষ প্রবর কুবেরের অনুজ্ঞানুসারে এই সরোবরে সলিল পান ও ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হে পাণ্ডব! গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা গণও এখানে বিহার করিয়া থাকে; তদ্ভিন্ন যে কেহ ধনাধিপ কুবেরকে অবমাননা করিয়া এখানে বিহার করিতে অভিলাষ করে, সেই দুর্বৃত্ত ব্যক্তিকে শমন সদনের আতিথ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে সংশয় নাই। হে বৃকোদর! যখন তুমি তাঁহাকে অনাদর করিয়া বল পূর্ব্বক এখান হইতে জলজ হরণে অভিলাষী হইয়াছ, তখন তুমি কি রূপে আপনাকে ধর্ম্মরাজের অনুজ বলিয়া পরিচয় দিতেছ? তুমি যক্ষ-রাজকে নিবেদন করিয়া পরিশেষে পানীয় পান ও পুষ্প গ্রহণ কর; ইহার অন্যথা হইলে পুষ্প হরণ দূরে থাকুক, নিরীক্ষণ করিতেও পারিবে না।

ভীমসেন কহিলেন, হে রাক্ষস গণ! আমি এ স্থলে সেই মহারাজ ধনেশ্বরকে দেখিতে পাইতেছি না যে তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিব, কিন্তু তাঁহাকে সমীপে দেখিলেও তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিতে উৎসাহ করিতে পারি না, কারণ ক্ষত্রিয়েরা কাহারও নিকট প্রার্থনা করেন না, ইহাই তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম; অতএব আমি কোন প্রকারে ক্ষাত্র ধর্ম্ম পরীহার করিতে ইচ্ছা করি না। এই সুরম্য নলিনী যে, মহাত্মা কুবেরের ভবন মধ্যে রহিয়াছে এমত নহে, ইহা পর্ব্বত নির্ঝরে উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব ইহাতে কেবল কুবেরের কেন, সর্ব্ব প্রাণীরই তুল্যাধিকার আছে, সুতরাং এবম্ভূত অবস্থাপন্ন বস্তু কে কাহার নিকট যাচ্ঞা করিতে যোগ্য হয়?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবাহু মহাবল ভীমসেন রাক্ষস গণকে এই কথা বলিয়া রোষাবেশে উক্ত নলিনী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর রাক্ষসেরা ক্রোধ ভরে চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রতাপবান্ ভীমসেনকে ভর্ৎসনা করত, না, না, এই বাক্যে নিষেধ করিতে লাগিল, কিন্তু মহা তেজস্বী ভীম-পরাক্রম ভীম তাহাদিগকে তুচ্ছ করিয়া নলিনী মধ্যে অবগাহন করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা বল পূর্ব্বক নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং এই ভীমকে গ্রহণ কর, বন্ধন কর, ছেদন করিয়া ফেল, জঠরানলে পাক করিয়া ফেলি, অথবা ভক্ষণ করিয়া ফেলি, এই রূপ বলিতে বলিতে ক্রোধ ভরে ঘূর্ণিত নেত্রে শস্ত্র উদ্যত করিয়া তাঁহার অভিমুখে দ্রুত বেগে ধাবিত হইল। তদনন্তর তিনি যমদণ্ড কল্প কাঞ্চন পট্ট বেষ্টিত গুরুতর মহাগদা গ্রহণ করিয়া, থাক্, থাক্, বলিয়া তাহাদিগের উপর বেগে পতিত হইলেন। তখন সেই রৌদ্ররূপ অতি ভীষণাকার ক্রোধবশ রাক্ষসেরাও জিঘাংসু হইয়া তোমর পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ঘূর্ণন পূর্ব্বক সহসা তাঁহার প্রতি নিপতিত হইল ও চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। ভীমসেন কুন্তীর গর্ব্ভে বায়ুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সত্য ও ধর্ম্মে তাঁহার সর্ব্বদা নিষ্ঠা আছে, ইহাতে তিনি যে, অবশ্যই শূর, বলবান্, বেগশীল, শত্রুহন্তা ও পরাক্রমে শত্রু গণ কর্তৃক অধর্ষণীয় হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে, সুতরাং সেই মহাত্মা ভীমসেন পুষ্করিণী সমীপে সেই শাত্রব বর্গের যুদ্ধ বিষয়ক বিবিধ মার্গ ও শস্ত্র সকল নিহত করিয়া প্রধান প্রধান এক শত বীরকে বিনাশ করিলেন। তাহাদিগের প্রধান বীর সকল হত হইলে তাহারা ভীমের বল বীর্য্য ও বিদ্যাবল এবং বাহু

বল দেখিয়া সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সহসা সকল দিক্ হইতে নিবৃত্ত হইল।

ভীমের ভীমাঘাতে অর্দ্দিত ক্ষত বিক্ষত ও বিমুগ্ধ-সংজ্ঞ সেই ক্রোধবশ রাক্ষসেরা রণ ভগ্ন হইয়া কৈলাস শৃঙ্গে বিমান মার্গে সত্বর ধাবিত হইল। এদিকে শত্রুজয়ী ভীমসেন, যেমন পুরন্দর দৈত্য দানব দল দলন করেন, তদ্রূপ সমরে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রু সংঘকে পরাভব করিয়া সেই পুষ্করিণীতে প্রবেশ করত অম্বুজ সকল অভিলাষানুযায়ী গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর অমৃতকল্প তোয় পান করিয়া উত্তম তেজো-বীর্য্য-সম্পন্ন হইলেন এবং পুনর্ব্বার উত্তম গন্ধবিশিষ্ট অনেক সৌগন্ধিক সরোজ উৎপাটন করিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন ক্রোধবশ রাক্ষসেরা ভীমবলে তাড়িত ও অতীব ভীত হইয়া ধনেশ্বর নিকট গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ বিষয়ে ভীমের বল বীর্য্য আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। ধনেশ্বর তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, উহা আমার বিদিত আছে, ভীম কৃষ্ণার নিমিত্তে ইচ্ছামত অম্বুজ গ্রহণ করুক। অনন্তর তাহারা বিগত-রোষ হইয়া ধনেশ্বরের অনুজ্ঞা ক্রমে কুরুপ্রবর ভীমসেনের নিকটে গমন করিল এবং ভীমকে সেই নলিনী মধ্যে একাকী যথা সুখে বিহার করিতে দেখিল।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৪ ॥

—•—

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল প্রবর! তদনন্তর ভীমসেন সেই সমস্ত মহার্হ দিব্য বহুরূপান্বিত বিমল পুষ্প গ্রহণ করিলেন।

মহারাজ! যে সময়ে ভীমসেন সেই নলিনী রক্ষক রাক্ষস গণের সহিত যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আবাস স্থল বিশালা বদরীতে সংগ্রাম সূচক খর-স্পর্শ শীঘ্রগামী মহান্ বায়ু প্রাদুর্ভূত হইল; বায়ু কর্ত্তৃক ভূমি হইতে শর্করা কর্ষণ হইতে লাগিল; মহা ভয়জনিকা মহতী উল্কা নির্ঘাত শব্দ সহকারে পতিত হইতে লাগিল; প্রভাকর তমোবৃত হইয়া নিষ্প্রভ হইল; তাহার কিরণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল; অচলা সচলা হইল; ধূলি বর্ষণ হইয়া ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল; দিক্ সকল লোহিত বর্ণ হইল; পশু পক্ষী গণ প্রখর রব করিতে লাগিল; সকলই অন্ধকারাবৃত হইল; কিছুই দৃষ্টি-গোচর হইল না; এতদ্ভিন্ন বহুবিধ ভয়ঙ্কর উৎপাত সেখানে উৎপন্ন হইল। ধর্ম্মপুত্র বাগ্মিবর যুধিষ্ঠির সেই সকল অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডব গণ! কেহ আমাদিগকে অভিভব করিবে, তোমাদিগের মঙ্গল হউক্, তোমরা সজ্জীভূত হও, আমি যে রূপ দেখিতেছি, ইহাতে বোধ হইতেছে যে আমাদিগের পরাক্রম প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অরিন্দম রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপ বলিয়া, পরে সকল দিক্ বিলোকন করিলেন, কিন্তু কোন দিকে বৃকোদরকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর সমীপ-বর্ত্তিনী কৃষ্ণা ও নকুল সহদেবকে ভীম-কর্ম্মকারী ভ্রাতা ভীমের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পাঞ্চালি! ভীম কি কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? তিনি ত সাহস প্রিয়, কোন সাহসের কর্ম্মই বা করিয়া থাকিবেন; নতুবা মহা সমর সূচক এই সকল উৎপাত তীব্র ভয় প্রদর্শন করত চতুর্দ্দিকে কেন প্রাদুর্ভূত হইতেছে!

রাজা ঐ রূপ কহিলে প্রিয় হিতৈষিণী মনস্বিনী চারুহাসিনী প্রিয় মহিষী কৃষ্ণা তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজন্! অদ্য সেই যে সৌগন্ধিক পুষ্প টি পবন কর্ত্তৃক আহৃত হইয়াছিল, আমি প্রীতি পরবশ হইয়া তাহা মহাবীর ভীমসেনকে দেখাইয়া ছিলাম এবং এই রূপ কহিয়া ছিলাম যে, যদি এপ্রকার পুষ্প অনেক দেখিতে পাও, তবে তৎ সমস্ত লইয়া

আসিবে। মহারাজ! সেই মহাবাহু অবশ্যই আমার প্রিয় কার্য্য নিমিত্তে এখান হইতে সেই পুষ্প আনিতে পূর্ব্ব উত্তর দিকে গিয়া থাকিবেন।

দ্রৌপদী রাজাকে এই রূপ কহিলে, রাজা নকুল সহদেবকে কহিলেন, আমরা সকলে মিলিত ও সত্বর হইয়া, যে পথ দিয়া ভীম গিয়াছেন, সেই পথ দিয়া গমন করি এবং ব্রাহ্মণেরা যেমনই শ্রান্ত ও যেমনই বা কৃশ হউন না কেন, তাঁহাদিগকে রাক্ষসেরা বহন করুক। হে অমর-সঙ্কাশ ঘটোৎকচ! তুমি কৃষ্ণাকে বহন কর। ভীম যে এখান হইতে দূরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমার বুদ্ধিতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যেহেতু যে ভীমসেন বেগে বায়ু তুল্য ও পৃথিবী লঙ্ঘন বিষয়ে গরুড় সদৃশ তরস্বী এবং যথেচ্ছাক্রমে আকাশে উৎপতিত ও তথা হইতে নিপতিতও হইতে পারেন, তাঁহার এতাদৃশ দীর্ঘ কাল গমন হইয়াছে। হে রজনীচর গণ! তিনি যাহাতে ব্রহ্মবাদী সিদ্ধ দিগের নিকট অপরাধী না হন, এ জন্য অগ্রে আমরা তোমাদিগের প্রভাবে তাঁহার অনুবর্ত্তী হই।

হে ভরতর্ষভ! ঘটোৎকচ-প্রমুখ রাত্রিচরেরা কুবের নলিনীর উদ্দেশ জ্ঞাত ছিল, তাহারা প্রীত চিত্তে যে আজ্ঞা বলিয়া পাণ্ডবদিগকে ও অনেকানেক ব্রাহ্মণকে গ্রহণ পূর্ব্বক লোমশের সহিত প্রয়ান করিল। তাহারা সকলে শুভ কানন সংযুক্ত অতি মনোরম-গন্ধ সৌগন্ধিক নলিনীতে সত্বর গমন পূর্ব্বক তদীয় তীরে তরস্বী মহাত্মা ভীমকে দেখিল এবং বিপুল-নেত্র যক্ষদিগকেও নিহত দেখিতে পাইল; সেই সকল যক্ষদিগের মধ্যে কাহারও দেহ কাহারও অক্ষি কাহারও বাহু কাহারও উরু ভগ্ন হইয়াছে, এবং কাহারও বা গ্রীবা দেশ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং ভীমসেন ক্রোধে দশন দ্বারা অধর দংশন পূর্ব্বক স্তব্ধ-নয়ন হইয়া, প্রজা ক্ষয় কালীন দণ্ডহস্ত কৃতান্তের ন্যায়, কর দ্বয়ে গদা উদ্যত করিয়া নদী তীরে অবস্থিত রহিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যক্ষদিগকে নিহত ও ভীমকে তদ্রূপ দেখিয়া তাঁহাকে পুনঃপুন আলিঙ্গন করত মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে কৌন্তেয়! তুমি এ কি করিয়াছ! তোমার মঙ্গল হউক্, যদি তুমি আমার প্রিয় অভিলাষ কর, তবে পুনর্ব্বার এ রূপ সাহসিক ও দেবতাদিগের অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমকে এই রূপে অনুশাসন করিলে পর, দেব সদৃশ পাণ্ডবেরা সকলে পদ্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সেই নলিনীতে বিহার করিতেছেন, এমন সময়ে সেই উদ্যানের রক্ষক শিলায়ুধ ধারী মহাকায় নিশাচরেরা তথায় উপস্থিত হইল। হে ভারত! তাহারা সকলে ধর্ম্মরাজ, মহর্ষি লোমশ, নকুল, সহদেব ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ-পুঙ্গব গণকে দেখিয়া বিনয়াবনতি পূর্ব্বক প্রণিপাত করিল এবং ধর্ম্মরাজের সান্ত্বনা বাক্যে সন্তুষ্ট হইল। কুরুপুঙ্গবেরা সেই স্থানে কুবেরের বিদিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতীক্ষায় গন্ধমাদন সানুতে ক্রীড়া করত অনতিচির কাল বাস করিলেন।

সৌগন্ধিকাহরণ প্রকরণ ও পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই স্থানে বাস করত দ্রৌপদী, ভ্রাতৃ গণ ও দ্বিজ গণকে কহিলেন, মঙ্গল দায়ক পুণ্যজনক তীর্থ সকল, মনের আহ্লাদনীয় বন সকল, যাহাতে দেবতারা ও মহাত্মা মুনিরা পুরা কালে বিচরণ করিয়াছিলেন, এবং যাহা দ্বিজ গণের পূজিত, সেই সকল স্থান যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ ও বিশেষ রূপে আমাদিগের দর্শন করা হইয়াছে এবং ঋষি দিগের পূর্ব্বচরিত ও বিচেষ্টিত কর্ম্ম সকল এবং রাজর্ষি সমূহের চরিত ও তদ্ভিন্ন নানাবিধ পুণ্য কথা শ্রবণ করত শিব জনক সেই সেই আশ্রমে দ্বিজ গণের সহিত বিশেষ রূপে অভিষেক করাও হইয়াছে। তোমরা নিরন্তর পুষ্প ও সলিল দ্বারা দেব গণের অর্চ্চনা করিয়াছ; যথা-

প্রাপ্ত ফল মূল দ্বারা পিতৃ লোকের তৃপ্তি সাধন করিয়াছ; রমণীয় শৈল মধ্যে সরোবর সমস্ত ও মহাপুণ্য উদধিতে মহাত্মাদিগের সহিত উপস্পর্শন করিয়াছ; ইলা, সরস্বতী, সিন্ধু, যমুনা, নর্ম্মদা ও রমণীয় নানা তীর্থে দ্বিজ গণ সহ স্নান করিয়াছ এবং গঙ্গাদ্বার অতিক্রম করিয়া বহুতর শুভ পর্ব্বত, নানাপক্ষি-সমাকুল হিমাচল, নর নারায়ণাশ্রম বিশালা বদরী ও সিদ্ধ দেবর্ষি পূজিত দিব্য পুষ্করিণীও দর্শন করা হইয়াছে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গণ! মহাত্মা লোমশ যথাক্রমে সমস্ত পুণ্যায়তন বিশেষ রূপে দর্শন করাইয়াছেন। হে ভীম! এক্ষণে এই সিদ্ধ গণ নিষেবিত পুণ্য কুবের ভবনের মধ্যে কি রূপে গমন করিব, তাহার উপায় চিন্তা কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির এই রূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে এই দৈব-বাণী হইল যে, হে রাজন্! এখান হইতে কুবের ভবন পর্য্যন্ত যাইতে দুর্গম পথ, তাহাতে গমন করা দুঃসাধ্য, অতএব তুমি এই পথ দিয়া, যথা হইতে আসিয়াছ, তথায় প্রতি গমন কর। হে কৌন্তেয়! বদরী বলিয়া বিশ্রুত যে নর নারায়ণ স্থান, তথা হইতে সিদ্ধ চারণ গণ সেবিত বহু পুষ্পফল সমন্বিত সুরম্য বৃষপর্ব্বাশ্রমে গমন করিবে; পরে তাহা অতিক্রম করিয়া আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে বাস করিবে; তথা হইতে সেই কুবের ভবন দেখিতে পাইবে। এই রূপ দৈববাণী হইতেছে, এই সময়ে সুখ প্রমোদকর শীতল দিব্য গন্ধবহ পবিত্র বায়ু বহিতে লাগিল ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। কি ঋষি কি ব্রাহ্মণ কি পার্থিব গণ, সকলেই আকাশ বাণী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বিপ্র ধৌম্য সেই মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ইহার উত্তর প্রদান করা অকর্ত্তব্য, এতদনুসারেই কার্য্যাচরণ করুন। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ধৌম্যের বাক্য স্বীকার করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ভীমসেনাদি ভ্রাতৃ-বর্গ, পাঞ্চালী ও ব্রাহ্মণ গণের সহিত পুনর্ব্বার নর নারায়ণাশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

নর নারায়ণাশ্রমে প্রত্যাগমন প্রকরণ ও ষট্ পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫৬॥

জটাসুর বধ প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর ভীমসেন-সুত ঘটোৎকচ ও অন্যান্য রাক্ষসেরা বিদায় হইয়া গমন করিয়াছে; পাণ্ডবেরা অর্জ্জুনের আগমন প্রতীক্ষায় দ্বিজগণের সহিত পর্ব্বত প্রবরে বদরিকাশ্রমে নিঃশঙ্ক চিত্তে বাস করিয়া আছেন; একদা ভীমসেন ব্যতিরেকে তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক রাক্ষস ধর্ম্মরাজ, নকুল, সহদেব ও কৃষ্ণাকে হরণ করিল। সেই রাক্ষস মন্ত্রণাদক্ষ সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎ উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক পাণ্ডব দিগের তূণ ও ধনুক গ্রহণ প্রত্যাশায় এবং দ্রৌপদীকেও হরণ করিবার মানসে তাহার অবকাশ কাল প্রতীক্ষায় নিয়ত তাঁহাদিগের উপাসনা করিত। সেই দুরাত্মা পাপ মতি রাক্ষস, জটাসুর নামে খ্যাত ছিল। হে রাজেন্দ্র! পাণ্ডু নন্দন যুধিষ্ঠিরও তাহাকে পোষণ করিতেন; তিনি সেই পাপাত্মাকে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় জানিতে পারেন নাই। সেই ছদ্ম বেশ ধারী ব্রাহ্মণ, ভীমসেন মৃগয়ার্থে আশ্রম হইতে নির্গত হইলে, ঘটোৎকচকে অনুচর গণের সহিত বহু দূর গত ও লোমশ প্রভৃতি সমাহিত তপোধন মহর্ষি গণকে স্নান ও পুষ্প চয়নার্থ নির্গত দেখিয়া মহা ভয়ানক বিকৃতাকার রূপান্তর ধারণ করিল; পরে সমস্ত শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পাঞ্চালী ও তিন জন পাণ্ডবকে লইয়া প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। সহদেব যত্ন সহকারে শত্রু নিকট হইতে তদ্গৃহীত কৌশিক খড়্গ মোক্ষণ পূর্ব্বক ঘূর্ণায়মান করত তৎ সকাশ হইতে অপক্রান্ত হইয়া, মহাবল

ভীমসেন যে দিকে গিয়াছেন, তদভি মুখে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উক্ত রাক্ষস কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন, অরে মূঢ়! তোমার যে ধর্ম্ম ক্ষয় হইতেছে, তাহার মর্ম্ম তুমি দেখিতেছ না। কোন কোন স্থলে মনু বংশীয়দিগের মধ্যে যাহারা তির্য্যক্ যোনিগত, তাহারা এবং তদ্ব্যতীত প্রাণীরাও বিশেষত রাক্ষসেরা ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকে; রাক্ষসেরা ধর্ম্মের মূল স্বরূপ, সুতরাং তাহারা ধর্ম্ম উত্তম রূপে জানে; এই সকল পরীক্ষা করিয়া ধর্ম্ম্য নিয়মানুসারে অবস্থান করা তোমার বিধেয়। হে রাক্ষস! দেব গণ, পিতৃ গণ, ঋষি গণ, গন্ধর্ব্ব গণ, উরগ গণ ও রাক্ষস গণ এবং পশু, পক্ষী ও তির্য্যক্ যোনিগত কীট পিপীলিকা পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণীই মনুষ্যকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তুমিও সেই হেতু জীবিত আছ। এই মর্ত্ত্য লোকের সমৃদ্ধি দ্বারাই তোমাদিগের লোক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং দেবতারা এই মর্ত্ত্য লোক শোক বিশিষ্ট হইলে শোক প্রাপ্ত হন, যেহেতু তাঁহারা এই মর্ত্ত্য লোক হইতে যথাবিধি হব্য কব্য দ্বারা পূজ্যমান হইয়া বর্দ্ধিত হয়েন। রে রাক্ষস! আমরা রাজ্যের পাতা ও রক্ষিতা; রাষ্ট্র অরক্ষ্যমাণ হইলে কোথা হইতে বা ঐশ্বর্য্য, কোথা হইতেই বা সুখ সম্ভাবনা থাকে! রাক্ষসেরা নিরপরাধে কদাচিৎ রাজার অবমাননা করিবে না; হে নরাশন! আমরা ত কাহারও অণুমাত্রও অহিতাচার করি নাই; বরং সাধ্যানুসারে দেব ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দিগকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগের অবশিষ্টান্ন ভোজন করিয়া থাকি ও সর্ব্বদাই গুরু ব্রাহ্মণ সমীপে প্রণতি-প্রবণ হই। যাহার অন্ন ভোজন ও যাহার আশ্রয়ে অবস্থান করা যায়, তাহাদিগের এবং মিত্র ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগের বিদ্রোহাচরণ কদাচিৎ কর্ত্তব্য নহে। হে দুষ্প্রজ্ঞ! তুমি আমাদিগের আশ্রয়ে সুখোষিত ও পূজ্যমান হইয়া এবং আমাদিগের অন্ন ভোজন করিয়া কি প্রকারে আমাদিগকেই হরণ করিতে অভিলাষ করিতেছ? এ রূপ পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তোমার আচার, বৃদ্ধি, বুদ্ধি ও মরণ বৃথা হইবে; অতএব অদ্য তুমি এই কর্ম্ম করিয়া বৃথা হইও না। যদি দুষ্টবুদ্ধি বশত সকল ধর্ম্ম হইতে বিবর্জ্জিত হও, তবে আমাদিগের অস্ত্র আমাদিগকে প্রদান পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া দ্রৌপদী হরণ কর; নতুবা যদি অজ্ঞান হেতু এই কর্ম্মই কর, তাহা হইলে তুমি কেবল অধর্ম্ম ও লোক মধ্যে অকীর্ত্তি লাভ করিবে। হে রাক্ষস! অদ্য তুমি যে এই মানুষী যোষাকে অপহরণ করিয়াছ, ইহা তোমার কুম্ভেতে বিষ আলোড়ন করিয়া পান করা হইয়াছে।

তদনন্তর যুধিষ্ঠির, তাহার সম্বন্ধে গুরু ভার হইলেন, তাহাতে সে ভারাভিভূত হইয়া পূর্ব্ববৎ দ্রুতগামী হইতে পারিল না। তখন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও নকুলকে কহিলেন, তোমরা মূঢ় রাক্ষস হইতে ভীত হইও না, আমি ইহার গতি শক্তি হরণ করিয়াছি। পবন নন্দন মহাবাহু ভীম অধিক দূরে না থাকিবেন, তিনি এই সময়ে সমাগত হইলে রাক্ষস আর জীবিত থাকিবে না।

মহারাজ! সহদেব সেই মূঢ় বুদ্ধি রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! সমরাভিমুখে প্রাণ ত্যাগ করাই হউক বা জয় লাভ করাই হউক, এই উভয় কর্ম্মাপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর সৎকর্ম্ম কি আছে? হে পরন্তপ মহাবাহো! যুদ্ধ করণের দেশ কাল এই উপস্থিত হইয়াছে, অতএব যুধ্যমান হইয়া, হয়, এ আমাদিগকে সংহার করুক, না হয়, আমরা ইহাকে সংহার করি। হে সত্যপরাক্রম! ক্ষত্রধর্ম্ম প্রকাশ করিবার এই সময় প্রাপ্ত হইয়াছি, এই ক্ষণে আমরা বিজয় লাভই করি কিম্বা প্রাণ বিসর্জ্জনই করি, উভয়থাই সদ্গতি লাভের যোগ্য হইব। হে ভরত কুল পাবন! অদ্য রাক্ষস জীবিত থাকিতে যদি দিবাকর

অস্তাচল গত হন, তবে আমি কখন, আমি ক্ষত্রিয়, এ কথা আর কহিব না। অরে রাক্ষস! থাক্, আমি পাণ্ডু-পুত্র সহদেব, হয় আমাকে বিনষ্ট করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ কর্, নতুবা স্বয়ং হত হইয়া অদ্য এই স্থানে শয়ন কর্। মাদ্রী-তনয় এ রূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে গদা-হস্ত ভীমসেন বজ্র-হস্ত বাসবের ন্যায় যদৃচ্ছানুসারে তথায় দৃষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন, ভ্রাতৃ-দ্বয় ও যশস্বিনী দ্রৌপদী রাক্ষস কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছেন, সহদেব ক্ষিতিস্থ হইয়া রাক্ষসকে ভর্ৎসনা করিতেছেন এবং রাক্ষস কাল কর্ত্তৃক হত-বুদ্ধি হইয়া পথভ্রান্ত হওয়াতে যেন দৈব কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া সেই সেই স্থানে ভ্রমণ করিতেছে।

মহাবল ভীমসেন দ্রৌপদী ও ভ্রাতা সকলকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া ক্রোধ আহরণ পূর্ব্বক রাক্ষসকে কহিলেন, অরে পাপ! আমি পূর্ব্বে শস্ত্র পরীক্ষাতে তোরে জানিয়াছিলাম, কিন্তু তোর প্রতি আমার অনাস্থা ছিল, এ জন্যই তৎ কালে তোকে হনন করি নাই। তুই ব্রাহ্মণ রূপে প্রতিচ্ছন্ন ছিলি; আমাদিগের অপ্রিয় বাদী ছিলি না; প্রিয় কার্য্যে রত ছিলি এবং অপ্রিয় কারীও ছিলি না; বিশেষত ব্রাহ্মণ-রূপধারী ও অতিথি হইয়া ছিলি এবং কোন অপরাধও করিস নাই, সুতরাং তখন কি প্রকারে তোকে হনন করিতে পারি? যে ব্যক্তি ঈদৃশ ব্যক্তিকে রাক্ষস জানিয়াও হনন করে, সে নিরয়গামী হয়। এবং তুই কাল-পক্ক না হইলেও তোর বধ হইতে পারে না; অদ্য অদ্ভুত কর্ম্মা কাল যখন তোরে কৃষ্ণাপহরণ নিমিত্তে ঈদৃশ বুদ্ধি দিয়াছেন, তখন অবশ্যই তুই কাল-পক্ক হইয়াছিস; তোর এই কার্য্য করিয়া, জল মধ্যে গ্রথিতাস্য মৎস্যের ন্যায়, কাল সূত্রালম্বিত বড়িশ গ্রাস করা হইয়াছে, অতএব অদ্য কি প্রকারে জীবিত থাকিবি? তুই যে দেশে যাইতে উদ্যত হইয়াছিস, যেখানে তোর মন পূর্ব্বে গিয়াছে, তুই সে দেশে আর যাইতে পারিবি না; যে পথে বক ও হিড়িম্ব গিয়াছে, সেই পথে তোকে যাইতে হইল।

ভীমসেন রাক্ষসকে এই রূপ বলিলে রাক্ষস কাল প্রেরিত ও ভীত হইয়া তাঁহাদিগের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ নিমিত্তে সমুপস্থিত হইল এবং রোষে স্ফুরিতাধর হইয়া কহিল, রে পাপ! আমার যে, দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে এমত নহে, আমি তোর নিমিত্তেই বিলম্ব করিতেছিলাম, কারণ, আমি শুনিয়াছি, তুই আমাদিগের অনেক রাক্ষস বিনাশ করিয়াছিস, অতএব যে যে রাক্ষসকে নিহত করিয়াছিস, অদ্য তাহাদিগের উদক কার্য্য তোর রুধির দ্বারা করিব।

জটাসুর এ রূপ কহিলে, ভীমসেন ওষ্ঠদ্বয়ের প্রান্তভাগ লেহন করত ক্রোধে সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় হইয়া যেন হাস্য করিতে করিতে বাহু যুদ্ধের অভিলাষে তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন রাক্ষসও ক্রুদ্ধ হইয়া মুহুর্মুহু সৃক্কণী লেহন ও মুখ ব্যাদান করত যুদ্ধার্থে অবস্থিত ভীমসেনের প্রতি, বলির বজ্রধর বাসবের প্রতি ধাবনের ন্যায়, ধাবিত হইল। তদনন্তর তাঁহাদিগের উভয়ের সুদারুণ বাহু যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইলে, নকুল সহদেবও অতিক্রুদ্ধ হইয়া ঐ রাক্ষসের প্রতি ধাবিত হইলেন। বৃকোদর হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং কহিলেন, আমি রাক্ষসের নিকট অসমর্থ নহি, অতএব তোমরা দেখ। পরে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে রাজন্! আমি আত্মা, ভ্রাতৃগণ, ধর্ম্ম, সৎকর্ম্ম ও ইষ্ট বস্তু দ্বারা শপথ করিতেছি যে, এই রাক্ষসকে বিনষ্ট করিব। বৃকোদর ও জটাসুর উভয় বীরই পরস্পর স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক এই রূপ বলিয়া বাহু দ্বারা সঙ্গত হইলেন; তাঁহাদিগের উভয়ের দেব দানবের ন্যায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা উভয়েই ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রম রাক্ষস ও ভীমসেন গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করিতে করি-

তে বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বলিষ্ঠতম ছিলেন, তৎ প্রযুক্ত পরস্পর পরস্পর কর্তৃক সংরব্ধ হইয়া পরস্পর বধাভিলাষে মহাবৃক্ষ সকল উরু দ্বারা ভগ্ন করিতে লাগিলেন। যে প্রকার পূর্ব্ব কালে স্ত্রীকাঙ্ক্ষী বালি ও সুগ্রীব দুই ভ্রাতার যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার তাঁহাদিগের বৃক্ষ বিনাশক বৃক্ষ-যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর গর্জ্জন করত মুহূর্ত্ত কাল বৃক্ষ ভ্রামণ করিয়া অন্যোন্যকে পুনঃপুন তাড়ন করিলেন। হে ভারত! যখন সেই স্থানে শত শত সমুদায় বৃক্ষ নিপাতিত হইয়া পুঞ্জীকৃত হইল, তখন সেই মহাবল-পরাক্রান্ত উভয়ে পরস্পর বধাভিলাষে শিলা খণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্ত কাল যুদ্ধ করিলেন। বৃহৎ পর্ব্বত দ্বয় মহামেঘ সমূহ দ্বারা যে রূপ শোভিত হয়, তাঁহারা শিলা যুদ্ধ কালে তদ্রূপ শোভা প্রাপ্ত হইলেন। কিয়ৎ কাল অমর্ষ পরবশ হইয়া মহাবেগশীল বজ্রের ন্যায় উগ্র রূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিলেন। পরে অন্যোন্য বলদর্পিত উভয়ে পুনর্ব্বার অভিমুখে ধাবিত হইয়া পরস্পরকে ভুজ দ্বয়ে গ্রহণ করত গজ দ্বয়ের ন্যায় আকর্ষণ ও মহা ঘোর মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। অতি বৃহৎকায় উভয়ের মুষ্টি প্রহারে কট কটা শব্দ হইতে লাগিল। তদনন্তর বৃকোদর পঞ্চ শীর্ষ উরগোপম মুষ্টি বন্ধন করিয়া রাক্ষসের গ্রীবা দেশে বেগে অভিঘাত করিলেন। সেই রাক্ষস একে শ্রান্ত হইয়াছিল, তাহাতে আবার ভীমসেনের ভুজাহত হওয়ায় সুপরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। তখন অমরোপম মহাবাহু ভীম তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া অধিক উৎসাহ সহকারে তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেন; পরে তাহাকে বলপূর্ব্বক বাহু দ্বয় দ্বারা ভূতলে সমুৎক্ষেপণ করিয়া নিষ্পেষণ পূর্ব্বক তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল চূর্ণিত করিলেন, এবং তাহার দশন দ্বারা সন্দষ্ট ওষ্ঠ ও বিবৃত্ত নেত্র যুক্ত মস্তক অরত্নির আঘাতে তাহার শরীর হইতে অপাকৃত করিলেন। দশন শ্রেণীতে সন্দষ্ট ওষ্ঠ যুক্ত সেই মস্তক ভীমসেনের বলাঘাতে রুধিরাক্ত হইয়া বৃন্ত-চ্যুত ফল পতনের ন্যায় পতিত হইল। মহাধন্বা ভীম এই রূপে জটাসুরকে নিহত করিয়া যুধিষ্ঠিরের সমীপে আসিলেন। দ্বিজপুঙ্গবেরা, মরুদ্গণ যেমন বাসবের স্তব করেন, সেই রূপ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।

তীর্থযাত্রা ও তদন্তর্গত জটাসুর বধ প্রকরণ
এবং সপ্ত পঞ্চাশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫৭॥

যক্ষ যুদ্ধ প্রকরণ॥ ৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই রাক্ষস নিহত হইলে মহারাজ প্রভু যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার নর নারায়ণাশ্রমে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কোন সময়ে ভ্রাতা অর্জ্জুনকে স্মরণ করিয়া দ্রৌপদী সহিত ভ্রাতৃগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, আমাদিগের বন বিচরণে কুশলে বর্ষ চতুষ্টয় অতিবাহিত হইল। অর্জ্জুন এই অবধারণ করিয়াছিলেন যে, যে গিরি সুরাসুর গণ কর্ত্তৃক নিষেবিত, বিকসিত সহস্রদল ও শতদল পদ্মে সুশোভিত, প্রফুল্ল নীলোৎপলে সমাকুল, ব্যাঘ্র বরাহ মহিষ গবয় হরিণ শ্বাপদ রুরু ও ব্যাল গণ কর্ত্তৃক পরিষেবিত, চাতক ময়ূর মত্ত কোকিল ও ষট্পদ সমূহে সমন্বিত ও পুষ্পিত দ্রুম ষণ্ডে সুশোভমান; পঞ্চম বর্ষ অতীত হইলে সেই শিখরি প্রধান পর্ব্বত রাজ শ্বেত গিরিতে তিনি আমাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। আমরাও তাঁহার সমাগম দর্শনাভিলাষে সেই পর্ব্বতে তাঁহার অন্বেষণ করিব ইহা অবধারণ করিয়াছিলাম, এবং সেই অপরিমিত তেজা পার্থ পূর্ব্বে আমার নিকট এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, "আমি বিদ্যার্থী হইয়া পঞ্চ বর্ষ কাল ইন্দ্র পুরে বাস করিব।" সেই পর্ব্বতে আমরা গাণ্ডীবধন্বাকে দেব লোক হইতে প্রাপ্তাস্ত্র হইয়া ইহ লোকে পুনরাগমন করিতে

দেখিব। রাজা মহিষী ও অনুজগণকে এই কথা কহিয়া উগ্র তপস্বী ব্রাহ্মণ সকলকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করত সুপ্রীত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট পূর্ব্বোক্ত কারণ প্রকাশ করিলেন। পরে তাঁহারা শিবদায়ক কুশল বচনে পাণ্ডব দিগের বাক্যে অনুমোদন করিলেন; পরে রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ ভরতর্ষভ! আপনি অচির কালেই ভাবি সুখ কর এই ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবী পালন করিবেন।

পরন্তপ রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল তপস্বী গণের উক্ত বাক্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; লোমশ ঋষিও রক্ষক হইয়া চলিলেন। মহাতেজা সুব্রত-পরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত কোথাও বা পদব্রজে কোথাও বা রাক্ষসে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি বহু ক্লেশ অনুভব করত সিংহ ব্যাঘ্র গজ সমাকীর্ণ উত্তর দিকে প্রয়ান করিতে লাগিলেন। কৈলাস, মৈনাক, গন্ধমাদনের প্রত্যন্ত গিরি সকল ও শ্বেত গিরি এবং পর্ব্বতের উপর্য্যুপরি বহুসংখ্য পুণ্য নদী দেখিতে দেখিতে সপ্তদশ দিবসে হিমালয় পৃষ্ঠে উপনীত হইলেন। হে রাজন্ পাণ্ডবেরা নানা দ্রুম লতাবৃত পুণ্য হিমালয় গিরি পৃষ্ঠে গন্ধমাদন শৈল সমীপে সলিলাবর্ত্ত সঞ্জাত পুষ্পিত মহীরুহ সমূহে সমাবৃত পুণ্যতম বৃষপর্ব্বাশ্রম দেখিতে পাইলেন।

অরিন্দম পাণ্ডবেরা গতশ্রম হইয়া ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; রাজর্ষিও তাঁহাদিগকে পুত্রবৎ অভিনন্দন করিলেন। পাণ্ডবেরা তথায় সমাদৃত হইয়া সপ্ত রাত্রি বাস করিলেন; অষ্টম দিবসে সেই লোক বিশ্রুত রাজর্ষি মহাত্মা বৃষপর্ব্বাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট আপনাদিগের প্রস্থানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, এবং যথাকালে সুসংকৃত ন্যাসীভূত বন্ধু তুল্য বিপ্রগণের এক এক করিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক অবশিষ্ট পরিচ্ছদ দ্রব্যাদি ন্যস্ত করিয়া পরে যজ্ঞপাত্র ও সুশোভন আভরণ সকল তদীয় আশ্রমে রাখিলেন। সর্ব্ব ধর্ম্মবিৎ ভূত ভবিষ্যৎ বেত্তা ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজর্ষি বৃষপর্ব্বা ভরতর্ষভ গণকে পুত্রবৎ অনুশাসন করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবেরা তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া উত্তর দিকে গমন করিতে লাগিলেন; তখন মহামতি বৃষপর্ব্বা প্রস্থিত পাণ্ডবদিগের অনুগমন করিলেন। পরে সেই মহাতেজস্বী পাণ্ডবদিগকে সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বচনে অভিনন্দিত করিয়া বিপ্র গণের নিকট ন্যস্ত করত গমনের পথ উপদেশ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

সত্যবিক্রম যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পদব্রজে নানা পশু নিষেবিত পর্ব্বত পথে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা মধ্যে মধ্যে নানা দ্রুম-নিরুদ্ধ শৈল সানুতে বাস করত চতুর্থ দিবসে নিবিড় মহামেঘ সঙ্কাশ, শুভ সলিলে উপহিত, মণি কাঞ্চন রৌপ্য ও শিলা ময় শ্বেত পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা বিবিধ গিরি দর্শন করিতে করিতে বৃষপর্ব্বার উপদিষ্ট পথ দিয়া উদ্দেশানুসারে ক্রমিক অনুসরণ করিতে লাগিলেন। শৈলের উপরি উপরি পরম দুর্গম বহুল গুহা ছিল, তাহাতে পথ অতি সুদুর্গম হওয়াতেও সুখে অতিক্রম করিলেন। ধৌম্য, মহর্ষি লোমশ, দ্রৌপদী ও পাণ্ডবেরা, সকলেই একত্রিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, কেহই অবহীন হইলেন না। মহাভাগ পাণ্ডবেরা ক্রমিক গমন করিতে করিতে মৃগ পক্ষি নিনাদিত, নানা দ্রুম লতা সমাকুল, শাখামৃগ সেবিত, সুমনোরম, পবিত্র, পদ্ম সরোযুক্ত, পল্বল ও মহাবন বিশিষ্ট, মাল্যবান্ মহা গিরিতে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর কিম্পুরুষ দিগের আবাস স্থল সিদ্ধ চারণ সেবিত গন্ধমাদন

পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। উহা দেখিয়া তাঁহারা লোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন।

সেই বীর পুরুষেরা দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে মহাত্মা বিপ্র গণের সহিত মুদিত হইয়া বিদ্যাধর ও কিন্নরী নিচয় বিচরিত, গজ সমূহ নিষেবিত, সিংহ ব্যাঘ্র গণ সমন্বিত শরভ নিনাদে শব্দায়মান, নানা মৃগ সমাচিত, নন্দন বন সদৃশ, মন ও হৃদয়ের আনন্দ জনন, শুভ কানন সংযুক্ত, শরণ্য গন্ধমাদনে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; প্রবেশ কালে শ্রুতিরম্য, মনোরম্য, সুমধুর, খগ মুখেরিত, প্রীতি জনন, সুখ কর মদ-কলরব শ্রবণ করিতে লাগিলেন, এবং দেখিতে লাগিলেন, বৃক্ষ সকল সর্ব্ব ঋতুর ফল ভরে আঢ্য, সর্ব্ব ঋতুর কুসুমে সমুজ্জ্বল ও ফল ভরে অবনত হইয়াছে; আম্র, আম্রাতক, ভব্য, নারিকেল, তিন্দুক, মুঞ্জাতক, জীব, দাড়িম, বীজপূর, পনস, লকুচ, কদলী, খর্জ্জূর, অম্বুবেতস, পারাবত, চম্পক, কদম্ব, বিল্ব, কপিত্থ, জম্বু, গাম্ভারী, বদরী, প্লক্ষ, উডুম্বর, বট, অশ্বত্থ, ক্ষীরিক, ভল্লাতক, আমলকী, হরীতকী, বিভীতক, ইঙ্গুদ, করমর্দ্দ, মহাফল ও কেন্দুক, এতদ্ভিন্ন অমৃতকল্প সুস্বাদু ফল সমাচিত বিবিধ বৃক্ষ সকল গন্ধমাদন সানুতে শোভিত হইয়াছে; চম্পক, অশোক, কেতক, বকুল, পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, কেতক, পাটল, কুটজ, রমণীয় মন্দার, ইন্দীবর, পারিজাত, রক্ত কাঞ্চন, দেবদারু, শাল, তাল, তমাল, পিপ্পল, জ্যোতিষ্মতী, শাল্মলী, অশোক, কিংশুক ও শিংশপা, এই সকল বৃক্ষও বিরাজিত রহিয়াছে; চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, শুক, কোকিল, কলবিঙ্ক, হারীত, জীবজীবক, প্রিয়ক, চাতক ও অন্যান্য বিবিধ বিহগ রাজি ঐ সকল বৃক্ষে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রোত্র রম্য সুমধুর কূজন করিতেছে; কুমুদ পুণ্ডরীক কোকনদোৎপল কহ্লার কমলে ইতস্তত সমাচিত সরোবর সকল চতুর্দ্দিকে জলচর পক্ষী গণ দ্বারা মনোহর হইয়াছে; ঐ সকল সরোবর কলহংস, চক্রবাক, কুরর, জলকুক্কুট, কারণ্ডব, প্লব, হংস, বক ও মদ্গু, এই সকল ও এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জলচারী পক্ষী গণে ইতস্তত সমাকীর্ণ হইয়াছে; মধুকর সকল আনন্দিত, তামরসের রসাসব মদে অলস ও পদ্মোদর মধ্যে কেশর চ্যুত রেণু দ্বারা অরুণ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া মনোহর স্বরে গন্ধমাদন সানুস্থিত পদ্মখণ্ডমণ্ডিত কমলাকর সকল নিনাদিত করিতেছে; বন লালস শিখিকুল শিখণ্ডিনী সহিত, বহুল লতা মণ্ডপে মেঘ মণ্ডলীর রব রূপ বাদ্যে উদ্দাম মদনাকুলিত ও মদালস্যে অলস হইয়া চিত্রিত পুচ্ছ বিস্তৃত করত হর্ষ ও ঔৎসুক্য সহকারে সাতিশয় মধুর কেকা রবে মধুর স্বরে সঙ্গীত করত নৃত্য করিতেছে; কতিপয় কলাপী প্রিয়া সমভিব্যাহারে লতা সঙ্কট কুটজ মধ্যে অবস্থিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে; কতিপয় ময়ূর বৃক্ষ শাখোপরি পুচ্ছ সৌন্দর্য্যে দর্প পূর্ণ ও মত্তবৎ হইয়া মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে; কতিপয় ময়ূর বৃক্ষের বিবর মধ্যে অবস্থিত রহিয়া মনোহরণ করিতেছে; বহুল পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি সরল সিন্ধুবার বৃক্ষ সকল যেন মন্মথের তোমর স্বরূপ হইয়া শোভা পাইতেছে; সুবর্ণ বর্ণ বিকসিত কর্ণিকার পুষ্প উত্তম কর্ণপূরের শোভা ধারণ করিয়াছে; বনরাজি মধ্যে পুষ্পিত রক্তঝিণ্টা, কন্দর্পের শরনিকর সদৃশ হইয়া কাম বশীভূত পুরুষের ঔৎসুক্য উৎপাদন করিতেছে; বিরাজমান উদার রূপ তিলক বৃক্ষ শ্রেণী যেন বন রাজীর তিলক রূপে রচিত হইয়াছে; মনোরম সহকার তরু সকল মঞ্জরী দ্বারা বিরাজিত ও ভ্রমরাবলি কর্ত্তৃক গুণ্ গুণ্ রবে শব্দায়মান হইয়া অনঙ্গ শরের স্বরূপ ধারণ করিয়াছে; বৃক্ষ সকল শৈল সানু মধ্যে দাবাগ্নি বর্ণ, হিরণ্য বর্ণ, লোহিত বর্ণ, অঞ্জন বর্ণ ও বৈদূর্য্য বর্ণ কুসুম নিচয়ে অতীব শোভা প্রকাশ করিতেছে; শাল, তমাল, পাটল ও বকুল বৃক্ষ সকল শৈল শিখরে মালার ন্যায় শ্রেণী বদ্ধ রূপে সমাসক্ত রহিয়াছে এবং নির্ম্মল স্ফাটিক

প্রস্ত সুখস্পর্শ জল সমন্বিত পদ্মোৎপল বিমিশ্রিত বহুল সরোবর পাণ্ডুর পক্ষান্বিত কলহংস গণে সমুপেত ও সারস গণ কর্ত্তৃক ধ্বনিত হইতেছে। বীর পার্থেরা সকলে এই রূপে ক্রমে ক্রমে কমল উৎপল কহ্লার পুণ্ডরীক পুষ্পের সুগন্ধি বায়ু কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি পুষ্প, রস বিশিষ্ট ফল, মনোজ্ঞ সরোবর ও মনোহর বৃক্ষ সকল দেখিতে দেখিতে সেই বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

তদনন্তর যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে প্রিয় বচনে বলিলেন, হে ভীমসেন! দেখ, কি আশ্চর্য্য এই গন্ধমাদন কানন! এই মনোরম্য অরণ্যে বিবিধাকার এই বন্য বৃক্ষ ও লতা সকল পত্র পুষ্প ফলে পরিপূর্ণ এবং বিকসিত কুসুম ও পুংস্কোকিল কুলে আকীর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এই গন্ধমাদন সানুতে কণ্টকযুক্ত বা অপুষ্পিত বৃক্ষ কিছু মাত্র নাই; সকল বৃক্ষই স্নিগ্ধ পত্র ও ফল নিচয়ে সমন্বিত। ঐ দেখ, করী গণ করেণু সহিত, ভ্রমর পুঞ্জের সংরাব দ্বারা মধুরীভূত প্রফুল্ল পঙ্কজান্বিত পদ্মাকর সকল বিলোড়িত করিতেছে। ঐ দেখ, অপর এক টি কমলোৎপল মালিনী নলিনী যেন দ্বিতীয়া লক্ষ্মী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী হইয়া মাল্য ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং ভ্রমর গণ প্রধান কানন মধ্যে বিরাজিত নানা বিধ কুসুম গন্ধাঢ্য এই বন রাজিতে গুন্ গুন্ রবে গান করিতেছে। হে বৃকোদর! ঐ দেখ, চতুর্দ্দিকে পুণ্যজনক, দেবতাদিগের ক্রীড়া স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে; এখানে আসিয়া আমরা মানুষ গতি প্রাপ্ত ও সিদ্ধ হইলাম। হে পার্থ! উৎকৃষ্ট পুষ্পিত বৃক্ষ সকল, অগ্র ভাগে পুষ্পিত লতা কর্ত্তৃক সংশ্লিষ্ট হইয়া গন্ধমাদন সানুতে কিবা শোভা পাইতেছে! হে ভীম! পর্ব্বত সানুমধ্যে শিখণ্ডিনী সহিত বিচরণ ও নিনাদ কারী ঐ শিখিকুলের কেকা রব শ্রবণ কর। ঐ দেখ, চকোর, শতপত্র, মত্ত কোকিল ও সারিকা পক্ষী সকল পুষ্পিত মহা দ্রুমোপরি পতিত হইতেছে; রক্ত, পীত ও অরুণ বর্ণ জীবজীবক পক্ষী সকল বৃক্ষের অগ্রভাগে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর ঈক্ষণ করিতেছে; হরিত ও আরুণ বর্ণ নবতৃণ যুক্ত স্থান সমীপে এবং শৈল প্রস্রবণেও সারস গণ দৃষ্ট হইতেছে এবং ভৃঙ্গরাজ, উপচক্র ও কঙ্কপক্ষী, ইহারা কিবা সর্ব্ব প্রাণীর মনোরম মধুরালাপ করিতেছে! ঐ দেখ, চতুর্দ্দন্তবিশিষ্ট শ্বেত কুঞ্জর গণ করিণী সহ বৈদূর্য্য বর্ণসন্নিভ মহৎ সরোবরকে ক্ষোভিত করিতেছে; শৈল শৃঙ্গ-পরিচ্যুত বারিধারা সকল নানা প্রস্রবণ হইতে বহু তাল বৃক্ষ সম উচ্ছ্রিত হইয়া পতিত হইতেছে; শরৎ কালীন নিবিড় মেঘ নিভ নানাবিধ শুভ্র ধাতু সকল ভাস্কর সম সমুজ্জ্বল প্রভা দ্বারা ভীম রূপ হইয়া মহা শৈলকে শোভিত করিতেছে এবং কোন স্থানে অঞ্জন বর্ণ ধাতু, কুচিৎ কাঞ্চন বর্ণ ধাতু, কোথাও হরিতালের ধাতু, কোন স্থানে হিঙ্গুলের ধাতু, কোন স্থানে মনঃশিলার গুহা, কোথাও বা লোধ্র কাষ্ঠ সদৃশ লোহিত বর্ণ ধাতু, কোথাও গৈরিক ধাতু, কোন স্থানে সিত ও অসিত মেঘ প্রতিম ধাতু, কোন স্থানে বা প্রাতঃকালীন সূর্য্যপ্রভ ধাতু, এই সকল বহুবিধ মহা প্রভান্বিত ধাতু সমূহে শৈলের মহীয়সী শোভা প্রকাশ পাইতেছে। হে পার্থ! বৃষপর্ব্বা যে রূপ বলিয়াছেন, আমরা সেই রূপই দেখিতেছি, ঐ দেখ, কান্তা সহ গন্ধর্ব্বেরা ও কিম্পুরুষেরা শৈল-শৃঙ্গে দৃষ্ট হইতেছেন এবং সর্ব্ব প্রাণীর মনোহর সম-তাল গীত ধ্বনি ও সাম বেদ ধ্বনি বহুধা শ্রুতি কুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। হে ভীম! ঋষি ও কিন্নর গণের সেবিতা, কলহংস গণে উপশোভিতা, পুণ্য জনিকা দেবনদী ঐ মহাগঙ্গা দর্শন কর। হে অরিন্দম! ধাতু, সরিৎ, কিন্নর, মৃগ, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মনোরম কানন এবং শতশীর্ষ ও বিবিধাকার সরীসৃপ দ্বারা শৈলরাজ সমুপেত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই পরন্তপ শৌর্য্য সম্পন্ন

বীর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী ও মহাত্মা বিপ্রগণের সহিত পরমোৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া প্রফুল্ল-চিত্ত হইলেন; তাঁহারা পর্ব্বতেন্দ্র দর্শন করিয়া তৃপ্তির শেষ লাভ করিতে পারিলেন না। অনন্তর পুষ্প ও ফল বিশিষ্ট তরুগণে শোভিত, আর্ষ্টিষেণ রাজর্ষির আশ্রম দেখিতে পাইলেন। পরে কৃশ, শিরা-বিস্তৃত-শরীর, কঠোর তপস্যান্বিত, সর্ব্ব ধর্ম্মের পারগন্তা আর্ষ্টিষেণের সমীপে গমন করিলেন।

অষ্ট পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির তপোনলে দগ্ধকিল্বিষ সেই আর্ষ্টিষেণ সমীপে উপনীত হইয়া প্রীত চিত্তে আপনার নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক নত মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর দ্রৌপদী, ভীম, ও সুতপস্বী নকুল সহদেব রাজর্ষিকে নত মস্তকে অভিবাদন করিয়া বেষ্টন পূর্ব্বক সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। পাণ্ডব-পুরোহিত ধর্ম্মজ্ঞ ধৌম্যও সেই চরিত-ব্রত ঋষির নিকট যথান্যায়ে উপবর্ত্তী হইলেন। মুনি আর্ষ্টিষেণ দিব্য চক্ষু দ্বারা কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু পুত্র গণকে জানিতে পারিলেন এবং ‘উপবেশন কর, এই কথা কহিলেন। কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ গণের সহিত অধ্যাসীন হইলে, মহাতপা ঋষি তাঁহাকে আতিথ্য বিধানানুসারে পূজা করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে পার্থ! তুমি মিথ্যা-বিষয়ে মনোবৃত্তি নিবিষ্ট কর না ত? ধর্ম্মেতে প্রবৃত্ত আছ ত? তোমার মাতৃ পিতৃ বৃত্তি অবসন্ন হইতেছে না ত? তুমি গুরু গণ, বৃদ্ধ গণ ও বেদজ্ঞ পণ্ডিত গণকে সৎকৃত করিয়া থাক ত? পাপ কর্ম্মে মতি কর না ত? হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি ন্যায়ানুসারে সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও অসৎ কর্ম্ম পরীহার করিতে জান ত? আত্ম শ্লাঘা কর না ত? সাধুরা তোমা কর্ত্তৃক যথা যোগ্য সম্মানিত হইয়া আনন্দিত হয়েন ত? তুমি বনবাসী হইয়াও ধর্ম্মেরই অনুবর্ত্তী আছ ত? হে পার্থ! ধৌম্য তোমার আচার ব্যবহারে পরিতাপিত হয়েন না ত? তুমি দান, ধর্ম্ম, তপ, শৌচ, সারল্য ও তিতিক্ষা দ্বারা পৈতৃক আচরণের অনুবর্ত্তী আছ ত? হে অরিন্দম! রাজর্ষিরা যে পথে গমন করিয়াছেন, তুমি সেই পথেই ত গমন করিয়া থাক? পিতৃ লোকস্থ পিতৃ গণ, নিজ নিজ কুলে পুত্র বা পৌত্র জন্মিলে, শোক ও হাস্য উভয়ই করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনে করেন যে, ‘অস্মৎ কুল জাত এই সন্তানের দুষ্কৃত কার্য্যে আমাদিগের অশুভ ঘটিবে, কি ইহার সৎকার্য্যে আমাদিগের শুভ লাভ হইবে।’ হে পার্থ! মাতা, পিতা, গুরু, অগ্নি ও আত্মা এই পাঁচকে যিনি পূজিত করেন, তাঁহার উভয় লোক জয় করা হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্ আর্য্য! আপনি আমাকে যে রূপ ধর্ম্ম নিশ্চয় কহিলেন, আমি তাহা সাধ্যানুসারে যথা ন্যায়ে বিধিবৎ অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

আর্ষ্টিষেণ কহিলেন, হে রাজন্! অব্ভক্ষ ও বায়ুভক্ষ ঋষিগণকে পর্ব্বসন্ধিতে আকাশ পথে প্রবমান হইয়া এই পর্ব্বতবরে আগমন করিতে এবং কান্তার সহিত পরস্পর আসক্ত কিম্পুরুষ ও অন্যান্য কামী পুরুষ দিগকে শৈল শৃঙ্গে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। হে পার্থ! নির্ম্মল ও কৌশিক বসন পরিধায়ী মাল্যধারী প্রিয়-দর্শন গন্ধর্ব্ব গণ, অপ্সরা গণ, বিদ্যাধর গণ, মহোরগ গণ, সুপর্ণ ও উরগগণ প্রভৃতিকেও শৈল শৃঙ্গে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই শৈলের উপরি ভাগে পর্ব্বসন্ধিতে ভেরী, পণব, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। হে ভরতর্ষভ গণ! তোমরা এই স্থানে থাকিয়াই সেই সকল শুনিতে পাইবে; তথায় গমন করিতে কোন প্রকারে মানস করিও না। ইহার পর আর গমন করিতে শক্য হয় না; ইহার পর দেবতাদিগের বিহার স্থান; সে স্থান মনুষ্যের গম্য নয়। হে ভারত! এখানে অত্যল্প চপল কর্ম্মকারী মনুষ্য-

কেও সমস্ত প্রাণীরা দ্বেষ করে ও রাক্ষসেরা তাড়ন করে। হে যুধিষ্ঠির! এই কৈলাস গিরি-শিখরের পরে পরম সিদ্ধ ও দেবর্ষি গণের গতি প্রকাশমান হয়। এই গিরিতে কেহ চাপল্য বশত ইহার পর-পথে গমন করিলে রাক্ষসেরা তাহাকে লৌহ শূলাদি দ্বারা হনন করে। হে বৎস! অপ্সরা গণে পরিবৃত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নরবাহন কুবেরকে এখানে পর্ব্বসন্ধি-তে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন সর্ব্ব প্রাণীরা শৈল শিখরে উপবিষ্ট রাক্ষস গণের অধিপতি কুবেরকে উদিত ভাস্করের ন্যায় নিরীক্ষণ করে। হে ভরত-সত্তম! এই গিরি-শিখর দেব, দানব, সিদ্ধ ও কুবেরের উদ্যান। তুম্বুরু গন্ধমাদনে পর্ব্বসন্ধি কালে কুবেরের উপাসনা করিয়া থাকেন; তাঁহার গীত সামধ্বনি শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। হে তাত! এই পর্ব্বতে সকল ভূতেরা এই রূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার পর্ব্বসন্ধি সময়ে বহু বার অবলোকন করিয়া থাকে। হে পাণ্ডব গণ! তোমরা, যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ না হয়, সেই পর্য্যন্ত মুনি-ভোজ্য সুরস ফল ভুঞ্জান হইয়া এখানে বাস কর। হে বৎস! এ স্থানে কোন প্রকারে চঞ্চল হইও না। এখানে স্বেচ্ছানুসারে বাস ও শ্রদ্ধা মত বিহার করিয়া পরিশেষে শস্ত্র দ্বারা পৃথিবী জয় করত পালন করিবে।

আর্ষ্টিষেণ যুধিষ্ঠির সংবাদ ও একোন ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৯ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে সত্তম! দিব্য পরাক্রম-শীল মহাত্মা পাণ্ডবেরা সকলে গন্ধমাদন পর্ব্বতে কত কাল বাস করিয়াছিলেন? সেই অতিবল পৌরুষান্বিত মহাবীর্য্য মহাবীর গণ তথায় কি কার্য্যই বা করিতেন? এবং তাঁহারা তথায় বাস করণ সময়ে কি ভোজন করিতেন? আপনি এই সকল কীর্ত্তন করুন, এবং সেই হিমালয় সম্বন্ধীয় গিরিতে মহাবাহু ভীমসেন যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তৎ সমস্ত ও তাঁহার বিক্রম বিস্তার ক্রমে আমার নিকট বর্ণন করুন। হে দ্বিজোত্তম! যক্ষ দিগের সহিত তাঁহার কি পুনর্ব্বার যুদ্ধ হয় নাই? এবং আর্ষ্টিষেণ বলিয়াছিলেন যে, কুবের সেখানে আসিয়া থাকেন, অতএব কুবেরের সহিত পাণ্ডবদিগের কি সাক্ষাৎ হইয়াছিল? হে তপোধন! ইহা আমি বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করিতেছি, যেহেতু তাঁহাদিগের চরিত শ্রবণে আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা সেই অনুপম-তেজস্বী আর্ষ্টিষেণের নিকট উক্ত আত্ম-হিতকর উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিরন্তর তদনুসারে অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মুনি-ভোজ্য রসান্বিত ফল, অবিষাক্ত শর দ্বারা বিনষ্ট মৃগ মাংস ও নানা বিধ পবিত্র মধু ভোজন করত হিমালয় পৃষ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ! পাণ্ডবদিগের তাদৃশ প্রকার বাস ও লোমশোক্ত বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে পঞ্চম বর্ষ অতীত হইল। হে প্রভো! ঘটোৎকচ, রাক্ষস গণ সহিত 'আমি কার্য্য কালে উপস্থিত হইব' এই কথা বলিয়া পূর্ব্বেই গমন করিয়াছে। মহাত্মা পাণ্ডবদিগের আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে বাস করিয়া মহাদ্ভুত বিষয় দর্শনে বহু মাস অতীত হইলে, যতব্রত শুদ্ধাত্মা মহাভাগ মুনি ও চারণ গণ প্রীতি-যুক্ত হইয়া সেই স্থান-বিহারী ক্রীড়মান পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তথায় আগমন করিলেন। ভরতসত্তমেরা তাঁহাদিগের সহিত দিব্য কথোপ-কথন করিতে থাকিলেন।

এই রূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে একদা গরুড় মহাহ্রদ-নিবাসী সমৃদ্ধি-সম্পন্ন এক মহা-নাগকে সহসা হরণ করিল; তাহাতে মহা শৈল কাঁপিতে লাগিল এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ মর্দ্দিত হইয়া গেল। পাণ্ডবেরা ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণী সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলেন। তখন মহা

গিরির অগ্র ভাগ হইতে বায়ু কর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগের প্রতি নানা জাতীয় সুগন্ধি শুভ পুষ্প বহন হইতে লাগিল। তথায় সুহৃৎ গণের সহিত পাণ্ডবেরা ও যশস্বিনী দ্রৌপদী সেই সকল পঞ্চ-বর্ণ দিব্য পুষ্প দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মহাভুজ ভীমসেন পর্ব্বতোপরি নির্জন স্থানে সুখে উপবিষ্ট আছেন, সেই সময়ে কৃষ্ণা তাঁহাকে কহিলেন, হে ভরত-সত্তম! পবন দেব সুপর্ণ পক্ষের বায়ুবেগে বেগ-বান্ হইয়া মহাবলে অশ্বরথা নদীর প্রতি পঞ্চ-বর্ণ পুষ্প প্রক্ষেপ করিতেছেন, ইহা সমস্ত প্রাণীর প্রত্যক্ষ হইতেছে। তোমার ভ্রাতা সত্যসন্ধ মহাত্মা অর্জ্জুন খাণ্ডবারণ্যে গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস এবং বাসবকেও নিবারিত ও মায়াবী উগ্র প্রাণী গণকে নিহত করিয়াছেন, এবং গাণ্ডীব ধনুক প্রাপ্ত হইয়া-ছেন। তোমারও তেজ ও বাহু বল অতি মহৎ; তোমার বাহু বল বাসব তুল্য বলের সমান এবং উহা অন্যের অসহ্য ও অধর্ষণীয়। অতএব, হে ভীম-সেন! তোমার বাহুবল-বেগে সমস্ত রাক্ষসেরা ত্রাসিত হইয়া শৈল পরিত্যাগ করিয়া দিগ্ দিগ-ন্তর গমন করুক, তাহা হইলে তোমার সুহৃদ্গণ ভয় মোহ রহিত হইয়া বিচিত্র মাল্যবান্ শিবদায়ক শৈল-শৃঙ্গ দর্শন করুন; হে ভীমসেন! আমার মনে এই রূপ বহু দিন হইতে নিশ্চিত হইয়াছে; আমিও তোমার বাহুবলে রক্ষিত হইয়া শৈল-শৃঙ্গ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি।

পরন্তপ মহাবাহু ভীমসেন, প্রহার প্রাপ্ত উত্তম গোর ন্যায়, দ্রৌপদী কর্ত্তৃক আপনাকে যেন ভর্ৎ-সিত বোধ করিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। মহা সিংহ তুল্য গতিশালী, শ্রীমান্, বলবান্, মনস্বী, দর্পী, মানী, শূর, উত্তম-কাঞ্চন-প্রভ, লোহিত-নেত্র, পৃথুল-স্কন্ধ, মত্ত-বারণ-বিক্রম, সিংহদংষ্ট্র, বৃহৎ স্কন্ধ, শিশু শাল বৃক্ষের ন্যায় উদ্গত, মহাত্মা, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, কম্বুগ্রীব, মহাভুজ বৃকোদর রুক্মপৃষ্ঠ ধনু, খড়্গ ও তূণ গ্রহণ করিলেন। তিনি কেশরীর ন্যায় উদ্ধত ও মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভয় মোহ বির-হিত হইয়া শৈলাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন তত্রস্থ প্রাণী গণ বাণ কার্ম্মুকধারী তাদৃশ পুরুষকে মৃগেন্দ্র ও প্রভিন্ন হস্তীর ন্যায় আগমন করিতেছে দেখিতে পাইল। পাণ্ডু-নন্দন ভীমসেন গদা লইয়া দ্রৌপদীর হর্ষ বর্দ্ধন করত অকুতোভয়-সংমোহে শৈল রাজের আশ্রয়ে চলিলেন। গ্লানি কি কাত-রতা, কি ক্ষোভ, কি মাৎসর্য্য, পবন-নন্দন পার্থ-কে কোন সময়েই আশ্রয় করিতে পারিল না। মহাবল পরাক্রম ভীমসেন এক জন মাত্রের গন্তব্য পথ প্রাপ্ত হইয়া বহু তাল সমুচ্ছ্রিত, বিষম ও ভীম-দর্শন শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। তিনি কিন্নর, মহানাগ, মুনি, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগকে হর্ষান্বিত করত পর্ব্বতাগ্রে আরূঢ় হইয়া পরে কুবেরের চতু-র্দ্দিকে প্রাকার পরিবেষ্টিত, কাঞ্চন ও স্ফাটিক ময় বেশ্ম সমূহে বিভূষিত আবাস স্থল দেখিতে পাই-লেন। ঐ প্রাচীর, দ্বার, তোরণ, শেখর, পতাকা-সঙ্কুলন ও বদ্ধমূল অট্টালক সমূহে শোভমান, পর্ব্বত অপেক্ষাও উচ্চ, সর্ব্ব বিধ উদ্যানে সংযুক্ত, সর্ব্ব রত্ন প্রভান্বিত ও সুবর্ণ ময় ছিল এবং সেই কুবের-ভবন ইতস্তত নৃত্য কারিণী বিলাসিনী গণে ও পবন কম্পিত পতাকা সমূহে সাতিশয় অলঙ্কৃত ছিল।

ভীমসেন বক্র ভাব বাহু দ্বারা ধনুষ্কোটি অবষ্টম্ভন করত ব্যথিত-বাহু হইয়া ধনাধিপতি কুবেরের পুর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তথায় গন্ধমাদনের বায়ু সর্ব্বগন্ধ বহ হইয়া সমস্ত প্রাণীকে আমো-দিত করত সুখের সহিত প্রবাত হইতেছে, এবং অচিন্তনীয় আশ্চর্য্য রূপ বিবিধ বর্ণ নানাবিধ বৃক্ষ, বিচিত্র সৌন্দর্য্য ধারণ করত তথায় অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ করিতেছে। ভরতর্ষভ মহাবাহু ভীমসেন রত্ন জালে পরিব্যাপ্ত ও বিচিত্র মাল্যে বিভূষিত রাক্ষসাধিপতি কুবেরের ভবনে দৃষ্টিপাত করত জীবন ত্যাগে অসঙ্কুচিত-চিত্ত হইয়া গদা, খড়্গ ও ধনুক হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক গিরির ন্যায়

অচল রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর তিনি অরাতি কুলের লোমাঞ্চকর শঙ্খ ধ্বনি, জ্যাঘোষ ও তল শব্দ করিয়া প্রাণী দিগের মোহ উৎপাদন করিলেন; তাহাতে যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্ব গণ লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া সেই শব্দ লক্ষ করিয়া পাণ্ডব ভীমসেন সমীপে ধাবমান হইল। তখন যক্ষ রাক্ষস দিগের বাহুগৃহীত গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, শূল, শক্তি ও পরশ্বধ, এই সকল অস্ত্র শস্ত্র দীপ্তি পাইতে লাগিল। হে ভারত! পরে ভীমের সহিত রাক্ষসাদির যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, ভীমসেন মহামায়াবী রাক্ষসাদির নিক্ষিপ্ত শূল, শক্তি ও পরশ্বধ ভীষণ বেগতর ভল্ল দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন অন্তরীক্ষ স্থিত ও ভূমি স্থিত গর্জ্জন কারী রাক্ষস দিগের শরীর শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন; তাহাতে গদা-পরিঘ-হস্ত রাক্ষস দিগের শরীর হইতে মহা রক্ত বৃষ্টি হইয়া মহাবল ভীমকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল এবং রাক্ষসদিগের গাত্র হইতে রক্তধারা চতুর্দ্দিকেও পড়িতে লাগিল। ভীমের বাহুবল-নিক্ষিপ্ত আয়ুধ দ্বারা যক্ষ রাক্ষস দিগের মস্তক ও শরীর ছিন্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল। পাণ্ডব ভীমসেন তখন রাক্ষস গণে আচ্ছাদ্যমান হইয়া মেঘান্তরিত দিবাকরের ন্যায় প্রিয়দর্শন রূপে সমস্ত প্রাণীর দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। যে প্রকার আদিত্য, রশ্মি জালে জগৎ ব্যাপ্ত করেন, সেই রূপ সত্য বিক্রম মহাবাহু মহাবল ভীমসেন অরিঘাতী শর নিকরে সকলকে পরিব্যাপ্ত করিলেন। সকল রাক্ষসেরা তর্জ্জন গর্জ্জন করত মহা রব করিয়াও তাঁহার মোহ দেখিতে পাইল না। অনন্তর যক্ষেরা ভীমসেন ভয়ে ভীত ও বিকৃত-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ানক আর্ত্ত নাদ করিতে লাগিল। পরে তাহারা দৃঢ়ধন্বা ভীমের ত্রাসে গদা, শূল, অসি, শক্তি ও পরশু পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে গমন করিল। সেই দিকে বিশাল-বক্ষা মহাভুজ কুবের-সখা মণিমান্ নামে রাক্ষস গদা ও শূল হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। সেই মহাবলবান্ মণিমান্ রাক্ষস আপন প্রভুত্ব ও পৌরুষ প্রদর্শন করিতে লাগিল। সে সেই রাক্ষস দিগকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল, এক জন মনুষ্য সমরে অনেককে পরাজয় করিয়াছে, এই কথা তোমরা কুবের ভবনে গিয়া ধনেশ্বরকে কি রূপে কহিবে? মণিমান্ রাক্ষস তাহাদিগকে এই রূপ বলিয়া শক্তি, শূল ও গদা গ্রহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবের অভিমুখে ধাবমান হইল। ভীম তাহাকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বেগে আসিতে দেখিয়া তিন টি বৎসদন্ত অস্ত্র দ্বারা তাহার পার্শ্বদেশে তাড়না করিলেন। মহাবল মণিমান্ও ক্রুদ্ধ হইয়া মহতী গদা গ্রহণ করিয়া ভ্রামণ পূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিল। ভীমসেন আকাশস্থ সেই বিদ্যুৎপ্রভা মহা ঘোরা মহতী গদা শিলা-শাণিত বহু শর দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিলেন, কিন্তু সেই সায়ক সকল গদায় লগ্ন হইয়া প্রতিহত হইতে লাগিল; বেগিত হইয়াও গদা-বেগ ধারণ করিতে পারিল না। বীর্য্যবান্ ভীমবিক্রম ভীমসেন গদাযুদ্ধের অনুষ্ঠান জ্ঞাত ছিলেন, তিনি তখন তদ্দ্বারা মণিমানের সেই গদা প্রহার ব্যর্থ করিলেন। এই অবসরে ধীমান্ মণিমান্ রাক্ষস মহা ভয়ানক স্বর্ণ দণ্ড বিশিষ্ট লোহময় শক্তি প্রহার করিল। অগ্নি শিখা স্বরূপ সুদারুণ সেই শক্তি গভীর নিনাদের সহিত সহসা ভীমের দক্ষিণ ভুজ ভেদ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল। অপরিমিত-পরাক্রম মহাধন্বা ভীম শক্তিদ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধাকুল নয়নে গদা গ্রহণ করিলেন। রুক্মপট্ট-পিনদ্ধা শত্রু দিগের ভয়বর্দ্ধিনী সর্ব্ব লোহময়ী শৈক্যা গদা লইয়া তর্জ্জন করত মহাবল পরাক্রান্ত মণিমানের অভিমুখে দ্রুতগতি ধাবিত হইলেন। তখন মণিমান্ও নিনাদ করত সমুজ্জ্বল মহা শূল গ্রহণ করিয়া মহা বেগে ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিল। গদাযুদ্ধ বিশারদ মহাবাহু ভীম গদার অগ্রভাগ দ্বারা শূল ভগ্ন করিয়া, গরুড় যেমন সর্প হনন করিতে ধাবমান

হয়, তাহার ন্যায় তাহার অভিমুখে সত্বর ধাবিত হইলেন। পরে তিনি সেই রণমুখে সহসা অন্তরীক্ষে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নিনাদ সহকারে গদা ঘূর্ণায়মান করিয়া তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই গদা ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত ইন্দ্রবজ্রের ন্যায় বাতবেগে রাক্ষসের প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক, যজ্ঞে উৎপন্ন প্রাণি-বিনাশক কৃত্যার ন্যায়, ক্ষিতি তলে পতিত হইল। সকল প্রাণী গণ তখন সেই ভীমবল রাক্ষসকে সিংহ-হত মহা বৃষভের ন্যায় ভীম কর্ত্তৃক নিপাতিত দৃষ্টি-গোচর করিতে লাগিল, এবং হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা মণিমান্‌কে ভূপতিত ও নিহত দেখিয়া ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পূর্ব্ব দিকে গমন করিল।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, মাদ্রী-পুত্র দ্বয়, দ্রৌপদী, ধৌম্য, বিপ্র গণ ও সমুদয় সুহৃদ্বর্গ গিরি গুহাতে বহু বিধ শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিয়া এবং ভীমসেনকে দেখিতে না পাইয়া বিমনা হইলেন। তখন সেই অরিন্দম মহাধন্বা শূর মহারথ পাণ্ডবেরা সমবেত হইয়া দ্রৌপদীকে আর্ষ্টিষেণের নিকট রাখিয়া আয়ুধ গ্রহণ পূর্ব্বক শৈলে আরোহণ করিলেন; অনন্তর পর্ব্বত শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে শৈলাগ্রে উঠিয়া ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিলেন, ভীমসেন কর্ত্তৃক নিপাতিত মহাসত্ত্ব প্রভূত-বল মহাকায় রাক্ষস দিগের মধ্যে অনেকে স্পন্দন করিতেছে ও অনেকে গতাসু হইয়া পতিত রহিয়াছে, এবং ভীমসেন, যে প্রকার দেবরাজ দানব দল দলন করিয়া শোভমান হন, সেই রূপ সমরে সকল রাক্ষসকে হনন করিয়া গদা, খড়্গ ও ধনুক ধারণ পূর্ব্বক শোভা পাইতেছেন। তদনন্তর উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত সেই মহারথ পাণ্ডবেরা ভ্রাতা ভীমকে দেখিয়া আলিঙ্গন করত তথায় উপবিষ্ট হইলেন। তথায় মহাধন্বা ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের উপবেশনে দেবশ্রেষ্ঠ মহাভাগ লোকপাল দ্বারা দ্যু লোকের শোভার ন্যায় সেই গিরি শৃঙ্গের শোভা হইল। রাজা যুধিষ্ঠির কুবের-ভবন ও রাক্ষস দিগকে নিপাতিত দেখিয়া উপবিষ্ট ভ্রাতা ভীমকে কহিলেন, ভীম! সাহসেই হউক কিম্বা মোহ বশতই হউক, ইহা তোমার, মুনিজনের মিথ্যা কথনের ন্যায়, পাপ কর্ম্ম করা হইয়াছে; ইহা তোমার সদৃশ কর্ম্ম হয় নাই। ধর্ম্মবেত্তারা জানেন যে, রাজদ্বেষ জনক কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়, তাহা দূরে থাকুক, তুমি ইহা দেব দ্বেষ জনক কর্ম্ম করিয়াছ। যে ব্যক্তি অর্থ ও ধর্ম্ম অনাদর করিয়া পাপ কর্ম্মে মনোনিবেশ করে, তাহাকে অবশ্যই পাপ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। যাহা হউক, যদি তুমি আমার প্রিয়াকাঙ্ক্ষা কর, তবে পুনরায় এমন কর্ম্ম আর করিবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্থতত্ত্বের বিভাগ বেত্তা অক্ষয় সত্ত্ববান্ ধর্ম্মাত্মা মহাতেজা যুধিষ্ঠির অনুজ বৃকোদরকে এই রূপ বলিয়া উক্ত বিষয় চিন্তা করত বিরত হইলেন।

এ দিকে ভীম কর্ত্তৃক হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা সমবেত হইয়া কুবের ভবনে গমন করিল। মহাবেগবান্ রাক্ষসেরা ভীমসেন ভয়ে পীড়িত হইয়া দ্রুত গমনে বৈশ্রবণালয়ে গমন পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর আর্ত্ত নাদ করিতে লাগিল। তাহারা স্রস্ত-শস্ত্রায়ুধ ও ক্লান্ত হইয়া শোণিতাক্ত তনুচ্ছদ ও আলুলায়িত কেশে যক্ষাধিপতি কুবেরকে কহিতে লাগিল, হে দেব! গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, তোমর ও প্রাশ যোধী অগ্রগামী ভবদীয় রাক্ষসেরা সকলেই নিহত হইয়াছে। হে ধনেশ্বর! এক মানুষ বেগ দ্বারা পর্ব্বত মর্দ্দন করিয়া সমস্ত ক্রোধবশানুগ রাক্ষস গণকে সমরে নিহত করিয়াছে। হে দেব ধনাধিপ! রাক্ষস ও যক্ষ দিগের প্রধানেরা নিহত, গত-সত্ত্ব ও গত-প্রাণ হইয়া শয়ন করিয়াছে এবং আপনকার সখা মণিমান্‌ও হত হইয়াছেন, কেবল আমরাই শৈলের আশ্রয়ে মুক্ত হইয়াছি; এই কর্ম্ম এক মানুষে করিয়াছে।

এই ক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিধান করুন। সকল যক্ষ গণের অধিপতি ধনেশ্বর তাহা শ্রবণ-পূর্ব্বক সাতিশয় কুপিত হইয়া কোপ-লোহিত নয়নে 'কেন' এই কথা কহিলেন। পরে তিনি ভীমকে দ্বিতীয় বার অপরাধী শুনিয়া ক্রোধ করিলেন এবং 'রথ যোজনা কর' ইহা বলিলেন। তখন কিঙ্করেরা ঘন মেঘ প্রতিম, গিরি-শৃঙ্গ-সম সমুচ্ছ্রিত রথে হেমমালী ঘোটক যোজনা করিল। নানা রত্ন বিভূষিত সর্ব্বগুণোপেত বিমলাক্ষ তেজো বল গুণ যুক্ত, কুবেরের উত্তম অশ্ব সকল রথে যুক্ত হইয়া, যেন পবনের ন্যায় প্লবমান হইবে এ জন্য পরস্পর বিজয়াবহ হ্রেষিত রব করিতে লাগিল। মহাদ্যুতি রাজরাজ ভগবান্ কুবের, দেব গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া সেই মহারথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। রক্তাক্ষ হেমবর্ণ মহাবল মহাকায় সহস্র প্রধান যক্ষ, সর্ব্ব যক্ষগণাধিপতি মহাত্মা কুবেরকে গমন করিতে দেখিয়া সায়ুধ ও বদ্ধনিস্ত্রিংশ হইয়া তাঁহার অনুগামী হইল। মহাবেগশীল তুরঙ্গমেরা গগণ মণ্ডলে বেগে প্লবমান হইয়া যেন আকাশকে আকর্ষণ করিতে করিতে গন্ধমাদনে উপনীত হইল।

পাণ্ডবেরা ধনাধিপতির পালিত সেই ঘোটক বৃন্দ ও যক্ষ রাক্ষস গণাবৃত প্রিয়দর্শন মহাত্মা কুবেরকে দেখিয়া লোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন। ধনাধিপতি কুবের খড়্গ কোদণ্ড ধারী মহাসত্ত্ব মহারথ পাণ্ডুপুত্রগণকে দেখিয়া প্রীত হইলেন, এবং তিনি দেব কার্য্য করিতে সমুৎসুক হইয়া মনে মনে পরম সন্তোষিত হইলেন। কুবেরানুচর যক্ষেরা পক্ষীর ন্যায় মহাবেগে গিরিশৃঙ্গোপরি আপতিত হইল এবং ধনেশ্বরকে অগ্রে করিয়া পাণ্ডব দিগের সমীপে অবস্থিত রহিল। হে ভারত! যক্ষ গন্ধর্ব্বেরা ধনাধিপতিকে পাণ্ডব দিগের প্রতি হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া নির্ব্বিকারাবস্থায় অবস্থিত হইল। ধর্ম্মবিৎ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব এই তিন মহাত্মা মহারথ পাণ্ডব প্রভু ধনদকে প্রণাম করিয়া সকলেই আপনাদিগকে অপরাধী বিবেচনায় কৃতাঞ্জলিপুটে ধনেশ্বরকে পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ধনাধিপতি পুষ্পক রথে বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত বিচিত্র আসন বরে উপবিষ্ট হইলেন। মহাকায় মহাজব শঙ্কুকর্ণ সহস্র সহস্র যক্ষ রাক্ষস, শত শত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা গণ, যেমন দেবগণ শতক্রতুর নিকট উপবেশন করেন, সেই রূপ, উপবিষ্ট সেই ধনেশ্বরের নিকটে নিকটে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিল। কাঞ্চনময়ী শুভ মালা ধারী ও পাশ খড়্গ ধনুষ্পাণি ভীমসেন, ধনাধিপকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস গণ কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত ভীমসেনের সেই অবস্থাতে কুবেরকে দেখিয়াও কিছু মাত্র গ্লানি হইল না।

নরবাহন ধনেশ্বর ভীমকে শাণিত বাণ সকল গ্রহণ পূর্ব্বক যোদ্ধুকাম হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া ধর্ম্ম-নন্দনকে কহিলেন, হে পার্থ! সমস্ত প্রাণীরা তোমাকে প্রাণী গণের হিত কার্য্যে রত বলিয়া জানে, অতএব তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত নির্ভয়ে শৈলশৃঙ্গে বাস কর। হে পাণ্ডব! তুমি ভীমের প্রতি ক্রোধ করিও না; এই যক্ষ রাক্ষসেরা পূর্ব্বেই কাল কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, তোমার অনুজ কেবল নিমিত্ত মাত্র। এই যে সাহসিক কর্ম্ম করা হইয়াছে, এ বিষয়ে লজ্জা করাও অকর্ত্তব্য। যক্ষ রাক্ষস দিগের বিনাশ, পূর্ব্বে দেবগণ কর্ত্তৃক আদিষ্টই হইয়াছিল, অতএব ভীমসেনের প্রতি আমার ক্রোধ নাই, বরং প্রীতই হইয়াছি, এমন কি, ভীমসেনের এই কর্ম্মে আমার পরম সন্তোষ হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যক্ষরাজ রাজাকে ইহা কহিয়া ভীমসেনকে বলিলেন, হে বৎস কুরুসত্তম! তুমি যে কৃষ্ণার নিমিত্তে আমাকে ও দেবগণকে অনাদর করিয়া স্ব বাহু বলের আশ্রয়ে যক্ষ রাক্ষসদিগের বিনাশ রূপ এই সাহসিক কর্ম্ম করিয়াছ, ইহা আমার মনে কষ্টকর হইতেছে না, বরং তোমার প্রতি সন্তুষ্টই হইয়াছি। হে বৃকোদর! অদ্য

আমি ঘোর শাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম। পরমর্ষি অগস্ত্য কোন অপরাধে কুপিত হইয়া আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তুমি তাহার নিষ্কৃতি করিলে। হে পাণ্ডুনন্দন! আমার ক্লেশ পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, অতএব এ বিষয়ে তোমার কোন প্রকারে অপরাধ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি মহাত্মা অগস্ত্য-কর্ত্তৃক কি নিমিত্ত অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, হে দেব! ইহার কারণ আপনার নিকট শ্রবণে আমার অভিলাষ জন্মিয়াছে; ধীসম্পন্ন সেই অগস্ত্যের ক্রোধে যে আপনি সেই কালেই বল বাহনের সহিত নির্দ্দগ্ধ হইলেন না, ইহা আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

ধনেশ্বর কহিলেন, হে নরেশ্বর! কুশস্থলীতে দেবতাদিগের মন্ত্রণা হয়, তন্নিমিত্তে আমি তিন শত মহাপদ্মসংখ্যক বিবিধায়ুধধারী ভয়ঙ্কর-রূপ যক্ষগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে যাইতে ছিলাম; পথি মধ্যে ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে নানা পক্ষিগণাকীর্ণ পুষ্পিত পাদপে উপশোভিত যমুনা তীরে অবস্থিত ও উৎকট তপস্যা করিতে দেখিলাম। সেই সময় আকাশগত মদীয় সখা শ্রীমান্ মণিমান্ নামে রাক্ষসাধিপতি, হুতাশনের ন্যায় বর্দ্ধিত দীপ্যমান তেজোরাশি সেই মহর্ষিকে ঊর্দ্ধবাহু ও সূর্য্যাভিমুখে অবস্থিত দেখিয়াই অজ্ঞানভাব, মূর্খত্ব, দর্প ও মোহ বশত তাঁহার মস্তকোপরি নিষ্ঠীবন করিল। তাহাতে ঋষি ক্রোধে যেন সকল দিক্ দহন করত আমাকে এই কথা বলিলেন, "অহে ধনেশ্বর! যে হেতু তোমার সখা এই দুষ্টাত্মা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া তোমার সমক্ষে আমার এই ধর্ষণা করিল, সেই নিমিত্ত তোমার সৈন্যের সহিত সে, মানুষ হইতে বধ প্রাপ্ত হইবে; দুর্ম্মতি তুমিও এই হত সৈন্য দ্বারা ক্লেশ পাইয়া পরিশেষে সেই মানুষকেই দেখিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। তোমার সৈন্যগণের বলান্বিত পুত্র পৌত্রেরা এই ঘোর শাপগ্রস্ত হইবে না, তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে।" মহারাজ! আমি পূর্ব্বে সেই ঋষিসত্তম হইতে এই শাপ প্রাপ্ত হই, তোমার ভ্রাতা ভীমসেন তাহা হইতে আমাকে মুক্ত করিলেন।

এক ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬১ ॥

কুবের কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধৃতি, দক্ষতা, দেশ, কাল ও পরাক্রম, এই পঞ্চ প্রকার, লৌকিক কার্য্যের অভ্যুদয় হেতু। হে ভারত! সত্য যুগে মনুষ্যেরা নিজ নিজ কর্ম্মে ধৃতিমন্ত, দক্ষ ও পরাক্রমবিধানজ্ঞ ছিলেন। ক্ষত্রিয় জাতি ধৃতিমান্, দেশকালজ্ঞ ও সর্ব্ব ধর্ম্ম বিধান বেত্তা হইয়া চির কাল পৃথিবী শাসন করিতেছেন। হে পার্থ! যে পুরুষ এই রূপে সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে ইহ লোকে যশ ও পর লোকে সদ্গতি লাভ করে। বৃত্রহা ইন্দ্র দেশ কালের অবকাশ লাভেচ্ছু হইয়াই পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক অমর পুরীতে রাজ্য প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি কেবল ক্রোধ হেতু অনিষ্টাপাত দর্শন না করে, যে পাপবুদ্ধি পাপাত্মা পাপেরই অনুবর্ত্তী হয় এবং কর্ম্মের বিভাগজ্ঞ না হয়, সে ইহ কাল ও পর কালে বিনষ্ট হয়। যে দুর্ব্বুদ্ধি পুরুষ কালজ্ঞ ও কার্য্য বিশেষজ্ঞ না হয়, তাহার কার্য্যারম্ভ বৃথা হয়; সুতরাং সে ইহ ও পর লোকে বিনষ্ট হয়, এবং সাহসে প্রবর্ত্তমান সর্ব্ব সামর্থ্য লাভেচ্ছু পরপ্রবঞ্চক দুরাত্মা ব্যক্তি দিগের নিশ্চয় পাপ জন্মে। হে পুরুষর্ষভ! এই ভীমসেন গর্ব্বিত, ক্রোধী ও ভয় রহিত, এবং ধর্ম্মজ্ঞ নহে এবং ইহার বুদ্ধিও বালকের ন্যায়; অতএব তুমি ইহাকে শাসন কর। তুমি পুনরায় আর্ষ্টিষেণ রাজর্ষির আশ্রমে শোক ভয় শূন্য হইয়া রাক্ষস ভয় জনক কৃষ্ণ পক্ষে বাস কর। গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর গণ সহিত অলকা বাসী ও গিরি বাসী রাক্ষসেরা সকলে মৎ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া দ্বিজগণকে ও তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। হে ধার্ম্মিকবর!

বৃকোদর তোমার অনুগত, তুমি ইহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বুঝাইয়া সাহস কর্ম্ম হইতে নিবারণ করিবে। ইহার পর বনগোচর প্রাণীরা সর্ব্বদা তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তোমাদিগের নিকটে অবস্থিতি করিবে ও তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। হে পুরুষেন্দ্র গণ! আমার পরিচারকেরা নিয়ত তোমাদিগের নিমিত্তে সুস্বাদু বহু অন্ন পান আহরণ করিবে। হে যুধিষ্ঠির! বাসবের অর্জ্জুন, বায়ুর বৃকোদর, ধর্ম্মের তুমি, এবং অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের যমজ নকুল সহদেব, যোগোৎপন্ন আত্ম-সম্পন্ন সন্তান বলিয়া যেপ্রকার রক্ষণীয়, সেই প্রকার তোমরা সকলে আমারও রক্ষণীয়। ভীমসেনের কনিষ্ঠ অর্থতত্ত্ব-বিধানজ্ঞ ও সর্ব্ব ধর্ম্মের বিধান বেত্তা ফাল্গুন স্বর্গে কুশলী আছেন। হে বৎস! লোক-সম্মত যে কিছু স্বর্গীয় পরম সম্পত্তি, সে সমস্তই জন্ম কালাবধি ধনঞ্জয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং দম, দান, বল, বুদ্ধি, লজ্জা, ধৃতি ও উত্তম তেজ, এ সকলই মহাসত্ত্ব অমিত-তেজস্বী অর্জ্জুনেতে অবস্থিতি করিতেছে। হে পাণ্ডব! জিষ্ণু মোহ বশতও গর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না এবং মিথ্যা বাক্য কহেন না, ইহা মনুষ্যেরা মনুষ্য দিগকে কহিয়া থাকে। হে ভারত! কুরু কুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন ফাল্গুন অমরাবতীতে দেব, পিতৃ ও গন্ধর্ব্ব গণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া অস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন। হে পার্থ! যিনি ধর্ম্ম দ্বারা সকল মহীপালকে স্ব বশে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর্য্য মহাতেজা ত্বদীয় প্রপিতামহ রাজা শান্তনু স্বর্গে গাণ্ডীবধন্বা কুলধূর্য্য পার্থ দ্বারা সম্যক্ প্রীত হইয়াছেন। যে মহাতপা যমুনাতে পিতৃ, দেব, ঋষি ও বিপ্র গণকে অর্চ্চনা করিয়া সপ্ত-সংখ্য মুখ্য মহামেধ আহরণ করিয়াছিলেন, সেই অধিরাজ স্বর্গজিৎ ত্বদীয় প্রপিতামহ শান্তনু ইন্দ্র লোকে থাকিয়া তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবেরা কুবের-ভাষিত এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বাক্য দ্বারা তাঁহা হইতে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তদনন্তর ভরতর্ষভ বৃকোদর শক্তি, গদা, খড়্গ ও ধনুক অবনামিত করিয়া কুবেরকে প্রণাম করিলেন। তদনন্তর শরণ্য ধনাধিপতি তাঁহাকে শরণাগত দেখিয়া কহিলেন, তুমি শত্রুদিগের মানহা ও সুহৃদ্বর্গের আনন্দবর্দ্ধন হও, এবং পাণ্ডবদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অমিত্রতাপন গণ! তোমরা স্ব স্ব রমণীয় নিকেতনে বাস কর; যক্ষেরা তোমাদিগের নিমিত্তে অভিলাষানুযায়ী দ্রব্যাহরণ করিবে। গুড়াকেশ সাক্ষাৎ পুরন্দর কর্ত্তৃক কৃতাস্ত্র ও প্রেরিত হইয়া শীঘ্র পুনরাগমন করিবেন।

গুহ্যকাধিপতি কুবের সৎকর্ম্মশীল যুধিষ্ঠিরকে এই রূপ অনুশাসন করিয়া গিরিবরশ্রেষ্ঠে অন্তর্হিত হইলেন। সহস্র সহস্র যক্ষ ও রাক্ষসেরা গজপৃষ্ঠস্থ চিত্র কম্বলে সঙ্কীর্ণ ও নানা রত্নে বিভূষিত যানে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইল। যেমন ঐরাবত-পথে শব্দ হয়, তদ্রূপ কুবের সদনের প্রতি পক্ষি-সদৃশ উৎকৃষ্ট অশ্বগণের নির্ঘোষ হইতে লাগিল। ধনাধিপতির সেই ঘোটক গণ যেন আকাশ আকর্ষণ করত পবন দেবকে পান করিতে করিতে দ্রুত বেগে গমন করিল।

এদিকে ধনাধিপতির শাসনে তাঁহার প্রেষ্য গণ রাক্ষসাদির সেই সমস্ত মৃত শরীর শৈলাগ্র হইতে অপাকর্ষণ করিয়া ফেলিল। মহারাজ! যেহেতু ধীমান্ অগস্ত্য সেই সময়কে তাহাদিগের শাপান্ত কাল অবধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তে তাহারা তখন সমরে নিহত হইল ও তাহাদিগের শাপের অন্ত হইল। মহাত্মা পাণ্ডু-নন্দনেরা সেই সকল গৃহে কতিপয় রাত্রি রাক্ষস গণ কর্ত্তৃক পূজিত ও নিরুদ্বেগ হইয়া সুখে বাস করিলেন।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অরিন্দম! তদনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে, ধৌম্য আহ্নিককৃত্য সমাপনান্তে

আষ্টিষেণের সহিত পাণ্ডব গণের সমীপবর্ত্তী হইলেন। পাণ্ডবেরা সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেন। পরে মহর্ষি ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের দক্ষিণ কর ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব দিক্ অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই শৈলরাজ মন্দর, সাগর পর্য্যন্ত ভূমি আবর্ত্তন করিয়া বিরাজমান আছে। হে পাণ্ডব! ইন্দ্র ও কুবের সকানন পর্ব্বত ও অরণ্য-শোভিত এই দিক্ রক্ষা করিয়া থাকেন! হে বৎস! সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ মনীষী ঋষি গণ এই দিগ্‌কে ইন্দ্র ও কুবের রাজার নিকেতন বলিয়া বর্ণন করেন। ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি গণ, সিদ্ধ, সাধ্য ও দেব গণ এই দিকে উদিত আদিত্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। সর্ব্ব প্রাণীর প্রভু ধর্ম্মজ্ঞ যমরাজ মৃত ব্যক্তির গম্য ঐ দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া আছেন, ঐ দিক্ প্রেতরাজের সংযমন নামক ভবন; উহা পরম ঋদ্ধি সম্পন্ন, অতীব অদ্ভুত দর্শন, ও পুণ্য জনক। হে রাজন্! সবিতা যে পর্ব্বতকে প্রাপ্ত হইয়া সত্য প্রতিজ্ঞায় প্রবৃত্ত হন, সেই ঐ পর্ব্বত রাজকে মনীষী গণ অস্তাচল বলিয়া থাকেন। এই রূপ বরুণ ঐ পর্ব্বতরাজ ও মহোদধি সমুদ্রে বাস করত প্রাণী সকলকে রক্ষা করিতেছেন। হে মহাভাগ! ব্রহ্মবেত্তা দিগের গতি স্বরূপ শিবদায়ক বীর্য্যবান্ ঐ মহামেরু উত্তর দিক্ প্রকাশ করিয়া আছেন; যেখানে ব্রহ্মসভা আছে এবং ভূতাত্মা প্রজাপতি যেখানে থাকিয়া, যে কিছু স্থাবর জঙ্গম, সমুদায় সৃষ্টি করেন। দক্ষ প্রভৃতি যে সপ্ত জন ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়া বর্ণিত হন, মহামেরু তাঁহাদিগেরও শিবদায়ক ও অনাময় স্থান। হে বৎস! বশিষ্ঠ প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি ঐ স্থানেই অস্তমিত ও পুনরায় উদিত হইয়া থাকেন। হে তাত! রজোরহিত উত্তম মেরু শিখর-প্রদেশ দর্শন কর, যে স্থানে পিতামহ আত্মতৃপ্ত দেবগণের সহিত অধ্যাসীন থাকেন। মনীষী গণ যাঁহাকে পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতির নিত্য উপাদান স্বরূপ আদ্যন্ত রহিত পরদেব বলিয়া বর্ণন করেন, সেই প্রভু নারায়ণের স্থান, ব্রহ্ম সদনের পরে প্রকাশ পাইতেছে। দেবতারাও যে সর্ব্ব তেজোময় শুভদায়ক স্থানের দর্শন পান না, সেই, মহাত্মা বিষ্ণুর স্থান স্বীয় প্রভায় অর্ক ও অনল হইতেও অতি প্রদীপ্ত হইয়া দেব দানব গণের দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়াছে। হে বৎস! সেই নারায়ণ স্থান সুমেরুতে পূর্ব্ব দিকে বিরাজিত আছে, যথায় সকলের নিদান রূপ আত্মভু ভূতেশ্বর নারায়ণ, সকল ভূতকে প্রকাশিত করত পরম শোভা বিশিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ওখানে ব্রহ্মর্ষিরাই গতি লাভ করিতে পারেন না, মহর্ষিরা কি হেতু পারিবেন? ওখানে কেবল যতি দিগেরই গতি হইয়া থাকে। সকল জ্যোতিঃ পদার্থ ওখানে সেই অচিন্ত্যাত্মা প্রভুর নিকট প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না, যে হেতু তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছেন। শুভকর্ম্ম দ্বারা ভাবিতাত্মা পরম তপোযুক্ত যতিরা ওখানে ভক্তি দ্বারা নারায়ণ হরিকে প্রাপ্ত হন। হে ভারত! তমো মোহ বিবর্জ্জিত যোগ সিদ্ধ সেই মহাত্মারা ওখানে মহাত্মা স্বয়ম্ভূ সনাতন দেবদেবকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ইহ লোকে আগমন করেন না। হে মহাভাগ! ঐ স্থান অক্ষয়, অব্যয় ও নিত্য; কারণ উহা চির কাল ঈশ্বরের প্রাণ স্বরূপ। হে কুরু-নন্দন! সূর্য্য ও চন্দ্রমা চির কাল ঐ মেরুকে প্রতি দিন প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। হে অনঘ! যেমন সমস্ত জ্যোতির্গণ গিরিরাজ মেরুকে সর্ব্বতোভাবে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, সেই রূপ প্রকাশশীল ভগবান্ আদিত্যও সেই জ্যোতির্গণকে আকর্ষণ করত প্রদক্ষিণ করেন। ঐ বিভাবসু অস্তগত হইয়া পরে সন্ধ্যা অতিক্রম-পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ উত্তর দিক্ ভজনা করেন; পরে সর্ব্ব ভূত হিতকারী সেই সবিতা দেব পুনর্ব্বার মেরু অনুবর্ত্তন করত পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া গমন করেন। এই রূপ ভগবান্ সোম যথা কালে

পর্ব্বসন্ধিতে বহুধা মাসের বিভাগ করত নক্ষত্র-গণের সহিত গমন করিয়া থাকেন। উনি এই রূপে নিরলস ভাবে মহামেরুকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্ব-ভূত বর্দ্ধন করত পুনরায় মন্দরে গমন করেন; তদ্রূপ তমিস্রহন্তা আদিত্য দেবও কিরণজালে জগৎ প্রকাশ-পূর্ব্বক এই বাধারহিত পথে আবর্ত্তন করেন। ইনি যখন শিশির সৃষ্টি কামনায় দক্ষিণ দিকে গমন করেন, তখন সকল ভূতের প্রতি শীত কালের সমাগম হয়। পরে সেই বিভাবসু দক্ষিণ মার্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তেজোদ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল ভূতের তেজ গ্রহণ করেন; তাহাতে ঘর্ম্ম, শ্রম, তন্দ্রা ও গ্লানি মনুষ্য দিগকে আশ্রয় করে এবং প্রাণী সকল বারম্বার সতত নিদ্রার সেবন করিতে থাকে। ভগবান্ ভানুমান্ এবম্প্রকারে ঐ অনির্দ্দেশ্য পথ আবর্ত্তন করিয়া জল বর্ষণ করত প্রজা বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। মহাতেজা আদিত্য সুখ জনক সমীরণ, সন্তাপ ও বৃষ্টি দ্বারা সমস্ত স্থাবর জঙ্গম বর্দ্ধন করত পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হন। হে পার্থ! সবিতা এই রূপে অতন্দ্রিত হইয়া কাল চক্রে বিচরণ করিয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূত আকর্ষণ করত পরিবর্ত্তন করিতে থাকেন। হে পাণ্ডব! এই আদিত্যের নিরন্তরই গতি হইয়া থাকে; ইনি ক্ষণ কালও স্থিতি করেন না। ইনি সর্ব্ব ভূতের তেজ হরণ করিয়া পুনরায় তাহা বিস-র্জ্জন করেন। হে ভারত! এই বিভু আদিত্য সর্ব্বদা ভূতগণের আয়ু ও কর্ম্ম সৃষ্টি করত দিবা রাত্রি কলা কাষ্ঠা সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই সদ্‌ব্রতানু-ষ্ঠায়ী মহাত্মা দিগের অর্জ্জুনের দর্শনাকাঙ্ক্ষা ও সেই পর্ব্বত বরে বাস হেতু ক্রীড়া ও প্রমোদে কালাতি-পাত হইতে লাগিল। বহুল গন্ধর্ব্ব সঙ্ঘ ও মহর্ষি গণ প্রীত চিত্তে সেই বীর্য্যযুক্ত বিশুদ্ধ-সত্ত্ব তেজস্বী সত্যনিষ্ঠ-প্রধান পাণ্ডবদিগের সমীপে আগমন করিতে লাগিলেন। যেপ্রকার, স্বর্গ পাইয়া মরু-দ্গণের চিত্ত প্রসাদ জন্মে, সেই প্রকার, পুষ্প সম্পন্ন তরু যুক্ত সেই উৎকৃষ্ট পর্ব্বত পাইয়া সেই মহারথ দিগের মনের পরম প্রসন্নতা হইল। তাঁহারা সেই গিরিবরের ময়ূর হংস নাদে নাদিত পুষ্পোপকীর্ণ শৃঙ্গ ও সানু সন্দর্শনে অসীম হর্ষ লাভ করিয়া অবস্থিতি করিতে থাকিলেন, এবং সেই উত্তম গিরিতে হংস কারণ্ডব কলহংস সেবিত পদ্মাকুল সরোবর সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পুষ্করিণী সকলের জল সন্নিহিত স্থান ও তট সকল সাক্ষাৎ কুবের কর্ত্তৃক সংবৃত হইয়াছিল এবং সুচিত্র মাল্য দামে আবৃত সুশোভিত মণি-প্রকীর্ণ মনোহর ক্রীড়া-স্থান সকলও তাঁহাদিগের নয়ন পথে উপ-নীত হইতে লাগিল। ঐ সকল ক্রীড়া স্থান ধনাধি-পতি কুবের রাজার যাদৃশ মনোহর হইতে পারে, তদ্রূপ মনোহরই নির্ম্মিত হইয়াছিল। তপোনিষ্ঠ পাণ্ডবেরা নানা-বর্ণ সুগন্ধি মহাদ্রুম ও মেঘ জালে আবৃত গিরি শৃঙ্গে নিরন্তর বিচরণ করত তাহার অনির্ব্বচনীয় ভাব চিন্তা করণে সমর্থ হইলেন না। হে পুরুষ প্রবীর! সেই নগোত্তমের তেজে ও তত্রস্থ মহৌষধি সকলের প্রভাবে তথায় অহোরাত্রের কোন প্রভেদ ছিল না। অমিত-তেজা বিভাবসু যে পর্ব্বত অবলম্বন করিয়া সমস্ত স্থাবর জঙ্গম বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, সেই মানব সিংহ বীর পুরুষেরা তথায় থাকিয়া সেই সূর্য্য দেবের উদয় ও অস্তমন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই সত্যব্রত মহা-রথ অর্জ্জুনের আগমন প্রতীক্ষায় সেই গিরি বরে রবির উদয় ও অস্তমন, অন্ধকারের আগম ও নির্গম এবং দিক্ বিদিক্ সকল তমোহারী ভানুমানের গভস্তি জালে সমাবৃত দেখিয়া বেদাধ্যয়ন নিরত, সতত ক্রিয়াশালী, ধর্ম্মনিষ্ঠ, শুচিব্রত ও সত্যে স্থিত হইয়া, "এই স্থানে কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয়ের সহিত সম-বেত ব্যক্তি দিগের শীঘ্র আনন্দোদয় হউক" এই

রূপ পরম কল্যাণ জনক বাক্য প্রয়োগ করত যোগ-পরায়ণ হইলেন। সেই উৎকৃষ্ট শৈলে বিচিত্র কানন দেখিয়াও তাঁহাদিগের নিরন্তর অর্জ্জুন চিন্তা সত্ত্বে রাত্রি ও দিবস এক এক বৎসরের সমান হইতে লাগিল। যেহেতু যখন ধৌম্যের অনুমতিতে সেই জিষ্ণু জটা ধারণ করিয়া প্রব্রজ্যা করেন, তদবধিই তাঁহাদিগের হর্ষ থাকে নাই, অতএব অর্জ্জুন-গত-চিত্ত পাণ্ডব দিগের কি হেতু সেই বিচিত্র বনে প্রমোদ হইতে পারে? যখন ঐ মত্তমাতঙ্গগামী অর্জ্জুন, ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের নিয়োগাধীন কাম্যক বন হইতে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন, তখনই তাঁহারা শোক-পরাহত হইয়াছিলেন। হে ভারত! এই রূপে সেই ভরতকুলতিলক দিগের সেই পর্ব্বতে বাসব সমীপগত সিতাশ্ব অস্ত্রার্থী অর্জ্জুনের চিন্তায় এক মাস কাল অতি কৃচ্ছ্রে অতিবাহিত হইল।

এ দিকে অর্জ্জুন পুরন্দর পুরীতে পঞ্চ বর্ষ কাল বাস করিয়া পুরন্দরের নিকট হইতে আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম্য ও প্রজাপতির পারমেষ্ঠ্য এবং যম, ধাতা, সবিতা, ত্বষ্টা ও কুবেরের অস্ত্র, এই সকল দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া শতক্রতুকে অভিবাদন করিয়া পরিশেষে তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করত প্রীত ও প্রহৃষ্ট মানসে গন্ধমাদনে আগমন করিলেন।

যক্ষযুদ্ধ প্রকরণ ও চতুঃ ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৪ ॥

নিবাতকবচ যুদ্ধ প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথেরা অর্জ্জুনকে চিন্তা করিতেছেন, এমত কোন সময়ে অশ্বসংযুক্ত বিদ্যুৎ সম সমুজ্জ্বল ইন্দ্ররথ সহসা সমীপগত দেখিয়া তাঁহাদিগের হর্ষোদয় হইল। মাতলি-সংগৃহীত সেই দীপ্যমান ইন্দ্র-বিমান হঠাৎ অন্তরীক্ষ প্রকাশ করত মেঘান্তরস্থ মহোল্কার ন্যায় ও ধূম রহিত প্রজ্বলিত অগ্নি শিখার ন্যায় উদ্দীপিত হইল এবং নবাভরণ, মাল্য ও কিরীট ধারী ধনঞ্জয় তাহাতে অধিরূঢ় দৃষ্ট হইলেন। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাব সম্পন্ন ও শ্রী দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। ধীমান্ কিরীটমালী অর্জ্জুন শৈলে উপনীত হইয়া সেই মহেন্দ্র-বিমান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ ধৌম্যের, তদনন্তর অজাত শত্রু যুধিষ্ঠিরের, পরে বৃকোদরের চরণাভিবাদন করিলেন। অনন্তর মাদ্রী নন্দন দ্বয় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণার নিকটে গিয়া উহাঁকে সান্ত্বনা করিয়া পরিশেষে নম্রভাবে অগ্রজ সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অপ্রমেয় অর্জ্জুনের সহিত সমাগমে পরম হর্ষোদয় হইল; তিনিও তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাজার প্রশংসা করত আনন্দিত হইলেন। নমুচি-হন্তা ইন্দ্র যাহা আশ্রয় করিয়া দৈত্য দিগের সপ্ত গণ বিনাশ করিয়াছিলেন, অদীনসত্ত্ব পৃথা-পুত্রেরা সেই ইন্দ্রযান পাইয়া প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং অতীব হর্ষে মাতলির সুররাজ তুল্য উত্তম রূপে পূজা করিয়া তাঁহার নিকট দেবগণের যথাবৎ কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতলি তাঁহাদিগের প্রতি, পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায়, অনুশাসন করিয়া অভি নন্দিত হইলেন, এবং অনুপম প্রভা-সম্পন্ন সেই রথে ইন্দ্র সকাশে পুনর্ব্বার গমন করিলেন।

মাতলি প্রস্থান করিলে, সর্ব্বরিপু প্রমাথী নরদেব প্রধান ইন্দ্র পুত্র মহাত্মা অর্জ্জুন শক্র-দত্ত উত্তম রূপ-বিশিষ্ট মহাধন সমস্ত ও দিবাকর-নিভ বিভূষণ সকল সুতসোম-জননী প্রিয়া দ্রুপদ-নন্দিনীকে প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই সকল কুরুপুঙ্গব গণ ও সূর্য্যাগ্নি তুল্য প্রভা-সম্পন্ন দ্বিজবর গণের মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক যথানুরূপ সমস্ত কহিতে লাগিলেন, আমি এই রূপে সাক্ষাৎ শক্র, পবন ও শঙ্কর হইতে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি এবং শীলতা ও সমাধি দ্বারা ইন্দ্র সহ সুরগণকে প্রীত করিয়াছি।

মহারাজ! বিশুদ্ধকর্ম্মা কিরীটী তাঁহা দিগকে স্বর্গবাসের কথা সংক্ষেপে কহিয়া সেই রাত্রি নকুল সহদেবের সহিত প্রীত চিত্তে শয়ন করিলেন।

পঞ্চ ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে ভ্রাতৃগণের সহিত ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির-কে বন্দনা করিলেন। হে ভারত! এই সময়ে অন্ত-রীক্ষে দেবতাদিগের ভীষণ তুমুল শব্দ হইতে লা-গিল; সমস্ত বাদ্য ধ্বনি, রথনেমি ধ্বনি ও ঘণ্টানাদ শ্রুতি গোচর হইতে লাগিল; ব্যাল, মৃগ ও পক্ষিগণ পৃথক্ পৃথক্ রব করিয়া উঠিল। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা গণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সূর্য্য-সঙ্কাশ বিমানে অরিন্দম দেবরাজের অনুগামী হইল। অনন্তর দেবরাজ পুর-ন্দর হয়-গণ যোজিত, সুবর্ণ পরিষ্কৃত, মেঘ গম্ভীর নিস্বন রথে আরোহণ করিয়া পরম শ্রীদ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া পার্থগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে তাঁহাদিগের নিকট উপনীত হইয়া রথ হইতে অব-তীর্ণ হইলেন। ভূরিদক্ষিণ ধর্ম্মরাজ শ্রীমান্ যুধি-ষ্ঠির, অমিতাত্মা মহাত্মা সহস্র-লোচনকে দেখিবা মাত্র ভ্রাতৃ গণ সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমন-পূর্ব্বক বিধিদৃষ্ট ক্রিয়ানুসারে তাঁহার যথাযোগ্য বিধিবৎ পূজা করিলেন। তেজস্বী ধনঞ্জয় পুরন্দর-কে প্রণাম পুরঃসর ভৃত্যের ন্যায় প্রণত হইয়া তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাতেজা ধর্ম্মরাজ পাপ রহিত তপোনিষ্ঠ জটিল ধনঞ্জয়কে বিনীত ভাবে দেবরাজ নিকটে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া অতীব হর্ষাবিষ্ট হই-লেন এবং অর্জ্জুন দর্শন হেতু ও দেবরাজকে পূজা করত পরম প্রীত হইলেন। ধীমান্ সুররাজ পুর-ন্দর তাদৃশ অদীনমানস ও হর্ষ সাগর-নিমগ্ন রাজা যুধিষ্ঠিরকে তখন এই বাক্য কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি এই পৃথিবী শাসন করিবে, তুমি কল্যাণ লাভ কর, এইক্ষণে পুনরায় কাম্যক বনে গমন কর। হে রাজন্! সংযতাত্মা ধনঞ্জয় আমার নিকট সমু-দয় অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আমার প্রিয় কর্ম্মও করিয়াছেন, অতএব ইহাঁকে জয় করিতে ত্রিলোকী মধ্যে কাহারও সাধ্য নাই।

সহস্রনেত্র, কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এই রূপ কহিয়া মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া হৃষ্ট চিত্তে ত্রিদিবে গমন করিলেন। মহারাজ! যে ব্যক্তি সংবৎসর কাল ব্রহ্মচারী, নিয়ত, সংশিতব্রত ও সমাহিত হইয়া এই ধনেশ্বর-গৃহস্থিত পাণ্ডব দিগের ইন্দ্র সহ সমাগম অধ্যয়ন করেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি অবশ্যই নিরাবাধ ও পরম সুখী হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকেন।

ষট্ ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজ যথাস্থানে গমন করিলে, বীভৎসু দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত, ধর্ম্ম-পুত্রের পূজা করিলেন। ধর্ম্মনন্দন প্রহৃষ্ট হইয়া অভিবাদন কারী বীভৎসুর মস্তকে আঘ্রাণ পূর্ব্বক হর্ষ গদ্গদ বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি কি রূপে স্বর্গে এই কাল অতিবাহিত করিলে? কি প্রকারে অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইলে? কি রূপেই বা দেবরাজকে সন্তুষ্ট করিলে? তোমার অস্ত্র সকল ত সম্যক্ রূপে গৃহীত হইয়াছে? সুরাধিপতি ইন্দ্র ও রুদ্র তোমার প্রতি প্রীত হইয়া ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন? তুমি যে রূপে ইন্দ্র ও ভগবান্ রুদ্রকে দর্শন করিয়াছিলে, যেপ্রকারে তোমার অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছে, যে রূপে তুমি উহাঁ দিগকে আরা-ধনা করিয়াছিলে এবং তুমি শতক্রতুর কি প্রিয় কার্য্য করিয়াছিলে যে তিনি তোমাকে কহিলেন যে তুমি আমার প্রিয় কার্য্য করিয়াছ? হে অনঘ মহাত্মাতে! মহাদেব ও দেবরাজ তোমার যে কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তুমি বজ্রপাণির যে প্রিয় কার্য্য করিয়াছ, তৎসমস্ত বিস্তারক্রমে শ্রবণ করি-তে আমার অভিলাষ হইয়াছে, অতএব তুমি

সেই সকল অশেষ রূপে আমার নিকট বর্ণন কর।

অর্জ্জুন আহ্লাদ সহকারে কহিলেন, মহারাজ! আমি যে বিধান ক্রমে ভগবান্ শঙ্কর ও শতক্রতুকে দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। হে অরি-মর্দ্দন! আপনি যে বিদ্যা আমাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি শিক্ষা করিয়া ভবদীয়াদেশানুসারে তপস্যা নিমিত্তে বনে প্রস্থান করিলাম। কাম্যক বন হইতে ভৃগুতুঙ্গে গিয়া তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া পথি মধ্যে কোন এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলাম; তিনি আমাকে এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কৌন্তেয়! তুমি কোথায় যাইবে, আমাকে বল," হে কুরু নন্দন! আমি তাঁহাকে যথার্থ রূপ সমুদয় কহিলাম। ব্রাহ্মণ আমার সেই সত্য বাক্য শ্রবণে আমার প্রতি প্রীতি-পরবশ হইলেন ও আমাকে সমাদর করিলেন। তদনন্তর তিনি প্রীত হইয়া আমাকে এই রূপ কহিলেন, "হে ভারত! তুমি তপোনুষ্ঠান কর, তাহাতে অচিরে সুরাধিপতির দর্শন পাইবে।"

মহারাজ! পরে আমি তাঁহার কথানুসারে হিমালয়ে আরোহণ করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলাম; তাহাতে আমার প্রথম মাস ফল মূল ভক্ষণে, দ্বিতীয় মাস জল ভক্ষণে এবং তৃতীয় মাস নিরাহারে বিগত হয়। পরে চতুর্থ মাসে আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ছিলাম; তখন তাহাতে যে আমার বল হ্রাস হয় নাই, ইহা অদ্ভুতের ন্যায় হইয়াছিল। অনন্তর পঞ্চম মাসের প্রথম দিন গত হইলে এক বরাহ দেহ ধারী জীব পৃথিবীকে মুখাগ্র দ্বারা নিহনন, চরণ দ্বারা বিলিখন ও জঠর দ্বারা সংমার্জ্জন করিতে করিতে মুহুর্মুহু ইতস্তত পরিভ্রমণ করত আমার সমীপে সমাগত হইল। উহার পশ্চাৎ অপর এক কিরাত বেশ ধারী মহৎ পুরুষকে ধনুর্ব্বাণ ও অসি ধারণ পূর্ব্বক স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিলাম। অনন্তর আমি কার্ম্মুক ও অক্ষয় তূণ দ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক সেই লোমাঞ্চ-কর বরাহকে সায়ক দ্বারা বিদ্ধ করিলাম। তৎ কালে কিরাতও বলবৎ ধনুক আকর্ষণ করিয়া আমার মনকে যেন কম্পিত করত তাহার প্রতি দৃঢ়তর আঘাত করিলেন, এবং আমাকে কহিলেন, "তুমি কি নিমিত্তে মৃগয়া ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া আমার পূর্ব্ব পরিগ্রহ পশুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে? অতএব এই আমি শাণিত শর দ্বারা তোমার দর্প নষ্ট করি, তুমি স্থির হও।"

পরে সেই ধনুর্দ্ধারী মহাকায় পুরুষ আমার প্রতি ধাবিত হইলেন। অনন্তর গিরির ন্যায় আমাকে মহা শরনিকর দ্বারা আবরণ করিলেন, এবং আমিও তাঁহাকে মহা শর জালে সমাকীর্ণ করিলাম। পরে আমি দীপ্তমুখ মন্ত্রপূত দৃঢ়াকৃষ্ট শর সমূহে, বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায়, তাঁহাকে বিদ্ধ করিলাম; তাহাতে তাঁহার সেই কিরাত রূপ শতধা ও সহস্রধা হইল। তখন আমি সেই সমস্ত শরীরেই শর দ্বারা তাড়না করিলাম; পরে তৎসমুদয় শরীর পুনর্ব্বার একীভূত দৃট হইল; তাহাতে আমিও তদুপরি অস্ত্রানল নিক্ষেপ করিলাম। পরে সেই পুরুষ এক বার হ্রস্বকায় ও বৃহৎ-মস্তক হইলেন; পরে পুনর্ব্বার বৃহৎ-কায় ও ক্ষুদ্র-মস্তক হইলেন; আবার তৎক্ষণাৎ একীভূত হইয়া যুদ্ধে আমার অভিমুখীন হইলেন। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর যখন আমি রণে সায়ক সমূহে তাঁহাকে অভিভব করিতে অসমর্থ হইলাম, তখন বায়ব্য মহাস্ত্র যোজনা করিলাম, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে হনন করিতে শক্ত হইলাম না, তখন তাহা অদ্ভুতবৎ হইয়া উঠিল; সেই বায়ব্যাস্ত্র প্রতিহত হওয়াতে আমার মহা বিস্ময় জন্মিল। মহারাজ! আমি পুনর্ব্বার সমরে বিশেষ রূপে অতি মাত্র অস্ত্রজালে তাঁহাকে আকীর্ণ করিতে লাগিলাম। স্থূণাকর্ণ, বারুণ, প্রবল শরবর্ষ, শলভ ও অশ্মবর্ষ, এই সকল অস্ত্র লইয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। হে নৃপ! সেই বীর আমার সেই সকল অস্ত্র হঠাৎ গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। সেই সব অস্ত্র

তৎ কর্ত্তৃক কবলিত হইলে, পরিশেষে আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। তিনি মন্নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র হইতে বিনির্গত প্রজ্বলিত বাণ সমূহে উপচিত হইলেন; সেই মহাস্ত্র দ্বারা উপচীয়মান হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে মৎ কর্ত্তৃক উৎপন্ন সেই মহাস্ত্র-তেজো দ্বারা ক্ষণ কাল মধ্যে লোক সকল সন্তাপিত এবং আকাশ ও দিক্ সকল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পরে সেই মহাতেজা মদীয় সেই ব্রহ্মাস্ত্রও ক্ষণ কাল মধ্যে সংহার করিলেন। হে রাজন্! ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিহত হইলে আমার অন্তঃকরণে মহাভয় জন্মিল। তদনন্তর আমি সহসা কোদণ্ড ও অক্ষয় তূণ দ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাঁহাকে হনন করিলাম; তিনি সেই সকল অস্ত্রও ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অস্ত্র সকল হত ও ভক্ষিত হইলে, তাঁহার সহিত আমার বাহু যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরে উভয়ে মুষ্টি ও তল প্রহার দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। পরিশেষে আমি তাঁহাকে না পারিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িলাম। হে মহারাজ! তদনন্তর সেই পুরুষ হাস্য করিয়া স্ত্রীগণ সহিত আমার সাক্ষাতেই অন্তর্হিত হইলেন; আমি সেই ব্যাপার আশ্চর্য্যের ন্যায় দেখিলাম। মহারাজ! সেই ভগবান্ এই রূপ করিয়া পরে অদ্ভুত অম্বর পরিধানপূর্ব্বক দিব্য রূপান্তর ধারণ করিলেন। ভগবান্ ত্রিদশেশ্বর মহেশ্বর কিরাত রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় দিব্য রূপ ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন। অনন্তর ব্যাল ও পিনাকধারী সাক্ষাৎ ভগবান্ বৃষধ্বজ উমার সহিত আমার নয়ন পথে আবির্ভূত হইলেন।

হে পরন্তপ! শূলপাণি শঙ্কর আমাকে সমরে অভিমুখীন ও অবস্থিত দেখিয়া কহিলেন, "আমি তুষ্ট হইয়াছি।" তৎপরে সেই ভগবান্ মদীয় অক্ষয় সায়ক বিশিষ্ট তূণ দ্বয় ও কার্ম্মুক লইয়া প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, "তুমি বর প্রার্থনা কর; হে কৌন্তেয়! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বল, আমাকে তোমার নিমিত্তে কি করিতে হইবে। হে বীর! তোমার যাহা মনোগত, তাহা ব্যক্ত কর, আমি প্রদান করিতেছি; কিন্তু অমরত্ব ব্যতীত যাহা কিছু তোমার মনোগত থাকে, তাহাই ব্যক্ত কর।" তদনন্তর আমি অস্ত্রগতমনা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাদেবকে মনে মনে প্রণাম করিয়া পরে কহিলাম, হে ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার এই অভিলষিত বর প্রার্থনীয়, যে, দেব গণের যে কোন অস্ত্র আছে, আমি তৎ সমস্ত জানিতে ইচ্ছা করি। মহাদেবও, দিতেছি, এই কথা আমাকে বলিলেন, এবং ইহাও কহিলেন, "হে পাণ্ডব! মদীয় রৌদ্রাস্ত্র তোমার নিকট উপস্থিত থাকিবে," এই বলিয়া আমার প্রতি প্রীত হইয়া পাশুপত মহৎ অস্ত্র আমাকে প্রদান করিলেন, এবং সেই সনাতন অস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, "এই অস্ত্র মনুষ্য মধ্যে কোন প্রকারে প্রয়োগ করা উচিত নহে; কারণ, ইহা অল্প তেজস্বীর প্রতি পাতিত হইলে জগৎ দগ্ধ হইয়া যাইবে, অতএব, হে ধনঞ্জয়! কাহারও কর্ত্তৃক পীড্যমান হইলে, তখন তাহার প্রতি এই বলবৎ অস্ত্র প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং শত্রু নিক্ষিপ্ত অস্ত্র নিবারণ নিমিত্তে তৎ প্রতিঘাত নিমিত্তেও সর্ব্বথাই প্রয়োগ করা বিধেয়।" মহারাজ! বৃষধ্বজ প্রসন্ন হওয়াতে সেই দিব্য, অপ্রতিহত, সর্ব্বাস্ত্র প্রতিষেধক, অমিত্র কুলের উৎসাদন কারী, শত্রু সেনা সংহারক, সুর দানব রাক্ষস গণের দুরাসদ ও অসহ্য পাশুপতাস্ত্র মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার পার্শ্ব দেশে অবস্থিত হইল। পরে আমি দেবদেব শঙ্করের অনুজ্ঞানুসারে তথায় উপবেশন করিলাম; অনন্তর তিনি আমার সাক্ষাতে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

সপ্ত ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৭ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর আমি প্রীত হইয়া দেবদেব মহাত্মা ত্র্যম্বকের প্রসাদে তথায়

সেই রজনী যাপন করিলাম। পর দিন প্রাতঃকালে পৌর্ব্বাহ্লিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে দেখিতে পাইলাম, যাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। হে ভারত! আমি যে, ভগবান্ মহাদেবের দর্শন পাইয়াছিলাম, তৎসমুদায় যথা-বৃত্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলাম। হে রাজেন্দ্র! সেই দ্বিজোত্তম প্রীয়মাণ হইয়া আমাকে কহিলেন, "তুমি যে রূপ মহাদেবের দর্শন করিলে, এরূপ অন্য কেহই তাঁহার দর্শন পায় না। হে অনঘ! তুমি বৈবস্বত প্রভৃতি সমস্ত লোকপালের সহিত সমবেত হইয়া দেবেন্দ্রের দর্শন পাইবে; তিনি তোমাকে অস্ত্র প্রদান করিবেন।" হে রাজন্! সেই সূর্য্য সঙ্কাশ ব্রাহ্মণ আমাকে এই কথা কহিয়া এবং পুনঃপুন আলিঙ্গন করিয়া ইচ্ছানুসারে গমন করিলেন। হে শত্রুহন্! পরে সেই দিবসের অপরাহ্লে যেন এই লোককে পুনর্ব্বার নূতন করত পুণ্য সমীরণ বহিতে লাগিল। নব নব দিব্য সুগন্ধি মাল্য সকল হিমালয় গিরির প্রত্যন্ত গিরিতে আমার সমীপে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। দিব্য সুঘোষ বাদিত্র ধ্বনি ও মনোহর ইন্দ্র-স্তুতি শ্রুতি কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা গণ দেবদেবের অগ্রে গান করিতে লাগিল। মরুদ্গণ, মহেন্দ্রের অনুচর গণ ও অন্যান্য দেব সদ্ম নিবাসীরা দেব যানে আরূঢ় হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে ইন্দ্র অমর বৃন্দ ও শচী সমভিব্যাহারে অশ্ব যোজিত সুশোভিত রথে তথায় আগমন করিলেন। হে রাজন্! সেই সময়ে পরম শ্রীযুক্ত নরবাহন কুবের আসিয়া আমাকে দর্শন দিলেন। পরে আমি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত যম ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত বরুণ এবং পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত দেবরাজকে দর্শন করিলাম। হে নরেন্দ্র মহারাজ! তাঁহারা আমাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, "হে সব্যসাচিন! আমরা লোকপাল সকল অবস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। তুমি সুর কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্তে শঙ্করকে দর্শন করিয়াছ, এই ক্ষণে চতুর্দ্দিক্ হইতে আমাদিগের স্থানে অস্ত্র সকল গ্রহণ কর।" হে বিভো! অনন্তর আমি তখন প্রযত হইয়া সেই সুরবর গণকে প্রণাম করিয়া যথাবিধি মহাস্ত্র সকল প্রতিগ্রহ করিলাম। হে ভারত! আমি গৃহীতাস্ত্র হইয়া দেব গণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলাম। অনন্তর দেবতারা সকলে যথা স্থানে গমন করিলেন। দেবরাজ ভগবান্ মঘবান্ সুপ্রভ রথে আরোহণ করিয়া কহিলেন, হে ফাল্গুন! তোমাকে স্বর্গে গমন করিতে হইবে। হে ধনঞ্জয়! আমি এই আগমনের পূর্ব্বেই তোমাকে জানিয়াছি, হে ভরতকুলবর! অতঃপর আমি তোমাকে স্বর্গে দর্শন দিব। যেহেতু তুমি পূর্ব্বে পুনঃপুন নানা তীর্থে স্নান করিয়াছ এবং এই ক্ষণে এই মহৎ তপস্যা করিয়াছ, এই নিমিত্তে তুমি স্বর্গে গমন করিবে। হে শত্রু নিসূদন! পুনরায় তোমার উত্তম তপশ্চরণ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে তুমি অবশ্যই স্বর্গে যাইতে পারিবে। তুমি দেবতা ও মুনিগণের বিদিত হইয়াছ, অতএব মাতলি আমার নিয়োগে তোমাকে ত্রিদিবে লইয়া যাইবে। তদনন্তর আমি শক্রকে কহিলাম, হে ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; হে ত্রিদশেশ্বর! আমি অস্ত্র নিমিত্তে আপনাকে আচার্য্যত্বে বরণ করিলাম। ইন্দ্র কহিলেন, হে তাত! তুমি অস্ত্রবিৎ ও নিষ্ঠুর-কর্ম্মা হইবে, এবং যে নিমিত্তে তুমি অস্ত্রেপ্সু হইয়াছ, সে অভিলাষ তোমার পূর্ণ হইবে। তদনন্তর আমি কহিলাম, হে শত্রুহন্! আমি অস্ত্র প্রতিঘাত ব্যতিরেকে মনুষ্যের প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিব না, অতএব হে বিবুধাধিপতে! আমাকে সেই সকল দিব্যাস্ত্র প্রদান করুন, তাহা হইলে আমি পশ্চাৎ অস্ত্রজিত লোক লাভ করিব। ইন্দ্র কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি পরীক্ষার নিমিত্তে তোমাকে এই কথা কহিয়াছি; তুমি যেমন আমার আত্মজ, তদনুযায়ীই তোমার এই বচন উপপন্ন হইয়াছে।

হে ভারত! তুমি আমার ভবনে গিয়া মরুদ্গণ, বায়ু, অগ্নি, বসু ও বরুণের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিবে এবং সাধ্য, পিতামহ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস দিগের অস্ত্র ও বৈষ্ণব, নৈঋত এবং মদীয় অস্ত্র সমস্তও শিক্ষা করিবে। দেবরাজ আমাকে এই রূপ কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে নৃপ! পরে মাতলি কর্ত্তৃক যোজিত অশ্বযুক্ত, দিব্য, মায়াময়, পুণ্যলভ্য, ঐন্দ্র রথ সমুপস্থিত দেখিতে পাইলাম। লোকপালেরা গমন করিলে মাতলি আমাকে কহিলেন, হে মহাদ্যুতে! দেবরাজ শক্র তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে মহাবাহো! তুমি স্বীয় আত্মাকে সংসিদ্ধ কর, অতঃপর যে কার্য্য কর্ত্তব্য, তাহা নিষ্পাদন কর, সশরীরে স্বর্গে গমন কর, এবং পুণ্যকৃত লোক সকল দর্শন কর। সহস্রাক্ষ সুররাজ তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। মাতলি আমাকে এই কথা বলিলে, আমি হিমালয় গিরিকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রদক্ষিণ পুরঃসর সেই উত্তম রথে সমারোহণ করিলাম। অশ্বতত্ত্বজ্ঞ বহুতর দাক্ষিণ্য সম্পন্ন মাতলি মন ও বায়ু তুল্য বেগশীল বাহ গণকে যথাবৎ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। উক্ত সারথি আমাকে তাদৃশ গমন শীল রথে অবস্থিত দেখিয়া আমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন এবং বিস্মিত হইয়া কহিলেন, অদ্য আমার নিকট ইহা অতীব অদ্ভুত ও বিচিত্র রূপ প্রতিভাত হইতেছে, যে, এই দিব্য রথে স্থিত হইয়া তোমার স্বস্থান হইতে এক পদও বিচলিত হইতেছে না। হে ভরতর্ষভ! অশ্বগণের প্রথমোৎপতন কালে দেবরাজকেও বিচলিত ভাবাপন্ন নিত্য দেখা গিয়াছে, কিন্তু তুমি এতাদৃশ ভ্রমণশীল রথে যথা স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছ; ইহাতে যে তোমার এই সমস্ত কার্য্য ইন্দ্রকে অতিক্রম করিয়াছে, তাহাই আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে।

হে রাজন্! মাতলি ঐরূপ কথা কহিয়া আকাশে প্রবিষ্ট হইয়া দেবালয় ও বিমান সকল আমাকে দেখাইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই অশ্ব যুক্ত রথ ঊর্দ্ধে গমন করিল; তখন দেব ও ঋষিগণ আমার পূজা করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমি অমিততেজস্বী গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দেবর্ষি গণের প্রভাব ও কামগামী লোক সকল দেখিতে পাইলাম। শক্র সারথি মাতলি সত্বর হইয়া আমাকে দেবগণের নন্দনাদি বন ও উপবন দর্শন করাইলেন। তৎপরে আমি দিব্য কাম্য ফল বৃক্ষ ও রত্ন সমূহে সমলঙ্কৃত ইন্দ্রপুরী অমরাবতী দেখিতে পাইলাম। হে নৃপ! তথায় আদিত্য দেব আতপ বিস্তার করেন না; শীত, উষ্ণ ও পরিশ্রমে বাধিত হইতে হয় না; রজোগুণের উদ্ভব নাই এবং জরাও নাই। হে মহারাজ! সেখানে স্বর্গবাসী দিগের শোক, দৌর্ব্বল্য বা গ্লানি উপলব্ধি হয় না। সুবুদ্ধি দ্যুলোক বাসী দিগকে ক্রোধ লোভও আক্রম করিতে পারে না। অমর নিকেতনস্থ প্রাণীরা সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট চিত্তে কালাতিবাহ করেন; তত্রস্থ মহীরুহ সকল হরিত পত্র ও অনবরত পুষ্প ফলে সংযুক্ত ও বিবিধ পুষ্করিণী সকল পদ্ম ও সৌগন্ধিক পুষ্পে সমন্বিত রহিয়াছে। বায়ু জীবন স্বরূপ শুচি সুগন্ধি শীতল ও সুখ জনক ভাবে প্রবাত হইতেছে। ভূমি সকল সর্ব্ব রত্নে বিচিত্রিত ও পুষ্প দামে বিভূষিত রহিয়াছে, এবং মধুর-স্বর বহুতর মনোহর মৃগ পক্ষী গণ আকাশে বিমানারোহী হইয়া দৃষ্ট হইতেছে। তদনন্তর আমি বসু গণ, রুদ্র গণ, সাধ্য গণ, মরুৎ গণ, আদিত্য গণ ও অশ্বিনী কুমার দ্বয়কে দেখিতে পাইলাম এবং তাঁহাদিগকে পূজা করিলাম। তাঁহারা আমাকে বল, বীর্য্য, যশ, তেজ, অস্ত্র ও সংগ্রাম জয় বিষয়ে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে আমি দেব গন্ধর্ব্ব পূজিত রমণীয় সেই দিব্য অমরাবতীতে প্রবেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সহস্রলোচন দেবরাজের নিকট দণ্ডায়মান হইলাম। প্রধান দান শীল সুরপতি প্রীত চিত্তে স্বকীয় অর্দ্ধাসন আমাকে প্রদান করিলেন, এবং

বহু মান পূর্ব্বক আমার গাত্র স্পর্শ করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর আমি অস্ত্র নিমিত্তে অস্ত্র শিক্ষায় নিযুক্ত হইয়া ভূরিদক্ষিণ দেব গন্ধর্ব্বের সহিত সেই স্বর্গে বাস করিতে লাগিলাম। তথায় বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেন আমার সখা হইলেন। তিনিই আমাকে অখিল গান্ধর্ব্ব বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিলেন। হে রাজন্! আমি শক্র ভবনে সুপূজিত সর্ব্বকামসমন্বিত ও গৃহীতাস্ত্র হইয়া বহুল গীত বাদ্য শ্রবণ ও নৃত্য কারী প্রধান প্রধান অপ্সরা গণকে দর্শন করত সুখে বাস করিতে লাগিলাম। হে ভারত! আমি সেই সমস্ত নৃত্য গীত বিষয়ে অবজ্ঞা না করিয়া তাহা যথাবৎ শিক্ষা করত অস্ত্র বিষয়েই অতি মাত্র আগ্রহ সহকারে অবস্থিত রহিলাম। অনন্তর বিভু সহস্রাক্ষ আমার সেই অভিপ্রায় জানিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। হে রাজন্! আমার এই রূপ স্বর্গ বাসে এতাবৎ কাল অতীত হইল।

পরে হরিবাহন ইন্দ্র আমাকে কৃতাস্ত্র ও অতি বিশ্বস্ত জানিয়া পাণি যুগল দ্বারা আমার মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, সংপ্রতি তোমাকে যুদ্ধে জয় করিতে সুর গণেরও সাধ্য নাই, সুতরাং মর্ত্য লোকে অকৃতাত্মা মনুষ্য দিগের কি সাধ্য যে, তোমাকে জয় করিতে পারে, যেহেতু তুমি অপরিভবনীয়, প্রমাণের অগম্য ও যুদ্ধে অনুপমেয়। পরে লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে বীর! অস্ত্র যুদ্ধে কেহ তোমার সমান হইবে না। হে কুরূদ্বহ! তুমি সদা প্রমাদ শূন্য, দক্ষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মণ্য, অস্ত্রবিৎ ও শূর। হে ধনঞ্জয়! তুমি পঞ্চবিধ বিধির সহিত পঞ্চদশ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব তোমার তুল্য কেহ বিদ্যমান নাই। তুমি প্রয়োগ, উপসংহার, পুনঃপুন প্রয়োগ ও উপসংহার, অস্ত্রাগ্নি দগ্ধ ব্যক্তির পুনরুজ্জীবন ও পরাস্ত্রে অভিভূত স্বীয় অস্ত্রের উদ্দীপন, এই পঞ্চবিধ বিধি সর্ব্ব প্রকারে জ্ঞাত হইয়াছ। হে পরন্তপ! তোমার এই গুরুদক্ষিণার কাল সমুৎপন্ন হইয়াছে, অতএব তাহা নিষ্পাদন করিতে প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি এক মহৎ কার্য্য নিষ্পন্ন হইল বলিয়া মানিব। হে রাজন্! তদনন্তর আমি দেবরাজকে এই কথা কহিলাম, যদি ঐ কার্য্য আমার শক্য হয়, তবে তাহা আপনি, মৎ কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে বলিয়াই জ্ঞান করুন। হে রাজন্! আমি এই কথা কহিলে, বলবৃত্রহা ইন্দ্র হাস্য করত আমাকে বলিলেন, ত্রিলোক মধ্যে তোমার অশক্য কিছুই নাই। দেব গণের শক্র, সমান বল বীর্য্যান্বিত, তিন কোটি সংখ্য, সুবিখ্যাত, নিবাতকবচ নামে দানব সমুদ্র কুক্ষি আশ্রয় করিয়া দুর্গ মধ্যে বাস করে। হে কৌন্তেয়! তুমি সেখানে গিয়া তাহাদিগকে বিনাশ কর; তাহা হইলে তোমার গুরু দক্ষিণা প্রদান করা হইবে।

তদনন্তর তিনি আমাকে ময়ূর রোম সদৃশ রোম বিশিষ্ট অশ্বে যোজিত, মাতলি-সংযুক্ত, মহাপ্রভ দিব্য রথ প্রদান করিলেন; আমার মস্তকে এই উত্তম কিরীট বন্ধন করিয়া দিলেন; স্বরূপ সদৃশ অঙ্গ ভূষণ দিলেন; এই স্পর্শ সুখ জনক সুদৃশ্য উত্তম অভেদ্য কবচ পরাইয়া দিলেন, এবং গাণ্ডীবে এই অজরা জ্যা যোজনা করিয়া দিলেন। তৎপরে আমি, যাহাতে পূর্ব্ব কালে দেবপতি ইন্দ্র বিরোচন পুত্র বলিকে জয় করিয়াছিলেন, সেই দীপ্যমান স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া যাত্রা করিলাম। হে নরনাথ! পরে সমস্ত দেবতারা রথ শব্দে প্রবোধিত হইয়া আমাকে দেবরাজ মনে করিয়া সমাগত হইলেন, পরে আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ফাল্গুন! তুমি কি কার্য্য করিতে মানস করিয়াছ? আমি তাঁহাদিগকে, যে কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে যুদ্ধে সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করিব, এই রূপ কহিলাম; আর ইহাও কহিলাম, হে মহাভাগ অনঘ গণ! আপনারা আমাকে নিবাতকবচ দিগের বধৈষী ও তন্নিমিত্তে প্রস্থিত বলিয়া অবগত হউন, এবং কুশলাশীর্ব্বাদ করুন। পরে তাঁহারা

প্রসন্ন হইয়া, যেমন পুরন্দরের স্তব করিয়া থাকেন, সেই রূপ আমাকে স্তব করত কহিলেন, হে কৌন্তেয়! মঘবান্ এই রথে শম্বর, নমুচি, বলাসুর, বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ ও নরকাসুরকে সমরে জয় করিয়াছেন এবং এই রথেই বহু সহস্র, বহু নিযুত ও বহু অর্ব্বুদ সংখ্য দৈত্য পরাভব করিয়াছেন। হে ফাল্গুন! যেপ্রকার পূর্ব্বে ইন্দ্র এই রথ দ্বারা স্বাধীনতা পূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিয়া দানব গণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তুমিও এই রথ দ্বারা বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক নিবাতকবচ গণকে রণে জয় করিবে। মহাত্মা মহেন্দ্র এই প্রধান শঙ্খ দ্বারাও লোক সকল পরাভূত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও এই শঙ্খ দ্বারা দানবদিগকে পরাভূত করিবে। দেবতারা এই বলিয়া আমাকে দেবদত্ত জলোদ্ভব শঙ্খ প্রদান করিলে, আমি তাহা জয় নিমিত্তে প্রতিগ্রহ করিলাম। সেই সময়ে অমরগণ আমাকে স্তব করিতে লাগিলেন। আমি শঙ্খ, কবচ, শর ও শরাসন গ্রহণ করিয়া যুদ্ধাভিলাষে অত্যুগ্র দানবালয়ে গমন করিলাম।

অষ্ট ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৮ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, তদনন্তর আমি গমন করিতে করিতে স্থানে স্থানে মহর্ষি গণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ক্ষয়-রহিত জলপতি ভয়ানক উদধি দেখিতে পাইলাম। ঐ সমুদ্রে সমুত্থিত, প্রকীর্ণ, সংহত, ও ফেন বিশিষ্ট তরঙ্গ সকল চলন-শীল পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল; ইতস্তত রত্নপূর্ণ সহস্র সহস্র তরণি নয়ন গোচর হইল; তিমিঙ্গিল, কচ্ছপ, তিমিতিমিঙ্গিল ও মকর সকল জল মগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল; যে প্রকার নিশা সময়ে তনু মেঘাবৃত তারা মণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ইতস্তত জলমগ্ন সহস্র সহস্র শঙ্খ দেখিতে লাগিলাম; এবং দেখিলাম, সেই সমুদ্র জলে সহস্র সহস্র রত্ন সমূহ ভাসমান হইতেছে, যেহেতু তথায় বায়ু ভীষণ রূপে ঘূর্ণায়মান হইতেছিল, অতএব তাহা এক অদ্ভুতের ন্যায় হইল। মহাবেগশীল এতাদৃশ সর্ব্ব জলাধার উদধি নিরীক্ষণ করিয়া পরিশেষে সমীপে দানবাকীর্ণ সেই দৈত্য-পুর দেখিতে পাইলাম। মাতলি তথায় সত্বর হইয়া পাতালে গমন পূর্ব্বক রথনাদে তৎ পুরী নিনাদিত করিতে করিতে ধাবিত হইলেন। দানবেরা, আকাশে মেঘ শব্দের ন্যায়, সেই রথ ঘোষ শ্রবণ করত আমাকে দেবরাজ বিবেচনা করিয়া উদ্বিগ্ন হইল। তাহারা সকলে ভয় জনিত ত্বরান্বিত হইয়া শর, শরাসন, অসি, শূল, পরশু, গদা ও মুষল হস্তে লইয়া অবস্থিত হইল। অনন্তর ত্রস্ত চিত্তে পুর রক্ষা বিধান পূর্ব্বক, যাহাতে কিছুই দৃষ্টি বিষয় না হয়, এমত বিবেচনায়, পুর দ্বার সকল রুদ্ধ করিল। পরে আমি দেবদত্ত মহাস্বন শঙ্খ লইয়া অসুর পুর সমীপে শনৈঃশনৈ শব্দ করিতে লাগিলাম। সেই শঙ্খ শব্দ স্বর্গ স্তব্ধ করিয়া প্রতিধ্বনি উৎপাদন করিল; তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ প্রাণী সকল ত্রাসান্বিত ও লুক্কায়িত হইতে লাগিল এবং সহস্র সহস্র নিবাতকবচেরা সকলে বিবিধ কবচ ও শোভন অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক লৌহ নির্ম্মিত মহাশূল, গদা, মুষল, পট্টিশ, করবাল, রথচক্র, শতঘ্নী, ভুষণ্ডী ও অলঙ্কৃত চিত্রিত খড়্গ গ্রহণ করত বিচিত্রায়ুধ হস্তে প্রাদুর্ভূত হইল! হে ভরতর্ষভ! তদনন্তর মাতলি রথবর্ত্ম বিষয়ে বহু বিচার করিয়া সেই ঘোটক গণকে সম তল স্থানে চালনা করিতে লাগিলেন। তৎ কালে মাতলি কর্ত্তৃক চালিত শীঘ্রগামী অশ্ব গণের দ্রুত গমন হেতু কিছু মাত্র দেখিতে পাইলাম না, তাহা আমার নিকট অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তদনন্তর দানবেরা সহস্র সহস্র সমুদায় বাদিত্র বিকৃত স্বরে অত্যন্ত বাজাইতে লাগিল। সহসা সেই শব্দে সাগরস্থ পর্ব্বতাকার শত সহস্র মৎস্য, বল বিহীন হইয়া ভাসমান হইতে লাগিল। তদনন্তর দানব গণ শত শত সহস্র সহস্র শাণিত শর নিক্ষেপ করিতে করিতে মহাবেগে আমার

অভিমুখে ধাবিত হইল। হে ভারত! তখন আমার তাহাদিগের সহিত নিবাতকবচ নাশক মহাঘোর তুমুল সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল। তদনন্তর দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দানবর্ষি ও সিদ্ধ গণ সেই মহা যুদ্ধে সমাগত হইলেন, এবং জয়ৈষী হইয়া আমাকে অনুরূপ মধুর বাক্যে, বৃহস্পতি ভার্য্যা তারা নিমিত্তে যে সংগ্রাম হইয়াছিল সেই সংগ্রামে তাঁহারা ইন্দ্রকে যেমন স্তব করেন, সেই রূপ স্তব করিতে লাগিলেন।

একোন সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৯ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর নিবাতকবচেরা সকলে মিলিত হইয়া আয়ুধ গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে আমার প্রতি ধাবিত হইল। সেই মহারথ দানবেরা উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে করিতে সর্ব্ব দিক্ বেষ্টন ও রথ-বর্ত্ম আচ্ছাদন করিয়া শর বর্ষণে আমাকে সমাকীর্ণ করিল। শূল-পট্টিশ-হস্ত কতিপয় মহাবীর্য্য নিবাতকবচ দানবেরা আমার প্রতি শূল ও ভুষণ্ডী বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদিগের কর্ত্তৃক নিরন্তর নিক্ষিপ্যমাণ গদা শক্তি সমাকুল সেই শূল-বৃষ্টি মদীয় রথোপরি পতিত হইতে লাগিল। অন্যান্য প্রহার-পটু কালরূপী ভয়ঙ্কর নিবাতকবচেরা শাণিত অস্ত্র শস্ত্র হস্তে আমার অভিমুখে ধাবমান হইল। আমি রণ স্থলে তাহাদিগের প্রত্যেককে গাণ্ডীব মুক্ত দশ সংখ্য বেগবান্ বিবিধ সরল-গতি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলাম। তাহারা সকলে মন্নিক্ষিপ্ত শিলাশাণিত শর সমূহে বিমুখীকৃত হইল। পরে বাতবেগী বাহ গণ মাতলি কর্ত্তৃক আশু চালিত হইয়া উক্ত সারথির সুসংযমে তথায় বহুবিধ পথ বিচরণে দিতিতনয়গণকে প্রমথন করিতে লাগিল। তখন সেই মহারথে নিযুক্ত অযুত সংখ্য অশ্ব মাতলি কর্ত্তৃক সংযত হইয়া যেন অল্প-সংখ্য হইল। তাহাদিগের চরণপাত, রথ নেমি ধ্বনি ও মদীয় বাণ সন্নিপাতে শত শত অসুর হত হইল। সেই রূপ অন্যান্য অসুরেরাও শরাসন হস্তে গত-প্রাণ ও হত-সারথি হইয়া তুরঙ্গ-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতে লাগিল। পরে প্রহার পটু সমস্ত দানবেরা দিক্ বিদিক্ প্রতিরোধ করিয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; তাহাতে আমার মন ব্যথিত হইল। সেই সময়ে যে, মাতলি তাদৃশ বেগশালী বাজিগণকে অযত্ন ক্রমে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পরমাশ্চর্য্য বীর্য্য দেখিতে পাইলাম। হে রাজন্! তদনন্তর আমি বিচিত্র আশুগ অস্ত্রে অস্ত্র ধারী শত শত সহস্র সহস্র অসুরকে সংগ্রামে ছেদন করিতে লাগিলাম। হে শক্রহন্! ইন্দ্র-সারথি বীর মাতলি আমাকে এই রূপে সর্ব্ব প্রযত্ন সহকারে সেই রণ স্থলে বিচরণ করিতে দেখিয়া প্রীতিমান্ হইলেন। নিবাতকবচ দিগের মধ্যে কোন দানবেরা ঐ অশ্ব ও রথ দ্বারা বধ্যমান হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইল; কোন কোন দানবেরা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল; এবং অপর দানবেরা রণে আমাদিগের কর্ত্তৃক স্পর্দ্ধমান ও শরার্ত্ত হইয়া মহা শর বর্ষণ দ্বারা আমাকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদনন্তর আমি ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রে মন্ত্রিত বিচিত্র শত শত সহস্র সহস্র শীঘ্রগ সায়ক সজ্ঘ দ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলাম। পরে সেই মহাসুরেরা সংপীড্যমান ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুগপৎ শক্তি, শূল ও অসি বর্ষণ দ্বারা আমাকে পীড়িত করিল। হে ভারত! তদনন্তর আমি মাধব নামে তিগ্মতেজা দেবরাজ-প্রিয় পরমাস্ত্র অবলম্বন করিলাম। ঐ অস্ত্রের প্রভাবে তাহাদিগের নিক্ষিপ্ত খড়্গ ও ত্রিশূল সহ সহস্র সহস্র তোমর শত খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলাম। তাহাদিগের অস্ত্র সকল ছেদন করিয়া রোষ প্রযুক্ত তাহাদিগের সকলকেও দশ দশ শরে বিদ্ধ করিলাম। তৎকালে যুদ্ধস্থলে গাণ্ডীব হইতে যে, মহা বাণ সকল ভ্রমর পঙ্ক্তির ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল, মাতলি তাহাতে প্রশংসা করিতে লাগি-

লেন। তাহাদিগেরও শলভ তুল্য বাণ সকল বহুত্ব প্রযুক্ত আমাকে প্রবল রূপে সমাকীর্ণ করিল; আমিও তাহাদিগের প্রতি শরানল রাশি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম; তাহাতে সেই সমস্ত নিবাত-কবচেরা বধ্যমান হইয়া পুনরায় আমাকে চতুর্দ্দিগে মহতী শর বৃষ্টি দ্বারা আচ্ছাদন করিল; আমি অস্ত্র-বিঘাতী জাজ্জ্বল্যমান আশুগ পরমাস্ত্র সমূহ দ্বারা সেই শর বেগ বিনষ্ট করিয়া সহস্র সহস্র দানবকে বিদ্ধ করিলাম। যেমন বর্ষা কালে ধরাধর শিখর হইতে বারি ধারা গলিত হয়, তদ্রূপ তাহাদিগের গাত্র হইতে শোণিত ধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাহারা ইন্দ্রাশনি সম স্পর্শ সরল গামী বেগশীল মদীয় শর নিকরে বধ্যমান হইয়া অতীব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। তাহাদিগের দেহ শতধা ভিন্ন ও অস্ত্র তেজ ক্ষীণ হইয়া গেল। পরে তাহারা আমার সহিত মায়া দ্বারা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭০।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! সেই মায়া-যুদ্ধে সকল দিক্ হইতে সুমহৎ প্রস্তর বর্ষণ প্রাদুর্ভূত হইল। উহা পর্ব্বত পরিমিত শিলা খণ্ডে আমাকে দৃঢ়তর পীড়িত করিল। আমি সেই মহারণে মহেন্দ্রাস্ত্র বিনির্গত বজ্র তুল্য বেগশীল বাণজালে সেই পাষাণ সকল চূর্ণিত করিলাম। অশ্মবর্ষ চূর্ণিত হইলে অগ্নি সমুৎপন্ন হইল; তখন প্রস্তর চূর্ণ সকল অগ্নিকণা সমূহের ন্যায় পড়িতে লাগিল। প্রস্তর বৃষ্টি নিহত হইলে মৎসমীপে অক্ষ পরিমিত ধারা বিশিষ্ট মহত্তর জল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রখর বীর্য্য সহস্র সহস্র জলধারা আকাশ হইতে প্রচ্যুত হইয়া দিক্ বিদিক্ ও সমস্ত নভস্তল সমাচ্ছন্ন করিল। তাদৃশ জলধারা নিপতনে ও বায়ু বিস্ফুরণে এবং দানব গণের গর্জ্জনে কিছুই জ্ঞান গম্য রহিল না। সেই জলধারা সকল পৃথিবী ও আকাশে সম্বদ্ধ ও ভূমি তলে নিরন্তর নিপতিত হইয়া আমাকে বিমোহিত করিল। তখন আমি ইন্দ্রোপদিষ্ট প্রদীপ্ত ঘোর রূপী দিব্য বিশোষণাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম; তাহাতে ঐ জলরাশি শুষ্ক হইয়া গেল। হে ভারত! আমি, পাষাণবর্ষ বিনষ্ট ও জলবর্ষ শোষিত করিলে, দানবেরা মায়া অগ্নি ও মায়া বায়ু মোচন করিতে লাগিল। তৎ পরে আমি সলিলাস্ত্র দ্বারা সেই সমস্ত অগ্নি নির্ব্বাণ ও মহা শৈলাস্ত্র দ্বারা সমস্ত বায়ু বেগ নিবারণ করিলাম। ঐ মায়া প্রতিহত হইলে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ দানবেরা এক কালে বিবিধ মায়া কার্য্য সৃষ্টি করিতে লাগিল; লোমাঞ্চ জনক ঘোর রূপ সুমহৎ অস্ত্র বর্ষণ, অনল বর্ষণ, অনিল বর্ষণ ও অশ্ম বর্ষণ প্রাদুর্ভূত হইল। সমরে সেই মায়াময়ী বৃষ্টি আমাকে পীড়া দিতে লাগিল। ক্ষণ কাল পরে চতুর্দ্দিকে ভয়ানক তীব্র অন্ধকারের প্রাদুর্ভব হইল। সমস্ত লোক ঘোর রূপ নিবিড়ান্ধকারে আবৃত হইলে, বাহ গণ বিমুখ ও মাতলি প্রস্খলিত হইলেন, এবং মাতলির হস্ত হইতে হিরণ্ময় প্রতোদ স্রস্ত হইয়া ভূতলে পড়িল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন তিনি ভীত হইয়া আমাকে, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়, এই রূপ পুনঃপুন কহিতে লাগিলেন। সেই সারথি হত-চৈতন্য হইলে, আমার সাতিশয় ভয় হইল। তখন আমিও হতজ্ঞান হইয়াছি এবং তিনিও হতজ্ঞান হইয়াছেন; ঐসময়ে তিনি আমাকে কহিলেন, হে পার্থ! হে বিশুদ্ধ চিত্ত! পূর্ব্বে অমৃত নিমিত্তে দেবাসুরের যে সুমহান্ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি; সম্বরাসুর বধে যে সুমহান্ ঘোর সমর হয়, তাহাতেও আমি দেবরাজের সারথ্য কার্য্য করিয়াছি; তদ্রূপ বৃত্রাসুর বধেও আমি অশ্ব রশ্মি ধারণ করিয়াছি; বিরোচন পুত্র বলি, বলাসুর, প্রহ্রাদ ও অন্যান্য অসুরের সহিত যে সুদারুণ মহা যুদ্ধ হয়, তাহাও আমি দেখিয়াছি; হে পাণ্ডব! আমি পূর্ব্বে এই সকল মহা ঘোর সংগ্রামে উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু কখন জ্ঞান

শূন্য হই নাই। বিধাতা কর্ত্তৃক এইক্ষণে নিশ্চয়ই প্রজা সংহার বিহিত হইয়াছে, কেননা এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য জগতের বিনাশ ব্যতীত অন্য কিছু যুক্তি সিদ্ধ হয় না।

মহারাজ! আমি তাঁহার তদ্বচন শ্রবণে দানব দলের মহান্ মায়াবল অভিভব করিব মনে করিয়া আপনি আপনার মনকে সুস্থির করিয়া ভীত চিত্ত মাতলিকে কহিলাম, হে সারথে! তুমি আমার ভুজ যুগলের বল, গাণ্ডিব ধনুক ও অস্ত্রের প্রভাব দেখ; অদ্য আমি অস্ত্রমায়া দ্বারা ইহাদিগের এই সুদারুণ মায়া ও উগ্র অন্ধকার বিনষ্ট করিতেছি, তুমি ভয় করিও না, স্থির হও। হে নরপতে! আমি মাতলিকে এই রূপ কহিয়া দেবগণের হিতার্থে সর্ব্ব শত্রু বিমোহিনী অস্ত্রমায়া সৃষ্টি করিলাম; তদ্দ্বারা তাহাদিগের সেই সেই মায়া বিনষ্ট হইলে, অমিত তেজস্বী প্রধান প্রধান অসুরেরা পুনর্ব্বার বহুবিধ মায়া উৎপন্ন করিল; লোক সমস্ত এক বার প্রকাশ পায়; আবার অন্ধকার গ্রস্ত হয়, তখন কিছুই দৃষ্ট হয় না, এবং কখন বা সমস্ত লোক জলে নিমগ্ন হইয়া যায়। এই রূপে এক বার প্রকাশ হইলে, মাতলি স্যন্দনাগ্রে বসিয়া সেই লোমহর্ষণ সমরে সুসংগৃহীত অশ্ব গণ দ্বারা বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর উগ্ররূপ নিবাতকবচেরা আমার প্রতি আপতিত হইল। আমি সেই অবসরে তাহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলাম। পরন্তু নিবাতকবচান্তক তাদৃশ যুদ্ধে সহসা দানব সকলে মায়াচ্ছন্ন হইয়া আমার দৃষ্টি পথের অতীত হইল।

এক সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭১।

অর্জ্জুন কহিলেন, সেই দানবেরা অদৃশ্যমান হইয়া মায়া দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল; আমিও তাহাদিগের সহিত অদৃশ্য অস্ত্র-বীর্য্য দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার যথা বিধানে প্রযুক্ত, গাণ্ডীব মুক্ত বাণ সকল, দানবেরা যেখানে যেখানে ছিল, সেই সেই স্থানেই তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল। তদনন্তর নিবাতকবচেরা আমার যুদ্ধে বধ্যমান হইয়া সহসা মায়া সংহার পূর্ব্বক স্ব স্ব পুরে প্রবেশ করিল। দৈত্যেরা পলায়ন করিলে এবং দৃষ্টি পথ প্রকাশিত হইলে, তথায় শত সহস্র দানবকে মৃত দেখিলাম, এবং শত শত দৈত্যের অস্ত্র, আভরণ, দেহ ও কবচ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তথায় ঘোটক গণের এক পদ হইতে অপর পদ চালন করিবার অবকাশ স্থল থাকিল না; এ নিমিত্তে ঘোটক সকল সহসা উৎপতন পূর্ব্বক অন্তরীক্ষ গামী হইয়া রহিল। তদনন্তর নিবাতকবচেরা অদৃশ্য হইয়া আকাশকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক কেবল শিলোচ্চয় নিক্ষেপ করত আমার প্রতি অভিমুখীন হইল। কোন কোন ঘোর রূপী দানবেরা ভূমির অন্তর্গত হইয়া অশ্বের পদ ও রথচক্র গ্রহণ করিল। আমি যুদ্ধে প্রবৃত্তই আছি, পরন্তু তাহারা আমার বেগশীল অশ্ব সকল ও রথ গ্রহণ করিয়া রথের সহিত আমাকে পর্ব্বত সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত করিল। যে স্থলে আমরা আছি, সেই স্থল মদুপরি পরিব্যাপ্ত ও ইতস্তত পতমান পর্ব্বত দ্বারা গুহার ন্যায় হইয়া উঠিল। তৎকালে অশ্ব গণ দানব গণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত ও আমি পর্ব্বত রাশি দ্বারা আচ্ছাদ্যমান হওয়াতে পরম পীড়া প্রাপ্ত হইলাম, তাহা মাতলি বুঝিতে পারিলেন। তিনি আমাকে ভীত বোধ করিয়া এই কথা কহিলেন, অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! তুমি ভীত হইও না, বজ্রাস্ত্র প্রকাশ কর।

হে নরাধিপ! অনন্তর আমি তাঁহার তদ্বাক্য শ্রবণে দেবরাজ প্রিয় ভয়ানক বজ্রাস্ত্র-মন্ত্র প্রয়োগ করিলাম; গাণ্ডীবকে বজ্র সংস্পর্শ মন্ত্রে অনুমন্ত্রিত করত পর্ব্বত স্থান লক্ষ্য করিয়া লৌহ নির্ম্মিত শাণিত শর সকল মোচন করিলাম। তৎপরে বজ্রমন্ত্র প্রেরিত বজ্রভূত বাণ সকল সেই সমস্ত মায়া ও সেই সমুদায় নিবাতকবচ দিগের মধ্যে সমাবিষ্ট হইল। তাহাতে সেই সমস্ত পর্ব্বত সদৃশ দানব,

বজ্র বেগে নিহত হইয়া পরস্পর আশ্লেষ পূর্ব্বক পৃথিবীতলে নিপতিত হইল, এবং যে দানবেরা ভূতলান্তরস্থ হইয়া রথ ও অশ্বগণ গ্রহণ করিয়াছিল, সেই বাণ সকল তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকেও যম সাদনে প্রেরণ করিল। নিরস্ত ও নিহত পর্ব্বতোপম নিবাতকবচগণে সেই দেশ সমাচ্ছাদিত হইল। পরন্তু তখন অশ্বগণের, কি রথের, কি মাতলির, কি আমার কোন ক্ষতি দেখা গেল না, তাহা এক অদ্ভুতের ন্যায় হইল। হে রাজন্! তদনন্তর মাতলি হাসিতে হাসিতে আমাকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমাতে যে রূপ বল বীর্য্য উপলব্ধি হইতেছে, তাহা দেবগণ মধ্যে দৃষ্ট হয় না। মহারাজ! দানব নিবহ নিহত হইলে তাহাদিগের কামিনী গণ সেই নগরে শরৎ কালীন সারস পক্ষী কুলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর আমি মাতলির সহিত, রথঘোষ দ্বারা নিবাতকবচ-স্ত্রী দিগকে ত্রাসান্বিত করিতে করিতে তৎ পুরে গমন করিলাম। অনেক গণে বিভক্ত দানব নারীরা ময়ূর সন্নিভ সেই দশ সহস্র তুরঙ্গ ও সূর্য্যসঙ্কাশ স্যন্দন দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন শৈল পতিত শিলার ন্যায়, সেই সকল ত্রাসিত নারী গণের গাত্র হইতে পতিত আভরণের শব্দ হইতে লাগিল। সেই সকল দৈত্য নারীরা ত্রাসযুক্তা হইয়া পরিশেষে বহু রত্নে বিচিত্রিত সুবর্ণময় স্ব স্ব নিকেতনে প্রবেশ করিল।

আমি সেই অদ্ভুতাকার উত্তম নগরকে অমরপুর হইতে উৎকৃষ্ট দেখিয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে, এই নগর পুরন্দর পুরী হইতেও বিশিষ্ট বোধ হইতেছে, অতএব দেবতারা কি জন্য এবম্বিধ উৎকৃষ্ট এই নগরে বাস করেন না? মাতলি কহিলেন, হে পার্থ! পূর্ব্ব কালে ইহা আমাদিগের দেব রাজের নগর ছিল, তৎ পরে নিবাতকবচেরা সুর গণকে এখান হইতে প্রচ্যুত করিয়া দিয়াছে। তাহারা অতীব তীব্র তপস্যা করত পিতামহকে প্রসন্ন করিয়া এখানে বাস ও দেব গণ হইতে যুদ্ধে ভয় না থাকার বর গ্রহণ করে। তাহারা এরূপ বর পাইলে পর, দেবরাজ ইন্দ্র, স্বয়ম্ভু ভগবান্‌কে এই রূপ কহিলেন, যে, আপনি এ বিষয়ে আত্ম হিত কামনায় কোন প্রতিকার বিধান করুন। হে ভারত! তদনন্তর ভগবান্ পুরন্দরকে এই আদেশ করিলেন, যে, হে শক্রহন্! এ বিষয়ে ইহা দৈবনির্দ্দিষ্ট আছে, যে, তুমিই অন্য দেহ ধারণ করিয়া এই নিবাতকবচ দিগের বিনাশকারী হইবে। এই নিমিত্তে ইন্দ্র ইহাদিগের বধ নিমিত্ত তোমাকে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, অতএব তুমি যাহাদিগকে বধ করিলে, দেবতারা ইহাদিগকে হনন করিতে অসমর্থ। হে ভরত-প্রসূত! যেহেতু কালের পরিণাম ক্রমে তুমি এখানে ইহাদিগের অন্তকর হইয়া আসিয়াছ, সেই হেতুই এই কার্য্য তোমা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইল। হে পুরুষেন্দ্র! মহেন্দ্র দানব দিগের বিনাশ জন্যই পরমোৎকৃষ্ট সেই অস্ত্র বল তোমাকে গ্রহণ করাইয়াছেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, তদনন্তর আমি সেই সকল দানব গণকে নিহত করিয়া তৎ পুরী শাসন করত পুনরায় মাতলির সহিত সুর পুরীতে যাত্রা করিলাম।

দ্বি সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭২ ॥

হিরণ্যপুর বাসী দানব বধ প্রকরণ।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি তথা হইতে নিবর্ত্তমান হইয়া পাবক ও প্রভাকর সমপ্রভ কামচর এক দিব্য নগর দেখিতে পাইলাম। ঐ নগর রত্নদ্রুম প্রাচুর্য্যে ও সুস্বর চিত্র পক্ষিকুলে পরিবৃত, নিত্যাহ্লাদিত পৌলোম ও কালকঞ্জ গণের আবাস স্থান, চতুর্দ্ধার যুক্ত, দুর্গম্য, গোপুর ও অট্টালক নিচয়ে সমন্বিত, সর্ব্ব রত্ন ময়, দিব্য, অদ্ভুতোপম দর্শন, পুষ্প ফল সমন্বিত নানা রত্নময় বৃক্ষে পরিবৃত, সুমনোহর, দিব্য পতত্রি নিচয়ে সমুপেত, নিত্য

প্রমুদিত এবং শূল, খড়্গ, মুষল, মুদ্গর ও কোদণ্ড ধারী মাল্য বিভূষিত অসুর সঙ্ঘে সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ রহিয়াছে। মহারাজ! আমি ঈদৃশ অদ্ভুত-দর্শন দৈত্যপুর দর্শন করিয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি আশ্চর্য্য এই নগর বিদ্যমান রহিয়াছে!

মাতলি কহিলেন, পুলোমা ও কালকা নাম্নী মহাসুরী দিতি তনয়া দিব্য পরিমাণে সহস্র বর্ষ উৎকট তপস্যা করিল। অনন্তর, তাহাদিগের তপস্যার অবসানে স্বয়ম্ভু তাহাদিগকে বর দান করিলেন; তাহারা স্বয়ম্ভু সকাশে এই বর গ্রহণ করিল, যে, তাহাদিগের পুত্র গণের দুঃখ না হয়, সুর, রাক্ষস ও পন্নগ গণ তাহাদিগকে বিনাশ করিতে না পারেন, এবং তাহাদিগের বাসের নিমিত্তে সুরমণীয়, আকাশচর, সুমহাপ্রভ, সর্ব্বরত্ন সমন্বিত, সুর মহর্ষি যক্ষ গন্ধর্ব্ব পন্নগ অসুর ও রাক্ষস গণের দুর্দ্ধর্ষ, সর্ব্ব কাম গুণে সমন্বিত, শোক রহিত ও অনাময় এক টি নগর লাভ হয়। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মা কালকেয় গণের নিমিত্তে যে আকাশচর দিব্য নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই অমর শূন্য নগর এই বিচরণ করিতেছে। হে বীর! ইহাতেই পৌলোম ও কালকঞ্জ দানবেরা বাস করিয়া থাকে। এই মহানগর হিরণ্যপুর বলিয়া বিখ্যাত; ইহা কালকেয় ও পৌলোম গণ রক্ষা করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! ইহারা মুদিত, সর্ব্ব দেবের অবধ্য, উদ্বেগ শূন্য ও পূর্ণ মনোরথ হইয়া এই নগরে নিবাস করিতেছে। হে পার্থ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা, মানুষ হইতে ইহাদিগের মৃত্যু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব তুমি এই দুরাসদ অতি মহা বলবান্ কালকঞ্জ গণকেও বজ্রাস্ত্র দ্বারা আশু বিনাশ কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে নরনাথ! আমি সেই নগর সুরাসুরের অবধ্য জানিয়া হৃষ্ট হইয়া মাতলিকে কহিলাম, তুমি এই পুরে গমন কর, আমি অস্ত্র দ্বারা যাবতীয় সুরদ্বেষী বর্গের নিধন বিধান করি; এমত সুরদ্বেষী পাপাত্মা কেহ নাই যাহারা আমার কোন প্রকারে বধ্য নহে। তদনন্তর মাতলি সেই অশ্ব যোজিত দিব্য রথে আমাকে হিরণ্যপুরাভিমুখে লইয়া চলিলেন। সেই মহাতরস্বী দিতিসুতেরা আমাকে দেখিয়া বিচিত্র বসন, ভূষণ ও কবচ পরিধান পূর্ব্বক রথারূঢ় হইয়া উৎপতিত হইল। তীব্রপরাক্রম দানবেন্দ্র গণ কুপিত হইয়া নালীক, নারাচ, ভল্ল, শক্তি, ঋষ্টি ও তোমর অস্ত্রে আমাকে প্রতিহত করিতে লাগিল। আমিও মহৎ বিদ্যাবল আশ্রয় করিয়া মহতী শরবৃষ্টি দ্বারা সেই অস্ত্র বর্ষণ নিবারণ করিলাম, এবং রণ স্থলে রথবর্ত্মে বিচরণ করত তাহাদিগের সকলকে মোহিত করিলাম। তাহাতে তাহারা পরস্পর মুগ্ধ হইয়া পরস্পরকে পাতিত করিতে লাগিল। তাহারা এই রূপে বিমূঢ় হইয়া ইতর ইতরের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। সেই সময়ে আমিও প্রদীপ্ত বিশিখ দ্বারা তাহাদিগের শত শত মস্তক ছেদন করিতে লাগিলাম। তাহারা বধ্যমান হইয়া পুনর্ব্বার তৎপুর অবলম্বন পূর্ব্বক দানবী মায়া আশ্রয় করিয়া নগরের সহিত আকাশে উৎপতিত হইল। হে কুরুনন্দন! তখন আমি মহাশর বর্ষণে দানব দিগের রথ সমাবৃত করিয়া গতি নিবারণ করিলাম; তাহাতে দৈত্যেরা বরলাভ প্রভাবে সেই সূর্য্য সমপ্রভ, দিব্য, কামগ, গগণচর পুর যথা সুখে ধারণ করিয়া থাকিল। ঐ পুর এক বার ভূমির অন্তরে পতিত, পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত, আবার কুটিল ভাবে তির্য্যক্ গত এবং পুনরায় অবিলম্বে জল মধ্যে নিমগ্ন হইতে লাগিল। হে শত্রু সন্তাপন! তখন আমি পুরন্দর পুরী প্রতিম সেই কামগ মহৎ পুরকে বহু বিধ অস্ত্র নিচয়ে রুদ্ধ করিলাম। পরে দানব গণ সহিত সেই পুর দিব্যাস্ত্র প্রকাশিত শরজাল দ্বারা বিশেষ রূপে গ্রহণ করিলাম। তাহাতে সেই আসুর পুর মন্নিক্ষিপ্ত লৌহ নির্ম্মিত ঋজুগামী বাণ সমূহে বিক্ষত ও ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল, এবং তাহারাও বজ্রতুল্য বেগশীল লৌহময় মদীয় বাণে বধ্যমান

ও কাল প্রেরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তদনন্তর মাতলি আদিত্য প্রভ রথের সহিত আকাশে উৎপতন করত যেন অগ্রে পতিত হইতেছেন, এই রূপে পৃথিবীতে আশু অবতরণ করিলেন। হে ভারত! তৎ কালে যুদ্ধাভিলাষী রোষপরবশ সেই অসুর দিগের ষষ্টি সহস্র রথ আমাকে পরিবেষ্টন করিল। আমি গৃধ্র পক্ষ বিভূষিত শাণিত শর সমূহে সেই সকল রথ নিহত করিতে লাগিলাম; পরন্তু তাহারা তখন সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। আমি তখন ভাবিলাম, ইহাদিগকে মানবীয় যুদ্ধ দ্বারা পারা যাইবে না; এই রূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে দিব্যাস্ত্র সকল আনুপূর্ব্বী ক্রমে যোজনা করিতে লাগিলাম; কিন্তু সেই বিচিত্র যোদ্ধা রথী দিগের সেই সহস্র সহস্র অস্ত্র আমার দিব্যাস্ত্র সকলকে যেন শনৈঃ শনৈ প্রতিহত করিতে লাগিল, এবং শত শত সহস্র সহস্র মহাবল দানবকে সমরে বিচিত্র রথ মার্গে বিচরণ করিতে দেখিলাম। তাহারা তখন বিচিত্র মুকুট, মাল্য, ধ্বজ, কবচ ও আভরণে সমন্বিত ছিল, তাহাতে যেন তাহারা আমার চিত্তকে আনন্দিত করিতে লাগিল। আমি অস্ত্রমন্ত্র প্রেরিত শরবর্ষণে সেই রণে তাহাদিগের পীড়া জন্মাইতে পারিলাম না, পরন্তু তাহারা আমাকে পীড়িত করিতে লাগিল। আমি সেই যুদ্ধ কুশল কৃতাস্ত্র বহু দানব কর্ত্তৃক মহারণ স্থলে পীড়িত ও ব্যথিত হইলাম, এবং আমার মহাভয় জন্মিল। তদনন্তর আমি সেই রণে প্রযত হইয়া দেবদেব রুদ্রকে প্রণাম করিয়া প্রাণীগণের মঙ্গল হউক, ইহা কথন পূর্ব্বক, যাহা রৌদ্র বলিয়া বিখ্যাত ও সকল শত্রুর সংহারক, সেই মহাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। হে অমিত্রহন্! তদনন্তর ত্রিমস্তক, ত্রিমুখ, নবলোচন, ষড়্ভুজ, দীপ্তিমান্ এক পুরুষকে দেখিতে পাইলাম। তাহার কেশ জাল অর্ক ও অগ্নি তুল্য রক্তিম বর্ণ, ও লেলিহান অনেক মহানাগ তাহার শিরোভূষণ রহিয়াছে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর আমি সেই সনাতন ঘোর রূপ রৌদ্রাস্ত্র দেখিয়া ভয় ত্যাগ পূর্ব্বক তাহা গাণ্ডীবে যোজনা করিয়া অমিত তেজস্বী ত্রিলোচন মহাদেবকে প্রণতি করত দানবেন্দ্র দিগের সংহার নিমিত্তে পরিত্যাগ করিলাম। তাহা পরিত্যাগ করিবা মাত্র সেই সংগ্রাম স্থানে মৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, পন্নগ, গো, শরভ, বারণ, বানর, বৃষ, বরাহ, মার্জ্জার, শালাবৃক, প্রেত, মুরুণ্ড, গৃধ্র, গরুড়, চমর, বৃক, পর্ব্বত, সমুদ্র, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, যক্ষ, অসুর, গুহ্যক, নৈঋত, গজাস্য মৎস্য ও উলূক এবং গদা, মুদ্গর, খড়্গ ও নানা শস্ত্র ধারী, মীনাকার ও অশ্বাকার সহস্র রাক্ষস প্রাদুর্ভূত হইল। এই রূপ সকল ও অন্যান্য বহু সংখ্য নানা রূপ ধারী প্রাণি-নিবহে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল। মাংস মেদ বসাশী ত্রিশির, চতুর্দ্দন্ত, চতুরানন ও চতুর্ভুজ প্রভৃতি অনেক রূপ ধারী প্রাণী গণ কর্ত্তৃক দানবেরা পুনঃপুন বধ্যমান হইয়া বিনাশ পাইতে লাগিল, এবং আমিও শত্রু বিনাশ-কর সূর্য্যাগ্নি সদৃশ তেজস্বী বজ্রাশনি সম প্রভ গিরিসারময় অন্যান্য বাণ সমূহে মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সমুদায় দানবকে নিহত করিলাম।

মহারাজ! আমি তাহাদিগকে গাণ্ডীবাস্ত্রে বিচ্ছিন্ন, আকাশচ্যুত ও গতাসু দেখিয়া পুনরায় বিধাতা ত্রিপুরান্তক মহাদেবকে প্রণাম করিলাম। দেবসারথি মাতলিও দিব্যাভরণ ভূষিত অসুর গণকে রৌদ্রাস্ত্র দ্বারা নিষ্পিষ্ট দেখিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং দেব গণেরও দুঃসাধ্য ও অসহ্য সেই কর্ম্ম করা হইল দেখিয়া আমাকে পূজা করিলেন, ও প্রীয়মাণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে বীর! তুমি যে কর্ম্ম সম্পাদন করিলে, ইহা সুরাসুরের অসাধ্য; যুদ্ধে এই কর্ম্ম করিতে সুরেশ্বরও শক্ত হয়েন না। তুমি সুরাসুরের অবধ্য সুরবর্ত্ম-বিচরণকারী এই মহৎ পুরকে স্বীয় বীর্য্য ও তপো বলে বিমথিত করিলে।

মহারাজ! সেই কামগামী আকাশচর পুর ও দানবেরা হত হইলে তাহাদিগের স্ত্রী গণ ব্যথিত চিত্তে আলুলায়িত কেশে কুররীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে নগরের বহির্দ্দেশে নির্গত হইল, এবং পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রের শোকে শোকার্ত্তা, অনাথা ও বিগলিত মাল্য ভূষণা হইয়া বক্ষে আঘাত করত শুষ্ক কণ্ঠে নিনাদের সহিত রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। সেই দানব পুর শোক যুক্ত, শ্রী হীন, দুঃখ দৈন্যে সমাহত, হতনাথ, কান্তি বিহীন ও নিষ্প্রভ হইয়া হতনাগ হ্রদ ও শুষ্ক বৃক্ষ অরণ্যের ন্যায় শোভা হীন এবং গন্ধর্ব্ব নগরাকার হইয়া অদৃশ্য হইল। তদনন্তর মাতলি আমাকে কৃতকার্য্য ও অতীব হৃষ্ট চিত্ত দেখিয়া সংগ্রাম স্থল হইতে দেবরাজ ভবনে অবিলম্বে আনয়ন করিলেন। আমি মহাসুর নিবাতকবচ গণকে নিহত করিয়া হিরণ্যপুরকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শক্র সমীপে সমাগত হইলাম। হে মহাতেজস্বিন্! মাতলি আমার সেই সমুদায় কর্ম্ম যথাসম্ভূত বিস্তার ক্রমে দেবেন্দ্রকে শ্রবণ করাইলেন। শ্রীমান্ ভগবান্ সহস্রাক্ষ পুরন্দর মরুৎ গণের সহিত, সেই হিরণ্য পুর নিপাত, মায়াজাল নিবারণ ও মহাবল বীর্য্য শালী নিবাতকবচ গণের সংগ্রামে বধ শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন, এবং সাধু! সাধু! এই রূপ বলিলেন। তদনন্তর দেবরাজ দেবগণের সহিত, আমাকে পুনঃ পুন আশ্বাস প্রদান করিয়া এই রূপ সুমধুর কথা কহিলেন, হে পার্থ! তুমি সংগ্রামে দেবাসুরের সাধ্যাতীত কর্ম্ম করিলে। হে ধনঞ্জয়! তোমার মদীয় শক্র সংঘের বিনাশ কার্য্য করাতে মহৎ গুরু দক্ষিণা প্রদান করা হইল। হে ধনঞ্জয়! তুমি যুদ্ধে এই রূপেই স্থির ভাবে সর্ব্বদা থাকিতে পারিবে, এবং অভ্রান্ত চিত্তে অস্ত্র প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে। দেব, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, অসুর, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী ও পন্নগ গণ যুদ্ধে তোমার তেজ সহ্য করিতে শক্ত হইবেন না। হে কৌন্তেয়! কুন্তীপুত্র ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তোমার বাহু বলে বসুন্ধরা জয় করিয়া পালন করিবেন।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, তদনন্তর দেবরাজ আমাকে যথোচিত সময়ে দেহ-বিদ্ধ শর দ্বারা বিক্ষত ও শক্র জয় বিষয়ে অতি বিশ্বস্ত দেখিয়া বিশেষ রূপে সমাদর পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে ভারত! সমুদয় দিব্যাস্ত্র তোমার নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব কোন মনুষ্য তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে না। হে পুত্র! তুমি সংগ্রামে অবস্থিত হইলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য রাজন্য গণ তোমার ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য হইতে পারিবে না। হে নৃপ! প্রভু মঘবান্ এই দিব্য অভেদ্য তনু-ত্রাণ কবচ, ও হিরণ্ময়ী মালা আমাকে প্রদান করিয়াছেন, আবার দেবদত্ত মহাস্বন শঙ্খও দিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং আমার মস্তকে এই কিরীট যোজনা করেন। পরিশেষে তিনি দ্যুলোকোৎপন্ন মনোহর এই সকল মহৎ বসন ভূষণ প্রদান করিয়াছেন। মহারাজ! আমি এই রূপে সেই পুণ্য ইন্দ্র-ভবনে পুরস্কৃত হইয়া গন্ধর্ব্ব বালক সমভিব্যাহারে সুখে বাস করিয়া থাকি। তদনন্তর ইন্দ্র অমর গণ সহ প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাকে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার গমন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তোমার ভ্রাতারা তোমাকে স্মরণ করিতেছে। হে ভরতকুল-নন্দন মহারাজ! আমি এই প্রকারে শক্র সদনে দ্যূত জনিত কষ্ট স্মরণ করত পঞ্চ বর্ষ কাল বাস করি। অনন্তর আমি এই গন্ধমাদনের প্রত্যন্ত পর্ব্বত শিখরে আপনাকে ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত দেখিতে পাইলাম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভরতকুল-নন্দন ধনঞ্জয়! তুমি ভাগ্য ক্রমেই অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছ; ভাগ্য ক্রমেই দেবগণের রাজা প্রভু ঈশ্বর ইন্দ্র

তোমার আরাধিত হইয়াছেন; ভাগ্য ক্রমেই ভগবতী সহ ভগবান্ শঙ্কর তোমার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ও ত্বদীয় যুদ্ধে পরিতোষিত হইয়াছেন, এবং ভাগ্য ক্রমেই লোকপাল গণের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। হে পরন্তপ পার্থ! ভাগ্য ক্রমেই আমরা সকলে বর্দ্ধিত হইলাম; ভাগ্য ক্রমেই তুমি পুনরাগত হইলে। অদ্য আমি নগর মালিনী বসুমতীকে জয় লব্ধা ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্র গণকে বশীকৃত মনে করিতেছি। হে ভরতবংশ-ভুষণ! তুমি যে সকল অস্ত্র দ্বারা তাদৃশ বীর্য্যবন্ত নিবাতকবচ দিগকে বিনাশ করিয়াছ, সেই সকল দিব্যাস্ত্র দেখিতে আমার অভিলাষ হইতেছে।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি যদ্দ্বারা নিবাতকবচদিগকে নিপাতিত করিয়াছি, আপনি তৎ সমুদয় দিব্যাস্ত্র কল্য প্রভাতে দেখিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধনঞ্জয় এই রূপে আগমনের কথা কহিয়া ভ্রাতৃগণ সহিত সেখানে সেই রাত্রি বাস করিলেন।

হিরণ্যপুরবাসী প্রভৃতি নিবাতকবচ যুদ্ধ প্রকরণ ও চতুঃসপ্তত্যধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭৪॥

অস্ত্র প্রদর্শন প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই রাত্রি অতীত হইলে, ভ্রাতৃগণ সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক নিত্য কার্য্য সকল সমাপন করিলেন। পরে তিনি মাতার আনন্দবর্দ্ধন অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে কৌন্তেয়! তুমি যে অস্ত্রে দানব দল জয় করিয়াছ, সেই অস্ত্র প্রদর্শন কর।

হে মহারাজ ভরত-নন্দন! তদনন্তর, পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় দেবগণের প্রদত্ত দিব্যাস্ত্র সকল মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখাইতে উদ্যোগী হইলেন। মহাতেজা মহাভুজ শ্রীমান্ ধনঞ্জয় যথা ন্যায়ে পরম শৌচাচরণ পূর্ব্বক যুগন্ধর স্বরূপ ভূধর, চক্র স্বরূপ প্রত্যন্ত পর্ব্বত ও ত্রিবেণু স্বরূপ উত্তম বংশদণ্ড বিশিষ্ট পৃথিবীকে রথ রূপে ধ্যান করিয়া তাহাতে আরোহণ করত গাণ্ডীব কোদণ্ড ও দেবদত্ত বারিজ শঙ্খ গ্রহণ পূর্ব্বক সুদীপ্ত দিব্য কবচে সংবৃত হওয়াতে সাতিশয় শোভমান হইয়া সেই সমুদয় দিব্যাস্ত্র আনুপূর্ব্বী ক্রমে দর্শন করাইতে উপক্রম করিলেন। তিনি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিবার উপক্রম করিলে, সদ্রুমা মহী তাঁহার পদ ভরে সমাক্রান্তা হইয়া কম্পমানা, সরিৎ ও সাগর ক্ষুভিত, শৈল সকল বিদীর্ণ, সমীরণ চলন শূন্য, সহস্রাংশু প্রভাহীন ও অগ্নি জ্বলন রহিত হইল, এবং দ্বিজাতি দিগের বেদ সকল কোন প্রকারে প্রতিভাত হইল না। যে সকল প্রাণীরা ভূমি মধ্যে ছিল, তাহারা পীড্যমান হইয়া সমুত্থান পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিল, এবং তাহারা সকলে তখন অস্ত্রানলে দহ্যমান হওয়াতে বিকৃতানন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁপিতে কাঁপিতে ধনঞ্জয়ের নিকট জীবন প্রার্থনা করিতে লাগিল। সেই সময় ব্রহ্মর্ষি গণ, সিদ্ধ গণ, মহর্ষি গণ ও সমুদায় জঙ্গম প্রাণী তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবর্ষি গণ, দ্যুলোক বাসি-প্রবর গণ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পতত্রী ও খেচর, এই সমস্ত ভূত গণ উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পিতামহ, লোক পাল সকল ও সগণ ভগবান্ মহাদেব আগমন করিলেন। পবন দেব বিচিত্র দিব্য মাল্যে সমন্বিত হইয়া অর্জ্জুনের চতুষ্পার্শ্বে সর্ব্বতোভাবে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বেরা অমর গণ কর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হইয়া বিবিধ গাথা গান করিতে লাগিল, এবং অপ্সরা গণ দলবদ্ধ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। হে নরনাথ! সেই সময়ে নারদ ঋষি দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক পার্থকে শ্রবণ যোগ্য এই বাক্য বলিলেন, অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! তুমি দিব্যাস্ত্র সকল প্রয়োগ করিও না, অলক্ষ্য স্থলে কোন মতেই ইহার প্রয়োগ কর্ত্তব্য হয় না, এবং আর্ত্ত না হইলে লক্ষ্যেতেও কদাচ প্রয়োগ করিবে না। হে কুরু-

নন্দন! অকারণে অস্ত্রের প্রয়োগ করিলে মহান্ দোষ উপস্থিত হইবে। এই সকল বলবৎ অস্ত্র যথা বিধি রক্ষণীয় হইলে সুখের নিমিত্ত হইবে সন্দেহ নাই। যদি এই সকল অস্ত্র বিধি পূর্ব্বক রক্ষ্যমাণ না হয়, তবে ইহা ত্রৈলোক্য বিনাশের নিমিত্তে হইবে, অতএব এরূপ আর কখন করিও না। দেবর্ষি নারদ পার্থকে এই রূপ কহিয়া পরে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির! অর্জ্জুন যখন যুদ্ধ স্থলে শত্রু কুল অবমর্দ্দন নিমিত্তে অস্ত্র সকল প্রয়োগ করিবেন, তখন তুমি এই সকল দিব্যাস্ত্র দেখিতে পাইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরেন্দ্র! দেবতারা পার্থকে নিবারণ করিয়া যথা স্থানে গমন করিলেন, এবং অন্যান্য যাঁহারা তথায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে কুরুনন্দন! তাঁহারা সকলে প্রতি গমন করিলে, পাণ্ডবেরা কৃষ্ণা সহ হৃষ্ট হইয়া সেই বনেই বাস করিতে লাগিলেন।

অস্ত্র প্রদর্শন প্রকরণ ও পঞ্চ সপ্তত্যধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৫ ॥

আজগর প্রকরণ ॥ ৯ ॥

জনমেজয় কহিলেন, রথি-প্রবীর ধনঞ্জয় কৃতাস্ত্র হইয়া ইন্দ্র ভবন হইতে প্রত্যাগত হইলে পর, পার্থেরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কি করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্র তুল্য বীর সেই নরেন্দ্র গণ সেই সুরম্য শৈল প্রবরে বন সকলের মধ্যে কুবেরের উদ্যানেই বিহার করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! ধনুর্দ্ধারী কিরীটী অস্ত্র বিষয়ে প্রযত্ন প্রকাশ পূর্ব্বক সেই অনুপম বেশ্ম সকল ও নানা দ্রুম সমাকুল বহুধা ক্রীড়া কানন সমস্ত দেখিতে দেখিতে সতত বিচরণ করিতে থাকিলেন। সেই নর দেব-পুত্রেরা রাজা কুবেরের প্রসাদ জন্য স্থান পাইয়া আর মর্ত্যস্থ প্রাণী দিগের ঐশ্বর্য্য স্পৃহা করিলেন না, যেহেতু তাঁহাদিগের সেই সময় শিবদায়ক হইয়াছিল। সে স্থানে তাঁহারা পার্থের সহিত সমবেত হইয়া বর্ষ চতুষ্টয় কাল এক রাত্রির ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। পাণ্ডব দিগের বনবাসে পূর্ব্বের ষড়্বর্ষ ও অধুনাতন চতুর্ব্বর্ষ, এই দশ বর্ষ সুখে অতীত হইল।

একদা পবন-তনয় তরস্বী বৃকোদর ও দেবরাজ সদৃশ বীর যমজ নকুল সহদেব নির্জ্জনে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপবেশন করিয়া প্রিয় ও হিত বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে কুরুরাজ! আমরা আপনকার প্রতিজ্ঞা পালনে ও তন্নিবন্ধন আপনকার প্রিয়ানুষ্ঠানে সমুৎসুক হইয়া বন পরিত্যাগ করিয়া সানুচর সুযোধনকে হনন করিতে যাইতেছি না। মহারাজ! আমরা সুখার্হ, পরন্তু সুযোধন আমাদিগের সুখ গ্রহণ করিয়া লইলেও আমরা এই একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত সুখে বাস করিয়া আসিতেছি, এবং পরেও আপনকার আজ্ঞানুসারে অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে বিচরণ করত নিঃশঙ্ক চিত্তে সেই দুর্ম্মতি দুশ্চরিত্র সুযোধনকে বঞ্চনা করিয়া সুখেই অজ্ঞাত বাস অতিবাহিত করিব। আমরা অগ্রে সন্নিহিত দেশে বাস করিয়া পরে দূর দেশে বাস করিলে, তাহারা আমাদিগের সন্নিহিত দেশে বাস জন্য লোভিত হইয়া আমাদিগকে জানিতে পারিবে না, অতএব তাদৃশ স্থানে সম্বৎসর কাল গূঢ় ভাবে বিহার করিয়া সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে অনুচরের সহিত কণ্টকের ন্যায় সুখে উদ্ধার করিব। হে নরেন্দ্র! আপনি সেই নরাধমের প্রতি, ফল পুষ্পের সহিত বৈর নির্যাতন করণানন্তর পৃথিবী শাসন করিবেন। হে নরদেব! আমরা এই স্বর্গোপম দেশে বিচরণ করিতেছি, ইহাতে রাজ্য নাশাদি জন্য শোক নিবারণ করিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে চরাচর লোক মধ্যে আপনকার পুণ্য-গন্ধ কীর্ত্তি পবন বিনষ্ট হইবে।

হইবে। হে ভারত! আপনি কুরু রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মহৎ সুখ ভোগ ও ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন, তাহা হইলে আপনি কুবের হইতে যাহা লাভ করিতেছেন, ইহা নিরন্তরই লাভ করিতে পারিবেন। অতএব হে ধর্ম্মরাজ! আপনি কৃতাপরাধ শত্রুবৃন্দের বধ ও নিগ্রহ নিমিত্তে বুদ্ধি করুন, যেহেতু সাক্ষাৎ বজ্রপাণিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনকার উগ্রতেজ সহ্য করিতে সক্ষম হয়েন না। হে ধর্ম্মরাজ! শিনি-পৌত্র সাত্যকি ও গরুড়ধ্বজ কৃষ্ণ ভবদীয় প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তে দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও কখন ক্লেশ বোধ করিবেন না। যেমন অর্জ্জুন বলেতে অনুপম, সেই রূপ ভীমসেন আমিও বলে অপ্রতিম। যেমন যাদব গণ সহিত কৃষ্ণ আপনকার প্রয়োজন সিদ্ধি নিমিত্তে উদ্যোগী, সেই রূপ আমিও ভবদীয় অর্থ সিদ্ধি নিমিত্তে অভিমুখীন আছি এবং নকুল সহদেবও বীর ও অস্ত্র প্রয়োগে কুশলী; অতএব আমরা সকলে আপনকার রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যোৎকর্ষ লাভে তৎপর হইয়া শত্রু সহ সংগ্রাম করিয়া শান্তি সম্পাদন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর ধর্ম্মার্থবেত্তা মহা তেজা ধর্ম্ম-তনয় বরিষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের অভিমত জ্ঞাত হইয়া কুবের ভবন প্রদক্ষিণ করিলেন; পরে তত্রত্য যাবতীয় নিকেতন, নদী, সরোবর এবং সমস্ত যক্ষ রাক্ষস গণকে সম্ভাষণ করিয়া, যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথ পুনর্ব্বার স্মরণ করত গিরি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক এই রূপ মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, হে শৈলেন্দ্র! আমি সুহৃদ্ গণের সহিত, শত্রু জয় ও রাজ্য লাভ করত কৃতকার্য্য হইয়া আত্ম সংযম পূর্ব্বক তপস্যার নিমিত্তে পুনর্ব্বার তোমার দর্শন করিব।

অনন্তর কুরুরাজ প্রত্যাগমন নিমিত্তে অনুজ ও দ্বিজ গণে পরিবৃত হইলেন। গণের সহিত ঘটোৎকচ, সেই পূর্ব্ব পথ দিয়া পাণ্ডব, দ্রৌপদী ও দ্বিজ গণকে পর্ব্বত নির্ঝরে বহন করিতে লাগিল। লোমশ ঋষি তাঁহাদিগকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া, পিতা যেমন পুত্র দিগকে আদেশ করেন, সেই রূপে প্রীত চিত্তে অনুশাসন করিয়া, প্রফুল্ল মনে পুণ্যতম দেব সদনে গমন করিলেন। নরোত্তম পাণ্ডবেরা আর্ষ্টিষেণ কর্ত্তৃকও সেই রূপ অনুশাসিত হইয়া সুরম্য মহা মহা তীর্থ, তপোবন ও সরোবর সকল অবলোকন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন।

লোমশ গমন ও ষট্ সপ্তত্যধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দিগ্গজ, কিন্নর, পক্ষিকুল ও প্রস্রবণে সমন্বিত সুখ স্থান সেই নগোত্তম পরিত্যাগ করাতে ভরত পুঙ্গব দিগের প্রীতি হইল না। তৎ পরেই তাঁহাদিগের কুবের-প্রিয় জলধর-দ্যুতি কৈলাস পর্ব্বত বিলোকনে পুনর্ব্বার হর্ষোদয় হইল। খড়্গ কোদণ্ড ধারী সেই নরোত্তম বীর পুরুষেরা স্থানে স্থানে উচ্চ ও পর্ব্বত-সংরুদ্ধ সিংহ-স্থান, পর্ব্বতীয় সেতুমালা, বহুসংখ্য প্রপাত ও নিম্ন স্থান সকল, তদ্ভিন্ন মৃগ পক্ষী ও গজগণ সেবিত অনেকানেক মহারণ্য বিলোকন করিতে করিতে হর্ষ সহকারে গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে রমণীয় বন, নদী, সরোবর, গিরি গুহা ও গহ্বর, এই সকল স্থান প্রতি নিয়ত তাঁহাদিগের নিবাস ভূমি হইল। তাঁহারা বহু প্রকার দুর্গম স্থানে বাস করিয়া অচিন্ত্য রূপ কৈলাস পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক বৃষপর্ব্বার সেই অতীব মনোরম উৎকৃষ্ট আশ্রমে উপনীত হইলেন। তাঁহারা রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার সহিত সমবেত হইয়া তৎ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও বীত মোহ হইলেন, এবং তাঁহারা বৃষপর্ব্বার সমীপে তাঁহাদিগের পর্ব্বত বাসের কথা বিস্তার ক্রমে যথাবৎ বর্ণন করিলেন। সেই বীর গণ দেব ও মহর্ষিগণ সেবিত সেই পুণ্যাশ্রমে এক রাত্রি সুখে বাস করি-

ম্না বিশালা বদরীতে পুনরায় সুখে বাস করিতে আগমন করিলেন। তদনন্তর সেই মহানুভাবেরা সকলে নারায়ণ স্থানে উপনীত হইয়া নিঃশোক চিত্তে সুর সিদ্ধ গণ সেবিত কুবের প্রিয় সৌগন্ধিক সরোবর সন্দর্শন করত তথায় বাস করিলেন। যে প্রকার বীত-পাপ বিপ্র গণ নন্দন কানন প্রাপ্ত হইয়া সুখী হন, সেই রূপ নরোত্তম পাণ্ডবেরা সেই সরোবর বিলোকনে বিশোক হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। বদরীতে এক মাস কাল সুখে বিহার করিয়া, যে পথে পূর্ব্বে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথে যথা ক্রমে কিরাতরাজ সুবাহুর রাজ্যে যাত্রা করিলেন। চীন, তুখার, দরদ ও বহু রত্নাঢ্য সমস্ত পুলিন্দ দেশ প্রভৃতি দুর্গম হিমালয় প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সুবাহু রাজার পুরী দেখিতে পাইলেন। রাজা সুবাহু পুরুষানুক্রমে রাজবংশীয় কুরু সিংহগণকে স্ব বিষয়ে সমাগত শুনিয়া প্রীত চিত্তে অগ্রসর হইলেন; তাঁহারাও তাঁহাকে দেখিয়া অভিনন্দিত হইলেন। তাঁহারা সুবাহু রাজার নিকটে ইন্দ্রসেন বিশোক প্রভৃতি সারথি, পরিচারক, পৌরোগব ও তদ্ভিন্ন যাহারা মহানসের কর্ম্মচারী, এই সকলের সহিত সঙ্গত হইয়া তথায় এক রাত্রি সুখে বাস করিলেন। পরে সানুচর ঘটোৎকচকে বিদায় করত রথ ও সারথি প্রভৃতি সকলকে সঙ্গে লইয়া যমুনা সমীপবর্ত্তী অদ্রি রাজের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাহার অরুণবর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ সানুতে তুষার রাশি উত্তরীয় স্বরূপ হইয়াছে, সেই প্রস্রবণোপপন্ন পর্ব্বতোপরি বরাহ ও নানা মৃগ পক্ষি সেবিত কুবের কানন সদৃশ বিশাখ-যূপ নামে মহা বন প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে তৎ কালে বসতি করিলেন। পার্থেরা সেই বনে মৃগয়াসক্ত হইয়া সম্বৎসর কাল সুখে বিহার করিলেন। পরন্তু তথায় বৃকোদর গিরি গুহাতে সাক্ষাৎ মৃত্যু সদৃশ ভয়ঙ্করাকার অতি বলবান্ ক্ষুধার্ত্ত ভুজঙ্গের আসন্ন হইয়া বিষাদ মোহে ব্যথিত চিত্ত হইলেন। অসীম-তেজস্বী ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির সর্পগ্রস্ত-সর্ব্বগাত্র বৃকোদরকে মুক্ত করিয়া তাঁহার আশ্রয় স্বরূপ হইলেন। নিরন্তর ধনুর্ব্বেদ-রতি-প্রধান শ্রী-প্রদীপ্ত তপোনিরত পাণ্ডবদিগের বনে বিহার নিমিত্তে দ্বাদশ বৎসর নিকট হইল। তাহাতে তাঁহারা চৈত্ররথ সদৃশ সেই বন হইতে মরুভূমি পার্শ্বে গমন পূর্ব্বক সরস্বতীতে উপনীত হইয়া নিবাস কামনায় দ্বৈতবন সরোবরে গমন করিলেন। তদনন্তর জরা দ্বারা দন্ত না থাকা প্রযুক্ত প্রস্তর কুট্টিত ফল মূলাশী দ্বৈতবন নিবাসী তপোদমাচার সমাধি যুক্ত বানপ্রস্থেরা তাঁহাদিগকে দ্বৈতবনে নিবিষ্ট দেখিয়া উপবেশনার্থ তৃণ ও পাদ্য নিমিত্ত উদক পাত্র আহরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমীপাগত হইলেন। তথায় প্লক্ষ, রুদ্রাক্ষ, বেতস, বদরী, খদির, শিরীষ, বিল্ব, ইঙ্গুদ, পীলু, শমী ও বংশাঙ্কুর বৃক্ষ সকল সরস্বতী তীরে শোভমান হইয়াছিল। নরদেব-পুত্রেরা প্রীত চিত্ত হইয়া যক্ষ গন্ধর্ব্ব মহর্ষি গণের প্রিয় দেব-ভবন তুল্য সেই সরস্বতী সমীপে সুখে বিচরণ করত বিহার করিতে লাগিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনে! ভীম পরাক্রম ভীমসেন দশ সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেন, তিনি কি প্রকারে সেই অজগর হইতে তীব্র ভয় প্রাপ্ত হইলেন? যিনি দর্পিত হইয়া পুলস্ত্য-নন্দন কুবেরকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন, এবং যিনি নলিনীতে যুদ্ধ করিয়া যক্ষ রাক্ষসদিগকে হনন করেন, সেই অরিসূদনকে আপনি ভয়াবিষ্ট ও আপদ্গ্রস্ত বলিতেছেন, অতএব ইহা শ্রবণ করিতে আমার পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি আনুপূর্ব্বী ক্রমে ইহা বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! সেই উগ্রধন্বী পাণ্ডবেরা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বহুল বনে বাস করিয়া থাকেন। যখন তাঁহারা রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আশ্রমে

অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে বৃকোদর ধনুর্দ্ধারী ও বদ্ধ-খড়্গ হইয়া যদৃচ্ছা ক্রমে বিচরণ করিতে করিতে দেব গন্ধর্ব্ব সেবিত রমণীয় এক বন দেখিতে পাইলেন। তিনি হিমালয় গিরির সমীপে দেবর্ষি ও সিদ্ধ গণের বিচরিত অপ্সরা গণের উপসেবিত স্বাস্থ্যকর অনেক স্থান অবলোকন করিলেন। ঐ সকল প্রদেশ স্থানে স্থানে চকোর, চক্রবাক, জীবঞ্জীবক, কোকিল ও ভৃঙ্গরাজ পক্ষিগণে নিনাদিত হইতেছে এবং মন ও নয়নের আনন্দকর বহুল ছায়ান্বিত কোমল স্নিগ্ধ ও পুষ্প ফল যুক্ত বৃক্ষ সমূহে সমন্বিত রহিয়াছে। তিনি তুষার সদৃশ. হংস কারণ্ডব সংযুক্ত, বৈদূর্য্য মণি তুল্য সলিল পূর্ণ পর্ব্বতীয় নদী সকল, মেঘবন্ধনের বাগুরা স্বরূপ দেবদারুবন, হরিচন্দন মিশ্রিত পুন্নাগ ও শৈলজ বৃক্ষের বন দেখিতে দেখিতে গিরি সন্নিহিত সমতল নির্জ্জল প্রদেশে মৃগয়া উদ্দেশে ধাবমান হইয়া শুদ্ধ শর দ্বারা অনেকানেক মৃগ বিদ্ধ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। অযুতনাগ বলশালী বলিয়া বিখ্যাত শত শত মনুষ্য নিবারণ ক্ষম মহাবাহু ভীমসেন সেই বনে বল পূর্ব্বক মহা দংষ্ট্রী সকল বিনাশ করিতে লাগিলেন। সিংহ শার্দ্দূল বিক্রান্ত মহাবল ভীমপরাক্রম ভীম সেই বনে স্থানে স্থানে মৃগ, বরাহ, মহিষাদি বিনষ্ট করিতে করিতে বেগে বহুল বৃক্ষ উৎপাটন ও ভগ্ন করিতে লাগিলেন। চিরদর্পান্বিত ভীমসেন পৃথিবী প্রদেশ ও বন সকল নিনাদিত, পর্ব্বতাগ্র মর্দ্দন প্রায়, গহ্বর প্রদেশ প্রতিধ্বনিত, পাদপ প্রক্ষেপণ ও গর্জ্জন ধ্বনি দ্বারা পৃথিবী আপূরণ করত বন মধ্যে নির্ভয় চিত্তে বেগে পুনঃ পুন আপতিত হইতে লাগিলেন এবং আস্ফোটন, সিংহনাদ ও তলতাল ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভীমসেনের গর্জ্জন নাদে মহাসত্ত্ব গজেন্দ্র ও মহাবল মৃগেন্দ্র সকল ভয়ে গিরিগুহা ত্যাগ করিতে লাগিল। মহা ভয়ঙ্কর বনে বৃকোদর মৃগপ্রেপ্সু হইয়া কোন স্থানে প্রধাবন, কোন স্থানে অবস্থান ও কোন স্থানে বা উপবেশন করত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মানবশার্দ্দূল ভীমসেন বন মধ্যে কোথাও বা বনচরের ন্যায় পদচারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব পরাক্রম বৃকোদর অরণ্যানী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভূত সমুদয়কে ত্রাসিত করত অদ্ভুত নাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শব্দে গুহাশয় সর্পেরাও ভীত হইল। বেগে অতিক্রম কারী বৃকোদর তাহাদিগের পশ্চাৎ শনৈঃ শনৈ চলিলেন।

অনন্তর অমরবর সদৃশ মহাবল ভীমসেন গিরি দুর্গ মধ্যে লোমহর্ষণকর মহাকায় এক ভুজঙ্গ দেখিতে পাইলেন। ঐ সর্প নিজ শরীরে গিরি-গুহা আবরণ করিয়া রহিয়াছে। উহার অতি বৃহৎ শরীর পর্ব্বতের ন্যায় বিস্তীর্ণ; বল অতি মহান্; অঙ্গ চিত্রিত ত্বক্ দ্বারা বিচিত্রিত হইয়াছে; শরীরের কান্তি হরিদ্রা বর্ণ; মুখ গুহাকার ও চতুর্দ্দন্ত যুক্ত এবং চক্ষু প্রদীপ্ত ও অতি তাম্রবর্ণ। কালান্তক যমোপম সেই ভুজঙ্গ মুহুর্মুহু সৃক্ক লেহন করত সর্ব্ব ভূতের ত্রাস উৎপাদন করিতেছে, এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের সিংহনাদে যেন ভর্ৎসনা করিতে করিতে উত্থিত হইতেছে। সেই অজগর সহসা ভীমকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ-সহকারে বল পূর্ব্বক ভুজ যুগলে গ্রহণ করিল। সেই সর্প ভীমসেনের গাত্র স্পর্শ করিবা মাত্র তাহার বর প্রভাবে ভীমসেন সংজ্ঞা শূন্য হইলেন। দশ সহস্র হস্তী ভীমসেনের ভুজ যুগলের যে বলকে ধারণ করিতে সমর্থ হয়, সেই বলের অন্যের সহিত তুলনা হইতে পারে না; তাদৃশ তেজস্বী ভীমসেন সেই ভুজঙ্গের বশীভূত হইয়া শনৈঃ শনৈ বিস্ফুরণ মাত্র করিতে লাগিলেন, মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে সমর্থ হইলেন না। বৃকোদর অযুত নাগ সম বলবান্, সিংহস্কন্ধ ও মহাভুজ হইয়াও সর্পগ্রস্ত হইয়া সর্পের বরদান প্রভাবে বিমোহিত হওয়াতে বলহীন হইয়া পড়িলেন। সেই বীর আত্ম পরিত্রাণে বিস্তর প্রযত্ন প্র-

কাশ করিলেন, কিন্তু কোনমতেই সর্পের প্রতিকুলতাচরণে সক্ষম হইলেন না।

অষ্টসপ্তত্যধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তেজস্বী ভীমসেন সেই রূপে সর্প বশীভূত হইয়া সর্পের অত্যাশ্চর্য্য মহৎ বীর্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, হে পন্নগ! তুমি স্বেচ্ছানুসারে বল, তুমি কে? আমার দ্বারাই বা কি কার্য্য করিবে? আমি ধর্ম্মরাজের কনিষ্ঠ, পাণ্ডুপুত্র; আমার নাম ভীমসেন এবং আমি অযুত নাগের বল ধারণ করিয়া থাকি, অতএব তুমি আমাকে কি প্রকারে আত্ম বশে আনয়ন করিলে? আমি সমরে কেশরী সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ ও হস্তী সমাগত হওয়াতে তাহাদিগকে সংহার করিয়াছি। হে পন্নগোত্তম! মহাবল রাক্ষস, পিশাচ ও পন্নগেরা আমার ভুজবলের বেগ সহ্য করিতে শক্ত হয় না। হে ভুজগেন্দ্র! তোমার কি কোন বিদ্যা বল অথবা বরদান আছে, যে, তৎপ্রযুক্ত আমি-যত্ন করাতেও তুমি আমাকে বশীভূত করিলে? হে নাগ! যে হেতু তুমি আমার এই মহৎবল প্রতিহত করিলে, অতএব মনুষ্যদিগের যে, বিক্রম বৃথা, ইহাই আমার বুদ্ধিতে অনুভূত হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অক্লিষ্ট কর্ম্মা বীর ভীমসেন এই রূপ বলিতেছেন, কিন্তু সেই অজগর তাঁহাকে মহাকায় দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিল এবং সেই মহাবাহুকে নিগ্রহ করিয়া পরিশেষে তাঁহার পীন ভুজদ্বয় বিমোচন পূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিল, হে মহাভুজ! আমি বহু কাল হইতে ক্ষুধিত রহিয়াছি, দেবতারা আমার ভাগ্য ক্রমেই অদ্য তোমাকে ভক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যে হেতু দেহধারিমাত্রের প্রাণই অতিশয় প্রিয় পদার্থ। হে সত্তম অরিন্দম! আমি যেরূপে এই সর্পদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অবশ্যই অদ্য তোমার নিকট বক্তব্য, তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমি মহর্ষিদিগের কোপে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব শাপের বিনাশাভিলাষে সে সকল তোমাকে কহিতেছি। নহুষ নামে যে এক রাজর্ষি ছিলেন, তাহা ব্যক্তই আছে, অতএব তাহা তোমার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে। তিনি তোমারই পূর্ব্বপুরুষের পূর্ব্বপুরুষ এবং আয়ুরাজার বংশধর পুত্র, আমিই সেই নহুষ। আমি ব্রাহ্মণগণকে অবমাননা করিয়া অগস্ত্যশাপে এই অবস্থাপন্ন হইয়াছি, আমার এই দুর্দ্দৈব দেখ। যদিও তুমি মদীয় বংশোদ্ভব, অতীব প্রিয়দর্শন ও অবধ্য, তথাপি অদ্য আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব। এবিষয়ে যাদৃশ বিধান তাহা শ্রবণ কর। হে নরোত্তম! মাতঙ্গই হউক, বা মহিষই হউক, দিবসের ষষ্ঠভাগে কেহ আমার বশতাপন্ন হইলে কোন প্রকারে বিমুক্ত হইতে পারে না। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি, তির্য্যগ্‌যোনি গত ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক কেবল বল দ্বারাই গৃহীত হও নাই, আমার প্রতি যে বরদান আছে, তৎপ্রভাবেই তুমি গৃহীত হইয়াছ। আমি যখন ইন্দ্রাসনচ্যুত হইয়া বিমানাগ্র হইতে পতিত হই, তখন মুনি সত্তম ভগবান্ অগস্ত্যকে কহিয়াছিলাম, যে, আপনি আমার শাপ মোচনের উপায় বিধান করুন। পরে তেজস্বী অগস্ত্য দয়ার্দ্র হইয়া আমাকে কহিলেন, হে রাজন্! কিছুকাল পরিবর্ত্ত হইলে পর তোমার শাপ হইতে মোচন হইবে। তদবধি আমি পৃথিবীতে পতিত রহিয়াছি, কিন্তু আমার স্মৃতিশক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, তাহাতেই পূর্ব্বে আমার যেরূপ জ্ঞান ছিল, এক্ষণে তদ্রূপই স্মৃতিপথে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঋষি আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, যে, যেকোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তোমার কথিত প্রশ্ন সকলের প্রত্যুত্তর করিবেন, তিনি তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবেন এবং তুমি যে প্রাণীকে গ্রহণ করিবে, সে অধিকতর বলীয়ান্ হইলেও তাহার আশু বল

হ্রাস হইবে। হে মহাদ্যুতে! আমার প্রতি অগস্ত্য প্রভৃতি সেই সকল দয়াবান্ ঋষিদিগের সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। আমি তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিলে পর, তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন। যেহেতু আমি পরম দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, সেই হেতুই এই সর্প-যোনি প্রাপ্ত হইয়া কাল প্রতীক্ষায় অপবিত্র নরক মধ্যে বাস করিতেছি।

মহাবাহু ভীমসেন ভুজঙ্গমকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহাসর্প! আমি কুপিত হইতেছি না, এবং আপনাকেও নিন্দা করি না, যে হেতু মনুষ্য সুখ দুঃখের আগমে অথবা অপায়ে কখন বা সামর্থ্য হীন কখন বা সামর্থ্যবান্ হইয়া থাকে; অতএব তন্নিমিত্তে মনকে গ্লানিযুক্ত করিবে না। কোন ব্যক্তি পুরুষকার দ্বারা দৈবকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হয় না, অতএব দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি; পুরুষার্থ কোন কার্য্যকারক নহে। দেখ, দৈব বিঘাত বশতই আমি অদ্য ভুজবলের আশ্রয় রহিত হইয়া অকারণে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু রাজ্য পরিচ্যুত বিপিনে ন্যস্ত ভ্রাতৃগণের প্রতি অদ্য আমার যেরূপ শোক হইতেছে, আমার আত্ম বিনাশ জন্য তাদৃশ অনুতাপ হইতেছে না। এই হিমালয় শৈল অতিশয় দুর্গম এবং ইহা যক্ষ রাক্ষসে সঙ্কুল; এস্থলে তাঁহারা আমাকে অন্বেষণ করিয়া বিহ্বল ও প্রপতিত হইবেন। বিশেষত আমি রাজ্যকাম হইয়া সেই ধর্ম্মশীল দিগকে বাধ্য করিয়াছি, এখন তাঁহারা আমাকে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া নিরুদ্যম হইয়া পড়িবেন। ধীমান্ অর্জ্জুন বিষাদ প্রাপ্ত না হইতে পারেন, কেননা তিনি সর্ব্বাস্ত্রবিৎ; কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি রাক্ষস, কেহই তাঁহাকে পরিভব করিতে পারে না। সেই সুমহাবল মহাবাহু অর্জ্জুন একাকী দেবরাজকেও আশু পদচ্যুত করিতে সমর্থ; অতএব দুর্দ্যূত-ক্রীড়নশীল, সর্ব্বলোকের বিদ্বেষ্য, দম্ভ মোহ পরায়ণ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে যে তিনি পরাজয় করিবেন, তাহার আর কথা কি আছে? হে ভুজঙ্গ রাজ! পুত্রবৎসলা দীনা জননীর প্রতি আমার শোক উপস্থিত হইতেছে; যিনি অপর হইতে আমাদিগের আধিক্য ও মহত্ত্ব নিত্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন, হে ভুজঙ্গ! আমার প্রতি সেই অনাথার যে সমস্ত মনোরথ আছে, তাহা কি আমার বিনাশ হেতু বিফল হইবে! হে ভুজঙ্গম! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের অনুবর্ত্তী যমজ নকুল সহদেব আমার বাহুবলে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং তাহারা সর্ব্বদা পুরুষাভিমানী. অতএব আমার বোধ হইতেছে, তাহারা আমার বিনাশ হেতু বীর্য্য পরাক্রম হইতে পরিভ্রষ্ট ও পরিদেবনা পরায়ণ হইবে। তৎকালে বৃকোদর এই প্রকার বিস্তর বিলাপ করিলেন। তিনি ভুজঙ্গভোগে বেষ্টিত হওয়াতে শরীর চালনা করিতে শক্ত হইলেন না।

এদিকে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির দারুণ অনিষ্ট উৎপাত দর্শন করত উদ্বিগ্ন হইয়া অস্বস্থ-চিত্ত হইলেন। দিঙ্মণ্ডল প্রদীপ্ত হওয়াতে শিবা সকল ত্রাসান্বিত হইয়া সেই আশ্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক নিদারুণ অমঙ্গল রব করিতে লাগিল। বর্ত্তিকা পক্ষীকে এক পক্ষ বিস্তার, এক চক্ষুতে দর্শন ও এক চরণে উপবেশন করত ভয়ঙ্কর রূপ হইয়া ম্লান ভাবে সূর্য্যাভিমুখে রক্ত বমন করিতে দেখা যাইতে লাগিল; বায়ু রুক্ষ ও প্রচণ্ড হইয়া শর্কর আকর্ষণ করত বহিতে লাগিল; মৃগপক্ষিকুল দক্ষিণদিকে রব করিতে লাগিল; কৃষ্ণ বায়স পৃষ্ঠ দিকে 'যাও, যাও' এই কথা বলিতে লাগিল; তাঁহার দক্ষিণ বাহু মুহুর্মুহু স্পন্দন করিতে লাগিল; বাম চরণ ও হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, এবং সব্য চক্ষু অনিষ্ট সূচক হইয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল। হে ভারত! মেধাবী ধর্ম্মরাজ এই সকল অনিষ্ট সূচক উৎপাত দর্শন করত মহাভয় উপস্থিত বিবেচনা করিয়া দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীম কোথায়? পাঞ্চালী তাঁহাকে কহিলেন, বৃকোদর অনেক ক্ষণ এখান হইতে গিয়াছেন।

মহারাজ রাজা যুধিষ্ঠির ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ধৌম্যের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি ধনঞ্জয়কে কহিলেন, তুমি দ্রৌপদীকে রক্ষা করিবে, এবং তিনি নকুল ও সহদেবকে দ্বিজ গণের রক্ষা নিমিত্তে আদেশ করিলেন; অনন্তর সেই আশ্রম হইতে ভীমের পদ চিহ্ন দেখিয়া বহির্গমন পূর্ব্বক মহারণ্য মধ্যে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব দিকে অনেক মহাগজযূথ পতিকে পতিত ও ভীমের চিহ্নে চিহ্নিত ভূমি দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সহস্র সহস্র মৃগ ও শত শত সিংহকে বনে পতিত দেখিয়া তাঁহার গমনের পথ অবগত হইলেন। বাতবেগী বীর ভীমসেন যে পথে মৃগার্থ ধাবমান হইয়াছিলেন, তথায় তাঁহার ঊরু-বাতের বেগে দ্রুম সকল ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন সেই সকল চিহ্নানুসরণ ক্রমে গমন করিতে করিতে রুক্ষমারুত-ভূয়িষ্ঠ, নিষ্পত্র দ্রুম সঙ্কুল, গিরিগহ্বর সন্নিহিত, কণ্টকিবৃক্ষে সমাকীর্ণ, প্রস্তরখণ্ড ও শাখাহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিটপীতে পরিপূর্ণ, বিষমোৎকট, সুদুর্গ, জনশূন্য উষরপ্রদেশে গিয়া দেখিলেন, তথায় অনুজ ভীমসেন এক মহাসর্প কর্তৃক গৃহীত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

একোনাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীমান্ যুধিষ্ঠির প্রিয় ভ্রাতাকে ভুজগ-ভোগে বেষ্টিত দেখিয়া কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! তুমি কি প্রকারে এই আপদ্গ্রস্ত হইয়াছ, পর্ব্বতাভোগ সদৃশ এই ভুজগ প্রধানই বা কে?

ভীমসেন অগ্রজ ভ্রাতা ধর্ম্মরাজকে দেখিয়া আপনাকে সর্পগ্রস্ত হইবার সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন, হে আর্য্য! এই মহাবলী আমাকে ভক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিয়াছেন; ইনি নহুষ নামে রাজর্ষি, সর্প রূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

যুধিষ্ঠির ভুজঙ্গমকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে আয়ুষন্! তুমি এই অমিত বিক্রম মদীয় ভ্রাতাকে পরিত্যাগ কর, আমরা তোমার ক্ষুন্নিবারণ নিমিত্তে অন্য আহার প্রদান করিব।

সর্প কহিল, হে বৎস মহাবাহো! এই রাজপুত্র আমার আহার রূপে মদীয় মুখে সমাগত হওয়াতে ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি গমন কর, এখানে থাকিও না, এখানে থাকিলে তুমিও কল্য আমার আহার হইবে, কেন না; তুমিও আমার অধিকারে আসিয়াছ। আমার ব্রত এই যে, যে ব্যক্তি আমার অধিকারে আগমন করিবে, সে আমার ভক্ষ্য হইবে। আমি বহুকালের পর তোমার এই অনুজকে আহার পাইয়াছি, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিব না এবং অন্য আহারও কামনা করি না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প! যুধিষ্ঠির তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি দেবতা, কি দৈত্য, কিম্বা উরগ, যে হও, সত্য করিয়া বল। হে ভুজঙ্গম! তুমি কি নিমিত্তে ভীমসেনকে গ্রাস করিতেছ? কি বস্তু আহরণ করিলে, অথবা কি জ্ঞাত হইলে তোমার প্রীতি জন্মে? তোমাকে কি আহার প্রদান করিব? এবং কি রূপ কার্য্য করিলেই বা তুমি ইহাকে মুক্ত করিবে?

সর্প কহিল, হে অনঘ! আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ সোম বংশীয় আয়ু রাজার পুত্র, সোম অপেক্ষা অধস্তন পঞ্চম পুরুষ নহুষ নামে বিখ্যাত রাজা ছিলাম। আমি যজ্ঞ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, দম ও বিক্রম দ্বারা অনায়াসে ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তখন তাদৃশ ঐশ্বর্য্য পাইয়া আমার দর্প জন্মিল। সহস্র ব্রাহ্মণ আমার শিবিকা বহন করিতে লাগিল। আমি ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া দ্বিজ গণকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলাম, তজ্জন্য মহাত্মা অগস্ত্য হইতে এই দশা প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু হে পাণ্ডব! অদ্যাপি প্রজ্ঞাবিহীন হই নাই। হে রাজন্! সেই মহাত্মা অগস্ত্যের অনুগ্রহেই আমি

তোমার অনুজকে দিবসের ষষ্ঠ ভাগে আহার পাই-য়াছি, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিব না এবং অন্য আহারও কামনা করি না। কিন্তু যদি অদ্য তুমি মদুচ্চরিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর, তাহা হইলে, তোমার ভ্রাতা বৃকোদরকে বিমোচন করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভুজঙ্গম! যাহা তোমার ইচ্ছা হয়, ব্যক্ত কর, আমি তোমার প্রশ্নের প্রত্যুক্তি করিব; তাহা হইলে যদি তোমার প্রীতি আহরণ করিতে পারি। হে সর্পরাজ! ব্রাহ্মণের যাহা বেদ্য, তাহাই তুমি অবশ্য জ্ঞাত আছ, অতএব আমি তোমার বচন শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিতে পা-রিব।

সর্প কহিল, হে নৃপ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ কে, ও বেদ্যই বা কে, তাহা বল। যে হেতু বাক্য দ্বারা তোমাকে অতিশয় সুমতিমান্ অনুমান করিতেছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে নাগেন্দ্র! সত্য, দান, ক্ষমা, শীলতা, অক্রূরতা, তপস্যা ও দয়া যাঁহাতে দৃশ্যমান হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়া-ছেন, এবং যিনি সুখ দুঃখ রহিত ও যাঁহাকে জা-নিলে মনুষ্য শোক প্রাপ্ত হয় না, সেই পরব্রহ্মই বেদ্য। আর তোমার কি বিবক্ষিত আছে, তাহা ব্যক্ত কর।

সর্প কহিল, হে যুধিষ্ঠির! অপৌরুষেয় সত্য বেদ বাক্য চতুর্ব্বর্ণেরই হিতকর ও প্রমাণ, এবং তৎ-প্রতিপাদ্য সত্য, দান, অক্রোধ, আনৃশংস্য, অহিংসা ও দয়া শূদ্রেতেও যে দৃষ্ট হইতেছে? আর তুমি সুখ দুঃখ রহিত বস্তুকে বেদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, কিন্তু সুখ দুঃখ হীন অন্য কোন বস্তু যে আছে, ইহা বোধ হয় না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প! যে শূদ্রে ঐ সকল লক্ষণ থাকে, এবং যে ব্রাহ্মণে তাহা থাকে না, সে শূদ্র শূদ্র নয় এবং সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। হে সর্প! যে ব্যক্তিতে এই সকল চরিত্র লক্ষ্য হয়, তিনি ব্রা-হ্মণ বলিয়া নির্দিষ্ট হন; আর যে ব্যক্তিতে ইহা বিদ্যমান নাই, তাহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আর তুমি যে বলিলে, "সুখ দুঃখ হীন জ্ঞেয় বস্তু নাই, যে হেতু সুখ দুঃখ হীন কোন পদার্থই থাকে না।" হে সর্প! এই রূপ বোধ হয় বটে যে, সুখ দুঃখ হইতে হীন কোন বস্তু নাই; কিন্তু যে প্রকার শীত উষ্ণের মধ্যে শীততা কি উষ্ণতা থাকে না, সেই রূপই সুখ দুঃখ হীন কোন বস্তু কোথাও থাকে না; অর্থাৎ যেরূপ শীততা ও উষ্ণতা ব্যতীত কোন অনির্ব্বচনীয় পদার্থ থাকা স্বীকার করিতে হয়, সেই প্রকার সুখ দুঃখ হীন কোন অনির্ব্বচনীয় জ্ঞেয় বস্তু থাকা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমার এই রূপ বিবেচনা হয়, তবে তুমি যাহা বিবে-চনা কর।

সর্প কহিল, হে আয়ুষ্মন্! যদি চরিত্র দ্বারাই ব্রাহ্মণ নিশ্চিত হয়, তবে যে পর্য্যন্ত চরিত্রের কার্য্য না হয়, সেই পর্য্যন্ত জাতি বিভাগ বৃথা।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামতি মহাসর্প! আ-মার এই বোধ হয়, সর্ব্ব বর্ণের সঙ্কর হেতু মনুষ্য মাত্রেতে জাতি নিশ্চয় দুঃসাধ্য। সকল মনুষ্য সকল স্ত্রীতে চির কাল পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকে, এবং মনুষ্য মাত্রেরই জন্ম, মরণ, বাক্য ও মৈথুন সমান। বিশেষতঃ "যে যজামহে" ইত্যাদি ঋষি বাক্য প্রমাণও রহিয়াছে, সেই হেতু যাঁহারা চরিত্রকে প্রধান যজ্ঞ বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারাই তত্ত্বদর্শী বলিয়া উক্ত হন। পুরুষের নাড়ী ছেদনের পূর্ব্বে জাত কর্ম্ম বিহিত হয়, তখন তাহার মাতাই সা-বিত্রী এবং পিতাই আচার্য্য; এবিষয়ে সংশয় হও-য়াতে স্বায়ম্ভুব মনু এই রূপ কহিয়াছেন। পুরুষ যে পর্য্যন্ত বেদে সংযুক্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত শূদ্র সম থাকে। হে নাগেন্দ্র! বর্ণ সকলের সংস্কারাদি-ক্রিয়া কৃত হইলেও যদি তাহাতে সচ্চরিত্রতা বিদ্য-মান না থাকে, তবে সে স্থলে সঙ্করকে বলবান্ বলি-য়া নিশ্চয় করিবে। হে ভুজগ প্রধান মহাসর্প

অধুনা যে পুরুষেতে সুসংস্কৃত চরিত্র দৃষ্ট হয়, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি।

সর্প কহিল, হে যুধিষ্ঠির! তোমার বাক্য আমি শ্রবণ করিলাম, তুমি বেদ্য বস্তু জ্ঞাত হইয়াছ, এক্ষণে আমি তোমার ভ্রাতা বৃকোদরকে কি রূপে আর ভক্ষণ করিতে পারি!

অশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে নাগেন্দ্র! এই লোক মধ্যে তোমাকে বেদ বেদাঙ্গপারগ বোধ হইতেছে, অতএব জিজ্ঞাসা করি কি কর্ম্ম করিলে, মনুষ্যের উত্তম গতি হয়, তাহা তুমি বর্ণন কর।

সর্প কহিল, হে ভারত! আমার বিবেচনা এই যে, মনুষ, পাত্রে দান করিলে, প্রিয় ও সত্য বাক্য বলিলে এবং অহিংসা রত হইলে স্বর্গে গমন করিতে পারে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প! দান ও সত্য, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এবং অহিংসা ও প্রিয় ব্যবহার, এই উভয়ের মধ্যেই বা শ্রেষ্ঠ কে ও অশ্রেষ্ঠ কে? তাহা বল।

সর্প কহিল, হে রাজেন্দ্র! আমার এই নিশ্চয় বোধ আছে, দান ও সত্য এবং অহিংসা ও প্রিয়কার্য্য, ইহাদিগের মধ্যে কার্য্যের গুরুতা হেতু শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ হয়। কোন দান-যোগ হইতে সত্য, বিশিষ্ট হয়; এবং সত্য বাক্য হইতেও কোন দান, বিশেষ রূপে গণ্য হয়। এই রূপ কোন প্রিয় বাক্য হইতে অহিংসা, ও কোন অহিংসা হইতে প্রিয় কার্য্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিশ্চিত হয়। এই রূপে কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া ইহাদিগের গুরু লাঘব নিশ্চয় হইয়া থাকে। হে রাজন্! ইহার পর অন্য যে কিছু তোমার অভিপ্রেত হয়, বল, আমি তাহার উত্তর করিতেছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প! যাহার শরীর বিনষ্ট হইয়াছে, এমত ব্যক্তির অর্থাৎ দেহ হীন ব্যক্তির নিশ্চিত কর্ম্ম ফল স্বর্গে গতি ও শব্দ স্পর্শাদি বিষয় ভোগ কি রূপে বোধগম্য করা যায়, এ সমস্ত তুমি আমার নিকট ব্যক্ত কর।

সর্প কহিল, হে রাজন্! মনুষ্যদিগের স্বকর্ম্মানুসারে মনুষ্য জন্ম, স্বর্গবাস ও তির্য্যগ্ জন্ম, এই তিন প্রকার গতি পরিদৃষ্ট হয়। মনুষ্য নিরলস হইয়া অহিংসা-সমাযুক্ত দানাদি কার্য্য দ্বারা এই মানুষলোক হইতে গমন করিয়া স্বর্গভোগ করে; ইহার বিপরীত কার্য্য দ্বারা অর্থাৎ পুণ্য পাপের তারতম্যানুসারে মনুষ্য জন্ম ও তির্য্যক্ জন্ম, উভয়ই হইয়া থাকে, ইহাতে বিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহে সমন্বিত হয়, সে মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তির্য্যগ্যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। এবং মনুষ্য জন্ম লাভের নিমিত্তেও তির্য্যগ্যোনি হইতে মুক্তি হয়, ইহা বেদবোধিত হইয়াছে; এবং গো, অজ ও অশ্ব যোনি হইতেও দেবত্ব লাভ হইয়া থাকে, ইহাও বেদে দৃষ্ট হইতেছে। হে বৎস! কর্ম্মানুষ্ঠায়ী জীব এই রূপ গতিতে বিচরণ করে, এবং দ্বিজ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি নিত্য-ব্রহ্মেতে আত্মাকে বিলীন করেন। দেহাভিমানী ফলার্থী জীব কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট কর্ত্তৃক উপগৃহীত হইয়া কোন জাতিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দৈহিক ফল ভোগ করিয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামতি সর্প! শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ে সেই অসঙ্গ আত্মার অধিষ্ঠান কি রূপে হয়, তাহা তুমি অব্যগ্র চিত্তে বল। আর তুমি কি এক কালীন শব্দ স্পর্শাদি সমস্ত বিষয় গ্রহণ কর না? মদুক্ত এই সকল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর।

সর্প কহিল, হে আয়ুষ্মন্! আত্মা-স্বরূপ দ্রব্য, স্থূল সূক্ষ্ম দেহের আশ্রয় হেতু করণ গণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া যথাবিধান ক্রমে বিষয় সকল উপভোগ করেন। হে ভরতর্ষভ! এ স্থলে সেই আত্মার বিষয় ভোগে করণ সকল আমার নিকট শ্রবণ কর;

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, ইহাদিগকে করণ বলা যায়। হে বৎস! জীব, বিষয়াধার ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত মন দ্বারা স্বস্থান হৃদয়াকাশ হইতে নিঃসৃত হইয়া এই সকল শব্দ স্পর্শাদি বিষয় ক্রমে ক্রমে অনুভব করে; ফলত জীবের বিষয়ানুভবের প্রতি মনই হেতু রূপে বিহিত; সুতরাং জীবের এক কালীন শব্দ স্পর্শাদি সমস্ত বিষয়ের অনুভব হইতে পারে না। হে পুরুষেন্দ্র! জ্ঞানী যোগীরা বুদ্ধির অভাব সময়ে যে জ্ঞান অনুভব করিয়া থাকেন, সেই বিধিই আত্ম প্রকাশের জ্ঞাপন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প! তুমি মন ও বুদ্ধি এ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ আমাকে বল, যেহেতু তাহা অধ্যাত্মবেত্তা দিগের পরম কার্য্য বলিয়া বিহিত।

সর্প কহিল, আত্মা, মায়ার উপদ্রব দ্বারা বুদ্ধির অতীব অনুগত; সেই হেতু বুদ্ধি আত্মার আশ্রিত হইয়াও তাঁহার প্রেরক হয়। বিষয়েতে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হেতু বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে; মন উৎপন্নই আছে; বুদ্ধির সুখ দুঃখাদি উৎপাদন সামর্থ্য নাই, মনের তাহা আছে; হে বৎস! মন ও বুদ্ধির প্রভেদ এই। তুমিও অভিজ্ঞ, অতএব এ বিষয়ে তুমিই বা কি রূপ বিবেচনা কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভুজঙ্গম! যেহেতু তুমি জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ, তোমার বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, সুতরাং জ্ঞেয় বস্তু তোমার বিদিত হইয়াছে; তবে আমাকে এ বিষয় কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? হে সর্প! আমার আর এক টি এই মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও তোমার অদ্ভুত শুভ কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তজ্জন্য তুমি স্বর্গবাসী হইয়াছিলে; এমত স্থলে তোমাতে কি রূপে মোহ প্রবেশ করিল?

সর্প কহিল, যুধিষ্ঠির! আমার বিবেচনা এই যে, যদি মনুষ্য শূর ও সুবুদ্ধিও হয়, তথাপি ঐশ্বর্য্য মদ তাহাকে মোহিত করে, অতএব ঐশ্বর্য্য সুখে সমাসক্ত সমস্ত পুরুষই মুগ্ধ হইয়া থাকে; এই নিমিত্তে আমি ঐশ্বর্য্য মোহে মত্ত হইয়া এই স্থানে পতিত হইয়াছি। এবং বোধ প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে সম্বোধিত করিতেছি। হে পরন্তপ মহারাজ! তুমি আমার হিত কার্য্য করিলে, তুমি সাধু স্বভাব, তোমার সহিত আলাপ করিয়া আমার নিদারুণ শাপ ক্ষয় হইল। আমি পূর্ব্ব কালে স্বর্গে দিব্য বিমানারোহণে বিচরণ করত অভিমানে মত্ত হইয়া অন্য কিছুই চিন্তা করিতাম না। ব্রহ্মর্ষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগ গণ সমস্ত ত্রৈলোক্য-বাসীরা আমাকে কর প্রদান করিত। হে পৃথিবীশ্বর! আমার এতাদৃশ দৃষ্টি বল ছিল যে, আমি যে প্রাণীকে চক্ষু দ্বারা ঈক্ষণ করিতাম, তৎক্ষণাৎ তাহার তেজ হরণ করিতাম। সহস্র ব্রহ্মর্ষি আমার শিবিকা বহন করিতেন, সেই কুনীতিই আমাকে শ্রী হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিল। একদা অগস্ত্য মুনি আমার শিবিকা বহন করিতেছিলেন, তৎ কালে তিনি আমার পদ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি রুষ্ট হইয়া আমাকে "তোমার ধ্বংস হউক, তুমি সর্পমূর্ত্তি প্রাপ্ত হও" এই রূপ কহিলেন। অনন্তর আমি শ্রী ভ্রষ্ট হইয়া সেই বিমানাগ্র হইতে পতিত হইলাম এবং পড়িতে পড়িতে আপনাকে অধোমুখ সর্প রূপ দেখিতে পাইলাম। তখন আমি বিপ্র অগস্ত্যের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলাম যে, হে ভগবন্! আমি প্রমাদ প্রযুক্ত বিমূঢ় হইয়াছিলাম, অতএব আপনি ক্ষমা করুন, আমার অভিশাপের অন্ত হউক। অনন্তর তিনি কৃপান্বিত হইয়া আমার পতন কালেই আমাকে ইহা বলিলেন যে, "ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। হে নরাধিপ! তোমার ঘোর অভিমান রূপ পাপের ফল ক্ষয় হইলে তুমি পুণ্য ফল প্রাপ্ত হইবে।" পরে তাঁহার সেই তপোবল দেখিয়া আমার বিস্ময় জন্মিয়াছিল, সেই জন্যই আমি তোমাকে ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ বিষয়ক প্রশ্ন করিলাম। হে

নৃপ! পুরুষদিগের সত্য, দম, তপস্যা, দান, অহিংসা ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠতা সর্ব্বদা সাধক হয়, জাতি ও কুল সাধক নহে। মহারাজ! মহাবল ত্বদীয় ভ্রাতা এই ভীমসেন নিরাপদ হউন, তোমার মঙ্গল হউক, আমি পুনরায় স্বর্গে গমন করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সর্পরূপ নহুষ এই কথা বলিয়া আজগর বপু পরিত্যাগ ও দিব্য দেহ গ্রহণ পূর্ব্বক সুরলোকেই গমন করিলেন। শ্রীমান্ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও ধৌম্য সমভিব্যাহারে পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বিজ গণ ও অনুজ গণ সকলের নিকট যথাসম্ভূত সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। সেই সকল দ্বিজগণ, যশস্বিনী দ্রৌপদী ও অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এই তিন ভ্রাতা তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডব দিগের হিত কামনায় ভীমের দুঃসাহসকে নিন্দা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এরূপ কার্য্য আর করিও না। পাণ্ডবেরা মহাবল ভীমকে ভয়-মুক্ত দেখিয়া হর্ষান্বিত হইলেন এবং আমোদ সহকারে বিহার করিতে লাগিলেন।

আজগর প্রকরণ ও একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮১॥

মার্কণ্ডেয় সমাস্যা প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা সেই পর্ব্বত সম্বন্ধীয় স্থানে বাস করিতেছিলেন; তৎ কালে তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্ব প্রাণী গণের সুখাবহ গ্রীষ্মান্তকর প্রাবৃট্ কাল সমুপস্থিত হইল। তখন নিদাঘান্তকের নিকেতন স্বরূপ শত শত সহস্র সহস্র কৃষ্ণ বর্ণ মেঘবৃন্দ দিঙ্মণ্ডল ও নভস্তল আচ্ছাদন করত দিবা নিশি নিরন্তর বর্ষণ করিতে লাগিল। ধরণীতে অর্ক প্রভা জাল তিরোহিত হইল; সৌদামিনীর বিমল দ্যুতি বিদ্যোতিত হইতে লাগিল; শস্যাঙ্কুর সকল সমারূঢ় হইল; দংশ ও সরীসৃপের প্রাদুর্ভাব হইল; ভূমণ্ডল সলিল সিক্ত, শান্ত ও সর্ব্ব প্রাণীর মনোরম হইয়া উঠিল এবং সমস্ত স্থান সলিলাস্তৃত হওয়াতে সম কি বিষম, ভূতল কি নদী, কিছুই বোধগম্য রহিল না। বর্ষার প্রাদুর্ভাবে নদী সকল প্রবল পবনের ন্যায় মহাবেগশীল ও ক্ষুব্ধতোয় হইল এবং কানন সকলকে শোভিত করিতে লাগিল; বর্ষাভিষিক্ত রবকারী বরাহ, মৃগ ও বিহঙ্গ গণের বিবিধ রব কানন মধ্যে শ্রুত হইতে লাগিল; চাতক, ময়ূর ও পুংস্কোকিল কুল মত্ত হইয়া উঠিল এবং মণ্ডূক সকল দর্পিত হইয়া লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। গিরি সন্নিহিত শুষ্ক ভূমিতে বিচরণ করিয়া পাণ্ডবদিগের মেঘানুনাদিত তাদৃশ বিবিধাকার প্রাবৃট্ কাল সুখে সমতীত হইল।

অনন্তর শরৎকাল বিকশিত হইল, তাহাতেও মহাত্মা পাণ্ডব দিগের চিত্ত প্রমোদ জন্মিল। বক ও হংস শ্রেণীতে ইতস্তত সমাকীর্ণ হইল; পর্ব্বত সানুতে সমারূঢ় বহুল তৃণ ও বন দৃষ্ট হইতে লাগিল; নদী জল সকল সুনির্ম্মল হইল; বিমল আকাশে নক্ষত্র মণ্ডলী প্রকাশ পাইতে লাগিল; নানাস্থান মৃগ পক্ষিগণে সমাকীর্ণ হইল; জলদ সদৃশ শীতল নির্ম্মল যামিনী গ্রহ নক্ষত্র সমূহ ও চন্দ্র মণ্ডলে বিরাজিত দৃশ্যমান হইতে লাগিল এবং শীতল বারি পূর্ণ, সুখকর সরোবর ও নদী সকল কুমুদ কমলে অলঙ্কৃত হইয়া নয়নানন্দকর হইয়া উঠিল। তখন আকাশসদৃশ তট সমন্বিতা তীরস্থ বেতস বৃক্ষে সমাকুলা পুণ্যতীর্থা সরস্বতীতে বিচরণ করিয়া পাণ্ডবদিগের হর্ষোদয় হইল। দৃঢ় ধন্বা সেই বীরপুরুষেরা বিমল সলিলাঢ্যা পরিপূর্ণা শুভা সরস্বতী অবলোকন করত প্রমুদিত হইলেন। হে জনমেজয়! সেই স্থানে বাস করণ সময়ে পর্ব্ব সন্ধিতে শারদী কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী নিশা সমুপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা মহাসত্ত্ব পুণ্যবান্ তাপস গণের সহিত তদ্বিহিত সমুদায় উৎকৃষ্ট তীর্থ-যোগ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন।

তৎপরেই কৃষ্ণপক্ষ সমাগমে ধৌম্য, সূত ও পৌরোগব দিগের সহিত কাম্যক বনে গমন করিলেন।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবেরা কৃষ্ণা সহ কাম্যক বনে উপনীত ও তত্রস্থ মুনিগণ কর্ত্তৃক আতিথ্য-সৎকৃত হইয়া অবস্থান করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা বিশ্বস্ত ভাবে তথায় বাস করিতে থাকিলে, বহুতর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন। পরে কোন এক দ্বিজ বলিতে লাগিলেন, অর্জ্জুনের প্রিয় সখা উদার-প্রাজ্ঞ অ-পরতন্ত্র কৃষ্ণ এখানে আসিবেন। কুরুকুলানন্দন আপনারা যে এখানে আসিয়াছেন, তাহা তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা আপনাদিগের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন, সম্প্রতি আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। আর বহুবৎসর জীবী স্বাধ্যায় তপঃসম্পন্ন মহাতপা মার্কণ্ডেয়ও শীঘ্র আপনাদিগের নিকটে আসিবেন। ব্রাহ্মণ এই রূপ বলিতে বলিতেই কেশবকে তথায় দেখিতে পাইলেন।

রথিপ্রবর দেবকী পুত্র কেশব সত্যভামার সহিত, পাণ্ডবদিগের দর্শনাভিলাষে, শচী-সমবেত পুরন্দরের ন্যায়, শৈব্য ও সুগ্রীব নামক অশ্ব যুক্ত রথারোহণে তথায় উপনীত হইলেন। ধীমান্ কৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক হর্ষ সহকারে যথাবিধি যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে বন্দনা ও ধৌম্যকে পূজা করিলেন। পরে নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া গুড়াকেশকে আলিঙ্গন করিয়া দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিলেন। দাশার্হ কৃষ্ণ, বীর্য্যসম্পন্ন অরিন্দম প্রিয় ফাল্গুনকে বহু দিনের পর সমাগত দেখিয়া পুনঃপুন আলিঙ্গন করিলেন। এবং কৃষ্ণের প্রিয় মহিষী সত্যভামা পাণ্ডব দিগের প্রিয় ভার্য্যা দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর পাণ্ডবেরা সকলে ভার্য্যা ও পুরোহিতের সহিত, পুণ্ডরীকাক্ষকে অর্চ্চনা করিলেন ও চতুর্দ্দিগে পরিবৃত হইলেন। কৃষ্ণ, অসুর-তর্জ্জন পৃথানন্দন ধনঞ্জয়ের সহিত সমবেত হইয়া, যে প্রকার মহাত্মা ভূতনাথ সাক্ষাৎ ভগবান্ মহাদেব কার্ত্তিকেয়ের সহিত সমবেত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হন, সেই রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর কিরীটমালী অর্জ্জুন গদাগ্রজ মধুসূদনকে বনবাসের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সুভদ্রা ও অভিমন্যু কেমন আছে?

অনন্তর মধুসূদন পার্থ, কৃষ্ণা ও পুরোহিতকে যথাবৎ সম্মানিত করিয়া একত্র উপবেশন পূর্ব্বক নৃপতি যুধিষ্ঠিরকে প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ পাণ্ডব! পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, রাজ্যলাভ হইতে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, সেই ধর্ম্ম বৃদ্ধি নিমিত্তেই তপস্যা। আপনি সত্য ও সারল্য দ্বারা স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া ইহ ও পর লোক জয় করিয়াছেন। অগ্রে ব্রতাচরণ পূর্ব্বক সম্যক্ রূপে বেদাধ্যয়ন করেন, পরে সমগ্র ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে বসু লাভ করত অনেক পুরাতন ক্রতু নিষ্পাদন করিয়াছেন। হে নরেন্দ্র! আপনকার গ্রাম্য ধর্ম্মে রতি নাই, আপনি কাম হেতু কোন কর্ম্ম করেন না এবং অর্থ লোভে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, সেই স্বতঃসিদ্ধ প্রভাব হেতুই আপনি ধর্ম্মরাজ হইয়াছেন। হে রাজন্! আপনার রাজ্য, ধন ও ভোগ সংলব্ধ হইলেও দান, সত্য, তপস্যা, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ক্ষমা ও ধৃতি, এই সকল সর্ব্বকালে পরম রতি হইয়াছে। যখন কুরুজাঙ্গল দিগের জন সমূহ সভা মধ্যে কেশাকৃষ্টা কৃষ্ণাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, তখন আপনি ভিন্ন আর কে সেই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ও ব্যবহার-বিরুদ্ধ কর্ম্ম সহ্য করিতে পারে? আপনি নিঃসংশয় আশু সর্ব্ব-সমৃদ্ধ-কাম হইয়া সম্যক্ রূপে প্রজা পালন করিবেন। আপনার প্রতিজ্ঞা পালন সমাপ্ত হইলেই এই আমরা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে নিগ্রহ করণে প্রস্তুত হইব।

পরে দাশার্হ সিংহ বাসুদেব ধৌম্য, যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, নকুল, সহদেব ও কৃষ্ণাকে কহিলেন, তোমরা ভাগ্যক্রমেই কিরীটীকে কুশলী, কৃতাস্ত্র ও হর্ষান্বিত প্রাপ্ত হইয়াছ। তৎপরে সুহৃদ্গণের সহিত তিনি যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণাকে কহিলেন, তুমি ভাগ্যক্রমেই ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণমনোরথা হইয়াছ। এবং পুনরায় কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি কৃষ্ণে! তোমার ধনুর্ব্বেদ-নিষ্ঠ-প্রবর সুশীল শিশু তনয়েরা সর্ব্বদা সুহৃদ্ গণের সহিত, সাধু গণের আচরিত আচরণ করিয়া থাকে। তাহারা তোমার পিতা ও সহোদর কর্ত্তৃক রাষ্ট্র ও রাজ্য ভোগে প্রলোভন প্রদর্শিত হইয়াও মাতামহ ও মাতুল গৃহে চিত্ত-সন্তোষ লাভ করে না। সেই ধনুর্ব্বেদনিষ্ঠাগ্রগণ্য ত্বদীয় পুত্রগণ আনর্ত্ত দেশে সুখে অভিমুখীন হইয়া গমন পূর্ব্বক বৃষ্ণিপুরে বাস করিয়া স্বর্গীয় সুখেও স্পৃহা করে না। তুমি ও আর্য্যা কুন্তী তাহাদিগের প্রতি যে রূপ আচরণ করিতে যোগ্যা, সুভদ্রাও তাহাদিগের প্রতি সতর্কতা সহকারে পুনঃপুন সর্ব্বদা সেই রূপই আচরণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণে! রুক্মিণী-নন্দন প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, অভিমন্যু, সুনীথ ও ভানুর প্রতি যেরূপ শিক্ষা প্রদান ও আচরণ করিয়া থাকেন, সেই রূপই তোমার পুত্র গণকে শিক্ষা প্রদানাদি করেন। কুমার অভিমন্যু শিক্ষা প্রদানে নিপুণ; তিনিও নিরলস হইয়া তোমার পুত্রদিগকে গদা, খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণে ও অন্যান্য অস্ত্র প্রয়োগে এবং রথাশ্ব চালনায় নিরন্তর উপদেশ দিয়া থাকেন। রুক্মিণী-তনয় সম্যক্ শিক্ষা প্রণিধান ও বিধিবৎ অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করত অভিমন্যু ও ত্বদীয় পুত্র গণের পরাক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছেন। যাজ্ঞসেনি! তোমার সন্তানেরা যখন অবলোকক হইয়া বিহারার্থ গমন করে, তখন তাহাদিগের প্রত্যেকের সঙ্গে রথ, অশ্ব, হস্তী ও অন্যান্য যান অনুসরণ করিয়া থাকে।

অনন্তর দাশার্হপতি কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনি যে স্থানে ইচ্ছা করেন, সেই স্থানেই এই কুকুরান্ধক বংশীয় দশার্হ যোধ গণ ভবদীয় নিদেশ প্রতি পালন করত অবস্থান করুক। হে নরেন্দ্র! যাহার কার্ম্মুক বেগ, বাত বেগ স্বরূপ হইয়াছে এবং হলায়ুধ যাহার নিয়ন্তা হইয়াছেন, এতাদৃশী মাধবী সেনা সাদী, পত্তি, অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরগণে সমবেত ও সংযত হইয়া আপনকার কার্য্যে আবর্ত্তিত হউক। হে পাণ্ডব! আপনি, পাপিশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র-তনয় সুযোধনকে তাহার সুহৃৎ ও আমাত্যের সহিত, সৌভ নগর ও সৌভাধিপতি শাল্বের পথে প্রেরণ করিবেন। হে নরেন্দ্র! আপনি সভা মধ্যে যে রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তদনুসারেই সময় প্রতীক্ষায় যথাভিলাষ অবস্থান করুন; আপনার প্রতিজ্ঞাত সময় অতীত হইলে দশার্হ যোধগণ আপনার শত্রুদিগকে নিহত করিয়া ফেলিবেন; এতাবৎ কাল নাগপুর আপনার প্রতীক্ষা করিয়া থাকুক। আপনি মন্যু ও পাপ রহিত হইয়া যথায় ইচ্ছা করেন, তথায় যথাভিলাষ বিহার করিয়া পরিশেষে বিগত শোক হইয়া প্রধান সুরাষ্ট্র বলিয়া প্রসিদ্ধ নাগপুর প্রাপ্ত হইবেন।

মহাত্মা ধর্ম্মরাজ পুরুষোত্তমের যথাবৎ কথিত অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক প্রশংসা করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে কেশব! তুমি পাণ্ডবদিগের গতি, তাহাতে সংশয় নাই। যেহেতু পৃথাপুত্রেরা তোমার শরণাগত, অতএব সময় উপস্থিত হইলে তুমিই সেই সমস্ত কর্ম্ম সমাধান করিবে, সন্দেহ নাই। পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞানুসারে দ্বাদশ বর্ষ কাল নির্জ্জন বনে বিহার এবং তৎপরে বিধিবৎ অজ্ঞাত চর্য্যা সমাপন করিয়া তোমারই আশ্রয় লইবে। তুমি যে রূপ বলিলে, তোমার এই বুদ্ধি যেন সর্ব্বদা তোমাকে ভজনা করে, যেহেতু স্বজন বান্ধব কলত্রাদি সহ পাণ্ডবেরা সত্য-নিষ্ঠ, দানধর্ম্মরত ও তোমারই শরণাপন্ন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! বৃষ্ণিকুল-তিলক ও ধর্ম্মরাজ ঐরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে তপোবৃদ্ধ বহুসহস্র বর্ষজীবী মহাতপা ধর্ম্মাত্মা মার্কণ্ডেয় ঋষি তথায় দৃষ্ট হইলেন। সেই বহুবর্ষজীবী ঔদার্য্য গুণযুক্ত রূপসম্পন্ন অজর অমর ঋষি দেখিতে যেন পঞ্চবিংশতি বর্ষবয়স্ক। সমস্ত ব্রাহ্মণ, পাণ্ডবেরা ও কৃষ্ণ সেই বহু সহস্র বর্ষ জীবী বৃদ্ধ ঋষিকে সমাগত দেখিয়া অর্চ্চনা করিলেন। সেই ঋষিসত্তম অর্চ্চিত হইয়া সুস্থচিত্তে অধ্যাসীন হইলে, কৃষ্ণ বিপ্র ও পাণ্ডবদিগের মতানুসারে তাঁহাকে কহিলেন, হে ঋষিসত্তম মার্কণ্ডেয়! পাণ্ডবেরা, সমাগত ব্রাহ্মণেরা, দ্রৌপদী, সত্যভামা ও আমি, আমরা সকলে আপনকার সকাশে পুরাবৃত্ত, পুণ্য কথা এবং রাজা, ঋষি ও স্ত্রীলোক দিগের সনাতন সদাচার সকল শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আপনি আমাদিগের নিকটে তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে বিশুদ্ধাত্মা দেবর্ষি নারদও পাণ্ডবদিগের দর্শনাভিলাষে তথায় আগমন করিলেন। সেই সকল মনীষী পুরুষ-পুঙ্গবেরা মহাত্মা নারদকে পাদ্যার্ঘ দ্বারা যথোচিত সৎকৃত করিলেন। দেবর্ষি নারদও তাঁহাদিগকে প্রাপ্তাবসর জানিয়া কথনোদ্যত মার্কণ্ডেয়ের কথায় অনুমোদন করিলেন। কালজ্ঞ সনাতন কৃষ্ণ সহাস্য মুখে মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! পাণ্ডবদিগের সকাশে যাহা আপনার বলিবার ইচ্ছা হয়, বলুন।

মহাতপা মার্কণ্ডেয় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই রূপ কথিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনারা অবসর অবধারণ করুন, অনেক বক্তব্য হইবে। পাণ্ডবেরা দ্বিজ গণের সহিত, মহামুনি মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক এই রূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে মধ্যাহ্ন কালীন আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী দর্শন করত উপযুক্ত অবসর নিরূপণ করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডু-নন্দন কুরুরাজ, মহামুনিকে কথনেচ্ছু বোধ করিয়া কথা উত্থাপনার্থে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি পুরাতন পুরুষ; আপনি দেব, দৈত্য, মহাত্মা ঋষি ও রাজর্ষি, সকলেরই আচরিত অবগত আছেন। আমাদিগের বিদিত আছে, আপনি সেব্য ও উপাসিতব্য; আমাদিগের আপনাকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা বহুকালাবধি ছিল। আমাদিগের সৌভাগ্য বশতই আপনি এবং এই দেবকী পুত্রও আমাদিগের দর্শনার্থী হইয়া সমাগত হইয়াছেন। হে ব্রহ্মজ্ঞ বরেণ্য! আমার আপনাকে সুখভ্রষ্ট ও দুর্ব্বৃত্ত ধার্ত্তরাষ্ট্র দুর্য্যোধনাদিকে সর্ব্ব প্রকারে সমৃদ্ধিশালী দেখিয়া এই বুদ্ধি হইতেছে যে, কি রূপে পুরুষ শুভ বা অশুভ কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া তাহার শুভ বা অশুভ ফল ভোগ করে? কি রূপেই বা ঈশ্বর সেই শুভাশুভ কর্ম্ম ফলের প্রাবর্ত্তক হন? মনুষ্যদিগের সুখ দুঃখ কি হেতু হয়? ইহ কালে বা পর কালে জীবের কর্ম্ম ফল কি হেতু অনুগামী হয়? হে দ্বিজসত্তম! কর্ম্ম ফলানুষ্ঠায়ী দেহী ইহ কালে বা দেহ ত্যাগানন্তর পর কালে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম ফলে কি হেতু সংযুক্ত হয়? এবং জীবের ঐহলৌকিক বা পারলৌকিক কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট ইহ বা পর লোকে কি অবলম্বন করিয়াই বা থাকে?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে বাগ্মিবর! তোমার এই প্রশ্ন যথাযোগ্যই প্রযুক্ত হইয়াছে; বেদিতব্য বিষয় তোমার বিদিত হইয়াছে; তুমি লোক রক্ষার্থই ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছ। যে রূপে মনুষ্য ইহ লোক ও পর লোকে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে আমি এক্ষণে তোমাকে কহিতেছি, তাহা তুমি একাগ্র চিত্তে শ্রবণ কর। হে কুরুসত্তম! পূর্ব্বোৎপন্ন প্রজাপতি শরীরী দিগের নির্ম্মল বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-পরতন্ত্র শরীর সৃষ্টি করেন। পুরাতন মানবেরা সকলে সুব্রত, সত্যবাদী, অমোঘ-বল, অমোঘ-সঙ্কল্প, ব্রহ্মনিষ্ঠ, পুণ্যশীল ও স্বচ্ছন্দচারী ছিলেন;

তাঁহারা দেবগণের সহিত স্বচ্ছন্দে নভস্তলে গমন ও তথা হইতে পুনরাগমন করিতেন; স্বচ্ছন্দ-মৃত্যু, স্বচ্ছন্দ জীবী, অল্প বাধা বিশিষ্ট, নিরাতঙ্ক, নিরুপদ্রব ও সিদ্ধ-প্রয়োজন ছিলেন মহাত্মা ঋষি ও সুর সংঘের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রত্যক্ষকারী, জিতেন্দ্রিয়, অন্যের শুভ দর্শনে দ্বেষশূন্য, সহস্র পুত্রের জনয়িতা ও সহস্র বর্ষ জীবী ছিলেন।

তদনন্তর মানবেরা কালান্তরে পৃথিবীতল মাত্রে বিচরণকারী, কাম ক্রোধে অভিভূত ও মায়া ব্যাজোপজীবী হইল, এবং লোভমোহে অভিভূত ও দেহাসক্ত হইয়া গর্হিত কর্ম্ম জন্য পাপ দ্বারা তির্য্যগ্‌যোনি ও নিরয় গামী এবং পুনঃ পুন বিচিত্র সংসার মধ্যে পচ্যমান হইতে লাগিল। তাহাদিগের ক্রিয়া কলাপ, সঙ্কল্প ও জ্ঞান ব্যর্থ হইতে লাগিল। প্রায় সকলেই বিরুদ্ধ জ্ঞানী. সর্ব্ব বিষয়ে শঙ্কান্বিত, ক্লেশ ভাগী ও অশুভ কর্ম্ম দ্বারা পরিচিহ্নিত হইল। এবং দুষ্কুল জাত, বহুল ব্যাধি গ্রস্ত, দুঃস্বভাব, মনস্তাপ যুক্ত, অল্পায়ু, পাপী, রৌদ্র কর্ম্ম ফল ভোগী, সর্ব্ব কামের যাচক, নাস্তিক ও ভেদ-বুদ্ধি হইয়া উঠিল।

হে কুন্তীনন্দন! এই সংসারে জীবের মৃত্যুর পরে স্বীয় কর্ম্মানুসারেই গতি হইয়া থাকে। তুমি যে জিজ্ঞাসা করিলে, প্রাজ্ঞই হউক বা বুদ্ধিহীন হউক, এ উভয় ব্যক্তির কর্ম্ম-কোশ কোথায় থাকে এবং কোথায় থাকিয়াই বা উহারা সেই সুকৃত বা দুষ্কৃত ভোগ করে, তাহার সিদ্ধান্ত বাক্য শ্রবণ কর। বিধাতা এই মনুষ্যের স্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুরোধে প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-ময় সূক্ষ্ম শরীর আবিষ্কৃত করেন; মনুষ্য সেই সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা মহৎ শুভাশুভ সঞ্চয় করিয়া থাকে। আয়ুঃক্ষয় হইলে এক কালেই এই ক্ষরশীল স্থূল দেহ পরিত্যাগ ও অন্য যোনিতে স্থূল দেহ অবলম্বন করে; ক্ষণ কালও দেহ-শূন্য থাকে না। তখন এই জীবের স্বকৃত কর্ম্ম জন্য শুভ বা অশুভ অদৃষ্ট সেই সূক্ষ্ম দেহের আশ্রয়ে ছায়ার ন্যায় অনুগামী হইয়া ফলিত হয়; তাহাতেই জীব সুখার্হ বা দুঃখার্হ হইয়া থাকে। জ্ঞানী পুরুষেরা জ্ঞান-নেত্র দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠায়ী জীবকে কৃতান্ত বিহিত পুণ্য পাপ রূপ ফল ভোগ বিধির অধীন ও শুভ বা অশুভাদৃষ্ট জন্য সুখ বা দুঃখ দুরী করণ করিতে অশক্ত দেখেন।

হে যুধিষ্ঠির! অজ্ঞানী দিগের এই রূপ গতি কহিলাম, ইহার পর জ্ঞানীদের উত্তম গতি বলিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞানী মনুষ্যেরা তপোনুষ্ঠায়ী, সর্ব্বশাস্ত্রে পরায়ণ, ব্রতনিষ্ঠ, সত্য তৎপর, গুরুশুশ্রূষারত, সুশীল, যোগজ ধর্ম্মের উপার্জ্জক, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সুতেজস্বী, শুচি-জন্ম ও প্রায়শই শুভলক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকেন; ইন্দ্রিয় জয় করণ হেতু স্বাধীন, শুচিত্ব হেতু নীরোগ এবং দুঃখ ও ত্রাসের অল্পতা হেতু উপদ্রব রহিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা, স্বকীয় আত্মা গর্ব্ভচ্যুতই হউক বা জায়মান হউক বা গর্ব্ভ স্থিতই হউক, সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহাকে জ্ঞান চক্ষু দ্বারা পরমাত্মা বলিয়া জানেন। লৌকিক জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান সমন্বিত সেই মহাত্মা ঋষিরা এই কর্ম্মভূমি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সুরলোকে গমন করেন। মনুষ্যেরা দৈব হেতু, বা হঠযোগ হেতু বা স্বীয় কর্ম্ম হেতু সুখ দুঃখাদি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহার বিপরীত বিবেচনা যেন তোমার না হয়। হে বাগ্মিবর! আমি এই মর্ত্য লোকে যাহা পরম শ্রেয় বোধ করি, তদ্বিষয়ে এই উদাহরণ শ্রবণ কর। কাহারো ইহ লোকেই মঙ্গল হয়, পরলোকে হয় না; কাহারো বা পরলোকে হয়, ইহ লোকে হয় না; কোন ব্যক্তির ইহ ও পর লোক, উভয় লোকেই হইয়া থাকে; কাহারো বা না ইহলোক, না পরলোক, কোন লোকেই হয় না। যাহাদিগের বিপুল ধন আছে, তাহারা উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা বিহার করে; সদা দেহ-সুখাসক্ত সেই ব্যক্তি দিগের ইহ লোকেই সুখভোগ

হইয়া থাকে, পরলোকে হয় না। যাহারা যোগযুক্ত, তপস্যাসক্ত, জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়-শীল ও প্রাণি-বধে নিবৃত্ত হইয়া দেহকে জীর্ণ করে, তাহাদিগের পর লোকে সুখ ভোগ হয়, ইহ লোকে হয় না। যাহারা প্রথমে ধর্ম্ম আচরণ করে, পরে ধর্ম্ম দ্বারাই যথাকালে ধন সঞ্চয় পূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিয়া যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগের সন্তোষ সাধন করে, তাহাদিগের ইহ ও পর উভয় লোকেই সুখ ভোগ হয়। যে মূঢ়েরা বিদ্যাভ্যাস, তপস্যা, দান ও সন্তান প্রজননে যত্নবান্ না হয় এবং ঐহিক সুখোপভোগও না করে, তাহাদিগের ইহ, পর, উভয় লোকই সুখকর হয় না। তোমরা সকলে অতি-বীর্য্য সত্ত্ব-সম্পন্ন, দিব্য তেজস্বী, দৃঢ়কায়, শূর ও অধীতবিদ্য; সুরগণের কার্য্য সাধনার্থে স্বর্গ লোক হইতে অবনীতলে আগমন করিয়াছ। তোমরা ইহ লোকে উৎকৃষ্ট বিধি অনুসারে তপোদমাচার সম্পন্ন ও বিহার শীল হইয়া দেব, ঋষি ও পিতৃ-গণের তৃপ্তি সাধন ও মহৎ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া পরিশেষে ক্রমে স্বকর্ম্মানুসারে পুণ্য কর্ম্মাদিগের নিবাস-ভূমি পরম স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। হে কৌরবেন্দ্র! তোমার এই আত্ম-ক্লেশ দেখিয়া যেন তোমার শঙ্কা না হয়, তোমার এই ক্লেশ ভাবি সুখের নিমিত্তেই হইতেছে।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন পাণ্ডু-সুতেরা মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমরা দ্বিজ গণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে মানস করিতেছি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। মহাতপা সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ সুমহাতেজা ভগবান্ মার্কণ্ডেয় এই রূপ কথিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! হৈহয়বংশের কুলবর্দ্ধনকর পরপুরঞ্জয় রূপবান্ বলবান্ এক কুমার রাজা মৃগয়ার্থে গমন করেন। তিনি তৃণ বল্লী সমাবৃত অটবী মধ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে নিকটে কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরীয়াবৃত এক মুনিকে দেখিতে পাইয়া মৃগ বোধ করিয়া নিহত করিলেন। কমলনেত্র পৃথিবীপতি রাজকুমার সেই কর্ম্ম করিয়া ব্যথিত ও শোকোপহতচেতন হইয়া বিশ্রুতাত্মা হৈহয় রাজন্য দিগের সকাশে গমন করিলেন এবং তাঁহাদিগের নিকটে স্বকৃত তৎ কার্য্য যথাবৃত্ত কীর্ত্তন করিলেন। হে বৎস! তাঁহারা সেই ফল মূলাশী মুনিকে হিংসিত শ্রবণাবলোকন করিয়া তন্নিমিত্ত দীন-চিত্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে 'এই মুনি কাহার পুত্র' এই বলিয়া ইতস্তত অন্বেষণ করত কশ্যপ-সন্তান অরিষ্টনেমার আশ্রমে হঠাৎ উপনীত হইলেন। পরে সেই নিয়ত-ব্রত মহাত্মা মুনিকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, সেই ঋষি তাঁহাদিগের সৎকারার্থ সমারম্ভ করিলেন। তাঁহারা তখন সেই মহাত্মাকে কহিলেন, মুনে! আমরা ব্রাহ্মণ-হিংসা করিয়াছি, সেই হেতু আপনাদিগের কর্ম্মদোষে আপনকার নিকট হইতে সৎক্রিয়ার্হ হইতে পারি না।

সেই বিপ্রর্ষি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি জন্য ব্রাহ্মণকে হিংসা করিলে? সেই ব্রাহ্মণই বা কোথায়, বল, এবং সকলে মিলিত হইয়া আমার তপোবলও দর্শন কর।

ঋষি এই কথা বলিলে, তাঁহারা, যে রূপে ব্রহ্ম-বধ ঘটিয়াছিল, তৎ সমুদয় আনুপূর্ব্বিক উহাঁকে কহিয়া, যথায় ঋষি-কুমার নিহত হইয়াছিলেন, তথায় গিয়া তাঁহার মৃত দেহ অন্বেষণ করিলেন। তাহা দেখিতে না পাইয়া পরিশেষে লজ্জিত ও স্বপ্নের ন্যায় গতচেতন হইয়া সমাগত হইলেন।

হে পরপুরঞ্জয় মহারাজ! তখন কশ্যপ-নন্দন মুনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে নৃপগণ! তোমরা যাহাকে বিনষ্ট করিয়াছ সেই কি এ? তপোবল-সমন্বিত এই ব্রাহ্মণ ত আমার সন্তান!

হে পৃথিবীপতে! তাঁহারা সেই ঋষি-তনয়কে

দেখিয়াই, 'ইহা মহাশ্চর্য্য' এই বলিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, ইনি মৃত হইয়াছিলেন, আবার কি প্রকারে জীবিত হইলেন? ইহা কি তপস্যার বল, যাহাতে পুনরায় ইনি জীবিত হইলেন? হে বিপ্র! ইহার কারণ কি, আমরা শুনিতে বাঞ্ছা করি; যদি আমাদিগের শ্রোতব্য হয়, তবে বলুন।

ঋষি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে নৃপ গণ! মৃত্যু আমাদিগের নিকট ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না, ইহার কারণ যুক্তি সহকারে সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর; আমরা সত্য ব্যবহার করিয়া থাকি, মিথ্যা বিষয়ে মনকে প্রবৃত্ত করি না ও স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; সেই হেতু আমাদিগের মৃত্যু ভয় নাই। আমরা ব্রাহ্মণদিগের যে কুশল, তাহাই বলিয়া থাকি, উহাঁদের দুশ্চরিত বলি না; সেই হেতু আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। অতিথি গণকে অন্নপান দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া ও পরিবার দিগকে সংপূর্ণ ভোজন করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিয়া থাকি; সেই হেতু আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা শান্ত, দান্ত, ক্ষমাশীল, তীর্থসেবী ও দান-পরায়ণ; এবং পুণ্য স্থানেও যোগ সিদ্ধ মহা পুরুষ দিগের সংসর্গে বাস করিয়া থাকি; সেই হেতুও আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। ইহা তোমাদিগের নিকট কিঞ্চিৎ কহিলাম; এক্ষণে তোমরা সকলে বিমৎসর হইয়া একত্রে গমন কর, তোমাদিগের এই ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয় নাই। হে ভরতর্ষভ! তাঁহারা সকলে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সেই মহামুনিকে অর্চ্চনা করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৪।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ দিগের মহাভাগ্য পুনরায় আমার নিকট শ্রবণ কর। আমাদিগের শ্রুত আছে, বৈণ্য নামে রাজর্ষি অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন অত্রি ঋষি তাঁহার নিকট বিত্ত নিমিত্তে গমনে উদ্যত হইলেন। পরে সেই মহাতেজস্বী ধর্ম্ম বুদ্ধি হেতু আর অর্থের অনুরোধ করিলেন না। তিনি চিন্তা করিয়া বন গমনে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মপত্নী ও পুত্র গণকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, তোমাদিগের আশু বনগমনে অভিমত হউক; আমরা বন গমন করিলে অত্যন্ত বহুতর গুণাধিক ফল যে অক্ষয় মোক্ষ, তাহা প্রাপ্ত হইব।

পরে তাঁহার পত্নী ধন দ্বারা যজ্ঞ কার্য্য বিস্তারার্থিনী হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে বিপ্রর্ষে! আপনি মহাত্মা বৈণ্য রাজর্ষির নিকটে গিয়া বহু ধন প্রার্থনা করুন। বৈণ্য রাজা যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনি আপনাকে ধন দান করিবেন। আপনি তাঁহার সকাশ হইতে বহু ধন গ্রহণ করত ভৃত্য পুত্রাদিকে বণ্টন পূর্ব্বক প্রদান করিয়া পরিশেষে যথেপ্সিত স্থানে গমন করিবেন; ধর্ম্মবেত্তা মনু প্রভৃতি এইরূপ কার্য্যকে পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন।

অত্রি কহিলেন, হে মহাভাগে! মহাত্মা গৌতম আমাকে কহিয়াছেন, বৈণ্য রাজা ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত ও সত্য ব্রত-পরায়ণ; কিন্তু এবিষয়ে এক দোষ আছে,—তাঁহার নিকটে আমার দ্বেষ্টা ব্রাহ্মণেরা অবস্থিতি করেন। অতএব গৌতম আমাকে যেরূপ কহিয়াছেন, তাহাতে আমি তথায় যাইতে উদ্যম করি না; কেননা সেখানে আমি ধর্ম্মার্থ সংহিত কল্যাণ কর বাক্য কহিলেও তাঁহারা তাহার অন্যথা নিরর্থক বাক্য কহিতে পারেন। পরন্তু তোমার বাক্য আমার রুচিকর হইতেছে; এ নিমিত্তেই আমি তথায় গমন করিব। বৈণ্য রাজা আমাকে অনেক গো ও প্রচুর অর্থ দিবেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাতপা অত্রি এই রূপ বলিয়া বৈণ্য যজ্ঞে আশু গমন করিলেন। তিনি যজ্ঞায়তনে উপনীত হইয়া নৃপতিকে মঙ্গল সংযুক্ত বাক্য দ্বারা স্তব করত কহিলেন, হে রাজন্! তুমি

ধন্য; তুমি ঈশ্বর; পৃথিবীতে তুমিই প্রথম রাজা; মুনিরা তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন এবং তোমা ব্যতীত অন্য কেহ ধর্ম্মবেত্তা নাই। ঋষি এই রূপ কহিলে মহাতপা গৌতম কুপিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, অত্রি! তুমি এ রূপ আর পুনর্ব্বার কহিও না, তোমার বুদ্ধি সমাহিত নহে; এই জগতে প্রজাপতি মহেন্দ্রই আমাদিগের প্রথম রাজা।

হে রাজেন্দ্র! পরে অত্রি গৌতমের প্রতি উত্তর করিলেন, যেমন প্রজাপতি ইন্দ্র সকলের বিধান কর্ত্তা, ইনিও তদ্রূপ; তুমিই মোহে মুগ্ধ হইয়াছ, তোমার মতিভ্রংশ হইয়াছে।

গৌতম কহিলেন, অত্রি! আমার বিলক্ষণ বোধ আছে, আমি মুগ্ধ হইনাই; এ বিষয়ে তোমারই মোহ হইয়াছে; তুমি সমৃদ্ধিলিপ্সু হইয়া জনসমাজে রাজার তোষামোদ করিতেছ। পরম ধর্ম্ম যে কি, তাহা তুমি জান না এবং তোমার প্রয়োজন-বোধও নাই; তুমি বালক ও মূর্খ, কি হেতু বৃদ্ধের ন্যায় হইয়াছ?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তাঁহারা মুনিদিগের দৃষ্টিপথারূঢ় হইয়া উক্ত প্রকারে বিবাদ করিতেছেন, তৎকালে যাঁহারা বৈণ্যযজ্ঞে সংবৃত ছিলেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কেন এমন করিতেছে? ইহাদিগকে কে রাজ-সভায় প্রবেশ করিতে দিল, ইহারা কি কার্য্যে নিযুক্ত আছে যে এতাদৃশ চীৎকার করিতেছে? অনন্তর পরম ধর্ম্মাত্মা সর্ব্ব ধর্ম্মবেত্তা কাশ্যপ সমীপগত উভয় বিবাদীকে বৃত্তান্ত জানাইতে অনুমতি করিলেন। পরে গৌতম, মুনি সত্তম সদস্যগণকে কহিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা আমাদিগের উভয়ের কথিত প্রশ্ন শ্রবণ করুন, অত্রি বৈণ্যকে বিধাতা বলিতেছেন, এবিষয়ে আমাদিগের মহান্ সংশয় হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাত্মা মুনিগণ শ্রবণ মাত্র সংশয় ছেদনার্থে ধর্ম্মজ্ঞ সনৎকুমারের নিকট শীঘ্র ধাবন পূর্ব্বক সংশয়ের বিষয় বলিলেন। মহাতপা সনৎকুমার তাঁহাদিগের বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে যথার্থ ধর্ম্মার্থ যুক্ত বাক্য কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মতেজ ক্ষত্র-তেজের সহিত, ও ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজের সহিত সংযুক্ত হইলে, যে প্রকার অগ্নি, মারুতের সহিত সংযুক্ত হইয়া অরণ্য দহন করে, তদ্রূপ শত্রু দহন করে। রাজা বিখ্যাত ধর্ম্ম সংস্থাপক ও প্রজা গণের পতি—পালন কর্ত্তা। তিনিই ইন্দ্র—লোক রক্ষিতা, শুক্রাচার্য্য—নীতি প্রদর্শক, এবং বৃহস্পতি—হিতোপদেষ্টা; সুতরাং তিনি ধাতা—স্রষ্টা বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট হন; অতএব যাঁহাকে প্রজাপতি, বিরাট্, সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, ভূপতি ও নৃপতি এই সকল শব্দ দ্বারা স্তব করা যায়, তাঁহাকে কোন্ ব্যক্তি অর্চ্চনা করিতে যোগ্য না হয়! রাজাকেই লোক রক্ষার প্রথম কারণ, সংগ্রাম জয় হেতু উপদ্রব নাশক, লোক রক্ষার্থ প্রহরীর ন্যায় সর্ব্বত্রগামী, প্রমোদ শীল, নিয়ন্তা, স্বর্গনেতা, সদ্যোজয়শীল, বিষ্ণু স্বরূপ, সংগ্রাম জয় হেতু অব্যর্থ-ক্রোধ ও সত্যধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বলা যায়। ঋষিরা পাছে অধর্ম্মাক্রান্ত হন এই ভয়ে ভীত হইয়া ক্ষত্রিয়েতে বল সমাধান করিয়াছেন। যে প্রকার দেবগণ মধ্যে আদিত্য দ্যুলোকে তেজ দ্বারা তিমিরাপনোদন করেন, সেই প্রকার ভূ-মণ্ডলে রাজা অধর্ম্মকে সংপূর্ণ রূপে অপনোদন করিয়া থাকেন। অতএব শাস্ত্রের প্রমাণ্য দর্শনে রাজাকেই প্রধান বলা যায়, সুতরাং যিনি রাজার প্রাধান্য পক্ষে বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন, তাঁহার উত্তর পক্ষই সুসিদ্ধ হইতেছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তদনন্তর মহাত্মা বৈণ্য রাজা সিদ্ধ পক্ষে সন্তুষ্ট হইয়া, পূর্ব্বে যিনি তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন, সেই অত্রির প্রতি প্রীত হইয়া বলিলেন, হে বিপ্রর্ষি! আপনি আমাকে সর্ব্ব দেব সম্মিত, শ্রেষ্ঠ ও মনুষ্য গণ মধ্যে জ্যায়ান্ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এই হেতু আমি আপনাকে নানা প্রকার প্রচুর ধন প্রদান করিব। হে বিপ্রর্ষি! আমার বিবেচনায় আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনাকে উত্তম

বসন-ভূষণ-বিভূষিতা সহস্র শ্যামা দাসী, দশ কোটি সুবর্ণ ও দ্বাত্রিংশৎ মণে এক ভার হয় এমত দশ ভার স্বর্ণ দিতেছি। মহাতপা তেজস্বী অত্রি ঋষি নৃপতি-কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া সেই সমস্ত ধন ন্যায়ানুসারে প্রতিগ্রহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রীত চিত্তে পুত্রাদিকে ধন দান করিয়া সংযত চিত্তে তপস্যার্থে বন গমন করিলেন।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৫ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে পরপুরঞ্জয় বীর! এই ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য বিষয়ে সরস্বতী ধীসম্পন্ন তার্ক্ষ্য মুনি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। তার্ক্ষ্য সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভদ্রে মনোহরাঙ্গি! ইহ লোকে পুরুষের শ্রেয় কি, কিরূপ কর্ম্ম করিলেই বা স্বধর্ম্মচ্যুত না হয়, এ সমস্ত আপনি আমাকে বলুন, তাহা হইলে যাহাতে আমি স্বধর্ম্মচ্যুত না হই, আপনার উপদেশানুসারে সেই রূপ কর্ম্ম করিতে পারি। হে সুভগে! আমি কোন্ সময়ে কি রূপে অগ্নিতে হবন ও পূজন করি এবং কি কর্ম্ম করিলে ধর্ম্ম নষ্ট না হয়, এই সকল আমাকে বলুন, তাহা হইলে আমি রজোগুণ শূন্য হইয়া লোক সমুদয়ে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হই।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সরস্বতী প্রীতি-যুক্ত সেই ঋষি কর্ত্তৃক এই রূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বিপ্র তার্ক্ষ্যকে উত্তম ধীসম্পন্ন ও শুশ্রূষু দেখিয়া ধর্ম্ম-যুক্ত ও হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন। যে জন শুচি, প্রমাদ রহিত ও প্রণব জপ রত হইয়া যথা স্থানে সগুণ ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম লোকে গমন পূর্ব্বক দেবগণের সহিত প্রীতি যোগ প্রাপ্ত হন। সেখানে শোভন ঘট্টে অলঙ্কৃত, অপঙ্কিল, হিরণ্ময় পুণ্ডরীক পরিবৃত, মনোদুঃখ বিনাশক, সুপবিত্র, সুপুষ্পিত, মীন পুঞ্জের আবাস স্থল রমণীয় বিপুল পুষ্করিণী সকল আছে। তাহার তীরে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা সুপুণ্যগন্ধান্বিত অলঙ্কৃত সুবর্ণ-বর্ণ অপ্সরা গণ কর্ত্তৃক পৃথক্ রূপে পূজিত ও অতীব হৃষ্ট হইয়া বিরাজ করিয়া থাকেন। মানবেরা গো প্রদান করিলে উত্তম লোক প্রাপ্ত হয়; বৃষ প্রদান করিলে সূর্য্যলোকে গমন করে; বস্ত্র প্রদান করিলে চন্দ্রলোক বাসী হয়; হিরণ্য দান করিলে দেবত্ব লাভ করে এবং সুখ দোহনীয়া সুকান্তিযুক্তা সুলক্ষণাক্রান্ত-বৎসবতী অপলায়ন-স্বভাবা ধেনু দান করিলে, সেই ধেনুর শরীরে যাবৎসংখ্য লোম থাকে, তাবৎ বর্ষ সুর-লোকে বাস করে। যে জন সুশীল তরুণ অতি বীর্য্যশালী হলবাহক ও বলবান্ ধুরন্ধর বৃষ দান করে, সে দশ ধেনু দান জন্য লোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পশ্চাদ্দেয় দ্রবিণ সহকারে কাংস্য দোহনীর সহিত কপিলা দান করে, সেই গো স্বকীয় প্রসিদ্ধ গুণযুক্তা কাম ধেনু হইয়া ঐ দাতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। যে মনুষ্য ধেনু প্রদান করে, তাহার, ধেনুর শরীরে যত লোম থাকে, তাবৎ সংখ্যক ফল লাভ হয় এবং সে ব্যক্তি পরকালে অধস্তন পুত্র পৌত্রাদি ও উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত আপনার কুল উদ্ধার করে। যে ব্যক্তি দক্ষিণা, কাংস্য দোহনী ও পশ্চাদ্দেয় দ্রবিণ সহকারে তিল ধেনু ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার বসু লোক সকল সুলভ হয়। গো-দান, স্বকর্ম্ম জন্য, কাম ক্রোধাদি রূপ দানব কর্ত্তৃক অভিব্যাপ্ত, তীব্রান্ধকার-যুক্ত দেহাভিনিবেশ স্বরূপ-নরকে পতিত নরকে পর কালে, মহার্ণবে বাতযুক্ত তরণির ন্যায়, সেই নরক হইতে উত্তীর্ণ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্ম্য বিবাহানুসারে কন্যা দান, বিপ্রকে ভূমি দান ও বিধিবোধিত অন্যান্য দান করেন, তিনি পুরন্দর পুরী প্রাপ্ত হয়েন। হে তার্ক্ষ্য! যে সাধুশীল ব্যক্তি নিয়ত হইয়া সপ্ত বর্ষ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, তিনি স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা আপনার পিতৃ পিতামহ পূর্ব্বতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত পুরুষকে পবিত্র করেন।

তার্ক্ষ্য কহিলেন, হে দেবি চারুরূপে! আমি জি-

জ্ঞাসা করিতেছি, অগ্নিহোত্রের বেদোক্ত নিয়ম কি, আপনি আমাকে বলুন; অগ্নিহোত্রের যে বেদোক্ত নিয়ম, তাহা আমি এইক্ষণে আপনার উপদেশে সম্যক্ জানিতে পারিব।

সরস্বতী কহিলেন, অশুচি, অস্নাত, পাঠত ও অর্থত বেদানভিজ্ঞ বা বেদার্থের অনুভব হীন ব্যক্তি হোম করিবে না; যে হেতু শুচিকাম ও পরচিত্ত-জ্ঞানেচ্ছু দেবতারা অশ্রদ্ধালুর হস্তে হবি গ্রহণ করেন না। হে তার্ক্ষ্য! দেবোদ্দেশ্যক আহুতি দানে অশ্রোত্রিয়কে নিযুক্ত করিবে না, কারণ তাদৃশ ব্যক্তি অনলে আহুতি সেচন করিলে তাহা নিষ্ফল হইতে পারে। যাহার কুল শীল বিদিত নাই, তাহাকেও অশ্রোত্রিয় বলে, এতাদৃশ ঋত্বিক্ অগ্নিহোত্র হবন করিবে না। যাঁহারা ধন ঐশ্বর্য্যাদি জন্য দর্প হীন, সংযমন-শীল, শ্রদ্ধালু ও সত্যব্রত হইয়া হোম করেন ও হুত শেষ ভক্ষণ করেন, তাঁহারা গো দান জন্য পুণ্যগন্ধ লোক প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ পরম সত্য দেবের দর্শন লাভ করেন।

তার্ক্ষ্য কহিলেন, হে চারুরূপে সুভগে! আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ রূপ প্রজ্ঞা, আপনাকে পরমাত্মা স্বরূপ ও কর্ম্মফল, এই উভয় বিষয়ক উৎকৃষ্ট বুদ্ধিতে প্রবিষ্টা ও উভয় তত্ত্বেরই প্রকাশিকা জানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কে?

সরস্বতী কহিলেন, হে বিপ্র! বিপ্র প্রবরদিগের সংশয় ছেদন নিমিত্তে পরাপর বিদ্যারূপা সরস্বতী আমি অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্ম্ম হইতে আবির্ভূতা ও তোমার সন্নিধি প্রাপ্তা হইয়া এই সত্য বিষয় যথাবৎ বর্ণন করিলাম; আমি, যাহার যেমন ভাব, তদনুসারে অবস্থিতা হইয়া থাকি।

তার্ক্ষ্য কহিলেন, হে সুভগে! আপনকার সদৃশ কেহই নাই; আপনি শ্রীর ন্যায় অতিমাত্র বিদ্যোতিতা; আপনার কান্তি অনন্ত; আপনি দৈবী প্রজ্ঞা ধারণ করিতেছেন।

সরস্বতী কহিলেন, হে মানবশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ বিপ্র! যজ্ঞেতে যে সকল দারুময়, লৌহময় ও পার্থিব দ্রব্য উপযোগ্য হয়, এবং ঋত্বিকেরা যে কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু উপপাদিত করেন, তদ্দ্বারাই আমি সংবর্দ্ধিতা, আপ্যায়িতা ও রূপবতী হইতেছি, এবং তুমি যে আমাকে প্রজ্ঞাবতী ও আমার দিব্যরূপ দর্শন করিলে, তদ্দ্বারা তোমার সিদ্ধি অবশ্য হইয়াছে ইহা বোধ কর।

তার্ক্ষ্য কহিলেন, হে দেবি! ধীর মুনিরা সম্যক্ প্রতীত হইয়া যাহাকে পরম শ্রেয় বিবেচনা করত ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি করেন ও যাহাতে প্রবেশ করেন, আপনি সেই শোকাতীত পরম শ্রেষ্ঠ পদার্থ মোক্ষ স্বরূপ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। জ্ঞানীরা যে পুরাতন উৎকৃষ্ট পরম পদার্থকে জানেন, আমি তাঁহাকে জানি না।

সরস্বতী কহিলেন, স্বাধ্যায়বন্ত বেদবিৎ ব্যক্তিরা তপোধন সঞ্চয় ও ব্রত পুণ্য যোগ দ্বারা যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া বীতশোক ও বিমুক্ত হন, তিনিই পর হইতেও পরতর প্রসিদ্ধ পুরাতন পরব্রহ্ম। সেই পর ব্রহ্মের মধ্যে ভোগস্থান রূপ-অনন্ত শাখাতে সংযুক্ত, শব্দাদি বিষয় রূপ পুণ্যগন্ধে সমন্বিত, অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ড রূপ বেতস বৃক্ষ প্রকাশ পাইতেছে। তাহার অবিদ্যারূপ মূল হইতে ভোগ-বাসনারূপ, নিরন্তর প্রবাহ বতী নদী সমূহ উৎপন্ন হইতেছে। সেই আপাত রমণীয় পুণ্যগন্ধা নদী সকল মধুর ন্যায় মধুর ও উদকের ন্যায় তৃপ্তিকর ভোগজ সুখ সকল প্রস্রবণ করিতেছে। ভর্জ্জিত যবের ন্যায় অঙ্কুরোৎপাদন শক্তি বিহীন, পিষ্টকের ন্যায় অনেক ছিদ্র-যুক্ত, মাংসের ন্যায় হিংসালভ্য, শাকের ন্যায় অল্পসার, পায়সের ন্যায় মুখরোচক ও পাকে শুক্লতর এবং কর্দ্দমের ন্যায় চিত্ত মালিন্যকর যে বালুকার ন্যায় পরস্পর অসংশ্লিষ্ট পুত্র বিত্তাদি বাসনা রূপ সেই মহানদী সকল, তাহারা বিবিধ বিষয় ভোগস্থান স্বরূপ, উক্ত বেতস বৃক্ষের শাখায় শাখায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইন্দ্র, অগ্নি ও মরুৎ-

গণ প্রভৃতি দেব গণ যাঁহার প্রাপ্তি নিমিত্তে উত্তম উত্তম যোগ যজ্ঞ দ্বারা যজন করেন, সেই পরব্রহ্মই আমার প্রাপ্য স্থান; আমি বিদ্যারূপ সরস্বতী।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায় ও ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য প্রকরণ সমাপ্ত॥ ১৮৬॥

বৈবস্বত মনুর ও মৎস্যাবতারের উপাখ্যান।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, আপনি এক্ষণে বৈবস্বত মনুর চরিত কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহারাজ নরশার্দ্দূল! বিবস্বানের পুত্র, প্রজাপতি তুল্য তেজস্বী, মনুনামে এক মহর্ষি অতি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি বল, তেজ, কান্তি, দীপ্তি ও তপস্যা দ্বারা স্বকীয় পিতৃ পিতামহকে বিশেষ রূপে অতিক্রম করেন। সেই নরপতি বিশালা বদরীতে এক পদে স্থিত ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সুমহৎ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি অধোমস্তক হইয়া অনিমেষ নেত্রে অযুত বর্ষ কাল ঘোর তপস্যা করেন। তিনি চীরিণী নদীতীরে জটাধারী হইয়া আর্দ্র বস্ত্রে তপস্যায় রত আছেন, সেই সময়ে একটি মৎস্য তথায় আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে ভগবান্ সুব্রত! আমি ক্ষুদ্র মৎস্য, আমার প্রবল মৎস্য গণ হইতে ভয় হইতেছে, অতএব আপনি আমাকে তাহাদিগের ভয় হইতে রক্ষা করুন। বিশেষত আমাদিগের মীন জাতির চির কাল এই রীতি বিহিত আছে যে বলবান্ মৎস্যেরা দুর্ব্বল মৎস্যকে সর্ব্বদা ভক্ষণ করিয়া থাকে; অতএব আমি মহা ভয়ার্ণবে মগ্ন হইয়াছি, আপনি আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করুন; আপনি এই কার্য্য টি করিলে আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব।

বৈবস্বত মনু মৎস্য-বচন শ্রবণে কৃপাসলিলে অভিষিক্ত হইয়া সেই মৎস্যকে হস্ত দ্বারা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি সেই চন্দ্রাংশুপ্রভ মৎস্যকে উদক হইতে তীরে আনয়ন করিয়া এক অলিঞ্জরে —জলাধার পাত্র বিশেষে প্রক্ষেপ করিলেন। সেই মীন মনু-স্নেহে সৎকৃত হইয়া অলিঞ্জর মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; মনুও তাহার প্রতি বিশেষ রূপে পুত্র বাৎসল্য ভাব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মৎস্য দীর্ঘ কালে এমন সুমহান্ হইয়া উঠিল যে সেই অলিঞ্জরে তাহার দেহের সমাবেশ হইল না। পরে সেই মৎস্য মনুকে দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিল, ভগবন্! আপনি এক্ষণে আমার নিমিত্তে কোন অন্য উত্তম স্থান নিরূপণ করুন। তখন পরপুরঞ্জয় ভগবান্ মনু ঐ মৎস্যকে সেই অলিঞ্জর হইতে উদ্ধৃত করিয়া এক মহতী বাপী সমীপে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাতে প্রক্ষেপ করিলেন। তাহাতে সেই মৎস্য বহু বর্ষ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই বাপীর দীর্ঘতা দুই যোজন ও বিস্তার এক যোজন ছিল, কিন্তু মৎস্য এতাদৃশ বর্দ্ধিত হইল যে তাহাতেও তাহার শরীর সঞ্চারণে সমাবেশ হইল না। হে কুন্তীনন্দন! তখন সে মনুকে দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিল, হে তাত! আমাকে সমুদ্রের প্রিয় মহিষী গঙ্গাতে লইয়া চলুন, আমি তথায় বসতি করিব, নতুবা আপনি যাহা বিবেচনা করেন, করুন। আমি অসূয়া রহিত হইয়া আপনার নির্দ্দেশানুসারেই থাকিব; কেননা আমি আপনকার নিমিত্তেই পরম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৃহৎকায় হইতেছি। মৎস্য, ভগবান্ প্রভু মনুকে এই রূপ কহিলে, মনু মৎস্যকে গঙ্গা নদীতে লইয়া গেলেন এবং তথায় প্রক্ষেপ করিলেন। হে অরিন্দম! সেই মৎস্য তথায় কিছু কাল থাকিয়াই বর্দ্ধিত হইল এবং পুনর্ব্বার মনুকে দেখিয়া কহিল, হে প্রভো! আমার বৃহৎ কায় হেতু গঙ্গাতেও শরীর চালনা করিতে পারিতেছি না, অতএব হে ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে সমুদ্রে লইয়া চলুন। পরে মনু স্বয়ং তাহাকে গঙ্গা সলিল

হইতে উদ্ধৃত করিয়া সমুদ্রে আনয়ন করিলেন এবং তথায় পরিত্যাগ করিলেন। তখন সেই প্রকাণ্ড বৃহৎ মৎস্যকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে তাহার ভার বৈবস্বত মনুর অভিলাষানুযায়ীই হইল এবং তাহার স্পর্শ গন্ধও সুখকর হইল। যখন মনু ঐ মৎস্যকে প্রক্ষেপ করিলেন, তখন এই কার্য্য হেতু সেই মৎস্য ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক কহিল, হে ভগবন্! আপনি আমাকে বিশেষ রূপে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন, অতএব উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে আপনার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। হে ভগবান্ মহাভাগ! লোক-প্রক্ষালনের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, অবিলম্বেই এই পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ প্রলয় প্রাপ্ত হইবে। কি স্থাবর কি জঙ্গম কি জড় কি চেতন সকলেরই মহা ভীষণ কাল সমাগত হইয়াছে। অতএব আপনকার যাহা বিশেষ হিতকর, তাহা অদ্য আপনাকে জানাইতেছি। আপনি একখানি রজ্জুসংযুক্ত সুদৃঢ় নৌকা নির্ম্মাণ করাইবেন এবং তাহাতে সপ্ত ঋষির সহিত আরোহণ করিবেন। হে আয়ুষ্মান্! পূর্ব্বে দ্বিজ গণ যে সমস্ত বীজের কথা কহিয়াছিলেন, সেই সকল বীজ ঐ নৌকাতে উত্তোলন পূর্ব্বক বিভাগ ক্রমে সুরক্ষিত করিবেন, এবং আপনি নৌকাতে থাকিয়া আমার প্রতীক্ষা করিবেন। হে মুনিজনপ্রিয় তাপস! তখন আমি শৃঙ্গ যুক্ত হইয়া আসিব, আপনি আমার শৃঙ্গ দেখিলেই আমাকে জানিতে পারিবেন। আমি যে রূপ কহিলাম, আপনি তাহাই করিবেন, কারণ আপনি আমা ব্যতিরেকে তাদৃশ জলার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। এক্ষণে আপনাকে সম্ভাষণ করিতেছি, আমি গমন করি। হে বিভো! আমার এই কথায় কোন আশঙ্কা করিবেন না। বৈবস্বত মনু 'এই রূপ করিব' বলিয়া মৎস্যকে সম্ভাষণ করিলেন। পরে মনু ও মৎস্য পরস্পর অনুজ্ঞাত হইয়া যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলেন।

মহারাজ! তদনন্তর মনু, মৎস্য যে রূপ কহিয়াছিল, তদনুসারে সর্ব্ব প্রকার বীজ লইয়া এক শুভ নৌকারোহণে মহা তরঙ্গবিশিষ্ট উদধিতে ভাসমান হইলেন এবং মৎস্যকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সেই মৎস্য তাঁহার চিন্তা অবগত হইয়া শৃঙ্গীরূপে তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইল। মনু সেই জলার্ণবে মৎস্যকে তদুক্ত রূপানুযায়ী শৃঙ্গীরূপে, পর্ব্বতের ন্যায় উচ্ছ্রিত, দেখিয়া তাহার মস্তকস্থ শৃঙ্গে বটারক ময় পাশ বন্ধন করিলেন। মৎস্য সেই পাশ দ্বারা সংযত হইয়া তরঙ্গাবলিতে নৃত্যমান ও জলরাশিতে গর্জ্জমান সেই সমুদ্র হইতে মনু প্রভৃতি সকলকে নৌকা দ্বারা উত্তীর্ণ করিবে বলিয়া মহাবেগে ঐ তরণীকে লবণ জল মধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই তরণী তাদৃশ মহার্ণব মধ্যে প্রচণ্ড সমীরণে ক্ষোভ্যমাণ হইয়া মত্ত চপলা স্ত্রীর ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। তৎকালে ভূমি বা দিক্ বিদিক্ কিছুই দৃষ্টিগম্য রহিল না; অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক সকলই জলময় হইয়াছিল। হে ভরতপুঙ্গব! লোক সকল এবম্ভূত জলাকীর্ণ হইলে কেবল মাত্র মৎস্য, মনু ও সপ্ত ঋষি দৃষ্টিগোচর রহিলেন। মহারাজ! এই রূপে সেই মৎস্য নিরলস হইয়া বহু বৎসর কাল তাদৃশ জল সমূহ মধ্যে সেই নৌকা আকর্ষণ করিল। পরিশেষে হিমালয় গিরির যে শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ, তাহার সমীপে আকর্ষণ করিয়া আনিল। অনন্তর সেই মীন ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক ঋষিদিগকে কহিল, আপনারা এই হিমালয় শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করুন, বিলম্ব করিবেন না। তখন ঋষিরা মৎস্যের কথা শুনিয়া সত্বর হইয়া সেই হিমালয় শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিলেন। হে ভরত কুলপ্রদীপ কুন্তীনন্দন! অদ্যাপি সেই হিমাচলের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ নৌবন্ধন নামে বিখ্যাত রহিয়াছে জানিবেন। তখন মৎস্য সেই সমবেত ঋষিদিগকে কহিল, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা, আমা ব্যতীত অন্য কেহ আর শ্রেষ্ঠ নাই, আমি মৎস্য রূপ

হইয়া এই মহাভয় হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিলাম। মনু, সুরাসুর মানুষ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রজা কি জড় কি চেতন সমস্তই সৃষ্টি করিবেন। ইহাঁর তীব্র তপোবলে প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে প্রতিভা হইবে এবং আমার প্রসাদে ইনি প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইবেন না। মৎস্য এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অদর্শন হইল।

তদনন্তর বৈবস্বত মনু স্বয়ং প্রজা স্রষ্টুকাম হইলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে অত্যন্ত মোহ প্রাপ্ত হইলেন; এই নিমিত্তে মহৎ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। হে ভরতর্ষভ! তিনি স্বয়ং মহাতপস্যাতে সংযুক্ত হইয়া সমুদায় প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! এই উপাখ্যান মৎস্যক পুরাণ নামে কথিত হইয়াছে। আমি এই সর্ব্ব পাপ বিনাশক উপাখ্যান তোমার নিকট আখ্যান করিলাম। যে মনুষ্য নিত্য এই মনুচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করেন, তিনি পূর্ণসর্ব্বমনোরথ ও সুখী হইয়া স্বর্গে গমন করেন।

বৈবস্বত মনু ও মৎস্যোপাখ্যান এবং সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৭ ॥

মার্কণ্ডেয় নারায়ণ সংবাদ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যশস্বী মার্কণ্ডেয়কে বিনয় বচনে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামুনি! আপনি অনেক সহস্র যুগের অন্ত দেখিয়াছেন, ইহ লোকে আপনার তুল্য আয়ুষ্মান্ কাহাকেও দেখা যায় না। হে ব্রহ্মবিত্তম! মহাত্মা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ব্যতীত আর কেহই ভবৎ সদৃশ আয়ুষ্মান্ নাই। হে ব্রহ্মজ্ঞবর! যখন প্রলয় কালে এই লোক আকাশাদি ও দেব দানবাদি শূন্য হয়, তখন আপনিই ব্রহ্মাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। যখন প্রলয় নিবৃত্ত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হন, এবং তিনি দিক্ সকল বায়ু-ভূত করিয়া জল সকল তত্তৎস্থানে বিক্ষেপ পূর্ব্বক জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ ভূত সৃষ্টি করেন, তখন আপনি ইহ লোকে ভূত সকলকে সৃষ্ট হইতে স্বচক্ষে দেখিয়া থাকেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি সমাধি দ্বারা তদেকনিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ লোকগুরু ব্রহ্মাকে সাক্ষাৎ আরাধিত করিয়াছেন। আপনি অনেক বার সৃষ্ট্যাদি কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং কঠোর তপস্যায় নিবিষ্ট হইয়া মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি দিগকে নির্জ্জিত করিয়াছেন। লোকে আপনাকে পর কালে নারায়ণের সমীপস্থ রূপে প্রখ্যাত বলিয়া স্তব করে। আপনি পূর্ব্ব কালে কামরূপী বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মের উপলব্ধি স্থান দিব্য হৃদয় পুণ্ডরীক উদ্ঘাটন করিয়া সেই বিশ্বকৃৎ ভগবান্‌কে বৈরাগ্য ও যোগরূপ চক্ষু দ্বারা অদ্বিতীয় রূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। হে বিপ্রর্ষি! সেই হেতু পরমেষ্ঠীর প্রসাদে সর্ব্বান্তকর মৃত্যু বা দেহ বিনাশিনী জরা আপনাতে নিবিষ্ট হইতে পারে না। যখন রবি, শশী, অনল, অনিল, দ্যুলোক ও ভূলোক কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এবং দেব, অসুর ও মহোরগ গণ উৎসন্ন ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় লোক বিনষ্ট হয়, সেই একার্ণব কালে এক মাত্র আপনিই সর্ব্ব ভূতেশ অমিতাত্মা পদ্মোৎপল-নিকেতন প্রসুপ্ত ব্রহ্মাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। হে দ্বিজোত্তম! আপনি এই সকল পূর্ব্ববৃত্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এক মাত্র আপনিই বহু প্রকার কার্য্য অনুভব করিয়াছেন, লোক মধ্যে কস্মিন্ কালেও আপনার কিছু মাত্র অবিদিত নাই; সেই হেতু আমি আপনার সকাশে এই সর্ব্ব-হেতুময় কথা শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি।

মার্কণ্ডেয় হর্ষ-সহকারে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! স্বয়ম্ভু পুরাতন শাশ্বত অব্যয় অব্যক্ত অতিসূক্ষ্ম নির্গুণ ও গুণাত্মক সেই পূর্ণ পুরুষকে প্রণাম করিয়া তোমার অভিপ্রেত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। হে পুরুষেন্দ্র! তিনিই এই পীতাম্বর-পরিধায়ী জনার্দ্দন। ইনি স্রষ্টা, বিবিধ রূপের কর্ত্তা,

প্রাণী গণের আত্মা, ভূতকৃৎ এবং প্রভু। ইনিই অচিন্ত্য, মহৎ, আশ্চর্য্য, অনাদি নিধন, বিশ্বরূপাত্মক, অব্যয়, অক্ষয় ও পবিত্র প্রাণী বলিয়া বর্ণিত হয়েন। ইনি সকলের উৎপাদক; ইনি কাহারো-কর্ত্তৃক উৎপাদ্য নহেন; ইনি লোকের পৌরুষের প্রতি কারণ এবং ইনি যাহা জানেন, সমস্ত দেবতারাও তাহা জানেন না।

হে মনুজেন্দ্র রাজসত্তম! কৃৎস্ন জগৎ ক্ষয় হইলে আদি কারণ পরমাত্মা হইতে এই সমুদায় জগৎ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় নিষ্পন্ন হয়। দৈব পরিমাণে চারি সহস্র বৎসরে সত্য যুগ হয়; তাহার যুগ-সন্ধি চারি শত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও চারি শত বৎসর। তাহার পরে তিন সহস্র বৎসরে ত্রেতা যুগ কথিত হইয়াছে; তাহার যুগ-সন্ধি তিন শত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও তিন শত বৎসর। তাহার পরে দুই সহস্র বৎসরে দ্বাপর যুগ হয়; তাহার যুগ-সন্ধি দুই শত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও দুই শত বৎসর পরিমিত। তাহার পরে এক সহস্র বৎসরে কলি যুগ কথিত হইয়াছে; তাহার যুগ-সন্ধি এক শত বৎসর ও সন্ধ্যাংশও এক শত বৎসর পরিমিত। হে রাজন্! সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ উভয়েরই পরিমাণ তুল্য জানিবে। কলি যুগ ক্ষয় হইলে কৃত যুগ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই দ্বাদশ সহস্র বৎসর পরিমাণে যে যুগাখ্যা কথিত হইল, ইহার সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়। এই বিশ্ব যে, ব্রহ্ম স্বরূপ ভবনে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকেই পণ্ডিতেরা সমস্ত লোকের প্রলয় বলিয়া জানেন। হে ভরতর্ষভ! যখন পূর্ব্বোক্ত পরিমিত সহস্র বর্ষের শেষ ভাগ যুগান্ত কাল অল্প অবশিষ্ট থাকে, তখন সমস্ত মনুষ্যেরাই প্রায় অসত্য বাদী হয়। হে পার্থ! সেই কালে যজ্ঞ প্রতিনিধি, দান প্রতিনিধি ও ব্রত প্রতিনিধি প্রবর্ত্তমান হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের কার্য্য করে, শূদ্রেরা ধনোপার্জ্জক ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সেই যুগান্ত কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ ও স্বাধ্যায় হইতে নিবৃত্ত, দণ্ডাজিন বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বভক্ষ্য হইয়া থাকে। হে বৎস! শূদ্রেরা জপ পরায়ণ ও ব্রাহ্মণেরা জপ হীন হয়; এই রূপে তখন লোকেরা বিপরীতাচারী হইয়া থাকে; তাহাই লোক ক্ষয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ জানিবে। হে মনুজাধিপ! তৎকালে পৃথিবীতে বহুসংখ্য ম্লেচ্ছ রাজা হয়। তাহারা পাপাশয় ও মৃষাবাদপরায়ণ হইয়া মিথ্যা অনুশাসন করিয়া থাকে। অন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, যবন, কাম্বোজ, বাহ্লিক ও আভীর জাতিরা শূর ও নরাধিপতি হয়। তখন কোন ব্রাহ্মণই স্বধর্ম্মোপজীবী হয় না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা স্ব স্ব ধর্ম্মের বিপরীত কর্ম্ম করে। মনুষ্যেরা অল্পায়ু, অল্প-বল, অল্পবীর্য্য-পরাক্রম, অল্পসার, অল্প-দেহ ও অল্প সত্য ভাষী হইয়া থাকে। অনেক দেশ বহু জনশূন্য, দিক্ সকল পশু সর্পাদিতে পরিবৃত ও মনুষ্যেরা বৃথা ব্রহ্মচারী হয়। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণকে 'ভো' বলিয়া সম্বোধন ও ব্রাহ্মণেরা শূদ্রকে 'আর্য্য' বলিয়া সম্ভাষণ করে। হে মনুজেন্দ্র! যুগান্তে বহু জন্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। গন্ধ সকল তদ্রূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংযুক্ত ও রস সকল তাদৃশ স্বাদুযোগী হয় না। হে রাজন্! যুগক্ষয়ে স্ত্রীলোকেরা বহু সন্তান-বিশিষ্ট, হ্রস্ব দেহ-যুক্ত, অসচ্চরিত্র ও সদাচার-বর্জ্জিত হয় এবং রতিক্রীড়ায় অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়া মুখ দ্বারাও স্ত্রী-চিহ্নের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। জনপদ সকল অন্নকষ্টে আর্ত্ত, চতুষ্পথ সকল লম্পট ও বেশ্যাতে পরিব্যাপ্ত, পত্নী সকল ভর্ত্তৃদ্বেষী ও নির্লজ্জ হয়। গো জাতি অল্প দুগ্ধ বতী, বৃক্ষ সকল অল্প-পুষ্প-ফলবান্ ও বহু বায়স উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে পৃথিবীপাল! ব্রাহ্মণেরা, ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত মিথ্যাভাষী নৃপ দিগের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করে এবং লোভ মোহ সমন্বিত হইয়া ভিক্ষার্থে বৃথা ধর্ম্ম চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক পুনঃপুন চৌর্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। গৃহস্থেরা কর ভার ভয়ে ভীত

হইয়া বঞ্চনা পূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকে। দ্বিজ গণ ছদ্ম মুনিবেশ ধারী, বাণিজ্যোপজীবী, বৃথা নখ-লোমধারী ও অর্থ লোভে ব্রহ্মচারী হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা বৃথাচারী, মদ্যপায়ী, গুরুতল্পগামী ও আশ্রমে বৃথাচারী হয়, এবং শরীর পুষ্টি নিমিত্তে মাংস শোণিত বর্দ্ধন ঐহলৌকিক কার্য্যের চেষ্টাতে রত থাকে। আশ্রমী মাত্রই বহু পাষণ্ড জনে পরিবৃত ও পরান্নগুণবাদী হয়। ভগবান্ ইন্দ্র যথোচিত সময়ে বর্ষণ করেন না। বীজ সকল সম্যক্ রূপে অঙ্কুরিত হয় না, এবং মনুষ্যেরা হিংসারত ও অপবিত্র হইয়া থাকে। হে অনঘ পৃথিবীপাল! তখন অধর্ম্ম ফল অতিশয় হয়; কোন ধর্ম্মই থাকে না। যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক হয়, সে অল্পায়ু হইয়া থাকে। বণিক্ জনেরা বহু মায়াবী হইয়া কুট মানে ভুয়িষ্ঠ পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে। ধর্ম্মিষ্ঠের ক্ষয়, পাপীয়ানের বৃদ্ধি, ধর্ম্মের বলহানি ও অধর্ম্মের বল হইয়া উঠে। ধর্ম্মিষ্ঠ মানবেরা অল্পায়ু ও দরিদ্র এবং অধার্ম্মিকেরা দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্য্যবন্ত হয়। প্রজা সকল নগরের বিহার স্থলে অধার্ম্মিক হইয়া অধর্ম্ম্য উপায় দ্বারা ব্যবহার করে, এবং অল্পধন সঞ্চয়েই ধনাঢ্যতা মদে মত্ত হয়। হে রাজন্! অধিকাংশ মনুষ্য নির্জ্জনে বিশ্বাস পূর্ব্বক ন্যস্ত ধন অপহরণ করিতে ব্যবসিত ও পাপাচারে সংরত ও নির্লজ্জ হইয়া 'ইহা নাই' এইরূপ ব্যক্ত করে। বৃক ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু ও মৃগ পক্ষীগণ নগরীয় বিহার স্থলে ও দেবালয়ে শয়ান থাকে। সপ্তম বা অষ্টম বর্ষ বয়স্কা নারী গর্ভ ধারণ করে এবং দশ বা দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক পুরুষের সন্তান হয়। মনুষ্যেরা ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমেই বৃদ্ধভাবাপন্ন হইয়া থাকে এবং মনুষ্যদিগের শীঘ্র আয়ুঃক্ষয় হয়। হে মহারাজ! তরুণেরা ক্ষীণায়ু ও বৃদ্ধশীলী হইয়া থাকে। তরুণ দিগের চরিত্র বৃদ্ধ দিগের হয়। নারী গণ দুঃশীলা ও বিপরীতাচারিণী হইয়া যোগ্য পতিকে বঞ্চনা করিয়া পশু সদৃশ দাস সহ ব্যভিচারিণী হয়, এবং বীরের পত্নী হইলেও পতি জীবিত থাকিতে অন্য পুরুষের আশ্রয় লয় ও অন্য পুরুষ সহ ব্যভিচার করে।

মহারাজ! সেই সহস্র চতুর্যুগের অবসানে লোকের আয়ুক্ষয় সময়ে বহু বৎসর কাল অনাবৃষ্টি হইল। তাহাতে ভুয়িষ্ঠ প্রাণিবর্গ অল্পসার ও ক্ষুধিত হইয়া পৃথিবীতে সংহার প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তদনন্তর সপ্ত সূর্য্য প্রদীপ্ত হইয়া সরিৎ ও সরিৎ-পতির সমস্ত সলিল শোষণ করিতে থাকিল। শুষ্ক বা আর্দ্র যে কিছু তৃণ কাষ্ঠ সকলই ভস্মীভূত দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎপরে বায়ু সহিত সংবর্ত্তক বহ্নি, আদিত্য কর্ত্তৃক পূর্ব্ব শোষিত পৃথিবী মধ্যে নিবিষ্ট হইল। অনন্তর সেই বহ্নি পৃথিবী ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ পূর্ব্বক দেব দানব যক্ষ দিগের মহা ভয়োৎপাদন করিল। হে পৃথিবীপাল! সেই অগ্নি, অধঃস্থিত নাগ লোকে ও পৃথিবীতলে যে কিছু বস্তু ছিল, তৎসমুদয় ক্ষণমধ্যে দগ্ধ করত বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। সহস্র সহস্র যোজন এই জগৎ সেই অশুভ বায়ু সহ সম্বর্ত্তক বহ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া গেল। সেই প্রদীপ্ত বিভু বহ্নি দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষস গণের সহিত সমুদায় জগৎ একে বারে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

তদনন্তর গগণমণ্ডলে গজবাজি সদৃশ, বিদ্যুৎমাল্য বিভূষিত, অদ্ভুত-দর্শন মহামেঘ সকল সমুদিত হইল। কোন কোন মেঘ নীলোৎপল সদৃশ শ্যামল বর্ণ, কোন কোন মেঘ কুমুদ সঙ্কাশ বর্ণ, কোন কোন মেঘ কেশর সন্নিভ বর্ণ, কোন কোন মেঘ পীত বর্ণ, কোন কোন মেঘ হরিদ্রা বর্ণ, কোন কোন মেঘ কাকাণ্ড বর্ণ, কোন কোন মেঘ কমল দল বর্ণ, কোন কোন মেঘ হিঙ্গুল কান্তি, কোন কোন মেঘ উৎকৃষ্ট পুর সদৃশ, কোন কোন মেঘ গজযূথ সমাকার, কোন কোন মেঘ অঞ্জন পর্ব্বতাকার ও কোন কোন মেঘ মকরাকৃতি রূপে আবির্ভূত হইল। সেই বিদ্যুম্মালা-পিনদ্ধ ঘোর গভীর গর্জ্জন কারী, ঘোর-

রূপ সমস্ত জলদ পটলী সমুত্থিতা হইয়া নভো মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল। এই পর্ব্বত, বন ও খনি-নিকর সহিত বসুমতী সেই সমস্ত বনাবলি-কর্ত্তৃক সলিল সমূহে পরিপ্লুতা হইয়া পরিপূর্ণা হইল। হে পুরুষেন্দ্র! অনন্তর বিধাতার প্রেরিত গর্জ্জন কারী ভয়ানক সেই মেঘ সকল ক্ষণ কাল মধ্যে সর্ব্বত্র জলপ্লাবন করিল; প্রচুর জল বর্ষণ পূর্ব্বক বসুন্ধরা পূরণ করত সেই অশুভ সুদারুণ ভীষণ অগ্নি বিনাশ করিল। বিধি-নিযোজিত সেই মেঘ মণ্ডলী এই রূপ ক্রমিক দ্বাদশ বৎসর জল ধারায় বিশ্ব মণ্ডল পরিপূর্ণ করিতে থাকিল। তৎকালে সেই উপপ্লবে সমুদ্র স্বীয় বেলা অতিক্রম করিয়া উঠিল। অনেক পর্ব্বত বিদীর্ণ হইল ও মহী মণ্ডল জল মধ্যে নিমগ্ন হইল। তৎপরে জলদ গণ সহসা বায়ু বেগে আহত হইয়া নভো মণ্ডল বেষ্টন করিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বিনষ্ট হইল। হে ভারত! পরিশেষে পদ্মালয় আদিদেব স্বয়ম্ভু সেই মারুত পান করিয়া শয়ন করিলেন।

হে মহীপাল! দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য, শ্বাপদ, মহীরুহ, সমস্ত স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট ও এই জগৎ অন্তরীক্ষ রহিত হইলে, আমি একাকী সেই সুদারুণ একার্ণবে আহত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ঘোর একার্ণবে জল প্লাবনে বিচরণ করিতে করিতে প্রাণী জঙ্গম কিছু মাত্র না দেখিয়া চিত্ত বৈকল্য প্রাপ্ত হইলাম, এবং নিরালস্য পূর্ব্বক প্লবমান্ হইয়া গমন করত শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, কোথাও আশ্রয় লাভ করিতে পারিলাম না।

হে পৃথিবীপতে! অনন্তর কোন সময়ে সেই জল রাশি মধ্যে এক সুমহান্ বিশাল বটবৃক্ষ আমার দৃষ্টি গোচর হইল। সেই বৃক্ষের এক বিস্তীর্ণ শাখাতে দিব্যাস্তরণ-বিস্তৃত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট এক বালক দেখিতে পাইলাম। তাহার মুখ, পদ্মেন্দু সদৃশ ও চক্ষু, প্রফুল্ল কমল দল তুল্য বিশাল। তাহাকে দেখিয়া আমার মহা বিস্ময় জন্মিল, যেহেতু, যখন সমুদয় জগৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন এই শিশু কি প্রকারে শয়ন করিয়া আছে! হে নরাধিপ! আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জ্ঞাত থাকিয়া এবং তপস্যা দ্বারা ধ্যান করিয়াও, সেই শিশু যে কে, তাহা লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইলাম না। কিন্তু তখন সেই শিশু অতসী পুষ্প বর্ণাভ, শ্রীবৎস চিহ্নে সুশোভিত ও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আবাস স্বরূপ আমার নিকট প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তদনন্তর শ্রীবৎসধারী কমলনিভ-লোচন দ্যুতিমান্ সেই বালক আমাকে শ্রুতি সুখকর বাক্যে কহিলেন, "হে ভার্গব মার্কণ্ডেয়! আমি তোমাকে জানিয়াছি, তুমি পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামাকাঙ্ক্ষী হইয়াছ, অতএব তোমার যেপর্য্যন্ত বাসনা হয়, সেই পর্য্যন্ত এই স্থানে শ্রান্তি দূর কর। হে মুনিসত্তম! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার বাস স্থলের বিধান করিয়াছি, তুমি আমার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থান কর।"

হে ভারত! তখন বালক ঐ রূপ বলিলে আমার দীর্ঘ জীবনে ও মনুষ্যত্বে বৈরাগ্য হইল। পরে সেই বালক সহসা মুখ বিস্তার করিলেন; আমি দৈবযোগে অবশ হইয়া তদীয় বক্ত্র মধ্যে প্রবেশিত হইলাম। হে মনুজাধিপ! আমি সহসা তাঁহার কুক্ষি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় রাষ্ট্র নগর সহিত সমস্ত মহী মণ্ডল দেখিতে পাইলাম। সেই মহাত্মার কুক্ষি মধ্যে পরিক্রম করত গঙ্গা, শতদ্রু, সীতা, যমুনা, কৌশিকী, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, বিপাশা, গোদাবরী, বস্বোকসারা, নলিনী, নর্ম্মদা, তাম্রা, পুণ্যতোয়া শুভাবহা বেণ্বা, সুবেণ্বা, কৃষ্ণবেণ্বা, এই সকল নদী; ইরামা, বিতস্তা, কাবেরী, শোণ, বিশল্যা, কিম্পুনা এই সকল মহানদী ও এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল নদী পৃথিবীতে আছে, তাহাও দেখিতে পাইলাম। হে অমিত্রহন্! তৎপরে ঐ কুক্ষিতে জলজন্তু গণের আবাস স্থল পয়োনিধি রত্নাকরও দেখিলাম, এবং

হইয়া বঞ্চনা পূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকে। দ্বিজ গণ ছদ্ম মুনিবেশ ধারী, বাণিজ্যোপজীবী, বৃথা নখ-লোমধারী ও অর্থ লোভে ব্রহ্মচারী হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা বৃথাচারী, মদ্যপায়ী, গুরুতল্পগামী ও আশ্রমে বৃথাচারী হয়, এবং শরীর পুষ্টি নিমিত্তে মাংস শোণিত বর্দ্ধন ঐহলৌকিক কার্য্যের চেষ্টাতে রত থাকে। আশ্রমী মাত্রই বহু পাষণ্ড জনে পরিবৃত ও পরান্নগুণবাদী হয়। ভগবান্ ইন্দ্র যথোচিত সময়ে বর্ষণ করেন না। বীজ সকল সম্যক্ রূপে অঙ্কুরিত হয় না, এবং মনুষ্যেরা হিংসারত ও অপবিত্র হইয়া থাকে। হে অনঘ পৃথিবীপাল! তখন অধর্ম্ম ফল অতিশয় হয়; কোন ধর্ম্মই থাকে না। যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক হয়, সে অল্পায়ু হইয়া থাকে। বণিক্ জনেরা বহু মায়াবী হইয়া কূট মানে ভূয়িষ্ঠ পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে। ধর্ম্মিষ্ঠের ক্ষয়, পাপীয়ানের বৃদ্ধি, ধর্ম্মের বলহানি ও অধর্ম্মের বল হইয়া উঠে। ধর্ম্মিষ্ঠ মানবেরা অল্পায়ু ও দরিদ্র এবং অধার্ম্মিকেরা দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্য্যবন্ত হয়। প্রজা সকল নগরের বিহার স্থলে অধার্ম্মিক হইয়া অধর্ম্ম্য উপায় দ্বারা ব্যবহার করে, এবং অল্পধন সঞ্চয়েই ধনাঢ্যতা মদে মত্ত হয়। হে রাজন্! অধিকাংশ মনুষ্য নির্জ্জনে বিশ্বাস পূর্ব্বক ন্যস্ত ধন অপহরণ করিতে ব্যবসিত ও পাপাচারে সংরত ও নির্লজ্জ হইয়া 'ইহা নাই' এইরূপ ব্যক্ত করে। বৃক ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু ও মৃগ পক্ষীগণ নগরীয় বিহার স্থলে ও দেবালয়ে শয়ান থাকে। সপ্তম বা অষ্টম বর্ষ বয়স্কা নারী গর্ভ ধারণ করে এবং দশ বা দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক পুরুষের সন্তান হয়। মনুষ্যেরা ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমেই বৃদ্ধভাবাপন্ন হইয়া থাকে এবং মনুষ্যাদিগের শীঘ্র আয়ুঃক্ষয় হয়। হে মহারাজ! তরুণেরা ক্ষীণায়ু ও বৃদ্ধশীলী হইয়া থাকে। তরুণ দিগের চরিত্র বৃদ্ধ দিগের হয়। নারী গণ দুঃশীলা ও বিপরীতাচারিণী হইয়া যোগ্য পতিকে বঞ্চনা করিয়া পশু সদৃশ দাস সহ ব্যভিচারিণী হয়, এবং বীরের পত্নী হইলেও পতি জীবিত থাকিতে অন্য পুরুষের আশ্রয় লয় ও অন্য পুরুষ সহ ব্যভিচার করে।

মহারাজ! সেই সহস্র চতুর্যুগের অবসানে লোকের আয়ুক্ষয় সময়ে বহু বৎসর কাল অনাবৃষ্টি হইল। তাহাতে ভূয়িষ্ঠ প্রাণিবর্গ অল্পসার ও ক্ষুধিত হইয়া পৃথিবীতে সংহার প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তদনন্তর সপ্ত সূর্য্য প্রদীপ্ত হইয়া সরিৎ ও সরিৎ-পতির সমস্ত সলিল শোষণ করিতে থাকিল। শুষ্ক বা আর্দ্র যে কিছু তৃণ কাষ্ঠ সকলই ভস্মীভূত দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎপরে বায়ু সহিত সংবর্ত্তক বহ্নি, আদিত্য কর্ত্তৃক পূর্ব্ব শোষিত পৃথিবী মধ্যে নিবিষ্ট হইল। অনন্তর সেই বহ্নি পৃথিবী ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ পূর্ব্বক দেব দানব যক্ষ দিগের মহা ভয়োৎপাদন করিল। হে পৃথিবীপাল! সেই অগ্নি, অধঃস্থিত নাগ লোকে ও পৃথিবীতলে যে কিছু বস্তু ছিল, তৎসমুদয় ক্ষণমধ্যে দগ্ধ করত বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। সহস্র সহস্র যোজন এই জগৎ সেই অশুভ বায়ু সহ সম্বর্ত্তক বহ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া গেল। সেই প্রদীপ্ত বিভু বহ্নি দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষস গণের সহিত সমুদায় জগৎ একে বারে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

তদনন্তর গগণমণ্ডলে গজবাজি সদৃশ, বিদ্যুৎমাল্য বিভূষিত, অদ্ভুত-দর্শন মহামেঘ সকল সমুদিত হইল। কোন কোন মেঘ নীলোৎপল সদৃশ শ্যামল বর্ণ, কোন কোন মেঘ কুমুদ সঙ্কাশ বর্ণ, কোন কোন মেঘ কেশর সন্নিভ বর্ণ, কোন কোন মেঘ পীত বর্ণ, কোন কোন মেঘ হরিদ্রা বর্ণ, কোন কোন মেঘ কাকাণ্ড বর্ণ, কোন কোন মেঘ কমল দল বর্ণ, কোন কোন মেঘ হিঙ্গুল কান্তি, কোন কোন মেঘ উৎকৃষ্ট পুর সদৃশ, কোন কোন মেঘ গজযূথ সমাকার, কোন কোন মেঘ অঞ্জন পর্ব্বতাকার ও কোন কোন মেঘ মকরাকৃতি রূপে আবির্ভূত হইল। সেই বিদ্যুন্মালা-পিনদ্ধ ঘোর গভীর গর্জ্জন কারী, ঘোর-

রূপ সমস্ত জলদ পটলী সমুত্থিতা হইয়া নভো মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল। এই পর্ব্বত, বন ও খনি-নিকর সহিত বসুমতী সেই সমস্ত ঘনাবলি-কর্ত্তৃক সলিল সমূহে পরিপ্লুতা হইয়া পরিপূর্ণা হইল। হে পুরুষেন্দ্র! অনন্তর বিধাতার প্রেরিত গর্জ্জন কারী ভয়ানক সেই মেঘ সকল ক্ষণ কাল মধ্যে সর্ব্বত্র জলপ্লাবন করিল; প্রচুর জল বর্ষণ পূর্ব্বক বসুন্ধরা পূরণ করত সেই অশুভ সুদারুণ ভীষণ অগ্নি বিনাশ করিল। বিধিনিয়োজিত সেই মেঘ মণ্ডলী এই রূপ ক্রমিক দ্বাদশ বৎসর জল ধারায় বিশ্ব মণ্ডল পরিপূর্ণ করিতে থাকিল। তৎকালে সেই উপপ্লবে সমুদ্র স্বীয় বেলা অতিক্রম করিয়া উঠিল। অনেক পর্ব্বত বিদীর্ণ হইল ও মহী মণ্ডল জল মধ্যে নিমগ্ন হইল। তৎপরে জলদ গণ সহসা বায়ু বেগে আহত হইয়া নভো মণ্ডল বেষ্টন করিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বিনষ্ট হইল। হে ভারত! পরিশেষে পদ্মালয় আদিদেব স্বয়ম্ভু সেই মারুত পান করিয়া শয়ন করিলেন।

হে মহীপাল! দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য, শ্বাপদ, মহীরুহ, সমস্ত স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট ও এই জগৎ অন্তরীক্ষ রহিত হইলে, আমি একাকী সেই সুদারুণ একার্ণবে আহত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ঘোর একার্ণবে জল প্লাবনে বিচরণ করিতে করিতে প্রাণী জঙ্গম কিছু মাত্র না দেখিয়া চিত্ত বৈকল্য প্রাপ্ত হইলাম, এবং নিরালস্য পূর্ব্বক প্লবমান্ হইয়া গমন করত শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, কোথাও আশ্রয় লাভ করিতে পারিলাম না।

হে পৃথিবীপতে! অনন্তর কোন সময়ে সেই জল রাশি মধ্যে এক সুমহান্ বিশাল বটবৃক্ষ আমার দৃষ্টি গোচর হইল। সেই বৃক্ষের এক বিস্তীর্ণ শাখাতে দিব্যাস্তরণ-বিস্তৃত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট এক বালক দেখিতে পাইলাম। তাহার মুখ, পদ্মেন্দু সদৃশ ও চক্ষু, প্রফুল্ল কমল দল তুল্য বিশাল। তাহাকে দেখিয়া আমার মহা বিস্ময় জন্মিল, যেহেতু, যখন সমুদয় জগৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন এই শিশু কি প্রকারে শয়ন করিয়া আছে! হে নরাধিপ! আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জ্ঞাত থাকিয়া এবং তপস্যা দ্বারা ধ্যান করিয়াও, সেই শিশু যে কে, তাহা লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইলাম না। কিন্তু তখন সেই শিশু অতসী পুষ্প বর্ণাভ, শ্রীবৎস চিহ্নে সুশোভিত ও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আবাস স্বরূপ আমার নিকট প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তদনন্তর শ্রীবৎসধারী কমলনিভ-লোচন দ্যুতিমান্ সেই বালক আমাকে শ্রুতি সুখকর বাক্যে কহিলেন, "হে ভার্গব মার্কণ্ডেয়! আমি তোমাকে জানিয়াছি, তুমি পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামাকাঙ্ক্ষী হইয়াছ, অতএব তোমার যেপর্য্যন্ত বাসনা হয়, সেই পর্য্যন্ত এই স্থানে শ্রান্তি দূর কর। হে মুনিসত্তম! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার বাস স্থলের বিধান করিয়াছি, তুমি আমার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থান কর।"

হে ভারত! তখন বালক ঐ রূপ বলিলে আমার দীর্ঘ জীবনে ও মনুষ্যত্বে বৈরাগ্য হইল। পরে সেই বালক সহসা মুখ বিস্তার করিলেন; আমি দৈবযোগে অবশ হইয়া তদীয় বক্ত্র মধ্যে প্রবেশিত হইলাম। হে মনুজাধিপ! আমি সহসা তাঁহার কুক্ষি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় রাষ্ট্র নগর সহিত সমস্ত মহী মণ্ডল দেখিতে পাইলাম। সেই মহাত্মার কুক্ষি মধ্যে পরিক্রম করত গঙ্গা, শতদ্রু, সীতা, যমুনা, কৌশিকী, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, বিপাশা, গোদাবরী, বস্বোকসারা, নলিনী, নর্ম্মদা, তাম্রা, পুণ্যতোয়া শুভাবহা বেণ্ণা, সুবেণ্ণা, কৃষ্ণবেণ্ণা, এই সকল নদী; ইরামা, বিতস্তা, কাবেরী, শোণ, বিশল্যা, কিম্পুনা এই সকল মহানদী ও এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল নদী পৃথিবীতে আছে, তাহাও দেখিতে পাইলাম। হে অমিত্রহন্! তৎপরে ঐ কুক্ষিতে জলজন্তু গণের আবাস স্থল পয়োনিধি রত্নাকরও দেখিলাম, এবং

চন্দ্র সূর্য্য বিরাজিত, সূর্য্যাগ্নি সম দীপ্তিমান্ তেজোদ্বারা জাজ্বল্যমান গগণ মণ্ডলও দেখিতে পাইলাম এবং বিবিধ কাননে উপশোভিত যে পৃথিবী দেখিলাম, তাহাতে নিরীক্ষণ করিলাম, ব্রাহ্মণেরা বহুবিধ যজ্ঞ দ্বারা যজন করিতেছেন; ক্ষত্রিয়েরা সর্ব্ব বর্ণের অনুরাগে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন; বৈশ্যেরা যথা নিয়মে কৃষিকার্য্য করিতেছে এবং শূদ্রেরা দ্বিজ শুশ্রূষায় নিরত রহিয়াছে। তদনন্তর সেই মহাত্মার উদরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়, হেমকুট, নিষধ, রজতাচিত শ্বেত, গন্ধমাদন, মন্দর, মহাগিরি নীল, কনক পর্ব্বত মেরু, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য, মলয়, পারিপাত্র, এই সকল ও অন্যান্য যে সকল বহুল ভূধর আছে, তৎ সমস্তই অবলোকন করিলাম। সেই সকল পর্ব্বত রত্ন সমূহে বিভূষিত রহিয়াছে। হে মনুজেন্দ্র! তৎকালে তথায় বিচরণ করিতে করিতে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, ও অন্যান্য যাবতীয় পৃথিবীস্থ প্রাণী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। হে নরশার্দ্দূল! আমি তাঁহার কুক্ষিতে প্রবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ সঞ্চরণ করিতে করিতে ইন্দ্র প্রভৃতি দেব গণকেও দৃষ্টিগোচর করিলাম। সাধ্য গণ, রুদ্র গণ, আদিত্য গণ, গুহ্যক গণ, পিতৃ গণ, সর্প গণ, নাগ গণ, সুপর্ণ গণ, বসু গণ, অশ্বিনী কুমার দ্বয়, গন্ধর্ব্ব গণ, অপ্সরা গণ, যক্ষ গণ, ঋষি গণ ও দেবশক্র কালেয়, সিংহিকা-তনয় প্রভৃতি দৈত্য দানব ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে কিছু জগতে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সকলই সেই মহাত্মার কুক্ষিতে দৃষ্টিগোচর করিলাম। আমি বহু শত বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরের অভ্যন্তরে ফলাহার পূর্ব্বক এই কৃৎস্ন জগৎ বিচরণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কদাচ তাঁহার দেহের অন্ত দেখিতে পাইলাম না। হে নরনাথ! যখন আমি নিরন্তর ধাবমান হইয়া চিন্তা করত সেই মহাত্মার দেহ-সীমা প্রাপ্ত হইলাম না, তখন বিধিবৎ কর্ম্ম ও মন দ্বারা সেই বরণ্য বরদ দেবের শরণাগত হইলাম। অনন্তর হঠাৎ আমি তদীয় প্রসারিত মুখ হইতে বায়ুবেগে নিঃসৃত হইলাম। হে পুরুষেন্দ্র-বর! তখনও সেই শ্রীবৎসকৃত-চিহ্ন শিশু সমগ্র জগৎ সংগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বট তরুর শাখায় আসীন রহিয়াছেন। সেই অমিত তেজস্বী শ্রীবৎস-চিহ্ন-ভূষণ বালককে সেই রূপ বাল্য বেশে উপবিষ্টই দেখিতে পাইলাম।

সেই মহা তেজস্বী সাক্ষাৎ তেজোময় শ্রীবৎসধারী পীতাম্বর শিশু আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, "হে মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয়! তুমি ইদানী আমার এই শরীরে বাস করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছ, অতএব তোমাকে বলিতেছি।" তিনি এই কথা বলিলে পর আমার মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পুনর্ব্বার নূতন দৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইল, যদ্দ্বারা আমি আপনাকে লব্ধপ্রজ্ঞ ও নির্ম্মুক্ত দেখিতে পাইলাম। হে বৎস! আমি সেই অমিত-তেজস্বীর অপরিমিত প্রভাব দেখিয়া তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত, সুজাত, মৃদুল রক্তবর্ণাঙ্গুলি রাজি বিরাজিত, তাম্রতল চরণ যুগল যত্ন পুরঃসর মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক অভিবন্দন করিলাম, এবং বিনয় ও যত্ন সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপগত হইয়া সেই ভূতাত্মা কমললোচনকে দর্শন করিতে লাগিলাম। পরিশেষে প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক এই কথা বলিলাম, হে দেব! আমি তোমাকে ও তোমার এই প্রবল মায়াকে জানিতে মানস করি। হে ভগবন্! আমি তোমার মুখ দিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জঠর মধ্যে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত জগৎ দৃষ্টি করিলাম। হে দেব! তোমার শরীরে দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ আমার নয়ন গোচর হইল। হে দেব! তোমার দেহাভ্যন্তরে নিরন্তর সত্বর গমনে পরিভ্রমণ করিয়াও তোমার প্রসাদে আমার স্মৃতিশক্তি পরিহীন হয় নাই। হে মহাপ্রভু! আমার ইচ্ছা না থাকাতেও আমি তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার জঠর হইতে নির্গত হইলাম। হে পুণ্ডরীকাক্ষ!

তুমি অনিন্দিত মূর্ত্তি, তোমাকে জানিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে। হে প্রভো! তুমি কি নিমিত্তে স্বয়ং এই সমস্ত জগৎ উদরস্থ করিয়া শিশুরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছ, ইহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে অনঘ! কি জন্যই বা সর্ব্ব জগৎ তোমার শরীরস্থ হইয়াছে এবং কিয়ৎ কাল পর্য্যন্তই বা তোমার এ স্থানে অবস্থান হইবে। হে প্রভো! আমি ব্রাহ্মণোচিত অভিলাষে ইহা বিস্তার পূর্ব্বক যথার্থ রূপে তোমার সকাশ হইতে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; যে হেতু আমি যাহা দৃষ্টি করিলাম ইহা অচিন্তনীয় মহৎ ব্যাপার। মহাদ্যুতি বাগ্মিবর শ্রীমান্ সেই দেব দেবকে আমি এই রূপ কহিলে, তিনি আমাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক এই বক্ষ্যমাণ কথা কহিলেন।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৮ ॥

দেব কহিলেন, হে বিপ্র! দেবতারাও ইচ্ছা করিলে আমাকে যথার্থ রূপে জানিতে পারেন না; পরন্তু আমি যে রূপে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহা তোমার প্রতি প্রীত হইয়া বলিতেছি। হে বিপ্রর্ষি! তুমি পিতৃ ভক্ত ও আমার শরণাগত, বিশেষত তোমাতে মহৎ ব্রহ্মচর্য্য সাক্ষাৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই জন্যই আমি তোমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি জলের 'নার' এই সংজ্ঞা করিয়াছি, এবং সদা সেই নারই আমার অয়ন অর্থাৎ আবাস স্থান, সেই হেতু সকলে আমাকে 'নারায়ণ' বলিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম! আমি নারায়ণ, আমা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়। আমি শাশ্বত, অব্যয়, সর্ব্বভূতের বিধান কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা। আমি বিষ্ণু, আমি ব্রহ্মা, আমি দেবরাজ পুরন্দর, আমি রাজা বৈশ্রবণ ও প্রেতগণের অধিপতি কৃতান্ত। আমি শিব, সোম ও প্রজাপতি কশ্যপ। হে দ্বিজোত্তম! আমি ধাতা, বিধাতা এবং যজ্ঞ স্বরূপ। অগ্নি আমার মুখ; ক্ষিতি আমার চরণদ্বয়; চন্দ্র সূর্য্য আমার নয়ন যুগল; দ্যু-লোক আমার মস্তক; আকাশ ও দিক্ আমার শ্রোত্র যুগল; জল আমার ঘর্ম্মে উৎপন্ন; দিক্ ও মহাকাশ আমার দেহ; বায়ু আমার মনেতে অবস্থিত; আমি শত শত স-দক্ষিণ যজ্ঞ করিয়াছি; আমি দেবতাদিগের যজ্ঞে অবস্থিত হই; বেদ বেত্তারা আমাকেই যজন করেন; পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়েন্দ্র রাজারা স্বর্গাকাঙ্ক্ষী ও বৈশ্যেরা স্বর্গলোক-জিগীষু হইয়া আমার উদ্দেশেই যজ্ঞ করিয়া থাকে, এবং আমি অনন্ত হইয়া এই চতুঃসাগর পরিব্যাপ্ত মেরুমন্দরাদি গিরি ভূষিত ধরামণ্ডল ধারণ করিয়া থাকি। হে বিপ্র! আমি পূর্ব্ব কালে বারাহ রূপ ধারণ করিয়া জল নিমগ্ন এই অখিল জগৎ নিজ বীর্য্যে উদ্ধার করিয়াছি। হে দ্বিজসত্তম! আমি বড়বামুখ অগ্নি হইয়া সংশ্লিষ্ট জলরাশি পান করি, আবার তাহা সৃজন করিয়াও থাকি। আমার শক্তি দ্বারা আমার মুখ ব্রাহ্মণ, আমার ভুজ-যুগল ক্ষত্রিয়, আমার ঊরুদ্বয় বৈশ্য এবং আমার চরণ যুগল শূদ্র ক্রমশ হইয়াছে। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব এই বেদ-চতুষ্টয় আমা হইতেই প্রাদুর্ভূত ও আমাতেই বিলীন হইয়া থাকে। যতি, শান্তিপ্রধান, সংযতাত্মা, জ্ঞানেচ্ছু, কাম ক্রোধ দ্বেষ রহিত, নিঃসঙ্গচিত্ত, পাপ-রহিত, সত্ত্বগুণাবলম্বী, নিরহঙ্কৃত, অধ্যাত্মবেত্তা বিপ্রেরা নিরন্তর আমাকে ধ্যান করত উপাসনা করেন। আমি সম্বর্ত্তক জ্যোতি, আমি সম্বর্ত্তক বায়ু, আমি সম্বর্ত্তক সূর্য্য, আমি সম্বর্ত্তক অগ্নি। হে দ্বিজোত্তম! নভোমণ্ডলে যে সকল তারারূপ দৃশ্যমান হয়, তাহাদিগকে আমার রোমকূপ বোধ কর। সমস্ত রত্নাকর সমুদ্র ও দিক্ সকল আমার বসন, শয়ন ও আলয় বলিয়া জ্ঞান কর। হে সত্তম! কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয় ও মোহ এসকল আমারই রূপ বলিয়া জানিবে। হে বিপ্র! মনুষ্যেরা সত্য, দান, উগ্রতপস্যা ও প্রাণীর প্রতি অহিংসা এই সকল কর্ম্ম করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারে। জীব মাত্রই মদীয় বিধানে বিহিত হইয়া আ-

মার দেহ মধ্যে বিহার করত আমা কর্ত্তৃক বিজ্ঞান বিহীন হইয়া সংসার-কার্য্যে চেষ্টিত হয়, আপনার ইচ্ছায় হয় না। সম্যক্ বেদাধ্যায়ী শান্তাত্মা ক্রোধ জয়ী দ্বিজাতি গণ বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা যে মঙ্গল পথ লাভ করেন, তাহা দুষ্কর্ম্মশীল লোভাভিভূত অসংযতাত্মা কৃপণ অনার্য্য মানবেরা লাভ করিতে পারে না; অতএব সংযতাত্মা মনুষ্য দিগের যোগ নিষেবিত মহা ফলজনক সেই মঙ্গল পথ, বিমূঢ় দিগের সুদু-প্প্রাপ্য জানিবে। হে সত্তম! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তখন তখন আমি আপনাকে লীলাবিগ্রহ রূপ সৃষ্টি করি। যখন এই লোকে হিংসায় অনুরক্ত, সুরাসুরের অবধ্য, দারুণ দৈত্য ও রাক্ষসেরা উৎপন্ন হয়, তখন আমি নর দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক শুভ কর্ম্মকারী ব্যক্তি দিগের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া সমুদায় অশুভ প্রশমন করিয়া থাকি। আমি আত্ম-মায়াতে দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, প্রভৃতি প্রাণী গণ ও স্থাবর ভূত সমস্ত সৃষ্টি করিয়া পুনরায় সংহার করি। আমি মর্য্যাদা দৃঢ় করণার্থ পুনরায় কর্ম্ম কালে মানুষ দেহে প্রবেশ করিয়া অচিন্ত্য শরীর সকল সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি সত্য যুগে শ্বেত বর্ণ, ত্রেতাযুগে পীত বর্ণ, দ্বাপরে রক্ত বর্ণ ও কলিযুগে কৃষ্ণ বর্ণ হই। সেই কলি কালে অধর্ম্ম তিন ভাগ হয়। অন্তকাল উপস্থিত হইলে আমি একাকীই সুদারুণ কাল-রূপী হইয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ত্রৈলোক্য বিনষ্ট করি। আমি ত্রিপদ দ্বারা ত্রিলোক ব্যাপী, বিশ্বের আত্মা, সর্ব্ব লোকের সুখাকর ও অভিভবকারী এবং সর্ব্বত্রগামী। আমার অন্ত নাই; আমি বিষয়েন্দ্রিয় গণকে নিগ্রহ করি বলিয়া আমার নাম হৃষীকেশ, এবং আমার বিক্রম অতি বিশাল। হে ব্রহ্মন্! আমি একাকী, সর্ব্বভূতের প্রশমন কারী ও সর্ব্বলোকের প্রযত্ন প্রকাশক নীরূপ কাল চক্রের নিয়ন্তা। হে বিপ্রেন্দ্র মুনিসত্তম! সর্ব্বভূত মধ্যে আমার আত্মা সম্যক্ প্রণিহিত আছে, কিন্তু আমাকে কেহ জানি-তে পারে না। সমস্ত জগতে ভক্তিমান্ ব্যক্তিরা আমাকেই পূজা করে। হে বিশুদ্ধচিত্ত বিপ্র! তুমি আমার কুক্ষি মধ্যে থাকিয়া যে কিছু ক্লেশ পাই-য়াছ, সে সকল তোমার সুখোদয় ও শ্রেয় নিমিত্তেই জানিবে, এবং তুমি লোক মধ্যে যে কিছু স্থাবর জঙ্গম দেখিয়াছ, তাহা আমার ভূত ভাবন আত্মা রূপেই সর্ব্বপ্রকারে বিহিত হইয়াছে। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা আমার অর্দ্ধ শরীর, আমি শঙ্খ চক্র গদা ধারী নারায়ণ। হে বিপ্রর্ষি! আমি বিশ্বাত্মা; সহস্র চতুর্যুগের পরিবর্ত্তন সময়ে আমি সর্ব্বভূতের মোহোৎপাদন করত নিদ্রিত থাকি। হে মুনিসত্তম! যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মা জাগরিত না হন, সেই পর্য্যন্ত আমি অশিশু হইয়াও শিশু রূপে এই স্থলে সর্ব্ব কালে এই প্রকারে অবস্থান করি। হে বিপ্রর্ষিগণ-পূজিত বিপ্রবর! আমি ব্রহ্ম স্বরূপ, আমি তোমার প্রতি পুনঃপুন সন্তুষ্ট হইয়া বর দান করিয়াছি। তুমি স্থাবর জঙ্গম নষ্ট ও সকল জগৎ একার্ণব দেখিয়া বিহ্বল হইয়াছিলে, তাহা আমি জ্ঞাত হইয়াছি-লাম, এই নিমিত্তেই তোমাকে জগৎ প্রদর্শন করি-য়াছি। হে বিপ্রর্ষি! তুমি যখন আমার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে, তখন সমস্ত লোক-দর্শনে বিস্মিত হইয়া জ্ঞান শক্তি রহিত হইয়াছিলে; সেই হেতু আমি তোমাকে মুখ হইতে আশু নিঃসারিত করিয়াছি। এক্ষণে সুরাসুরের দুজ্ঞের্য় আত্মা তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। মহাতপা ব্রহ্মা যে পর্য্যন্ত প্রবুদ্ধ না হন, সেই পর্য্যন্ত তুমি এস্থানে নিঃশঙ্ক হইয়া সুখে বিচরণ কর। তদনন্তর সেই সর্ব্বলোক পিতামহ জাগরিত হইলে, একাকী আমি শরীর সকল, আকাশ, পৃথিবী, জ্যোতি, বায়ু, জল ও লোকে অবশিষ্ট স্থাবর জঙ্গম সমস্তই সৃষ্টি করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে বৎস! সেই পরমাদ্ভুত দেব এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে আমি এই বিচিত্র বিবিধ প্রজাপুঞ্জ সৃষ্টি দেখিতে

ল্যাগিলাম। হে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ভরত শ্রেষ্ঠ! যুগক্ষয় সময়ে আমি এইরূপ আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। হে কুন্তী নন্দন! পূর্ব্ব কালে যে সেই পদ্মায়তলোচন পরম দেব আমার দৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনিই এই পুরুষ প্রধান জনার্দ্দন তোমার ভ্রাতৃসম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাঁরই বরদানে স্মরণ শক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই এবং আমার পরমায়ু দীর্ঘ ও মৃত্যু বশতাপন্ন হইয়াছে। সেই পুরাতন পরম বিভু অচিন্ত্যাত্মা হরি এই মহাভুজ কৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক যেন ক্রীড়নশীল হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ইনি ধাতা, বিধাতা, সংহর্ত্তা, শাশ্বত, শ্রীবৎসচিহ্নাঙ্কিত-বক্ষা, গোবিন্দ, প্রজাপতি-পতি ও প্রভু। এই আদি দেব জন্ম রহিত বিশ্বব্যাপী বৃষ্ণিকুলতিলক পুরুষকে দেখিয়া এই আমার স্মরণ শক্তি উদিত হইল। ইনি সর্ব্ব প্রাণীর পিতা, মাতা, ইনিই লক্ষ্মীপতি। হে কৌরবেন্দ্র গণ! ইনিই সকলের শরণ্য, তোমরা ইহাঁর শরণাগত হও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় পাণ্ডবদিগকে এই রূপ কহিলে তাঁহারা সকলে ও দ্রৌপদী কৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন। পুরুষেন্দ্র মানার্হ কৃষ্ণও মন্যমান হইয়া তাঁহাদিগকে যথাবিধি পরম মনোহর সান্ত্বনা বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন।

মার্কণ্ডেয় নারায়ণ সংবাদ ও ঊনৈকনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৯ ॥

কলিযুগ বিবরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে জগতের সাম্রাজ্য বিষয়ক ভবিষ্যৎ অবস্থা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বাগ্মিবর ভার্গব! যুগাদিতে যে উৎপত্তি বিনাশ হইয়াছিল, সেই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত আপনার নিকটে শ্রুত হইলাম। পরন্তু কলিযুগ বিষয়ক বিবরণ শ্রবণ করিতে আমার পুনর্ব্বার কৌতুহল হইতেছে। তৎকালে ধর্ম্ম সমাকুল হইলে কি অবশিষ্ট থাকিবে? এবং মানবদিগের পরমায়ু, বল, আহার, বিহার ও পরিচ্ছদাদি কি রূপ হইবে? কি পর্য্যন্ত সীমা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সত্য যুগ প্রবৃত্ত হইবে? হে মহর্ষি! যেহেতু আপনি এই স্থলে বিচিত্র কথা সকল ব্যক্ত করিতেছেন, অতএব এ সকলও বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

সেই মুনি-প্রধান মহর্ষিকে এই রূপ বলিলে তিনি বৃষ্ণিকুলেন্দ্র কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের সন্তোষার্থে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! আমি দেব দেব প্রসাদে যে কিছু দেখিয়াছি, শুনিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। হে ভরতকুলেন্দ্র! আমি সর্ব্বলোকের কলি কালীন ভবিষ্য বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভরতেন্দ্র! পূর্ব্বকালে সত্য যুগে ছল ও লোভাদির সংস্রব রহিত ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ চারি পোয়া ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের প্রতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ত্রেতাযুগে এক পোয়া অধর্ম্মে পরিবিদ্ধ সুতরাং ত্রিপাদ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বাপরে অর্দ্ধ অধর্ম্মে মিশ্রিত সুতরাং দ্বিপাদ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। এবং তামস কলিযুগে ধর্ম্ম তিন অংশ অধর্ম্মে মিশ্রিত হইয়া মনুষ্যদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করে, সুতরাং এক পোয়া ধর্ম্ম মনুষ্যদিগকে আশ্রয় করে। হে পাণ্ডব! শ্রবণ কর, মনুষ্যদিগের আয়ু, বীর্য্য, বুদ্ধি, বল ও তেজ যুগে যুগে হ্রাস হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা ছল পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিবে। মনুষ্যেরা ধর্ম্মজাল বিস্তার করিয়া লোকদিগকে বঞ্চনা করিবে এবং পণ্ডিতম্মন্য হইয়া সত্যকে সংক্ষিপ্ত করিবে; অনন্তর তাহাদিগের সত্যহানি হেতু আয়ু অল্প হইবে; আয়ু অল্প হইলে বিদ্যোপজীবী হইতে সমর্থ হইবে না; বিদ্যাহীন হইলে বিজ্ঞানের অভাব হেতু লোভ-কর্ত্তৃক অভিভূত হইবে। এবং লোভ ক্রোধ পরায়ণ, মূঢ় ও কামাসক্ত হইয়া পরস্পর শত্রুতা নিবন্ধন বধৈষী

হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা পরস্পর সঙ্কীর্ণ ও তপস্যা সত্য বিবর্জ্জিত হইয়া শূদ্রতুল্য হইবে। অন্ত্যজ ব্যক্তিরা মধ্যম ও মধ্যম জনেরা অন্ত্যজ হইবে সংশয় নাই। যুগান্ত উপস্থিত হইলে লোক সকল এই প্রকার হইবে। তৎকালে বস্ত্রের মধ্যে শণসূত্রের বস্ত্র ও ধান্যের মধ্যে কোরদূষক ধান্য শ্রেষ্ঠ হইবে। পুরুষেরা ভার্য্যাকেই মিত্র বলিয়া গণ্য করিবে। লোকে মৎস্যামিষ দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। গো জাতি বিনষ্ট হইলে ছাগ মেষ দোহন করিবে। পরস্পর পরিমোষণ ও হিংসা করিবে। জপহীন, নাস্তিক ও চৌর্য্যরত হইবে। এবং নদীতীরেও কুদ্দাল দ্বারা ওষধি বপন করিবে, তাহাও তাহাদের পক্ষে অল্প ফলবতী হইবে। যে সকল পুরুষেরা শ্রাদ্ধ ও দৈব কর্ম্মে ধৃত ব্রত, তাহারাও পরস্পর লোভী হইয়া পরস্পরের ভোজ্য বস্তু ভোগ করিবে। পিতা পুত্রের ও পুত্র পিতার ভোজ্য বস্তু ভোগ করিবে। যুগক্ষয়ে অতিক্রান্ত বস্তুও ভোগ্য হইবে। ব্রাহ্মণেরা ব্রতাচরণ করিবে না ও বেদনিন্দক হইবে, এবং হেতুবাদে বিমোহিত হইয়া হোম যজ্ঞ করিবে না ও নীচবিষয়ে স্পৃহা করিবে। মনুষ্যেরা নিম্ন ভূমিতে কৃষি করিবে। ধেনু ও এক বর্ষীয় বৎস সকল ভার বাহনে নিযোজিত করিবে। পুত্র পিতাকে ও পিতা পুত্রকে বধ করিয়া নিন্দাভাজন হইবে না; প্রত্যুত তাহাতে নিরুদ্বেগ ও অতিরিক্ত বাদী হইবে। সকল জগৎ নিষ্ক্রিয়, যজ্ঞ বর্জ্জিত, নিরানন্দ ও উৎসব হীন হইয়া ম্লেচ্ছভূত হইবে। মনুষ্যেরা প্রায় বন্ধুহীন, দীন ও বিধবাদিগেরও ধন হরণ করিবে, এবং স্বল্পবীর্য্যবল, জ্ঞানহীন, লোভমোহ-পরায়ণ ও পাপাচার পরিগ্রহ হইয়া দুষ্টদিগের অসৎ বাক্য পূর্ব্বক দানেও সন্তোষ প্রকাশ করিয়া প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবে। হে কৌন্তেয়! পাপবুদ্ধি মূর্খ ভূপতিগণ পণ্ডিতাভিমানী হইয়া পরস্পরকে আহ্বান করত পরস্পর বধে উন্মুক্ত হইবে। ক্ষত্রিয়েরা লোক রক্ষিতা হইবে না, প্রত্যুত লোকের কণ্টক স্বরূপ হইবে, এবং অভিমান ও অহঙ্কারে দর্পিত ও লুব্ধ হইয়া কেবল দণ্ডবিধানেই অনুরাগী হইবে। হে ভারত! তাহারা সাধু ব্যক্তিদিগের প্রতি বারংবার আক্রমণ করিয়া তাঁহারা ক্রন্দন করিলেও নির্দ্দয় হইয়া তাঁহাদিগের কলত্র বিত্ত গ্রহণ-পূর্ব্বক ভোগ করিবে। কেহ কাহারো নিকট কন্যা প্রার্থনা বা কাহাকে কন্যা প্রদান করিবে না; কন্যাগণ স্বয়ংই পতি গ্রহণ করিবে। মূঢ়চেতা অসন্তুষ্ট রাজারা সর্ব্ববিধ উপায়ে পরধন হরণ করিবে। তৎকালে সমুদায় জগৎ ম্লেচ্ছীভূত হইবে সংশয় নাই। এক হস্ত অন্য হস্তকে মোষণ করিবে অর্থাৎ সহোদরও সহোদরকে প্রবঞ্চনা করিবে। এই সংসারে মনুষ্যেরা পণ্ডিতম্মন্য হইয়া সত্যকে স্বল্প করিবে। বৃদ্ধেরা বালক-মতি ও বালকেরা স্থবির-মতি হইবে। ভীরু ব্যক্তিরা শূরাভিমানী ও শূর ব্যক্তিরা ভীরুর ন্যায় বিষণ্ণ হইবে। মনুষ্যেরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিবে না। রথ যুগাদি সমস্ত যুগই লোভ মোহ প্রযুক্ত হইয়া এক বাহন দ্বারা বাহিত হইবে। তৎকালে অধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইবে, ধর্ম্ম প্রবর্ত্তমান থাকিবে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অবশিষ্ট থাকিবে না, লোক মাত্রই এক বর্ণ হইবে। পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে ক্ষমা করিবে না। ভার্য্যা পতিশুশ্রূষায় রত হইবে না। যে সকল দেশে যবান্ন ও গোধূমান্ন প্রধান ভক্ষ্য, লোকে সেই সকল দেশ আশ্রয় করিবে। হে নরনাথ! স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই স্বেচ্ছাহারী হইবে এবং পরস্পর কাহারো কোন বিষয় সহ্য করিবে না। মানবেরা শ্রাদ্ধ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিবে না, সকল জগৎ ম্লেচ্ছীভূত হইবে। কেহ কাহারো সকাশে শ্রোতা হইবে না; কেহ কাহারো গুরু হইবে না। সমস্ত লোক তমোগুণগ্রস্ত হইবে। তৎকালে লোকের পরমায়ু ষোড়শ বর্ষ হইবে, ষোড়শ বর্ষের পরেই প্রাণ পরিত্যাগ হইবে। পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষ বয়স্কা কন্যার এবং সপ্তম

বা অষ্টম বর্ষ বয়স্ক পুরুষের সন্তান হইবে। হে রাজেন্দ্র! সেই যুগান্ত কালে স্ত্রী পতির প্রতি ও পতি স্ত্রীর প্রতি পরিতুষ্ট থাকিবে না। লোকের অল্প সম্পত্তি, বৃথা ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ ও হিংসায় প্রবৃত্তি হইবে। কেহ কাহারো দাতা হইবে না। জনপদ অন্নকষ্টে আর্ত্ত, চতুষ্পথ লম্পট ও বেশ্যাতে পরিব্যাপ্ত ও পত্নী পতিদ্বেষিণী হইবে। মনুষ্যেরা ম্লেচ্ছাচার, সর্ব্বভক্ষ্য ও সকল কর্ম্মেতে নিষ্ঠুর হইবে, সংশয় নাই। সকলেই ধন লোভী হইয়া ক্রয় বিক্রয় কালে সকলকে বঞ্চনা করিবে। শাস্ত্র না জানিয়া ক্রিয়া কলাপ করিবে ও স্বেচ্ছাচারী হইবে। সকলে স্বভাবতই নিষ্ঠুর কর্ম্ম ও পরস্পর পরস্পরের নিন্দাবাদ করিবে। ব্যথা রহিত হইয়া আরাম ও বৃক্ষ সকল বিনষ্ট করিবে। দেহী দিগের জীবনে সংশয় হইবে। হে নৃপ! নৃপতিগণ লোভাভিভূত হইয়া ব্রহ্মস্ব উপভোগ ও ব্রাহ্মণগণকে নিহত করিবে। দ্বিজগণ ভয়ার্ত্ত ও শূদ্র-পীড়িত হইয়া রক্ষিতার অলাভে হাহাকার করিয়া এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিবে। যখন মনুজগণ জীবনান্তকারী, নিষ্ঠুর, ভীষণ স্বভাব ও প্রাণিহিংসক হইয়া উঠিবে, তখন যুগের শেষ হইবে। হে কুরুকুল-নন্দন! দ্বিজগণ দস্যুগণ-কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া কাকের ন্যায় শঙ্কিত ও ত্রাস যুক্ত হইয়া ধাবন পূর্ব্বক নদী, পর্ব্বত ও বিষম স্থান আশ্রয় করিবে। প্রধান ব্রাহ্মণেরাও সতত কুরাজার কর ভারে প্রপীড়িত হইবে এবং ধৈর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্রের পরিচারক হইয়া নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। শূদ্রেরা ধর্ম্মোপদেশ করিবে এবং ব্রাহ্মণেরা তাহাতে প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়া উপাসক ও শ্রোতা হইবে। নীচ ব্যক্তি বড় হইবে, সকল সংসার বিপরীত ধর্ম্মে সমাক্রান্ত হইবে। লোকে দেবতা ত্যাগ করিয়া ভিত্তির অভ্যন্তরে অস্থি ন্যস্ত করত তাহার পূজা করিবে। শূদ্রেরা দ্বিজগণের পরিচর্য্যা করিবে না। মহর্ষিগণের আশ্রমে, ব্রাহ্মণগণের চতুষ্পাঠীতে, দেবস্থানে, যজ্ঞায়তনে ও নাগালয়ে পৃথিবী অস্থিন্যস্ত-কীকস ভিত্তি দ্বারা অঙ্কিতা হইবে, দেবগৃহ দ্বারা ভূষিতা হইবে না। তাহাই যুগান্তের লক্ষণ জানিবে। যখন মনুষ্যেরা নিষ্ঠুর, ধর্ম্মহীন, মাংসাশী ও পানপায়ী হইবে, তখন যুগের উপসংহার হইবে। যখন পুষ্পে পুষ্প ও ফলে ফল জন্মিবে, তখন যুগের উপসংহার হইবে। তখন পর্জ্জন্য অকাল বর্ষী হইবে, মনুষ্যদিগের ক্রিয়া কলাপ ক্রম পূর্ব্বক হইবে না ও শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিরোধ করিবে। তদনন্তর অচিরকালেই পৃথিবী ম্লেচ্ছজনে সমাকীর্ণা হইবে। বিপ্রেরা কর ভার ভয়ে দিক্ বিদিক্ গমন করিবে। সমস্ত দেশীয় লোক আচার ব্যবহারে প্রভেদ রহিত হইবে, এবং অবৈতনিক কর্ম্ম করণে পীড়িত হইয়া আশ্রমকে আশ্রয় করত ফল মূলোপজীবী হইবে। লোক সকল এই রূপ পর্য্যাকুল হইলে কোন নিয়ম অবধারিত থাকিবে না। শিষ্যগণ বিপ্রিয়কারী হইয়া গুরুর উপদেশে বর্ত্তমান থাকিবে না। আচার্য্য নির্ধন হইয়া লোকের নিকট ধিক্কৃত হইবে। মিত্র, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অর্থযোগেই মিত্রতাদির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। কোন প্রাণীরই অভাব মোচন হইবে না। দিক্ সকল প্রজ্বলিত, জ্যোতির্গণ প্রখর, নক্ষত্র মণ্ডল প্রভাহীন, সমীরণ পর্য্যাকুল ও মহাভয়সূচক বহুসংখ্য উল্কাপাত হইবে। সপ্ত সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিবে এবং সর্ব্বত্র তুমুল নির্ঘোষ ও দিগ্‌দাহ হইতে থাকিবে। তৎকালে দিবাকর উদয়াস্ত মনে রাহু দ্বারা আচ্ছাদিত হইবে। ভগবান্ সহস্র-লোচন ইন্দ্র অকালবর্ষী হইবেন, শস্য জন্মিবে না। স্ত্রীগণ পুনঃপুন নিষ্ঠুর ভাষিণী, নির্দ্দয়া ও রোদন-প্রিয়া হইবে এবং পতি বাক্য গ্রহণ করিবে না। পুত্রগণ পিতা ও মাতাকে বধ করিবে। স্ত্রীগণ কাহারও আশ্রিত না হইয়া পতি ও পুত্রগণের হিংসা করিবে। মহারাজ! রাহু অপর্ব্বদিনেও দিবাকরকে গ্রাস করিবে। অগ্নি সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত হইতে থাকিবে। পথিকেরা অন্ন,

পান ও বাস স্থান যাজ্ঞা করিয়াও প্রাপ্ত হইবে না, পরিশেষে নিরস্ত হইয়া পথি মধ্যে শয়ন করিয়া থাকিবে। কাক, শকুন, নাগপ্রভৃতি পশু পক্ষীগণ ভীষণ শব্দের সহিত রূক্ষ বাক্য প্রয়োগ করিবে। মনুষ্যেরা মিত্র, সম্বন্ধী ও পরিজনকে পরিত্যাগ করিবে এবং দেশ হইতে দেশান্তর, দিক্‌ হইতে দিগন্তর, ও নগর হইতে নগরান্তর ক্রমশ আশ্রয় করিবে। পরস্পর পরস্পরকে, হা তাত! হা পুত্র! এই রূপ সুদারুণ বাক্য বলিয়া রোদন করত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে থাকিবে।

সেই তুমুল সংঘাত যুগান্ত সময় অতীত হইলে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ক্রমশ হইবে। সেই তুমুল যুগক্ষয়ের পর কালান্তরে পুনর্ব্বার লোক বৃদ্ধি নিমিত্তে যদৃচ্ছানুসারে দৈব অনুকূল হইবে। যখন চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃহস্পতি পুষ্যা নক্ষত্রে এক রাশিগত হইবে, তখন সত্য যুগ প্রবৃত্ত হইবে। তখন পর্জন্য যথা কালে বর্ষণ করিবে। নক্ষত্র সকল শুভ জনক হইবে। গ্রহগণ যথাক্রমে গমন করত অনুকূল হইবে। সুভিক্ষ, আরোগ্য, নিরাময়, ও সমস্ত শুভ হইবে। বিষ্ণুযশা-বংশীয় কল্কী নামে দ্বিজ কাল-প্রেরিত হইয়া উৎপন্ন হইবেন। সম্ভল গ্রামে ব্রাহ্মণ গৃহে উৎপন্ন সেই কল্কী মহাবুদ্ধিমান্‌ মহাপরাক্রম মহাবলবান্‌ হইবেন। তাঁহার সঙ্কল্প দ্বারা বাহন, অস্ত্র, শস্ত্র, কবচ ও যোধগণ সমস্ত উপস্থিত হইবে। তিনি ধর্ম্মবিজয়ী চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া এই সঙ্কুল লোকের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। তিনি উদারবুদ্ধি দীপ্তিমান্‌ ব্রাহ্মণরূপে উত্থিত হইয়া সমস্ত জগতের উপসংহারের পর যুগক্ষয়ের অন্তকারী হইয়া যুগের পরিবর্ত্তক হইবেন। তৎকালে তিনি ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বত্রস্থ সর্ব্ব ম্লেচ্ছগণকে উৎসাদিত করিবেন।

কলিযুগ বিবরণ ও নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯০ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তদনন্তর তিনি দস্যুদিগকে বিনাশ করিয়া বিধিবৎ অশ্বমেধ মহাযজ্ঞোপলক্ষে এই পৃথিবী দ্বিজগণকে প্রদান করিবেন। স্বয়ম্ভু-বিহিত শুভকর মর্য্যাদা সংস্থাপন-পূর্ব্বক পুণ্য সঞ্চয় ও যশ বিস্তার করিয়া রমণীয় বনে প্রবেশ করিবেন। লোকবাসী মনুষ্যেরা তাঁহার চরিত্রের অনুবর্ত্তী হইবে। বিপ্রগণ দস্যু বিনাশ করাতে দেশের মঙ্গল হইবে। দ্বিজপ্রবর কল্কী জনপদ সকল জয় করিয়া ঐ সকল দেশে কৃষ্ণাজিন ও শক্তি, ত্রিশূল প্রভৃতি সমস্ত আয়ুধ সংস্থাপন করত বিপ্রেন্দ্র গণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ও তাঁহাদিগের সম্মান রক্ষা করত নিরন্তর দস্যুবধে রত হইয়া পৃথিবী বিচরণ করিবেন। দস্যুরা হা তাত! হা মাত! হা পুত্র! এই রূপ সুদারুণ বাক্য বলিয়া অতিমাত্র ক্রন্দন করিতে থাকিবে, তিনি তাহাদিগকে নিতান্ত সংহার প্রাপ্ত করিবেন। হে ভারত! কৃত যুগ উপস্থিত হইলে তখন অধর্ম্মের বিনাশ, ধর্ম্মের বৃদ্ধি ও জনগণ ক্রিয়াবান্‌ হইবে। সত্যযুগে আরাম, যজ্ঞস্থান, চতুষ্পাঠী, তড়াগ, বিবিধ পুষ্করিণী, দেবতায়তন, নানাবিধ যজ্ঞ ও ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। প্রজা সকল ব্রহ্মপরায়ণ, সাধু, মুনি ও তপস্বী হইবে, এবং কি আশ্রমী কি আশ্রমভ্রষ্ট সকলেই সত্য ব্যবহারী হইবে। বীজ মাত্রই রোপ্যমাণ হইলে উৎপন্ন হইবে, সকল ঋতুতে সকল শস্য জন্মিবে। মনুষ্যেরা দান, ব্রত ও নিয়মে নিরত এবং ব্রাহ্মণ গণ ধর্ম্মার্থী হর্ষযুক্ত ও জপ যজ্ঞ পরায়ণ হইবেন। ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মানুসারে এই বসুন্ধরা পালন করিবেন। বৈশ্যেরা যথা ব্যবহারে রত হইবেন। বিপ্রেরা ষট্‌কর্ম্মে নিরত, ক্ষত্রিয়েরা বল বিক্রম রত, ও শূদ্রেরা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাতে তৎপর হইবেন। হে রাজেন্দ্র পাণ্ডব! সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের ধর্ম্ম এবং সর্ব্বলোক বিদিত যুগসংখ্যা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। হে রাজন্‌! আমি বায়ু কথিত

ঋষিসংস্তুত পুরাতন এই সমস্ত অতীতানাগত বিষয় তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। আমি চিরজীবী হইয়া এই রূপ সংসার গতি যাহা বহুবার দর্শন ও অনুভব করিয়াছি, তাহা তোমাকে কহিলাম।

হে অক্ষয় ধার্ম্মিকবর! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ের সংশয় মোচনার্থ পুনরায় আমার নিকট অপর কথা শ্রবণ কর। তুমি ধর্ম্মে নিত্যই আত্মাকে যোজনা করিবে, যেহেতু ধর্ম্মাত্মা পুরুষ ইহ পর উভয় লোকেই সুখ লাভ করিয়া থাকে। হে অনঘ! আমি যে কল্যাণকর বাক্য তোমাকে কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তুমি ব্রাহ্মণকে কদাচ পরিভব করিবে না, যেহেতু ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া প্রতিজ্ঞা দ্বারাই সমস্ত লোক হনন করিতে পারেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুপ্রবর পরমদ্যুতি ধীমান্ যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মুনে! আমাকে প্রজা রক্ষা করিতে হইলে কোন্ ধর্ম্মে অবস্থান করা উচিত, এবং আমি কি প্রকার আচরণ করিলে স্বধর্ম্মচ্যুত না হই?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়াবান্, হিতকারী, অনুরক্ত ও অসূয়াশূন্য হও। সত্যবাদী, কোমল-স্বভাব, দান্ত ও প্রজা রক্ষণে রত হইয়া অধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ কর, পিতৃ ও দেবগণের পূজা কর। অনবধানতা প্রযুক্ত যাহা অকার্য্য কৃত হয়, তাহা সম্যক্ দান দ্বারা জয় কর। সর্ব্বদা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শীল-সম্পন্ন হও এবং কৃৎস্না বসুন্ধরা জয় করিয়া মোদমান ও সুখী হও। আমি এই ভূত ভবিষ্য ধর্ম্ম তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। কিন্তু পৃথিবী মধ্যে কি অতীত কি অনাগত কিছু মাত্র তোমার অবিদিত নাই, অতএব বৎস! তুমি এই ক্লেশ মনে করিবে না। প্রাজ্ঞ জনেরা কাল কর্ত্তৃক অতি পীড়িত হইলেও মুগ্ধ হন না। দেবতারাও এই কালকে অতিক্রম করিতে পারেন না। প্রজা মাত্রই কালের প্রেরিত হইয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে। হে বিশুদ্ধভাব! আমি যাহা কহিলাম, এ বিষয়ে তোমার যেন আশঙ্কা না হয়; আমার এই বাক্যে আশঙ্কা করিলে তোমার ধর্ম্ম লোপ হইতে পারে। হে ভরতেন্দ্র! তুমি বিখ্যাত কুরুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, অতএব কায়মনো বাক্যে মদুক্ত এই সকল আচরণ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বিভু দ্বিজেন্দ্র! আপনি যে শ্রুতি মনোহর বাক্য বলিলেন, আপনকার সেই আজ্ঞানুসারেই যত্ন-পূর্ব্বক আচরণ করিব। হে বিপ্রেন্দ্র! আমার লোভ, ভয় বা মাৎসর্য্য নাই, অতএব আপনি আমাকে যাহা কহিলেন, তদনুসারেই চলিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ ও যে সকল বিপ্রর্ষিরা সমাগত হইয়া তথায় অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সেই ধীসম্পন্ন মার্কণ্ডেয়ের বচন শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট পুরাতন শুভ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন।

এক নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯১॥

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি পুনরায় ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য বর্ণন করুন, যাহা মহাতপা মার্কণ্ডেয় পাণ্ডবগণের নিকট বলিয়াছিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডুসুত যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, আপনি পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। পরে মার্কণ্ডেয় বলিলেন, আমি ব্রহ্মর্ষিদিগের এই পূর্ব্ব চরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। অযোধ্যাতে পরিক্ষিৎ নামে ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন রাজা ছিলেন। তিনি একদা মৃগয়ায় গমন করিয়া মৃগের অনুসরণ ক্রমে এক অশ্বারোহণে দূরে গিয়া পড়িলেন। অনন্তর পথশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইয়া এক দেশে এক নীলিম নিবিড় গহন বন দেখিতে পাইলেন, এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ বনখণ্ড মধ্যে এক অতীব রমণীয় সরোবর দেখিয়া তাহাতে অশ্ব সহ অবগাহন করিলেন। অনন্তর

পতক্লম হইয়া অশ্বের অগ্রে পদ্ম-কেশর ও মৃণাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুষ্করিণী তীরে উপবেশন করিলেন। পরিশেষে তথায় শয়ান আছেন, এমন সময়ে মধুর সঙ্গীত ধ্বনি তাঁহার শ্রুতি কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তিনি তাহা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখানে মনুষ্যের গতি দেখিতেছি না, তবে ইহা কাহার গীত শব্দ! ক্ষণকাল পরে দেখিলেন, এক পরম রূপবতী সুদৃশ্যা কন্যা গান করিতে করিতে পুষ্প চয়ন করিতেছে। অনন্তর সেই কন্যা রাজ সমীপে উপনীতা হইল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার কন্যা? সে উত্তর করিল, আমি কন্যা অর্থাৎ আমার বিবাহ হয় নাই। রাজা কহিলেন, আমি তোমাকে প্রার্থনা করি। পরে কন্যা কহিল, আপনি একটি প্রতিজ্ঞা করিলে আমাকে লাভ করিতে পারেন, নতুবা নহে। রাজা তাহাকে প্রতিজ্ঞার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে কন্যা কহিল, আমাকে সলিল সন্দর্শন করাইবেন না। রাজা তাহাই স্বীকার করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। রাজা পরিক্ষিৎ এই রূপে পরমাহ্লাদে কৃতোদ্বাহ ও ক্রীড়মান হইয়া তাহার সহিত একত্রে মৌনভাবে রহিলেন।

তদনন্তর রাজা তথায় অবস্থান করিতেছেন এই সময়ে তাঁহার সেনা পদব্রজে তথায় উপস্থিত হইল। সেনাগণ তাঁহাকে দেখিয়া পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। রাজা সেনাগণকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া সেই কন্যার সহিত এক মনোহর শিবিকারোহণে স্ব নগরে আগমন পূর্ব্বক নির্জন স্থলে তাহার সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। কোন নিকটস্থ ব্যক্তিও সেই রাজাকে দেখিতে পাইত না। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার সমীপচারিণী নারীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ স্থলে তোমাদিগের কি প্রয়োজন? তাহারা কহিল, আমরা এক অপূর্ব্ব স্ত্রী লোক দেখিতেছি; সে কহিয়াছিল, 'আমাকে উদক দর্শন করাইবেন না' রাজা তাহা স্বীকার করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

প্রধান মন্ত্রী তাহাদিগের সকাশে এই কথা শ্রবণ করিয়া উদার বৃক্ষে সমাকীর্ণ বহু পুষ্প ফল-সমন্বিত এক বন ও তন্মধ্যে এক পার্শ্বে সুধাসম সলিল-পূর্ণা অতীব গুপ্তা মুক্তাজালময়ী একটি বাপী নির্ম্মাণ করাইয়া নির্জনে রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, এই মহৎ অরণ্য উদক শূন্য; আপনি এখানে সুখে ক্রীড়া করুন। রাজা মন্ত্রী বাক্যে সেই দেবীর সহিত উক্ত বনে প্রবেশ করিলেন। তিনি কোন সময়ে সেই কমনীয় কাননে তাহার সহিত বিহার করিলেন। পরিশেষে ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত ও শ্রান্ত হইয়া এক মাধবীলতা কুঞ্জ দেখিতে পাইলেন। পরে প্রিয়া সহ তাহাতে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে নির্ম্মল সুধাসম সলিল-পূর্ণা সেই বাপী দেখিলেন। তাহা দেখিয়াও তত্তীরে সেই দেবীর সহিত অবস্থিতি করিলেন। পরে রাজা সেই দেবীকে কহিলেন, তুমি এই বাপী-সলিলে সুখে অবতরণ কর। দেবী তাঁহার কথা শুনিয়া অবতরণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে নিমগ্না হইলেন, আর তথা হইতে উঠিলেন না। তখন রাজা তাঁহার অন্বেষণার্থ বাপীর সমস্ত জল নিঃশেষে নিস্রাবিত করিয়া এক গর্ত্তমুখে মণ্ডূক দেখিতে পাইলেন। পরে কুপিত হইয়া ভৃত্যের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সর্ব্বত্র ভেক বধ কর এবং যে আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিবে, সে মৃত মণ্ডূক উপহার দিয়া আমার সমীপস্থ হইবে।

অনন্তর সর্ব্বত্র নিদারুণ ভেক বধ আরম্ভ হইলে সমস্ত মণ্ডূক গণ ভীত হইল। ভেক গণ ভয়ার্ত্ত হইয়া তাহাদিগের রাজাকে যথাবৃত্ত ভেক-বধ বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তদনন্তর মণ্ডূক-রাজ তাপস বেশধারী হইয়া রাজার নিকট গমন করিল। এবং সমীপে গিয়া কহিল, হে রাজন্! আপনি ক্রোধপরবশ হইবেন না, প্রসন্ন হউন। নিরপরাধী মণ্ডূকদিগকে বধ করা আপনকার উচিত হয় না।

এস্থলে এই দুইটি শ্লোক আছে, যে, হে অচ্যুত! আপনি মণ্ডূকগণের হিংসা করিবেন না, কোপ সম্বরণ করুন। অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ধনোদ্রেক নষ্ট হইয়া থাকে, অতএব প্রতিজ্ঞা করুন ইহা দিগের প্রতি ক্রোধ করিবেন না। আপনকার অধর্ম্ম করিবার প্রয়োজন কি? মণ্ডূক বধ করিলে আপনকার কি ফলোদয় হইবে?

মণ্ডূক-রাজ এই রূপ কহিলে, রাজা ইষ্টজনবিয়োগ-বিধুর হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে বিদ্বন্! আমি মণ্ডূক দিগকে ক্ষমা করিব না, বধ করিব। যেহেতু তাহারা আমার প্রিয়াকে ভক্ষণ করিয়াছে, অতএব তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রকারেই বধ করিব; তুমি আমাকে উপরোধ করিও না।

মণ্ডূকরাজ ভূপতি বাক্য শ্রবণে ব্যথিত-চিত্ত হইয়া কহিল, হে রাজন্! প্রসন্ন হউন, আমি আয়ু নামে মণ্ডূকরাজ; সেই কন্যা সুশোভনা নামে আমার দুহিতা। সে অতি দুশ্চরিত্রা; পূর্ব্বে অনেকানেক রাজাকে এইরূপে বঞ্চনা করিয়াছে।

রাজা মণ্ডূকরাজকে কহিলেন, আমি তাহাকে প্রার্থনা করি, তুমি আমারে তাহাকে প্রদান কর। পরে মণ্ডূক-রাজ রাজাকে ঐ কন্যা প্রদান করিল, এবং কন্যাকে কহিল, তুমি এই রাজার শুশ্রূষা কর। পরে মণ্ডূক-রাজ ক্রুদ্ধ হইয়া এই বলিয়া দুহিতার প্রতি অভিশাপ দিল, যেহেতু তুমি বহু-সংখ্যক রাজগণকে বঞ্চনা এবং অনৃত ব্যবহার করিয়াছ, সেই হেতু তোমার সন্তান সকল ব্রাহ্মণের অহিতকারী হইবে।

রাজা সেই কন্যাকে পাইয়া তাহার সহিত নিধুবন বিনোদনিবদ্ধ মানসে যেন ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া হর্ষ বাষ্পগদ্গদ বাক্য প্রয়োগ-পূর্ব্বক মণ্ডূক-রাজকে প্রণিপাত ও অভিবন্দন করত কহিলেন, আমি আপনকার অনুগৃহীত হইলাম। অনন্তর মণ্ডূক-রাজ দুহিতাকে যথাবিহিতসম্ভাষণ করিয়া যথা স্থানে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎকাল পরে রাজার সেই সুশোভনা পত্নীতে তিন কুমার জন্মিল। তাহাদিগের নাম শল, দল ও বল। তদনন্তর রাজা পরিক্ষিৎ জ্যেষ্ঠ সন্তান শল নামক রাজ-কুমারকে যথা সময়ে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া তপস্যায় মনোভিনিবেশ করত বনে গমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে শল রাজা মৃগয়ার্থে গমন করিয়া এক মৃগের অনুসরণ ক্রমে রথারোহণে ধাবমান হইলেন এবং সারথিকে কহিলেন, দ্রুত বেগে রথ চালনা কর। রাজা সারথিকে এই রূপ কহিলে, সারথি রাজাকে কহিল, আপনি এরূপ সঙ্কল্প করিবেন না;—আপনি এই মৃগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যদি আপনার রথে বাম্মি অশ্ব-দ্বয় নিযুক্ত থাকিত, তাহা হইলে পারিতেন। পরে রাজা সূতকে কহিলেন, বাম্মি ঘোটক যুগলের কথা আমাকে বল, নতুবা তোমাকে হনন করিব। রাজা এই রূপ বলিলে সূত রাজ ভয়ে ভীত হইল; প্রত্যুত বামদেবের অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া কিছুই কহিল না। তদনন্তর রাজা পুনরায় খড়্গ উঠাইয়া তাহাকে কহিলেন, শীঘ্র বল্. নচেৎ তোরে হনন করি। তখন সূত রাজ ভয়ে ভীত হইয়া কহিল, বামদেবের বাম্মি অশ্ব দুইটি আছে, তাহারা মনের ন্যায় দ্রুতগামী। সূত এই রূপ কহিলে, রাজা কহিলেন, বামদেবের আশ্রমে চল। পরে রাজা বামদেবের আশ্রমে গিয়া সেই ঋষিকে কহিলেন, ভগবন্! আমি এক মৃগ বিদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু ঐ বিদ্ধ মৃগ পলায়ন করিতেছে, তাহাকে আমি গ্রহণ করিব, অতএব আপনি বাম্মি দ্বয় আমাকে প্রদান করুন। ঋষি রাজাকে কহিলেন, বাম্মিদ্বয় তোমাকে দিতেছি, কিন্তু তুমি কৃতকার্য্য হইয়া আমাকে শীঘ্র প্রত্যর্পণ করিও। রাজা অশ্ব যুগল লইয়া ঋষির অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন এবং বাম্মি ঘোটক দ্বয়ে নিয়োজিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক সেই বিদ্ধ-মৃগানুসরণ-ক্রমে গমন করিতে করিতে সূতকে কহিলেন, এই অশ্ব রত্নদ্বয়

ব্রাহ্মণদিগের যোগ্য নয়, অতএব ইহা বামদেবকে আর প্রত্যর্পণ করা উচিত হয় না, এই বলিয়া মৃগ লাভ করত স্বনগরে আগমন করিয়া অশ্ব দুইটি অন্তঃপুরে রাখিলেন।

অনন্তর ঋষি চিন্তা করিতে লাগিলেন, তরুণ রাজপুত্র উত্তম বাহন পাইয়া বিহার করিতেছে, আমাকে আর প্রত্যর্পণ করিতেছে না! হা! কি কষ্ট! এই রূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া এক মাস পূর্ণ হইলে, তিনি শিষ্য আত্রেয়কে কহিলেন, আত্রেয়! তুমি গিয়া রাজাকে বল, "যদি তোমার কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া থাকে, তবে উপাধ্যায়কে বামি দুইটি প্রত্যর্পণ কর।" শিষ্য রাজার নিকটে গিয়া তাহাই কহিল। রাজা তাহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, এই বাহন রাজাদিগেরই উপযুক্ত; ব্রাহ্মণেরা এতাদৃশ রত্নের অযোগ্য; তাঁহাদিগের অশ্বে প্রয়োজন কি? তুমি কুশলে গমন কর। শিষ্য প্রত্যাগমন করিয়া ঐ কথা উপাধ্যায়কে কহিল। উপাধ্যায় বামদেব সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে রোষপরীতমনা হইয়া স্বয়ং রাজার নিকট গমন-পূর্ব্বক অশ্ব নিমিত্তে কহিলেন, কিন্তু রাজা দিলেন না। বামদেব কহিলেন, হে মহীপতে! এই দুই অশ্ব দ্বারা তুমি অসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিয়াছ, এক্ষণে আমার অশ্ব আমাকে প্রদান কর; তুমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের বহির্ভূত হইয়া বরুণদেব কর্তৃক ভীষণ পাশ দ্বারা বধ্য হইও না।

রাজা কহিলেন, হে মহর্ষি বামদেব! সুশিক্ষিত সুনিয়ত শান্ত-প্রকৃতি যে দুইটি বৃষ আছে, ইহারাই বিপ্রগণের উপযুক্ত বাহন, অতএব আপনি ইহাদিগের দ্বারা যথা ইচ্ছা গমন করুন। ভবাদৃশ ব্যক্তিকে বেদ সকলই বহন করিয়া থাকে।

বামদেব কহিলেন, হে পার্থিব! বেদ সকল পরলোকে মাদৃশ জনকে বহন করিয়া থাকে, কিন্তু ইহ লোকে আমার ও অস্মৎ সদৃশ অপর ব্যক্তিদিগের ইহাই বাহন।

রাজা কহিলেন, চারিটি গর্দ্দভ বা শ্রেষ্ঠ অশ্বতরী বা বাতবেগী অশ্ব আপনাকে বহন করুক, আপনি ঐ সকল বাহন দ্বারা গমন করুন, এই বামি যুগল ক্ষত্রিয়েরই উপযুক্ত, অতএব ইহা আমারই জানিবেন।

বামদেব কহিলেন, হে রাজন্! ঋষিগণ ব্রাহ্মণের ভীষণ ব্রত যাহা কহিয়াছেন, যদি তাহা অবলম্বন করিয়া আমি জীবমান থাকি, তবে লৌহময় বিকটাকার ভয়ানক প্রকাণ্ড চারিটা রাক্ষস আমার নিয়োগাধীন তোমার বধাভিলাষী ও শাণিত শূল ধারী হইয়া তোমাকে চতুর্ধা করিয়া বহন করুক।

রাজা কহিলেন, হে বামদেব! যাহারা আপনাকে বাক্য, মন বা কর্ম্ম দ্বারা জিঘাংসু ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে, তাহারা মদীয় বাক্যে নিযুক্ত ও শাণিত শূলহস্ত হইয়া আপনার শিষ্যগণের সহিত আপনাকে নিপাত করুক।

বামদেব কহিলেন, রাজন্! তুমি আমার এই বামি ঘোটক দ্বয় লইয়া 'পুনর্ব্বার দিব' এই কথা বলিয়াছিলে, অতএব যদি তুমি আপনাকে জীবিত রাখিতে সক্ষম হও, তবে শীঘ্র আমার বামিদ্বয় দাও।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই বামিদ্বয় মৃগয়ারই উপযুক্ত, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মৃগয়া বিহিত নয়, এই নিমিত্তেই আমি বামিদ্বয় দিতেছি না; ফলত আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অনুশাসন করিতেছি না, সুতরাং অদ্যপ্রভৃতি আপনারই সমুদায় আজ্ঞা প্রণিধান করিয়া পুণ্য লোক লাভ করিতে পারিব।

বামদেব কহিলেন, রাজন্! মন, বাক্য বা কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণের প্রতি শাসন নাই; যে বিদ্বান ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণকে এইরূপ জানেন, তিনি সেই কর্ম্ম হেতুই শ্রেষ্ঠ হইয়া জীবমান থাকেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! বামদেব এই রূপ বলিলে পর ঘোর রূপ রাক্ষসেরা শূল হস্তে উত্থিত হইয়া রাজাকে হনন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন রাজা তাহাদিগের কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার ভ্রাতা দল, সমুদায় ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা কিম্বা এই বৈশ্যেরা যদি আমার আজ্ঞাকারী হয়, তবে আমি বামদেবের বামিদ্বয় পরিত্যাগ করিব না, যেহেতু এবং-বিধ জনেরা ধর্ম্মশীল হয় না। রাজা এই রূপ বলিতে বলিতে সেই রাক্ষসদিগের কর্ত্তৃক হত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন।

তদনন্তর ইক্ষ্বাকু-বংশীয়েরা নৃপতির মৃত্যু অবগত হইয়া তাঁহার ভ্রাতা দলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। তখন বিপ্র বামদেব সেখানে গমন-পূর্ব্বক ভূপতি দলকে বলিলেন, হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণকে যে দান করা বিধেয়, তাহা সমুদায় ধর্ম্ম শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে, অতএব যদি তোমার অধর্ম্ম হইতে ভয় থাকে, তবে তুমি অদ্য শীঘ্র বামি দ্বয় আমাকে প্রদান কর।

রাজা বামদেবের এই বাক্য শুনিয়া রোষ-প্রযুক্ত সূতকে কহিলেন, আমার সংগৃহীত বিষাক্ত চিত্রিত সায়ক একটি আনয়ন কর, যাহাতে বামদেব বিদ্ধ, ব্যথিত ও কুক্কুরগণের দংশিত হইয়া শয়ন করে।

বামদেব কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আমি জানি তোমার মহিষীর গর্ব্ভজাত শ্যেনজিৎ নামে দশম বর্ষীয় ত্বদীয় একটি প্রিয় পুত্র আছে, তুমি আমার বাক্যে প্রযোজিত হইয়া তূর্ণই তাহাকে ঘোররূপ সায়ক দ্বারা সংহার কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! বামদেব এই রূপ বলিলে, দল রাজার সেই নিক্ষিপ্ত প্রখর তেজস্বী শর অন্তঃপুরে রাজ-পুত্রকে বিনাশ করিল। দল রাজা তথায় তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ইক্ষ্বাকুগণ! অদ্য আমার বল বীর্য্য দেখ, আমি অদ্য তোমাদিগের প্রিয়াচরণ করিতেছি, এই বিপ্রকে প্রমথন-পূর্ব্বক নিহত করিতেছি; তোমরা অপর একটি তিগ্ম-তেজস্বী শর আনয়ন কর।

বামদেব কহিলেন, হে মানবেন্দ্র! তুমি যে এই ঘোররূপ বিষদিগ্ধ শর আমার প্রতি সন্ধান করিতেছ, কিন্তু এই শর তুমি সন্ধান বা মোচন করিতে পারিবে না।

রাজা কহিলেন, ইক্ষ্বাকুগণ! এই আমাকে দেখ, আমি গৃহীত শর নিক্ষেপ করিতে পারিতেছি না, বামদেবকে বিনাশ করিতে নিরুৎসাহী হইতেছি, অতএব এই আয়ুষ্মান্ বামদেব জীবিত থাকুন।

বামদেব কহিলেন, তুমি এই মহিষীকে ঐ শর দ্বারা সংস্পর্শ করিয়া ব্রহ্মহত্যাধ্যবসায় জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর রাজা তাহাই করিলেন। পরে রাজপুত্রী রাজ্ঞী মুনিকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি ব্রাহ্মণদিগের অনুকূল কার্য্যে যত্ন করিয়া থাকি; অতএব যেন এই যথাযুক্ত পতিকে দিন দিন কল্যাণকর বাক্য উপদেশ করণে নিরত হইয়া পুণ্য লোক লাভ করিতে পারি।

বামদেব কহিলেন, হে অনিন্দ্যে শুভনয়নে রাজপুত্রি! তোমা হইতেই রাজকুল রক্ষিত হইল; তুমি আমার নিকট অনুপম বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিতেছি; তুমি তোমার এই স্বজন ও সুমহৎ ইক্ষ্বাকু রাজ্য শাসন কর। রাজ্ঞী কহিলেন, হে ভগবন্! আমার এই বর প্রার্থনীয় যে, অদ্য আমার পতি পাপ হইতে বিমুক্ত হউন এবং আপনি ইহাঁর ও ইহাঁর পুত্র বান্ধবের কল্যাণ চিন্তা করুন, এই বর প্রদত্ত হউক।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে কুরুপ্রবীর! সেই মুনি রাজ্ঞীর এই কথা শ্রবণ করিয়া 'তাহাই হউক' এই কথা কহিলেন। তদনন্তর রাজা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে প্রণতি-পূর্ব্বক বামিদ্বয় প্রদান করিলেন।

ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য প্রকরণ ও দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯২ ॥

বক শক্র সংবাদ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! ঋষি গণ,

ব্রাহ্মণ গণ ও যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, বক ঋষি কি প্রকারে দীর্ঘায়ু হইলেন?

মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে কহিলেন, মহাতপা বক রাজর্ষি যে দীর্ঘায়ু, ইহাতে বিচার করা অকর্ত্তব্য। কুন্তী-নন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত ইহা শুনিয়া মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদিগের শ্রুত আছে যে মহাত্মা বক ও দাল্‌ভ্য ঋষি উভয়ে চিরজীবী, লোক-সম্মত এবং দেবরাজ শক্রের সখা। হে ভগবন্! সুখ দুঃখ সমাযুক্ত সেই বক শক্র সমাগম প্রস্তাব শুনিবার আমার মানস হইয়াছে; অতএব আপনি তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! লোমাঞ্চকর দেবাসুর-সংগ্রাম নিষ্পন্ন হইলে, দেবরাজ ত্রিলোকের অধিপতি হইলেন। পর্জ্জন্য সম্যক্ রূপে বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রজাগণ শস্য-সম্পন্ন, উত্তম-স্বভাব, নিরাময়, সুধর্ম্মিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইল। সমস্ত লোক আহ্লাদিত ও স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিত হইল। বলসূদন দেবরাজ শতক্রতু সমস্ত প্রজাগণকে মুদিত দেখিয়া হর্ষযুক্ত হইয়া ঐরাবতে আরোহণ-পূর্ব্বক মুদিত প্রজা-মণ্ডলী, বিচিত্র আশ্রম সকল, নানাবিধ নদী, গ্রাম, সমৃদ্ধিশালী নগর, জনপদ, প্রজাপালনদক্ষ ধর্ম্মচারি নরেন্দ্রগণ, উদপান, প্রপা, বাপী, তড়াগ ও নানা ব্রতাচারি দ্বিজোত্তম গণ সেবিত সরোবর সকল দেখিতে লাগিলেন। মহারাজ! তদনন্তর শতক্রতু রমণীয় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব পূর্ব্ব দিকে সমুদ্র সমীপে বহু বৃক্ষ সমাকুল শিবদায়ক মনোহর এক দেশে পশু পক্ষি নিষেবিত এক রমণীয় আশ্রমে গমন করিলেন এবং সেই সুরম্য আশ্রমে বক ঋষিকে দেখিতে পাইলেন। বক ঋষিও দেবেন্দ্রকে দেখিয়া সাতিশয় প্রীতমনা হইলেন এবং তাঁহাকে আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্য দান এবং ফলমূল দ্বারা পূজা করিলেন। অনন্তর বলসূদন বরদ দেব শক্র সুখে উপবিষ্ট হইলেন। পরে ত্রিদশেশ্বর, বক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে অনঘ! তুমি শত সহস্র বৎসর জীবিত আছ, অতএব চিরজীবীদিগের যে কি দুঃখ, তাহা তুমি আমার নিকট বর্ণন কর।

বক কহিলেন, অপ্রিয়ের সহিত বাস, প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ ও অসৎ ব্যক্তির সহিত সংযোগ, এই সকল চিরজীবী ব্যক্তির দুঃখ। পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণের বিনাশ ও অন্যের অধীনতা জন্য যে কষ্ট, তাহা হইতে আর অধিক দুঃখ কি আছে! অর্থ বিহীন পুরুষ যে অন্য হইতে পরিভূত হয়, তাহা অপেক্ষা আর লোক মধ্যে অন্য কোন দুঃখ আমার নিকট প্রতিভাত হয় না। চিরজীবী জনেরা অকুলীনের কুলসম্ভব, কুলীনের কুলক্ষয় ও সংযোগ বিযোগ, এই সমস্ত দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকেন। সমৃদ্ধ অকুলীনদের যে কি রূপে কুলবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, তাহা আপনার প্রত্যক্ষই হইয়াছে। হে দেব শতক্রতু! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষসগণ যে বৈপরীত্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতে দুঃখ আর কি! এবং সৎকুলজাতগণ অকুলজগণের বশবর্ত্তী হইয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হয় ও দরিদ্রেরা ধনাঢ্য হইতে অবজ্ঞাত হয়, ইহা হইতেও আর দুঃখতর কি আছে! লোক মধ্যে এইরূপ বৈপরীত্য ভাব সবিস্তর অনেক দেখা যাইতেছে। হে প্রাজ্ঞ! জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা সুখী ও পণ্ডিতগণ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে। এই জগতে মনুষ্যদিগের এইরূপ বহু দুঃখ ক্লেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাভাগ! হে দেবর্ষিগণ-সেবিত মহাভাগ! চিরজীবিদিগের যে কি সুখ, তাহাও আমার নিকট বর্ণন কর।

বক ঋষি কহিলেন, হে মঘবন্! কুমিত্রকে আশ্রয় না করিয়া দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগেও যে স্বগৃহে শাক মাত্রও পাক করিয়া জীবন ধারণ করা যায়, তাহা হইতে আর অধিক সুখ কি? হে মঘবন! যাহার নিমিত্তে দিন গণিত হয় না, পণ্ডিতেরা

সেই ব্যক্তিকে ঔদরিক বলিয়া কীর্ত্তন করেন না, স্ব গৃহে শাক পাক কারী এতাদৃশ ব্যক্তিরই সুখ। কাহারো আশ্রয় ব্যতিরেকে স্ব ক্ষমতায় উপার্জ্জিত ফল বা শাক স্ব গৃহে ভোজন করাই শ্রেয় ও মহৎ। দিন দিন পরগৃহে অনাদর-পূর্ব্বক সুপরিষ্কৃতও অন্ন যে ভোজন করে, তাহা শ্রেয়স্কর নহে, অতএব সাধুদিগের মত এই যে, যে রাক্ষস কুক্কুরের ন্যায় পরান্ন ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই দুরাত্মা ক্ষুদ্রাশয়ের ঐ ভোজনে ধিক্। যে দ্বিজোত্তম পিতৃগণ, অতিথি ও ভৃত্যদিগকে দিয়া অবশিষ্টান্ন ভোজন করে, তাহা হইতে আর অধিক সুখী কে আছে! অতএব হে শতক্রতু! যে প্রতি দিন অতিথিকে অন্ন দিয়া অবশিষ্টান্ন যাহা ভোজন করে, তাহার তাহা অপেক্ষা সুপরিষ্কৃত পবিত্র অন্ন আর কিছুই নাই। সেই অতিথি প্রভৃতির অন্নদাতা দ্বিজ যাবৎ সংখ্য অন্ন-পিণ্ড ভক্ষণ করেন, তাবৎ সংখ্য গো দানের ফল প্রাপ্ত হন এবং তিনি যৌবন কালে যে পাপ কর্ম্ম করিয়াছেন, তৎ সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। দক্ষিণা-প্রাপ্ত ভুক্ত ব্রাহ্মণের করগত যে জল, তাহা ভোজয়িতা ব্যক্তি-কর্ত্তৃক বারি দ্বারা সিক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পাপ হইতে নিস্তীর্ণ করে।

মহারাজ! দেবরাজ এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুল শুভ কথোপকথন করিয়া বককে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন।

বক শক্র সংবাদ ও ত্রিনবত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৩ ॥

রাজন্য মাহাত্ম্য।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর পাণ্ডবেরা পুনরায় মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, আপনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে রাজন্য-মাহাত্ম্য শ্রবণে আমার মানস হইতেছে।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে কহিলেন, অধুনা তোমরা রাজন্যগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। কুরুবংশীয় সুহোত্র নামে এক রাজা মহর্ষিগণের নিকট যাত্রা করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন কালীন উশীনর-পুত্র শিবি নৃপতিকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা একত্র হইয়া পরস্পর বয়ক্রমানুসারে পূজা পূর্ব্বক আপনাদিগকে সমান গুণশালী বোধ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে পথ প্রদান করিলেন না। ইত্যবসরে নারদ তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি কারণে পরস্পরের পথাবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছ?

তাঁহারা উভয়ে নারদকে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি এরূপ কহিবেন না, যেহেতু পূর্ব্বতন ধর্ম্ম ব্যবস্থাপকেরা বিশিষ্ট বা সমর্থ ব্যক্তিকে পথ প্রদানে উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উভয়ে সমভাবাপন্ন, বিচারত আমাদিগের উভয়ের উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টতার তারতম্য নাই।

তাঁহারা নারদকে এইরূপ বলিলে, নারদ সুহোত্রকে সম্বোধন করিয়া এই তিন টি শ্লোক পাঠ করিলেন যে, হে কৌরব! যে ক্রূর হয়, সে মৃদু জনের নিকটেও ক্রূরতা করে এবং যে মৃদু হয়, সে ক্রূরের সকাশেও মৃদু ব্যবহার করিয়া থাকে; এইরূপ সাধু অসাধুর সমীপেও সাধু কার্য্যই করিয়া থাকেন; অতএব সাধু সাধুর নিকট কি হেতু সাধু ব্যবহার না করিবেন? সাধু ব্যক্তি পরকৃত কার্য্য শতগুণ করিয়া মানিবেক; এই রীতি দেবগণের মধ্যেও কি প্রচলিত নাই? অবশ্যই আছে। ফলত শিবি রাজা আপনকার অপেক্ষাও সাধুশীল। কদর্য্য জনকে দান দ্বারা, অনৃতবাদীকে সত্য দ্বারা, ক্রূরকর্ম্মাকে ক্ষমা দ্বারা এবং সাধুকে সাধু ব্যবহার দ্বারা জয় করিবেক, এই রূপ নিদর্শন আছে। এবং আপনারা উভয়েই উদার-ভাবাপন্ন, অতএব আপনাদিগের মধ্যে যে হয় একজন এই নিদর্শ-

নামুসারে অপসর্পণ করুন। নারদ ইহা বলিয়া তুষ্ণী অবলম্বন করিলেন। কুরুকুলোত্তম সুহোত্র ইহা শ্রবণ করিয়া শিবি রাজাকে তাঁহার কৃত বহুল সৎকর্ম্ম কীর্ত্তন পূর্ব্বক প্রশংসা ও প্রদক্ষিণ করত পথ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। নারদ এইরূপে রাজন্য মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছিলেন।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৪॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অপর এই একটি কথা শ্রবণ কর। নহুষ-নন্দন রাজা যযাতি স্ব রাজ্যে পৌর-জনে সমাবৃত হইয়া অধ্যাসীন রহিয়াছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ গুরুর নিমিত্তে অর্থ প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! আমি প্রতিজ্ঞানুসারে গুরুর নিমিত্তে ভিক্ষা করি-তেছি। রাজা কহিলেন, ভগবন্! কি প্রতিজ্ঞা, ব্যক্ত করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! এই জীব লোকে কোন মনুষ্যের নিকট যাজ্ঞা করিলে, সে সাতিশয় বিদ্বেষ করে, এই হেতু আপনাকে জি-জ্ঞাসা করিতেছি; আপনি কি রূপে অদ্য আমাকে প্রার্থিত প্রিয় বস্তু প্রদান করিবেন? রাজা কহি-লেন, হে দানার্হ! আমি দান করিয়া তাহা অনু-কীর্ত্তন করি না; যাজ্ঞার অযোগ্য অর্থাৎ অপ্রাপ্য যে অর্থ, তাহার কথা শুনি না; কিন্তু প্রাপ্য অর্থ অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র কি দেহ পর্য্যন্তের প্রার্থনাও শ্রবণ করিয়া এবং তাহা প্রদান করিয়া নিরতিশয় সুখী হই। ব্রাহ্মণ আমার নিকট অর্থ যাজ্ঞা করিলে আমার মন কুপিত হয় না; বরং যাচমান বিপ্র আমার প্রিয় হন। এবং আমি অর্থ দান করিয়া কখন অনুশোচন করি না, অতএব আপনকাকে সহস্র গো প্রদান করিতেছি। যযাতি রাজা এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে সহস্র গো দান করিলেন, ব্রাহ্মণও তাহা প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির মার্ক-ণ্ডেয়কে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি পুনর্ব্বার রাজন্যগণের মহাভাগ্য কীর্ত্তন করুন।

অনন্তর মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! বৃষদর্ভ ও সেদুক নামে দুই রাজা ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অস্ত্র শস্ত্রে কৃতী ও নীতি নিষ্ঠ। রাজা সেদুক ইহা জানিতেন যে বালক বৃষদর্ভ রাজার এই রহস্য ব্রত আছে যে তাঁহার ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন অন্য কোন ধাতু অদেয়। অনন্তর বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ সেদুক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গুরু দক্ষিণা নিমিত্তে এই বলিয়া যাজ্ঞা করিলেন, মহা-রাজ! আপনি আমাকে সহস্র অশ্ব প্রদান করুন।

সেদুক ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনা-কে গুরু-দক্ষিণা নিমিত্তে আমার সহস্র অশ্ব প্রদান করিবার সম্ভাবনা নাই; অতএব আপনি বৃষদর্ভ রাজার সকাশে গমন করুন; সেই রাজা পরম ধর্ম্মজ্ঞ; আপনি তাঁহার নিকট ভিক্ষা করুন; তিনি আপনাকে সহস্র অশ্ব দিবেন; তাঁহার এই রূপ উপাংশু ব্রত আছে।

অনন্তর ব্রাহ্মণ বৃষদর্ভ সকাশে গিয়া সহস্র অশ্ব যাজ্ঞা করিলেন, কিন্তু বৃষদর্ভ সেই ব্রাহ্মণকে কশা-ঘাত করিলেন। পরে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, তুমি নিরপরাধে আমাকে কি হেতু হিংসা করি-তেছ? এরূপ বলিয়া শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। রাজা তখন তাঁহাকে কহিলেন, বিপ্র! যে আপন-কাকে দান না করে, তাহাকে কি আপনি শাপ দিয়া থাকেন? না কি আপনার ইহাই ব্রাহ্মণ্য?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে রাজাধিরাজ! সেদুক রাজা আমাকে আপনার সমীপে ভিক্ষা করিতে প্রেরণ করিয়াছেন; আমি তাঁহার আদেশানুসারেই আপ-নার নিকট আসিয়া যাজ্ঞা করিলাম।

রাজা কহিলেন, যিনি কশাহত হইয়াছেন, তাঁ-হাকে কি রূপে নিরর্থক দূরীকৃত করা যায়, অতএব অদ্য আমার যাহা আয় হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নে

আপনাকে দিব, এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণকে এক দিবসের উৎপন্ন অর্থ দিলেন; তাহা সহস্র অশ্বের মূল্যাপেক্ষাও অধিক হইবে।

মহারাজ! আর একটি ইতিহাস শ্রবণ করুন। একদা দেবগণের এই কথা স্থির হইল যে আমরা মহীতলে গিয়া, উশীনর পুত্র শিবি রাজা যে কি রূপ সাধু, তাহা পরীক্ষা করিব। পরে অগ্নি ও ইন্দ্র পরস্পর সম্বোধন করিয়া ভূমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন। অগ্নি কপোত রূপে ধাবমান ও ইন্দ্র মাংসার্থী হইয়া শ্যেন পক্ষী রূপে ঐ কপোতের প্রতি ধাবমান হইলেন। রাজা শিবি দিব্যাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে কপোত তাঁহার অঙ্কে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া পুরোহিত রাজাকে কহিলেন, এই জীবনার্থী কপোত শ্যেন পক্ষী হইতে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থে আপনকার শরণাপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতেরা শরীরে কপোত নিপাতকে ঘোর অনিষ্টসূচক কহিয়াছেন, অনিষ্টদর্শী রাজা ইহার নিষ্কৃতি করিবেন; অতএব আপনি ইহার নিষ্কৃতি নিমিত্তে ধন দান করুন।

পরে কপোত রাজাকে কহিলেন, আমি শ্যেন হইতে ভীত ও প্রাণার্থী হইয়া প্রাণ রক্ষার্থে আপনকার শরণ লইলাম। আমি মুনি, স্ব শরীর দ্বারা কপোত কায় প্রাপ্ত ও অর্থী হইয়া আপনাকে প্রাণ স্বরূপ প্রপন্ন হইয়াছি। আপনি আমাকে স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, ব্রহ্মচারী, দম ও তপোযুক্ত, আচার্য্যের অপ্রতিকূলবাদী ও পাপ রহিত জানিবেন। আমি বেদ প্রবচন করিয়া থাকি; আমার ছন্দ জ্ঞান আছে; আমি এক একটি অক্ষর করিয়া সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; আমি কপোত নই, অতএব আপনি শ্যেন পক্ষীর হস্তে আমাকে অর্পণ করিবেন না, কেননা শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ-দান সাধু দান নহে। অনন্তর শ্যেনপক্ষী রাজাকে কহিল, হে রাজন্! সংসারে পর্য্যায়ক্রমে জীবের জন্ম হয় না, সুতরাং আপনি পূর্ব্ব জন্মে হয়ত এই কপোত হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, এই হেতু আপনি আপনকার জন্মান্তরীয় পিতা এই কপোতকে রক্ষা করিয়া আমার আহারে বিঘ্ন করিবেন না।

রাজা কহিলেন, এই কপোত ও শ্যেন যেরূপ কথা কহিতেছে, পক্ষিভাষিত ঈদৃশ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত বাক্য পূর্ব্বে কেহ কখন কি শুনিয়াছেন? ইহাদিগের উভয়কে এরূপ জানিয়া অদ্য কি রূপে সাধু কর্ম্ম করা যায়! যে, ভীত প্রপন্নকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করে, সে যথা কালে পরিত্রাণ ইচ্ছা করিলেও পরিত্রাণ পায় না; তাহার সম্বন্ধে যথা কালে বৃষ্টি হয় না; বীজ যথা কালে রোপিত হইলেও অঙ্কুরিত হয় না। যে, ভীত শরণাগত ব্যক্তিকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করে, তাহার সন্তান জন্মিয়া শৈশবাবস্থায় মৃত হয়; তাহার পিতৃ লোকেরা কখন স্বর্গ বাস করিতে পারেন না এবং দেবতারাও তাহার হব্য গ্রহণ করেন না, এবং যে, ভীত শরণাগত ব্যক্তিকে বৈরি হস্তে সমর্পণ করে, সে অপ্রকৃষ্টচেতা, নিস্ফল অন্ন প্রাপ্ত ও স্বর্গলোক হইতে শীঘ্র প্রচ্যুত হয়, এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার প্রতি বজ্র প্রহার করেন। হে শ্যেন! শিবিবংশীয়গণ এই কপোতের পরিবর্ত্তে অন্নের সহিত একটি বৃষ পাক করিয়া তোমার নিমিত্তে প্রদান করুক; তুমি যে স্থানে বিরাজ কর, তথায় তোমার নিমিত্তে প্রচুর মাংস বহন করুক।

শ্যেন কহিল, হে রাজন্! আমি বৃষ কিম্বা কপোতাতিরিক্ত অধিকতর মাংসও প্রার্থনা করি না; আমার এই দৈবদত্ত কপোতই অনেক; অদ্য ইহার বিনাশাধীনই আমার ভক্ষ অবধৃত হইয়াছে, অতএব আপনি ইহাই আমাকে প্রদান করুন।

রাজা কহিলেন, হে শ্যেন! মদীয় পুরুষেরা বিবেচনা করিয়া দেখুক, তাহারা অবশ্যই সেই বৃষকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন করিয়া লউক, তাহা ভয়াতুর কপোতের পরিবর্ত্তিত ধন স্বরূপ; তাহা আমার

নিকট হইতে তোমার নিকট আনয়ন করুক; তুমি এই কপোতকে হিংসা করিও না। হে প্রিয়দর্শন শ্যেন! এই কপোতটি সোমযুক্ত ক্রতুর ন্যায় প্রতি-পাল্য, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে; আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিব, তথাপি কপোতটি দিব না। তুমি এ নিমিত্ত যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করি-তেছ, তাহা আর করিও না; আমি কোন প্রকারেই তোমাকে কপোত সমর্পণ করিব না। অথবা হে শ্যেন! শিবি-বংশীয়েরা যে রূপে আমার কর্ম্মে প্র-সন্ন হইয়া সাধুবাদ পূর্ব্বক প্রশংসা করেন এবং আমি এই কপোত প্রদান না করিয়া যে রূপে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি, তুমি আমাকে এরূপ অনুশাসন কর; তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব।

শ্যেন কহিল, রাজন্! আপনি, কপোতের মাংস যত পরিমিত, তাবৎ পরিমিত আপনার মাংস দক্ষিণ উরু হইতে উৎকৃন্তন করিয়া আমাকে দিউন; তাহা হইলে কপোত উত্তম রূপে পরিত্রাত ও আ-মার প্রিয় কার্য্য করা হয় এবং শিবিরাও আপনাকে প্রশংসা করিতে পারে। অনন্তর রাজা দক্ষিণ উরু হইতে এক খণ্ড মাংস কর্ত্তন করিয়া কপোতের সহিত তুলাদণ্ডে তুলিত করিলেন; তাহাতে ক-পোত গুরুতর হইল। তখন তিনি পুনরায় শরীরের অন্য স্থান হইতে মাংস উৎকৃন্তন করিয়া তুলায় ধারণ করিলেন, তাহাতেও কপোত গুরুতর হইল। পুনর্ব্বার তিনি সর্ব্ব শরীরের মাংস উৎকর্ত্তন করিয়া তুলোপরি আরোপণ করিলেন, তথাপি কপোত গুরুতর দৃষ্ট হইল। অনন্তর রাজা স্বয়ং তুলাতে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার চিত্তে অসন্তোষ জন্মিল না। শ্যেন এই ব্যাপার দেখিয়া, 'রাজা কপোতকে পরিত্রাণ করিলেন' এই বলিয়া অন্তর্হিত হইল। অনন্তর রাজা কপোতকে কহি-লেন, হে কপোত! শিবিরা অবগত হউন, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্যেন পক্ষী কে? ঈশ্বর ভিন্ন কেহই কখন ঈদৃশ কর্ম্ম করিতে পারেন না, অতএব হে ভগবন্! আপনি আমার এই প্রশ্নের উত্তর করুন।

কপোত কহিল, আমি ধূমকেতু বৈশ্বানর অগ্নি; এই শ্যেন সাক্ষাৎ বজ্রহস্ত শচীপতি। তুমি সুরথা-পুত্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তোমাকে জানিবার অভিলাষে আমরা উভয়ে তোমার সকাশে আসিয়াছিলাম। হে রাজন্! তুমি যে আমার পরিত্রাণার্থে অসিদ্বারা মাংসপেশী উৎকৃন্তন করিয়া প্রদান করিয়াছ, তা-হাতে আমি তোমার এই অঙ্গচিহ্নকে শুভ, মনো-হর, পুণ্যগন্ধ ও হিরণ্য বর্ণ করিতেছি। তুমি দেবর্ষি সম্মত ও অতি যশস্বী হইয়া এই সকল প্রজার পরিপালন করিবে। তোমার এই অঙ্গপার্শ্ব হইতে এক পুরুষ জন্মিবে, তাহার নাম কপোতরোমা হইবে। হে নৃপ! তুমি স্বীয় শরীর হইতে উৎপন্ন কপোতরোমা নামে পুত্র লাভ করিবে। তাহাকে তুমি সৌরথ গণের শ্রেষ্ঠ, যশোদ্বারা দীপ্যমান, শূর ও উৎকৃষ্ট শরীরী দেখিতে পাইবে।

শিবি চরিত ও ষণ্নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, আপনি পুনরায় রাজন্যদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। পরে মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, বিশ্বামিত্র-সন্তান অষ্টক রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁ-হার, প্রতর্দ্দন, বসুমনা ও উশীনরসুত শিবি, এই তিন ভ্রাতা আসিয়াছিলেন। অষ্টক রাজা যজ্ঞ সমা-পনান্তে ভ্রাতৃগণের সহিত রথারূঢ় হইয়া গমন করি-তেছেন, এমত সময়ে তাঁহারা দেবর্ষি নারদকে আ-সিতে দেখিয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিলেন, আপনি রথারোহণ করুন। তিনিও তাঁহাদিগকে 'তথা' বলিয়া রথারোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের মধ্যে এক জন দেবর্ষিকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। ঋষি কহিলেন, জিজ্ঞাসা কর। তিনি কহি-

লেন, আমরা সকলেই আয়ুষ্মান্ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন, অতএব আমাদের চারি জনকেই দীর্ঘ কাল ভোগ্য স্বর্গ বিশেষে যাইতে হইবে। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে কে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইবেন? ঋষি কহিলেন, এই অষ্টক। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, কি কারণে? ঋষি কহিলেন, আমি একদা এই অষ্টকের গৃহে বাস করিয়াছিলাম। ইনি আমাকে রথারোহণে নগরের বাহিরে লইয়া গিয়াছিলেন। তৎকালে আমি দেখিলাম, নানাবর্ণে বিবিক্ত সহস্র সহস্র গো রহিয়াছে। অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলাম এ সমস্ত গো কাহার? ইনি কহিলেন, আমি এই সকল গো উৎসর্গ করিয়াছি। এই রূপ বলাতেই ইহাঁর আপনাপনি শ্লাঘা করা হইল; সেই জন্য ইনি পতিত হইবেন।

পরে তাঁহারা কহিলেন, সম্প্রতি আমরা তিন জনেই যাইব, তন্মধ্যে কে পতিত হইবে? ঋষি কহিলেন, প্রতর্দ্দন। তিনি কহিলেন, কি কারণে? ঋষি কহিলেন, আমি এই প্রতর্দ্দনেরও গৃহে গিয়াছিলাম। ইনি আমাকে লইয়া রথে প্রবহন করিতেছেন, এই সময়ে এক ব্রাহ্মণ ইহাঁর নিকট এই বলিয়া যাজ্ঞা করিলেন যে আপনি আমাকে একটি অশ্ব দিউন। ইনি ব্রাহ্মণকে কহিলেন, আমি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ কহিলেন সত্বর প্রদান করুন। ইনি, ব্রাহ্মণকে শীঘ্র দেওয়া উচিত, এই বলিয়া দক্ষিণ পার্শ্বস্থ রথচক্র-সন্নিহিত অশ্ব টি প্রদান করিলেন। পুনর্ব্বার অন্য এক ব্রাহ্মণ অশ্বার্থী হইয়া আগমন করিলেন। তাঁহাকেও সেই রূপ বলিয়া বামপার্শ্বস্থ রথচক্রসন্নিহিত অশ্ব টি প্রদান করিয়া গমন করিলেন। পুনরপি অন্য এক ব্রাহ্মণ অশ্বার্থী হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অগ্র ভাগের বাম পার্শ্বের অশ্বটি মোচন করিয়া প্রদান করিলেন। পরে পুনর্ব্বার অন্য এক অশ্বার্থী ব্রাহ্মণ আসিলে তাঁহাকে কহিলেন, আমি প্রত্যাগত হইয়া দিব। ব্রাহ্মণ কহিলেন, শীঘ্র প্রদান করুন। তখন রাজা ব্রাহ্মণকে অবশিষ্ট অশ্ব টি প্রদান পূর্ব্বক রথধুর স্বয়ং গ্রহণ করিয়া কহিলেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্তে আর কিছুই নাই যে তাঁহারা চাহিবেন। ইনি দান করিলেন কিন্তু অসূয়া বাক্য প্রয়োগ করিলেন, সেই অসূয়া কথন দ্বারা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য লোকে পতিত হইবেন।

পরে এক রাজা কহিলেন, আমরা দুইজনে স্বর্গত হইব, তন্মধ্যে কে পতিত হইবেন? ঋষি কহিলেন, বসুমনা। তিনি কহিলেন কি কারণে? ঋষি কহিলেন, আমি ভ্রমণ করিতে করিতে বসুমনার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন পুষ্পরথের প্রয়োজনার্থ স্বস্তিবাচন হইতেছিল। আমি বসুমনার সমীপস্থ হইলাম, পরে ব্রাহ্মণেরা স্বস্তিবাচিত হইলে তাঁহাদিগকে রথ দর্শিত হইল। আমিও সেই রথের প্রশংসা করিলে রাজা কহিলেন, ভগবান্ আপনি রথের প্রশংসা করিলেন, এই রথ আপনকারই। অনন্তর পুনরায় আমি কোন সময়ে রথপ্রয়োজনে উপস্থিত হইয়া কহিলাম, ইহা উত্তম হইয়াছে। রাজা কহিলেন, এই রথ আপনকারই। পুনরপি তৃতীয় বার রথের স্বস্তিবাচন করিলাম। তখনও রাজা ব্রাহ্মণগণকে রথ প্রদর্শন করত আমাকে দেখিয়া কহিলেন, ভগবান্ আপনি পুষ্পরথের প্রশংসা সম্যক্ রূপে করিয়াছেন। এই রূপে রথ প্রদান না করিয়া বৃথা স্তব করা হেতু ইনি পতিত হইবেন।

পরে কোন রাজা কহিলেন, আপনার সহিত এক জন যাইবেন, তন্মধ্যে কে পতিত হইবেন? নারদ কহিলেন, শিবি স্বর্গে যাইবেন, আমি পতিত হইব। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কারণ কি? নারদ কহিলেন, আমি শিবির সদৃশ নহি, যেহেতু একদা এক ব্রাহ্মণ শিবির সমীপে সমাগত হইলেন এবং কহিলেন, শিবি! আমি অন্নার্থী। শিবি তাঁহাকে কহিলেন, কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, বৃহদ্গর্ভ নামে যে তোমার এই

পুত্র আছে, ইঁহাকে বিনষ্ট করিয়া সংস্কার পূর্ব্বক অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমার প্রতীক্ষা করিবে। তদনন্তর রাজা পুত্রকে বিনাশ করিয়া তাহার মাংস বিধিবৎ সংস্কার পূর্ব্বক পাক সমাপনান্তে পাত্রে রক্ষা করিয়া মস্তকোপরি গ্রহণ পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই ব্রাহ্মণকে অনুসন্ধান করিতেছেন, সেই সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, আপনি যাঁহার অনুসন্ধান করিতেছেন, সেই ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া নগর প্রবেশ করিয়া আপনকার গৃহ, ধনাগার, আয়ুধাগার, অশ্বশালা ও হস্তিশালা দগ্ধ করিতেছেন। এই সমাচার শ্রবণ করিয়াও শিবির মুখবর্ণ বিকৃত হইল না। তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কিছুই কহিলেন না; প্রত্যুত বিস্ময়ে অধোমুখ হইলেন। অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে প্রসন্ন করণার্থে কহিলেন, হে ভগবন্! ভোজন করুন। পরে ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্তকাল নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তুমিই ইহা ভোজন কর। রাজা 'তথা' বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ স্বস্থচিত্তে সমাদর সহকারে কপাল পাত্র উত্তোলন পূর্ব্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ রাজার হস্ত ধারণ করিলেন, এবং কহিলেন, মহারাজ! আপনি ক্রোধকে জয় করিয়াছেন, ব্রাহ্মণার্থে আপনার কিছুই অপরিত্যাজ্য নাই, এই বলিয়া সেই মহাভাগ রাজাকে অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর রাজা নিকটে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে দেবকুমারের ন্যায় অলঙ্কৃত পুণ্যগন্ধান্বিত সেই পুত্র অগ্রে রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ সেই সকল কার্য্য করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বিধাতা সেই ব্রাহ্মণবেশে শিবি রাজর্ষির পরীক্ষার্থ আগত হইয়াছিলেন। তিনি তিরোহিত হইলে, অমাত্যেরা রাজাকে কহিল, আপনি সকলই অবগত আছেন, অতএব কি মানসে এইরূপ কর্ম্ম করিলেন? শিবি কহিলেন, আমি যশ, অর্থ কি ভোগাভিলাষ হেতু ইহা প্রদান করি নাই। ইহা পাপানুগত পথ নহে, এই হেতুই আমি ইহা সম্পূর্ণ রূপে আচরণ করিয়া থাকি। সাধুরা যে পথে অবস্থিতি করেন, সেই পথই প্রশস্ত, আমার মন সেই প্রশস্ত পথেই প্রবৃত্ত হয়। আমি শিবি রাজার এই মহা সৌভাগ্য অবগত আছি, এই নিমিত্তেই তাহা যথাবৎ কহিয়াছি।

রাজন্যসৌভাগ্য কথন ও সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ঋষিগণ ও পাণ্ডব গণ মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনকার অপেক্ষা অন্য কেহ কি চিরজীবী আছেন?

মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজর্ষি থাকেন। তাঁহার পুণ্য ক্ষয় হইলে তিনি ত্রিদিব হইতে প্রচ্যুত হইয়া 'আমার কীর্ত্তি বিনষ্ট হইল' বলিয়া মৎসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, আপনি আমাকে জানেন? আমি তাঁহাকে কহিলাম, আমরা এক স্থানে অবস্থান করি না, আমাদিগের তীর্থ পর্য্যটনেই কালাতিপাত হইয়া থাকে, পুণ্যকার্য্যে ব্যাকুলতা হেতু আপনার অর্থানুষ্ঠানও প্রত্যভিজ্ঞাত নহি এবং কৃচ্ছ্র উপবাসাদি জন্য দেহোপতাপ হেতু আপনার অর্থানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইতে পারি না; সুতরাং আপনকাকে জানিবার সম্ভাবনা নাই। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, তোমা হইতে অন্য কেহ চিরজীবী আছেন? আমি তাঁহাকে বলিলাম, প্রাবীরকর্ণ নামে এক উলূক আছে। সে হিমালয়ে বসতি করে। সে আমা হইতে চিরজীবী। সে যদি আপনাকে জানে, বলাযায় না। যথায় উলূক বাস করে, সেই হিমাচলের পথ এখান হইতে প্রকৃষ্ট। তদনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্ব হইয়া, যে স্থানে উলূক আছে, তথায় আমাকে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। পরে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন উলূককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাকে

জান? উলূক মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিল, আমি আপনাকে জানি না। উলূক ইন্দ্রদ্যুম্নকে এই রূপ বলিলে, রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন পুনরায় উলূককে কহিলেন, তোমা অপেক্ষা কেহ চিরজীবী আছে? ইন্দ্রদ্যুম্ন উলূককে এ রূপ কহিলে, সে ইন্দ্রদ্যুম্নকে কহিল, ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক সরোবর আছে; তাহাতে নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক বাস করিয়া থাকে। সে আমা অপেক্ষা চিরজীবী; আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন। পরে ইন্দ্রদ্যুম্ন আমাকে ও উলূককে লইয়া সেই সরোবরে গমন করিলেন, যেখানে নাড়ীজঙ্ঘ বক ছিল। আমরা সেই বককে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জান? সে মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিল, আমি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে অভিজ্ঞাত নহি। তদনন্তর তাহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমা অপেক্ষা অন্য কেহ চিরজীবী আছে? সে আমাদিগকে কহিল, অকূপার নামে এক কচ্ছপ আছে; সে এই সরোবরে বাস করে। সে আমা হইতে চিরজীবী। সে যদি এই রাজাকে কোন প্রকারে জ্ঞাত থাকে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন। পরে সেই বক অকূপার কচ্ছপকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নিকট কোন বিষয় জানিতে আমাদিগের অভিপ্রায় আছে; অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে আগমন কর। ইহা শুনিয়া কচ্ছপ সেই সরোবর হইতে উঠিয়া, যথায় আমরা ছিলাম, সেই স্থানে আসিল। কচ্ছপ সেই সরসী তীরে আগত হইলে, আমরা তাহাকে কহিলাম, তুমি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জান? সে মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করিয়া বাষ্পপূর্ণ-নয়ন, উদ্বিগ্ন-হৃদয়, বিসংজ্ঞ-কল্প ও বেপমান হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিল, কি আমি ইহাঁকে জানি না? ইনি যজ্ঞস্থলে সহস্র বার যূপ সংস্থাপিত করিয়াছেন। আমি যে এই সরোবরে বাস করিতেছি, এই সরোবর ইহাঁর দক্ষিণাদত্ত গোযূথের চঙ্ক্রমণে উৎপন্ন হইয়াছে। মহারাজ! আমরা কচ্ছপের এই সকল কথা শ্রবণ করিলে পর, দেবলোক হইতে দেবরথ প্রাদুর্ভূত হইল এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি এই রূপ দৈব বাণী শ্রুত হইল যে, হে রাজন্! তোমার নিমিত্তে স্বর্গ প্রস্তুত; তুমি যথোচিত স্থানে আগমন কর। তুমি কীর্ত্তিমান্ রাজা, অতএব অনাকুল চিত্তে স্বর্গ লাভ কর। এ স্থলে এই কয়েক টি শ্লোক আছে যে, পুণ্য কর্ম্মের ধ্বনি দ্যু লোক ও ভূলোক স্পর্শ করে। মনুষ্যের যাবৎ কাল সেই শব্দ থাকিবে, তাবৎকাল তিনি স্বর্গস্থ বলিয়া কথিত হন। লোক মধ্যে যে কোন প্রাণির অকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হয়, সে ব্যক্তিকে, যাবৎকাল সেই অকীর্ত্তি সূচক শব্দ কীর্ত্তিত হয়, তাবৎকাল অধম লোকে পতিত থাকিতে হয়. এই হেতু মনুষ্য অনন্ত কালের নিমিত্তে সর্ব্বদা কল্যাণ-চরিত্র হইবে এবং পাপিষ্ঠ চিত্ত পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিবে। ইহা শুনিয়া সেই রাজা কহিলেন, যেপর্য্যন্ত এই দুই বৃদ্ধকে স্ব স্ব স্থানে উপনীত না করি, সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। ইহা বলিয়া তিনি আমাকে ও প্রাবারকর্ণ উলূককে যথা স্থানে উপনীত করিয়া সেই যানে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক যথোচিত স্থানে গমন করিলেন। মহারাজ! আমি চিরজীবী, এই প্রযুক্তই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

মার্কণ্ডেয় পাণ্ডব গণকে এই সকল কথা বলিলে, পাণ্ডবেরা কহিলেন, আপনি স্বর্গচ্যুত ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বস্থানে প্রতিপাদিত করিয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। পরে মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেবকী পুত্র কৃষ্ণও নরক-নিমগ্ন রাজর্ষি নৃগকে সেই কৃচ্ছ্র হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গ গত করিয়াছেন।

রাজন্যমাহাত্ম্য কথন ও অষ্টনবত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির, রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বর্গ প্রতিপাদনের ইতিবৃত্ত মহাভাগ মার্কণ্ডেয় সকাশে শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামুনে! পুরুষ কীদৃশ অবস্থাতে দান করিলে ইন্দ্র লোক অনুভব

করিতে পারে, তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করুন। গার্হস্থ্যাশ্রমে ও বাল্য, যৌবন বা বার্দ্ধক্যাবস্থায় যে রূপ ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাও কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মনুষ্যের বৃথা জন্ম চারি প্রকার এবং বৃথা দান ষোড়শ প্রকার। অপুত্রের জন্ম বৃথা; ধর্ম্মবহিস্কৃত ব্যক্তির জন্ম বৃথা; যেজন পরপাকে ভোজন করে, তাহার জন্ম বৃথা এবং যাহারা আপনার নিমিত্তই পাক করে—দেবতা, অতিথিকে না দিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করে, তাহাদিগেরও জন্ম বৃথা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল, পরে তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, এমত ব্রাহ্মণকে যে দান করাযায় এবং অন্যায় পূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিয়া যদি তাহা দান করা হয়, তাহা বৃথা। গুরুকে দান করিলেও তাহা বৃথা হয়, যেহেতু সে দান নিরুপাধি হয় না, এবং পতিত, তস্কর, মিথ্যাবাদী, পাপাত্মা, কৃতঘ্ন, গ্রাম-যাজক, বেদ-বিক্রয়ী, শূদ্রের পাচক, ব্রহ্মবন্ধু, বৃষলীপতি, স্ত্রীলোক, সর্পক্রীড়ক ও পরিচারককে দান করিলে, সে দানের প্রকৃত ফল হয় না। অতএব এই ষোড়শ প্রকার বৃথা দান বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে মনুষ্য অজ্ঞানাবৃত হইয়া ভয় বা ক্রোধ হেতু দান করে, সে তাহার ফল গর্ভস্থিত হইয়া ভোগ করে। তদ্ভিন্ন অপর কোন গর্হিত দান দ্বিজাতিদিগকে সম্প্রদান করিলে, তাহা বার্দ্ধক্যাবস্থায় ভোগ করে; অতএব যাঁহাতে স্বর্গপথ বিজয়ী হইতে পারে, এমত মানুষ সকল অবস্থাতেই দ্বিজাতিগণকে সকল বস্তু দান করিবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বিপ্রগণ, সমস্ত চতুর্ব্বর্ণের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহে প্রবৃত্ত হন, পরন্তু তাঁহারা কি বিশেষ উপায় দ্বারা আপনাকে ও অপরকে উত্তারণ করেন?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তাঁহারা জপ, মন্ত্র, হোম ও বেদাধ্যায়ন দ্বারা বেদময়ী তরণি করিয়া উত্তারণ করেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করে, তাহার প্রতি দেবতারা তুষ্ট হন। মনুষ্য ব্রাহ্মণের বচনেই স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! তোমার শরীর শ্লেষ্মাদি দ্বারা ব্যাপ্ত, ম্রিয়মাণ ও জড় স্বরূপ হইলেও তুমি যখন পিতৃ, দেব ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিতেছ, তখন অনন্ত লোক প্রাপ্ত হইবে, সংশয় নাই। মনুষ্য পুণ্য ও স্বর্গ বাসনা করিয়া ব্রাহ্মণ দিগের পূজা করিবে। বিশেষত শ্রাদ্ধ কালে যত্ন সহকারে অভিশপ্ত ও পতিত ভিন্ন বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে, এবং বিকৃতবর্ণ, কুনখী, কুষ্ঠী, মায়াবী, কুণ্ড, গোলক ও ক্ষত্রিয়-বৃত্তিজীবী দিগকে পরিবর্জ্জন করিবে। শ্রাদ্ধ নিন্দিত হইলে, যেমন অগ্নি ইন্ধন দহন করে, তদ্রূপ শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে দাহ করিয়া থাকে। যে যে ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করিতে হয়, তাহারা মূক, অন্ধ, বধির বা অন্য কোন রূপে বিকৃতাঙ্গ হইলেও তাহাদিগকে বেদপারগ বিপ্রদিগের সহিত মিশ্রিত করিয়া নিয়োগ করিবে। হে যুধিষ্ঠির! যাহাকে প্রতিগ্রহ প্রদান করা উচিত, তাহা শ্রবণ কর। যে শক্তিমান্ ব্রাহ্মণ আপনাকে ও প্রদাতাকে উদ্ধার করিতে পারেন, সর্ব্বাগম বেত্তা পুরুষ সেই দ্বিজকে দান করিবেন। যিনি দাতাকে ও আপনাকে তারণ করিতে পারেন, তিনিই শক্তিমান্। দক্ষিণাগ্নি প্রভৃতি অগ্নিত্রয়ের যাদৃশ তৃপ্তি অতিথি ভোজনে হয়, ঘৃতাহুতি, পুষ্প ও অনুলেপন দ্বারাও তাদৃশ তৃপ্তি হয় না; অতএব হে পার্থ! তুমি সর্ব্বপ্রকার যত্নপূর্ব্বক অতিথি ভোজন করাইতে যত্নশীল হও। হে রাজন্! যাহারা অতিথিকে পাদোদক, পাদমর্দ্দনার্থে ঘৃতাদি, দীপ, অন্ন ও আশ্রয় দান করে, তাহাদিগকে যম সমীপে গমন করিতে হয় না। দেবতার নির্ম্মাল্যাপনয়ন এবং দ্বিজের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, গন্ধাদি দ্বারা পরিচর্য্যা ও গাত্র-সম্বাহন, ইহার মধ্যে এক একটি কার্য্য গো দান হইতেও অতিরিক্ত ফলদায়ক হয়। কপিলা দান করিলে সংসার হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই; অতএব শ্রোত্রিয়, দরিদ্র, অগ্নিহোত্রী, পুত্রদারাভিভূত গৃহস্থ, অনুপ-

করি ব্রাহ্মণকে অলঙ্কৃতা কপিলা দান করিবে। হে ভরতেন্দ্র! এবম্বিধ ব্যক্তিকে দান করা কর্ত্তব্য; পরন্তু সমৃদ্ধকে কোন প্রকারে দিবে না; সমৃদ্ধকে দান করিলে কি গুণ হইবে? এক ব্রাহ্মণকেই একটি গো দিবে। একটি গো কখন বহু ব্যক্তিকে দিবে না; যেহেতু গৃহীতা ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক যদি সেই গো বিক্রীত হয়, তবে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত কুল নষ্ট করে এবং দাতা ও গৃহীতা ব্রাহ্মণকে নিতান্তই পরিত্রাণ করে না। যে ব্যক্তি অশীতি রত্তি পরিমিত বিশুদ্ধ স্বর্ণ প্রদান করে, তাহার নিশ্চয়ই শত সুবর্ণমুদ্রা প্রদানের ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি ধুরন্ধর বলবান্ বৃষ দান করে, সে সমস্ত দুর্গ হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং স্বর্গে গমন করে। যে ব্যক্তি বিদ্যা-সম্পন্ন বিপ্রকে ভূমি দান করে, তাহার মনোভিলষিত কামনা সকল অনুগামী হয়। পথি মধ্যে পথশ্রান্ত ক্ষীণ-কলেবর ধূলিধূষরিত-পদ পুরুষেরা অন্নদাতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে এবং অনেকে তাহাদিগকে অন্নদাতার কথা বলিয়া দিয়াও থাকে; ইহাতে যে বিজ্ঞ মনুষ্য তাদৃশ-শ্রমার্ত্ত ব্যক্তিদিগকে অন্নদাতার অন্ন প্রদানের কথা কহিয়া দেয়, সে অন্নদাতার তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, সংশয় নাই। অতএব হে পার্থ! তুমি সকল দান ত্যাগ করিয়া অন্ন দান কর, যেহেতু এই সংসার মধ্যে অন্ন দানের তুল্য বিচিত্র পুণ্য ফল অন্য কোন দানে দৃষ্ট হয় না। যে জন শক্তি অনুসারে সংস্কৃত অন্ন বিপ্রকে দান করে, সে তদ্দ্বারা প্রজাপতি লোক প্রাপ্ত হয়। অন্ন হইতে উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই, অতএব অন্নই বিশিষ্ট। অন্ন প্রজাপতি বলিয়া কথিত হইয়াছে; তাহাই সম্বৎসর রূপে অভিমত; এই সম্বৎসরই যজ্ঞ; যজ্ঞেতেই সকল প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহা হইতে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব প্রাণীর উৎপত্তি হয়; সেই হেতু সকল হইতে অন্নই বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বিশ্রুত আছে। যাঁহারা বৃহৎ জলাশয়, বাপী, কূপ ও আশ্রয় স্থান উৎসর্গ ও অন্ন দান করেন এবং মধুর বাণী বলেন, তাঁহারা শমন বাক্য শ্রবণ করেন না। যিনি ধান্য ও শ্রমোপার্জ্জিত বিত্ত সুশীল বিপ্রকে প্রদান করেন, তাঁহার প্রতি বসুন্ধরা সন্তুষ্টা হন এবং ধনধারা বিমুক্ত করেন। প্রথম অন্নদাতা, তদনন্তর সত্যবাদী ও অযাচিত প্রদাতা গমন করেন, কিন্তু এই তিন জনই তুল্য গতি প্রাপ্ত হন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত কৌতূহলান্বিত হইয়া পুনরপি মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামুনি! যম লোক হইতে নর লোকের পথের অন্তর কীদৃশ, তাহার পরিমাণ কি, কি প্রকারই বা তাহা এবং কি উপায়েই বা পুরুষেরা তাহা হইতে উত্তীর্ণ হয়, ইহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য নরপাল! তোমার এই প্রশ্ন অত্যন্ত গুহ্যতম, পবিত্র, ঋষিসংস্তুত ও ধর্ম্ম জনক; আমি তোমার নিকট ইহার উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। হে নরাধিপ! যমলোক ও মানুষ-লোকের অভ্যন্তর পথ ষড়শীতি সহস্র যোজন পরিমিত। উহা আকাশময় জলহীন ভয়ানক দুর্গম পথ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় বৃক্ষছায়া, কি পানীয় কি আশ্রয়স্থল নাই, যে তাহাতে পথশ্রান্ত পুরুষেরা শ্রান্তি দূর করে। যমের আজ্ঞাকারী দূতেরা বল-পূর্ব্বক কি নর, কি নারী কি অন্য কেহ, পৃথিবীস্থ প্রাণিমাত্রকেই সেই পথ দিয়া লইয়া যায়। হে পার্থিব! যাহারা ব্রাহ্মণদিগকে প্রকৃষ্ট ঘোটকাদি নানা [illegible] বাহন দান করে, তাহারাই তদ্দ্বারা সেই পথ অতিক্রম করে। ছত্রদাতা ছত্র দ্বারা আতপ নিবারণ করিয়া গমন করে। অন্নদাতা তৃপ্ত হইয়া গমন করে, অন্ন দান না করিলে তথায় অতৃপ্ত হইয়াই যাইতে হয়। বস্ত্রদাতা বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক গমন করে। বস্ত্র দান না করিলে বিবস্ত্র হইয়া যাইতে হয়। হিরণ্য দাতা অলঙ্কার-ভূষিত হইয়া এবং ভূমি দাতা সর্ব্ব কামনা পরিপূর্ণ হইয়া সুখে গমন করে। শস্য দাতা অপ্রাপ্তক্লেশে

গমন করে। গৃহ দাতা বিমানারূঢ় হইয়া সুখে যাত্রা করে। জল দাতা অতৃষিত হইয়া প্রহৃষ্ট মানসে চলিয়া যায়। দীপ দাতা পথকে দ্যোতিত করিয়া সুখে যাইতে থাকে। গো প্রদাতা সর্ব্ব পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সুখে গমন করে। এক মাস উপবাসী ব্যক্তিরা হংস যুক্ত বিমানারোহণে ও ষষ্ঠরাত্র উপবাসী ব্যক্তিরা ময়ুর যোজিত বিমানারোহণে গমন করে। হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি এক ভক্ত দ্বারা ত্রিরাত্র যাপন করে এবং তন্মধ্যে আর ভোজন না করে, তাহার অনাময় লোকে গতি হয়। জলের এই দিব্য গুণ আছে যে তাহা প্রেত-লোকে সুখাবহ হইয়াথাকে; যাহারা উহা দান করে, তাহাদিগের নিমিত্ত পুষ্পোদকা নাম্নী নদী বিহিতা হয়; তাহারা সেই নদীর অমৃতোপম শীতল সলিল পান করে। এবং যাহারা দুষ্কৃতকর্ম্মা, তাহাদিগের পক্ষে সেই নদীতে পূয় বিহিত হয়; মহারাজ! সেই নদী এইরূপ সর্ব্ব কাম প্রদান করিতে পারে। অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমিও যথাবিধি এই সকল ব্রাহ্মণকে পূজা কর। যাহারা পথশ্রমে ক্ষীণ-দেহ ও পথের ধূলায় ধূষরিতাঙ্গ হইয়া অন্নদাতাকে জিজ্ঞাসা করে, ও ভোজনাশয়ে গৃহে আগমন করে, তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক পূজা করিবে, তিনিই অতিথি, তিনিই ব্রাহ্মণ। তিনি গমন করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার অনুগামী হন। তিনি পূজিত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রীত হন এবং তিনি অপূজিত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ নিরাশ হইয়া যান। অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমিও যথাবিধি তাঁহাকে পূজা করিবে। এই তোমাকে শত শত প্রকার কহিলাম; এখন আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বিভু ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি ধর্ম্মসমাশ্রিত পুণ্য কথা কহিলে আমি তাহা পুনঃপুন শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নৃপ! আমি অপর, ধর্ম্ম বিষয়ক নিত্য সর্ব্বপাপ বিনাশক প্রস্তাব কহিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জ্যেষ্ঠ পুষ্কর তীর্থে কপিলাদানে যে ফল হয়, বিপ্রবৃন্দের পাদ ধাবনে সেই ফল হয়। যে কাল পর্য্যন্ত দ্বিজপাদোদকে অবনী আর্দ্রীভূতা থাকেন, তাবৎকাল পিতৃগণ পুষ্কর পর্ণ দ্বারা জল পান করেন। অতিথিকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে অগ্নি, আসন প্রদান করিলে ইন্দ্র, পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলে পিতৃগণ এবং অন্নাদি দান করিলে প্রজাপতি পরিতৃপ্ত হন। যে সময়ে গবী বৎস প্রসব করে, বৎসের পদ ও মস্তক দৃশ্যমান হয়, সেই সময়ে সংযত-চিত্ত হইয়া সেই গো দান করিবে। যে সময়ে বৎস, যোনি হইতে বহির্গত হইয়া শূন্যগত হয়, প্রসব সমাপন না হয়, সেই সময়ে সেই প্রসব কারিণী গোকে পৃথিবী বলিয়া জানিবে অর্থাৎ তৎকালে সেই গো দান করিলে পৃথিবী দানের ফল লাভ হয়। যিনি কৃষ্ণ বর্ণ ধেনুকে সুবর্ণনাসা, উৎকৃষ্ট খুর ও সর্ব্ব রত্নে অলঙ্কৃত করিয়া তিল দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক দান করেন, তিনি, সেই গো ও বৎসের যাবৎ সংখ্যক লোম থাকে, তাবৎ পরিমিত সহস্র যুগ স্বর্গ লোকে মহীয়মান হন। হে ভারত! যিনি প্রতিগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার সাধুকে দান করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমধিক ফল লাভ করেন; তাঁহার গিরি গুহা বন কানন সমুদ্রের সহিত চতুঃসীমাবচ্ছিন্না পৃথিবী দান করা হয়, সংশয় নাই। যে বিপ্র জানুমধ্যে ভুজদ্বয় রক্ষা ও ভোজনপাত্র ধারণ পূর্ব্বক মৌনী হইয়া ভোজন করেন, তিনি দুরদৃষ্ট হইতে উত্তারণ করিতে সক্ষম হন। এবং যে ব্রাহ্মণেরা মদ্য পান না করেন ও অপর কেহ তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের কোন দোষ আছে বলিয়া কীর্ত্তন না করেন এবং যাঁহারা সংহিতা পাঠ নিত্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা উত্তারণে সক্ষম হন। যে কিছু হব্য কব্য, তৎসমস্তের যোগ্য পাত্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ; যে প্রকার জ্বলিতাগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে অব্যর্থ হয়, সেই প্রকার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণে প্রদত্ত দান

অব্যর্থ হইয়া থাকে। বিপ্রগণের মন্যুই অস্ত্র, তাঁহারা শস্ত্র যুদ্ধ করেন না; যেমন বজ্রপাণি ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বিনাশ করেন, তদ্রূপ তাঁহারা মন্যু দ্বারা বিনাশ করেন। হে বিশুদ্ধশীল! এই ধর্ম্মাশ্রিত কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; নৈমিষারণ্যবাসী মুনিরা ইহা শুনিয়া প্রীত, শোক ভয় ক্রোধ রহিত ও বীতপাপ হইয়াছেন। হে রাজন্! মানবেরা এই সংসারে এই কথা শ্রবণ করিলে আর তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধার্ম্মিকবর মহাপ্রাজ্ঞ! এমন কি শৌচ আছে, যদ্দ্বারা ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা শুদ্ধ থাকেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, যিনি বাক্য-শৌচ, কর্ম্ম-শৌচ ও জল-শৌচ, এই ত্রিবিধ শৌচে সমুপেত হন, তিনি স্বর্গ লাভ করেন, সন্দেহ নাই। যে ব্রাহ্মণ বেদমাতা পাবনী দেবী গায়ত্রীর ও সায়ং প্রাতঃকালে সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তিনি ঐ দেবী কর্ত্তৃক বিগত-পাপ হইয়া সসাগর ভূমণ্ডল প্রতিগ্রহ করিয়াও বিষাদ প্রাপ্ত হন না; অন্তরীক্ষস্থ যে সকল সূর্য্যাদি গ্রহ ইহাঁর বিগুণ থাকেন, তাঁহারা সৌম্য ও শুভ হইয়া অতীব শিবদায়ক হন, এবং মহাকায় দারুণ ভয়ঙ্কর-রূপ রাক্ষস সমস্তও সেই অনুগত দ্বিজোত্তমকে পরিভব করিতে সক্ষম হয় না। ব্রাহ্মণেরা জ্বলিতাগ্নি তুল্য; তাঁহাদিগের অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহে দোষ হয় না। মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ বেদ-রহিত কি বেদবিৎ কি প্রাকৃত কি সংস্কৃত, যাহাই হউন না কেন, তাঁহাদিগের অবমাননা কর্ত্তব্য নয়; তাঁহাদিগকে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বোধ করিবে। যে প্রকার শ্মশানে দীপ্তশিখ অগ্নি দূষ্য হয় না, সেই প্রকার, ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ই হউন কিম্বা অবিদ্বান্ই হউন, তিনি মহৎ ও দেবতা স্বরূপ। নগর সকল যদি প্রাকার, পুর দ্বার ও পৃথক্ পৃথক্ প্রকার প্রাসাদেও সমন্বিত হইয়া ভূষিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণ-হীন হইলে শোভা পায় না। হে নৃপ! যেখানে বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন সচ্চরিত্র জ্ঞানবন্ত তপস্বী বিপ্রগণ থাকেন, তাহার নামই নগর। হে পার্থ! গোষ্ঠ কি অরণ্য, যে স্থানে বহুশ্রুত ব্রাহ্মণেরা থাকেন, পণ্ডিতেরা সেই স্থানকেই নগর বলিয়াছেন এবং তাহা তীর্থ স্থান হয়। রক্ষক ভূপতি ও তপস্বী ব্রাহ্মণের অভিমুখে গমন ও তাঁহাদিগকে পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বুধ গণ পুণ্যতীর্থে অভিষেচন, পবিত্র নাম কীর্ত্তন ও সাধুর সহিত সম্ভাষণ প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধুগণ সদা সাধু-সংসর্গ দ্বারা পূত সুভাষিত বাক্য রূপ বারি দ্বারা আপনাকে পবিত্রীকৃত বলিয়া বোধ করেন। যদি স্বকীয় ভাব নির্ম্মল না হয়, তবে ত্রিদণ্ড ধারণ, মৌনব্রত, জটাভার ধারণ, মুণ্ডন, বল্কল বা অজিন পরিধান, ব্রতচর্য্যা, তীর্থাভিষেচন, অগ্নিহোত্র, বনে বাস ও শরীর শোষণ, এ সকলই মিথ্যা হয়। বিষয় বিশুদ্ধি ব্যতিরেকে চক্ষুরাদি ছয় ইন্দ্রিয়ের উপভোগ দুষ্কর নহে, পরন্তু অনুপভোগ-রূপ অমৃতত্বই দুষ্কর, যেহেতু তাহা অনায়াস সম্পাদ্য নহে; কেননা ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিকারী মন দুর্জ্জেয়; অতএব যাঁহারা মন, বুদ্ধি, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মা দিগেরই তপস্যা করা হয়; শরীর শোষণ করিলেই যে তপস্যা হয়, এমত নহে। যাহার পুত্র ভার্য্যাদির প্রতি দয়া নাই, সেই ব্যক্তি নির্ম্মল-দেহ হইলেও নিষ্পাপ হইতে পারে না; কেন না সেই নির্দয় ভাবই তাহার তপস্যার হিংসা; অতএব সংসার ভোগ ত্যাগ করিলেই যে তপস্যা হয়, এমত উক্ত হয় নাই। যিনি নিত্য শুচি, অলঙ্কৃত ও যাবজ্জীবন দয়াবান্ হইয়া গৃহে অবস্থান করেন, তিনিই মুনি, তিনিই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। অনশনাদি দ্বারা পাপকর্ম্ম পবিত্র হয় না, কিন্তু মাংস শোণিত লিপ্ত শরীরই বিষন্ন হয়। ভাবশূন্য দেহী অজ্ঞাত কর্ম্ম করিয়া ক্লেশ মাত্রই ভোগ করে, পাপ-

হীন হইতে পারে না, তাহার সম্বন্ধে অগ্নি পাপ কর্ম্মকে দগ্ধ করে না। মনুষ্যেরা অনশন ব্রতাদি করিয়া বাক্‌শুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, কায়শুদ্ধি ও দয়া প্রভৃতি পুণ্য দ্বারাই পবিত্র ও প্রব্রজিত হইয়া শ্রেয় লাভ করিতে পারেন; নতুবা কেবল ফল মূল ভক্ষণ, মৌনব্রত, বায়ু-ভক্ষণ, শিরোমুণ্ডন, গৃহত্যাগ, জটা-ধারণ, স্থণ্ডিলশয়ন, নিত্য অনশন, অগ্নিশুশ্রূষা, উদক প্রবেশ, ধরাশয়ন, এ সকল দ্বারা শ্রেয় লাভ করিতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত পুণ্যাত্মারাই জ্ঞান কর্ম্ম দ্বারা জরা মরণ ব্যাধি হইতে প্রহীণ হইয়া উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হন। যে প্রকার অগ্নি-দগ্ধ বীজ পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, সেই রূপ জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশের সহিত আত্মা আর পুনঃ সংযুক্ত হন না। কাষ্ঠ কুড্য সদৃশ এই জড় শরীর আত্মা বিহীন হইলে সাগর ফেনের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। যিনি এক বা অর্দ্ধ শ্লোক দ্বারা যখন সর্ব্বভূতাশয় আত্মাকে লাভ করেন, তখন তাঁহার সমস্ত প্রয়োজন ক্ষীণ হইয়া যায়। কেহ কেহ শ্লোক-পদাঙ্কিত শত শত সহস্র সহস্র অক্ষর মধ্যে দুই টি অক্ষর হইতে অভিসন্ধান করিয়া আত্মাকে লাভ করেন; প্রত্যয়ই মোক্ষের লক্ষণ। জ্ঞানবিৎ বৃদ্ধ ব্যক্তিরা কহিয়াছেন, সংশয়াত্মা ব্যক্তির কি ইহ লোক, কি পর লোক, কি সুখ, ইহার কিছুই নাই; প্রত্যয়ই মোক্ষের লক্ষণ। যিনি বেদের অর্থ জানিয়াছেন, তিনিই বেদের প্রয়োজন জ্ঞাত হইয়াছেন; যে প্রকার মনুষ্য দাবাগ্নি হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই বেদার্থবিৎ ব্যক্তি বেদোক্ত কর্ম্ম হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব হে ভারত! তুমি শুষ্ক তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি স্মৃতি আশ্রয় কর, শ্রুতি সিদ্ধ যুক্তি দ্বারা অদ্বিতীয় অক্ষর তত্ত্বের কামনা কর। যাহার শমাদি সাধনের বিপর্য্যয় হয়, তাহার তত্ত্ব-বুদ্ধি সুসিদ্ধ হয় না; অতএব অতি যত্ন সহকারে পরমাত্ম-তত্ত্বকে বেদ পূর্ব্বক জানিবে। পরমাত্মা বেদস্বরূপ; বেদ তাঁহার শরীর, এবং বেদই তত্ত্বজ্ঞানের হেতু হয়। কিন্তু সমস্ত বেদ যাঁহাতে প্রলীন হইয়া যায়, সেই আত্মাকে উপলব্ধি করিতে জীবাত্মা সমর্থ হন না, পরন্তু সেই আত্মা বুদ্ধি শব্দের বেদ্য হন। দেবগণের বেদোক্ত পরমায়ু, কর্ম্মের শুভফল ও দেহীদিগের প্রভাব জগতে যুগে যুগে ফলিয়া থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয় প্রমাদ হেতু এই সকল পরিবর্জিত করিবে, অতএব ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির নিরোধরূপ যে অনশন, তাহাই দিব্য অনশন। অপিচ, তপস্যা দ্বারা স্বর্গ-গমন, দান দ্বারা ভোগ এবং তীর্থস্নানে পাপক্ষয় হয় কিন্তু জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাযশা যুধিষ্ঠির ইহা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, ভগবন্! আমার উত্তম দান-বিধি শ্রবণে ইচ্ছা হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির! তুমি যে দান-ধর্ম্মের কথা শ্রবণে ইচ্ছা করিতেছ, ইহা আমারও সর্ব্বদা গুরুতর রূপে অভীষ্ট; অতএব শ্রুতি স্মৃতি বিহিত দান-রহস্য শ্রবণ কর। হে যুধিষ্ঠির! গজচ্ছায়াখ্য যোগ বিশেষে অশ্বত্থ পল্লব বীজিত জলোপান্ত স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে দশ অযুত কল্প পর্য্যন্ত তাহার ফল ক্ষয়িত হয় না। কাহাকেও জীবন রক্ষার্থ অন্নাদি দান করিলে তাহা অক্ষয় ফল জনক হয়। যিনি ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়া তাহার অধিকারীকে বাস করান, তাঁহার সর্ব্ব যজ্ঞ সম্পাদন করা হয়, এবং বিপরীত স্রোতোবাহিনী নদীরূপ তীর্থে উত্তম অশ্ব প্রদান করিলে তাহা অক্ষয়ফল প্রদ হয়। অতিথি অন্নার্থী হইয়া ইন্দ্র রূপে গৃহে আগমন করেন; তাঁহাকে অন্ন প্রদান করিলে ইন্দ্র অক্ষয় ফল প্রদান করেন। যে প্রকার মনুষ্য মহাধুর স্বরূপ দুরবগাহ জল-বিপ্লবে নৌকা দ্বারা মুক্ত হয়, সেইরূপ, পূর্ব্বোক্ত দাতা গণ মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হন। অপিচ, ব্রাহ্মণকে যে কিছু দান করা যায়, তৎসমস্তই দধি-মস্তু সদৃশ অক্ষয় হইয়া থাকে। বিশেষত, পর্ব্বেতে দান দ্বিগুণ, ঋতু-

বিশেষে দান দশ গুণ, বর্ষ বিশেষে দান শতগুণ এবং বিষুবে দান অনন্ত ফলদায়ক বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। অয়ন, বিষুব ও ষড়শীতি সংক্রান্তিতে এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে দান করিলে দাতা অক্ষয় ফল ভোগ করেন, এবং পণ্ডিতেরা ইহাও বলিয়াছেন যে ঋতুতে দশগুণ, ঋত্বয়নাদিতে শতগুণ ও রাহুদর্শন দিনে সহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে; পরন্তু বিষুবেতে দান করিলে অক্ষয় ফল ভোগ করে। হে রাজন্! ভূমি দান না করিলে ভূমি ভোগ করিতে পারে না এবং যান দান না করিলে যানারূঢ় হইয়া গমন করিতে পায় না। যে যে কাম্য বস্তু ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে, জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সেই সেই কাম্য বস্তু ভোগ করিবে। অগ্নির অপত্য সুবর্ণ, বিষ্ণুর অপত্য পৃথিবী এবং সূর্য্যের অপত্য গো; অতএব যে ব্যক্তি কাঞ্চন, গো ও ভূমি দান করেন, তাঁহার তিন লোক প্রদত্ত হয়। ত্রিলোক মধ্যে দান অপেক্ষা শাশ্বত ক্রিয়া আর কিছুই নাই, সুতরাং ইহা অপেক্ষা কল্যাণ কর কার্য্য আর কি আছে? অতএব বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ গণ জগতে দানকেই পরম প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ঊনৈক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯৯॥

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।